ইসলাম প্রচারের ইতিহাস

শাইখ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস

[নবী (সা)-এর যামানা, সাহাবা (রা)-এর যামানা এবং সুলতানদের যামানায় ইসলাম প্রচারের বিস্তারিত ও বিশ্বস্ত ইতিহাস]

শাইখ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী

মুহিউদ্দীন শামী অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস
শাইখ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী
মুহিউদ্দীন শামী অনূদিত
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৮৮
ইফাবা প্রকাশনা : ২৩০১/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৭০৯
ISBN : 984-06-0957-2

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০০৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৭
বৈশাখ ১৪১৪
রবিউল আউয়াল ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য : ১২৮.০০ টাকা

ISLAM PROCHARER ITIHASH (Hisory of Preaching Islam) : Written by Shaikh Muhammad Ismail Panipathi in Urdu and translated into Bangla by Muhiuddin Shami and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8128068 April 2007

Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-Mail : Info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 128. 00 ; US Dollar : 4.80

www.pathagar.com

সূচিপত্র

হেদায়েতের সূর্যোদয় ১৯
নবুয়্যত যুগে ইসলাম প্রচারের ধারা ২০
আরবদের আকায়িদের সংশোধন ২২
আমলের সংশোধন ২৬
চরিত্র ও আচরণের সংশোধন ২৭
তাবলীগের পথে মহানবী (সা)-এর অসুবিধা ২৭
মহানবী (সা)-এর ব্যবহৃত ইসলাম প্রচারের উপকরণ ৩০
ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ উপকরণ ৩০
মক্কা, মদীনা ও আরবের মানুষ কিভাবে রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান আনল? ৩২
ইসলাম প্রচারকদের দায়িত্ব ও তাহাদের কর্ম পদ্ধতি ৩৪

প্রথম অধ্যায়

মহানবী (সা)-এর মক্কী জীবনে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস ৩৮
প্রথম ওহী ও প্রাথমিক প্রচার ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী (সা)-এর ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের প্রথম প্রচার কেন্দ্র ৬৫

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের দাওয়াতের ধারাবাহিকতায় মহানবী (সা)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপদ্ধতি ৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

বিরোধিতার ঝড় ও উহার কারণ ৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহানবী আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে কোরাইশদের রীতিমত জোট গঠন ৮২

সপ্তম অধ্যায়

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের বিরুদ্ধে কোরাইশদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ১০৫
সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের উপর কোরাইশদের নির্যাতন ১১৫
স্বয়ং মহানবী (সা)-এর প্রতি কেরাইশের কাফিরদের আচরণ ১২৩

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মুসলিমদের উপর কাফিরদের সীমাহীন নির্যাতন ১২৯

নবম অধ্যায়

নবী (সা)-এর তাবলীগের পঞ্চম পর্যায় ১৪৪

দশম অধ্যায়

মহানবী (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে কোরাইশের নতুন পরিকল্পনা ১৫৪

একাদশ অধ্যায়

তাবলীগের দায়িত্ব পালনের পথে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় ঃ দুই ব্যক্তিত্বের ইনতিকাল ১৬০

দ্বাদশ অধ্যায়

তায়িফের দাওয়াতী ভ্রমণ ১৬৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তায়িফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে রাসূল (সা)-এর তাবলীগী প্রোগ্রাম ১৬৯

চতুর্দশ অধ্যায়

তাবলীগ ও প্রচারের নতুন ক্ষেত্র এবং ইয়াসরাববাসীদের ইসলাম গ্রহণ ১৭৪

আকাবার প্রথম বাইয়াত ১৭৫

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত ১৭৮

আকাবার তৃতীয় বাইয়াত ১৮০

আউস কবীলার বাইয়াতকারী ব্যক্তিগণ ১৮৭

খাযরাজ কবীলা হইতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী ১৮৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

আরবের কবীলাসমূহে ইসলাম প্রচারের পর্যালোচনা (হিজরতের পূর্বকালে) ১৯৫

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

নবী (সা) যুগে ইসলামের প্রচারকবৃন্দ (মক্কী জীবনে) ১৯৮

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

রাসূল (সা)-এর মাদানী জীবনে ইসলামের তাবলীগের অবস্থা ২০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের প্রচার রোধ করিতে মক্কায় কোরাইশদের শত্রুতামূলক প্রয়াস ২১১

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের আহ্বানের পথে দুইটি দুঃখজনক ঘটনা ২১২

চতুর্থ অধ্যায়

ঐ সমস্ত কবীলা যাহারা মদীনায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন ২২০

পঞ্চম অধ্যায়

মদীনা হইতে প্রেরিত ইসলাম প্রচারক দল ২২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

হোদাইবিয়ার সন্ধি ও তাবলীগের নতুন মাধ্যম ২৩৫
[সুলতানগণ রাজ্যপ্রধানগণ ও কবীলার নেতাদের নামে দাওয়াতী পত্র প্রেরণের ধারা]

রূমের কায়সারের নামে ২৩৯

ইরানের শাহ্ খসরু পারভেযের নামে ২৫০

ইথুপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে ২৫৫

মিশরের সম্রাট মকুকসের নামে ২৫৯

আম্মানের নেতা জা'ফরের নামে ২৬৩

ইয়ামামার নেতা হাওযার নামে ২৬৮

বাহ্‌রাইনের প্রশাসক মানযাবের নামে ২৬৮

গাস্‌সানের নেতা হারিসের নামে ২৬৮

হারিস বিন আবদি কিলালের নামে ২৬৯

বাহ্‌রাইনের কবীলাসমূহের নামে ২৭০

হিজরের প্রশাসক সী বখতের নামে ২৭০

সপ্তম অধ্যায়

স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকারী আরব নেতাগণ ২৭১

অষ্টম অধ্যায়

ইসলাম প্রচারের একটি নতুন পথ ২৮০
[বিস্ময়কর পরিবেশে একটি অভিনব ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

হযরত খালিদ বিন ওলীদ ও হযরত আমর বিন আসের ইসলাম গ্রহণ ২৮৬

দশম অধ্যায়

মক্কা বিজয় ও কোরাইশ প্রধানদের ইসলাম গ্রহণ ২৯৭

একাদশ অধ্যায়

আরব উপদ্বীপে প্রতিমাদের খোদায়ীর অবসান ৩২৬

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মক্কা বিজয়ের বিরাট উপকারিতা সমগ্র আরবে স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার ৩৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামের প্রসার ৩৩৪

চতুর্দশ অধ্যায়

খ্রিস্টান ও ইয়াহূদীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার (নবীযুগে) ৩৬৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাহারা মহানবী (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছেন ৩৭৫

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

মজুসীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার ৩৭৭

মজূসীদের মধ্য হইতে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় সাহাবী ৩৭৭

সপ্তদশ অধ্যায়

মহানবী (সা)-এর মদীনা জীবনতে ইসলামের মুবাল্লিগীন ৩৮২

অষ্টাদশ অধ্যায়

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) দায়ী হিসেবে ৩৯৫

উপসংহার– ১

ইসলাম প্রচার ও জিহাদ প্রসঙ্গ ৪০০

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার ৪৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার ৪৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার ৫০৪

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত আলীর (রা) খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার ৫১০

দ্বিতীয় পর্ব

বনূ উমাইয়ার সময়ে ইসলাম প্রচারের গতি ৫১৪

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়াতে এমন এক সময় প্রেরণ করেন যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শিরক, গোমরাহী ও অসভ্যতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। আরব উপদ্বীপটি ছিল তখন নানা কুসংস্কার, জুলুম, রাহাজানী, স্বার্থপরতা, গোত্রীয় বিভেদ ও মানুষের মনগড়া দেবদেবীদের কেন্দ্রস্থল। শুধু আরব উপদ্বীপ নয়, পৃথিবীর এমন একটি অঞ্চলও ছিল না যেখানে মানুষ পথভ্রষ্টতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেনি। পৃথিবীর এমন এক সংকটময় সময়েই আল্লাহ তা'আলা হেদায়াতের উজ্জ্বল প্রদীপ—সিরাজাম মুনীরা, সাইয়্যিদুল মুরসালীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে 'খাতামুন নাবিয়্যিন', 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'-এর মর্যাদা দিয়ে মানুষের কাছে তওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়তী দায়িত্ব অর্পণের পর তিনি দৃঢ়চিত্তে মানুষের কাছে নিরঙ্কুশ তওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। প্রথম পর্যায়ে নিকট-আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে দাওয়াত পৌঁছানোর পর তিনি তার এ দাওয়াতী কার্যক্রমকে আরো বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যান। পরবর্তীতে এ দাওয়াতী কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত ও নির্বিঘ্ন করার জন্যই তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানেই গড়ে তোলেন ইসলাম প্রচারের মূল কেন্দ্র।

মদীনায় ইসলামের ভিত সুদৃঢ় করার পর তিনি দিকে দিকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের শাসক এবং গোত্র প্রধানদের নিকট দূত প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন রোমসম্রাট কায়সার, পারস্যের শাহ খসরু পারভেজ, ইথিউপিয়ার বাদশা নাজ্জাশী, মিসরের সম্রাট মকুকস এবং আম্মান, ইয়ামামা, বাহরাইন, গাসসান প্রভৃতি দেশের শাসক ও বিভিন্ন গোত্রপতি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় সুমহান ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। আবার কেউ কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু মহানবী (সা) নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দাওয়াতী কার্যক্রম থেকে এক মুহূর্তের জন্য নিবৃত্ত থাকেননি। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরা এই দাওয়াতী কার্যক্রম ছড়িয়ে দেন সমগ্র বিশ্বে।

www.pathagar.com

স্বনামখ্যাত লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথীর উর্দু ভাষায় রচিত 'তারিখে ইশাআতে ইসলাম' শীর্ষক বইটিতে ইসলাম প্রচারের সুবিস্তৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'ইসলাম প্রচারের ইতিহাস' শিরোনামে বইটি অনুবাদ করে ২০০৪ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশ করে। বইটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম ও অনুবাদক মুহিউদ্দীন শামী।

বইটি সুধী পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি বইটি পূর্বের মতোই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অবতারণিকা

মুসলিম জাতি তাহাদের উন্নতির যুগে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নাই, যে সম্পর্কে তাহারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচনা ও প্রণয়ন করেন নাই। ইবনু নাদীমের কিতাবুল ফিহরিস্ত (كتاب الفهرست) এবং হাজী খলীফার গ্রন্থ কাশফুয্ যানূন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন (كشف الظنون عن اسامى الكتاب والفنون)-এ ঐ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের তালিকা রহিয়াছে যাহা প্রতিটি বিষয়ে মুসলিম সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের যুগে ঐ ধরনের কতিপয় তালিকা মিসর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন মুজিমুল মাতবুয়াতিল আরাবিয়া (معجم المطبوعات العربية) এবং আল কুতাফাউল কুনূয়ে ফীমা হুয়া মাতবূ' (الكتفاء القنوع فيما هو مطبوع) ইত্যাদি। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, আমাদের জ্ঞাতসারে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সমগ্র আরবী ও ফারসী সাহিত্যের ভাণ্ডারে তেমন গ্রন্থ নাই। আরবী ও ফারসীর কোন প্রবীণ বা নবীন সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক এই বিষয়ে লেখনী চালনা করেন নাই। উর্দূতেও কয়েকটি মামুলী কিতাব ছাড়া (ঐগুলিও একেবারেই সীমিত আকারে রচিত) ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সম্পর্কে কোন বিস্তারিত রচনা প্রকাশিত হয় নাই। সবেধন নীল মনি ইংরেজীতে স্যার সৈয়দ তাহার কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক টি. ডব্লিউ, আরনল্ডের দ্বারা 'প্রিচিং অব ইসলাম' নামে একটিমাত্র পুস্তক প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। স্যার সৈয়দেরই অনুরোধক্রমে আমার মরহুম বন্ধু মৌলভী ইনায়েতুল্লাহ দেহ্লভী উহার উর্দূ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা ১৮৮৯ ঈসায়ীতে 'দাওয়াতে ইসলাম' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ পুস্তকে বিরাট বিরাট চারিটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে ঃ

১. ঘটনাগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। বিশেষত ভারত উপমহাদেশের ঘটনাবলী একেবারেই অসম্পূর্ণ। অথচ উহা খুবই বিস্তারিত হওয়া উচিত ছিল।

২. বেশীর ভাগ ঘটনাই ইউরোপীয় লিখকদের লেখা হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাহাদের বিশ্বস্ততার উপর পরিপূর্ণভাবে এইজন্য নির্ভর করা চলে না যে, সাধারণত তাহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এবং প্রতিটি ঘটনাকে বিরূপ ও

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া থাকেন। এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুন প্রতিটি ঘটনা হইতে তাহারা ভ্রান্ত ফলাফল নির্ণয় করিয়া থাকেন। উপরন্তু ইউরোপীয় লেখকদের ঐ সমস্ত পুস্তকও আমাদের দেশে একেবারেই পাওয়া যায় না বরং ঐগুলি ইউরোপের বিভিন্ন পাঠাগারে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কাজেই মূল পুস্তকের সহিত তুলনা করিয়া অনুবাদ কতখানি সঠিক হইয়াছে তাহাও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

৩. এই পুস্তকের প্রণেতা এমন কতকগুলি অবান্তর বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন যাহা পাঠ করিবার সময় মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

৪. এই পুস্তক এখন অনেক পুরাতন হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে দুনিয়া অনেক আগাইয়া গিয়াছে।

৫. এই সুদীর্ঘ ৬২ বৎসরের সময়ে অনেক নতুন দেশে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই ব্যাপারে সবচাইতে বড় কথা এই যে, এই অসম্পূর্ণ পুস্তকও এখন দুষ্প্রাপ্য[১] হইয়া গিয়ছে। ভারত উপমহাদেশের কোন কোন পাঠাগারে হয়ত থাকিতেও পারে। তবে সচরাচর উহা পাওয়া যায় না। ঐ পুস্তক ছাড়াও 'ইশায়াতে ইসলাম' নামে আরো দুইটি পুস্তক উর্দূতে প্রকাশিত হইয়াছে। একটির প্রণেতা ছিলেন মরহুম মৌলভী কোরবান আলী। এই পুস্তক অমৃতসরের উকীল ট্রেডিং এজেন্সী বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশ করিয়াছিল।

দ্বিতীয়টির প্রণেতা ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের ব্যবস্থাপক মাওলানা হাবীবুর রহমান। উহাতে শুধুমাত্র খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ঐ পুস্তকদ্বয় শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল যে, ইসলাম একটি তাবলীগী মাযহাব। ইহা তরবারির শক্তিতে প্রচারিত হয় নাই। ঐ পুস্তকদ্বয়ের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের সহিত বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। ঐ উভয় পুস্তকেই ইতিহাসের ভাগ খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। নবী (সা)-এর যামানা ও সাহাবা (রা) কিরামের যামানা পর্যন্তই ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সীমিত ছিল।

'তারীখ-ই-তাবলীগ-ই ইসলাম' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক ক্ষুদ্র আকারে ভারত বিভাগের বহু পূর্বে সোহ্‌দারা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞাতব্য বিষয় হিসাবে উহা খুবই নিম্নমানের ছিল। সাধারণ ভাবেই অনুধাবন করা যায় যে, ১০০/১২৫ পৃষ্ঠার পুস্তকে এই রকম বিরাট বিষয়ের কতটুকু জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইতে পারে ?

---

১. ইহার ইংরেজী সংস্করণ ইদানিং লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উর্দূ সংস্করণ দুষ্প্রাপ্যই রহিয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি সংক্ষিপ্ত $\frac{২০\times৩০}{১৬}$ আকারের পুস্তিকা কিছুদিন পূর্বে করাচী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটির নাম 'ইসলাম কেয়সে শুরু হুয়া ?' (ইসলাম কিভাবে শুরু হইল?), অন্যটির নাম 'ইসলাম কেয়সে পায়লা ?' (ইসলাম কিভাবে বিস্তার লাভ করিল)। এই পুস্তক দুইটিই ছিল মাওলানা আবদুল ওহাব সিন্ধীর রচনা। কিন্তু এখন আর উহা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা হয় নাই। তন্মধ্যে শেষোক্তটি ছিল দুই খণ্ডে বিভক্ত।

উপরোল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া আমার জানা মতে উর্দূতে এই বিষয়ে অন্য কোন কিতাব রচিত হয় নাই। এমতাবস্থায় এই বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ, বিস্তারিত ও বিশ্লেষিত গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন ছিল। অতএব ঐ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে এই পুস্তক রচনা করা হইয়াছে। আমি নবী (সা)-এর যামানা হইতে শুরু করিয়া যুগে যুগে যে সমস্ত জাতিতে ও যে সমস্ত দেশে বর্তমান পর্যন্ত ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে উহার বিস্তারিত ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতদুদ্দেশ্যে আমি কতটুকু সফলকাম হইয়াছি, উহার বিচার-বিবেচনা করিবার দায়িত্ব সহৃদয় পাঠকগণের উপর ছাড়িয়া দিলাম।

সর্বশেষে একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমি এই অবতারণিকা শেষ করিতেছি যে, আমি এই গ্রন্থের সবটুকুকেই সাম্প্রদায়িকতা ও বিরূপভাবাপন্নতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। মুসলিমদের যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারে যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন আমি তাহা সর্বক্ষেত্রেই অতিশয় মুক্তকণ্ঠে ইনসাফের সহিত স্বীকার করিয়াছি। এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করিয়াছি।

খাকসার

১ জুন ১৯৬১ ঈসায়ী — মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী লাহোর

www.pathagar.com

ভূমিকা

নবী (সা)-এর আবির্ভাবকালে আরবের মাযহাবী অবস্থা

নবী (সা)-এর আবির্ভাবকালের আরব সারা দুনিয়ার যাবতীয় মাযহাব, সারা দুনিয়ার যাবতীয় আকীদা, সর্বপ্রকারের অর্থহীন রেওয়ায, সর্বপ্রকারের অনর্থক মনগড়া বিশ্বাস, সর্বপ্রকারের বেদীনী, সর্বপ্রকারের দেহ পূজা, সর্বপ্রকারের পাপ, সর্বপ্রকারের অন্যায়, সর্বপ্রকারের মন্দকাজ, সর্বপ্রকারের পাপকর্ম, সর্বপ্রকারের অপরাধ–মোটকথা, সর্বপ্রকারের পথভ্রষ্টতার অগ্রপথিক ও ইমাম বা নেতার আসনে সমাসীন ছিল। সেইখানে সর্বপ্রকারের, সর্বজাতির, সর্বধরনের বিস্ময়কর বিস্ময়কর খোদার সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদিগকে পূজা করিত, জিন, ভূত ও শয়তানের পূজা করিত, তাহারা রূহের ইবাদত করিত। চন্দ্র, সূর্য, তারকা ও নভোমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রকে তাহারা খোদা মনে করিত। বিজলী ও বিদ্যুৎ তাহাদের পূজ্য ছিল। মৃত্তিকা, অগ্নি ও সশীলকে তাহারা সিজদা করিত, ফেরেশতাগণকে তাহারা আল্লাহ্‌র কন্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তাহাদের মধ্যে কতক এমনও ছিল যাহারা হযরত উযাইর (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া মানিত। তাহাদের মধ্যে কতক এমনও ছিল যাহারা মারয়াম (আ) তনয়কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া গণ্য করিত। অবশিষ্ট রহিল প্রতিমা পূজা–হয়তো আরব উপদ্বীপে এতসংখ্যক লোকের বসবাসও ছিল না যতসংখ্যক প্রতিমা সেইখানে ছিল। স্থায়ী প্রতিমা ছাড়াও তাহাদের অস্থায়ী খোদার সংখ্যাও অনেক ছিল। যেমন– যখন তাহারা সফরে যাইত তখন সঙ্গে করিয়া এক টুকরা ছোট পাথর লইয়া যাইত। ঐ পাথরই সফর হইতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তাহাদের অস্থায়ী খোদা হিসাবে উপাস্য হইত। তাহাদের ঐ সমস্ত অস্থায়ী খোদা কখনও কখনও হস্তান্তরিতও হইত। পথ চলিতে চলিতে পথিমধ্যে কোন সুন্দর পাথর পাওয়া গেলে আগের খোদাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিত ও তদস্থলে নতুন খোদাকে পূজা করিতে শুরু করিত। যদি সফরে যাত্রাকালে তাহারা নিজেদের খোদাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিয়া যাইত তাহাতেও তাহাদের মাযহাবে কোন অসুবিধা দেখা দিত না, মনযিলে পৌঁছিয়া চারিটি পাথর খুঁজিয়া লইত। তিনটি চুলায় ব্যবহার করিত, চতুর্থটিকে সিজদা করিত। যদি কখনও ঘটনাক্রমে পূজা করিবার জন্য পাথর না পাওয়া যাইত তখনও নিজ নিজ উপাস্য তৈরীর জন্য

www.pathagar.com

তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। তৎক্ষণাৎ মাটি ও পাথর কণাকে স্তূপীকৃত করিয়া উহার উপর ছাগীর দুগ্ধ ঢালিয়া দিত। বেশ, মা'বুদ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উহাকেই সিজদা করিতে শুরু করিত। পাথরের প্রতিমাকেই খোদা বানাইতে হইবে এমনও কোন কথা ছিল না, অনেক সময় মাটি ও কাঠের মূর্তিও তৈরী করিত। বনী হানীফা নামক একটি কবীলা খেজুরের একটি স্তূপ তৈরী করিয়া উহাকেই সিজদা করিতে শুরু করে। উহাতে তাহাদের অতিরিক্ত সুবিধা এই হইত যে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কবীলার সকলে মিলিয়া দ্বিধাহীনচিত্তে খোদাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, একটি খেজুরও অবশিষ্ট রাখিত না।[১] কোন একটি কবীলা আটার প্রতিমা তৈরী করিয়া উহাকে পূজা করিতে শুরু করিয়াছিল।[২] যে কা'বাকে হযরত ইবরাহীম (আ) একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্মাণ[৩] করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহার অধস্তন সন্তানগণ উহাকে প্রতিমা পূজার তীর্থে পরিণত করিয়াছিল। সেই স্থানে ৩৬০টি প্রতিমা রক্ষিত ছিল। দিবারাত্র ঐগুলিকে পূজা করিত। এতদ্ভিন্ন আরবের প্রতিটি গৃহে একাধিক খোদা রাজত্ব করিত। পিতার খোদা ছিল পৃথক, পুত্রের খোদা পৃথক, স্ত্রীর পৃথক, বধূর পৃথক এবং ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র ও ভাগিনেয় পৃথক। ইহার পরেও প্রতিটি কবীলা ও প্রতিটি বংশের প্রতিমা পৃথক পৃথক ছিল। আবার কয়েকটি কবীলা সম্মিলিতভাবে এক খোদাকে মানিত, নযর ও নিয়াযের জন্য যাহা কিছু হইত তাহা উহার সম্মুখে রক্ষা করিয়া সিজদাবনত হইত।

আরবের বিভিন্ন বংশ, বিভিন্ন কবীলা বা গোত্র ও বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত প্রতিমার পূজা করা হইত আল্লামা সৈয়দ সোলাইমান নদভী তাহার রচিত পুস্তক আরযুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড ও সীরাতুন নবী, ৪র্থ খণ্ডে বিভিন্ন পুরাতন আরবী কিতাব হইতে অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

ক্রমিক নং	মূর্তির নাম	সংশ্লিষ্ট পূজারী কবীলার নাম
১	লাত	কবীলা সকীফ।
২	উয্‌যা	কোরাইশ, বনূ শীবান বিন জাবির।
৩	মানাত	কাবায়েল উস খজরয এবং সাধারণ আরব।
৪	ইয়াগূস	বনূ মদহজ ও জারশবাসী।

১. আবুল কাসেম সায়েদ বিন আহমাদ আকদাসীকৃত তাবকাতুল উমাম পৃ. ৭১।
২. সৈয়দ সোলাইমান নদভীকৃত আরযুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬, ১৮৭।
৩. হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন—অনুবাদক।

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মূর্তির নাম	সংশ্লিষ্ট পূজারী কবীলার নাম
৫	ইয়াউয	বনূ হামদান ও খীওয়ানবাসী
৬	নস্‌র	হোমাইর
৭	উদ্দ	বনূ কাল্‌ব
৮	সাওয়া	বনূ লাহ্‌ইয়ান
৯	আসাফ নায়িলা	আরবের কবীলাসমূহ হজ্জের সময়ে এই প্রতিমা দুইটির সম্মুখে কুরবানী দিত।
১০	উকাইসার	ফাযা, লাখম, জুযাম, আমিলা, গাতফান
১১	বাজর	আযূতী ও কাযায়া
১২	যুল খুলাসা	বনূ উমামা, কাশয়ামম, বাজালা আযউস সুরাহ।
১৩-১৪	রিযা রিটাম	যথাক্রমে বনূ রবীয়া ও বনূ হোমায়েরের বুতখানার নাম যেইখানে অনেক প্রতিমা রক্ষিত ছিল।
১৫	সায়াদ	বনী মালাকান বিন কানানা
১৬	সাবহা	
১৭	সুয়াইর	গায্‌যাহ
১৮	যুশশোরা	বনূ হারিস
১৯	আলম	আযওয়াস সুরাহ
২০	আম্মু আনাস	বনূ খুলান
২১	কলিস	বনী তাই
২২	যুল কাফ্‌ফা ইন	বনূ দৌস
২৩	মানাফ	কোরাইশ
২৪	নুহাম	মুযাইনা
২৫	হুবল	কোরাইশ
২৬	বাল	বনী আদলানের কবীলাসমূহ
২৭	ইয়াবূব	জুদাইলা
২৮	আশহাল	বনূ আবদিল আশহাল
২৯	আওয়াল	বকর ও তাগলব
৩০	বস	গাতফানের বুতখানা, ঐ স্থানে সর্ব বৃহৎ প্রতিমা রক্ষিত ছিল।
৩১	বুয়াইম	কাঠের তৈরি একটি প্রতিমা ছিল
৩২	বালাজ	
৩৩	হুব্বা	

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মূর্তির নাম	সংশ্লিষ্ট পূজারী কবীলার নাম
৩৪	জুরাইশ	বনী আবদি কুরাইশ
৩৫	জালসাদ	
৩৬	জিহার	বনূ হাওয়াযিন
৩৭	দার	বনী আবদিদ্‌দার
৩৮	দাওয়ার	
৩৯	যুররিজ্‌ল	হিজাযের একটি প্রতিমা ছিল
৪০	শারিক	বনী আবদিশ শারিক
৪১	শাম্‌স	বনী আবদিল শাম্‌স
৪২	সাদা	আদ
৪৩	সমূদা	আদ
৪৪	যিমার	আব্বাস বিন মারদাস সালমা কবীলা
৪৫	খীযান	মানযার আকবর
৪৬	আবআব	কাযায়া
৪৭	আউস	বকর বিন ওয়ায়েল
৪৮	আউফ	
৪৯	গাবগাব	এই প্রতিমার জন্য পশু কুরবানী দেওয়া হইত
৫০	ফারয়ায	সা'দুল আশীরা
৫১	কুসরা	জুদাইস ও তসম
৫২	কাসয়া	
৫৩	মুহার্‌রিক	বনূ বকর বিন ওয়ায়েল
৫৪	মাদান	বনূ আবদিল মাদান
৫৫	মারহাব	হাযর-ই-মউত
৫৬	মালহাব	
৫৭	হিয়া	সাদ
৫৮	যাতুলবিদা	
৫৯	ইয়ালীল	বনূ আবদিল ইয়ালীল

এই সমস্ত ছাড়াও গবেষকগণ ইয়ামেন ও হিজাযের জাহিলিয়্যাতকালের পুরাকীর্তির যেসব শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ঐগুলি হইতে (৬০) আলমুকা, (৬১) উশতার, (৬২) নুকরাহ, (৬৩) কীনান ইত্যাকার আরও অনেক প্রতিমার নাম ও ঠিকানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১]

১. সৈয়দ সুলাইমান নদভীকৃত সীরাতুন নবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৫৫।

www.pathagar.com

মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণার পরে এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তৎকৃত নযীরবিহীন পুস্তক আরযুল কুরআন ২য় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক ঐ পুস্তকের ১৫১ পৃষ্ঠা হইতে ১৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করিতে পারেন।

প্রতিমা পূজা ছাড়াও তাহারা অনর্থক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তাছাড়া হিংস্রতা, বর্বরতা ও অন্যান্য বহুবিদ বদঅভ্যাস ছিল তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যে রকম দুরবস্থার মধ্যে তাহারা জীবন যাপন করিত উহার অতিশয় দুঃখজনক ও অনুশোচনীয় বিস্তারিত বিবরণ স্যার সৈয়দ তাহার প্রসিদ্ধ পুস্তক "আল খিতবাতুল আহমদিয়া ফিল আরব ওয়াস সীরাতুল হামদিয়া"-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই স্থানে উহার সংক্ষিপ্ত সার বর্ণনা করা হইল ঃ

জাহিলিয়্যাকালের আরবে পরম চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জতা বিরাজিত ছিল। কাসীদার শুরুতে যে সমস্ত প্রেমের কবিতা থাকিত উহাতে সম্পদশালী ও আমীর ঘরের কন্যা, মহিলা ও ভগ্নিদের অবস্থা নাম ধরিয়া বর্ণনা করা হইত এবং উহাতে বিভিন্ন ধরনের নিন্দাবাদকে তাহাদের সহিত প্রকাশ্যে সম্পৃক্ত করা হইত। দুষ্কর্ম ও ব্যভিচারের জন্য তাহাদের অনুশোচনা হইত না এবং সর্বপ্রকারের অশালীন কবিতা নির্লজ্জভাবে প্রচার করিত। তাহারা উহাতে গর্ববোধ করিত।

সকল মানুষই সুরা পানে আসক্তির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল এবং মাতাল অবস্থায় তাহারা অতিশয় নিন্দনীয় ও অমার্জিত আলাপচারিতা করিত।

জুয়া ছিল সর্বজন প্রিয় খেলা, ইহাতে কোন ব্যতিক্রম ছিল না। আবার যদি কোন বিশেষ স্থান জুয়া খেলার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিত তবে বহু দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়াও মানুষ তথায় জুয়া খেলিবার জন্য গমন করিত। কোন ব্যক্তি যদি ঐ সমস্ত জুয়ার আড্ডায় গমন না করিত তবে তাহাকে অতিশয় হীন ও কৃপণ মনে করা হইত, তাহার সহিত আত্মীয়-সম্পর্ক স্থাপন করাকে গর্হিত ও কলঙ্কজনক মনে করিত। যেমন জনৈক জাহেলী আমলের কবি তাহার স্ত্রীকে অসিয়ত করিয়াছিলেন, আমার মৃত্যু হইলে তুমি এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিও না যে জুয়া না খেলে ও জুয়ার খেলার আড্ডায় শরীক না হয়।[১]

সুদ খাওয়ার ন্যায় দূষণীয় ও নিন্দনীয় অভ্যাসেরও তাহাদের মধ্যে সার্বজনীনভাবে ব্যাপক প্রচলন ছিল। সুদখোরেরা নির্মমভাবে মানুষের রক্ত শোষণ করিত। বাঁদীগণকে কিনাত বলা হইত। তাহাদিগকে গান ও নাচের প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত। তাহাদের প্রভুদের পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য ব্যভিচারের উন্মুক্ত অনুমতি ছিল, উহাতে যাহা উপার্জিত হইত উহা তাহাদের প্রভুরা নির্দ্বিধায় নিজেদের জন্য ব্যয় করিত। ডাকাতি, লুটতরাজ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ছিল

---

১. তাফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৩১।

www.pathagar.com

তাহাদের নিয়মিত কাজ। তাহারা বেপরোয়াভাবে মানুষের রক্ত ঝরাইত। যুদ্ধে যে সমস্ত নারী ধৃত হইত তাহাদিগকে দাসীতে পরিণত করিত। তাহাদের দ্বারা যে কোন প্রকারের খিদমত নেওয়া হইত।

টোটকা ও শুভ অশুভ লক্ষণের প্রতি তাহাদের সীমাহীন বিশ্বাস ছিল। এই ব্যাপারে তাহারা বড়ই বিস্ময়কর আচরণ করিত। কোন কার্য সমাধা হওয়ার জন্য মহিষ কুরবানীর মানত করিত। কিন্তু কার্য সমাধা হইয়া গেলে মহিষের পরিবর্তে হরিণ যবেহ করিয়া দিত।

তাহাদের এমনও বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের কোন আত্মীয় স্বজনের হত্যার প্রতিশোধ হত্যার মাধ্যমে গ্রহণ করা না হইলে হত ব্যক্তির মাথার খুলি হইতে একটি পশু বাহির হইয়া আকাশে প্রতিশোধ প্রতিশোধ বলিয়া চিৎকার করিয়া ফিরিতে থাকে, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেই চিৎকার অব্যাহত থাকে। ঐ পশুকে 'হামা' বা 'সুদা' বলা হইত। (যখন তাহার প্রতিশোধক্রমে তাহার শত্রুকে বধ করা হইত তখন আবার সেই হত ব্যক্তির মাথার খুলি হইতে 'হামা' বাহির হইত এবং আবার তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত উহাও তেমনিভাবে চিৎকার করিতে করিতে থাকিত এবং এমনিভাবে উহার ধারা অব্যাহত থাকিত।)

প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর পরে তাহার উষ্ট্রকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহার কবরের পাশে বাঁধিয়া রাখা হইত। ঐ উষ্ট্রকে 'বালিয়্যা' বলা হইত।

বিনা সুদে কাহাকেও কেহ কোন ঋণ দিত না। ঋণ গ্রহিতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ উহা দ্বিগুণ বর্ধিত হইত।

প্রতিটি মানুষ (সে যতই অপরিচিত অনাত্মীয় হউক না কেন) অপরের গৃহে নির্দ্বিধায় প্রবেশ করিতে পারিত। অনুমতি লইয়া প্রবেশ করাকে অপমানজনক মনে করিত। কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের গৃহে গমন করিয়া খাদ্য গ্রহণ করাকে দূষণীয় মনে করিত। পুরুষের যতজন খুশি স্ত্রী রাখিবার পূর্ণ অধিকার ছিল, উহাতে কোন প্রকারের বাধ্যবাধকতা ছিল না। তেমনি তাহাদের এই অধিকারও ছিল যে, স্ত্রীকে হাজারবার তালাক দেওয়ার পরেও আবার তাহাকে পত্নিত্বে বরণ করিতে পারিত।

জাহিলিয়্যার আরবের সব চাইতে নির্দয় প্রচলন ছিল মেয়েদেরকে হত্যা করা অথবা তাহাদেরকে জীবিত দাফন করা।

পিতার মৃত্যুর পরে পুত্র তাহার বিমাতাদেরকে পত্নিত্বে বরণ করিয়া লইত। মহিলাদের মধ্যে নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া ও ভীড়ের মধ্যে বিনা পরদা ও

www.pathagar.com

আবরণে যাতায়াতের সার্বজনীন প্রচলন ছিল। মহিলারা তাহাদের দেহের যে কোন অঙ্গকে উন্মুক্ত রাখা ও সাধারণ্যে প্রদর্শন করার মধ্যে কোন প্রকারের লজ্জা শরম অনুভব করিত না।

রূহ সম্পর্কে তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, উহা এমন একটি ক্ষুদ্র পশু যাহা মানুষ জন্ম নেওয়ার সময় তাহার দেহে ঢুকিয়া পড়ে ও তথায় সে নিজেকে পরিবর্ধিত করিতে থাকে। আবার যখন মানুষের মরিবার সময় হয় তখন উহা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া আসে ও তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। মৃত ব্যক্তির কবর তৈরি হইলে উহা কবরের আশেপাশে চিৎকার করিয়া ফিরিতে থাকে। এমতাবস্থায় উহা একটি পেচকের সমআকার ধারণ করে।

তাহারা শত শত, হাজার হাজার কল্পিত ও মনগড়া রূহ বানাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, ঐগুলি মানুষের উপকার বা অপকার করিতে সক্ষম এবং তাহা করিয়া থাকে। এই সমস্ত জিন, ভূত, দেও, জঙ্গলে, বিরানে ও গুহা-গহ্বরে বাস করে এবং যখন খুশি মানুষের আকার ধারণ করে।

আরবের জাহিলিয়্যা কালের রুসূমও তাহাদের আচরণ সম্পর্কে এই স্থানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিলাম। কিন্তু আমি আশা করি যে, এই অর্ধ জংলী ও স্বাধীনচেতা আরববাসীদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে অবহিতের পরে একজন বিবেকবান মানুষ সহজেই ফায়সালা করিতে পারিবেন যে, ইসলাম পূর্বকালে আরবদের অবস্থা কি ছিল এবং ইসলামের পরে তাহাদের অবস্থা কি হইয়াছে এবং সার্বজনীনভাবে তাহাদের চরিত্রে কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

হেদায়েতের সূর্যোদয়

সারা দুনিয়ার বিপরীতে আরব উপদ্বীপের যে চরম দুরবস্থা বিরাজমান ছিল তদ্দরুনই আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েতের সূর্যকে সেই ভূখণ্ড হইতে উদয় করিয়াছেন এবং দুনিয়াবাসীর মুক্তিদাতা ঐ দেশে জন্ম নিয়াছেন, যিনি শিরক ও কুফ্র, মূর্তি পূজা ও প্রতিমা পূজা, অনশ্বরবাদ ও ইলহাদ, যুলুম ও বিদ্রোহ, পাপ ও গোনাহের বিকট ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের বিরুদ্ধে তীব্র মুকাবিলা করিয়াছেন এবং দুনিয়ার সম্মুখে সেই নির্ভেজাল, উৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণতম তাওহীদ পেশ করিয়াছেন যাহা দুনিয়াতে বিলীন ও দুর্লভ হইয়া গিয়াছিল। এই হাদীয়ে কামেল সৃষ্টিকে এক, অদ্বিতীয়, শরীকহীন আল্লাহ্র সেই অবিকল প্রকৃত চেহারা প্রদর্শন করাইয়াছেন যাহার সাথে মানুষ অপরিচিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি মহৎ চরিত্র ও উত্তম আচরণের এক নযীরবিহীন প্রশিক্ষণ দিয়াছেন এবং স্বীয় জীবনে এমনভাবে উহা কার্যকরী করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। যে সমস্ত মহান ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর পেশকৃত চরিত্র-বিধানকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা সারা দুনিয়ার পথপ্রদর্শক, প্রশিক্ষক ও মালিক হইয়াছেন।

মহানবী (সা) দুনিয়াতে তশরীফ আনিয়া যে নির্ভেজাল তাওহীদকে পেশ করিয়াছেন, যে সত্য মাবুদের ইবাদাতের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আকায়েদের যে সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন, চরিত্রের যে উচ্চতম ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছেন উহার কোন উদাহরণ বা নমুনা পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ও পূর্বতন ধর্মগ্রন্থরাজীতে পাওয়া যায় না। এই উম্মী নবী আমাদিগকে যে কথা বলিয়াছেন সেই রকম নযীরবিহীন কথা কোন আসমানী কিতাবেই পাওয়া যায় না। এই পরিপূর্ণ মানব যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন কোন চারিত্রিক ছহীফাতে সেই ধরণের নসীহত পাওয়া যায় না।

ইহা নিছক দাবীই নহে বরং ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য। ইহা এমন সত্য যাহা একদম স্বচ্ছ, ইহা এতটুকু ঘোলাটে নয়। কুরআনের মোকাবিলায় সমস্ত আসমানী ছহীফাকে সম্মুখে রাখিলে আপনি নিজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন যে, আকায়িদ, আমল, ইবাদত, রিয়াযত, সমাজ, চরিত্র, মাযহাব, রুহানিয়্যাত, ওয়ায, নছীহত, পথ প্রদর্শন ইত্যাকার বিষয়ে অন্য যে কোন কিতাবের শিক্ষার চাইতে ইহা কত উচ্চমানের ও জ্ঞানগর্ভময়।

তাঁহার সমগ্র শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং তাবলীগ ও প্রচারে রাসূল (সা) যে বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন তাহা ছিল আল্লাহ্ লা শরীকা লাহু-এর অস্তিত্ব। তিনি

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে দুনিয়ায় এমন শক্তিমত্তার সহিত পেশ করিয়াছেন, তাঁহার ওয়াহ্‌দানিয়্যতকে এমন জোরের সাথে প্রচারণা করিয়াছেন তেমন শক্তি ও জোরের সাথে দুনিয়ার কোন নবী, কোন রাসূল, কোন পথ প্রদর্শক বা কোন নেতা করেন নাই। রাসূল (সা)-এর শিক্ষা ও প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহ্। উহার চারিপাশে তিনি পতঙ্গের ন্যায় চক্কর কাটিতেন। তাঁহার সমগ্র জীবনে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রচার করার কোন সুযোগ তিনি হাত ছাড়া করেন নাই। এই পথে তাঁহার এমনই একাগ্রতা ও উৎসাহ ছিল যে, তাঁহার ঘোরতর শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে. "মুহাম্মদ (সা) তো তাঁহার প্রভুর প্রেমিক হইয়া গিয়াছেন।"

দুনিয়ার সম্মুখে আল্লাহ্ ও তাহার ওয়াহ্‌দানিয়্যতকে পেশ করার সাথে সাথে মহানবী (সা) আকায়িদ, আমল, চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে যাহা প্রচার করিয়াছেন, উহাও স্বস্থানে উত্তম। তাঁহার সমস্ত বয়স ও সমগ্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই মহৎ দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত হইয়াছে। যখন তাঁহার দম বাহির হইতেছিল এবং তিনি এই দুনিয়া ছাড়িয়া অন্য দুনিয়ায় চলিয়া যাইতেছিলেন তখনও তিনি উহার প্রচারে আলস্য করেন নাই। অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় থাকিয়াও তিনি দাওয়াত, তাবলীগ, ওয়ায ও পথ প্রদর্শনের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। সেমতাবস্থাতেই নিজের জীবনকে জীবনদাতার হস্তে সোপর্দ করিয়াছেন।

নবুয়্যত যুগে ইসলাম প্রচারের ধারা

যখন দুনিয়ায় সর্বদিকে রূহের পূজা; পূর্বপুরুষদের পূজা; দৃশ্য পূজা; গ্রহপূজা; পাথর ও পাহাড় পূজা; বৃক্ষ, চারা ও পাতার পূজা, বিদ্যুৎ-চমক, পানি ও অগ্নি উপাসনা, বাতাস ও মাটি পূজা, যৌনাঙ্গের পূজা; পশুপূজা; বিভিন্ন ধরণের মূর্তিপূজা; নদী, ঘাট ও ঝরনার পূজা, বাদশাহের পূজা; ভূত, প্রেত, জিন ও শয়তানের পূজা, আকাশ ও ভূমণ্ডলের পূজা; চৌরাস্তা, উপত্যকা, স্থান ও গৃহের পূজা; জীবিত পাদরী ও মৃতদের কবরের সম্মুখে সিজদা করা, মনগড়া রূহের পূজা; নারী পূজা; নিজ নিজ বরকতময় ও পবিত্র দ্রব্যাদির পূজা এবং ফেরেশতা ও বিভিন্ন মূর্তি পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং মানুষ চিরঞ্জীব, সদা বিরাজমান সর্বত্র ও সর্বক্ষণ বিদ্যমান আল্লাহ্‌র সাথে কোন সম্পর্ক রাখিতে ছিল না, সেই সময় মুহাম্মদ (সা) দুনিয়ায় পদার্পন করিয়া আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁহার ওয়াহ্‌দানিয়্যতকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং কলেমা-ই-তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে নিজকে এমনভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত-পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সেই পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদনে ওয়াক্‌ফ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

www.pathagar.com

"আমার সর্ব প্রকারের ইবাদাত ও সর্বপ্রকারের কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক প্রভু, তাঁহার কোন শরীক নাই, ইহা প্রচারের জন্য আমি আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট এবং আমি আপন প্রতিপালক প্রভুর নির্দেশ মান্যকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি" (সূরা আনয়াম ঃ ১৬২-১৬৩)।

রাসূল (সা)-এর এহেন আবেগ ও একাগ্রতা দেখিয়া খোদ আল্লাহ্‌কেও বলিতে হইয়াছে ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কি এই ভাবনায় নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে যে, মানুষ তোমার আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না" (সূরা শু'আরা ঃ ৪)।

ইহা অতি সত্য যে, মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় নির্ভীক, সাহসী, অক্লান্ত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, স্বীয় মতবাদে অনড়, সর্ব প্রকারের প্রলোভন ও কুমন্ত্রনার মুখে অটল, স্বীয় দায়িত্বকে পরিপূর্ণ মনোযোগ, আমানতদারী, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের সাথে সম্পাদনকারী যে কোন কঠিন অবস্থায় অবিচল, সাহসিকতার সহিত কঠিন অবস্থার মোকাবিলাকারী, যে কোন বিপদ আপদকে সন্তুষ্ট মনে ধৈর্যের সহিত বরদাস্তকারী মানব যদি সৃষ্টি না হইতেন তবে আল্লাহ্‌র তাওহীদ যাহা তৎকালীন দুনিয়া হইতে উধাও ও বিলীন হইয়া গিয়াছিল তাহা কখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইত না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র দুনিয়ায় এহেন গুরুত্বপূর্ণ ও মহান দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য এমন পরিপূর্ণ মানবকে মনোনীত করিয়াছিলেন যিনি সেই দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্‌র হাজার হাজার দরূদ ও সালাম সেই পবিত্র ও মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি যিনি আরবে জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র দুনিয়াকে তাওহীদের বাণী শিক্ষা দিয়াছেন।

তাঁহার কাজ ছিল খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য। অর্থাৎ তাঁহার দায়িত্ব ছিল আরবদের ন্যায় বর্বর ও হিংস্র নেকড়েগণকে মানুষ, অতঃপর চরিত্রবান মানুষ এবং ইহারও পরে আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ মানুষে পরিণত করা। এবং তাহাদিগকে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সর্ব বিষয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া। কেননা ঃ

১. তাহাদের আকায়িদ ছিল ভ্রান্ত ও তাহাদের মনোবৃত্তি ছিল নিম্নস্তরের।

২. তাহাদের সমস্ত পূজা-পাঠ ও ইবাদত-বন্দেগী ছিল লাত ও মানাতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

৩. তাহাদের আচার-আচরণ ছিল নিম্নতম স্তরের। তাহাদের না ছিল কথাবার্তায় রুচিজ্ঞান, না ছিল কাজে কর্মে শালীনতাবোধ। তাহারা না ছিল পারস্পরিক ব্যবহারে মার্জিত, না চরিত্রে। আর তাঁহার দায়িত্ব ছিল ঐ সমস্তের সংশোধন করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

www.pathagar.com

আরবদের আকায়িদের সংশোধন

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা এই সমস্ত কাজকে সুশৃংখলিত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন কাজেই সর্বপ্রথম রাসূল (সা) তাহাদের আকায়িদকে সংশোধন করেন। উহা নিম্নেবর্ণিত ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ-

১. তাওহীদ ঃ রাসূল (সা) বাতিল মা'বূদদেরকে বাতিল ঘোষণা করিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ অর্চনা ও ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্র অস্তিত্ব, অন্য কেহ নহে। রাসূল (সা)-এর সমগ্র তাবলীগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইহাই যে, তিনি দুনিয়ার সম্মুখে সেই আল্লাহ্কে পেশ করিয়াছেন যাহাকে বহুদিন যাবত মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহারা প্রকৃত আল্লাহ্কে ছাড়িয়া হাজার হাজার মনগড়া মাবূদ তৈরী করিয়া লইয়াছিল।

আল্লাহ্কে পেশ করিবার পরে রাসূলুল্লাহ্ মানুষকে ওহ্দানিয়্যতের শিক্ষা দেন। অর্থাৎ এই বিষয়ের শিক্ষা দেন যে, আল্লাহ্ তাঁহার নিজ সত্ত্বা ও গুণাবলী উভয় দিক হইতে লা-শরীক। কাজেই বিস্তারিত ও পরিপূর্ণরূপে বলেন ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি দুনিয়াবাসীকে এই কথা বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে একক, সকলেই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, না কেহ তদীয় জাতক না তিনি কাহারও জনক। তাহার গুণাবলীতে কেহ তাহার শরীক বা সমকক্ষ নহে"। এতদ্ভিন্ন রাসূল (সা) উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত গুণাবলীর শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন-তিনি তাহার বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু ও দয়াবান, তিনি সমগ্র জগতের[১] অধীশ্বর ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্ব প্রকারের দোষ-ক্রটি হইতে মুক্ত। তিনি শান্তির উৎস ও বিচ্ছিন্নের বিন্যাসকারী। তিনি আমাদের সর্বকর্মের মুহাফিয ও তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। তিনি অতি শক্তিধর ক্ষমতাবান। তিনি অতি মহান ও পরিপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও সর্ব বস্তুর সৃষ্টিকারী। তিনিই সাত্তার (দোষ গোপনকারী), গাফফার (মার্জনাকারী), এবং তিনি কাহ্হার (দুর্ধর্ষ শক্তিধর) ও ওহ্হাব (দানশীল)। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির জীবিকাদাতা এবং তিনিই সমস্ত বিপদ তারণকারী। তিনি সচ্ছলতাদানকারী, তিনিই রিযিক সীমাবদ্ধ করিবার অধিকারী। তিনিই তাহার অনুগতদেরকে মর্যাদা দানকারী। তিনিই তাহাকে অস্বীকারীদেরকে অপদস্ত করার অধিকারী, তিনি সর্বজগত ও সর্ব বিষয়ে অবহিত। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। সর্ব প্রকারের মান অপমান তাহারই হস্তে। যাহাকে খুশী উচ্চাসন দান

১. এখানে জগত অর্থ আসমান, যমীন, এতদুভয়ের মধ্যে বিদ্যমান এবং এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট যাহা কিছু আছে সব ধরা হইয়াছে। –অনুবাদক

www.pathagar.com

করেন, যাহাকে খুশী অধঃপতিত করেন। তিনি সকলের কথা শ্রবন করেন, সব কিছু দেখেন। তিনি বিচারক ও ন্যায়বান। তিনি সর্বপ্রকারের যুলুম হইতে মুক্ত এবং ইনসাফ ও নিরপেক্ষতায় পরিপূর্ণ। তিনি অনুদানকারী, অবহিত। তিনি সহিষ্ণু ও মহান। তিনি কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী, তিনি পরম ক্ষমাদানকারী। তিনি সমস্ত মর্যাদার অধিকারী পরম মর্যাদাবান। তিনি সমগ্র সৃষ্টির রক্ষাকারী ও সংরক্ষক। তিনি দোয়া শ্রবণকারী ও কবুল করার অধিকারী। তিনি সব জিনিসের মাহাত্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং অবহিতির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অবহিত। তিনি নেক বান্দাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখেন ও পাপীদেরকে অপছন্দ করেন। তিনি মৃত্যুদানের ক্ষমতা রাখেন, জীবন দানেরও। না তাহার সত্তার কোন পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না, না তাহার মধ্যে কোন প্রকারের অধঃপতনের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি ধ্বংস ও ক্ষয় মুক্ত। সর্বপ্রকারের ব্যবহার ও সর্ব প্রকারের ক্ষমা তাহার হস্তে। তিনিই আমাদের সর্বকর্ম সম্পাদনকারী ও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি শক্তিমান ক্ষমতাশালী শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক; তিনিই জীবিত রাখেন ও সৃষ্টি করেন, তিনিই মৃত্যু দেন ও জীবন দান করেন। মৃত্যুর পরেও তিনিই উঠাইবেন ও জীবন দান করিবেন। তিনি স্বয়ং জীবিত এবং অন্যদের জীবনের উপকরণ। তিনিই সকলের সহায়তাকারী ও সহায়ক। তিনি حَىٌّ (সদা জীবিত) ও قَيُّوْمٌ (সদা বিদ্যমান)। তিনিই জীবনদানকারী ও মৃত্যুদানকারী। তিনিই সৎকর্মশীলদিগকে উন্নীত করিবার ও দুষ্কর্মীদিগকে অধঃপতিত করিবার অধিকারী। তিনি আদি এবং তিনিই অন্ত। তিনিই সকলের নিকট প্রকাশ্য এবং সব কিছু হইতে গোপন। তিনি ক্ষমতাদানকারী ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সকল মাহাত্ম, অহংকার, মান ও মর্যাদার অধিকারী। তিনিই গৌরব গরিমার অধিকারী। তিনি সৃষ্ট জগতের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক। তিনি বেপরোয়া ও প্রয়োজনাকাঙ্খাবিহীন। তিনি সমগ্র সৃষ্টির অভিষ্টস্থল। তিনি তওবা কবুলকারী ও করুণাকারী। তিনিই তাহার অনুগতদিগকে ক্ষমাকারী এবং তিনিই উদ্ধ্যতদের পতনকারী। তিনি উপকার করেন ও পথ প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে স্বনির্ভর ও অপরকে স্বনির্ভরতা প্রদানকারী। তিনি আপাদমস্তক জ্যোতি এবং তিনি বিরাজমান। তিনিই সুকর্ম শিক্ষাদানকারী এবং কুকর্ম হইতে বিরত রাখিবার অধিকারী। তিনিই অত্যাচার ও মন্দের অধিকারী ও স্রষ্টা। তিনিই কুকর্মের দরুন শাস্তি প্রদানকারী এবং তিনি চির বিরাজমান থাকিবেন। তিনিই সকলের ওয়ারিশ ও মালিক। তিনি ধ্বংসও হইবেন না লয়ও পাইবেন না। তিনিই জগৎ স্রষ্টা এবং তিনি فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (আকাশসমূহ ও ভূমণ্ডল সমূহের স্রষ্টা)। তিনিই আমাদের সাহায্য সহায়তা দানকারী ও সংরক্ষক। তিনিই আমাদিগকে ক্ষমাদানকারী অনুগ্রহ প্রদানকারী। তিনি মহান আরশের মালিক সর্ব প্রকারের মান মর্যাদার অধিকারী। তিনিই কুকর্মের জন্য কঠোর শাস্তিদানকারী এবং তিনিই পাপ ক্ষমাকারী। মোটকথা

www.pathagar.com

তিনিই সর্ব প্রকারের বিশেষণ ও সদগুণে বিভূষিত। তিনিই সমস্ত প্রশংসার লক্ষস্থল। সর্বপ্রকারের হামদ ও সানার যোগ্য।[১]

আল্লাহ্র এই সমস্ত সিফাতের প্রশিক্ষণের সাথে সাথে রাসূল (সা) এই বিষয়েরও শিক্ষা দিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র ঐ সমস্ত সিফাতকে শুধুমাত্র মুখে মুখে স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইও না বরং অন্তরের সত্যতা ও ক্ষমতাপূর্ণ আবেগের সাথে উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তবেই তোমরা আসমানে আল্লাহ্র জামাত হিসাবে গণ্য হইবে। সেই ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে মা'বুদ, আকাংখিত, একক অনন্য, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে ইহা কি করিয়া সম্ভব যে, সে পাপে লিপ্ত হইবে এবং তাহার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকিয়া যাইবে।

মোটকথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাতিকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র আনুগত্য করা, তাহার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করা ও তাহার প্রতি প্রকৃত প্রেম ভালবাসা পোষণ করাই হইবে তোমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। না তাহাকে ছাড়া আর কাহারও নিকট কোন উদ্দেশ্য প্রার্থনা করিবে, না কাহাকেও যে কোন অবস্থায় তাহার অংশীদার গণ্য করিবে, না তাহাকে ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভর করিবে, না তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিবে, না তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিপদতারণ মনে করিবে। যদি তোমরা নিজ জীবনে এই পরিবর্তন আনিতে পার তবে তোমরা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সাফল্য লাভ করিবে।

২. **রিসালত** ঃ আল্লাহ্র সত্তা, তাহার ওয়াহ্দানিয়্যত ও তাহার মাহাত্ম প্রচারের পরে মহানবী (সা) তাহার রিসালত ও নবুয়্যতকে দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিলেন এবং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর পরে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কে স্বীকার করাকেও আবশ্যকীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেননা, নবুয়্যতকে স্বীকার না করিলে না মানুষের ঈমান পরিপূর্ণ হয়, না সে মুক্তি পাইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত আদেশ, নিষেধ, আহকাম ও ফরমান নবীদেরই মাধ্যমে বিস্তার ও প্রসার লাভ করে। এবং তাহারা নিজেদের সদগুণ ও নিষ্কলুষতার দরুন বান্দাহ্দেরকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইবার মাধ্যম হিসাবে গণ্য হন। যদি নবীদের সত্যতা ও সত্যবাদিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা হয় তাহা হইলে আল্লাহ্র সত্বা ও তাহার অস্তিত্বের উপর কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে না। এই কারণেই নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য অপরিহার্য করা হইয়াছে। এবং কলেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কে ঈমানের তুলাদণ্ড ও মুক্তির মাধ্যম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাকে স্বীকার ও গ্রহণ করা ব্যতীত কোন মানুষের ঈমান পরিপূর্ণ হইতে পারে না। এই কারণেই মহানবী (সা) কলেমার উভয় অংশের প্রচার ও প্রসার একই সাথে সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ যখন

১. আল্লাহ্ তা'আলার এই সমস্ত বিশেষণ ঐগুলিই যাহা কুরআন করীমে পুনঃপুন বর্ণিত হইয়াছে, এইগুলিই সাধারণ্যে ৯৯ নাম হিসাবে খ্যাত।

www.pathagar.com

এই কথা বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ প্রকৃত মাবূদ এবং এক ও অনন্য তখন ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি তাহার রাসূল ও বাণীবাহক এবং আমার আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য। مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ যে নবীর অনুগত সে আল্লাহ্রই অনুগত। মহানবী (সা) স্বীয় রিসালত পেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যের ঘোষণা দিয়াছেন যে, দুনিয়ার এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল ও পথ প্রদর্শক মানুষকে বুঝাইতে ও সত্য পথ প্রদর্শন করিতে আগমন করেন নাই।
وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ এমন কোন জাতি নাই যাহাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী প্রেরন করা হয় নাই এবং وَلِكُلِّ اُمَّةٍ هَادٍ আর প্রতিটি জাতির জন্য পথ প্রদর্শক (প্রেরণ করা হইয়াছে)।

৩. **মালায়িকা** ঃ আল্লাহ্র বাণী তাহার রাসূলগণের নিকট লইয়া আসেন মালায়িকা বা ফেরেশতাগণ। এই জন্য তাঁহাদের সত্তাকে স্বীকার করা ও তাহাদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মহানবী (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আবশ্যকীয় ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে এই অবস্থায় যে, না তাহাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা আছে, না তাহারা আল্লাহ্র পুত্র-কন্যা বলিয়া গণ্য, না তাহারা আল্লাহ্র কর্মকাণ্ডে কোন প্রকারের অংশীদার বা তাহার সমতুল্য। বরং তাহারা আল্লাহ্র অতি অনুগত সৃষ্টি যাহারা তাহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়া যান।

৪. **কুরআন ও অপরাপর আসমানী সহীফা** ঃ আল্লাহ্র নিকট হইতে যে কালাম ও বাণী মালায়িকা তাহার রাসূলগণের নিকট লইয়া আসেন উহা সঠিক ও নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস করাকেও ততখানিই আবশ্যকীয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যতখানি আবশ্যকীয় ঘোষণা করা হইয়াছে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের উপর। যদি আল্লাহ্র এই কালামের উপর মানুষ পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারে তাহা হইলে মানুষ না আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে, না তাহার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে। মহানবী (সা) তাঁহার নিকট জিবরীল (আ) যে ওহী লইয়া আসিতেন শুধু উহার উপর বিশ্বাস স্থাপনেরই আদেশ দেন নাই বরং পরিপূর্ণ উন্মুক্ত হৃদয়ে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, আমার পূর্বেও আল্লাহ্র ওহী তাহার অপরাপর রাসূলগণের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে। আর পবিত্র কুরআন হইল ঐগুলির সত্যায়ক ও সমর্থক। ইহা ছিল মহানবী (সা) কর্তৃক প্রচারিত ইসলামের চতুর্থ রোকন।

৫. **আখিরাত দিবস** ঃ মহানবী (সা) পুনরুত্থিত হওয়াকেও ইসলামের রোকন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, উহার উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য জোর দিয়াছেন। অতএব মৃত্যুর পরে যে ব্যক্তি প্রতিদান ও প্রতিফল লাভ এবং নিজের ক্রিয়াকলাপের জন্য জবাবদিহি করার উপর প্রকৃত বিশ্বাস না রাখে সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের নিকট কোনক্রমেই মুসলিম হিসাবে গণ্য হইবে না।

www.pathagar.com

আমলের সংশোধন

আকায়িদের উচ্চস্তরের শিক্ষা দানের পরে রাসূল (সা) তাঁহার উম্মতকে ইবাদাত ও দায়িত্বাবলী পালন সম্পর্কে শিক্ষা দেন। যেমন ঃ

১. সালাত ঃ এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম মহানবী (সা) সালাতের শিক্ষা দেন, যেন উহার মাধ্যমে মানুষ আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে। এবং সর্বপ্রকারের লজ্জাজনক ও মন্দ কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। মহানবী (সা) সালাতকে মুসলিমের জন্য এমনই আবশ্যকীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যেমন আবশ্যকীয় মানুষের জন্য পানাহার। খাদ্য ভিন্ন যেমন কোন মানুষ দৈহিকভাবে জীবিত থাকিতে পারে না তেমনিভাবে রুহানী যিন্দেগী বলবৎ রাখিবার জন্য সালাত আবশ্যকীয়।

২. সওম ঃ আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার অপর মাধ্যম হইল সওম। অতএব রমযান মাসের সওম প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয করা হইয়াছে।

৩. যাকাত ঃ যাকাত প্রদানেরও নির্দেশ দিয়াছেন, ইহা মানুষের সম্পদকে পবিত্র করে এবং ইহা গরীব ভাইদের সাহায্যের উত্তম পন্থা। ইহা ধনীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয় ও গরীবদের প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়।

৪. হজ্জ ঃ হজ্জের ইবাদাত এই জন্য কায়েম করা হইয়াছে যাহাতে মানুষ তাওহীদের কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। বিশেষ করিয়া হজ্জের দিনগুলিতে মক্কা মোয়ায্যামায় বিশ্ব মুসলিম একত্রিত হইয়া জাতিগত মঙ্গলজনক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে পরামর্শ করিয়া একে অপরের প্রয়োজন ও অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইতে পারে। ইহাতে পারস্পরিক সহানুভূতির আবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার পথ সুগম হইতে পারে। সর্বোপরি ইহার দরুন আল্লাহ্র পবিত্রগৃহের প্রতিবেশী জীবন ধারণ সহজ স্বচ্ছল হইতে পারে।

চরিত্র ও আচরণের সংশোধন

তৃতীয় প্রকারের বিষয়বস্তু হইল চরিত্র ও আচরণের সংশোধন। রাসূল (সা) ইহা এমনভাবে সাধন করিয়াছেন যে, ইহার চাইতে উচ্চতর কিছু করার কল্পনাও করা যায় না। চরিত্রের প্রতিটি শাখা প্রশাখা সম্পর্কে কুরআন যে সমস্ত সুন্দর নসীহত করিয়াছে এবং রাসূল (সা) যাহা বলিয়াছেন উহা স্বীয় মহিমায় নযীরবিহীন। সমগ্র কুরআনই নসীহতে পরিপূর্ণ। এবং সমস্ত হাদীসই চরিত্র গঠনের নসীহতে ভরপুর জ্যোতির্ময়।

মহানবী (সা) চারিত্রিক দিক হইতে আরবদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচার ও রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার পরিপূর্ণ সংশোধন করিয়াছেন। এবং কুরআন তাহাদের হস্তে এমন পরিপূর্ণ চরিত্রধারা তুলিয়া দিয়াছে যাহার উপর আমল করিয়া এবং যাহাকে আমলের সংবিধান বানাইয়া তাহারা দুনিয়াবাসীর পথ-প্রদর্শকের আসন লাভ করিয়াছে।

www.pathagar.com

তাবলীগের পথে মহানবী (সা)-এর অসুবিধা

মহানবী (সা) যদিও সারা দুনিয়ার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন তবুও তাঁহার প্রথম সম্বোধিত স্থান ছিল আরব। তাহাদিগকে মানুষ করা সহজ কাজ ছিল না। সংশোধনের এই মহা-দায়িত্ব পালনে রাসূলে আকরাম (সা)-কে পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মূর্তি পূজা তাহাদের মজ্জায় মজ্জায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, শরাব পান করা তাহাদের আবাল্য অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল, ডাকাতি করা ছিল তাহাদের প্রিয় কর্ম, আরাম আয়েশ ও বিলাসে তাহারা অহোরাত্র অভ্যস্ত ছিল। অসভ্যতা ও বর্বরতার সেই যুগে জাতির নিকট সত্যের দাওয়াত পৌঁছানো যে কত কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাহারা আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং রিসালতের মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। তাহাদের মন মগজে রিসালত সম্পর্কে এমন কুধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, রাসূলকে হইতে হইবে অস্বাভাবিক। তাঁহার পিছনে থাকিবে ফেরেশতাদের একটি বাহিনী। আগে আগে একজন ফেরেশতা তাঁহার নবুয়্যত ঘোষণা করিয়া চলিবে। তিনি চক্ষের নিমিষে ঝরনা প্রবাহিত করাইতে ও যখন তখন বাগান তৈরী করিতে সক্ষম হইবেন। তাহার নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য, ও খেজুর আঙ্গুরের স্তূপ লাগিয়া থাকিবে। তিনি উহা মানুষের মধ্যে বন্টন করিতে থাকিবেন। তাহার গৃহ হইবে স্বর্ণের তৈরী। তিনি তথা হইতে তাহাদের সম্মুখে সিড়ি লাগাইয়া আসমানে আরোহন করিবেন ও সেখান হইতে তাহাদের জন্য একটি লিখিত কিতাব লইয়া আসিবেন (কুরআন, বনী ইসরাইল ও আনয়াম)। এই ধরণের আজগুবী ধারণার উপস্থিতিতে মহানবী (সা)-এর রিসালতকে স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল।

এতদ্ভিন্ন তাহাদের প্রতিমা পূজা সত্য গ্রহণের পথে তাহাদের অন্তরায় ছিল। যেমন-অমুক মূর্তির বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বলিলেই সে গর্দান মটকাইয়া ফেলিবে। যদি অমুক মূর্তির খেদমতের কোন প্রকারের আলস্য দেখা দেয় তবে আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হইয়া যাইবে, পুত্রের জন্ম হইবে না, বাগানে ফল ধরিবে না, মাঠে ফসল ফলিবে না। এই সব অবস্থাও সত্য গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে বাধা হইয়া দাড়াইয়াছিল।

ইসলাম প্রচারের পথে একটি বিরাট অন্তরায় ছিল আরবদের নিত্যদিনের আত্মকলহ; যদ্দরুন কবীলায়-কবীলায়. গোত্রে-গোত্রে শত্রুতার এমন আগুন তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল যাহা কোন ক্রমেই শীতল হইতেছিল না। তাহাদের গোত্রগত যুদ্ধ একবার শুরু হইলে উহা পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্তও চলিতে থাকিত। এই ধরনের গোত্র কলহে লিপ্ত থাকিবার দরুন তাহারা মহানবী (সা)-এর আহ্বান শ্রবণের দিকে মনোযোগ দেওয়ারও অবকাশ পাইতনা। তদোপরি গোত্রে-গোত্রে যে ভীষণ বৈরীতা বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল উহাও তাহাদের পক্ষে হাশেমী রাসূলকে গ্রহণ করার পথে বহুলাংশে অন্তরায় ছিল।

www.pathagar.com

এমন কিছু সংখ্যক উপকরণেরও সৃষ্টি হইয়াছিল যদ্দরুন কোরাইশ এবং অপরাপর কবীলা ইসলামের সম্মুখে শির অবনত করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন ভীষণ বিরোধিতা ছিল যে, উহার কোন সীমা ছিল না। এবং সেই বিরোধ ও শত্রুতার ধারাবাহিকতা ছিল অন্তহীন। তাহাদের আত্মগরিমা, অহংকার ও গর্বে ভীষণ আঘাত হানিত যদি তাহারা হাশেমী বংশের একজনের উপর ঈমান আনিত, তাহারা ধারণা করিত "যদি নবীর আবির্ভাব হয় তবে আমাদের কবীলাতেই হইতে হইবে। বনী হাশেমের আমাদের চাইতে এমন কি মর্যাদা রহিয়াছে?"

আরব কবীলাসমূহের পরস্পরের মন কষাকষি ও শত্রুতা ছাড়াও ইহুদী জাতি ছিল একটি বিরাট শক্তি। তাহাদের সহিত ছিল ইসলামের সংঘর্ষ। ইহারা সমগ্র আরবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্পদের দিক হইতে তাহারা বিরাট সম্পদশালী ছিল। রাজনৈতিক দিক হইতেও তাহারা অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিল কিন্তু চারিত্রিক দিক হইতে ছিল অতি নীচ। বড় বড় কিল্লা তাহাদের অধিকারে ছিল। তাহারা অধিক পরিমানের জমি ও জায়গীরের অধিকারী ছিল। যুদ্ধ বিদ্যায় তাহারা পারদর্শী ছিল। যুদ্ধাস্ত্র তাহাদের যথেষ্ট পরিমানে ছিল। বহু সংখ্যক খেজুর বাগানের উপর তাহাদের অধিকার ছিল। আরবদের সমস্ত বস্তুগত জৈবিক উপকরণ তাহাদের হস্তগত ছিল। ইসলামের উন্নতিতে তাহারা তাহাদের মৃত্যু ও ধ্বংস দেখিতে পাইত। এই জন্য দেশের সমস্ত ইহুদী ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহারা ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। তাহারা শুধু নিজেরাই মুসলিমদের মোকাবিলা করিতেছিল না বরং অপরাপর কবীলাসমূহকেও অহরহ মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। মোট কথা ইহুদী জাতি ইসলামের উন্নয়নের পথে বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন না কোন প্রকারের শত্রুতার কলহ ও ষড়যন্ত্র লাগাইয়াই রাখিত।

রোম ও ইরান রাজ্য ছিল আরবের দুই প্রতিবেশী শক্তি। তাহারা আরবের সীমান্ত এলাকা দখল করিয়া রাখিয়াছিল। ইরাক, ইয়ামন ও বাহরাইনের উপর ইরানের দখল ছিল ও সিরিয়া রোম কায়সারের করায়ত্ব ছিল। এই উভয় শক্তি কি করিয়া সহ্য করিতে পারিত যে, আরবে এই মাযহাবী আন্দোলন দানা বাধিয়া উঠুক। অতএব, প্রথম হইতেই উহারা ইহাকে নির্মূল করিবার জন্য কার্যকরভাবে সচেষ্ট ছিল।

আরবদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে একটি বিরাট বাধা এই ছিল যে, সাধারণতঃ সমস্ত বেদুইন কবীলার পেশা ছিল লুটতরাজ, চুরি, রাহাজানী, ছিনতাই, শঠতা ও খুন-খারাবী। যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করিলে এই সমস্ত পাপাচার হইতে তওবা করিতে হইত কাজেই ইসলাম গ্রহণে তাহারা দোদুল্যমান ছিল। কেননা, ইসলাম গ্রহণের পরে তাহাদের আমদানীর ঐ সমস্ত পথ হইতে তাহাদের বঞ্চিত হইতে হইত যাহাতে তাহারা চির অভ্যস্ত ছিল। এমতাবস্থায় তাহাদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা ছিল নিজেদের উপর বিপদ ও মুসিবত ডাকিয়া আনা।

www.pathagar.com

যদিও লুটতরাজ ও রাহাজানী কোঁরাইশদের পেশা ছিল না বরঞ্চ তাহাদের পেশা ছিল ব্যবসা বানিজ্য করিয়া কালাতিপাত করা। তবুও তাহাদের মধ্যে অন্য ধরনের অনাচারের আধিক্য ছিল, তদ্দরুন তাহাদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা খুবই কঠিন ছিল। সর্ব প্রথম তাহাদিগকে হাজার খোদা ছাড়িয়া এক আল্লাহ্র ইবাদত করিতে হইত। নিজেদের খোদাদিগকে নিজেদের হস্তে ভাঙ্গিতে হইত। (তায়েফ বাসীগণ ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী (সা)-এর সম্মুখে এই শর্ত রাখিয়াছিল যে, আমাদের মূর্তিগুলিকে সহস্তে ভাঙ্গিতে পারিব না)। অতঃপর কোরাইশগণ ইসলাম গ্রহণ করিবার কালে তাহাদের বর্তমানের মানমর্যাদা, প্রাধান্য, প্রভাব ও গরিমার সমস্ত ধারণাকে বিসর্জন দিতে হইত, যাহা তাহাদের পক্ষে নিতান্তই কঠিন ছিল।

কারণ, তাহাদের প্রতিটি ব্যক্তি অহংকার, গরিমা, ঔদ্ধত্য, আত্মম্ভরিতা ও গর্বের প্রতিমূর্তি ছিল এবং তাহারা কাহাকেও নিজেদের সমতুল্য ও সমকক্ষ বলিয়া গন্য করিতনা। এই দিকে ইসলাম বলিতেছে, আদম সন্তানেরা সবাই সমান কাহারও উপর কাহারো কোন প্রকারের প্রাধান্য নাই। সাম্যের এমনই অবস্থা ছিল যে, সৃষ্টির গৌরব, শ্রেষ্ঠ মানব, দোজাহানের শাহানশাহ সাধারণ দাসদের সাথে মসজিদের কাঁচা ভিটিতে বসিয়া আহার করিতেন।

তাহারা যে ধরনের ভারী সুদ গ্রহণ করিত ইসলাম গ্রহণের পর তাহাদিগকে উহা ছাড়িতে হইত। এমন বিরাট ক্ষতিকে তাহারা কি করিয়া বরদাস্ত করিত। তাহারা তাহাদের দাসগণকে যে করুণ অবস্থা ও লাঞ্চনার মধ্যে রাখিত, ইসলাম গ্রহণের পরে তাহাদিগকে এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইত, নিজেদের দাসগণকে নিজেদের পুত্র ও ভ্রাতার ন্যায় রাখিতে হইত, এই জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না। এই জন্যই তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে দ্বিধান্বিত ছিল। অপরদিকে দোজাহানের শাহানশাহের তাঁহার দাসের সাথে এমন আচরণ ছিল যে, তাঁহার দাস যায়েদ বিন মুহাম্মদ (সা)[১] বলিয়া অভিহিত হইতেন। অপর হাবশী গোলাম সম্পর্কে তিনি তাঁহার শ্বশুর সিদ্দীক আকবর (রা)-কে বলিয়াছেন যে, যদি তুমি বেলালকে (রা) অসন্তুষ্ট কর তবে আল্লাহ্ও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।[২]

অপর একজন ছিলেন পারস্যবাসী দাস, যাহার সম্পর্কে রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ سلمان منا اهل البيت (সালমান আমার পরিজন-আহ্লু বাইতের অন্তর্ভূক্ত।[৩] অপর একজন দাস ছিলেন রোমান, যাহার সম্পর্কে আরব ও আযমের শাহানশাহ ফারূক আযম (রা) অসিয়্যত করিয়াছিলেন যে, "আমার জানাযার নামায পরিচালনা করিবে

১. ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৮২ এবং গোলামানে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৫।

২. গোলামানে ইসলাম পৃষ্ঠা ১১।

৩. গোলামানে ইসলাম পৃষ্ঠা ১৯।

www.pathagar.com

সোহাইব (রা) এবং মুসলমানদের নতুন খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে নববীতে (সা) সেই ইমামের দায়িত্ব পালন করিবে।" এই ভাবে তিন দিন পর্যন্ত রোমান দাসের ইমামতিতে কোরাইশদের সমস্ত সম্ভ্রান্ত সরদার নামায আদায় করিয়াছেন।[১]

আত্মাভিমানী, অহংকারী ও ঔদ্ধত্য কোরাইশদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে একটি বড় বাধা এই ছিল যে, তাহারা নিজেদের কন্যা সন্তানদেরকে জন্মের সাথে সাথে হত্যা করিত। ইসলাম এহেন যুলুম মূলক ক্রিয়াকে কঠোর হস্তে বাধা দিয়াছিল।

মহানবী (সা)-এর ব্যবহৃত ইসলাম প্রচারের উপকরণ

নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁহার নবুয়্যত লাভের পর হইতে ইনতিকাল পর্যন্ত দ্বীনের প্রচার এবং সত্য ও সত্যতার প্রচারে সর্বান্তকরণে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাবলীগ, ওয়াজ, নছীহত এবং সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত উপকরণ ও পন্থা ব্যবহার করিয়াছিলেন এই স্থানে শুধু মাত্র ঐ গুলির কিছু কিছু ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস বর্ণনাকালে যথাস্থানে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ যে উপকরণ

১. রাসূল (সা) বারে বারে প্রতিটি ক্ষেত্রে যা ব্যবহার করিয়াছেন উহা এই যে, তিনি প্রাপ্ত প্রতিটি সুযোগেই মানুষকে কুরআনের আয়াত শুনাইয়াছেন। উহাতে অপরাপর মাযহাবের প্রতিবাদও যেমন ছিল তেমনি সপক্ষের প্রমাণাদিও ছিল। ঐ সমস্ত প্রমাণাদি এমনই মজবুত ছিল যে, বিপক্ষীয়রা কোন প্রতি উত্তর দানে সক্ষম হইত না। মক্কার কুফ্ফার, ইয়াসরাবের ইহুদী এবং নজরানের খৃষ্টানদের সম্মুখে রাসূল (সা) এই কুরআনকে লভ্য প্রতিটি সুযোগে বারবার পেশ করিয়াছেন।

২. রাসূল (সা) তাঁহার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার নবুয়্যতের পূর্বেকার নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবনকে পেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি আমার সমস্ত যৌবনকাল ও জীবনের চল্লিশটি বৎসর তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে তোমরা উত্তমরূপে অনুধাবন করিতে পারিয়াছ যে, আমার জীবন কত নির্মল এবং আমার চরিত্র কত নিষ্কলুষ ও নিষ্কলঙ্ক। তবে এখন আমাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিতে এত দ্বিধা কেন? আমি যখন কোন মানুষের ব্যাপারে মিথ্যাচার ও ধোকার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই এখন কি বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা বলিব?

---

১. আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩।

www.pathagar.com

৩. তাঁহার মুকাদ্দাস পবিত্র নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ আকার আকৃতি ও ইসলাম প্রচারের একটি উপকরণ ছিল। কোন কোন সরল প্রকৃতির মানুষ তাঁহার আকৃতি দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিত যে, "ইহা তো মিথ্যাবাদীর আকৃতি হইতে পারে না।"

৪. তাঁহার উন্নত চরিত্রও প্রচারের একটি মাধ্যম ছিল। মহানবী (সা) যদি প্রচারের ক্ষেত্রে কখনও তরবারী ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে তাহা ছিল এহসান ও মানবতার তরবারী। উহা অতিশয় ক্ষীপ্রতার সহিত আঘাত হানিত এবং উহা যাহার উপর আপতিত হইত তাহার কুফর ও গোমরাহী নির্মূল করিয়া দিত।

৫. যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভের পরে রাসূল (সা) অপরাধী, হত্যাকারী ও তাঁহার ঘোরতর শত্রুদের সহিত যে ধরনের মার্জনা, ক্ষমা, দয়া, করুণা, দৃঢ়তা ও প্রশস্ত হৃদয়তার পরিচয় দিতেন, তাহাও ইসলাম প্রচারের একটি উত্তম মাধ্যমে পরিণত হইয়াছিল এবং এই মাধ্যমটি এমনই কার্যকর ও উপকারী প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহার ঘোরতর শত্রুও বন্ধুতে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

৬. তাঁহার দানশীলতা এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা ইসলাম প্রচারের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যমে পরিণত হইয়াছিল। এবং আরবের বেদুঈনরা রাসূল (সা)-এর এই গুণে প্রভাবিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

৭. রাসূল (সা) প্রচারের এমন একটি পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, হাটে-বাজারে, অলিতে-গলিতে, চলার পথে ও পাহাড়ের পাদদেশে মানুষকে জমায়েত করিয়া সত্যের বাণী শুনাইতেন।

৮. মানুষকে নিজগৃহে আহ্বান করিয়া এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ও তাহাদের সম্মুখে দ্বীনের বাণী প্রচার করিতেন।

৯. তথ্য প্রমাণের মাধ্যমেও তিনি আল্লাহ্র বান্দাহদের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌছাইয়াছেন এবং বিবেচনা ও চিন্তা গবেষণার প্রতি আহ্বান জানাইয়া অনেক বিবেকবান ভক্তকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়াছেন।

১০. ব্যক্তিগতভাবে মানুষের নিকট গমন করিয়া এবং মানুষকে নিজের নিকট ডাকিয়া আনিয়া তিনি প্রচারের কাজ করিয়াছেন।

১১. মক্কী জীবনে তিনি প্রচারের এইরূপ পন্থাও প্রায়শঃই অবলম্বন করিয়াছেন যে, "প্রতিদিন রাসূল (সা) শহরের বাহিরে দূরে চলিয়া যাইতেন এবং যে সমস্ত বহিরাগতকে শহরের দিকে আসিতে দেখিতে পাইতেন তাহাদের নিকট সত্যের বাণী পৌছাইতেন।

১২. বিশেষভাবে রাসূল (সা) কাফেলার আগমন অপেক্ষায় থাকিতেন। যখনই শুনিতে পাইতেন যে, কোন কাফেলা বাণিজ্যসম্ভার লইয়া আসিয়াছে তৎক্ষণাৎ শহরে পৌছিবার পূর্বেই তিনি তাহাদের নিকট গমন করিতেন ও ইসলাম প্রচার করিতেন।

www.pathagar.com

১৩. হজ্জের দিনগুলিতে রাসূল (সা) বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকিতেন ও হাজীদের নিকট নিয়মিতভাবে গমনাগমন করিতেন, হয়তো বা কোন ভাগ্যবান সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে। মদীনার আনসার এইরূপ প্রচারেরই স্মৃতিবাহক।

১৪. প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণও ছিল তাঁহার প্রচারের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংগ।

১৫. ব্যক্তিগতভাবে প্রচারক ও আহ্বায়ক নিযুক্ত করিয়া প্রায়শঃই বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতেন। সমষ্টিগতভাবেও দল তৈরী করিয়া তাঁহার সাহাবাগণকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতির নিকট প্রচারার্থে প্রেরণ করিতেন।

১৬. বিভিন্ন দেশের বাদশাহ, আমীর ও রাজ্যপ্রধানদের নিকট রাসূল (সা) পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন। এই সমস্ত পত্র রাসূল (সা) এমন সব সাহাবার (রা) হস্তে প্রেরণ করিতেন যাহারা দ্বীন সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও জ্ঞাত থাকিতেন যেন প্রয়োজন দেখা দিলে আলাপ-আলোচনা ও যুক্তিতর্ক পেশ করিতে পারেন।

মক্কা, মদীনা ও আরবের মানুষ কিভাবে রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান আনল?

১. দীর্ঘদিন তাঁহার সন্নিকটে ও সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার জীবন ধারাকে নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করিবার দরুন। যেমন উম্মত জননী হযরত খাদীজা (রা) হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়িদ (রা)।

২. তাঁহার সহিত পুরাতন বন্ধুদেরও সুসম্পর্ক থাকিবার দরুন যেমন– হযরত আবূ বকর (রা)।

৩. কোন কোন ক্ষেত্রে আকস্মিক কোন ঘটনায় প্রভাবিত হইয়া যেমন হযরত ওমর (রা)।

৪. কোন প্রবীণ সাহাবী কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া, যেমন- হযরত উসমান (রা)।

৫. তাঁহার নবুয়্যত পূর্বকালীন নিষ্কলুষ জীবনকে লক্ষ্য করিয়া।

৬. তাঁহার কালামে প্রভাবান্বিত হইয়া।

৭. তাঁহার অথবা তাঁহার কোন সাহাবীর নিকট হইতে কুরআনের আয়াত শ্রবণ করিয়া।

৮. তাঁহার পেশকৃত প্রমাণাদির যৌক্তিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া।

৯. তাঁহার বিপক্ষে নিজেকে অক্ষম পাইয়া।

১০. তাঁহার সদাচার ও উন্নত চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া।

১১. মুসলিমদের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া।

১২. ইসলামের বিপরীতে প্রতিমার মিথ্যা শক্তি ও কৃত্রিম মর্যাদায় নিরাশ হইয়া।

১৩. কোন কোন সাহাবীর (রা) প্রচারাধীনে থাকিয়া।

www.pathagar.com

১৪. নিদর্শনাবলী ও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া।
১৫. তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরী হইতে দেখিতে পাইয়া।
১৬. নিজেদের উপাস্য প্রতিমাগুলির অবমাননা ও অমর্যাদা স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া।
১৭. পূর্বের বিভিন্ন আসমানী কিতাবে তাঁহার আলোচনা পাঠ করিয়া।
১৮. তাঁহার বা তাঁহার প্রেরিত বাহিনীর হস্তে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া।
১৯. বিজয়ের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া।
২০. মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন প্রভাবিত হইয়া।
২১. মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ক্ষমতায় ভীত হইয়া।
২২. মক্কা মোয়ায্যামা বিজয়ও বহু লোকের জন্য ইসলাম গ্রহণের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।
২৩. কোন কোন মানুষ অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে তাঁহার বা তাঁহার সাহাবীদের নিকট আগমন করত পরিতুষ্ট হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে।
২৪. বিভিন্ন শহর ও কবীলার পক্ষ হইতে মানুষ তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে এই নতুন মাযহাব সম্পর্কে অবগতির উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রেরণ করে। তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া মহানবী (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। উহাতে প্রভাবিত হইয়া অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।
২৫. মুসলিমদের সহিত মেলামেশা ও সম্পর্ক থাকিবার দরুন অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।
২৬. মুসলিমদের হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ, দ্বীনের প্রতি তাহাদের ভালবাসা এবং তাহাদের উন্নত ধরনের ইবাদতের ধারায় প্রভাবিত হইয়া কোন কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।
২৭. নিজের কবীলার অধিকাংশ মানুষকে মুসলিম হইতে দেখিতে পাইয়া কোন কোন লোক এই জন্য ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে যে, আমরা যেন তাহাদের পিছনে পড়িয়া না থাকি।
২৮. কোন কোন মানুষ অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। পরে হোদায়বিয়ার সন্ধির দরুন সেই বাধা অপসারিত হইয়াছিল। তখন তাহারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।
২৯. বিভিন্ন শহরের অনেক মানুষ এই জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল যে, দেখা যাক মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরোধিতার দরুন কোরাইশদের পরিণতি কি হয়। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন বিভিন্ন কবীলা ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে।
৩০. এমন কিছুসংখ্যক লোকও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন যাহারা পূর্বে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। তাহারা মহানবী (সা)-কে শহীদ করিতে, মুসলিমদিগকে ধ্বংস করিতে ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিবার অপপ্রয়াসে কোন কিছুই করিতে

www.pathagar.com

বাকী রাখে নাই। মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে সমস্ত আরবে আগুন লাগাইয়াছে, পুনঃ পুনঃ কোন কোন কবীলাকে উত্তেজিত করিয়া মদীনায় আক্রমণ চালাইয়াছে। বিভিন্ন বাদশাহদের দরবারে গমন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছে, তাঁহার যে সমস্ত অনুসারী তাহাদের হস্তগত হইয়াছেন তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে। মোটকথা তাঁহার সহিত শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচারণে দিনরাতকে এক করিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা মুসলমানদের হস্তে ধৃত হইয়া জীবন রক্ষার জন্য ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করিয়াছে, অন্যথায় তাহারা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিল যে, তাহাদের দুষ্কৃতি ও দুষ্কর্মের দরুন তাহারা নিশ্চিত নিহত হইবে। রাসূল (সা)-এর চরিত্রের ইহা ছিল একটি বিস্ময়কর মু'জিযা যে, এহেন জঘন্য অপরাধী ও দুষ্কৃতিকারীগণও শাস্তি পাওয়া হইতে রেহাই পাইয়াছে।

৩১. বিজয়ের সময়ে মহানবী (সা)কে অতিশয় মুক্ত হস্তে ও বদান্যতার সহিত মানুষের মধ্যে মাল বিতরণ করিতে দেখিতে পাইয়া অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

৩২. মহানবী (সা) ও তাঁহার নিয়োজিত প্রচারকগণ সময়ে সময়ে বাদশাহগণকে, কবীলাসমূহে এবং কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যে সমস্ত প্রচারণী পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন ঐগুলিও মানুষকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করিতে সহায়ক রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৩৩. পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া ও পরাভব স্বীকার করিয়া যখন আরবদের শক্তি, সাহস, ক্ষমতা একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং তাহাদের প্রত্যয় হয় যে, আমরা কোনক্রমেই মুহাম্মদ (সা) এর মুকাবিলায় বিজয় লাভে সমর্থ হইব না ঐ সময় তাহারা অতিশয় অক্ষম ও নিরুপায় হইয়া নিজেদের ইসলাম গ্রহণের মধ্যেই আত্মরক্ষা, মঙ্গল ও মুক্তি দেখিতে পায়।

৩৪. আরবদের ইসলাম গ্রহণের সবচাইতে বড় কারণ হইল মুহাম্মদ (সা) -এর ঐ সমস্ত দরদ ভরা দোয়া যাহা তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহাদের জন্য নিবেদন করিতেন।

ইসলাম প্রচারকদের দায়িত্ব ও তাহাদের কর্ম পদ্ধতি

মহানবী (সা) যখন ইসলাম প্রচারার্থে সাহাবা কিরামদিগকে বিভিন্ন কবীলার দিকে প্রেরণ করিতেন, তখন যাত্রাকালে তাহাদিগকে অত্যন্ত উপযোগী ও কার্যকরী উপদেশ দিতেন। যাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচার কার্য পরিচালনাকালে তাঁহারা ঐদিকে লক্ষ্য রাখেন ও উহারই আলোকে ইসলাম প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) সময় সময় ইসলাম প্রচারক ও নসীহতকারীগণকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন এবং যাহা ইসলাম প্রচার সম্পর্কে কুরআন করীমে উল্লেখিত রহিয়াছে, যেহেতু ঐগুলিই ইসলাম প্রচারের ভিত্তি। কাজেই সেইগুলিকে আমাদের ভাষায় এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল ঃ

১. প্রচারকগণকে প্রচারকালে যতটা সম্ভব যুক্তিযুক্ত ও প্রমাণাদির সাহায্যে বাতিলকে প্রতিরোধ করা উচিৎ। প্রমাণহীন কথা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

২. মানুষের আবেগকে সঠিক পথে উদ্বেলিত করিয়া উহাকে কাজে লাগানো উচিৎ।

৩. নিজের ঈমান, নিজের ইসলাম ও নিজের চরিত্রের উন্নত নমুনা দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিবে, অন্যথায় তাহার কথায় কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

৪. সত্য কথা মানুষকে বলিবার সময় অতিশয় সাহসিকতা প্রদর্শন করিবে, কাহারও বিরোধিতা বা কোন বাধাকে গ্রাহ্য করিবে না।

৫. ইসলাম প্রচারের জন্য কোন প্রকারের বিনিময় বা মানুষের নিকট কোন কিছু প্রার্থনাও করিবে না গ্রহণও করিবে না। নিজে কোন কাজকর্ম করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে। এইভাবে তাহার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৬. তাহাকে كن يدا ولا تكن لسانا (হাতের হও মুখের হইও না) এই উক্তির উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করিতে হইবে যাহাতে মানুষের উপর উহা সুপ্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়।

৭. মানুষের প্রতি সত্যিকারের সমবেদনশীল ও মানব জাতির প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী হইবে।

৮. ইসলামী রীতিনীতি ও আহকাম সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত হইবে।

৯. বাহ্যতঃও পাক-সাফ থাকিবে যাহাতে মানুষের পক্ষে তাহার নিকট আসিতে ও তাহার কথা শুনিতে দ্বিধা না হয়।

১০. তাহার মধ্যে যেন আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রশংসার অভ্যাস না থাকে।

১১. যে সমস্ত মানুষ প্রচারাধীন রহিয়াছে তাহাদের হেদায়েতের জন্য সর্বদা দোয়া করিবে এবং যাহারা মুসলিম হইয়াছে তাহাদের পক্ষে দৃঢ়তা অর্জনের জন্য আল্লাহ্র অনুকম্পা যাঞ্চা করিবে।

১২. যে সমস্ত মানুষ বা জাতি তাহাদের প্রচারাধীন থাকিবে তাহাদিগের নিকট নিয়মিত সত্যের বাণী পৌঁছাইতে থাকিবে। এক আধবার প্রচার করিয়া নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করিবে না।

১৩. যে কোন পর্যায়ে বিরোধীতার মোকাবিলায় নিজেকে ছোট মনে করিবে না। যে প্রচারক বিরুদ্ধ পক্ষের জ্ঞান, শক্তি ও ক্ষমতায় প্রভাবিত হয় সে স্বাধীন, আত্মবিশ্বাস ও হৃদ্যতার সাথে প্রচার করিতে পারে না।

www.pathagar.com

১৪. কোন ব্যক্তি বা জাতিকে প্রচারের পূর্বে অবশ্যই প্রচারের সাফল্যের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিবে। যদি সে এই উপদেশের উপর আমল করে তাহা হইলে তাহার অন্তর হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের একটি ঝরনাধারা ছুটিয়া বাহির হইবে।

১৫. কোন সময়ই নিজের বিদ্যাকে পূর্ণ ও নিজের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ মনে করিবে না। যে এমন মনে করিয়াছে সে প্রচার ক্ষেত্রে পরাভূত হইয়াছে ও অকৃতকার্য রহিয়াছে। অহংকার ও ঔদ্ধত্য আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নহে। তিনি নম্র ও বিনয়ী মানুষকে ভালবাসেন।

১৬. নগণ্য ও সাধারণ মানুষকেও অতিশয় ভদ্রতা ও অতিশয় বিনম্রতার সহিত সত্যের বাণী পৌঁছাইবে। কেননা, গরীব মানুষ ধনীদের চাইতে দ্রুত সত্যের বাণীকে গ্রহণ করে এবং তুলনামূলকভাবে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে।

১৭. মানুষের সাথে মেলামেশা করিবে ও তাহাদের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হইবে। একাকী বসবাসকারী মানুষ না মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হইতে পারে, না নিজের মিশনে কৃতকার্য হইতে পারে।

১৮. নিজের মধ্যে খিদমতের আগ্রহ ও ত্যাগের আবেগ থাকিতে হইবে। এই দুইটি জিনিস প্রচারককে মানুষের মধ্যে সফল হইতে অতিশয় সহায়ক হয়।

১৯. প্রচার করাকালে প্রামাণ্য ও আবেগ প্রসূত উভয় প্রকারের প্রমাণাদি পেশ করিবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে। যাহাতে যেমন প্রয়োজন তেমনিভাবে মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে।

২০. এমন সাহায্য ও রুচিবান প্রকৃতির অধিকারী হইবে যাহাতে প্রতিটি কথায় প্রচারের কোন একটি দিক উন্মোচিত করিতে পারে। এইভাবে প্রচারের কোন সুযোগই যেন হাতছাড়া হইতে না পারে।

২১. বেহুদা, নিষ্প্রয়োজন ও অনর্থক কথার মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে না। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে নীরবে সংশোধনী কার্যে লাগিয়া থাকিবে। কেননা অনর্থক তর্কে বিতর্কে লিপ্ত হইলে তবলীগের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে।

২২. প্রচারককে অবশ্যই চালাক, চতুর, মনোযোগী ও সাবধানী হইতে হইবে যাহাতে প্রচারের দায়িত্ব সুন্দরভাবে সম্পাদন করিতে পারে।

২৩. যে কথা উপস্থাপন করিবে তাহা অতিশয় নম্রভাবে মিষ্টি ভাষায় উপস্থাপন করিবে। কঠোরতা ও কাঠিন্য সবসময় প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং কঠোরভাষী প্রচারকের নিকট হইতে সব সময় মানুষ দূরে দূরে থাকে। না কেহ তাহার কথায় কান দেয়, না কেহ তাহা গ্রহণ করে ।

২৪. মানুষের উপহাস, কঠোর ভাষা ও মন্দকার্য্যে আহত হইবে না। নীরবে ধৈর্য্যের সাথে নিজ দায়িত্ব পালনে নিমগ্ন থাকিবে।

www.pathagar.com

২৫. প্রথম দিকে যদি অসাফল্য দেখা দেয় তাহাতে হতোদ্দম হইবে না, বরং পরিপূর্ণ দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও আবেগ সহকারে নিজ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকিবে। ইহাই সাফল্যের চাবিকাঠি।

২৬. মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করিতে গিয়া তাহাদের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করিবেনা।

২৭. যে এলাকায় কয়েকজন প্রচারক কাজ করিবে সেইখানে তাহারা পরস্পর হৃদ্যতা, ভালবাসা, সদাচার ও মানবতার সহিত থাকিবে, যাহাতে অন্যের উপর ইহার সুপ্রভাব বিস্তারিত হয় ও ইসলাম প্রচারে উন্নতি সাধিত হয়।

২৮. অমুসলিমদের সম্মুখে ইসলামের সমস্ত উসূল ও আহকাম এক সাথেই উপস্থাপন করিবে না। বরং তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে ও পর্যায়ক্রমে অবহিত করিতে থাকিবে, যাহাতে মানুষের প্রকৃতিতে ইহা বোঝা স্বরূপ না হইয়া দাঁড়ায় ও অতি শীঘ্র সে বিচলিত হইয়া না পড়ে।

২৯. খুবই সংক্ষিপ্ত কথায় প্রচার করিবে। দীর্ঘ কথা শুনিয়া মানুষ সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে। এবং প্রচারকালে কোন প্রকারের মনোকষ্টকর কথা বলিবে না।

৩০. বেশীর ভাগ প্রচারনা কুরআনী আয়াতের মধ্যেই হওয়া উচিৎ। কেননা, কুরআনী শব্দসমূহে যেই জ্যোতি, প্রভাব ও আবেগ রহিয়াছে উহা মানুষের ভাষায় কি করিয়া আসিবে।

এই গুলিই হইল সেই সোনালী উপদেশাবলী যে গুলির উপর সাহাবা কিরাম (রা) পরিপূর্ণ ভাবে আমল করিয়া কামেল হইয়াছেন। পরবর্তীকালে আগত ইসলাম প্রচারকগণও এই হেদায়েতের উপর আমল করিয়াছেন ও সমগ্র দুনিয়ায় সাফল্যের সহিত সত্যের বাণী পৌঁছাইয়াছেন। ইসলাম প্রচার সম্পর্কে এই সমস্ত নিয়মাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক বিষয় এবং ইহা ইসলাম প্রচারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে বর্ণনা করা প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহায়তায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস শুরু করিতেছি।

www.pathagar.com

নবুয়্যত যুগে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

মহানবী (সা)-এর মক্কী জীবনে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস

প্রথম ওহী ও প্রাথমিক প্রচার

১. হেরা গুহায় নির্জন অবস্থান ঃ জাতির করুণ দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া মহানবী (সা)-এর পূত পবিত্র অন্তর অতিশয় চিন্তাক্লিষ্ট ও অস্থির থাকিত। রাসূল (সা) দিবারাত্র চিন্তা করিতেন, এমন কি ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে তাহাদের সংশোধন হইতে পারে ও তাহারা ভদ্র ও মর্যাদাবান মানুষে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু রাসূল (সা) কোন পথই পাইতেছিলেন না। মানুষের ঐ পাপপূর্ণ কলুষিত জীবন যাপনকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার দেশবাসী যেই সমস্ত অন্যায় অনাচারে লিপ্ত ছিল উহাতে মনঃক্ষুন্ন হইয়া তিনি নির্জন অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার এই নির্জনতার স্থান ছিল হেরা পর্বতের একটি গুহা। শহর হইতে দূরে একাকী এই নির্জন স্থানে বসিয়া চিন্তা গবেষণায় নিমজ্জিত থাকিয়া তিনি এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করিতেন এবং দুনিয়া হইতে পৃথক থাকিয়া তিনি অধিকতর স্বস্তি পাইতেন।

২. সর্বপ্রথম ওহী ঃ শেষ পর্যন্ত সেই নির্জন অবস্থানে একদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ওহীর নিয়ামত দানের সৌভাগ্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে দুনিয়াবাসীকে হেদায়েতের মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরবদান করিলেন। ২৫ অথবা ২৭ রমজানে তাঁহার নিকট প্রথম ওহী অবতারিত হয়। সেই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪০বৎসর। তখন ছিল খৃস্টীয় ৬১০[১] সাল। এই ওহীর সবগুলি ছিল এই ঃ

اِقْـرَاْ بِـاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-خَلَقَ الْاِنْسَـانَ مِنْ عَلَقٍ-اِقْـرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ-الَّذِىْ عَلَّمَ بِـالْقَلَمِ-عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَـا لَمْ يَـعْلَمْ-[২]

৩. ইসলাম প্রচারের প্রথম নির্দেশ ঃ প্রথম ওহীর পরে কিছুদিন ওহীর ধারাবাহিকতা বন্ধ থাকে। ঐ ঘটনার চল্লিশ দিন পূর্ণ হইবার পরে তাহার (সা) নিকট

---

১. সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যা ফায়যুল বারী পৃষ্ঠা ২ (টীকা)।

২. সহীহ্ বুখারী كيف كان بدأ الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم পর্ব।

www.pathagar.com

পুনরায় ওহী অবতারিত হয়। উহার অবস্থা সহীহ্ বুখারীতে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ঃ

عن جابر بن عبد الله الانصاری قال وهو یحدث عن قرة الوحی فقال فی حدیثه بینا انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذی جاءنی بحراء جالس علی کرسی بین السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملونی زملونی فانزل الله تعالی یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمی الوحی وتتابع ـ[১]

অর্থাৎ জাবির বিন আবদিল্লাহ্ আনসারী ফিতরাতু ওহী এর আলোচনাকালে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি পথ চলিতে ছিলাম। হঠাৎ আমি আসমান হইতে আগত একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমি দৃষ্টি তুলিয়া দেখিলাম সেই ফিরিশ্‌তা যিনি হেরা গুহায় ইতিপূর্বে আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থানে একটি আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমি উহা দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি ও দ্রুত পদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলি "আমাকে চাদরে আচ্ছাদিত কর, আমাকে চাদরে আচ্ছাদিত কর" ইহা শুনিয়া আমার স্ত্রী আমাকে চাদরে আচ্ছাদিত করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি ওহী অবতরণ করেন "ওহে চাদর আচ্ছাদনকারী, উঠ এবং মানুষকে অবহিত ও সাবধান কর। স্বীয় প্রভুর পবিত্র গুণাবলীর প্রশংসা কর, নিজের জামা কাপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ এবং সর্বপ্রকারের নাপাকী হইতে দূরে থাক।" ইহার পর হইতেই ওহীর ধারা অব্যাহত থাকে।

৪. ইসলাম প্রচারের আদেশ পালন এবং খাদীজা (রা), আলী (রা) ও যায়েদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় আগ্রহ সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার উলুহিয়্যত ও ওহদানিয়্যত (মহানতা ও একত্ববাদ) প্রচারে মনোনিবেশ করেন। অবশিষ্ট জীবনের প্রতিটি মুহূর্তও তিনি এই দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী হন নাই। প্রচারের যে দায়িত্ব ছিল তাহা তিনি পালন করিয়াছেন এবং সুন্দরভাবে আল্লাহ্‌র বাণী তাহার বান্দাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। সেই পূত পবিত্র সত্ত্বার উপর আল্লাহ্‌র হাজার হাজার দরূদ ও সালাম। যে সময় রাসূল (সা)-এর প্রতি প্রচারের নির্দেশ আসে সেই নির্দেশ পালনের দায়িত্ব তিনি তাঁহার নিজগৃহ হইতে শুরু করেন। সেই সময় তাঁহার পরিবার ছিল তিন সদস্য বিশিষ্ট।

১. হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা)। তিনি ছিলেন তাঁহার সুহৃদ শুভানুধ্যায়ীনী ও সহানুভূতিশীলা আত্মত্যাগী পত্নী।

---

১. সহীহ্ বুখারী كيف كان بدأ الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم পর্ব।

www.pathagar.com

২. হযরত আলী (রা)। তিনি ছিলেন আবূ তালিব তনয়। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র। তাঁহার প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ তাঁহারই অভিভাবকত্বে তাঁহারই আশ্রয়ে হইতে ছিল।

৩. হযরত যায়েদ (রা)। তিনি ছিলেন রাসূল (সা)-এর গোলাম। যদিও রাসূল (সা) তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তবুও তিনি তাঁহার গোলামী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং সারাটি জীবন একান্ত বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অতএব, সর্বপ্রথম তিনি ঐ তিনজনের নিকট হইতে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। তিন জনই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার ডাকে সাড়া দেন। বরং সত্যিকারার্থে এই যে, এই তিনজন ইসলাম প্রচারের পূর্ব হইতেই মুসলিম ছিলেন। কেননা—

১. হযরত খাদীজা (রা) পনর বৎসর যাবৎ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে উন্নত জীবনধারা অতিশয় নিকট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতে ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিটি কার্যকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন। যাহার ফলে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সত্যতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন নাই।[১]

২. হযরত আলী (রা)-এর বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্যন্ত সমস্ত সময়টি ছিল মহানবী (সা)-এর অভিভাবকত্বে প্রশিক্ষণের ফলশ্রুতি। তাঁহার পূত প্রকৃতি কি করিয়া আল্লাহ্র বাণীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইতে পারে? তাঁহার সম্পর্কে ইব্ন হিশামের বক্তব্য হইল, "পুরুষদের মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা) ইব্ন আবূ তালিব। তখন তাঁহার বয়স ছিল দশ বৎসর।[২]

৩. হযরত যায়িদ বিন হারিসার সহিত যে ধরনের উচ্চস্তরের মহানুভূতি, ইহ্সান নমুনা মহানবী (সা) প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহাতে তিনি চিরকালের জন্য মহানবী (সা)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ বিনা পয়সার দাসে পরিণত হইয়াছিলেন। হযরত যায়িদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইব্ন হিশাম লিখিয়াছেন, "যায়িদ (রা) ছিলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি হযরত আলী (রা)-এর পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৩]

৫. হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ আপনজনদের নিকট ইসলাম প্রচার করার পরে তিনি মহানবী (সা) পাড়া প্রতিবেশীর নিকট প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই ব্যাপারে রাসূল (সা) প্রথমে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবূ বকর (রা)-এর নিকটে ইসলামের বাণী প্রচার করিলেন।

আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল তাঁহার "আবূ বকর সিদ্দীক" নামক পুস্তকে এইভাবে বর্ণনা

---

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম-পৃষ্ঠা-৮।
২. সীরাতু ইব্ন হিশাম পৃষ্ঠা-৮১।
৩. সীরাতু ইব্ন হিশাম পৃষ্ঠা-৮২।

www.pathagar.com

করিয়াছেন ঃ খাদীজা (রা) এবং অন্যান্য প্রখ্যাত ব্যবসায়িকগণ মক্কার যে মহল্লায় বসবাস করিতেন আবূ বকর (রা)-ও ছিলেন সেই মহল্লার অধিবাসী। তাহাদের ব্যবসা ইয়ামন ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ঐ মহল্লায় সে বাস করিবার দরুন মহানবী (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়িয়া ক্রমান্বয়ে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। ইহা ঐ সময়ের কথা যখন মহানবী (সা) খাদীজা (রা)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পরে (তাঁহারই পূনঃ পূনঃ অনুরোধক্রমে) তাঁহার গৃহে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

আবূ বকর (রা) বয়সে রাসূল (সা)-এর চাইতে ২ বৎসর কয়েক মাসের ছোট ছিলেন। জোর ধারণা এই যে, সমবয়স্কতা, পেশাগত ঐক্য, প্রকৃতিতে সমতা, কোরাইশের প্রতিমা পূজার আকীদার প্রতি ঘৃণা এবং মন্দ স্বভাব হইতে দূরে দূরে থাকা ইত্যকার কারণে উভয় বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর করিতে সহায়ক হইয়াছিল।

ঐতিহাসিকগণ এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে উভয়ের মধ্যস্থিত বন্ধুত্বের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, নবুয়্যত লাভের পূর্বেই মহানবী (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বন্ধুত্ব ও একাত্মতাই তাঁহার পক্ষে প্রথম ইসলাম গ্রহণের কারণে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বিপরীত কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা এই যে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গাঢ় হইয়াছ আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরে। ইসলামের শিকলে বাঁধা পড়িয়া পূর্বে উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রতিবেশীসুলভ চিন্তার ঐক্য ও ভাবধারায় সমমনতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

তাহারা উপরোল্লিখিত দাবীর সম্পর্কে এই প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, নবুয়্যত লাভের পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় একাকী নীরব জীবন-যাপন করিতেন। নিঃসঙ্গ ও নির্জন বাস পছন্দ করিতেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত মানুষের সাথে মেলামেশা ও একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আবাদী হইতে দূরে হেরার গুহায় ইবাদাতে ও চিন্তা-গবেষণায় মগ্ন থাকিতেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নবুয়্যত ও রিসালতের নিয়ামত দানে গৌরবান্বিত করিলেন ও দ্বীন প্রচারের নির্দেশ দান করিলেন তখন রাসূল (সা)-এর খেয়াল হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকরকে (রা) জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমানে দান করিয়াছেন। কাজেই সর্বপ্রথম তাহারই নিকট সত্যের বাণী পৌঁছানো উচিৎ হইবে। খুব সম্ভবতঃ আবূ বকর (রা) উহা গ্রহণ করিবেন। এই কথা চিন্তা করিয়া রাসূল (সা) আবূ বকর (রা)-কে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানালেন। উত্তরে আবূ বকর (রা) কোন প্রকারের দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিলেন না বা কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিলেন না, নির্দ্বিধায় তখনই ঈমান আনিলেন। ঐ সময় হইতে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক শুরু হয়। সময় কালের আনুকূল্যের সাথে সাথে উহা আরও সুদৃঢ় হয়।

www.pathagar.com

৬. ইসলামের প্রাথমিক উসূল ঃ ইসলাম প্রচারের প্রথমাবস্থায় রাসূল (সা) মানুষের মধ্যে যে কথাগুলি বিশেষভাবে প্রচার করিতেন, ঐগুলি ছিল মাত্র ৩ টি যথা ঃ ১. উলূহিয়্যাত, ২. ওয়াহ্দানিয়্যত ও ৩. রিসালত।

এই তিনটি কথার সমষ্টি এই

اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

(অর্থাৎ আমি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, ১. আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবূদ নাই, ২. তিনি একক সত্ত্বার অধিকারী, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। এবং আমি এই কথারও সাক্ষ্য দিতেছি যে, ৩. মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাহার রাসূল)। এইগুলিই ছিল সেই কথা, যাহা ইসলাম গ্রহণাকাঙ্ক্ষী প্রতিটি মানুষের নিকট হইতে অঙ্গীকার লওয়া হইত (আজও এই পদ্ধতিই প্রচলিত রহিয়াছে)। ইসলামের অপরাপর উসূল ও আরকানের শিক্ষা পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে ও পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে।

৭. সালাতের নির্দেশ ঃ ইসলামের উপরোল্লিখিত উসূল বর্ণনা করিবার পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমগণকে সর্বপ্রথম ইসলামের যে বিরাট রোকনের শিক্ষা দিয়াছন উহা হইল সালাত বা নামায।

৮. মহানবী (সা)-এর গোপন সালাত ঃ প্রাথমিক কালের সালাতের একটি নকশা তাবারী এই ভাবে আঁকিয়াছেন ঃ আফীফ (রা) হইতে বর্ণিত যে, জাহিলিয়্যা যুগে একবার আমি মক্কায় আগমন করি এবং আব্বাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিবের গৃহে অবস্থান করি। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি ইয়ামন হইতে আতর খরিদ করিয়া আনিতেন ও হজ্জের মৌসুমে বিক্রয় করিতেন। (জাহিলিয়্যা যুগে কোরাইশরা কা'বাকে পবিত্র মনে করিত ও হজ্জ পালন করিত) আমরা আব্বাসের সঙ্গে মিনায় ছিলাম, আকস্মাৎ এক ব্যক্তি সেখানে আগমন করেন, তিনি একাগ্রতার সাথে ভাল করিয়া অযূ করেন ও সালাত কায়েমে দণ্ডায়মান হন। ইত্যবসরে আর একজন মহিলা আগমন করেন এবং তিনিও অযূ করিয়া প্রথম ব্যক্তির সাথে সালাতে শামিল হন (তখন পর্যন্ত পরপর নির্দেশ অবতারিত হয় নাই)। সাথে সাথেই অন্য একটি বালক আগমন করে, তাহার বয়স ছিল বালিগ হওয়ার কাছাকাছি। সেও অযূ করিয়া তাহার পার্শ্বে সালাতে দাঁড়াইয়া যায়। এমন দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। আমার বিস্ময়ের উদ্রেক হয় এবং আমি আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, "ইহারা কাহারা এবং কি করিতেছে?" আব্বাস (রা) বলিলেন, "এই ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। সে বলে যে, আল্লাহ্ আমাকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই বালকটি আমার অপর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহার নাম আলী (রা) ইব্‌ন আবী তালিব। সে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হইয়া গিয়াছে। আর এই মহিলা হইলেন খাদীজা (রা) বিনতে খোয়াইলাদ। ইনি মুহাম্মদ (সা)-এর পত্নী। ইনিও মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[১]

---

১. তারীখ-ই- তাবারী, ২৩ খণ্ড, পৃঃ ৭১।

www.pathagar.com

এইভাবে গোপনে চুপিসারে সালাত কায়েমের অপর একটি ঘটনার কথা তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন–

প্রথম দিকে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি সালাত কায়েম করিতে ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি তাঁহার পিতৃব্য আবূ তালিব ও অপর পিতৃব্যগণ ও লোকচক্ষুর অন্তরালে মক্কার কোন গোপন ঘাঁটিতে চলিয়া যাইতেন। আলী (রা) ইব্ন আবী তালিবও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ঐ স্থানে তাঁহারা উভয়ে সালাত কায়েম করিতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাহারা এইভাবে গোপনে নামায আদায় করেন। একদিন অকস্মাৎ আবূ তালিব ঐদিকে গমন করেন এবং তাহাদিগকে সালাত কায়েম করিতে দেখিতে পাইয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, "ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহা কোন্ মাযহাব যাহাতে তোমরা আমল করিতেছ?

মহানবী (সা) উত্তর করেন "চাচাজান! ইহা আল্লাহ্‌র, তাঁহার ফিরিশতাগণের ও আমাদের দাদা ইবরাহীম (আ)-এর মাযহাব।" বর্ণনাকারী বলেন যে, অথবা তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, আমাকে আল্লাহ্ তাহার বান্দাদের জন্য রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি ইহার প্রথম হকদার যে, আমি আপনার শুভ কামনা করি ও আপনাকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান জানাই। এবং আপনার উপরও আমার হক রহিয়াছে যে, আপনি এই আহ্বান গ্রহণ করুন এবং এই ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করুন।

আবূ তালিব বলিলেন, ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহা তো সম্ভব নহে যে, আমি আমার পিতা-পিতামহের মাযহাব ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের পন্থা পরিত্যাগ করি। হ্যাঁ, তবে আমি অবশ্য এই কথার অঙ্গীকার করিতেছি যে, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ তোমার কোন ক্ষতি হইতে দিব না।"

তাবারী বলেন, এই ব্যাপারে এইরূপ বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে যে, আবূ তালিব তাহার পুত্র আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন " ইহা কোন ধর্ম যাহা তুমি গ্রহণ করিয়াছ?" তিনি বলিলেন, আব্বাজান! আমি আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আমি তাঁহার নবুয়্যতকে সমর্থন করি ও তাঁহার সহিত সালাত কায়েম করি।" ইহাতে আবূ তালিব বলিলেন, "যাহাই হউক, মুহাম্মদ (সা) তোমাকে মঙ্গল ও কুশল ভিন্ন অন্য কোন নির্দেশ দিবেন না। তুমি তাহার সঙ্গে থাকিও।"[১]

৯. অপরাপর মুসলিমদের গোপন সালাত ঃ ঐ সময় যদিও ইসলাম গ্রহণকারীকে তওহীদ ও রিসালাতের অঙ্গীকারের সাথে সাথে মহানবী (সা) সালাতের জন্য তাগিদ করিতেন তবুও তখন পর্যন্ত না সালাতের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল, না রাকআতের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছিল, না জামাআতের ব্যবস্থা ছিল, না ছিল কোন নির্দিষ্ট স্থান যেখানে নবদীক্ষিত মুসলমানগণ জমায়েত হইয়া সালাত কায়েম করিতে

১. তারীখ-ই- তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭২।

www.pathagar.com

পারিবেন। কেহ নিজ গৃহে নীরবে কায়েম করিতেন কেহ বা জঙ্গলে চলিয়া যাইতেন ও তথায় সালাত কায়েম করিতেন। কেহ বা কোন পাহাড়ের গুহায় বা কোন উপত্যকায় চলিয়া যাইতেন এবং যাহার যেমন খুশি ২/৪ রাকআত নামায কায়েম করিতেন। হয়তোবা একাকী, হয়তোবা কয়েকজন একত্রিত হইয়া। কখনও কখনও এমনও হইত যে, মুশরিকেরা তাহাদিগকে সালাত কায়েম করিতে দেখিয়া ফেলিত, তখন তাহারা কলহে প্রবৃত্ত হইত। তবে সাধারণতঃ মামুলী কলহ এবং তুই-তুকারী পর্যন্তই বিবাদ শেষ হইত ইহার অধিক কিন্তু হইত না। যেমন- ইব্‌ন আসীর লিখিতেছেন যে, "ঘটনাক্রমে সায়াদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা), আম্মার (রা), ইব্‌ন মাসঊদ (রা), খাব্বাব (রা) ও সায়ীদ বিন যায়িদ (রা) একটি ঘাটিতে একত্রিত হইয়া সালাত কায়েম করিতেছিলেন। কতিপয় মুশরিক তথায় পৌঁছে। উহাদের মধ্যে ছিল আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারাব, আখনাস বিন শোরাইক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাহারা মুসলিমদিগকে সালাত কায়েম করিতে বাধা দেয়। ইহাতে কলহের সৃষ্টি হয়। সায়াদ (রা) ক্রোধান্বিত হন এবং উটের চোয়ালের একটি হাড় উঠাইয়া জনৈক মুশরিকের দিকে ছুড়িয়া মারেন, উহার আঘাতে তাহার দেহ হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়ে।[১] বিরাট রকমের কলহ হইতে যাইতেছিল কিন্তু ভালয় ভালয় অল্পতেই মিটিয়া যায় এবং মুশরিকেরা মুসলিমদেরকে গালমন্দ করিতে করিতে চলিয়া যায়।

১০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাথমিক প্রচারের ধারা ও উহার ফলাফল ঃ মহানবী (সা) প্রথম দিকে ব্যক্তিগত প্রচারের ধারা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ এক একজন মানুষের সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাত করিয়া তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ঐ কার্যের জন্য তিনি এমন মানুষ নির্বাচন করিতেন যাহার সম্বন্ধে ধারণা হইত যে, তাহার মধ্যে সহনশীলতা ও কথা শুনিবার এবং উহা গ্রহণ করিবার মত যোগ্যতা রহিয়াছে। এই জাতীয় প্রচারে তিনি দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

১. প্রথমত সমস্ত প্রচার, পথপ্রদর্শন ও হেদায়েতের ব্যাপার গোপন ও অপ্রকাশ রাখিতেন। এমনকি মুসলিমগণও অনেক সময় জানিতে পারিতেন না যে তাহাদের ভিন্ন আর কে কে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই পর্যন্ত মুসলিমদের সংখ্যা কত হইয়াছে?

২. দ্বিতীয়ত প্রাথমিক প্রচারকালে মহানবী (সা) শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াহ্‌দানিয়াত (একত্ববাদ) ও তাহার রিসালাতের (নবুয়ত) শিক্ষা দিতেন। অপরাপর কৃত্রিম খোদাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতেন না।

১১. মহানবী (সা)-এর প্রাথমিক প্রচারের ফলশ্রুতি ঃ নবুয়্যতের প্রাথমিক বৎসরগুলিতে রাসূল (সা) গোপনে প্রচার করিতেন এবং নীরবভাবে মানুষকে সত্যের দিকে ডাক দিতেন। ঐ সময়ে অনেক সদাচারী লোক তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়াছেন

১. ইব্‌ন আসীরের তারীখ-ই- কামিল ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৯।

www.pathagar.com

এবং প্রতিমা পূজা ছাড়িয়া আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এমন মানুষও ছিলেন যাহারা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচারের ফলশ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আবার এমন মানুষও ছিলেন যাহারা অপর কোন সাহাবীদের প্রচার প্রয়াসের বদৌলতে মুসলিম হইয়াছেন।

১২. সাবিকূনাল আউয়ালূন-এর তালিকা ঃ ইসলামের ঐ সমস্ত উজ্জ্বল তারকারাজী নবুয়্যতের প্রদীপে আত্মোৎসর্গকারী পতঙ্গকুল রাসূলের বাগিচার ঐ সমস্ত বুলবুলি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সমস্ত প্রেমিক যাহারা সর্বপ্রথমে আল্লাহ্‌র বাণী এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন-এর আহ্বানে সাড়া দানের গৌরব অর্জন করিয়াছেন নিঃসন্দেহে তাহারা মান-মর্যাদা, গৌরব ও মাহাত্মের চূড়ান্ত পর্যায়ের অধিকারী। কেননা, ঐ সমস্ত পবিত্রমনা মানুষ শ্রেষ্ঠ রাসূল, শ্রেষ্ঠ মানব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করিতেছিল। এইজন্য প্রথম পর্যায়ে ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারী এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রথম পূজারীদের নাম ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকবর্গের সমক্ষে তুলিয়া ধরা আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিতেছি। তাঁহারা নিজেদের সম্ভ্রম, নিজেদের সম্পদ, নিজেদের জীবন ও নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে কুরবানী করিয়া ইসলামের নাম সুউচ্চে উঠাইয়াছেন এবং নিজেরা অমর হইয়া রহিয়াছেন رضى الله عنهم ورضوا عنه (আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি তুষ্ট এবং তাহারা আল্লাহ্‌র উপর তুষ্ট)।[১]

১. হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা) ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্ব প্রথম পত্নী এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় জীবন সঙ্গীনী। দুনিয়ায় সর্ব প্রথম ইসলামকে স্বীকৃতি প্রদানকারিণী মহিলা, কোরাইশের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী মহিলা বণিক এবং নিজ সম্পদের প্রতিটি দিরহাম ইসলামের জন্য ব্যয়কারিণী মহিয়সী। নবুয়্যতের দশম বর্ষে ওফাত পাইয়াছেন।

২. হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় জামাতা, ইসলামের চতুর্থ খলীফা, রূহানিয়্যাতের শাহানশাহ, ইমামদের ইমাম। হিজরী ৪০ সালে শহীদ হইয়াছেন।

৩. হযরত যায়িদ বিন হারিস (রা) ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এমন আত্মত্যাগী দাস যিনি তাঁহার প্রেমে পিতা-মাতার মায়া-মমতাকে বিসর্জন দিয়াছেন। হিজরী ৮ম সালে মূতার যুদ্ধে শহীদ হন।

৪. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঃ জাহিলিয়্যা ও নবুয়্যত উভয়কালে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ছিলেন। মহানবী (সা)-এর শ্বশুর ও মুসলিমদের প্রথম খলীফা ছিলেন। দৃঢ় ও সাহসী প্রশাসক ছিলেন। হিজরী ত্রয়োদশ সাথে ওফাত হয়।

---

১. এই তালিকায় এমন কতক সাহাবীও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন যাহারা "দারে আরকামে" ঈমান আনিয়াছেন। "দারে আরকামের" অবস্থা পরে বর্ণনা করা হইবে।

www.pathagar.com

৫. হযরত যোবাইর বিন আল আওয়াম (রা) ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাতো ভাই, হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর পুত্র ও হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)-এর স্বামী ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী এবং আশারা-ই-মুবাশ্শারার অন্যতম। হিজরী ৩৬ সালে শহীদ হন।

৬. হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা) ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই কন্যার স্বামী, মুসলিমদের তৃতীয় খলিফা, অতিশয় নেক, মঙ্গলকামী সম্ভ্রান্ত ছিলেন। যুন নূরাইন ও 'জামিউল কুরআন' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। হিজরী ৩৫ সালে শহীদ হন।

৭. হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) ঃ উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস আত্মত্যাগী ছিলেন। মহানবী (সা)-এর সমস্ত জিহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশারা-ই- মাবাশ্শারার অন্যতম। হিজরী ৩২ সালে তাঁহার ওফাত হয়।

৮. হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা) ঃ আশারা-ই-মুবাশ্শারার অন্যতম। ওহোদের যুদ্ধে বিপুল বিক্রমের সহিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আড়ালে রাখিয়া ঢালস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া ৭৫টি আঘাতপ্রাপ্ত হন। হিজরী ৩৬ সালে শহীদ হন।

৯. হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) ঃ ইসলামের প্রখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ অসাধারণ বীর ও বিক্রমশালী ছিলেন। আশারা-ই-মাবাশ্শারার অন্যতম এবং ইরান বিজয়ী ছিলেন। হিজরী ৫৮ সালে ওফাত হয়।

১০. হযরত লুবাবা বিনতুল হারিস (রা) ঃ হযরত খাদীজাতুত তাহিরার (রা) পরে মহিলাদের মধ্যে প্রথম মুসলিমা, রাসূল পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী এবং কুসুম বিন আব্বাস (রা)-এর জননী।

১১. হযরত খাব্বাব বিন আল আরিত (রা) ঃ ইনি ছিলেন দাস। ইসলাম গ্রহণের দায়ে মক্কার কাফিরদের হস্তে কঠিন নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন কিন্তু ইসলাম সুদৃঢ় রহিয়াছেন। হিজরী ৩৭ সালে ওফাত হয়।

১২. হযরত সায়ীদ বিন যায়িদ (রা) ঃ উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী, হযরত ফারূক আযম (রা)-এর ভগ্নিপতি ও আশারা-ই-মুবাশ্শারার অন্যতম ছিলেন। হিজরী ৫১ অথবা ৫২ সালে ওফাত হয়।

১৩. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রা) ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষভাবে আত্মত্যাগী খাদিম ও প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। হিজরী ৩২ সালে ওফাত হয়।

www.pathagar.com

১৪. হযরত উসমান বিন মাযউন (রা) ঃ তিনি ১৩ জনের পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে ইথুপিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন পরে মদীনায়। বদরের যুদ্ধে শরীফ ছিলেন। হিজরী ২য় সালে ওফাত হয়। ইনি ছিলেন মদীনায় ইনতিকালকারী মুহাজিরীনদের প্রথম এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফনকৃতদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি।

১৫. হযরত আরকাম বিন আবিল আরকাম (রা) ঃ তাহার গৃহ ছিল মক্কায় ইসলাম প্রচারের প্রথম কেন্দ্র। তিনি মহানবী (সা)-এর সহিত সমস্ত যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হিজরী ৫৩ সালে ওফাত হয়।

১৬. হযরত আবূ সালমা বিন আবদিল আসাদ (রা) মখযূমী ঃ মহানবী (সা)-এর ফুফী বাররাহ-এর পুত্র, মহানবী (সা)-এর দুধভাই এবং উম্মত জননী হযরত উম্মু সালমা (রা)-এর প্রথম স্বামী ছিলেন। ইথুপিয়ার উভয় হিজরতে শামিল ছিলেন। মদীনায় হিজরতকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। হিজরী ৪ সালে ওফাত হয়।

১৭. হযরত আবূ উবায়দা আমির বিন আবদিল্লাহ বিন আল জাররাহ (রা) ঃ প্রখ্যাত ও মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। হযরত খালিদ (রা) বিন ওলীদের পদচ্যুতির পরে হযরত উমর (রা) তাঁহাকে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মহানবী (সা) আমীনুল উম্মত উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি রাসূল (সা)-এর হাদীসের বড় আলিম ছিলেন। হিজরী ১৮ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৮. হযরত কাদামা বিন মাযউন (রা) ঃ হযরত উসমান বিন মযউন (রা)-এর ভ্রাতা ও হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নি সফিয়্যা (রা)-এর স্বামী ছিলেন। ইথুপিয়া ও মদীনা উভয় স্থানে হিজরত করিয়াছিলেন। হিজরী ৩৬ সালে ওফাত হয়।

১৯. হযরত উবায়দা বিন আল-হারিস বিন আল মুত্তালিব (রা) ঃ আবদু মানাফ বংশের সর্ব কনিষ্ঠ সাহাবী, বদরের যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শহীদ হইয়াছেন।

২০. হযরত জাফর বিন আবী তালিব (রা) ঃ মহানবী (রা)-এর পিতৃব্যপুত্র ও হযরত আলী (রা)-এর আপন ভ্রাতা। তিনি ইথুপিয়ার শাহ নাজ্জাশীর দরবারে এক মহান প্রচারণা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার যুক্তি পূর্ণ ভাষণে মুগ্ধ হইয়া নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিজরী ৮ সালে মূতার যুদ্ধে দেহে ৯০টি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শাহাদত করণ করিয়াছিলেন।

২১. হযরত আসমা বিনতু উমাইস (রা) ঃ তাঁহার প্রথম বিবাহ হযরত জাফর (রা)-এর সহিত হইয়াছিল। তাঁহার শাহাদাতের পরে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার ইনতিকালের পরে হযরত আলী (রা)-এর সহিত বিবাহ হয়। হিজরী ৪০ সালে ওফাত হয়।

www.pathagar.com

২২. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ (রা) ঃ ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবী। ইথুপিয়া ও মদীনা উভয় স্থানে হিজরত করিয়াছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন এবং হযরত হামযার (রা) পাশে দাফন করা হইয়াছে।

২৩. হযরত আবূ আহমাদ বিন জাহশ (রা) ঃ উম্মত জননী হযরত যয়নব (রা)-এর ভ্রাতা। আবূ সুফিয়ান (রা)-এর কন্যা ও হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর ভগিনী আল ফারিয়া (রা) ছিলেন তাঁহার স্ত্রী। তিনি বদর ও ওহোদের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হিজরী ২০ সালের পূর্বে ওফাত হইয়াছে।

২৪. হযরত সাযিব বিন উসমান বিন মাযউন (রা) ঃ ইথুপিয়া ও মদীনায় হিজরত করিয়াছেন। বদর ও ওহোদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণের অন্যতম ছিলেন। মহানবী (সা) একবার যুদ্ধে গমনকালে তাঁহাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিজরী ১২ সালে ইয়ামামার যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ওফাত হইয়াছিল।

২৫. হযরত মুত্তালিব বিন আযহার (রা) ঃ ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবী এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা)-এর পিতৃব্যপুত্র ছিলেন। তিনি ইথুপিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন এবং তথায় ইনতিকাল করিয়াছেন।

২৬. হযরত রামলা বিনতু আবী আউফ (রা) ঃ হযরত মুত্তালিব (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহারই সহিত হিজরত করিয়া ইথুপিয়া গমন করিয়াছিলেন।

২৭. হযরত উমাইর বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ঃ ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবী। বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন। হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ভ্রাতা ছিলেন।

২৮. হযরত আসমা (রা) ঃ মহানবী (সা)-এর শ্যালিকা, উম্মত জননী হযরত আয়েশা (রা)-এর ভগিনী, হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা, হাওয়ারী-ই-রাসূল হযরত যোবাইর (রা)-এর স্ত্রী এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবাইর (রা)-এর জননী ছিলেন। তিনি ছিলেন অসম সাহস ও বিক্রমের অধিকারিণী মহিলা। ১০০ বৎসর বয়সে হিজরী ৭৩ সালে ইনতিকাল করিয়াছেন।

২৯. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) ঃ হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা, হুযূর নবী করীম (সা)-এর স্ত্রী। হযরত খাদীজা (রা)-এর পরে সমস্ত উম্মত জননীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। ইলম ও ফযলের দিক হইতে অতি উচ্চ স্থানের অধিকারিণী মহিলা ছিলেন। হিজরী ৫৮ সালে ওফাত হইয়াছে।

৩০. হযরত আয়্যাশ বিন আবী রবীয়া (রা) ঃ আবূ জেহেলের মাতৃজাত ভ্রাতা; অত্যন্ত সহৃদয়, মুত্তাকী ও পরহেযগার মানুষ ছিলেন। ইথুপিয়া ও মদীনা উভয় স্থানে হিজরত করিয়াছিলেন। আবূ জেহেল তাঁহাকে ধোকা দিয়া মদীনা হইতে মক্কায় লইয়া

www.pathagar.com

আসে এবং ইসলাম গ্রহণের দায়ে কঠোরভাবে নির্যাতন করে। তিনি অতিশয় ধৈর্য্যসহকারে উহা সহ্য করিয়াছেন। ইয়ারমূক অথবা ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।

৩১. হযরত আসমা বিনতু সাল্লামা (রা) ঃ হযরত আয়্যাশ (রা)-এর স্ত্রী, সরলমনা মহিলা ছিলেন। মদীনা ও ইথুপিয়া হিজরতকালে স্বামীর সাথে ছিলেন।

৩২. হযরত মাসউদ বিন রবীয়া (রা) ঃ বদরী সাহাবী ছিলেন। হিজরী ৩০ সালে ইনতিকাল হইয়াছে।

৩৩. হযরত সুলাইত বিন আমর (রা) ঃ মহানবী (সা) তাঁহাকে তাবলীগী পত্র সহকারে ইয়ামামার রয়ীস হাওযা বিন আলীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বদরী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সময়ে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন।

৩৪. হযরত খোনাইস বিন হোযাফা (রা) ঃ ইথুপিয়া ও মদীনা হিজরতকারীদের অন্যতম, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। উহুদের যুদ্ধে আহত হইয়া আর সুস্থ হইতে পারেন নাই। হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা) প্রথমে তাঁহারই পত্নী ছিলেন। তাঁহার ইনতিকালের পরে মহানবী (সা) তাঁহাকে নিজ পত্নিত্বের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।

৩৫. হযরত আমের বিন রবীয়া (রা) ঃ ইথুপিয়া ও মদীনা হিজরতকারী বদর ও ওহোদে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাগণের অন্যতম ছিলেন। পরবর্তী গাযওয়াসমূহেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিজরী ৩০ সালে ইনতিকাল করিয়াছেন।

৩৬. হযরত হাতিব বিন আলহারিস (রা) ঃ তিনি হিজরত করিয়া ইথুপিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় ইনতিকাল করেন।

৩৭. হযরত ফাতিমা বিনতুল মুহাল্লিল (রা) ঃ হযরত হাতিব (রা)-এর স্ত্রী, স্বামীর সাথে ইথুপিয়া গমন করিয়াছিলেন।

৩৮. হযরত খাত্তাব বিন আল হারিস (রা) ঃ ইসলামের ডাকে প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সঙ্গে করিয়া ইথুপিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত সময়ে ইনতিকাল করিয়াছেন।

৩৯. হযরত ফুকাইহা বিনতু ইয়াসার (রা) ঃ ইনি ছিলেন হযরত খাত্তাব (রা)-এর স্ত্রী। তিনিও স্বামীর সহিত হিজরত করিয়াছিলেন।

৪০. হযরত মুয়াম্মার বিন আল হারিস (রা) ঃ প্রথমকালের মুসলিম। মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। সমস্ত গাযওয়াতে মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। হযরত উসমান (রা) বিন মাযউনের ভাগিনেয় ছিলেন। ফারুক আযম (রা)-এর খেলাফত সময় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

৪১. হযরত নয়ীম বিন আবদিল্লাহ্ আল আদভী ওরফে আল নুহাস (রা) ঃ প্রথম যুগের মুসলিম। তিনি এমন পর্যায়ের মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন যে, যখন তিনি তাঁহার কবিলাবাসীগণসহ হিজরত করিয়া মদীনায় গমন করেন তখন মহানবী (সা) তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া কপালে চুমা খাইয়াছিলেন। সমস্ত গাযওয়াতে নিজ প্রভুর সহিত ছিলেন। হিজরী ১৫ সালে ইয়ারমূকের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।

৪২. হযরত খালিদ বিন সায়ীদ (রা) ঃ তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভীষণ কষ্ট দিয়াছিল। অভূক্ত রাখিত, কাঠ দিয়া খুব পিটাইত। শেষ পর্যন্ত অসহ্য হইয়া ইথুপিয়ায় হিজরত করেন। মক্কা বিজয়, হোনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে রাসূল (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। মহানবী (সা) তাঁহার উপর ইয়ামনের তহশীলদারের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। ইরতিদাদের ফিতনাকালে ইসলামের বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়াছেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সময়ে মারাজ-ই সিফারের সংঘর্ষে শহীদ হইয়াছেন।

৪৩. হযরত উমাইমা বা হোমাইনা (রা) ঃ হযরত খালিদ বিন সায়ীদ (রা)-এর স্ত্রী, অতিশয় বীরঙ্গনা মহিলা ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর শাহাদতের খবর শ্রবণ করিয়া পুরুষোচিত মনবলে তরবারি হস্তে ধারণ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সাতজন কাফিরকে হত্যা করিয়া স্বামীর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

৪৪. হযরত হাত্তিব বিন আমর আমেরী (রা) ঃ ইনি প্রথমাবস্থার মুসলিম সাহাবী ও মদীনা ও ইথুপিয়ায় হিজরতকারীগণের অন্যতম ছিলেন। বদর ও ওহোদের যুদ্ধে শামিল ছিলেন।

৪৫. হযরত আবূ হোযাইফা বিন উতবা-বিন রবীয়া (রা) ঃ হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর খুল্লতাত ও মদীনা ও ইথুপিয়া হিজরত কারীগণের অন্যতম। বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।

৪৬. হযরত ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ্ (রা) ঃ ইনিই সেই সাহাবী যাহার হস্তে সরিয়্যা নাখলাতে সর্বপ্রথম কাফির (আমর বিন হাযরমী) হত হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কোরাইশরা বদরের যুদ্ধ সংঘটিত করিয়াছিল। তিনি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করিয়াছেন।

৪৭. হযরত খালিদ বিন হাযাম (রা) ঃ হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হিজরত করিয়া ইথুপিয়া যাওয়ার পথে সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ[১] করেন।

৪৮. হযরত আমের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) ঃ ইরান বিজয়ী হযরত সায়াদ (রা) বিন আবী ওয়াক্কাসের ভ্রাতা ও হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর ভাগিনেয়। তিনি ঐ সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন যখন মুসলিমদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা

---

১. শাহাদত বরণ করিয়াছেন। –অনুবাদক

www.pathagar.com

করা যাইত। মদীনা ও আবিসিনিয়া হিজরতকারীগণের অন্যতম। হযরত উমর (রা)-এর সময় সিরিয়ায় উফাত হয়।

৪৯. হযরত আকিল (রা),

৫০. হযরত আইয়াস (রা),

৫১. হযরত খালিদ (রা),

৫২. হযরত আমের (রা) ঃ উপরোল্লিখিত ভ্রাতৃ চতুষ্টয় আবূ বকর বিন আবদি ইয়াসীলের পুত্র ছিলেন। হযরত আরকাম বিন আবী আরকামের (রা) গৃহে ইসলাম গ্রহণের সূচনা হইয়াছিল এই ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে। এই চারিজন পরিবার পরিজন সহ এক সাথে মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন, মহানবী (সা)-এর সঙ্গে এই ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমস্ত জিহাদে শরীক থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে আকিল (রা) হিজরী দ্বিতীয় সনে বদরের যুদ্ধে, খালিদ (রা) হিজরী ৪ সালে রজীয়ের সারিয়ায়, আমের (রা) হিজরী ১৩ সালে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। আয়্যাস (রা) হিজরী ৩৪ সালে ইনতিকাল করেন।

৫৩. হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ঃ প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন দাস কাজেই মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন। ইসলাম গ্রহণ করিবার দায়ে এমন কোন শাস্তি ও উৎপীড়ন বা কষ্ট ছিল না যাহা কাফিররা তাঁহাকে দেয় নাই ; কিন্তু কোন অত্যাচারেই তাঁহাকে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ভাবাপন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে অসহ্য হইয়া মদীনায় হিজরত করেন। বদরের গাযওয়া হইতে তবূক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সংঘর্ষে মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। সিদ্দিকী যুগের অধিকাংশ যুদ্ধে শৌর্য প্রদর্শন করেন। জামালের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে লড়াই করিতে করিতে ৯১ বৎসর বয়সে শহীদ হন।

৫৪. হযরত ইয়াসির (রা) ঃ ইনি হযরত আম্মার (রা)-এর পিতা ছিলেন। কাফিরদের হস্তে অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া শাহাদত বরণ করেন। কাজেই মদীনায় হিজরত করিতে পারেন নাই।

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) ঃ ইনি ছিলেন হযরত আম্মার (রা) ভ্রাতা। অনুরূপ অত্যাচারের শিকারে পরিণত হইয়া ওফাত পান।

৫৬. হযরত সুমাইয়া (রা) ঃ ইনি ছিলেন হযরত আম্মার (রা)-এর জননী। আবূ জেহেল অত্যন্ত বর্বরতার সহিত বর্শার আঘাতে তাঁহাকে শহীদ করে।

৫৭. হযরত সোহাইব বিন সান্নান (রা) ঃ আবদুল্লাহ বিন জাদায়ানের আযাদকৃত দাস ছিলেন। কাফিরদের হস্তে অতিশয় কঠিন নির্যাতন সহ্য করেন। অসহ্য

www.pathagar.com

হইয়া হিজরতের ইচ্ছা করেন। কাফিররা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলে। তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পদ তাহাদিগকে প্রদান করার পরে তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। বদর, ওহোদ ও খন্দকে মহানবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) মৃত্যুকালে ওসিয়ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানাযায় সালাত যেন হযরত সোহাইব (রা) পরিচালনা করেন এবং খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে নববীতে তিনি সালাত পরিচালনা করিবেন। এইভাবে একজন দাস তিনদিন পর্যন্ত সমস্ত সম্ভ্রান্ত কোরাইশের ইমামতি করেন। হিজরী ৩৮ সালে ওফাত পান।

৫৮. হযরত বিলাল (রা) ঃ ইথুপীয় দাস ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের দায়ে কঠোর হইতে কঠোরতর কষ্ট সহ্য করেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দেন। মহানবী (সা)-এর বিশেষ খাদিম ও মুয়ায্যিন ছিলেন। ফারুকী (রা) যুগে ইনতিকাল করেন।

৫৯. হযরত আবূ ফোকাইহা (রা) ঃ ইনি সাফওয়ান বিন উমাইয়ার দাস ছিলেন। হযরত বিলাল (রা)-এর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। উমাইয়া তাঁহার পায়ে দড়ি লাগাইয়া হেঁচড়াইত, তপ্ত বালিতে উলঙ্গ করিয়া শোয়াইয়া রাখিত, তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিত, বক্ষোপরি ভারী ভারী পাথর রাখিয়া দিত। এই সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও ইসলামে সুদৃঢ় থাকেন। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দেন। তিনি হিজরত করিয়া ইথুপিয়া গমন করেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বে ইনতিকাল করেন।

৬০. হযরত লুবাইনা (রা) ঃ ইনি ছিলেন একজন দাসী, হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁহাকে বেদমভাবে প্রহার করিতেন। প্রহার করিতে করিতে হাঁপাইয়া গেলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য থামিতেন আবার প্রহার করিতেন। প্রতিদিন এইভাবে চলিত। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাকে এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। তিনি তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্তি দেন।

৬১. হযরত যোনাইরা (রা) ঃ ইনিও হযরত উমর (রা)-এর পরিবারের একজন দাসী ছিলেন। ইঁহাকেও হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের দায়ে বেদম প্রহার করিতেন। আবূ জেহেল একদিন তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু ফুড়িয়া ফেলে। হযরত আবূ বকর (রা) এই অসহায়াকে এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। তিনি তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্ত করেন।

৬২. হযরত নাহদিয়া (রা) ঃ ইনিও একজন দাসী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবার অপরাধে বর্বরোচিত কষ্ট সহ্য করেন। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বদন্যতায় রক্ষা পান। তিনি তাহাকেও খরিদ করিয়া মুক্তি দান করেন।

www.pathagar.com

৬৩. হযরত উম্মু উবাইস (রা) ঃ ইনিও কাফিরদের একজন দাসী ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোরাইশের অত্যাচার হইতে রক্ষা পান নাই। তাহারা তাঁহার উপর অকথ্য উৎপীড়ন চালাইত। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্তি দিয়াছেলেন।

৬৪. হযরত আমের ইব্‌ন ফোহাইরা (রা) ঃ ইনিও ইসলামের প্রথম দিকের আত্মত্যাগীদের অন্যতম। তোফাইল বিন আবদিল্লাহ্ আযাদীর দাস ছিলেন। সে তাঁহাকে ভীষণ কষ্ট দিত। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্তি করিয়াছেন। হিজরতের সময় সওর গুহায় এই আমেরই (রা) ছাগী দোহন করিয়া হুযুর (সা)-এর খিদমতে দুগ্ধ পেশ করিতেন এবং হিজরতের পথের সঙ্গী ছিলেন। বদরের জিহাদে শরীক ছিলেন। হিজরী ৪ সালে ৪০ বৎসর বয়সে বীর মায়ূনার যুদ্ধে শহীদ হন।

৬৫. হযরত আবূ যর গিফারী (রা) ঃ ইনিও প্রথম দিকের সাহাবী ছিলেন। হযরত সিদ্দীক (রা)-এর পরে ইসলাম গ্রহণে ইনি ছিলেন পঞ্চম ব্যক্তি। অতিশয় ফকীরমনা বুযুর্গ ছিলেন। সম্পদ জমা করাকে কুফরী বলিয়া মনে করিতেন। হিজরী ৩১ সালে নির্বাসিত অবস্থায় রাবদা নামক স্থানে ইনতিকাল করেন।[১]

ইঁহারাই ছিলেন আসসাবিকুনাল আউয়ালুন। অনেক অনুসন্ধানের পরে বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংকলিত করিয়া আমি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইঁহাদের ছাড়াও প্রথম দিকের অনেক সাহাবা ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নামধাম পাওয়া যায় নাই। যেমন ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখিত রহিয়াছে "ইহার পরে অধিক হারে পুরুষ ও মহিলা ইসলামে দাখিল হইয়াছেন। এমনকি সমগ্র মক্কা শহরে ইসলামের চর্চা হইতে থাকে।[২]

---

১. "সাবিকূনাল আউয়ালুন"-এর এই তালিকা নিম্নে বর্ণিত কিতাব সমূহ হইতে সংকলিত। ইব্‌ন হিশাম, কামিল-ই-ইব্‌ন আসীর, তারীখ-ই-ইব্‌ন খালদূন, আকমাল কী আসমায়ির রিজাল, সীরাতুন নবী-প্রথম খণ্ড; আসাহ্‌স সিয়ার মুহাজিরীন উভয় খণ্ড, নিয়ায ফাতেহ্‌পূরীকৃত সাহাবিয়াত, সিয়ারুস সাহাবিয়্যত ও গোলামানে ইসলাম।

২. সীরাত ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৮৫।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী (সা)-এর ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়

ইলাহী ইচ্ছার অধীনে মহানবী (সা) তিন বৎসর পর্যন্ত গোপনে মানুষের মধ্যে প্রচারকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন।[১] এই প্রচার কাজ ছিল তিন ধরনেরঃ

১. শহরের যে সমস্ত মানুষ সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর এমন ধারণা হইত যে, তাহারা আমার কথা সজ্ঞানে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে, তিনি স্বয়ং তাহাদের নিকট তাশরীফ লইয়া যাইতেন, এবং তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইতেন।

২. শহরের বাহিরে চলিয়া যাইতেন এবং যে সমস্ত মুসাফিরকে মক্কার দিকে আগমন করিতে দেখিতে পাইতেন তাহাদিগকে সত্য পথের দিশা দিতেন।

৩. যাহারা নিজেরা সত্য অনুসন্ধানে রাসূল (সা)-এর নিকট আগমন করিতেন তিনি তাহাদিগকে অতি সম্মানের সহিত নিজ গৃহে আসন দিতেন। অতঃপর এতমীনানের সাথে শান্তভাবে তাহাদের নিকট প্রচার করিতেন। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, এহেন নীরব প্রচারের কথাও মক্কার মূর্তিপূজারীদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহারা ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। বিশেষ কোন বিরোধীতাও প্রকাশ করে নাই।[২] অবশ্য কোন কোন মানুষ তাঁহার সহিত উপহাস করিত ও বলিত যে, মুহাম্মদ (সা) ইহা কি ঢং খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। কেঁহ বা বিস্ময় সহকারে বলিত মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় জ্ঞানবান মানুষের হঠাৎ করিয়া একি চিন্তা হইল? কেহবা ইহাকে যৌবন নির্ভাবনার এক ধরনের উচ্ছাস বলিয়া মনে করিত, এবং ধারণা করিত যে, ইহা একটা নতুন আবেগ, কিছুদিন পরে নীরব হইয়া যাইবেন। কেহবা কিছুটা বিরোধীতাও করে। কিন্তু উহা ছিল তাহাদের ব্যক্তিগত কাজ। জাতির পক্ষ হইতে সম্মিলিত ও সংগঠনগতভাবে তখন পর্যন্ত ঐ কাজের সূচনা হয় নাই। কিন্তু এমনটি অবশ্যই ছিল যে, কেহ যদি কখনও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা বলিত, তবে কোরাইশদের অতিশয় ক্রোধ জন্মিত এবং তাহারা তাহাকে প্রহার করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিত। যেমন আবূ যর গিফারী (রা)-এর সহিত এমনটি ঘটিয়াছে। তিনি ইসলাম গ্রহণের পরে কা'বা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, "লোক সকল! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই

---

১. ইবনু হিশামের ভাষা নিম্নরূপ ঃ ইসলামকে গোপন রাখিবার কাল মহানবী (সা) নবুয়্যত লাভের পর হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত ছিল। (সীরাতু ইবনু হিশাম পৃ ঃ ৮৫)।

২. সীরাতু ইবনু হিশাম পৃ ঃ ৮৫।

www.pathagar.com

এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল।" তৎক্ষণাৎ মানুষ তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করে ও মারিতে মারিতে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলে। ঘটনাক্রমে তখন হযরত আব্বাসের আগমন ঘটে এবং তিনি অতি কষ্টে তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেন।

১. প্রকাশ্যে প্রচারের নির্দেশ এবং উহা বাস্তবায়ন ঃ যখন মহানবী (সা)-এর এমনিভাবে প্রচার কার্য পরিচালনায় ৩ বৎসর অতিবাহিত হইয়া চতুর্থ বর্ষের সূচনা হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন যে, এখন প্রকাশ্যে সত্যের বাণী প্রচার করুন। এই ইলাহী নির্দেশের ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

وَقُلْ اِنِّىْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ - كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ - الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ - فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ - عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ - الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ - وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ-وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ -

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি কাফিরদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি একান্ত খোলাখুলিভাবে তোমাদিগকে তোমাদের কুফরী সম্পর্কে অবহিত ও সাবধান করিবার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। আমরা নিজেদের এই কালাম ঐ সমস্ত লোককে হেদায়াত করিবার উদ্দেশ্যে অবতারন করিয়াছি যাহারা [হে মুহাম্মদ (সা)] তোমার সহিত শত্রুতা ও বৈরীতার কাজকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইয়াছে। তোমার নিকট যে কুরআন অবতারন করা হইয়াছে কাফিরগণ উহাকে মিথ্যা বর্ণনার এক সমষ্টি বলিয়া মনে করে। তোমার রবের কসম! ঐ সময় নিকটবর্তী হইতেছে যখন আমি তাহাদিগকে তাহাদের দুষ্কর্মের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কঠিন শাস্তি প্রদান করিব। অতএব, হে রাসূল! তোমাকে যে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে তাহা খোলাখুলিভাবে অতিশয় পরিষ্কার করিয়া মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দাও এবং মুশরিকদের কথার প্রতি কোনরূপ কর্ণপাত করিও না। আমরা উপহাসকারীগণকে শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট। যাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্যকে উপাস্য বানাইয়া রাখিয়াছে অতি শীঘ্রই তাহারা অনুধাবন করিতে পারিবে যে, তাহারা ভ্রান্ত ছিল। অবশ্যই আমরা জানি যে, তাহাদের মুশরিকানা আকায়িদের দরুন হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার মনোকষ্ট হয়। কিন্তু ইহা শুধুমাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। অতিশীঘ্র শিরক নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা হইবে। অতএব তুমি তোমার রবের হাম্‌দ করিতে করিতে তাহার পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাহার প্রতি পরিপূর্ণ অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত হও। তুমি অতি শীঘ্র সেই ইয়াকীন (শাস্তি) দেখিতে পাইবে যাহা তাহাদের দুষ্কর্মের দরুন তাহাদের উপর আপতিত হইবে"।

www.pathagar.com

এই আয়াতের পর পরই দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ - وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ - وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ -

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা)! তোমার নিকটাত্মীয়গণকে তাহাদের শিরক ও প্রতিমা পূজার দরুন আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে অবহিত ও সাবধান করিয়া দাও। আর যে সমস্ত মু'মিন তোমার আনুগত্য স্বীকার ও অনুসরণ করিতেছে তাহাদের সহিত অতিশয় বিনম্র ও মানবতাসুলভ আচরণ কর। আর যাহারা সাবধান করা সত্ত্বেও তোমার কথা না মানে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যাহা কিছু তোমরা করিতেছ সে সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। এবং শক্তিধর দয়ালু আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর (এই মুশরিকরা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না)।"

এই ইলাহী নির্দেশ পালনার্থে মহানবী (সা) ইব্ন সায়াদের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম নিকটবর্তী মারওয়া পাহাড়ে আরোহন করিয়া মক্কার বিভিন্ন কবীলাকে ডাক দিলেন ঃ يا ال فهر "ওহে ফাহ্র বংশীয়গণ, এই দিকে আস-এই ডাকে কোরাইশরা আসিয়া জমায়েত হইল। ইহাতে তাঁহার পিতৃব্য আবূ লাহাব বিন আবদিল মুত্তালিব বলিল, এই যে আল ফাহ্র তোমার সম্মুখে রহিয়াছে।•বল, কি বলিতে চাহিতেছ?"

অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন, "يا ال غالب" ইহাতে ফাহ্র সন্তান হারিস ও মুহারিবের বংশধরগণ জমায়েত হইল।

অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন, "يا ال لوى بن غالب" এই আহ্বানে আল আদরম বিন গালিবের বংশধরগণ জমায়েত হইল।

অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন "يا ال كعب بن لوى" এই ডাকে আমের বিন লুয়াইয়ের বংশধরগণ জমায়েত হইল।

অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন "يا ال عرة بن كعب" এই ডাকে আদী বিন কা'বের বংশধর এবং আমর বিন হোসাইনের বংশধর সাহম ও জামাহ্ জমায়েত হইল।

অতঃপর মহানবী (সা) বারাকাতুল্লাহি আলাইহি ডাকিলেন يا ال كلاب بن مرة -এই ডাকে মখযূম বিন ইয়াকযাহ বিন মার্রাহ এবং তীম বিন মার্রাহ এর বংশধরগণ জমায়েত হইল।

অতঃপর মহানবী (সা) ডাকিলেন يا ال قصى এই ডাকে যোহ্রা বিন কিলাবের বংশধরগণ জমায়েত হইল।

অতঃপর রাসূল আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ডাকিলেন يا ال عبد مناف এই ডাকে আবদুদ্দার বিন কোসাইয়ের বংশধর আসাদ বিন আবদিল উয্যা বিন কোসাইয়ের বংশধরগণ জমায়েত হইল।

সমস্ত লোক আসিয়া জমায়েত হইলে আবূ লাহাব বলিল, "হে মুহাম্মদ (সা)! এই যে সমস্ত মানুষ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এখন তুমি ইহাদিগকে যাহা বলিতে চাহিতেছ তাহা বল।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ

ان الله قد امرنى ان انذر عشيرتى الاقربين ـ وانتم الاقربون من قريش وانى لا املك لكم من الله حظاولا من الاخرة نصيبا الا ان تقولوا لا اله الا الله فاشهد بها لكم عند ربكم وتدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم ـ

"অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমি যেন আমার নিকটতম আত্মীয়গণকে আল্লাহ্র গযব ও তাহার রোষ সম্পর্কে অবহিত ও সাবধান করিয়া দেই। যেহেতু কোরাইশের মধ্যে তোমরা আমার নিকটতম আপনজন কাজেই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমি আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের কোন উপকারে আসিতে পারিব না বা আখিরাতে তোমাদের আত্মীয় হওয়ার দরুন তোমাদের কোন উপকারে আসিব না, অবশ্য যদি তোমরা এই কথা স্বীকার কর ও ইহার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, তবে আমি তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিব এবং আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করিব। ওহে কোরাইশ জাতি! যদি তোমরা কালিমা তাওহীদকে গ্রহণ কর তবে সমগ্র আরব তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করিবে এবং তোমাদেরই তরীকা অনুসরণ করিবে। এতদ্ভিন্ন সমগ্র আযমও তোমাদের অনুগত ও অনুসারী হইবে।"[১]

২. সত্যের বিরোধীতায় সর্বপ্রথম আওয়াজ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বক্তব্য শ্রবণ করিয়া অন্যেরাতো কিছু বলিল না, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য আবূ লাহাব নিজের সেই শত্রুতা ও বৈরী ভাবকে গোপন করিতে পারিল না যাহা সে ইসলাম সম্পর্কে পোষণ করিত এবং বলিল تبالك الهذا دعوتنا (তোমার সর্বনাশ হইক, এই জন্যই কি আমাদিগকে ডাকিয়াছ।)[২] নবী (সা)-এর প্রচারের বিরুদ্ধে উত্থিত ইহাই ছিল প্রথম আওয়াজ।

৩. আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সেই বিরুদ্ধ কণ্ঠের জওয়াব ঃ আবূ লাহাবের সেই গাল মন্দে মহানবী (সা) তো নীরব রহিলেন কিন্তু আল্লাহ্ নীরব রহিলেন না, তিনি অতিশয় রোষ ও ক্রোধ ভরে বলিলেন ঃ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ـ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ـ وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ـ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ـ

আবূ লাহাবের উভয় হস্ত ভাঙ্গিয়া যাউক। সে ক্ষতিগ্রস্থ ও বঞ্চিত হইয়া ধ্বংস হইবে। না তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে লাগিবে, না সে তাহার উপার্জন হইতে উপকৃত হইতে পারিবে। সে অতি শীঘ্র প্রজ্জলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহার

---

১. ইব্ন সায়াদের তাবকাত কাবীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২।

২. কোন কোন বর্ণনায় বর্ণিত রহিয়াছে যে, ঐ দিন আবূ লাহাব এক মুষ্ঠি পাথর কণা উঠাইয়া মহানবী (স)-এর উপর ছুড়িয়া মারিয়াছিল। যাহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন " তোমার উভয় হস্ত ভাঙ্গিয়া যাউক"- নযীর আহমদের তরজমাতুল কুরআনের টীকা, পৃষ্ঠা ৯৫৯।

www.pathagar.com

পত্নীও তাহার সঙ্গে জাহান্নামে যাইবে। যে কাঠের বোঝা বহন করিয়া ফিরে ও পথে ফেলিয়া যায়, তাহার গলায় খেজুরের ছালের রশি থাকিবে।[১]

৪. প্রকাশ্য প্রচার সম্পর্কে দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ প্রকাশ্য প্রচার সম্পর্কে ইব্‌ন সায়াদের বর্ণনা আপনারা পাঠ করিয়াছেন। এই ঘটনাকে হযরত ইমাম বুখারী (রা) এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

عن ابن عباس لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبى صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادى يابنى فهر يابنى عدى لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم سيتعلع ان يخرج ارسل رسولاً ليتطر ماهو فجاء ابولهب وقريش فقال رايئكم لواخبركم ان خيلا يالوادى ان تغير عليكم انتم مصدقى ؟ قالوا نعم ماجربنا عليك الا صدقًا قال فانى نذير لكم بين يدى عذابٍ شديدٍ فقال ابو لهب تبالك سائر اليوم الهذا جمعتنا فنزلت، تبت يدا ابى لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ـ[২]

অর্থাৎ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, যখন আয়াত করীমা وانذر عشيرتك الاقربين নাযিল হয় তখন নবী করীম (সা) ঐ নির্দেশ পালনার্থে সাফা পাহাড়োপরি আরোহণ করেন ও তথা হইতে আওয়াজ দেন যে, ওহে, বনী ফাহর! ওহে, বনী আদী! এইভাবে তিনি কোরাইশের সমস্ত খান্দান কবীলাকে ডাকলেন। ঐ ডাকে যার যার পক্ষে আসা সম্ভব তাহারা উপস্থিত হইল। যে ব্যক্তি কোন অসুবিধার দরুন উপস্থিত হইতে পারে নাই সে তাহার প্রতিনিধি প্রেরন করিল, যাহাতে সে অবগত হইতে পারে যে, সেইখানে কি কথা হইল । এই ভাবে তাঁহার পিতৃব্য আবূ লাহাব এবং কোরাইশের সকলেই উপস্থিত হইল। তখন রাসূল (সা) বলিলেন যে, লোক সকল! বল, যদি আমি তোমাদিগকে বলি যে, ছাফা পাহাড়ের পিছনের উপত্যকায় একটি বিরাট বাহিনী তোমাদিগকে হত্যা ও লুট তরাজের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিবে? উহাতে উপস্থিত জন মণ্ডলী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করিব। কেননা, আমরা কখনও এমন প্রত্যক্ষ করি নাই যে, তুমি সত্য ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াছ বা সত্যের পরিবর্তে মিথ্যা বলিয়াছ। সমগ্র জাতির নিকট হইতে এই উত্তর

১. ইহা ছিল একটি বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী যাহা যথা সময়ে ফলিয়াছে। আবূ লাহাব বদরের যুদ্ধের ৭ম দিনে কলেরায় মারা যায়। তাহার লাশ পচিয়া ফুলিয়া যায়। কোন আত্মীয় উহাতে হাত লাগায় নাই। যখন উহার গন্ধ মহল্লায় ছড়াইয়া পড়ে তখন দূর হইতে পাথর নিক্ষেপ করিয়া লাশ ঢাকিয়া ফেলা হয়। তাহার স্ত্রী মহানবী (সা)-এর চলার পথে ফেলিবার জন্য জঙ্গল হইতে কাঁটার বোঝা লইয়া আসিতেছিল, রশির গিরা তাঁহার গলায় আটকাইয়া যায় যদ্দরুণ তাহার মৃত্যু হয়- (রাহমাতুল লিল আলামীন - ২য় খণ্ড পৃ ঃ ৯৪)।

২. সহীহ্ বুখারী কিতাবুত্ তাফসীর قوله وانذر عشيرتك الاقربين অধ্যায়।

www.pathagar.com

শুনিয়া তিনি বলিলেন, যদি ইহাই হয় তবে আমি তোমাদিগকে একটি প্রকৃত সত্য শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিতেছি যাহা অতি শীঘ্র তোমাদের উপর আপতিত হইবে। (তোমরা একমাত্র এই উপায়েই উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার যে, তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথা শ্রবণ করিয়া আবূ লাহাব বলিল "তোমার সর্বনাশ হউক এবং প্রতিটি দিন তোমার জন্য বিপদজনক প্রতিপন্ন হউক। তুমি কি এহেন বাজে কথা বলিবার জন্য আমাদিগকে এই স্থানে জমায়েত করিয়াছ" উহার পরে তাহার সম্পর্কে এই সূরাহ অবতারিত হয় "আবূ লাহাবের উভয় হস্ত ভাঙ্গিয়া যাক" সে অতি শীঘ্রই ধ্বংস হইবে, না তাহার সম্পদ কোন কাজে লাগিবে, না সে তাহার উপার্জন হইতে কোন ভাবে উপকৃত হইতে পারিবে। [ইব্‌ন সায়াদও ইমাম বুখারী (রা)-এর এই বর্ণনাকে তৎকৃত তবকাত-ই কবীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩ সমর্থন করিয়াছেন তাবারীও প্রথমে খণ্ডের ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৬ অনুরূপ নকল করিয়াছেন। ইব্‌ন আসীরের তারিখ-ই-কামিলেও এই বর্ণনাই লিপিবদ্ধ দেখুন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৯]।

৫. একটি প্রচারণী ডাক ঃ এই পাহাড়ের প্রচারে কোন কাজ না হওয়ায় রাসূল (সা) কতিপয় সমব্যথীদের পরামর্শক্রমে তাঁহার নিকটাত্মীয়গণকে নিজ গৃহে ভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, যাহাতে ইহার পরে তিনি তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইয়া দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারেন। সেই ভোজের নিমন্ত্রণের অবস্থা ইব্‌ন আসীর এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

হযরত জাফর বিন আবদিল্লাহ্ বিন আবিল হাকাম হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন মহানবীর (সা) নিকট وَانْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অবতারিত হয়, তখন তিনি এই ভাবনায় ছিলেন যে, আমার নিকট আত্মীয়গণকে একত্রিত করা ও তাহাদের নিকট সত্য কালিমার ডাক পৌঁছাইবার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায়। রাসূল (সা) অতিশয় চিন্তিত হইলেন। এই ভাবনা চিন্তাতেই তিনি গৃহ হইতে বাহিরের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে মানুষের মাঝে জানাজানি হইয়া গেল যে, তিনি কিছুটা অসুস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্য তাঁহার ফুফুগণ তাঁহাকে দেখিতে আসেন ও জানিতে চাহেন যে, তাঁহার কি অসুখ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আমার কোন অসুখ হয় নাই। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আত্মীয়গণের নিকট ইসলাম প্রচার করিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন। আমি এই চিন্তায় রহিয়াছি যে, তাহাদিগের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছাইবার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করিব? ইহাতে তাঁহার ফুফুগণ মতামত জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনি তাহাদিগকে ভোজে আমন্ত্রিত করুন ও তৎপর তাহাদিগের নিকট ইসলামের বাণী প্রচার করুন, কিন্তু আবূ লাহাবকে নিমন্ত্রণ করিবেন না, কেননা সে আপনার ঘোরতর শত্রু, সে কোন ক্রমেই আপনার কথা মানিবে না। সে যদি আগমন করে তবে অযথা কলহজনক কথা বলিবে এবং নিমন্ত্রণে সমবেতগণকে উত্তেজিত করিবে।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) এই পরামর্শ পছন্দ করলেন। রাসূল (সা) সমস্ত আত্মীয়গণকে নিজ গৃহে ভোজের আমন্ত্রণ করলেন। সেমতে, তাহারা সকলে আগমন করিলেন। ইহাদের মধ্যে বনী মুত্তালিব ও বনী আবদি মানাফের লোকজনও ছিল। সমাগত লোকের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। কিন্তু কোনক্রমে আবূ লাহাব এই নিমন্ত্রণের কথা জানিতে পারে এবং বিনা নিমন্ত্রণে সেও চলিয়া আসে। আহারের পরে সে মহানবী (সা) কে বলিল "যাহারা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন তাহারা সবাই তোমার পিতৃব্য ও পিতৃব্য পুত্র। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাদিগকে বলিতে পার কিন্তু তুমি যে নতুন দ্বীন আবিষ্কার করিয়াছ সে সম্পর্কে তাহাদিগকে কিছুই বলিতে পারিবে না। ইহাও ভাল ভাবে জানিয়া রাখ যে, তোমার জন্য তোমার জাতি সমগ্র আরবের সহিত কলহে লিপ্ত হইতে পারে না। তুমি যদি এমন কথাই বলিতে থাক ও ইহাতে গোঁ ধরিয়া থাক তবে তোমার পিতৃব্য পুত্রগণ বাধ্য হইবে তোমাকে ধরিয়া বন্দী করিয়া রাখতে। কেননা, তোমাকে ধরা ও বন্দী করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে ইহার চাইতে সহজ যে, তোমার উত্তেজনাপূর্ণ কথার দরুন সমগ্র কোরাইশের অপরাপর কবীলা তোমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ুক ও সমগ্র আরববাসী তাহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসুক। তুমি এমন এক নতুন কথা দাঁড় করাইয়াছ যে, হয়ত আজ পর্যন্ত নিজ বংশীয়গণকে কলহে লিপ্তকারী এমন কথা অন্য কেহ বাহির করে নাই। এইরূপ কথা বার্তার পরে সে উপস্থিত সকলকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া যায়। মহানবী (সা) তাহাদিগের নিকট প্রচার করিতে পারেন নাই।

তিনি দ্বিতীয়বার নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন ও ঐ সকল লোককে আমন্ত্রণ জানান এবং ভোজের পরে তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ

الحمد لله احمده واستعينه واو من به واتوكل عيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له -

"ওহে, আমার আত্মীয় সকল! আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রাসূল মনোনীত হইয়াছি। তোমরা যেমন করিয়া জন্ম নিতেছ তেমনিভাবে একদিন মরিয়া যাইবে। আবার যেমন নিদ্রার পরে জাগ্রত হও তেমনিভাবে একদিন পুনরোত্থিত হইবে এবং দুনিয়ায় যেমন কাজ করিতেছ উহার জন্য হিসাব দিতে হবে। প্রত্যেকের কৃত কর্ম অনুযায়ী মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে থাকিতে হইবে। অতএব, আমি যে বিষয়ের দিকে তোমাদিগকে ডাক দিতেছি উহা মানিয়া লও, মুক্তি পাইবে।" রাসূল (সা)-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরে আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যাহা বলিলে তাহা আমরা শ্রবণ করিলাম। যাহা কিছু তুমি করিতেছ ইহাতে তোমাকে সাহায্য সহায়তা করা আমাদের দায়িত্ব। অবশ্যই আমাদিগের পক্ষে তোমার উপদেশ গ্রহণ করা ও তোমার কথাকে স্বীকার করিয়া লওয়া কর্তব্য। যাহারা এই সময় এই স্থানে জমায়েত হইয়াছেন সকলেই তোমার পিতা ও পিতামহের সন্তান, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। আমার ও অপর লোকদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমি এই

www.pathagar.com

কথা যাহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ্য হইতে তোমাকে নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা গ্রহণ করি, তুমি একাগ্রতার সাথে নিজের কাজে লাগিয়া থাক ও সেই কাজ করিয়া যাও যাহা তুমি করিতেছ। আমি ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রকারে তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। অবশ্য আমার পক্ষে ইহাও সম্ভব নহে যে, আমি আবদুল মুত্তালিবের দীন পরিত্যাগ করি।

ইহাতে আবূ লাহাব বলিল, "আবূ তালিব তুমি ভীষণ বিপজ্জনক কথা বলিয়াছ। তোমার উচিৎ ছিল অন্যরা আসিয়া তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্দী করা বা মারিয়া ফেলিবার পূর্বে তুমি নিজে তাহাকে ধরিয়া বন্দী করিয়া ফেল। অথচ তুমি তাহাকে উল্টা সমর্থন করিতেছে।

হযরত আবূ তালিব আবূ লাহাবের এই কথার উত্তরে কঠোরভাবে বলিলেন– "যতক্ষণ আমরা জীবিত আছি ততক্ষণ পর্যন্ত কেহ মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে আঙ্গুলও উঠাইতে পারিবেনা। আমরা তাহাকে নিশ্চিত সমর্থন জানাইব এবং তাহাকে সাহায্য করা হইতে কেহ আমাদিগকে বিরত রাখিতে পারিবে না।[১]

৬. প্রচার আহ্বানের দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ এই প্রচার, আহ্বানেরও দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনাটি আমরা বিবৃত করিয়াছি। দ্বিতীয় বর্ণনাটি তাবারীর নিকট হইতে হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

হযরত আলী (রা) বিন আবী তালিব হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ মহানবী (সা)-এর নিকট অবতারিত হয় তখন রাসূল (সা) আমাকে ডাকিয়া বলেন, "আলী (রা) আল্লাহ্ আমাকে আমার নিকটাত্মীয়গণকে তাঁহার শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন। আমি সেই নির্দেশ পালনে কিছু বিলম্ব এই জন্য করিয়াছি যে, হয়তোবা তাহারা আমার উপদেশ সুদৃষ্টিতে দেখিবেনা। কিন্তু জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করেন ও বলেন যে, "হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি যদি এই কাজ না কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে শাস্তি দিবেন।" অতএব, ওহে আলী (রা)! সমস্ত বনী আবদি মানাফকে ভোজের আমন্ত্রণ জানাও, তখন আমি তাহাদের সহিত আলাপ করিব ও তাহাদের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাইব।"

হযরত আলী (রা) বলেন যে, আমি রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মোতাবেক নিমন্ত্রণের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করি। অতঃপর সমস্ত বনী আবদি মানাফকে নিমন্ত্রণ জানাই। ঐ দিন নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ জন। তাহাদের মধ্যে তাহার পিতৃব্যবৃন্দ আবূ তালিব, হাম্যা, আব্বাস ও আবূ লাহাব সকলেই শামিল ছিলেন। সমস্ত লোক জমায়েত হইলে মহানবী (সা) আমাকে বলিলেন, "খানা আন"। যাহা কিছু পাক করা হইয়াছিল আমি তাহা সমস্তই উঠাইয়া আনি ও মহানবী (সা) সম্মুখে

১. তারীখ-ই-ইব্ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১।

www.pathagar.com

পেশ করি। তিনি সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে বলিলেন, বিসমিল্লাহ্! আপনারা আহার গ্রহণ করুন। অতএব সকলেই আহার করিতে শুরু করেন এবং সকলেই ভাল ভাবে উদর পূর্তি করিয়া তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। আহার শেষ করিবার পরে মহানবী (সা) আমাকে বলিলেন যে, সকলকে দুগ্ধ পান করাও। আমি তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাই এবং সকলেই দুগ্ধ পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন।

আহার শেষ করিবার পর রাসূল (সা) তাহাদের সহিত আলাপ করিতে চাহিলেন, আবূ লাহাব বুঝিয়া ফেলেন যে, তিনি প্রচারনা চালাইবেন। সে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে থাকে, "ভাইসকল! সাবধান হও, মুহাম্মদ (সা) তোমাদিগকে যাদু করিয়াছে। তোমাদের মঙ্গল ইহাতে নিহিত যে, তোমরা তড়িৎ এই স্থান ত্যাগ কর।" এতদশ্রবণে সকলে বিক্ষিপ্ত ভাবে চলিয়া যায়। মহানবী (সা) আর তাহাদের নিকট কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় দিবস মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন, "আলী (রা) গতকাল তো আবূ লাহাব আমার আগে কথা বলিয়াছে এবং আমি কিছু বলার পূর্বেই সমস্ত লোক উঠিয়া গিয়াছে। অদ্য তুমি অনুরূপ পরিমানে আহারের ব্যবস্থা কর এবং কাল যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে আজও তাহাদিগকে আবার নিমন্ত্রণ কর। আমি মহানবী (সা)-এর নির্দেশ পালন কল্পে আবার অনুরূপ আহারের ব্যবস্থা করি এবং গতদিনের সমস্ত মানুষকে ডাকিয়া লইয়া আসি।[১] আমি যখন মহানবী (সা)-এর খিদমতে খানা লইয়া হাযির হই তখন তিনি অনুরূপ কার্য করিলেন যেমন করিয়াছিলেন গতকাল। উপস্থিত সকলে সেই খানা উদর পূর্তি করিয়া আহার করে ও পরিতৃপ্তির সহিত দুগ্ধ পান করে। সকলে আহার শেষ করিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে বনী আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ্‌র কসম, আমি আরবের যুবকদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত নহি, যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে এমন সংবাদ আনিয়াছে যেমন আমি আনিয়াছি। এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমি যেন তোমাদিগকে সেই দিকে ডাক দেই। অতএব তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, এই কার্যে আমার সাহায্যকারী ও সহায়ক হইবে এবং সেই ব্যক্তিই আমার ভ্রাতা এবং তোমাদের মধ্যে আমার প্রতিনিধি হইবে।"

মহানবী (সা)-এর এই ইরশাদ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলে নীরব রহিল, কেহ কোন উত্তর করিলনা। হযরত আলী কররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন যে, এতদর্শনে আমি দণ্ডায়মান হই ও বলি "যদিও আমি সকলের চাইতে কনিষ্ঠ। আমি চক্ষু ব্যথার রোগী, আমার উদরও স্ফীত, আমার উরুও হাল্‌কা এবং দৈহিক দিক হইতেও আমি

---

১. সম্ভবতঃ এই বার আবূ লাহাব অবহিত হইতে পারে নাই, অন্যথায় সে অবশ্যই আগমন করিত ও কলহ সৃষ্টির প্রয়াস পাইত।

২. তারীখ-ই-তাবারী, প্রথম খণ্ড-তৃতীয় ভাগ পৃষ্ঠা-৭৭

www.pathagar.com

দূর্বল। এতদসত্ত্বেও ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! এই ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য ও সহায়তা করিব।" ইহা শ্রবণ মাত্রই মহানবী (সা) আমার কাঁধে হস্ত স্থাপন করিয়া কাওমকে সম্বোধন করেন ও বলেন, "এই বালক তোমাদের মধ্যে আমার ভ্রাতা, আমার ওসী ও আমার প্রতিনিধি। ইহার কথা শ্রবণ করিও এবং ইহার অনুসরণ করিও। এতদশ্রবণে উপস্থিত সকলে হাসিতে লাগিল এবং (উপহাসচ্ছলে) আবূ তালিবকে এমন বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল যে, "এখন হইতে তোমার উপর আপন সন্তান আলীর (রা) আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয করিয়া দেওয়া হইল। তাহার কথা শ্রবণ করা ও তাহার অনুসরণ করা তোমার জন্য ওয়াজিব। ইহার কথা শ্রবণ কর ও ইহাকে অনুসরণ কর।" তাবারী ভিন্ন নিম্নে বর্ণিত কিতাবসমূহেও এই বর্ণনা এবং ওসী ইত্যাকার শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

১. ইব্‌ন কাসীরের তারীখ-ই কামিল, ২. তারীখ-ই-আবিল ফিদা, ৩. তারীখ-ই-রওযাতুস্ সুফফা, ৪. তারীখু-হাবীবিস্ সিয়ার, ৫. তফসীর-ই- খাজেন, ৬. তফসীর-ই-সিরাজুম মুনীরা, ৭. তফসীর-ই সা'লাবী, ৮. তফসীর-ই -ওয়াহেদী, ৯. তফসীর-ই মরদূইয়া, ১০. তফসীর ইব্‌ন আবী হাতিম, ১১. কান্‌যুল উম্মাল, ১২. দালায়িলুন্ নবুওয়াহ্, ১৩. হুলিয়্যাতুল আউলিয়া, ১৪. যখীরাতুল মাল উজাইলী, ১৫. মুখতারাত যিয়া মাকদামী, ১৬. তাহ্‌যীবুল আসার তাবারী, ১৭. কিতাবুল ইফতিফা, ১৮. মায়ারিজুন্ নবুওয়াহ, ১৯. মাদারিজুন নবুওয়াহ, ২০. হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্-এর ইযালাতুল্ খাফা, (কিন্তু এই সমস্ত কিতাবই তাবারীর পরবর্তীকালের, অতএব, অবশ্যই এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, সকলেই এই বর্ণনা তাবারীর নিকট হইতে বিবৃত করিয়াছেন। তাবারীর পূর্বের কোন কিতাবে এই বর্ণনার উল্লেখ নাই)।[১]

আরবী ও ফার্সী ঐতিহাসিকবৃন্দ ছাড়াও কতিপয় খৃস্টান রচয়িতাও তদীয় রচনাবলীতে এই ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। যেমন মিস্টার জন, ওয়াশিংটন আরভিং এবং মিষ্টার গিব্‌স প্রমূখ। কিন্তু ইহারাও সকলেই এই বর্ণনা তাবারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

আহলু সুন্নত ও জামাতের পক্ষে এই বর্ণনাকে শুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়ার পক্ষে ইহাও একটি বিরাট অন্তরায় যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসী ও খলীফা (বিনা ব্যবধানে) মানিয়া লওয়া হইল নির্ভেজাল শীয়া আকীদা। অতএব, যখনই কোন মানুষ এই বর্ণনা বিবৃত করে তখনই আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ধারণা জন্মে যে, ইহাতে শীয়া দৃষ্টিভঙ্গেরই বহিঃপ্রকাশ ফলিতেছে। আমার ধারণা মতে এই বর্ণনা শুদ্ধ এবং সুন্নী দৃষ্টিকোন হইতে ইহার ব্যাখ্যা এই যে, হযরত আলী (রা) সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর এই বর্ণনা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ধরণের যাহা পরবর্তীকালে যথাসময়ে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফলিয়াছে। অর্থাৎ রাসূল (সা) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হযরত আলী বরাবর রাসূল (সা)-এর পরামর্শদাতা, সাহায্যকারী ও সহায়ক ছিলেন।

১. শিবলীর সীরাতুন্ নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২০।

www.pathagar.com

হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদীয় শয্যায় হযরত আলী (রা) শয়ন করিবার অসিয়ত করিয়াছিলেন এবং মাদানী জিন্দেগীতে বরাবর তাঁহাকে (রা) তদীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া কতিপয় সংঘর্ষ ও যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার কতিপয় ঘটনার অবতারণা হইয়াছে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পরে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তিনি খলীফাও নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে রাসূল (সা) শুধু মাত্র ইহাই বলিয়াছেন যে, আলী (রা) আমার খলীফা হইবে। এমন বলেন নাই যে, প্রথম খলীফা হইবে বা চতুর্থ।

৭. হারাম-ই-কা'বাতে প্রচার (প্রকাশ্য প্রচারের তৃতীয় প্রয়াস) ঃ যদিও পাহাড়ের ওয়ায ও প্রচারের ফলশ্রুতিতে মক্কার একজনও তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করে নাই, তথাপি রাসূল (সা) তাহাতে হতাশ হন নাই। যেহেতু কা'বা ছিল কোরাইশদের মিলন কেন্দ্র এবং তথায় সর্বক্ষণ শহরের বিশিষ্ট লোকদের সমাবেশ থাকিত এই জন্য রাসূল (সা) মনে করিলেন যে, হয়তো তথাকার কোন ভাগ্যবান আত্মা সত্যের বাণী শ্রবণ করিয়া উহা গ্রহণও করিতে পারে। এই কথা চিন্তা করিয়া মহানবী (সা) হারাম-ই-কা'বাতে তশরীফ লইয়া যান এবং তথায় সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে আল্লাহ্‌র একত্বের কথা ঘোষণা করেন।

৮. প্রচারের পথে সর্বপ্রথম শহীদ ঃ কোরাইশদের শক্তিমান লোকেরা সাফা পাহাড়ের ওয়াযকে অতি কষ্টে নিজেদের সহ্য ক্ষমতায় নীরবে শ্রবণ করিয়াছিল, অতঃপর ভোজ সভাতে। এই জাতি ধৈর্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিল ও নীরবে প্রস্থান করিয়াছিল। কিন্তু ৩৬০ খোদার মধ্যে দাঁড়াইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনার ঘোষণা ছিল তাহাদের দৃষ্টিতে হারাম-ই- কা'বার প্রতি এমন ভীষণ অপমান যে, লাত ও হোবল পূজারীগণ তাহা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহারা রাগে ও ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন ও তৎক্ষণাৎ মহানবী (সা)-কে আক্রমন করিয়া বসেন, রাসূল (সা)-এর (স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) পুত্র হযরত হারিস বিন আবী হালা ঘটনাক্রমে তখন গৃহে ছিলেন। কেহ দৌঁড়াইয়া তাহাকে অবহিত করিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন বিপন্ন। তিনি অস্থিরভাবে দৌঁড়াইয়া তথায় পৌঁছেন এবং পৌঁছিয়াই মহানবী (সা)-এর উপর ঝাপাইয়া পড়েন যাহাতে শত্রুগণ রাসূল (সা)-কে ছাড়িয়া দেয়। তৎপরিবর্তে আমাকে হত্যা করে। অতএব ঘটিলও তাহাই। কাফির কোরাইশরা সেই নও মুসলিমের উপর এতগুলো তরবারীর আঘাত হানিল যে, তিনি শাহাদত বরণ করলেন। পরে সংবাদ পাইয়া অপরাপর মুসলিমগণও তথায় পৌঁছেন এবং তাহারা কাফিরদের হাত হইতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাড়াইয়া নেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে ইহাই ছিল প্রথম কুরবানী যাহা সেই মরদে মু'মিন অতিশয় হৃদ্যতা ও আকিদতের সহিত পেশ করিয়াছিলেন।

হযরত হারিস (রা) ছিলেন হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা)-এর পূর্বতন স্বামী আবী হালার পুত্র।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের প্রথম প্রচার কেন্দ্র

১. একটি প্রচার কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ঃ তিন বৎসরের বিরামহীন প্রচারের পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচারের কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করেন।

২. প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ঃ মহানবী (সা) হযরত আরকাম বিন আবী আরকাম (রা)-এর গৃহের প্রস্তাব করেন, তিনি সানন্দে ও সগর্বে নিজ গৃহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পেশ করেন।

৩. আরকামের (রা) গৃহ ঃ এই গৃহই ছিল ইসলামের প্রথম প্রচারকেন্দ্র, সেই হিসাবে ইহাকে দারুল ইসলাম বলা হইত। ইহা মক্কা হইতে অল্প দূরে পূর্ব দক্ষিণ দিকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যে, হজ্জের বার্ষিক সমাবেশে মানুষ সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সায়ী করিবার সময় এই স্থানের সম্মুখ দিয়া গমন করিত।

৪. আরকাম (রা)-এর গৃহে অবস্থানকাল ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রচার কেন্দ্রে তিন বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।[১] নবুয়্যতের ষষ্ঠ বর্ষের শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা) এই স্থান হইতে ইসলাম প্রচার ও নও মুসলিমগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানে রত ছিলেন। অর্থাৎ এই প্রথম দারুত্ তাবলীগ এর বয়স হইল তিন বৎসর।[২]

৫. আরকামের (রা) গৃহের প্রথম ও শেষ মুসলিম ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থান ও ইহাকে দারুত্ তাবলীগ নির্দিষ্ট করণের পরে সর্বপ্রথম হযরত আকিল (রা) বিন আবী বুকাইর বিন আবদি ইয়াসীল ও তাহার ভ্রাতৃত্রয় আয়্যাস (রা), খালিদ (রা) ও আমের (রা) ঈমান আনেন অর্থাৎ এই গৃহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাপ্ত ইহাই ছিল ইসলামের প্রথম ফল। এবং সর্বশেষ এই গৃহে মহানবী (সা)-এর হস্তে যিনি ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন

---

১. মিসরের প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা আবদুল মুতায়াল আস্ সায়ীদী তদীয় পুস্তক আস্ সিয়াসাতুল ইসলামিয়্যাতু ফী আহদিন নবুয়্যাহ-তে আরকাম (রা)-এর গৃহে অবস্থানকাল ৪ বৎসর বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উহা ঠিক নহে।

২. মুহাজিরীন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৫; ইব্‌ন সায়াদের হাওলাক্রমে।

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন তিনি "আমীরুল মু'মিনীন" হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) "ফারুক আযম" নামে খ্যাত ছিলেন। হযরত ফারুক আযম-এর ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গৃহ পরিত্যাগ করেন।

৬. নবুয়্যত কালে আরকাম (রা)-এর গৃহ ঃ হিজরতের সময় হযরত আরকাম বিন আবিল আরকাম (রা)-কে এই গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরে এই গৃহ পুনরায় তাঁহার দখলে আসে।। তখন যেহেতু এই গৃহ একটি ঐতিহাসিক স্মৃতির মর্যাদা লাভ করায় লোকজন ইসলামের প্রথম প্রচারকেন্দ্র দর্শনার্থে আগমন করিত সেই হেতু হযরত আরকাম (রা) ইহাকে আওলাদের জন্য ওয়াক্ফ করিয়াছেন যাহাতে এই গৃহ উত্তরাধিকার ও ক্রয় বিক্রয়ের আওতাধীন না হয়, ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষিত থাকে, উহাতে মেরামত ব্যতিত অন্য কোন প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হইতে না পারে এবং যে কোন ব্যক্তি যখন খুশী তখন বিনা ক্লেশে উহার দর্শন লাভ করিতে পারে।

৭. সাহাবা যুগে ঐ গৃহের মর্যাদা ঃ খোলাফা-ই-রাশেদীন ঐ গৃহের মর্যাদা পুর্বাবস্থায় বহাল রাখেন। তখন লোকে কোন প্রকারের বাধা বিঘ্ন ছাড়াই উহা দর্শন করিতে পারিত। হযরত আরকাম (রা) এর সন্তান হযরত উসমান উহাকে নবী (সা) এর কালে যেমন ছিল ঠিক তদ্রূপ অবস্থায় বহাল রাখিয়াছিলেন।

৮. বনী উমাইয়ার যুগে ঃ খোলাফা-ই-রাশেদীনের পরে উমাইয়া বাদশাহ্গণও ঐ গৃহের কোন রূপ পরিবর্তন না করিয়া অবিকল পূর্বাবস্থায় বহাল রাখিয়াছিলেন।

৯. আব্বাসীয়দের সময়ে ঃ বনী উমাইয়ার সালতানাত শেষ হইয়া গেলে আব্বাসীয়গণ তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হন। তখন তাহাদের দ্বিতীয় শাসক আবূ জাফর আবদুল্লাহিল মনসুর দাওয়ানীকী (হিজরী ১৩৬ মোতাবিক ঈসায়ী ৭৫৪ সাল হতে হিজরী ১৫৮ মোতাবিক ঈসায়ী ৭৭৫ সাল পর্যন্ত) ঐ গৃহকে তদীয় দখলে আনিতে চাহেন। কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অপরদিকে হযরত আরকাম (রা) এর পৌত্র হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উসমান স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট উহা হস্তান্তর করিতে সম্মত ছিলেন না। ৯ বৎসর এই ব্যাপার এমনিভাবে চলিতে থাকে। মনসূরের পক্ষ হইতে যে কোন লোভ ও প্রলোভন প্রদর্শনই তাঁহাকে এই ব্যাপারে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই যে, তিনি এই পবিত্র ইসলামী স্মৃতিকে মনসূরের নিকট হস্তান্তর করিবেন। ঠিক এই সময়েই হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হাসান মুসান্না বিন হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু (ইতিহাসে তিনি নফসে যাকিয়া নামে খ্যাত ছিলেন) মনসূরের বিরুদ্ধে উত্থান করেন এবং আব্বাসী রাজতন্ত্রের বিপক্ষে তদীয় খেলাফতের ঘোষণা করেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হয়। হযরত ইমাম মালিক (র) ও হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ন্যায় উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও হযরত নফসে যাকিয়ার (র) সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন। হযরত আরকাম (রা)-এর পৌত্র হযরত আবদুল্লাহ্ও (র) তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। নফসে

www.pathagar.com

যাকিয়া (র)-এর শক্তি যখন যথেষ্ট দৃঢ় হয় তখন তিনি মনসূরের নিযুক্ত মদীনার গভর্নরকে শহর হইতে বহিষ্কার করেন ও তিনি স্বয়ং সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতি শীঘ্র তিনি হিজায ও ইয়ামনের সমগ্র এলাকায় খলীফা বলিয়া স্বীকৃত হন। এতদ্দর্শনে মনসূর চরম ভাবে বিব্রত হয়। সে তৎক্ষণাৎ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা বিন মূসাকে এক বিরাট বাহিনী সহকারে নফসে যাকিয়া (র)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। নফসে যাকিয়া (র)-এর লোক ও সমর্থকগণ সেই বাহিনী আগমনের সংবাদ পাইয়া জীবন ভয়ে পালাইয়া যায়। মাত্র তিন শত লোক হযরত নফসে যাকিয়ার সঙ্গে ছিল। তিনি সেই অবশিষ্ট স্বল্প সংখ্যক লোকজন সহ বীরত্বের সহিত দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন। ১৫ই রমযান হিজরী ১৪৫ সাল মোতাবেক খৃষ্টীয় ৭৬২ সালে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উহাতে নফসে যাকিয়া (র) ও তাঁহার সমস্ত সঙ্গীগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলেই শহীদ হন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে যাহারা নফসে যাকিয়া (র)-এর পক্ষে ছিলেন বা যে কোন প্রকারে তাঁহাকে সমর্থন বা সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদেরকে গ্রেফতারী, বন্দী ও হত্যার ধারা শুরু হয়। যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উসমান বিন আরকাম (র)-ও নফসে যাকিয়া (র)-কে সমর্থন দান করিয়াছিলেন সেই হেতু তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নির্দেশ জারী করা হয় এবং বন্দী করিয়া জেলখানায় প্রেরণ করা হয়।

এক্ষণে মনসূরের পক্ষে স্বীয় পুরাতন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার একটি সুবর্ণ সুযোগ হস্তগত হয়। সে তাহার বিশ্বস্ত ব্যক্তি শিহাব বিন আবদি রবকে এই প্রস্তাব সহকারে হযরত আবদুল্লাহ বিন উসমানের নিকট জেল খানায় প্রেরণ করেন যে, " তুমি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছ, বিদ্রোহের শাস্তি হইল হত্যা, কিন্তু তুমি এই শাস্তি হইতে এই ভাবে রেহাই পাইতে পার যে, " দারে আরকাম" আমার হস্তে তুলিয়া দাও, তুমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমি ইহার মূল্য স্বরূপ তোমাকে ১৭০০০ দীনার প্রদান করিব এবং তোমাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান করিব। অন্যথায় বিদ্রোহের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিও।" হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উসমান গৃহের বিনিময়ে অত্যধিক মূল্য পাইতেছিলেন, তৎসহ তাঁহার জীবনও রক্ষা পাইতেছিল। অতএব, তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এমনিভাবে ১৭০০০ দীনারের বিনিময়ে ঐতিহাসিক পবিত্র গৃহকে মনসূরের নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। কিন্তু ইহা ছিল তাঁহার নিজের অংশের মূল্য মাত্র। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উসমানের অপর ভ্রাতা এবং অংশীদারও ছিল। তাঁহারা আবদুল্লাহ্কে তদীয় অংশ সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিজ নিজ অংশও বিক্রয়ের জন্য মনসূরের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। মনসূর হৃষ্টচিত্তে তাহাদের অংশেরও যথেষ্ট মূল্য প্রদান করেন। এই ভাবে তিনি দারে আরকামের মালিক হইয়া বসেন।

www.pathagar.com

১০. মালিকা খীযরান ও স্মৃতির বিলুপ্তি ঃ মনসূর তাহার শাসনামলের শেষ পর্যন্ত এই গৃহকে সেই পুরাতন অবস্থাতেই বহাল রাখেন। হিজরী ১৫৮ সালে মনসূরের মৃত্যু হয় এবং তাহার স্থলে তাহার পুত্র আবূ আবদিল্লাহ্ আল মাহ্দী (হিজরী ১৫৮ মোতাবিক খৃষ্টীয় ৭৭৫ হইতে হিজরী ১৬৯ মোতাবিক খৃষ্টীয় ৭৮৫ পর্যন্ত) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এই গৃহ তাহার প্রেয়সী পত্নী খীযরানকে দান করেন। মালিকা ইহার আশেপাশের অপরাপর গৃহও ক্রয় করেন এবং সব কিছু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে নিজের জন্য একটি বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করান। এই ভাবে এই পবিত্র ও বরকতময় ঐতিহাসিক ইসলামী স্মৃতি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়।[১]

১১. আরকামের গৃহে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাবৃন্দ ঃ তিন বৎসর পর্যন্ত দারে আরকাম ইসলামের দারুত তাবলীগ ছিল। এই সময়ের মধ্যে মহানবী (সা)-এর প্রচারে যে সমস্ত ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন উহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিন্তু এইরূপ দাবী করা চলে না যে, এই তালিকায় "দারে আরকামে" ইসলাম গ্রহণকারীগনের নাম পরিপূর্ণভাবে আসিয়া গিয়াছে। অনেকের নাম নিশ্চিতভাবেই বাদ পড়িয়া থাকিবে। "দারে আরকামে" ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাগণও "আস্সাবিকূনাল আউয়ালূন"-এর মধ্যে গণ্য হন।

১. আকিল বিন আবী বুকাইর ও তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়, ২. আয়াস ৩. খালিদ ও ৪. আমের ৫. আবদুল্লাহ্ আল আসফার ৬. কীস বিন আবদিল্লাহ ৭. মালিক বিন যাময়া ৮. জাহাম বিন কীস ৯. হাশিম বিন আবী হোযাইকা ১০. জাফর বিন আবী তালিব ১১. ওলীদ বিন ওলীদ ১২. আইয়্যাস বিন রবীয়া ১৩. হাতিব বিন হারিস ১৪. আবূ রাহম আশয়ারী ১৫. আবূ মূসা আশয়ারী ১৬. হারিস বিন খালিদ ১৭. আবূ বুরদাহ ১৮. আইয়ায বিন যোহাইর ১৯. উমাইর বিন রিয়াব ২০. খাত্তাব বিন হারিস ২১. আমর বিন উসমান ২২. ইয়াসির ২৩. আম্মার বিন ইয়াসির, ২৪. সুমাইয়া, আম্মার বিন ইয়াসিরের জননী ২৫. সোহাইব বিন সান্নান ২৬. মাসয়াব বিন উমাইর ২৭. শারজীল বিন হাসানা ২৮. খুব্বাব বিন আরিত ২৯. সালমা বিন সাফওয়া ৩০. আবদুল্লাহ্ বিন উম্মি মাকতূম ৩১. যায়েদ বিন খাত্তাব ৩২. তোলাইব বিন উমাইর ৩৩. সালমা বিন হিশাম ৩৪. আবদুল্লাহ্ বিন সোহাইল ৩৫. আবূ বারযাহ সালমা ৩৬. মুয়াইকীব বিন আবী ফাতিমা দূসী ৩৭. সোহাইল বিন বাইযা ৩৮. আবূ কীস বিন হারিস ৩৯. সুলাইত বিন উমাইর ৪০. আবী সাবরা বিন আবী রহম ৪১. সায়িব বিন উসমান ৪২. মুয়াম্মার বিন আবী সুরাহ ৪৩. মাহ্মিয়্যা বিন জাযর ৪৪. আদী বিন নাযলা ৪৫. ইয়াযীদ বিন যাময়া ৪৬. সুকরান বিন আমর ৪৭. ফাররাস বিন নাযার ৪৮. হামযা বিন আবদিল মুত্তালিব ৪৯. উমর বিন খাত্তাব ফারূক আযম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন)।

---

১. উমদাতুল কালাম ফী তারীখি সানাতীনি ইসলাম পৃষ্ঠা-৫৪, এবং মুহাজিরীম ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬৭, ইব্‌ন সায়াদ ও তারীখ-ই-ইয়াকূবীর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের ডাক ও দ্বীন প্রচারের ধারাবাহিকতায় মহানবী (সা)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপদ্ধতি

১. প্রচার কার্যে মহানবী (সা)-এর সাবধানতা ঃ মহানবী (সা) প্রচারের বিরাট গুরুত্ববহ কার্য শুরু করিয়া দিলেন। তিনি উহা বিনা চিন্তা ভাবনায় এলোপাথারীভাবে শুরু করিয়া দেন নাই। বরং আল্লাহ্‌র মর্যি মুতাবিক উহাতে অত্যন্ত সাবধানতা ও সুদূর প্রসারী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই ব্যাপারে চিন্তা করিয়া সুশৃংখল ও নিয়মানুবর্তীতার সহিত ও ধীরে ধীরে অনাগত সর্ব প্রকারের আকাঙ্খাকে সম্মুখে রাখিয়া এহেন আবশ্যকীয় দায়িত্বের প্রারম্ভ করিয়াছিলেন। এই কারণেই যদি প্রথম দিকে তাঁহার এই পূত পবিত্র মিশনে সাফল্যের গতি ছিল শ্লথ। কিন্তু যতটুকু সাফল্য আসিয়াছে তাহা ছিল সুদৃঢ়। ইহারই ফলশ্রুতিতে যখন এই সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর ইসলামের বিরাট প্রাসাদ নির্মিত হয় তখন সেই নির্মাণে বিরাট সাফল্য লাভ হয়। এবং অল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়া يدخلون فى دين الله افواجا (তাহারা দলে দলে দ্বীনে প্রবেশ করিবে) এ দৃশ্য অবলোকন করে।

২. সাবধানতামূলক ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা ঃ প্রচারের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা মিসরের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কায়রোস্থ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আল্লামা আবদুল মু'তাল আস সায়ীদী তৎকৃত নযীর বিহীন পুস্তক السياسة الاسلامية فى عهد النبوة। সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন।[১] তিনি বলেন ঃ "মানুষকে ওয়াহ্‌দানিয়্যতের প্রশিক্ষণ দান ও তাহাদের নিকট সত্য ধর্মের বাণী পৌঁছাইবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নযীর বিহীন দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তদ্দরুন তিনি অতি অল্প সময়ে সাফল্য ও কৃতকার্যতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। রাসূল (সা) তদীয় মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য হাসিল কল্পে শক্তি, ক্ষমতা ও বল প্রয়োগের আশ্রয় মোটেই গ্রহণ করেন নাই। ইহার ফলশ্রুতিতে শুধু যে তাঁহার অনুসারীদের জীবন বহুলাংশে নিরাপদ হইয়াছে তাহাই নহে বরং তাঁহার উন্নত চরিত্র, নযীর বিহীন ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ঘোরতর শত্রুও তাঁহার জন্য উত্তম আত্মত্যাগীতে পরিণত হইয়াছে। শক্তি ও বল প্রয়োগের ব্যাপার তো দূরের কথা রাসূল (সা) প্রচারকার্যে কখনও গরম মেজাজ বা ক্রোধও প্রকাশ করেন নাই। এবং প্রথম দিক হইতেই অতি বিনয়, নম্রতা ও স্নেহের সহিত প্রচারকার্যের দায়িত্ব সম্পাদন করিতেন এবং ক্রমান্বয়ে উহাতে অগ্রসর হইতেন। এইরূপ আচরণে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিরাট ইচ্ছা ক্রিয়াশীল ছিল।

---

১. এই পুস্তকের উর্দু অনুবাদ عهد نبوى كى اسلامى سياست নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

৩. সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতিতে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের পরিণাম ঃ মহানবী (সা)-এর পূর্বে যখন কোন জাতিতে কোন নবী প্রেরিত হইয়াছেন সেই জাতি তাঁহাকে গ্রহণ না করা ও তাঁহার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আল্লাহ্র আযাবের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। কেননা, তাহারা বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করিত। তখন তাহাদের হেদায়াত প্রদান ও পথ প্রদর্শনের কোন আশা থাকিত না। এহেন ইলাহী প্রথার অধীনে নূহ (আ)-এর জাতি ধ্বংস হইয়াছে। হযরত হূদ (আ) এর জাতির উপর তীব্র ঝড়ের শাস্তি আপতিত হইয়াছে। হযরত সালিহ (আ)-এর জাতি ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ পরিণতি অপর কতিপয় নবীর জাতির হইয়াছে। অবাধ্যতার দরুন তাহাদের নাম নিশানা মুছিয়া ফেলিয়া অনাগত জাতিসমূহের জন্য শিক্ষনীয় দৃষ্টান্তে পরিণত করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নাম ধরিয়া কতিপয় জাতির ধ্বংস প্রাপ্তির আলোচনা এইরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ـ

অর্থাৎ "ইহাদের পূর্বে নূহ (আ)-এর জাতি তাহাদের নবীকে মিথ্যা বলিয়াছে। রস্‌সের অধিবাসী, সামূদের জাতি, আদের জাতি, ফিরআউন ও লূতের জাতি, আইকার অধিবাসী ও তুব্বার জাতি ইহারা সকলেই নিজ নিজ নবীগণকে মিথ্যা বলিয়াছে। তখন তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র শাস্তির ওয়াদা পূরন হইয়াছে" (৫০ ঃ ১২-১৪)।

৪. মহানবী (সা)-এর জাতি ধ্বংস হইল না কেন? ঃ পূর্ববর্তী অপরাপর জাতিসমূহের ন্যায়[১] রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাতি বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়া নিজেদের জন্য আযাবের দাবী জানাইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা এইরূপ ছিল যে, খাতেমুল আম্বিয়া (সা)-এর জাতির সহিত রহমতপূর্ণ ও সহৃদয় আচরণ রক্ষা করা হইবে ও তাহাদিগকে এতখানি অবকাশ দেওয়া হইবে যেন স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের মধ্যে কুফর সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হয় ও তাহারা নিজেরাই ইসলামের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কেননা, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল যে, পরবর্তী কালে এই জাতিকেই সমস্ত জাতির পথ প্রদর্শকের মর্যাদা দান করা হইবে এবং ইহারা আল্লাহ্র বাণী দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছাইবার দায়িত্ব বহন করিবে। অতএব কাফিরদের সেই দাবী উল্লেখ করতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ـ

---

১. পূর্ববর্তী জাতি সমূহের দাবী এই ছিল যে, فاتنا بما قدر ان كنت من الصدقين অর্থাৎ তুমি যে আযাবের ওয়াদা করিতেছ তুমি সত্য হইলে সেই আযাব লইয়া আইস।

www.pathagar.com

[অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা)! ঐ সময়কেও স্মরণ কর, যখন কাফিরগণ বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্! যদি এই দ্বীন ইসলাম সত্য হয় ও ইহা তোমার পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি আমাদের উপর আসমান হইতে পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর অপর কোন ভয়ঙ্কর শাস্তি আপতিত কর"] (সূরা আনফাল ঃ ৩২)।

৫. মহানবী (সা) বড়লোকদের মধ্যে প্রচার করেন নাই কেন? ঃ এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে, প্রচারের কার্যকে পর্যায়ক্রমে উন্নীত করিতে হইবে, মহানবী (সা) প্রথম পর্যায়ে বিশেষভাবে কোরাইশদের বড় বড় রয়ীস ও আমীরদেরকে ইসলামের আহ্বান জানান নাই। কেননা, যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন করিতেন তবে প্রথম হইতেই বিরাট রকমের বিরোধীতার সম্মুখীন হইতে হইত। কোরাইশ গোত্রপতিগণ এই ব্যাপারকে প্রতিহত করিবার জন্য ঘোরতর বিরোধ শুরু করিয়া দিত যাহাতে কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিতে না পারে। এই ভাবে ভীষণ ফিত্‌নার সৃষ্টি হইত এবং প্রচার কার্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইত।

৬. মহানবী (সা)-এর প্রচারে যাহারা প্রথম সম্বোধিত ঃ এই আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা) ঐ সমস্ত লোকদের নিকট প্রচার করিতেন যাহাদের সম্পর্কে তিনি ধারণা করিতেন যে, ইহারা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবেন। এই জন্য তাঁহার দাওয়াতের প্রথম সম্বোধিত ছিলেন হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যায়েদ (রা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাঁহারা কোন প্রকারের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ না করিয়া তাঁহার দাওয়াত কবুল করিয়াছেন।

ইঁহাদের ইসলাম গ্রহণ করিবার দরুন শুধু যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়িত হইয়াছে তাহাই নহে। উপরন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষেও নিজ কার্যে বিরাট সাহায্য হইয়াছে।

৭. প্রচারের পথে হযরত খাদীজা (রা)-এর খিদমত ঃ হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন রাসূল (সা)-এর জন্য সর্বোতভাবে আত্মত্যাগীনী পত্নী। তিনি মহানবী (সা)-এর সমস্ত দুঃখ কষ্টে বরাবর শরীক ছিলেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁহাকে যে সমস্ত কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ঐগুলি তিরোহিত করিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতেন। যদি রাসূল (সা) কখনও বিরোধীদের প্রদত্ত কষ্ট ও শত্রুর অত্যাচারে মনঃক্ষুণ্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন সেই সময় হযরত খাদীজা (রা)-এর প্রেমে ভরা সম্ভাষণ ও আলাপই তাঁহার পক্ষে শান্তনার কারণ হইত। তিনি ছিলেন বড় বণিক মহিলা, তাঁহার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ওয়াক্‌ফকৃত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা দ্বীনী কাজে খরচ করিতেন।

৮. ইসলাম প্রচারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রয়াস ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলামের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও অনন্য চরিত্র ও সদাচারনের অধিকারী। তাঁহার সেই চরিত্রের দরুনই তিনি জাতির নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সর্বজন সমাদৃত ছিলেন। জাতির সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি সর্বদা তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতেন।

হযরত আবূ বকর (রা) শুধু মাত্র নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেন নাই বরং তিনি তাঁহার সৌম্যকান্তি ও উচ্চ মর্যাদার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া তাঁহার বন্ধুদের নিকটও ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। অতএব, তাঁহার প্রচারক্রমে হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা), হযরত যোবাইর বিন আওয়াম (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা), হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা) প্রমুখের ন্যায় যোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মহানবী (সা)-এর পারিষদবর্গের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিলেন।[১]

৯. ইসলামের প্রথম ভ্রাতৃত্ব ঃ এই ভাবে প্রথমেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে তাঁহার আহলি বাইত ও সুহৃদ বন্ধুদের আটজনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মক্কায় ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এমন একটি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়িত হয় যাহাতে প্রত্যেকেই রাসূল (সা)-এর খিদমত ও আনুগত্যকে তদীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন ও যথাসাধ্য ইসলামের তবলীগ ও প্রচারের প্রয়াস পাইতেন। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নযীর বিহীন দূরদর্শিতা ও কার্য-কৌশলের ফলশ্রুতি যে, ইসলামের তবলীগ ও সত্য প্রচারের কাজ পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে উন্নীত করিতে হইবে এবং এমন সব কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিতে হইবে যাহা এই পবিত্র কার্যে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে।

১০. গোপন প্রচারের কৌশল ঃ যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কার্যের প্রারম্ভেই প্রকাশ্যে ঘোষণার মধ্যে একইসাথে এই দাওয়াতকে দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপন করিতেন তাহা হইলে জাতীয় নেতৃবৃন্দ, মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সমস্ত বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। তাহাতে কোরাইশের জন সাধারণ রাসূল (সা)-এর দাওয়াত সম্পর্কে কোনরূপ চিন্তা ভাবনা করিবার সুযোগ পাইবার পূর্বেই সমস্ত বিশিষ্ট ও মর্যাদাবান ব্যক্তি তাহাদের সীমাহীন প্রভাব ও ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তির দরুন ইসলামের পথে বিরাট প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতেন, ফলে মক্কাবাসীদের পক্ষে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া খুবই কঠিন হইয়া পড়িত এবং যতটা সুদৃঢ় ও মজবুতীর সহিত তিনি তখন উন্নতি করিতেছিলেন উহা কখনই সম্ভবপর হইত না।

---

১. এই সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়াও হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রচারক্রমে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ইবনু হিশাম)

www.pathagar.com

১১. প্রথম দিকে গোপন প্রচারের আর একটি বিরাট কারণ ঃ যেমন আপনারা উপরের বর্ণনায় পাঠ করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) সত্যের ডাক ও ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক দিন গুলিতে কোরাইশদের বিশিষ্ট বক্তিবর্গের সহিত খোলাখুলি টক্কর দেওয়াকে সমীচীন মনে করিতেন না। উহার একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই পর্যন্ত যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের হৃদয়ে ঈমান এতখানি সুদৃঢ় হউক যেন তাহারা ইসলামের জন্য তাহাদের জীবন, তাহাদের সম্পদ ও পরিবার পরিজনের তোয়াক্কা না করে। ধর্মের প্রতি প্রেম যেন তাহাদের রগে রগে সঞ্চারিত হয় এবং তাহাদের সর্বাধিক প্রিয় বস্তুকেও সত্যের পথে কুরবানী করতে পিছপা না হয়। রাসূল (সা) খুব ভাল ভাবেই অনুধাবন করিতে পারিতেছিলেন যে, যখন তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে এই পর্যায়ের পরিবর্তন সাধিত হইবে তখন তাহারা কোরাইশদের প্রদত্ত যে কোন কষ্টের মোকাবিলা করিতে পারিবে এবং ইসলামের শত্রুদের বড় বড় ধমক ও তাহাদের কঠোর হইতে কঠোরতর উৎপীড়নও তাহাদেরকে তাহাদের সুদৃঢ় অবস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হইবে না।

কিন্তু যদি কোরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শহরের মধ্যকার মর্যাদাশালী ব্যক্তিদের বিরোধিতা ও শত্রুতার ধারা প্রথম অবস্থাতেই শুরু হইয়া যাইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ অনেক দুর্বল হৃদয়ের মুসলিম, যাহাদের ঈমান ও ইয়াকীন তখনও সুদৃঢ় হইতে পারে নাই তাহারা কাফিরদের কঠোরতা ও তাহাদের উৎপীড়নের মোকবিলায় টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হইত না এবং এমনিভাবে ঐ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হইত যাহা আল্লাহ্‌র নাম সুউচ্চ করিবার মানসে উত্থান করিয়াছিল।

১২. গোপন প্রচারের কেন্দ্রের উপকারিতা ও গুরুত্ব ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরকামের (রা) গৃহকে যে নীরব প্রচারের কেন্দ্র করিয়াছিলেন উহাতে বিরাট উপকার এই হইয়াছিল যে, মুসলিমগণকে সালাত প্রতিষ্ঠা কল্পে বিভিন্ন ঘাটি, নির্জন প্রান্তর ও জনহীন পাহাড়ে যাওয়ার আর প্রয়োজন হইত না। ইহাতে এই আশংকাও তিরোহিত হইয়াছিল যে, কাফিররা তাহাদিগকে দ্বীনী কর্তব্যাবলী পালন করিতে দেখিতে পাইয়া উত্তেজিত হইত এবং শক্তি ও বল প্রয়োগে উহা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে প্রয়াসী হইত।

আরকাম (রা)-এর গৃহে যে নীরব প্রচার শুরু হইয়াছিল কোরাইশরা উহা জানিতেও পারে নাই যে ঠিক মক্কা উপত্যকায় এমন একটি আধুনিক আন্দোলন ডাল পালা বিস্তার করিতেছে যাহা তাহাদের সমস্ত জীবন ধারা ও তাহাদের মূর্তি পূজাকে তছনছ করিয়া ফেলিবে।

ইসলামের সেই গোপন প্রচার কেন্দ্রে শুধুমাত্র সেই সমস্ত লোকই আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহাদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

সত্যতা ও তাঁহার রিসালতের প্রতি পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিয়াছিল এবং যাহাদের অন্তরে রাসূল (সা)-এর পূত উদাহরণ এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যাহা কখনও তিরোহিত হইবার ছিল না।

১৩. প্রথম দিকে কোরাইশরা কেন বিরুদ্ধাচরন করে নাই? ঃ এই সত্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, কোরাইশ এই অভিনব ও আধুনিক আন্দোলন সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত ছিল না। কখনও কখনও তাহারা এই সম্পর্কীয় সংবাদ লোকমুখে শ্রবণ করিত। কিন্তু অতিশয় এলোমেলো ভাবে। না তাহারা ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত ছিল, না তাহাদের মস্তিষ্কে ইসলামের কোন পরিচ্ছন্ন রূপরেখা ছিল। এই জন্য প্রথমদিকে তাহারা না ইহার বিরোধিতা করার কোন প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে, না তাহাদের অন্তরে ইহার বিরুদ্ধে ঐরূপ আবেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা পরবর্তীকালে মক্কার দরজা জানালাকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। ইত্যবসরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে তাঁহার অনুসারীদের অন্তরে ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেম সৃষ্টি করিবার ও দ্বীনের নিয়মাবলীকে সুদৃঢ় করিবার পরিপূর্ণ সুযোগ মিলিয়াছে। এবং পরবর্তীতে এই সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়াছে যে, কেহ তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থান হইতে একবিন্দু টলাইতে সক্ষম হইত ও তাহা দিয়া তাহাদের আকায়িদ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

বিরোধিতার ঝড় ও উহার কারণ

১. শান্তি ও শান্ত পরিবেশের বিলোপ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার অনুগামীদের জন্য শান্তি ও শান্ত পরিবেশের সময়টি ছিল অতিশয় সংক্ষিপ্ত, অচিরেই এমন সময় আসিয়া পড়িল যে, কোরাইশ তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ এবং শত্রুতায় সাহস ও চেষ্টা প্রয়াসে কোন কিছু করিতে বাকী রাখে নাই। এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এমন বিরাট ঝড়ের সৃষ্টি করে যে, তাঁহার পূর্বে অন্য কোন নবীর উম্মত এমনটি করে নাই।

২. কোরাইশদের উত্তেজিত হওয়া ঃ এই সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ, যেমন আপনারা উপরে পাঠ করিয়াছেন যে, প্রথমদিকে কোরাইশরা রাসূল (সা)-এর বিশেষ বিরোধিতা করে নাই বা দুই একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদে তাহারা তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কলহেও লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু যখন মহানবী (সা) কাফিরগণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন যে, انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون অর্থাৎ "অবশ্যই আল্লাহ্ ছাড়া যে সমস্ত বাতিল মাবূদকে তোমরা পূজা কর সকলেই জাহান্নামের ইন্দন হইবে, তোমাদিগকে তথায় গমন করিতেই হইবে"।[১] ইহা শ্রবণ মাত্র এমন মনে হইল যেন বারুদের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আপতিত হইয়াছে ও সারা গৃহে অগ্নির লেলিহান শিখা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোরাইশরা নিজেদের মন্দাচারের কথা শ্রবণ করিয়া সহ্য করিত কিন্তু তাহাদের মাবূদের মন্দাচারের কথা এক মুহূর্তের জন্যও বরদাস্ত করিতে পারিত না। যেমন ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করিয়াছেন-"ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে, আমি যে সমস্ত বর্ণনা পাইয়াছি উহাতে প্রকাশ পায় যে, যখন মহানবী (সা) তাঁহার দাওয়াতের ঘোষণা দিলেন তখন মুশরিকেরা বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই ঐ সময় পর্যন্ত যতদিন তিনি তাহাদের মাবূদের সম্পর্কে মন্দাচার করেন নাই। কিন্তু যখনই তিনি তাহাদের প্রতিমাগুলিকে মন্দ বলিতে শুরু করিলেন তখনই তাহারা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইল ও মহানবী (সা)-এর শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ হইল।[২]

---

১. اقترب الناس ১৭। সূরা আম্বিয়া ২১, ৯৮।

২. সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা -৮৫।

www.pathagar.com

৩. বিরুদ্ধাচারণের কারণসমূহ ঃ তওহীদ ঘোষণার পরে মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও কোরাইশ সর্দারগণ যে রকম জোরে শোরে তাঁহার বিরোধিতা করে এবং রাসূল (সা) ও তাঁহার অনুসারীদের উপর যে উৎপীড়ন চালায় উহা মাযহাবের ইতিহাসের একটি ভয়ঙ্কর পর্ব। না অন্য কোন নবীকে কখনও এমন কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, না অন্য কোন নবীর অনুসারীগণকে। এই স্থানে পৌঁছিয়া প্রকৃতিগতভাবেই এই প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, ঐ কারণগুলি কি ছিল যদ্দরুন কোরাইশ তাঁহার বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও শত্রুতার এমন তীব্র ঝড়ের সৃষ্টি করে যে, দুনিয়ার ইতিহাসের পাতায় ইহার কোন নযীর খুজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে আংশিক অবশ্যকীয় বিস্তৃত বিবরণ সহ ঐ বিরোধিতার কারণগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। এই কারণগুলি লিপিবদ্ধ করাকালে শিবলীর সীরাতুন নবীর প্রথম খণ্ড সম্মুখে রাখা হইয়াছে।

১. প্রথম কারণ ঃ সর্বাপেক্ষা বিরাট ও প্রথম কারণ এই ছিল যে, যখনই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাহদের নিকট কোন নবী প্রেরিত হইয়াছে সর্বক্ষেত্রেই দুনিয়া তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়াছে, তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছে এবং তাঁহার সহিত বৈরীতা ও শত্রুতার প্রান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে। এই বিরোধিতাকারীগণ সাধারণ মানুষ নয় বরং ইহারা ছিল বিশিষ্ট জাতীয় ব্যক্তিত্ব। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং নিজ নিজ কবীলার ও বংশের সরদারগণ ও আমীরগণ। সাধারণ মানুষ ও জনগণ হয় ঐ সমস্ত রয়ীস ও আমীরের অনুগামী ও অনুসরণকারী। প্রকৃত দোষী ও চিন্তাশীলদের পথিকৃত হয় ঐ সমস্ত বড় মানুষ। হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত ঐ সমস্ত মানুষই নবীগণকে অস্বীকারের ধুয়া-উদগীরন করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ রাসূল, খাতামুন্‌নবীয়্যীন মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-এর বিরোধিতায়ও ঐ সমস্ত বড় মানুষরাই অগ্রভাগে ছিল। তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে নিস্ফল করিতে, তাঁহার প্রচারকে নিষ্ক্রিয় করিতে এবং তাঁহার প্রচার কার্যকে বাধা প্রদান করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। তাঁহাকে পরাস্ত ও অকৃতকার্য করিতে সম্ভাব্য সকল প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র নূর তাহাদের ফুৎকারে নিভিয়া যায় নাই। বরং উহার জ্যোতি প্রখর হইতে প্রখরতর হইতেছিল এবং দুনিয়ার কোন শক্তি সেই ইলাহী নূরকে নির্বাপিত করিতে সক্ষম হয় নাই।

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

(আল্লাহ্ তাহার নূরকে পরিপূর্ণতাদানকারী যদিও কাফিররা উহা অপছন্দ করে)।

২. দ্বিতীয় কারণ ঃ হাজার হাজার বৎসর যাবত প্রতিমা পূজা ছিল কাফিরদের প্রতীক। প্রতিমার প্রতি প্রেম তাহাদের হৃদয়ে এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, উহার বিরুদ্ধে তাহারা একটি শব্দও সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই প্রতিমা পূজাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করলেন এবং মানুষকে পরম মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী আল্লাহ্‌র এই বাণী শুনাইলেন যে,

www.pathagar.com

وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ "এই সবের স্রষ্টা আল্লাহ্কে সিজদাহ কর" (হা-মিম সিজদা ঃ ৩৭)। কাজেই তাহাদের শত্রুতার ইহাও একটি বিরাট কারণ ছিল। তাহারা যে কোন মূল্যের বিনিময়ে প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলনা। আর যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ঐ কাজ করিতে নিষেধ করিত সেই ছিল তাহাদের মহা শত্রু।

৩. **তৃতীয় কারণ ঃ** প্রতিমা পূজা প্রীতি ছাড়াও কোরাইশদের শত্রুতার আর একটি বিরাট কারণ এই ছিল যে, সমস্ত আরব জাতির উপর তাহাদের সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল শুধুমাত্র প্রতিমা পূজার কারণে। আল্লাহ্র ঘর সেই সময় প্রধান প্রতিমা গৃহে পরিণত হইয়াছিল। সমস্ত আরবের মানুষ দূর দূরান্ত হইতে আগমন করিয়া সেই প্রতিমা গৃহের তাওয়াফ করিত ও উহাতে রক্ষিত ৩৬০টি প্রতিমাকে পূজা করিত। ঐগুলির মধ্যে প্রধান খোদা ছিল হোবল। কোরাইশরা ছিল সেই গৃহের মোতাওয়াল্লী ও খিদমতগার। কা'বার চাবি ও উহার সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাহাদের হস্তে ছিল, তাহারা বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ পদ সমূহে তাহাদের কবীলা সমূহের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অধিষ্ঠিত ছিল।[১] ইসলাম গ্রহণ ও এক আল্লাহ্র ইবাদাতের অধিকারের সাথে সাথে কোরাইশকে ঐ সমস্ত পদ ও মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতে হইত। আচ্ছা, তাহারা কি করিয়া সহ্য করিত যে, আরবের নেতৃত্ব তাহাদের হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হউক ও তাহাদের প্রাধান্যের সমাপ্তি ঘটুক। এই জন্য জাতির সমস্ত মর্যাদাবান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরোধিতা করিয়াছিল। কেননা, সেই প্রধান প্রতিমাগৃহের ধ্বংসে তাহারা তাহাদের নিজেদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিতেছিল এবং তাহারা নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছিল যে, ইসলামের প্রাধান্যের সাথে নিহিত রহিয়াছে আমাদের প্রভাব, মর্যাদা ও নেতৃত্বের অবসান।

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিককালে কোরাইশদের সরদারী ও নেতৃত্ব জাতির যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির করতলগত ছিল তাহাদের নাম এই ঃ

১. ওলীদ বিন মুগিরাহ–হযরত খালিদ (রা) সাইফুল্লাহর পিতা ও কোরাইশের প্রধান সরদার।

২. আবুল হাকাম আমর বিন হিশাম–ওলীদ বিন মুগিরার ভ্রাতুষ্পুত্র ও স্বীয় গোত্রের সরদার। মুসলিমগণ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন আবূ জেহেল। আজও সে এই নামেই কুখ্যাত। আসল নাম খুব কম লোকেই জানে। হযরত ইকরামা (রা) ছিলেন তাহারই পুত্র।

৩. আবদুল উয্যা বিন আবদিল মুত্তালিব–তাহাকে দুনিয়া আবূ লাহাব নামে জানে,সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন পিতৃব্য।

১. ঐ সমস্ত বিভাগ ও পদের বিবরণ মাওলানা শিবলী আকদুল ফরীদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তদীয় সীরাতুন নবী-এর প্রথম খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

৪. আবূ সুফিয়ান বিন হরব– উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা)-এর পিতা।

৫. উত্‌বা বিন রবীয়া–হযরত আলী মু'আবিয়া (রা)-এর নানা।

এই সমস্ত প্রতিমা পূজারী কোরাইশরা মুসলিম হইয়া যাওয়ার অবস্থায় কোরাইশের সরদারী ও আমীরী হইতে পদত্যাগ করিতে হইত। এই জন্য ইহারা সবাই ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভীষণ বিরোধিতা করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর ও দীর্ঘকাল বিরোধিতা করিয়াছে আবূ সুফিয়ান কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া মুসলিম হইতে হইয়াছে।

৪. চতুর্থ কারণ ঃ আরব জাতি ছিল অতিশয় অহংকারী ও গর্বিত। তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুষদের কীর্তি গাথায় গর্ব অনুভব করিত এবং উহার উপর প্রশংসাগীতি প্রণয়ন করিত। পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ছিল সেই জাতির মজ্জাগত প্রকৃতি। যেমন তাহারা নিজেরাই বলিত, بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَائَنَا অর্থাৎ আমরা আমাদের পিতা পিতামহগণকে যেই পথে পাইয়াছি নিজেরাও সেই পথে চলিব।[১] কিন্তু কুরআন করীম যখন তাহাদের পিতা-পিতামহগণকে পথ ভ্রষ্ট ও নির্বোধ ঘোষণা করিল ও হুযূর আলাইহিস্ সালাম বলিলেন ঃ او لو كان ابائهم لايعقلون ولا يهتدون অর্থাৎ যদিও তাহাদের পিতা পিতামহগণ পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ তবুও তাহারা তাহাদেরই অনুকরণ করিবে।[২] এতদ্‌শ্রবণ মাত্রই তাহাদের গাত্রদাহ শুরু হইয়া যায়। নিজেদের পূর্বপুরুষদের অবমাননা ও অমর্যাদা তাহারা কিরূপে সহ্য করিত? এই জন্যই তীব্রভাবে তাহারা বিরোধিতায় কোমর বাধিয়া দাঁড়ায়।

৫. পঞ্চম কারণ ঃ ইসলামের আযাদী ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কোরাইশের জন্য প্রকৃতই মৃত্যুর পরোয়ানা। তাহারা গর্ব ও অহংকার বশতঃ নিজদিগকে সমস্ত আরবের চাইতে উত্তম বলিয়া ধারণা করিত। এবং তাহারা তাহাদের দাসগণকে পশুর চাইতেও অধম মনে করিত। সমাজে দাসদের কোন মান সম্ভ্রম ছিল না। কিন্তু ইসলাম মনিব ও দাসকে এক কাতারে শামিল করিয়াছিল এবং কৌলিন্যের মাপকাঠি ছিল একমাত্র সুকর্ম ও তাকওয়া। ইসলাম গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে এই সমস্ত প্রভাব প্রাধান্য বিসর্জন দিতে হইত এবং দাসগণকে নিজেদের সমতুল্য ভ্রাতৃত্বের আসন দিতে হইত। এই জন্য তাহারা বিরোধিতা শুরু করে ও শত্রুতা সাধনে কোন কিছুই করিতে ছাড়ে নাই।

---

১. সূরা বাকারা রুকু -২০।

২. সূরা বাকারা রুকু- ২০।

www.pathagar.com

৬. ষষ্ঠ কারণ ঃ আরবের মানুষ ছিল অতিশয় আত্মগর্ব। নিজের বংশ, নিজের সন্তান সন্ততি ও নিজেদের সম্পদের উপর তাহাদের ভীষণ গর্ব ছিল। তাহারা ঐ তিনটিকেই মর্যাদা ও প্রাধান্যের তুলাদণ্ড হিসাবে গণ্য করত। বংশগত দিক হইতে যে যতখানি ভাল হইত, যাহার যত অধিক সন্তান হইত, যাহার নিকট যত অধিক সম্পদ থাকিত সেই পরিমানে সে কুলীন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইত এবং এই জাতীয় মানুষকে মানুষ মান, সম্ভ্রম, কৌলিন্য ও প্রভাবের অধিকারী বলিয়া মানিয়া লইত। ইহারই ভিত্তিতে এমন ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যদি আল্লাহ্ আমাদের সংশোধনের জন্য কোন নবী প্রেরণ করিতেনই তবে মক্কা বা তায়েফের কোন বড় মানুষকে নবী করিতেন। যেমন কুরআন করীম তাহাদের এই কথার উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ "তাহারা বলে যে, কেন এই কুরআন শহরদ্বয়ের (মক্কা ও তায়েফ) কোন বড় মানুষের নিকট অবতারিত হইল না"[১] (সূরা যুখরফ ঃ ৩১)। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিঃসন্দেহে বংশগত দিক হইতে অতিশয় কূলীন ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তাহাদের দৃষ্টিতে বংশধরদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সম্পদের অপরিমেয়তা ভিন্ন শুধুমাত্র বংশ মর্যাদা যথেষ্ট ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না ছিলেন সম্পদশালী, না ছিলেন অধিক সন্তানের জনক। কাজেই নাম ধাম ও বাহ্যিক জৌলুশ সর্বস্ব ব্যক্তিগণ কি করিয়া ইহা মানিয়া লইত? অতএব, তাহারা ভীষণভাবে বিরুদ্ধাচারন করিল।

৭. সপ্তম কারণ ঃ আসহাব-ই ফীল শুধুমাত্র শত্রুতা ও বৈরীতা এবং ক্ষমতা ও শক্তির গর্বে মত্ত হইয়া কা'বা আক্রমন করিয়াছিল। এবং অতিশয় জঘন্যভাবে ধ্বংস ও নির্মূল হইয়াছিল। এইজন্য কোরাইশরা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করিত। ইসলাম প্রতিমা পূজা হইতে লক্ষ যোজন দূরে এবং বহুলাংশে খৃষ্টবাদের নিকট এর ছিল। এমনকি তখন পর্যন্ত তাহারা সালাতও বাইতুল মুকাদ্দাসমুখী হইয়া কায়েম করিত, যাহা ছিল খৃষ্টানদের কিবলা ও কাবা। এই কারণেই আরবরা খৃষ্টানদের সাথে ইসলামের প্রতিও ঘৃণা পোষণ করিত।

৮. অষ্টম কারণ ঃ কোরাইশদের পক্ষ হইতে ইসলামের বিরুদ্ধাচারণের অষ্টম কারণ ছিল তাহাদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িকতা ও মন-কষাকষি। কোরাইশের দুইটি বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য কবীলা ছিল বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়া। ইহারা ছিল পরস্পরের ভীষণ বিরোধী ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী। এ জন্য বনূ উমাইয়া চিন্তা করিল যে, যদি বনূ হাশিম নবুয়্যত ও রিসালাত প্রাপ্ত হয় ও মানুষ সেই দিকে আকৃষ্ট হয় তবে আমাদের সমস্ত মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রম ধূলায় মিশিয়া যাইবে। এই জন্য বনূ উমাইয়া অতিশয়

১. এতদ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল মক্কার রয়ীস ওলীদ বিন মুগীরা ও তায়েফের সরদার আবূ মসঊদ সাকাফী। অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি কুরআন অবতরন করিতেনই তবে মুহাম্মদ (সা)-এর স্থলে এই দায়িত্বের জন্য ইহারাই উপযুক্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

তীব্রতার সহিত বিরোধিতা করিতে শুরু করে যাহাতে বনূ হাশিমের মধ্যে নবুয়্যত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বনূ উমাইয়া যেমন তীব্রতার সহিত ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছে এমনটি অন্য কোন কবীলা করে নাই অতএব বনূ উমাইয়ার সরদার আবূ সুফিয়ান ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করিতে কোন কিছুই করিতে বাকী রাখে নাই। সে নিজে বারংবার সৈন্য লইয়া মহানবী (সা) উপর আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে এবং আরবের সমস্ত কবীলাকে সে-ই ভীষণভাবে মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। যদি মক্কা বিজয়কালে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, আমি আমার দুষ্কর্ম ও কুকর্মের দরুন অবশ্যই হত হইব, ইসলাম গ্রহণ না করিত তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সে আমৃত্যু তাহার শত্রুতামূলক ক্রিয়াকলাপ হইতে বিরত হইত না। বনূ উমাইয়া বাদে মক্কার অপর বৃহৎ কবীলা ছিল বনূ মখযূম। তাহাদের এমন অহংকারজনিত মতিভ্রম ছিল যে, আমরা বনূ হাশিমের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কোন ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে আমাদের চাইতে অগ্রাধিকার দিব না।

এইজন্য বনূ উমাইয়ার সহিত বনূ মখযূমও মহানবী (সা)-এর ঘোরতর বিরোধিতা করিয়াছিল। হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ্ (রা)-এর পিতা ওলীদ বিন মুগীরা ছিল সেই কবীলার সরদার। তাহার ইসলামের সহিত শত্রুতার কুখ্যাতি ছিল। হযরত ইকরামা (রা)-এর পিতা আবূ জাহেলও ছিল সেই কাবীলারই অন্যতম ব্যক্তিত্ব। সে ছিল মক্কী জীবনে মহানবী (সা)-এর সবচাইতে বড় ও সবচাইতে ঘোরতর শত্রু। একদা সে মহানবী (সা)-এর সহিত তদীয় কবীলা বনূ মাখযূমের শত্রুতা ও বৈরীতার কথা যে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিল উহা ইবনু হিশাম নিম্নরূপে বিবৃত করিয়াছেন ঃ

একদা আখলাস বিন শোরাইফ আবূ জাহেল মখযূমীর নিকট গমন করে ও জিজ্ঞাসা করে যে, 'ওহে আবুল হাকাম! মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তোমার মতামত কি?" উত্তরে আবূ জাহেল তাহাকে বলেন, "আমরা এবং বনূ আবদি মানাফ (অর্থাৎ হাশিম বংশীয়গণ) সর্বদা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরুদ্ধ ছিলাম। তাহারা হাজীদের মেহমানদারী করিলে আমরাও করিতাম। তাহারা মেহমানের আদর আপ্যায়ন করিলে আমরাও করিতাম। তাহারা মানুষের খুন নির্গত করিলে আমরাও করিতাম। তাহারা দান দক্ষিণা করিলে আমরাও অধিক পরিমাণে করিতাম। মোট কথা, আমরা কোন কথায়, কোন ক্ষেত্রে, কোনক্রমেই তাহাদের চাইতে কম ছিলাম না। কাজেই এখন বনূ হাশিম এই নব বাতুলতার আশ্রয় লইয়াছে ও বলিতেছে "এই দেখ, আমাদের মধ্যে একজন রাসূল আছেন আর তোমাদের মধ্যে নাই।" হোবলের কসম, আমরা বনূ হাশিমের এই রাসূলের উপর কখনও বিশ্বাস স্থাপন করিব না।[১]

১. শিবলীর সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০২, সীরাতু ইবনি হিশাম পৃষ্ঠা-১০৮ মিশরে মুদ্রিত এর হাওলাক্রমে।

www.pathagar.com

৯. নবম কারণ ঃ কোরাইশদের সার্বিক বিরোধীতার অন্য একটি কারণ এই ছিল যে, তাহাদের বিরাট বিরাট রয়ীস, সরদার, সম্ভ্রান্ত ও প্রভাব- প্রতিপত্তিশালীগণ ছিল নিম্নস্তরের ফাসেক ও ফাজের। তাহারা বিলাসী ও নানা ধরনের মন্দাচারে এমনই আসক্ত ছিল যে, কুকর্ম তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। বনূ হাশিমের অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট রয়ীস আবূ লাহাব কুশিদ বৃত্তিতে এমন ভীষণভাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের সর্ববৃহৎ প্রতিমা গৃহ হইতে একটি স্বর্ণের হরিণ মূর্তি চুরি করিয়া বিক্রয় করিতেও কোনরূপ দ্বিধাগ্রস্ত হয় নাই। মক্কার প্রখ্যাত সরদার আনলাস বিন শোরাইক কুটনামী, চোগলখুরী ও দুইজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে খুব আনন্দ পাইত। নযর বিন হারিস প্রথম কাতারের মিথ্যাবাদী মানুষ ছিল। ওলীদ বিন মুগিরা, যে ছিল বনূ মখযূমের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিপত্তি ও প্রভাবশালী রয়ীস সে এক দুইটি নয় বরং অসংখ্য দুষ্কৃতির জন্য কুখ্যাত ছিল। কুরআন করীম তাহার কুকর্মগুলিকে একটি একটি করিয়া গণনা করিয়াছে। বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ - مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ - عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ -

অর্থাৎ (হে নবী (সা)! তুমি এমন হীন মানুষের পরোয়া করিওনা, যে ভীষণ কসম খোর, চরম পর্যায়ের চোগল খোর, সুকর্মে পাঠানোর বাধা-দানকারী অতিশয় দুঃশীল, কুকর্মী দুশ্চরিত্র, অতিশয় বিবাদ লিপ্ত, ভীষণ দুষ্ট ও ঘৃণা পোষণকারী মানুষ।[১]

যেহেতু ইসলাম সর্বপ্রকারের কুস্বভাব, সর্ব প্রকারের দুস্কর্ম, সর্বপ্রকারের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিলর্জ্জতার কথাকে তীব্রভাবে বাধা দিত এবং মুসলিম হওয়ার পরে ঐ সমস্ত পাপাচার হইতে তওবা করিতে হইত যে সব পাপাচারে কোরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তাহাদের জন সাধারণ লিপ্ত থাকিত। কাজেই ইসলাম গ্রহণের মধ্যে তাহারা নিজেদের মৃত্যুকেই দেখিতে পাইত। এই জন্য তাহারা নিজেদের সমস্ত বিলাসিতা ও কুকর্ম বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ঐ ইলাহী বাণীর তীব্র বিরোধিতা করিয়াছে। এবং এমন চাহে নাই যে, দুনিয়া ঐ জাতীয় ফিস্‌ক ও ফজূর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কুশল ও মঙ্গলের দিকে ধাবিত হউক।

১০. দশম কারণ ঃ বদভ্যাস ও চরিত্রহীনতা ছাড়াও তাহাদের মধ্যে দুর্বোধ্য কুধারণা ও বিস্ময়কর ধরনের অর্থহীন আচার আচরণের এমনই অধিক প্রচলন ছিল যে, উহার কোন সীমা ছিল না, এবং তাহারা ঐ সমস্ত আচার ও কুধারণায় ভীষণভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সমস্ত অনর্থক ব্যাপারে শত শত বৎসর যাবত জড়াইয়া থাকিবার দরুন তাহারা উহাতে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, যে কোন মূল্যেই তাহারা ঐগুলি ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না। ইহা বলিলে বাহুল্য হইবে না যে, ঐগুলি তাহাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইসলাম এই সমস্ত অর্থহীন রীতিনীতি হইতে বিরত রাখিত। এইজন্য তাহারা পূর্ণ শক্তিতে উহার বিরোধিতা করিয়াছিল।

---

১. تبرك الذى সূরাহ ن والقلم ৬৮, আয়াত ১০-১৩, রুকু-১।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহানবী আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে কোরাইশদের রীতিমত জোট গঠন

কোরাইশরা রাসূল (সা)-কে কেন হত্যা করিতে পারে নাই? ঃ ঐ সমস্ত কারণগুলির উপস্থিতিতে (যাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে) কোরাইশদের ন্যায় যোদ্ধা জাতির পক্ষে ইহা খুবই সহজ ব্যাপার ছিল যে, তাহারা মহানবী (সা)-কে শহীদ করিয়া নিজেদের পক্ষ হইতে এই কিস্‌সার ইতি টানিয়া দিত। বিশেষ করিয়া এমন অবস্থার মধ্যে যে, যখন তাছাড়া সামান্য সামান্য কথায় নির্দ্বিধায় একজন অপর জনকে হত্যা করিয়া ফেলিত। সামান্য কথার হেরফেরে তাহাদের তরবারী কোষমুক্ত হইত এবং দেখিতে না দেখিতে কবীলার পর কবীলা নির্মূল হইয়া যাইত। ভীত্তিহীন ও অবান্তর ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে হত্যা, খুনা-খুনির বাজার গরম হইয়া উঠিত। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাহারা শুধুমাত্র এই কারণে কলহ লিপ্ত থাকিত যে, একজনের উষ্ট্র অপর জনের জমিতে কেন গিয়াছে?

এই ধরনের হিংস্র নেকড়েদের পক্ষে মহানবী (সা)-কে শহীদ করিয়া ফেলা এমন কি কঠিন কাজ ছিল? এমন কি অসুবিধা তাহাদের পথের অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছিল যদ্দরুন তাহারা তাহাদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করিতে পারে নাই। উহার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. **প্রথম অসুবিধা ঃ** জাহিলিয়্যাহকালে বিরামহীন গৃহযুদ্ধ ও এক কবীলা কর্তৃক অপর কবীলার উপর আক্রমণ পরিচালনার দরুন কোরাইশদের সমর ক্ষমতা বহুলাংশে দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। এই দুর্বলতার ফলশ্রুতিতে তাহারা নিজেদেরকে নতুন কোন অসুবিধার মধ্যে জড়িত করিতে প্রস্তুত ছিল না।

২. **দ্বিতীয় অসুবিধা ঃ** স্বল্পকাল পূর্বেই ফুজ্জারের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। উহাতে অংশগ্রহণের দরুন কোরাইশদের অবস্থা নাজুক হইয়া গিয়াছিল এবং অপর কোন নতুন যুদ্ধ শুরু করিবার মত ক্ষমতা তাহাদের একেবারেই ছিল না। অপর কোন নতুন যুদ্ধ শুরু করার মধ্যে তাহারা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিল যে, পরিপূর্ণ ধ্বংসের দৈত্য তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। উহার পরে বাস্তবে তাহাদের আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকিবে না।

৪. **চতুর্থ অসুবিধা ঃ** তাহাদের পক্ষে মহানবী (সা)-কে শহীদ করিতে এমন নিশ্চিত আশংকাও দেখা যাইতে ছিল যে, যদি বনী হাশিম প্রতিশোধের জন্য উঠিয়া

www.pathagar.com

পড়িয়া লাগিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা বিরামহীনভাবে চলিতে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কতক কবীলা বনূ হাশিমের পক্ষাবলম্বন করিবে, কতক তাহাদের পক্ষে থাকিবে। এই উভয় জোটের মধ্যে গৃহযুদ্ধের এমন ধারা শুরু হইয়া যাইবে যাহা কোনদিন শেষ হইবে না।

৩. **তৃতীয় অসুবিধা** ঃ কোরাইশ ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিল যে, যদি আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর মারণাক্রমণ করি তবে আর আমাদের কুশল নাই। তৎক্ষণাৎ সারা আরবে কলহ ছড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে দোষী নির্দোষ সকলেই মারা যাইবে।

৫. **পঞ্চম অসুবিধা** ঃ কোরাইশদের অধিকাংশ লোকই একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিত। এক কবীলা অপর কবীলার সহিত সর্বক্ষণ যুদ্ধংদেহী ভাব লইয়া থাকিত। একই কবীলার লোকজনের মধ্যেও পারস্পরিক ঐক্য ছিল না এবং সর্বদা সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু এহেন ঘৃণা ও শত্রুতা সত্ত্বেও যদি কাহাকেও অপর কোন কবীলার কোন ব্যক্তি কোনক্রমে বিনা কারণে মারিয়া ফেলিত তখন মৃত ব্যক্তির পক্ষে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহাণার্থে মানুষ সশস্ত্র হইয়া মাঠে নামিয়া আসিত এবং সমগ্র কবীলা পারস্পরিক বিভেদ একদম ভুলিয়া গিয়া নিজেদের মানুষের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তৎক্ষণাৎ শৃংখলাবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া যাইত। এমতাবস্থায় কোন মানুষই এমন ধারণা পোষণ করিত না যে, মৃত ব্যক্তির সহিত আমার মনোমালিন্য ছিল। আমি কেন হত্যা বিনিময় গ্রহণার্থে এই কবীলার স্বপক্ষে থাকিব। বনূ হাশিমের সহিতও এমনি অবস্থা বিরাজিত ছিল। যদিও বনূ হাশিমের প্রায় সকল মানুষই মাযহাবী দৃষ্টিকোণ হইতে মহানবী (সা)-এর বিপক্ষে ছিল ও তাহারা ইসলাম গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু তথাপি যদি রাসূল (সা)-এর উপর কেহ হস্ত উত্তোলন করিত তবে সমগ্র বনূ হাশিম তাহাদের শত্রুতে পরিণত হইত এবং ঐ সময় পর্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে ধরিয়া জবাই করিয়া ফেলিত।

৬. **ষষ্ঠ অসুবিধা** ঃ কোরাইশের পক্ষে এই পথে আর একটি বড় অন্তরায় এই দেখা দিয়াছিল যে, মক্কার আবাদ প্রতিটি কবীলারই দুই চারিজন করিয়া মুসলিম হইয়া গিয়াছিল। কোরাইশ ধারণা করিয়াছিল যে, যদি আমরা এমন ইচ্ছা করি তবে উহার তাৎক্ষণিক ফল এই দেখা দিবে যে, যাহারা মুসলিম হইয়া গিয়াছে তাহারা একতাবদ্ধ হইয়া সুশৃংখলভাবে আমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করিবে। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত নিজ নিজ কবীলাও শামিল হইবে। ইহা অতিশয় সুস্পষ্ট যে, একা বনূ উমাইয়া বা একা বনূ মখযূমের পক্ষে মক্কার সমস্ত কবীলার বিরুদ্ধে লড়িবার ক্ষমতা ছিল না, যুদ্ধাবস্থায় তাহাদের ধ্বংস ও নির্মূল হওয়া নিশ্চিত ছিল। এই জন্য মক্কার কোরাইশরা শোনিত সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত ছিল না।

৭. **সপ্তম অসুবিধা** ঃ তাহারা এমনও চিন্তা করিয়াছিল যে, যদি আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করিয়াও ফেলি তাহাতেও কোন উপকার হইবে না। কেননা, মক্কার

www.pathagar.com

প্রতিটি কবীলায় এমন মানুষ বিদ্যমান ছিল যাহারা মুসলিম হইয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ এই ধরনের সমস্ত মানুষকে হত্যা করা সম্ভব না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ফিত্না শেষ হইবে না। যদি এমনটি করাও সম্ভব হয় তবু লাভের কোন আশা নাই। উপরন্তু বিপরীতে লোকসানের আশংকা নিশ্চিত। কেননা, যেই কবীলার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে তাহার হত্যা বিনিময় গ্রহণার্থে সেই কবীলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাড়াইবে। এমনিভাবে গৃহযুদ্ধের এমনই বিরতিহীন ধারা শুরু হইবে যাহাতে সকলেই অনিবার্যভাবে ধ্বংস হইবে।

এই সমস্ত অসুবিধা ও অন্তরায় বিদ্যমান ছিল। যদ্দরুন মহানবী (সা)-এর বিরোধী ও শত্রুদের সাহস হইতেছিল না যে, তাহারা তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া বনূ হাশিম ও ইহার মিত্র কবীলা সমূহ নিজেদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের প্রারম্ভ করতঃ নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করিবে। সাথে সাথে তাহারা কোন ক্রমেই এই অবস্থা সহ্য করিতে পারিতেছিল না যে, মহানবী (সা) নিতান্তই স্বাধীনভাবে খোলাখুলি তাহাদের মাবূদের মন্দাচার ও তদীয় আল্লাহ্র প্রশস্তি প্রচার করিয়া বেড়াইবেন আর কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার মত থাকিবে না। শত শত বছর যাবত প্রতিমা পূজার পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত থাকিবার দরুন হাজারবার চিন্তা করিবার পরেও তাহাদের মস্তিষ্কে এই কথা ধরিতেছিল না যে, হাজার হাজার খোদার উপস্থিতিতে তিনি একমাত্র অদৃশ্য এক আল্লাহ্র উপর কেন ঈমান আনিলেন?

২. **বিরুদ্ধাচারণ সুশৃংখলভাবে শুরু হইল** ঃ কোরাইশ তদীয় মাবূদদের সমর্থনে মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে এমনিই বিনা চিন্তা-ভাবনায় লাগিয়া যায় নাই। বরং অতিশয় চিন্তা-ভাবনার পরে এই কার্যের জন্য রীতিমত পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছে। উহাতে অতিশয় সাবধানতার সহিত এই দিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে, যথা সম্ভব মারামারি ও খুনা-খুনীকে পরিহার করিয়া এমন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহা বাস্তবায়ন করিলে মুহাম্মদ (সা)-এর সমগ্র প্রচার প্রচেষ্টা নিষ্ফল ও প্রভাবহীন হইয়া পড়িবে। এবং এই নতুন আন্দোলন দানা বাধিবার পূর্বেই অপরিচিতির গহ্বরে ঢাকা পড়িবে।

৩. **সেই সুসংগঠিত বিরুদ্ধাচারণের বিবরণ** ঃ মহানবী (সা)-এর প্রচার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার জন্য কোরাইশ যে পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিল উহার মৌলিক দফা ছিল তিনিটি ঃ

১. **কোমলতা ও খোশামুদী** ঃ অর্থাৎ প্রথম দিকে তোষামোদ, প্রেম, প্রীতি ও লোভ প্রদর্শন করিয়া মুহাম্মদ (সা)-কে তাহার প্রচারণী দায়িত্ব পালন হইতে বিরত রাখা।

২. **অত্যাচার ও উৎপীড়ন** ঃ অর্থাৎ যদি ঐ ভাবে কাজ না হয় এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁহার প্রচার কার্য হইতে বিরত না হন তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট দেওয়া

www.pathagar.com

হইবে। তাঁহাকে দুর্নাম ও অপদস্ত করা হইবে। এইভাবে তিনি (সা) ভীত হইয়া নিজের মান সম্ভ্রম রক্ষাকল্পে এই কার্য পরিত্যাগ করিবেন।

৩. শক্তি ও বল প্রয়োগ ঃ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গী, অনুসারী ও অনুগামীগণকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হইবে তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখা হইবে। যাহার উপর সম্ভব হইবে তাহাকে এমন কঠিন উৎপীড়ন করা হইবে যে, তাহা দেখিয়া যেন অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে ও তাদের পর যেন অন্য কেহ ইসলাম গ্রহণে সাহসী না হয়। বরং যাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও যেন ঐ সমস্ত উৎপীড়ন প্রত্যক্ষ করিয়া উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেই ধর্ম পরিত্যাগ করে।

৪ . শত্রুতার পরিকল্পনার প্রথম দফার দু'টি অংশ ঃ মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিবার মানসে যে পরিকল্পনা কোরাইশরা তৈরী করিয়াছিল উহার প্রথম দফাকে সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের মানসে তাহারা উহাকে দুই অংশে বিভক্ত করিল।

(ক) প্রথম অংশ ছিল– মহানবী (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আবূ তালিবের মাধ্যমে তাঁহার উপর চাপ সৃষ্টি করা হউক যে, তিনি যেন এই কাজ হইতে বিরত হন।

(খ) দ্বিতীয় অংশ ছিল– যদি প্রথম তদবীরে কার্য সিদ্ধি না হয় তবে সরাসরি মহানবী (সা)-এর সহিত আলাপ করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব এই ঝগড়ার অবসান ঘটাইতে হইবে।

৫. হযরত আবূ তালিবের নিকট কোরাইশের প্রত্যাশা ঃ প্রথম দিকে কোরাইশগণ আশা পোষণ করিতেছিল যে, পরিকল্পনার প্রথম অংশ বাস্তবায়ন করিলে ইপ্সিত ফল দেখা দিবে আর দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়নের প্রয়োজন হইবে না। কেননা, তাহারা প্রথমে জানিয়াছিল যে, আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে শিশুকাল হইতেই সীমাতীত আদর যত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এবং নিজ সন্তানদের চাইতে তাঁহার প্রতি অধিক স্নেহশীল ছিলেন। মুহাম্মদ (সা) পিতৃব্যের এই এহসানকে কখনও ভুলিতে পারিবে না। আমরা যখন মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝাইবার জন্য আবূ তালিবকে অনুরোধ করিব তখন মুহাম্মদ (সা) পিতৃব্যের কথা অমান্য করিবে না এবং অবশ্যই প্রচার কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবে। কোরাইশের এই ধারণাকে মিশরের প্রখ্যাত অধ্যাপক আবদুল মুতায়াল আস সায়ীদী তৎকৃত পুস্তক আসসিয়াসাতুল ইসলামিয়্যা ফী আহদিন নবুওয়্যাহ-তে এই ভাবে প্রকাশ করিতেছেন ঃ

"যেহেতু কোরাইশ আবূ তালিবের মর্যাদা, কৌলিন্য ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, কাজেই কোরাইশরা রাসূল করীম (সা)-এর বিরুদ্ধাচারণে বিশেষ জোর দেয় নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, আমরা আবূ তালিবের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই নতুন ধর্ম প্রচার হইতে নিবৃত্ত রাখিতে সক্ষম হইব।"

www.pathagar.com

ক. মহানবী (সা)-এর প্রচার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আবূ তালিব সকাশে কোরাইশ প্রতিনিধিদল

১. প্রথম প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে কোরাইশগণ এহেন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মক্কার যোগ্য এবং গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে। এই প্রতিনিধি দলের কতিপয় সদস্যের নাম ইবনূ হিশাম নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

(১) উতবা বিন রবীয়া (২) শায়বা বিন রবীয়া (৩) আবূ সুফিয়ান বিন হরব (৪) আবূল বখতরী আস বিন হিশাম (৫) আসওয়াদ বিন মুত্তালিব (৬) আবুল হাকাম আমর বিন হিশাম (আবু জেহেল) (৭) ওলীদ বিন মুগীরা (৮) নোবাইহ্ বিন হাজ্জাজ (৯) মাম্বাহ বিন হাজ্জাজ (১০) আস বিন ওয়ায়েল। ইহারা ব্যতীত আরও অনেক লোক ছিল। ইবনু হিশাম এই প্রতিনিধি দলের অবস্থা এইভাবে বিবৃত করিতেছেন ঃ

এই সমস্ত ব্যক্তি জমায়েত ইহয়া আবূ তালিবের নিকট আগমন করে ও তাহাকে বলে ওহে আবূ তালিব! আমরা সকলে আপনার নিকট এই জন্য আগমন করিয়াছি যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা) আজকাল শহরে যে ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে সে সম্পর্কে অবশ্যই আপনি অনবহিত নহেন। সে বরাবর এবং প্রকাশ্যে আমাদের মা'বূদগণকে গাল-মন্দ করে। আমাদের পিতা-পিতামহগণকে পথ ভ্রষ্ট ও নির্বোধ আখ্যায়িত করে। তাহার গাল মন্দের দরুন আমরা অতিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি ও বাধ্য হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া দিন যে, সে যেন আমাদের মা'বূদগণকে গাল-মন্দ না করে। আমাদের পিতা-পিতামহগণকে পথভ্রষ্ট, নির্বোধ ও মুর্খ বলিয়া অভিহিত না করে। আপনি যদি তাঁহাকে নিষেধ না করেন বা নিষেধ করিতে না চাহেন তাহা হইলে আপনি তাহাকে সহায়তা করা হইতে বিরত থাকুন আমরা নিজেরাই তাহার সহিত বুঝাপড়া করিয়া লইব। আশাকরি, আপনি আমাদের পক্ষে আসিবেন এবং তাহার ও আমাদের মধ্যকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। আমরা ইহা বলিবার জন্যই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

আবূ তালিব প্রতিনিধি দলের এই বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের সহিত অতিশয় নম্র ভদ্রোচিত আচরন করে ও তাহাদের সহিত সৌহার্দ ও সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলেন। তাহাদিগকে খুবই আদর আপ্যায়ন করেন। অতঃপর অতিশয় মর্যাদার সহিত বিদায় করিয়া দেন।[১]

প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য আবূ তালিবের সুব্যবহারে অতিশয় প্রভাবিত হয় ও এই প্রত্যয় লইয়া প্রত্যাবর্তন করে যে, তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ইসলাম প্রচার হইতে তাৎক্ষণিকভাবে নিবৃত্ত থাকিতে নির্দেশ দান করিবেন।

---

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৮৬।

www.pathagar.com

২. কোরাইশগণ মহানবী (সা)-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে ঃ হযরত আবূ তালিবের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে কিছুদিন কোরাইশগণ তাহাদের প্রচেষ্টার ফল প্রকাশের আশায় অপেক্ষা করিতে থাকেন কিন্তু যখন তাহারা প্রত্যক্ষ করিল যে, উহাতে কোন ফল লাভ হইল না এবং মহানবী (সা) যথারীতি ইসলাম প্রচার ও তাহাদের মা'বূদের প্রতি কটুক্তি প্রকাশে লিপ্ত রহিয়াছেন। তখন তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টার নিষ্ফলতায় অতিশয় ক্রোধান্বিত হয়। তাহারা মহানবী (সা)-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। তাহারা তাঁহার শত্রুতে পরিণত হয় এবং তাহারা তাহাদের নিজেদের আলোচনা বৈঠকে তাঁদের আলোচনা অতিশয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে করিতে থাকে। তাহারা তাঁহার বিরোধিতা ও শত্রুতা সাধনকল্পে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয় ও তাঁহার সহিত শত্রুতা পোষণের জন্য পরস্পর পরস্পরকে উত্তেজিত করিতে থাকে।[১] কিন্তু মহানবী (সা) তাহাদের বিরুদ্ধে না কোনরূপ প্রতিহিংসামূলক তদবীর গ্রহণ করিয়াছেন, না তাহাদের শত্রুতার দরুন কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেন। বরং তিনি নীরবে অথচ অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল সহকারে যথারীতি সত্যের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের কার্যে ব্যপৃত থাকেন।

৩. কোরাইশদের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল ঃ এই কার্যক্রমের পরেও যখন মহানবী (সা) তাহাদের কোনরূপ পরোয়া করিলেন না, তখন তাহারা বাধ্য হইয়া হযরত আবূ তালিবের খিদমতে প্রেরণের উদ্দেশ্যে অন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে। ঐ প্রতিনিধি দলের অবস্থা তাবারীর ভাষায় শ্রবণ করুন। তিনি বলেন, "অতঃপর দ্বিতীয়বার কোরাইশগণ তাহাদের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া আবূ তালিবের নিকট গমন করেও তাহাকে বলে—

"আপনি আমাদের জাতির মধ্যে অত্যন্ত ভদ্র ও বয়োবৃদ্ধ বুযুর্গ, আমাদের হৃদয় আপনার প্রতি ও সম্মানের আবেগে পূর্ণ। আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নতুন ধর্ম প্রচার করা হইতে নিবৃত্ত রাখুন, যাহাতে ফাসাদ বৈ আর কোন উপকার নাই। কিন্তু আপনি তাঁহাকে নিষেধ করেন নাই। সে আপনার সহায়তা পাইয়া বরাবর আমাদের মাবূদদেরকে গালাগালি দিতেছে। সে আমাদিগকে নাপাক, কদর্য, বিশ্বদূরাচারী, ও শয়তানের বংশধর ইত্যাকার নামে সম্বোধন করিতেছে। আমাদের পূজা প্রতিমাগুলি সম্পর্কে বলিতেছে যে, এইগুলি জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হইবে। আমাদের বুযুর্গগণকে নির্বোধ ও আমাদের পিতা-পিতামহগণকে ভ্রষ্ট বলিতেছে। এই জন্য আমরা আর কোন ক্রমেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছিনা। হয় আপনি তাহাকে নিষেধ করিয়া দিন বা তাঁহাকে সহায়তা দান করা হইতে দূরে সরিয়া যান। অন্যথায় আমরা আপনাকে জানাইয়া দিতেছি যে, আমরা আপনার ও আপনার সমর্থিতদের বিরুদ্ধে ঘোরতর মোকাবিলায় অবতীর্ণ

১. তারীখ-ই-তাবারী, প্রথম খন্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-৮০।

www.pathagar.com

হইব। উভয় দলের একদল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এই মুকাবিলা অব্যাহত থাকবে এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পরে আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে ডাকাইয়া আনান ও তাঁহাকে বলেন, "ওহে আমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার জাতি আমার নিকট আগমন করিয়া তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগের খাতা খুলিয়াছে। তোমার উত্তেজনাপূর্ণ কথার দরুন জাতি তোমার শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। ইহার অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, এই ক্রোধে তাহারা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও।"

ইহা শ্রবণ করিয়া মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, "চাচাজান। এই পথে যদি আমাকে মৃত্যুবরণও করিতে হয় তথাপি আমি সানন্দচিত্তে নিজের জন্য এই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইব। আমার জীবন আল্লাহ্র পথে ওয়াকফকৃত রহিয়াছে এবং মৃত্যুভয়ে সত্য প্রচার হইতে বিরত হইতে পারি না।

ওহে চাচাজান! যদি আপনার পক্ষে নিজের কষ্টের খেয়াল হইয়া থাকে তবে অবশ্যই আপনি আমাকে আপনার আশ্রয় প্রদান হইতে বিরত থাকুন। কিন্তু আমি সত্য প্রচার হইতে কখনও বিরত থাকিতে পারিব না, যে পর্যন্ত ইলাহী নির্দেশাবলী মানুষের নিকট পৌঁছাইতে না পারি। আল্লাহ্র কসম, যদি এই সমস্ত লোক আমার এক হস্তে সূর্য ও অপর হস্তে চন্দ্রও আনিয়া দেয়– তবু আমি আমার দায়িত্ব সম্পাদনে নিবৃত্ত থাকিব না। আমি নিজ কর্মে সর্বদা ও বিরামহীনভাবে লাগিয়া থাকিব– যতদিন আল্লাহ্ তা'আলা উহা পরিপূর্ণ না করেন বা আমি ঐ প্রয়াসে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হই।"

মহানবী (সা) এই ভাষণ পেশ করিতেছিলেন আর তাঁহার পবিত্র চেহারায় সত্যতার নূরানিয়্যতে পরিপূর্ণ বেদনা ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। মহানবী (সা) স্বীয় ভাষণ শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান ও চলিয়া যান। আবূ তালিবের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন নাই।

হযরত আবূ তালিব ভ্রাতুষ্পুত্রের নেত্রে অশ্রু দেখিতে পাইয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আওয়াজ দেন। উহাতে রাসূল (সা) ফিরিয়া আসেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আবূ তালিবের চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে। তিনি রোদনের স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন ও বলিতে লাগিলেন! ভ্রাতুষ্পুত্র! যাও এবং নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্ত মনে নিজ কর্তব্যে লিপ্ত থাক। যতদিন আমি জীবিত আছি ও আমার মধ্যে শক্তি আছে কোন ব্যক্তি তোমার দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পর্যন্ত পারিবে না। আমি সর্বক্ষেত্রে তোমার পক্ষে থাকিব ও তাহাদের সকলের সঙ্গে বুঝাপড়া করিব।[১]

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠ-৮৬; তারীখ-ই-তাবারী ১ম খন্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-৮৫; তারীখ-ই-ইবনু আসীর ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৬-১০৭।

www.pathagar.com

৪. **তৃতীয় প্রতিনিধিদল (একটি হাস্যকর প্রস্তাব পেশ) ঃ** কোরাইশের দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলের আবূ তালিবের নিকট গমন করায় কোন ফল হয় নাই। না হযরত আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে সাহায্য ও সমর্থন করা হইতে বিরত রহিয়াছেন, না মহানবী (সা) সত্য প্রচার বন্ধ করিয়াছেন। উহাতে কতিপয় চপলমতি ব্যক্তি পারস্পরিক সমঝোতার জন্য একটি বিস্ময়কর ও অভাবনীয় প্রস্তাবের চিন্তা করে। আম্মারাহ্ বিন ওলীদ বিন মুগীরা ছিল একজন সুদর্শন সৌম্যকান্তি, চালাক চতুর ও অসম সাহসী যুবক। কোরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহার পিতার নিকট গমন করে ও তাহার সহিত পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরে তাহাকে লইয়া আবূ তালিবের সমীপে আগমন করে ও বলিতে থাকে "মুহাম্মদ (সা)-এর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমরা দুইবার অতিশয় বিনয়ের সাথে কোমলভাবে আপনার খিদমতে আবেদন জানাইয়াছি, কিন্তু মাননীয় সরদার! আপনি আমাদের আবেগের সামান্যতম মূল্য প্রদান করেন নাই। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এমন অবাধ স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন যে, সে দিবা রাত্রি আমাদের মা'বূদগণকে অপমান ও আমাদিগকে অপদস্ত করিয়া চলিয়াছে। আমরা একেবারেই অসহ্য হইয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার মানসে আপনার সমীপে একটি সুন্দর যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি, যদি আপনি তাহাতে সম্মত হন। সেই প্রস্তাব এই যে, আমরা কোরাইশের সুন্দরতম ও যোগ্য সন্তান আম্মারা বিন ওলীদকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি ও তাহাকে আপনার খিদমতে পেশ করিতেছি। আপনি মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবর্তে তাহাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করুন। সে অতিশয় ভক্তিভরে আপনার বাধ্য থাকিবে এবং প্রতিটি কথায় ও কাজে আপনার নির্দেশ মানিয়া চলিবে। সে সুশ্রী ও সৌম্যকান্ত হওয়ার সাথে সাথে খুব বুদ্ধিমান ও ধীশক্তির অধিকারীও বটে, সাহসী ও শৌর্যশালীও বটে, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবানও বটে। আপনি তাহার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতায় প্রীত হইবেন। এবং তাহার দ্বারা আপনি বহুলভাবে উপকৃত হইবেন। আপনি তাহাকে আপনার নিকট রাখুন ও মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের হস্তে তুলিয়া দিন। বলুন আপনার কি মত?"

ইহাতে আবূ তালিব বলিলেন, "ইহা বিবেক সম্মত নহে বরং নিতান্তই যুলুমমূলক প্রস্তাব যাহা আপনারা আমার নিকট পেশ করিলেন। ইহা কোথাকার ইনসাফ যে, আমি তো আপনাদের সন্তানকে প্রতিপালন করিব, তাহাকে খাওয়াইব পরাইব আর আপনারা আমার সন্তানকে হত্যা করিবেন। আল্লাহ্র কসম ইহা কক্ষনও হইতে পারেনা যে, আমি আপন সন্তানকে আপনাদের হস্তে তুলিয়া দিব।"

ইহাতে মুতয়িম বিন আদী বিন নওফিল বিন আবদি মানাফ আবূ তালিবকে বলিলেন যে, আবূ তালিব! জাতি আপনার সম্মুখে যে প্রস্তাব করিয়াছে উহা ইনসাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত, আপনি উহা না মানিলে উহা হইবে আপনার গোড়ামী। বাহ্যতঃ ইহাই দেখা যাইতেছে যে, আমরা আপনাকে যতই বুঝাইনা কেন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আপনার ভালবাসা এমন গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে যে,

www.pathagar.com

আপনি তাহা মানিবেন না। মুতয়িমের এই কথা শ্রবণ করিয়া আবূ তালিবের ভীষণ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন– জাতিতো ইহা ইনসাফভিত্তিকভাবে বলে নাই, কিন্তু আমার মনে হয় তোমার ধারণা এইরূপ যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া জাতির পক্ষাবলম্বন করিতেছ এবং তুমিই জাতিকে ফুসলাইয়া আমার নিকট লইয়া আসিয়াছ। যাও, যাহা ইচ্ছা কর"।

ইহাতে অনেক তিক্ত কথার অবতারণা হয় এবং ইহা গালি গালাজ পর্যন্ত পৌঁছে।[১]

৫. চতুর্থ প্রতিনিধি দল (একটি অভিনব প্রস্তাব) ঃ হযরত আবূ তালিব সকাশে তিনবার আগমন ও নিষ্ফল হওয়ার পরেও কোরাইশগণ নিরুৎসাহ হয় নাই। এবং শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে একটি নতুন ও অভিনব প্রস্তাব লইয়া তাহারা হযরত আবূ তালিব সকাশে পেশ করিবার জন্য হাযির হইতে চাহে। অতএব, আমর ইবনু হিশাম (আবূ জেহেল), আস বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব, আসওয়াদ বিন আবদু ইয়াগূস এবং জাতির অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একস্থানে জমায়েত হয় এবং পরস্পর পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আবূ তালিব সকাশে গমন করিয়া আলাপের মাধ্যমে এই মজলিসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করি। যদি সে আমাদের সহিত ঐক্যমতে পৌঁছে তবে সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে দিক যে, সে যেন আর আমাদের মা'বূদদেরকে গাল মন্দ করা হইতে বিরত থাকে যাহাতে এই ব্যাপারে আর কোন বাড়াবাড়ি না হতে পারে এবং এই সাথেই ইহার ইতি হয়। কেননা, আমরা আশঙ্কা করিতেছি যে, যদি এই বুযুর্গের মৃত্যু হয় ও তৎপরে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দ্বারা নির্যাতিত হয় সেমতাবস্থায় সমস্ত আরব আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে যে, পিতৃব্যের জীবদ্দশায় তো কোন কিছু করা সম্ভব হয় নাই, তাহার মৃত্যুর পরেই তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে।

কাজেই কোরাইশদের সেই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মুত্তালিব নামক জনৈক ব্যক্তিকে আবূ তালিবের নিকট প্রেরণ করে। সে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলে যে, কোরাইশদের বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপনার নিকট আগমন করার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচার কার্য সম্পর্কে শেষবারের মত আপনার সাথে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চাহেন। আপনি তাহাদিগকে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।

হযরত আবূ তালিব কর্তৃক অনুমতি প্রদত্ত হইলে কোরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাহার খিদমতে হাযির হইয়া বলে "হে আমাদের বুযুর্গ ও মাননীয় সরদার! আমাদের হৃদয়ে আপনার সম্পর্কে যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্ভ্রম বোধ রহিয়াছে। আমরা আজি চতুর্থবারের মত আপনার খিদমতে হাযির হইয়াছি এই জন্য যে, আপনি আপনার

১. তারীখ-ই-ইবনি কাসীর ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৭ অনুরূপ তারিখ-ই-তাবারী প্রথম খন্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-৮৩।

www.pathagar.com

ভ্রাতুষ্পুত্রের বিপরীতে আমাদের সহিত ইনসাফ করুন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে সন্ধি স্থাপনের জন্য আমরা একটি সুন্দর তদবীর বাহির করিয়াছি। যদি আপনি ও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এই প্রস্তাব মানিয়া নেন তবে গৃহযুদ্ধ একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে ও মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। সন্ধির সেই প্রস্তাব এই যে, না আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের মা'বূদগণকে মন্দ বলিবে, না আমরা তাহার এক আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করিব। সে তাঁহার আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, আমরা আমাদের মা'বূদদের উপাসনা করিব। আপনি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন যে, ঝগড়া ফাসাদ বন্ধ করিবার জন্য ইহা কত সুন্দর প্রস্তাব। বলুন, আপনার কি ধারণা?"

কোরাইশ নেতৃবৃন্দের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া হযরত আবূ তালিব বলিলেন, "আপনারা তশরীফ রক্ষা করুন, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে ডাকাইয়া আনিতেছি এবং এই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

হযরত আবূ তালিব একজন লোক প্রেরণ করিয়া মহানবী (সা)-কে ডাকিয়া পাঠান। রাসূল (সা) তশরীফ আনিলে হযরত আবূ তালিব তাঁহাকে বলেন, ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! ইহারা হইলেন তোমার জাতির বিশিষ্ট বুযুর্গ, নেতা ও সরদারবৃন্দ, ইহারা আমার নিকট এই উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন যে, তোমার প্রচারকার্য সম্পর্কে এক সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করিবেন। ইহারা বলেন যে, পারস্পরিক সমঝোতার সহজ পন্থা এই যে, না তুমি তাহাদের মা'বূদগণকে মন্দ বলিবে না তাহারা তোমার আল্লাহ্ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিবে। নিশ্চিন্ত মনে ইহারা ইহাদের মা'বূদদের উপাসনা করিবেন, আর নিঃশঙ্ক মনে তুমি তোমার আল্লাহ্র ইবাদত করিবে। এইভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে চলিবে এবং কেহ অপর কাহারো ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না।"

ইহাতে মহানবী (সা) হযরত আবূ তালিবকে বলিলেন "পিতৃব্য! আমি কি তাহাদিগকে এমন কথার প্রতি আহবান জানাইবনা যাহা তাহাদের এই প্রতিমা পূজার চাইতে লক্ষ্যগুণ শ্রেষ্ঠ? এবং যাহা গ্রহণ করিলে তাহারা সবিশেষ উপকৃত হইবে?"

হযরত আবূ তালিব বলিলেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! বল, সেই কথা কি যাহার প্রশিক্ষণ তুমি জাতিকে দিতে চাহিতেছ, আমিও একটু শ্রবণ করি।"

রাসূল (সা) বলিলেন, "পিতৃব্য! যদি তাহারা আমার একটি কথা মানিয়া লয় তবে আমি ওয়াদা করিতেছি যে, সমগ্র আরব ও আযমের উপর তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং তাহারা অন্যের কোন অংশীদারীত্ব ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার মালিক হইতে পারিবে। আর কোন মানুষ তাহাদের নির্দেশের বিরোধিতা করিতে পারিবে না।"

উহাতে আবূ জেহেল অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বলিল "মুহাম্মদ (সা)! তুমি তো আজ অতিশয় বিস্ময়কর ধরনের কথা বলিতেছ। এই সম্পর্কে তোমার মস্তিষ্কে যে পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহা অবশ্যই আমাদের নিকট বিবৃত কর। আমরা মনে প্রাণে

www.pathagar.com

এই কথা বা এই ধরনের দশটি কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত রহিয়াছি। তোমাকে তোমার মরহুম পিতার কসম, বল উহা কোন কথা যদ্দারা আমরা আরব ও আজমের উপর কর্তৃত্ব পাইতে পারি?"

মহানবী (সা) আবূ জেহেলের উত্তরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিলেন ঐ কথা শুধুমাত্র এই যে, তোমরা আন্তরিকতার সহিত لا إله إلا الله তে বিশ্বাস স্থাপন কর, মুখে উহা স্বীকার কর এবং অন্তরে সত্যিকারভাবে উহা মানিয়া লও, ইহার ফলাফল তোমরা দেখিতে পাইবে।"

হয়তো বা তাহারা অতিশয় মনোযোগ সহকারে রাসূল (সা)-এর ঐ কথা শ্রবণ করিবার জন্য যদ্বারা তাহারা মুহূর্তের মধ্যে আরব ও আজমের মালিক হইয়া যাইবে, উৎসৌক্যভরে অপেক্ষমান ছিল অথবা তাহারা রাসূল (সা)-এর এই বক্তব্য শ্রবণ করা মাত্রই তাহাদের মুখ লটকাইয়া গিয়াছিল ও তাহাদের গর্দান ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বলিল না, ইহাতো আমরা মানিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু বলিবে মানিয়া লইব।" রাসূল (সা) বললেন, "যদি তোমরা সূর্যকে আমার হস্তে রাখিয়া দাও তবুও আমি অন্য কোন কথা বলিতে পারিব না। এই কথাকে গ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল। অন্যথায় ধ্বংস ও নির্মূল হইয়া যাইবে, আর তোমাদের খোদাও তোমাদের কোন উপকারে আসিবে না। তোমাদের জন্য ইহাই হইল আমার প্রথম ও শেষ উপদেশ।"

এই কথা শুনিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়ায় এবং ক্রোধভরে এই বলিতে বলিতে চলিয়া যায় যে, আমরা তো এই উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলাম যে, তোমার সহিত অত্যন্ত সহজ ও ইনসাফপূর্ণ শর্তাবলীতে সম্মানজনক সমঝোতায় উপনীত হইব। যাহাতে ভবিষ্যতের জন্য শহরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু তুমি অতিশয় নাইনসাফীর সহিত নিজের জিদ বজায় রাখিতেছ। আচ্ছা আজ হইতে আমরাও তোমাকে ও তোমার সেই আল্লাহ্কে যিনি তোমাকে এমন নির্দেশ দান করিয়াছেন অবশ্যই গালাগালি দিব।[১] এই কথার বক্তা ছিল আবূ জেহেল অথবা উকবা বিন আবী মুয়ীত।[২]

খ. কোরাইশের প্রতিনিধি দল মহানবী (সা)-এর খিদমতে

কোরাইশ বারংবার হযরত আবূ তালিবের খিদমতে হাযির হইয়া ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, না তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে এই প্রচারকার্য হইতে নিবৃত্ত করিবেন, না তিনি তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্য সহায়তা হইতে বিরত হইবেন, না তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হাওলা করিবেন, এমতাবস্থায় অতিশয় নিরূপায় হইয়া তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ পরিকল্পনার দ্বিতীয় দফা বাস্তবায়নের ইচ্ছা করিল।

১. তারীখ-ই-তাবারী প্রথম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ পৃষ্ঠা-৮১।

২. তবকাতে-ই-ইবনি সায়াদ, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা -১৩৫।

www.pathagar.com

অর্থাৎ সরাসরি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট হাযির হইয়া তাঁহাকে সম্ভাব্য সর্বপন্থায় সত্যের প্রচার ও দ্বীনের তাবলীগ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য যথারীতি প্রয়াসী হইবে। যেমন ঃ

১. প্রথম প্রতিনিধিদল ঃ এই ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর খিদমতে কোরাইশদের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সর্ব প্রথম যে প্রতিনিধিদল আগমন করিয়াছিল উহার অবস্থা সায়ীদ বিন যিয়া মাওলা আবিল বখতরীর নিকট হইতে, ইব্ন জরীর তদীয় তফসীরে, ইব্ন আবী হাতিম তদীয় মাসনাদে ও ইব্ন আম্বারী তদীয় মাসাহিফে এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

কোরাইশের সরদার ও রয়ীস যাহাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ওলীদ বিন মুগীরা, আস বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন আল মুত্তালিব ও উমাইয়া বিন খল্ফ প্রমুখ একস্থানে জমায়েত হয় এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে যে, এমন কি পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে যাহাতে মুহাম্মদ (সা) তাঁহার দ্বীন প্রচার হইতে নিবৃত্ত থাকেন। এইভাবে প্রতিদিনের বিবাদের অবসান ঘটিতে পারে। অবশেষে কিছু আলাপ-আলোচনা পরে তাহারা একটি প্রস্তাবে ঐক্যমতে পৌঁছে ও সকলে একত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয় ও বলে যে "মুহাম্মদ (সা) আজ আমরা আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি যে, আপনি আপনার প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র জাতির মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অন্ততঃ কিছুটা দূর করা হউক। এবং অতিশয় সহজ ও গ্রহণযোগ্য কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে আপনার সহিত যুক্তিযুক্ত ও সম্মানজনক সমঝোতা করা হউক। এমন সমঝোতা যাহা বাস্তবায়ন করিলে না আপনার কোন ক্ষতি হইবে, না আমাদের, আপনিও সুখে থাকুন আর আমরাও। এই পারস্পরিক সমঝোতার জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা ও শলা পরামর্শের পরে আমরা যে প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছি, যদি আপনি সমঝোতার জন্য প্রস্তুত থাকেন তবে আপনার সম্মুখে পেশ করি?"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিলেন "হ্যাঁ, বলুন, সমঝোতার জন্য আপনারা কি প্রস্তাব চিন্তা করিয়াছেন?"

কোরাইশ সরদারগণ উত্তর দিলেন, আমরা এই প্রস্তাবে উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার কথা বিবেচনা করিয়াছি। আশা করি, আপনি আমাদের সহিত একমত হইবেন যাহাতে প্রতিদিনের ঝগড়া ও যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটিতে পারে। ঐ প্রস্তাব আমরা এমনভাবে চিন্তা করিয়াছি যে, যদি আপনি সম্মত থাকেন তবে আমরা সকলে আপনার একমাত্র আল্লাহ্র উপাসনা করিব। আমাদের পক্ষ হইতে এমনটি করিতে কোন দ্বিধা হইবে না। তবে শর্ত হইবে এই যে, ইহার বিনিময়ে আপনিও আমাদের খোদাসমূহ লাত, উয্যা, হোবল, মানাত ইত্যকারের পূজা করিবেন। না আপনি আমাদের খোদাদের অপদস্ত করিবেন, না আমরা আপনার আল্লাহ্কে অসম্মান করিব।

www.pathagar.com

এমনটি করিলে আমরা দ্বীনের ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের অংশীদার ও সহায়ক হইব। আপনার প্রচারের দরুন সমগ্র মক্কায় যে ঝগড়া ফাসাদ বিরাজিত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণরূপে অবসান ঘটিবে।"

এইরূপ করিলে একটি উপকার ইহাও হইবে যে, সেই পুরাতন বিশ্বাস যাহাতে আমরা রহিয়াছি উহা যদি আপনার পেশকৃত আকীদা হইতে শ্রেয় হয় তবে উহাতে আমল করিবার দরুন আপনি সওয়াবের ভাগী হইতে পারিবেন। আবার আপনি যে নতুন আকীদা পেশ করিতেছেন উহা যদি আমাদের পুরাতন আকীদা হইতে শ্রেয় হয় তবে ইহাতে আমল করিয়া আমরাও সওয়াবের অংশীদার হইতে পারিব। অতএব, শীঘ্র বলুন আপনি সমঝোতার-জন্য এই প্রস্তাবে সম্মত আছেন কি না।"

বাহ্যতঃই বুঝা যায় যে, ইহা ছিল একটি হাস্যকর প্রস্তাব। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি মূর্তি পূজার মূলোৎপাটন ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা কল্পে দুনিয়ায় তশরীফ আনিয়াছিলেন এবং দিবা রাত্র তদীয় পবিত্র আকীদা প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালনে অতিশয় হৃদ্যতা ও একাগ্রতার সহিত লিপ্ত ছিলেন তিনি কি করিয়া এক আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া মূর্তি ও পাথরকে পূজা করিতে পারেন। কাজেই কোরাইশদের এই প্রস্তাবের উত্তর আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে দিয়াছেন ঃ

قُلْ يَآيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ـ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآاَعْبُدُ ـ وَلَآ اَنَا
عَابِدٌ مَّاعَبَدْتُّمْ ـ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ـ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ـ

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তাহাদিগকে এই উত্তর দাও যে, ওহে কাফিরগণ! না আমি সেই মূর্তিগুলিকে পূজা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি যেগুলিকে তোমরা পূজা করিতেছ, না তোমাদের নিকট হইতে এমন আশা করা যায় যে, আমি যেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতেছি তোমরাও তাহার ইবাদত করিবে। শুধু এই সময়ই নয় বরং আগামীতেও না আমি তোমাদের উপাস্যদের পূজা করিব, না তোমাদের নিকট হইতে এমন আশা করা যায় যে, আমি সেই একক সত্তার ইবাদত করিতেছি তোমরা তাহার ইবাদত করিবে। অতএব, যাও, আমার দ্বীন আমার জন্যই শুভ হউক আর তোমরা তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য শুভ হউক।"

২. কোরাইশের একজন মর্যাদাশীল প্রতিনিধি মহানবী (সা) সকাশে ঃ এই ব্যর্থতার কয়েক দিন পরেই পুনঃরায় কোরাইশরা কা'বার আঙ্গিনায় একত্রে জমায়েত হয় ও পরস্পর পরামর্শ করিতে থাকে যে, আর এমন কি তদবীর করা যায় যাহাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচার হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। চিন্তা করিতে করিতে তাহারা অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, এইবার মুহাম্মদ (সা) সকাশে প্রতিনিধিদল প্রেরণ না করিয়া একজন অতি যোগ্যবান প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সমস্ত জাতির পক্ষ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করা হউক, যে বাচন শক্তি ও বর্ণনার ক্ষমতায় মুহাম্মদ (সা)-কে পরাভূত করিবে। এই ভাবে আমাদের কার্যোদ্ধার হইয়া যাইবে!

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হইল যে, মুহাম্মদ (সা) সকাশে কাহাকে প্রেরণ করা যাইবে? সেই সময় সমবেতদের মধ্যে সবচাইতে প্রভাবশালী, প্রতিপত্তিশীল বিরাট আমীর ছিল বনূ আবদিশ শামসের নেতা আবুল ওলীদ উতবা বিন রবীয়া, এই সমস্ত গুণাবলী ছাড়াও সে ছিল অনর্গল বিশুদ্ধভাষী ও বিরাট বক্তা। অতএব, সকলেই তাহাকে বলিল যে, আবুল ওলীদ! আজ তোমার ফাসাহাত, বালাগাত, বুদ্ধিমত্তা, বক্তৃতার তীক্ষ্ণতা ও বাচন ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে। আমরা তোমাকে মুহাম্মদ (সা) সকাশে প্রেরণের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি মনোনীত করিতেছি। তুমি যাইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে এমনি সুন্দর উত্তমরূপে আলাপ করিবে যেন সে তোমার সম্মুখে নিরস্ত্র হইয়া পড়ে এবং তদীয় প্রচার ও আমাদের খোদাদিগকে অপদস্ত করা হইতে নিবৃত্ত হয়। এই বিরাট ফাসাদের অবসান কল্পে তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত যে শর্তেই সম্মত হওনা কেন আমরা বিনা দ্বিধায় উহা মানিয়া লইব। যাও, হোবল তোমাকে সফল করিবে। খুব সম্ভবতঃ তুমিই হইবে সেই ব্যক্তি যাহার হস্তে মুহাম্মদ (সা)-এর পরাজয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তুমি হইবে জাতির মুক্তিদাতা, যদি তুমি নিজের সদভাষণে মুহাম্মদ (সা)-কে পথে আনিতে পার।

নিজের ফাসাহত, বালাগত এবং নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও নিজের সম্পদ ও গৌরবের গর্বে উতবা বিন রাবীয়া এমন দৃঢ় মনোবল সহকারে মুহাম্মদ (সা) সকাশে গমন করে যে, আমি মুহাম্মদের (সা) সম্মুখে এমন বিস্ময়কর জিনিস উপস্থাপন করিবে যে, সে তাহা মানিয়া লইতে ও গ্রহণ করিতে হৃষ্ট চিত্তে সম্মত হইবে। এই ভাবে বিজয় মাল্য আমার গলায় পড়িবে।

যখন উতবা মহানবী (সা)-এর সকাশে পৌঁছে তখন সে ঘোরতর শত্রু ও বৈরী হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা) তাহার সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেন ও বলেন, "কি মনে করিয়া আগমন ঘটিল?" উতবা বলিলেন, "ওহে পিতৃব্যপুত্র! নিজের দরুন জাতির চোখে তোমার যে মর্যাদা ছিল এবং বংশ গৌরবের দিক হইতে তোমার সে সম্ভ্রম রহিয়াছে উহা আমাদের নিকট অজানা নহে। এই দু'টি বিষয়ে মক্কার কোন মানুষ তোমার সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিমত পোষণ করিতে পারে না। কিন্তু এখন তুমি এমন এক নতুন দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করিতে শুরু করিয়া দিয়াছ যে সম্পর্কে আমাদের কর্ণ কখনও পরিচিত ছিল না। তুমি যদি নিজস্ব ধ্যান ধারনার প্রচার করিতে ও নিজস্ব বিশ্বাসের প্রসার করিতে তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি হইত না। কিন্তু তুমি এইখানেই মারাত্মক অন্যায় করিয়াছ যে, আমাদের খোদাদেরকে গালাগাল করিতেছ, আমাদের মাননীয়গণকে জাহান্নামের ইন্ধন বলিয়া অভিহিত করিতেছ, আমাদের পিতা-পিতামহগণকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করিতেছ, মোট কথা, আমাদিগকে অপমান অপদস্ত করিতে কোন কিছুই বাকী রাখ নাই। ইহা অবশ্যই সত্য যে, কোন জাতি নিজের লোক দ্বারা এমনভাবে কখনও অপদস্ত হয় নাই যেমন তোমার দ্বারা হইয়াছে ও হইতেছে। অতিশয় অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া ও অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া আজ তোমার জাতি আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছে যাহাতে আমি

www.pathagar.com

তোমার সহিত এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করিতে পারি। হয়ত আমরা উভয়ে নির্জনে কোন সিদ্ধান্তে আসিতে সক্ষম হইব। এবং জাতি যে তোমার প্রচারের দরুন বিপদাপতিত হইয়া রহিয়াছে তাহারা সেই বিপদ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। এই ব্যাপারে আমি তোমার সম্মুখে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থাপন করিতেছি ও তোমাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি যে, তুমি উহাতে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিয়া আমাকে যুক্তিযুক্ত উত্তর দিবে।

মহানবী (সা) বলিলেন, "আবুল ওলীদ! আমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছি, তুমি যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ বলিয়া যাও।"

উতবা বলিল, প্রতিটি নতুন আন্দোলনের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে এবং আন্দোলনকারীর মূল লক্ষ্য এই থাকে যে, এতদ্বারা সে বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। অতএব, আমি আজ ইহা অবগত হইতে আগমন করিয়াছি যে, এই প্রচারের মাধ্যমে তুমি কি অর্জন করিতে চাহিতেছ? যদি তোমার উদ্দেশ্য এই হয় যে, এই ভাবে মানুষ আমাকে তাহাদের সরদার ও আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে ও জাতির মধ্যে আমি মর্যাদার অধিকারী হইব তাহা হইলে হোবলের কসম, আমরা সকলেই তোমার সরদারী ও নেতৃত্ব মানিয়া লইতে প্রস্তুত রহিয়াছি। তুমি যে কবীলাকে তছনছ করিতে নির্দেশ দিবে আমরা বিনা দ্বিধায় তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িব। তুমি যে জাতির সহিত সন্ধি করিতে চাহিবে আমরা বিনা আপত্তিতে তাহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইব। আমরা তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কাজ করিব না এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে আমরা তোমার নির্দেশ পালন করিব। অবশ্যই তুমি আমাদিগকে একান্ত অনুগত পাইবে।

তুমি যদি এমন বাসনা অন্তরে পোষণ কর যে, কোন সুন্দরী সুদর্শনা নারী তোমার পত্নী হউক তবে তাহারও বন্দোবস্ত অতি সহজেই করা যাইবে। আমরা নিজেদের স্কন্ধে এই দায়িত্ব উঠাইয়া লইব এবং এমন সুন্দরী সুদর্শনা মহিলা তোমার জন্য খুজিয়া বাহির করিব, যে হইবে চেহারা, সুরত, উজ্জল্য ও রমনীয়তায় অতুলনীয়।

আর যদি এই ভাবে ধন সম্পদ আহরণ করিতে উৎসুক হও তবে আমরা সকলে মিলিয়া তোমার জন্য দিরহাম ও দীনারের স্তূপ লাগাইয়া দিব। এই ভাবে তুমি কোরাইশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান মানুষে পরিগণিত হইবে।

আর যদি এহেন প্রচার প্রসারের মধ্যে তোমার উদ্দেশ্য এই হয় যে, সরদারী ও আমীরীর পরিবর্তে বাদশাহ হইতে চাহ তাহা হইলেও তোমার সেই বাসনা অতি সহজেই পূরণ হইতে পারে। আমরা সকলে অবিলম্বে তোমাকে আরবের একজন স্বাধীন সার্বভৌম শাহানশাহ বানাইয়া দিব। কোন জাতি বা কোন কবীলা তোমার বিরুদ্ধাচারণ করিতে বা তোমার নির্দেশ অমান্য করিবার সাহস করিবে না। তোমার জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রাসাদ ও বালাখানা হইবে এবং দুনিয়ার সর্ব প্রকারের নিয়ামত তোমার আয়ত্বাধীনে আনিতে পারিবে।

www.pathagar.com

যদি আমার উপস্থাপিত কোন প্রস্তাবই তোমার মনপূত না হয় তবে ইহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, তোমার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। আমরা মিশর, শাম ও ইরান হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণকে খুজিয়া বাহির করিয়া আনিব যাহারা সুন্দরভাবে তোমার চিকিৎসা করিবে ও তুমি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে। তাহাদের যাতায়াত ও চিকিৎসার যাবতীয় খরচ আমরা বহন করিব।

এইগুলির মধ্যে যে কথা মনপুত হয় তাহা অতিশয় পরিষ্কারভাবে সত্য সত্য আমাদেরকে জানাইয়া দাও। আমরা সে ভাবেই উহা বাস্তবায়ন করিব।

যতক্ষণ উতবা বক্তৃতা করিতেছিল ততক্ষণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে স্বস্তির সাথে তাহার কথা শুনিতেছিলেন। সে যখন তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল যে, ইহার উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেন। তখন রাসূল (সা) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী কণ্ঠে তাহাকে হা-মীম-আস্ সিজদার প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শোনাইলেন। উহাতে কুরআন করীমের মাহাত্ম ও মর্যাদা, তাওহীদের শিক্ষা ও দীক্ষা, নিজের সত্যতার ও যথার্থতার দাবী, ইহা স্বীকৃতিদান কারীদের জন্য সুসংবাদ ও অস্বীকার কারীদের জন্য শাস্তি, নবুয়্যত ও রিসালাতের উপর কাফিরগণ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি ও ঐ গুলির উত্তর, মুশরিকদের জন্য আফসোস ও মু'মিনদের জন্য আনন্দ প্রকাশ, আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণাদি, কুদরতের বহিঃপ্রকাশের বর্ণনা, জমীন ও আসমান সৃষ্টির উপর চিন্তা গবেষণার আবেশ, নবীগণকে অস্বীকারকারীদের পরিণাম, আদ ও সামূদ জাতির ধ্বংসের অবস্থা, শিরক ও কুফর হইতে আত্মরক্ষার গৌরব, কাফিরগণ কর্তৃক উত্থাপিত নবুয়্যতের উপর হাস্যকর আপত্তি ও ঐগুলির উত্তর, কাফির ও মুশরিক্দের জন্য ভয়াবহ শাস্তির "সুসংবাদ", মু'মিন ও মুসলিমদের উপর দয়া দাক্ষিন্যের বর্ষণ, নবীর বিরুদ্ধে কাফিরদের অযৌক্তিক আচরণ, বিপদ ও কষ্টে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ ও উহার সুখকর পরিণতি, গায়রুল্লাহ্ পূজার বিরোধীতা, একমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য উৎসাহ দান, কুরআনী ওহীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ এবং উহা পাশ কাটাইয়া যাওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী ইত্যাকার বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। সর্বশেষে বলিলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তাহার নিজের জন্য করে, আর যে কুকর্ম করে উহার কুফল তাহারই উপর বর্তায়; আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের উপর যুলুম করেন না"।

উতবার পক্ষে কুরআন করীম শ্রবণের ইহা ছিল প্রথম সুযোগ। কালামের এমন অলৌকিকতা, শব্দের এমন জোর, আয়াতের এমন ফাসাহাত[১] ও বর্ণনায় এমন বালাগাত[২] ছিল যে উতবা হতভম্ব হইয়া পড়িল। সে এমনই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কুরআন করীম শ্রবণের পরে একটি কথাও আর বলিতে সক্ষম হয়

১-২. ফাসাহাত ও বালাগাত ব্যাকরনিক বিশুদ্ধ বাচন ভঙ্গী।

www.pathagar.com

নাই। সে নীরবে অভিভূতাবস্থায় এই চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করেন যে, দুনিয়াতে এইরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী, হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণীয় কালাম কি কোন মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব। মুহাম্মদ (সা) আমাদেরই সম্মুখে শিশু হইতে কিশোর এবং কিশোর হইতে বৃদ্ধে পরিণত হইয়াছে। তাহার কালামে এমন শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব কোথা হইতে আসিল? এই দিকে কোরাইশ নেতৃবৃন্দ অধীরভাবে তাহার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিল যে, দেখা যাক, উতবা বিন রবীয়া মুহাম্মদের (সা) নিকট হইতে কি মীমাংসা লইয়া আসিতেছে? উতবাকে আসিতে দেখিতে পাইয়া উৎসৌক সহকারে প্রশ্ন করে যে, বলুন, কি কথাবার্তা হইল, এবং কোন শর্তে মুহাম্মদের (সা) সহিত সমঝোতা হইল?

উতবা পূর্ব হইতেই চিন্তামগ্ন ছিল। সে বিরক্তি ভরে বলিল "আমি হাজার বার মাথা কুটিয়াছি, লক্ষবার জোর দিয়াছি, মুহাম্মদ (সা)-কে নানা ধরনের প্রলোভন দেখাইয়াছি কিন্তু তাহাতে তাহার মধ্যে সামান্যতম প্রভাবও বিস্তারিত হয় নাই। নীরবে নিশ্চিন্তে বসিয়া আমার কথা শুনিতে থাকে। আমি যখন আমার কথা শেষ করিলাম, তখন সে কুরআনের কিছু আয়াত আমাকে পাঠ করিয়া শোনায় যাহার সম্পর্কে তাহার ধারণা-বরং নিশ্চিত প্রত্যয় রহিয়াছে যে, উহা আমার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত হইয়াছে। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত হউক বা নাই হউক ইহাতে সামান্যতম সন্দেহ নাই যে, সেই কালাম এমনই অদ্ভুত ও নযীর বিহীন ছিল যে আমি আজ পর্যন্ত কোন কবি বা বক্তার মুখ হইতে তদ্রুপ কালাম শ্রবণ করি নাই। উহাতে বিস্ময়কর রকমের প্রভাব ও হৃদয়গ্রাহীতা ছিল, উহা এমনই যে অন্তরের অন্তস্থলে আসন গাড়িয়া চলিয়াছে। উহার প্রতিটি বাক্য শক্তি ও আড়ম্বরে ভরপুর ছিল এবং উহার প্রতিটি আয়াত ফাসাহাত বালাগাতে পূর্ণ ছিল এবং উহার কথায় এমনই গ্রন্থনি ও জাকজমক ছিল যে আমি উহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি।

কালাম শ্রবণের পরে আমি তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে পারি নাই বরং আমাকে নিশ্চুপে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছে। আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, মুহাম্মদ (সা) এত বড় কথা শৈলী কবিও। বিরাট যাদুকরী বক্তা। আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার এহেন উচ্চ পর্যায়ের বক্তৃতা ক্ষমতার মাধ্যমে অবশ্য অবশ্যই এক বিরাট বিপ্লব সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব, আমার আন্তরিক পরামর্শ এই যে, তোমরা তাঁহার পথের কাঁটা হইও না, বরং তাহাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সহিত ছাড়িয়া দাও। যদি সে আরবের উপর বিজয়ী হয় তবে তোমরাও গৌরবের অধিকারী হইবে। আর যদি আরব তাহার উপর বিজয় লাভ করিয়া তাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে তবে বিনা মূল্যে তোমাদের একটি বিরাট বিপদের অবসান ঘটিবে। আমি অতিশয় হৃদ্যতা ও অন্তরের অন্তস্থল হইতে তোমাদিগকে এই পরামর্শ দান করিতেছি। যদি তোমরা ইহা মানিয়া লও তবে আরামে থাকিবে আর যদি না মান তবে কষ্ট ভোগ করিবে। আমার মতামত আমি

www.pathagar.com

অতিশয় দায়িত্ব সহকারে জ্ঞাপন করিয়াছি। এখন উহা তোমাদের এখতিয়ারাধীন, ইচ্ছা হয় মানিবে, না হয় না মানিবে।

কোরাইশ নেতৃবৃন্দের উপর উতবার কথায় কোন প্রভাব বিস্তার হয় নাই। তাহারা বলে যে, তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। তোমার উপরও মুহাম্মদ (সা)-এর যাদু ক্রিয়া করিয়াছে বলিয়াই তুমি এমন অনর্থক আবোল তাবোল বকিতেছ। কোন সুস্থ্য মস্তিষ্কের মানুষ কখনও এই ধরনের কথা বলিতে পারেনা।[১]

এই উতবা বদরের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর হস্তে নিহত হইয়াছে। আবূ সুফিয়ানের পত্নী হিন্দা, যে উহুদের যুদ্ধে সাইয়েদুশ্ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-এর কলিজা চিবাইয়াছিল, এই উতবারই কন্যা ছিল।

৩. কোরাইশের অভাবনীয় ও বিস্ময়কর দাবী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য প্রচার হইতে বিরত রাখিবার জন্য কোরাইশের পক্ষ হইতে (১) হযরত আবূ তালিবের উপর চাপ প্রয়োগ করা, (২) স্বয়ং রাসূল (সা)-এর নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা এবং (৩) তাহাদের মধ্যকার অতিশয় যোগ্য প্রতিনিধিকে তাহার সকাশে প্রেরণের পরেও যখন তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না তখন তাহারা চতুর্থ তদবীর হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করিল যে, আমরা একত্রে বসিয়া পরামর্শ করিয়া মুহাম্মদ (সা) নিকট এমন কতক কঠিন দাবী উত্থাপন করিব যাহা পূরণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব না হয়। এই পর্যায়ে অবশ্যই তাহাকে হার মানিতে হইবে, উহার লজ্জায় তাহার মধ্যে সাহস থাকিবে না যে, সে তাওহীদের ওয়াজ ও ইসলামের প্রচার করিবে বা আমাদের প্রতিমার দুর্নাম গাহিয়া বেড়াইবে।

কোরাইশের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল রাত্রিবেলা কা'বাগৃহে। জাতির বড় বড় সরদারগণের মধ্যে যাহারা সেই স্থানে সমবেত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতিপয়ের নাম ইব্ন হিশাম এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-উতবা বিন রবীয়া, শায়বা বিন রবীয়া, আবূ সুফিয়ান বিন হরব, নযর বিন হারিস, আবুল বখতরী বিন হিশাম, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, ওলীদ বিন মুগীরা, আবূ জেহেল, আবদুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়া, আস বিন ওয়ায়েল, নোবাইহ্ বিন হাজ্জাজ, উমাইয়া বিন খাল্ফ এবং যামআ বিন আসওয়াদ প্রমুখ।

কা'বাগৃহে একত্রিত হইয়া অনেক চিন্তা ভাবনার পরে তাহারা দাবী নামা ও প্রশ্নমালা তৈরী করে ও তাহাদের এক জনকে প্রেরণ করিয়া মুহাম্মদ (সা)-কে ডাকিয়া আনে। ঐ ব্যক্তি খিদমতে হাজির হইয়া নিবেদন করে যে, জাতির নেতৃবৃন্দ ও কোরাইশদের বুযুর্গগণ কা'বাগৃহে সমবেত রহিয়াছেন ও আপনাকে ডাকিয়াছেন। ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে এই সংবাদ প্রাপ্তির পরে রাসূল (সা)-এর ধারণা হইয়াছিল যে, হয়তো কোরাইশ সোজা পথে আসিতে চাহিতেছে, কারণ, রাসূল (সা)-এর খুবই

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৯২।

www.pathagar.com

আগ্রহ ছিল যে, যে কোন প্রকারে আমার জাতি মুসলিম হইয়া যাউক। অতএব, সেই আগ্রহবশতঃ তিনি ত্বরা করিয়া কা'বা গৃহে পৌঁছেন।

রাসূল (সা) তশরীফ আনিবার পরে তাহারা তাঁহাকে বলিল, "হে মুহাম্মদ (সা)! আমরা আজ তোমাকে এই উদ্দেশ্যে ডাকিয়াছি যে, আমরা তোমার সহিত ঐ ব্যাপারটি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিব, যাহা তুমি প্রচার করিতেছ। হোবলের শপথ! আজ পর্যন্ত জাতির মধ্যে এমন কোন মানুষের আগমন ঘটে নাই যে, ঘরে বসিয়া নিজের জাতিকে এমন বিপদাবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছে যেমন তুমি করিয়াছ। তুমি আমাদের মা'বূদগণকে এবং আমাদিগকেও জাহান্নামের ইন্ধন বলিতেছ। আমাদের সম্মানীত পিতা-পিতামহগণকে পথ ভ্রষ্ট ও নির্বোধ বলিতেছে। তুমি ঐক্যের বাধন ভাঙ্গিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছ। ভাইকে ভাইয়ের নিকট হইতে পৃথক করিয়াছ। মোট কথা আমাদিগকে অপদস্ত করিতে আর কোন কিছুই করতে অবশিষ্ট রাখ নাই। আমাদের প্রতিনিধি তোমাকে পূর্বেও বলিয়াছে, আবার আমরা এখন তোমাকে বলিতেছি, যদি এই প্রচারের মাধ্যমে তোমার সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে তবে আমরা সন্তুষ্টির সাথে তোমাকে আমাদের সম্পদ দান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। ইহাতে তুমি সমগ্র আরবে অতিশয় সম্পদশালী হিসাবে গণ্য হইবে। সরদারী ও নেতৃত্বের আকাঙ্খা থাকিলে আমরা এখনই তোমাকে আমাদের সরদার বলিয়া মানিয়া লইতেছি। আরবের বাদশাহ হইতে চাহিলে আমরা তোমাকে আনুগত্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। তোমার শিরোপরি যদি কোন জিনের ছায়া হইয়া থাকে তবে আমরা কোন আমলের দ্বারা উহার চিকিৎসা করাইতে পারি। যদি তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়া থাকে তবে তোমার চিকিৎসার নিমিত্ত আমাদের সম্পদ খরচ করিতে পারি। মোট কথা, তুমি যেমন বলিবে তেমনই করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। কিন্তু তোমার আল্লাহ্র জন্য আমাদের খোদাদেরকে মন্দ বলা বন্ধ কর।

রাসূল (সা) মূর্তি পূজারী কোরাইশের এই সব কথা নীরবে শ্রবণ করিলেন। তাহাদের কথা শেষ হইলে তিনি বলেন "না আমার সম্পদের আকাঙ্খা রহিয়াছে না মান মর্যদার, না আমি নেতৃত্বে অভিলাষী, না বাদশাহীর, না আমার উপর কোন জিনের আসর রহিয়াছে না আমি অসুস্থ্য। বরং আল্লাহ্ আমাকে তাহার রাসূল ও নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন ও আমার প্রতি ওহী অবতারিত করিয়াছেন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, যাহারা আমার অনুসরণ করিবে তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করিব। আর যাহারা আমাকে অস্বীকার করিবে তাহাদিগকে আল্লাহ্র গযব ও আযাব হইতে সতর্ক করিব। অতএব, সাবধান হও, আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর বাণী তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি। তোমরা যদি তাহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হইবে। আর যদি অস্বীকার কর তবে আমি ততদিন অপেক্ষা করিব যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের ও আমার মধ্যে মীমাংসা না করিয়া দেন।"

কোরাইশের এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের উপর রাসূল (সা)-এর এই প্রচার ও নছীহতের কোন প্রভাবই পড়ে নাই। রাসূল (সা)-এর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে

www.pathagar.com

তাঁহার কোন উত্তর দেওয়া বা তাঁহার কথায় কোন প্রকারের চিন্তা ভাবনা করার পরিবর্তে তাহারা তাহাদের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে শুরু করিয়া দেয় যাহা তাহারা এমতাবস্থার জন্য পূর্বেই পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। অতএব, তাহারা বলিল ঃ মুহাম্মদ (সা)! যদি তুমি আমাদের এই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হও যাহা আমরা এখন পেশ করিয়াছি তবে আমরা তোমার নবুয়্যত ও রিসালত ঐ সময়ই মানিতে পারিব যখন তুমি তোমার সেই আল্লাহ্র নিকট যে তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, দোয়া করিবে যে মক্কার আশে পাশে যত পাহাড় পর্বত আছে, সমস্ত একদম উধাও হইয়া যাউক, উহাতে তোমার শহর এই পাহাড়গুলির দরুন যেইরূপ সংকীর্ন হইয়া রহিয়াছে তাহা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হইবে। তুমি অবহিত রহিয়াছ যে, এই শহরে পানির খুবই অভাব। তুমি তোমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট আবেদন জানাও যে, সর্বদিকে সুমিষ্ট স্বচ্ছ পানির নহর প্রবাহিত করা হউক যেমন সিরিয়া ও ইরাকে রহিয়াছে। তোমার দ্বিতীয় কাজ হইল, আমাদের মৃত পিতা-পিতামহদিগকে পুনরুজ্জীবিত করা। আমরা তাহাদের নিকট হইতে তোমার বিষয় সত্যায়িত করাইব। এবং যাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করা হইবে তাহাদের মধ্যে কোসাই বিন কিলাবকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। কেননা, সে ছিল অত্যন্ত খাটি ও সত্যাশ্রয়ী মানুষ। তাহার সাক্ষ্যে আমরা অবহিত হইতে পারিব যে, তুমি যাহা কিছু বলিতেছ তাহা সত্য না মিথ্যা। যদি আমাদের মৃত পিতা ও পিতামহগণ জীবিত হইয়া তোমার নবুয়্যত ও রিসালাতকে সত্যায়িত করেন তবে আমাদের প্রত্যয় হইবে যে, নিঃসন্দেহে তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করিয়াছেন। সেমতাবস্থায় আমাদের হৃদয়ে তোমার মান, মর্যাদা ও সম্ভ্রম আরও অধিক বৃদ্ধি পাইবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতদ্শ্রবণে বলিলেন, "আমি দৈহিকভাবে মৃতদের জীবিত করিবার জন্য প্রেরিত হই নাই। আমাকে এই জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে যে, আমি রূহানীভাবে মৃতদিগকে জীবিত করিব। আমি আমার রিসালত ও নবুয়্যত সম্পর্কে তোমাদের নিকট উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখন ইহা তোমাদের এখতিয়ারাধীন যে, তোমরা ইহাকে গ্রহণ করিয়া স্থায়ী জীবনের উত্তরাধিকারী হও অথবা উহাকে অস্বীকার করিয়া রূহানী মৃত্যুকে বরণ কর। আমার কথা শুনিলে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হইবে। আর অস্বীকার করিলে আমি সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের ও আমার মধ্যে সুস্পষ্ট মীমাংসা না করিয়া দেন।"

ইহাতে কোরাইশরা বলিল, "যদি তুমি আমাদের জন্য এই কাজ করিতে না পার তবে তোমার নিজের জন্য এই কাজটি করিয়া দেখাও যে, তোমার প্রতিপালক প্রভুকে বলিয়া আসমান হইতে একজন ফেরেশতা আনয়ন কর, যিনি দুনিয়ায় আগমন করিয়া তোমার নবুয়্যত ও রিসালাতকে সত্যায়িত করিবে। তৎসহ তোমার জন্য তোমার প্রতিপালক প্রভু জঙ্গলে একটি বিরাট প্রাসাদ তৈরী করিয়া দিবেন। উহার স্থানে স্থানে নহর প্রবাহিত থাকিবে, নানা ধরনের বাগান সুসজ্জিত থাকিবে। তোমার নিকট

www.pathagar.com

স্বর্ণ-রৌপ্যের ঢেঁকি লাগিয়া থাকিবে, তুমি অতিশয় মুক্ত হস্তে উদার মনে খরচ করিবে। এবং এখন তুমি জীবিকা নির্বাহের জন্য যে কষ্ট প্রয়াস করিতেছ, এবং আমাদের ন্যায় হাটে বাজারে ঘুরিতেছ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। তাহা হইলে আমরাও নিশ্চিতভাবে অবগত হইতে পারিব যে, প্রকৃতই তুমি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত এবং তুমি তোমার বর্ণিত মান মর্যাদার অধিকারী। রাসূল (সা) বলিলেন, "আমি এই সব বাজে ও অনর্থক দাবী পূরণের জন্য প্রেরিত হই নাই। আল্লাহ্ তো আমাকে বশীর (সুসংবাদ দাতা) ও নাযীর (সতর্ককারী) করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। বশীর–যাহারা স্বীকার করে তাহাদের জন্য, নাযীর–যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের জন্য। যদি তোমরা স্বীকার করিয়া লও তবে ইহা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উত্তম প্রতিপন্ন হইবে। স্বীকার না করিলে আমি আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকিব যে, তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে কি মিমাংসা করেন।"

কোরাইশরা ইহার উত্তরে বলিল, "যদি তুমি ইহা করিতে না পার তবে এইরূপ কর যে, তোমার আল্লাহ্কে বলিয়া আসমানের একটি টুকরা আমাদের উপর নিক্ষেপ কর, যাহাতে আমরা উহার নীচে চাপা পড়িয়া মৃত্যু বরণ করি। কেননা, তুমি প্রায়শঃই এমন বলিয়া থাক যে, যদি আমার আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে এমন এমন করিতে পারেন। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপরে আযাব অবতারণ না করিতে পারিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনিব না।"

রাসূল (সা) বলিলেন, আযাবে নিক্ষেপ করা বা সওয়াব দেওয়া আমার এখতিয়ার ভূক্ত নহে। ইহা তো আমার আল্লাহ্র কাজ।"

অতঃপর তাহারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলিতে লাগিল-"আচ্ছা মুহাম্মদ (সা)! বলতো, তোমার আল্লাহ্ কি এই সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছেন যে, তোমাকে আমরা এই ধরনের প্রশ্ন করিব? কাজেই তোমাকে কেন বলিয়া দিল না যে, অমুক সময় এই কাজ করিয়া দিবে বা দিবেনা।" কাজেই এমতাবস্থায় আমরা কোন ক্রমেই তোমার উপর ঈমান আনিব না।"

কাফিররা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কথাও বলে যে, আমরা অবগত হইয়াছি যে, ইয়ামামাতে "রহমান" নামে জনৈক ব্যক্তি আছে। সে তোমাকে এই সমস্ত কথা শিক্ষা দেয়। কাজেই হোবলের শপথ, আমরা তোমার রহমানের প্রতি কখনও এবং কোন ক্রমেই ঈমান আনিব না।" আমরা তোমার প্রতি নিজেদের হুজ্জত পূর্ণ করিলাম। এখন আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা কোন ক্রমেই তোমার পিছু ছাড়িব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেল বা আমরা তোমাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারি।"

তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমন কথাও বলিল যে, "মুহাম্মদ (সা)! আমরা তোমার প্রতি ঐ সময় পর্যন্ত ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার আল্লাহ্ ও তাহার ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত না করিতে পার।"

www.pathagar.com

রাসূল (সা) যখন অনুধাবন করিতে পারিলেন যে, এইখানে আজে বাজে অনর্থক ও আবোল তাবোল বকাবকি ভিন্ন আর কিছু হইবে না তখন তিনি নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আবূ উমাইয়া বিন মুগীরাও দণ্ডায়মান হইল। সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফী আতিকা বিনতু আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। রাসূল (সা)-এর সঙ্গে চলিতে চলিতে সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলিল, মুহাম্মদ (সা) তোমার জাতি তোমার নিকট এতগুলি প্রস্তাব পেশ করিল কিন্তু তুমি তন্মধ্যে একটিও গ্রহণ করিলে না। প্রথমে তাহারা তাহাদের স্বার্থে সংযুক্ত কথা সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। তুমি তাহা গ্রহণ কর নাই। কারণ তদ্দরুণ আল্লাহ্র নিকট তোমার মর্যাদা সম্পর্কে আমরা অবহিত হইয়া যাইতাম। উহার পরে আমরা তোমাকে অনুসরন ও আনুগত্য গ্রহণ করিতাম। তৎপরে তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিল যে, আল্লাহ্র যেই ক্রোধ, গযব ও আযাব সম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিতেছ, ধমকাইতেছ ও ভীতি প্রদর্শন করিতেছে তবে যদি তুমি সত্য নবী হইয়া থাক তাহা আমাদের উপর আপতিত কর। কিন্তু তুমি তাহাও করিলে না, অতএব, হোবলের শপথ, আমি কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার চক্ষের সম্মুখে সিড়ি লাগাইয়া আসমানে আরোহন করিয়া সেইখান হইতে চারিজন ফেরেশতা সঙ্গে করিয়া লইয়া প্রত্যাবর্তন না কর, তাঁহারা আমাদের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, তুমি প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল। হয়তো এই অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের পরেও আমি তোমার প্রতি ঈমান আনিব না।[১]

৪. আবূ জাহেলের মহানবী (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমনের ইচ্ছা পোষণ ঃ যখন রাসূল (সা) তশরীফ লইয়া গেলেন তখন আবূ জেহেল সমবেত জন মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে সম্ভ্রান্ত কোরাইশ সরদার বৃন্দ! আপনারা প্রত্যক্ষ করিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) তাহার অহঙ্কার ও গর্ববশতঃ আপনাদের কোন কথা মানিল না। সে দর্পভরে নিজের জিদে অটল রহিল এবং আপনাদের প্রতিমা ও আপনাদের বুযুর্গগণকে গালি দেওয়া হইতে বিরত রহিল না। এই জন্য শেষ তদবীর হিসাবে আমি দৃঢ়ভাবে মনস্থ করিয়াছি যে, একটি বড় পাথর লইয়া বসিয়া থাকিব। প্রত্যুষে যখন সে কা'বায় আগমন করিয়া সালাত কায়েম করিতে থাকিবে ও সিজদায় যাইবে তখন আমি অকস্মাৎ তাহার মাথায় সেই পাথর ছুড়িয়া মারিব যাহাতে সে হত হয়। কিন্তু এই মারনাক্রমনের জন্য ইহা অবশ্য করণীয় যে, আপনারা সকলে আমাকে আপনাদের আশ্রয় ও হেফাজতে লউন, যাহাতে বনূ হাশিম আমার কোন ক্ষতি করিতে না পারে। বলুন, আপনারা কি এই জন্য প্রস্তুত আছেন।"

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৯৩।

www.pathagar.com

সভায় উপস্থিত সকলেই অতিশয় আগ্রহভরে ও আনন্দ সহকারে সমস্বরে বলিল, অবশ্যই, আমরা ইহা মনযূর করিতেছি। আমরা তোমার পরিপূর্ণ হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। তোমাকে আমরা বনূ হাশিমের আক্রমন হইতে রক্ষা করিব। অতএব, তুমি পরিপূর্ণ নিশ্চিন্তে যাহা ইচ্ছা কর।

ভোর হইতেই আবূ জেহেল একটি বিরাট পাথর লইয়া আসিল ও আত্মগোপন করিয়া বসিয়া গেল। রাসূল (সা) যখন আসিবেন তখন তাহার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করিবে। তাহার সঙ্গীগণও আসিয়া কা'বার আঙ্গিনায় বসিয়া পড়িল।

রাসূল (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি প্রত্যূষের সালাত সাধারণতঃ কা'বার হারামে কায়েম করতেন। অতএব, রাসূল (সা) সালাতের উদ্দেশ্যে তশরীফ আনেন এবং হজরে আসওয়াদ ও রোকনু ইয়ামনীর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া সালাতে মশগুল হন এবং সিজদায় গমন করেন। তখন তাড়াতাড়ি আবূ জেহেল গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া আসে এবং পাথর মারিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবননাশ করিতে তৎপর হইয়া উঠে।

আবূ জাহেলের যখন এই ইচ্ছা লইয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে তখনই সে সজোরে চিৎকার করিয়াও উঠে ও অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনে হটিয়া আসে। এহেন ভীষণ রকমের বিহ্বল অবস্থায় পাথর তাহার হস্ত হইতে পড়িয়া যায় এবং সে অবচেতনাবস্থায় কাঁপিতে থাকে। ইহা দর্শন করিয়া তাহার সঙ্গীগন দৌঁড়াইয়া তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আবুল হাকাম! কি হইয়াছে? তুমি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতেছ কে?" আবূ জেহেলে ভীত কণ্ঠে বলিল- আমি রাত্রির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এস্থানে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকি। যখন মুহাম্মদ (সা) আসে ও সালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন আমি অগ্রসর হই যেন পাথর মারিয়া তাহার জীবন প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিতে পারি। অকস্মাৎ আমি দেখিতে পাই যে, একটি অতিকায় হিংস্র ও জংলী উষ্ট্র মুখ খুলিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি ভীত হইয়া ফিরিয়া আসি। আমি যদি সামান্যতম অগ্রসরও হইতাম তবে সেই জংলী উষ্ট্র আমার শির তাহার মুখ গহ্বরে লইয়া অবশ্যই চিবাইয়া ফেলিত।"[১]

কোরাইশ নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যেই দাবী পেশ করিয়াছেন সমস্তই কুরআন করীমে উল্লেখিত রহিয়াছে এবং প্রতিটি দাবীর উত্তরও দেওয়া রহিয়াছে। ইব্‌ন হিশাম তাহার কিতাবের পৃষ্ঠা ১০০-১৪০ য়ে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, ৯৫।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের বিরুদ্ধে কোরাইশদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

নিজেদের যথাসাধ্য প্রয়াসের পরে যখন কোরাইশগন এই ব্যাপারে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার প্রচার প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত হইবেন না বা উহাতে আলস্য করিবেন না তখন তাহারা তাহাদের সুসংগঠিত পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করিতে মনস্থ করিল। অর্থাৎ যে সমস্ত লোক এই পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে এমন মারাত্মকভাবে কষ্ট দেওয়া হইবে যেন তাহারা শেষ পর্যন্ত এই দ্বীন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

ষড়যন্ত্রের বিবরণ ঃ তাবলীগ ও প্রচারের পথে অন্তরায় সৃষ্টির যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র কতিপয় বড় বড় কাফির নেতা কর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল উহা এইভাবে শুরু করা হয় যে, মক্কার কোরাইশের যে সমস্ত কবীলা আবাদ ছিল সে সমস্ত কবীলার রয়ীস ও আমীরগণকে দারুন্নাদাওয়াতে (পরামর্শ গৃহে) সমবেত করা হয় এবং তাহাদিগকে বলা হয় যে, আপনার কবীলার যে সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে কঠিন বিপদে ফেলিতে হইবে। নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত কোন মতেই তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া যাইবে না। অতএব, মক্কায় যতগুলি কবীলা আবাদ ছিল উহার প্রত্যেক কবীলার সরদার ও আমীরই অতিশয় সানন্দচিত্তে ও আগ্রহ সহকারে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। ইহারই পরিণতিতে মক্কার সমস্ত মুসলিমের উপর সর্বপ্রকারের নির্মম নির্যাতন পরিচালিত হইতে থাকে। মক্কার কোন বংশ বা শহরের এমন কোন অলিগলি ছিল না যেখানে ইসলাম গ্রহণকারীগণের উপর নির্মম ও হৃদয়হীনতার সহিত নির্যাতন পরিচালিত হয় নাই।

এহেন বর্বরোচিত ঝড়ের বিরুদ্ধে হযরত আবূ তালিবের সতর্কতা অবলম্বন ঃ শহরের এহেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া যে ব্যক্তি সর্বাধিক ব্যাকুল ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আবূ তালিব। তিনি চিন্তা করিলেন যে যখন ইসলাম গ্রহণকারীগণের উপর এমন ভীষণ ভাবে নির্যাতন করা হইতেছে তখন ইহা নিশ্চিত যে শীঘ্রই আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপরও আসিয়া যাইবে এবং কাফিররা তাহাকেও নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করিবে।

এই বিপদকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে হযরত আবূ তালিব তাৎক্ষণিকভাবে এ কাজ করিলেন যে, সমস্ত বনী হাশিমকে (আবূ লাহাব ব্যতীত) নিজের গৃহে সমবেত করিয়া বলিলেন-মুহাম্মদ পরিচালিত এই বিস্ময়কর, অপূর্ব ও অভিনব আন্দোলনকে

www.pathagar.com

রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই জন্য কোরাইশগণ জোর জবরদস্তী, অত্যাচার উৎপীড়ন ও বল প্রয়োগের পন্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং শহরের প্রতিটি অংশে ইসলাম গ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার পরিচালিত হইতেছে। আমি ভীষণভাবে আশঙ্কা পোষণ করিতেছি যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-ও এই লেলিহান শিখার কবলে আসিয়া না পড়ে এবং বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুরা তাঁহার উপরও নির্যাতন না চালায়। এই জন্য বংশীয় গৌরবের চাহিদা হইল-এহেন নাযুক মুহূর্তে আমরা সকল বনী হাশিম যেন ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদ (সা)-কে হিফাযত করি। যদি কোরাইশ অপরাপর মুসলিমদের সহিত মুহাম্মদ (সা)-এর উপরও নির্যাতন চালাইতে শুরু করে তবে উহাতে তোমাদের কবীলার চরম অমর্যাদা হইবে এবং সারা আরবে ভীষণভাবে তোমাদের দুর্নাম হইবে। অতএব, তোমাদের মর্যাদা ও প্রভাব ততক্ষণ পর্যন্তই বিদ্যমান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া মুহাম্মদ (সা)-কে হিফাযত করিবে ও তাঁহার পর্যন্ত শত্রুর হস্ত প্রসারিত হইতে দিবে না। স্মরণ রাখিও যে, অপদস্ত জীবনের চাইতে মর্যাদার সাথে মৃত্যু হাজার গুণে শ্রেয়। আশা করি, এই ব্যাপারে তোমরা সকলে আমাকে সমর্থন করিবে এবং আমাকে অপরাপর কবীলার সম্মুখে অপদস্ত করিবেনা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে হযরত আবূ তালিবের এই ভাষণ এমনই হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব বিস্তারকারী ছিল যে, তৎক্ষণাৎ বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত না হইয়া সমস্ত বনূ হাশিম এই ব্যাপারে হযরত আবূ তালিবের নিকট বায়'আত করে (অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়) যে, আমরা যথাসাধ্য মুহাম্মদ (সা)-কে হিফাযত করিব এবং কোন অবস্থাতেই আপনার সঙ্গ ছাড়িব না। অতপর হযরত আবূ তালিব তাহাদিগকে সর্বোতভাবে প্রস্তুত ও সশস্ত্র থাকিতে নির্দেশ দিলেন।[১]

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ ঐ সময়ে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। যখনই আবূ তালিবের মনে জাতির পক্ষ হইতে বিপদাশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছিল তখন হইতেই তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বক্ষণ নিজের কাছে কাছে রাখিতেন এবং কোন সময়েই তাঁহাকে চক্ষুর আড়াল হইতে দিতেন না, যাহাতে শত্রু পক্ষ তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। একদিন এমনই আকস্মিক ঘটনা ঘটিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ তালিবকে অবহিত না করিয়া 'দারু আরকামে' তশরীফ লইয়া যান। আবূ তালিব তাঁহাকে না দেখিয়া ভীষণভাবে ব্যকুল হইয়া পড়েন ও ধারণা করিলেন যে, কোরাইশরা তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া ডাকিয়া লইয়া হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে।

এই ধারণা জন্মিতেই হযরত আবূ তালিব তৎক্ষণাৎ সমস্ত বনূ হাশিমকে একত্রিত করেন ও তাহাদিগকে বলেন যে, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে দেখিতে পাইতেছি না। খুব সম্ভবতঃ কোরাইশরা তাহাকে হত্যা করিয়া কোথায়ও লুকাইয়া ফেলিয়াছে। অতএব,

১. তারীখ-ই-ইব্ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮।

www.pathagar.com

তোমরা এই মুহূর্তে প্রতিশোধ গ্রহনার্থে প্রস্তুত হও। এই হত্যা কোরাইশের ষড়যন্ত্রক্রমে সংঘটিত হইয়াছে এবং কোরাইশের সমস্ত বড় বড় নেতা ইহাতে জড়িত ও অংশীদার রহিয়াছে। অতএব, তোমরা প্রত্যেকে একটি করিয়া ধারালো খঞ্জর নিজ নিজ বস্ত্রে লুকাইয়া লইয়া আমার পিছন পিছন আস। আমি যখন কা'বার আঙ্গিনায় পৌঁছিব তখন সেই স্থানে যতজন কোরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তি উপবিষ্ট থাকিবে তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তোমরা একজন করিয়া বসিয়া পড়িবে। আর লক্ষ্য রাখিবে যে, আবুল হাকাম আমর (আবূ জাহেল) এর নিকট অবশ্যই একজন বীরপুরুষকে বসিতে হইবে। কেননা, তাহারই রায় ও ইশারাক্রমে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। তোমরা সকলে আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে। যখন তোমরা দেখিতে পাইবে যে, আমি আমার খঞ্জর বাহির করিয়াছে তখন তোমরাও নিজ নিজ খঞ্জর উন্মুক্ত করিবে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত যাহার নিকট যে উপস্থিত সরদারের পেটে খঞ্জর বিদ্ধ করিয়া দিবে। এইভাবে কোরাইশ সরদারগণকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবে। যেই দুর্ভাগারা ধোকা দিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়াছে তাহাদের জন্য এই শাস্তিই প্রযোজ্য।

এই নির্দেশ প্রদান করিয়া হযরত আবূ তালিব নিজের লোকজন লইয়া কা'বার দিকে রওয়ানা হন। কিছু দূর যাওয়া মাত্রই সম্মুখ হইতে রাসূল (সা)-এর মুক্তদাস হযরত যায়িদ বিন হারিসাকে আসিতে দেখিতে পান।

যায়িদ (রা)-কে দেখিবা মাত্রই হযরত আবূ তালিব ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "যায়িদ (রা)! তোমার মনিবের কোন সংবাদ আছে কি? যায়িদ (রা) উত্তর করিলেন, "জ্বী হাঁ, আমি মহানবী (সা)-এর নিকট হইতে আগমন করিতেছি। তিনি এখন দারু আরকামে (রা) তশরীফ রাখিতেছেন।

ইহা শুনিয়া হযরত আবূ তালিব বলিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভ্রাতুষ্পুত্রকে না দেখিতে পাইব ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শান্তি আসিবে না। হে আল্লাহ্! তোমার হাজার হাজার শোকর যে, তুমি তাঁহার জীবিত থাকিবার সুসংবাদ শ্রবণ করাইয়াছ। দৌড়াইয়া যা, তোর মনিবকে শীঘ্র ডাকিয়া আন, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া চক্ষু জুড়াইব।"

মহানবী (সা) দারু আরকামে বসিয়া সাহাবাগণের সহিত কতিপয় জরুরী বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন যায়িদ (রা) পৌঁছিয়া এই ঘটনা বিবৃত করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূল (সা) তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়ান ও হযরত আবূ তালিব সকাশে যাত্রা করেন। হযরত আবূ তালিব রাসূল (সা)-কে আসিতে দেখিতে পাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হন ও স্নেহাতিশয্যে বুকে চাপিয়া ধরেন।

পরবর্তী দিবস প্রত্যুষে যখন যথারীতি কোরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কা'বার আঙ্গিনায় উপবিষ্ট ছিল তখন হযরত আবূ তালিব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঙ্গে লইয়া তথায় পৌঁছেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন বনূ হাশিম ও বনূ আবদিল মুত্তালিবের সমস্ত লোকজন।

www.pathagar.com

হযরত আবূ তালিব সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-ওহে কোরাইশ সরদারবৃন্দ! তোমরা কি অবহিত রহিয়াছ যে, আমি গতকল্য কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম? কোরাইশ সরদারগণ বলিলেন, "বলুন কি ইচ্ছা করিয়াছিলেন? আমরা তো অবহিত নাই।" হযরত আবূ তালিব গতকল্যকার সমস্ত ঘটনা তাহাদিগকে শোনান। অতঃপর নিজের সঙ্গীগনকে বললেন যে, "নিজ নিজ খঞ্জর বাহির করিয়া কোরাইশ সরদারগণকে দেখাও।" তৎক্ষণাৎ সকলেই নিজ নিজ খঞ্জর বাহির করেন, যাহা তাহাদের হস্তে চমকাইতেছিল। এতদ্দর্শনে কোরাইশদের সমবেত সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে।

হযরত আবূ তালিব তাহার ভাষণ অব্যাহত রাখিয়াছেন "তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? যদি তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করিয়া ফেলিতে তবে আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের মধ্যকার একজনকেও জীবিত রাখিতাম না।"

চমকিত খঞ্জর দেখিতে পাইয়া এবং হযরত আবূ তালিবের গর্জন পূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া কাফিরদের মধ্যে এমন ভীতি সঞ্চারিত হয় যে, তাহারা উঠিয়া অস্থির ভাবে পালাইতে থাকে। সকলের চাইতে দ্রুত দৌড়াইতেছিল আবূ জাহেল।

মুসলিমদের উপর কোরাইশদের নির্যাতন বণ্টন

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচারে অন্তরায় সৃষ্টি ও ইসলামের প্রসারকে রুদ্ধকরণ মানসে কাফিররা মুসলমানদের উপর নির্যাতন পরিচালনার যে সুচিন্তিত পরিকল্পিত ফর্মুলা তৈরী করিয়াছিল, উহা বাস্তবায়ন কল্পে তাহারা উহাকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছিল।

১. গরীব ও দাসদের উপর নির্যাতন।

২. মধ্যম ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন।

৩. স্বয়ং হযরত আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর উৎপীড়ন পরিচালনা। এই কর্মসূচী অনুযায়ীই তাহারা তাহাদের কার্য শুরু করিয়াছিল। উহার বিবরণ ক্রমিক নম্বর অনুসারে নিম্নরূপ ঃ

গরীব ও দাসদের উপর নির্যাতন

ইসলাম প্রচারের বিপক্ষে কোরাইশ ইসলাম গ্রহণকারীগণকে নানাভাবে সন্ত্রস্ত করিবার যে পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিল উহার প্রথম শিকারে পরিণত হইয়াছিল গরীব ও অসহায় ব্যক্তিগণ। এতদ্ভিন্ন ঐ সমস্ত নিঃসহায় ও অসমর্থ শ্রেণী যাহারা দাস ও দাসীর আকৃতিতে ঐ সমস্ত বর্বর হিংস্র পশুদের করায়ত্ব ছিল। কেননা, উহারাই ছিল তাহাদের অধিক করতলগত এবং উহাদের উপর নির্ভাবনায় ও স্বাধীনভাবে নানা প্রকার নির্যাতন চালাইতে পারিত। বিস্তারিত বিবরণ পরিহার করিয়া ঐ সমস্ত

www.pathagar.com

নির্যাতিত মুসলিমদের অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। ইহাতে সত্য ও ন্যায়ের পথে ঐ সমস্ত পবিত্রমনা লোকজন নিষ্ঠুর নির্যাতন প্রকৃতির মানুষের দ্বারা যে সীমাহীন উৎপীড়ন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে পাঠকবর্গ কিঞ্চিত ধারণা করিতে পারিবেন।

১. হযরত বিলাল বিন রিবাহ (রা) ঃ ইনি ছিলেন ইসলামের কুখ্যাত শত্রু উমাইয়া-বিন খালফের দাস। সে তাহার বন্ধু আবূ জাহেলের উপদেশ ও পরামর্শক্রমে প্রতিদিন তাঁহার উপর এমন অকথ্য নির্যাতন চালাইত যে, উহা পাঠ করিয়া আজও দেহের লোম খাড়া হইয়া যায়। ইব্‌ন হিশাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন হুররার পাথুরে ভূমি উষ্ণতায় মক্কায় প্রসিদ্ধ ছিল এবং গরমের মৌসুমে উহা লৌহ তাওয়ার ন্যায় তপ্ত হইয়া যাইত। উমাইয়া বিন খালফ তাহাকে সেই হুররার তপ্ত পাথুরে ভূমিতে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া বুকে ভারী পাথর চাপা দিয়া রাখিত। সারাটি দ্বিপ্রহর তিনি অগ্নির ন্যায় তপ্ত পাথরের চাপায় কয়লার ন্যায় ধক্‌ধকে তপ্ত পাথুরে ভূমিতে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকিতেন। তাঁহার জন্য কাহারও দয়া হইত না। সন্ধ্যায় যখন তাঁহাকে সেই ভারী পাথরের নিচ হইতে উঠাইত তখন তিনি এমন অস্থির ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িতেন যে, মুখ হইতে কোন আওয়াজ বাহির হইত না। তাহার মনিব বলিত "বিলাল (রা), এমনিভাবে আমি এক দিন তোমাকে জানে মারিয়া ফেলিব। তাই মুহাম্মদ (সা)-এর আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া আমাদের খোদাদেরকে পূজা কর। বিলাল (রা) সেমতাবস্থায়ই উত্তর দিতেন- আহাদ, আহাদ, অর্থাৎ আল্লাহ্ তো একজনই। দুই বা তিন, পাঁচ বা দশ নয়।"[১]

কখনও কখনও এমনও হইত যে, কঠিন ঝলসানো রৌদ্রে উমাইয়া বিন খালফ তাঁহাকে লৌহাবরণ পরিধান করাইয়া প্রখর রৌদ্রে তপ্ত বালিতে বসাইয়া রাখিত। লৌহাবরণের কড়ায় তাঁহার সারা দেহে জখম হইয়া যাইত। রৌদ্রে তপ্ত হইয়া লোহার কড়াগুলি আগুনের আকার ধারণ করিত।[২]

অধিকাংশ সময় উমাইয়া তাঁহার গলায় মোটা রশি বাঁধিয়া মক্কার ভবঘুরে ও গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলেদের হস্তে ছাড়িয়া দিত। তাহারা সমগ্র মক্কার গলিতে গলিতে তাহাকে হেঁচড়াইয়া ফিরিত। গলায় রশির ফাঁদ থাকিবার দরুন তাহার চক্ষু বাহির হইয়া আসিত। সারাদেহ পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া জখম হইয়া যাইত। এই সমস্ত কঠিন নির্যাতন ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাঁহার ঈমান ও ইয়াকীনে কোনরূপ চিড় ধরাইতে পারে নাই। এবং তিনি অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত স্বীয় ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কষ্ট ও নির্যাতনের অবসান ঐ সময় ঘটে যখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।[৩] মুক্তি প্রাপ্তির পরে হযরত বিলাল (রা) নিজেকে মহানবী

১. ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা ১৫ ।

২. মুহাজিরীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫-এর হাওয়ালা ক্রমে।

৩. তারিখু ইব্‌ন আমীর ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১।

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাসত্বে ওয়াকফ করিয়া দেন। এই দাসত্বেরই দরুন তাহার মর্যাদা বাদশাহের চাইতেও অধিক বর্ধিত হইয়াছে। এই জন্যই ইকবাল বলিয়াছেন رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے (রোমানের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে, হাবশী স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে)

২. হযরত আমের (রা) বিন ফুহাইয়া ঃ ইনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ আল আযদীর দাস। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকেই তিনি ঈমানের সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁহাকে নিদারুন কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার দেহকে লোহার তপ্ত শিক দ্বারা দাগানো হইত। তাঁহাকে তপ্ত ভূমিতে লৌহাবরণ পরিধান করাইয়া জবরদস্তি শোয়াইয়া রাখা হইত।

দেহের উপর ভারী ভারী পাথর রাখিয়া তাঁহার দুর্বল দেহকে চাপা দিয়া রাখা হইত। কিন্তু কাফিরদের কোন উৎপীড়নই তাঁহাকে সত্যের পথ হইতে হটাইতে সক্ষম হয় নাই। তাঁহার উপর যে সীমাহীন নির্যাতন চালান হইত তাহা কোমল হৃদয় হযরত আবূ বকর (রা) সহ্য করিতে পারেন নাই। কাজেই তিনি তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্তি দেন। ইনিই সেই সৌভাগ্যের অধিকারী দাস, যিনি হিজরত কালে দোজাহানের শাহানশাহের খিদমতগার ও সফরসঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন।

৩. হযরত আবূ ফুকাইহা (রা) ঃ ইনি বনি আবদিদ দারের দাস ছিলেন। সে তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের "অপরাধে" প্রতিদিন ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রদান করিত। গরমের ঠিক দ্বিপ্রহরে যখন আরবের প্রতিটি বালুকণা তপ্ত হইয়া অগ্নিসম হইত তখন বনী আবদিদ দার তাঁহাকে জঙ্গলে লইয়া যাইত। অতিশয় তপ্ত পাথুরে ভূমিতে তাঁহাকে জোরপূর্বক চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখা হইত। অতঃপর একটি ভারী পাথর উঠাইয়া তাহার বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া চলিয়া আসিত।

একবার ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় উমাইয়া তাঁহার গায়ে মোটা মোটা লোহার বেড়ী লাগাইয়া দেয় ও তাঁহাকে হেঁচড়াইয়া ময়দানে নিক্ষেপ করে। তিনি তথায় পড়িয়া তড়পাইতে থাকেন। লোকজন সেমতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিত পাইত কিন্তু তবুও তাহাদের মনে তাঁহার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হইত না। বরং তাহারা সহাস্যে উপহাস করিতে করিতে চলিয়া যাইত। ইত্যবসরে উমাইয়ার পুত্র সাফওয়ান কোথাও হইতে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয় কিন্তু এহেন হৃদয়বিদারক দৃশ্যেও তাহার মধ্যে সামান্যতম প্রভাব পড়ে নাই। বরং সে অত্যন্ত কৌতুক সহকারে হযরত আবূ ফুকাইহাকে (রা) জিজ্ঞাসা করিল আমার পিতা কি তোমার রব ও মাবুদ নয়? ঐ ধরনের কষ্টে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হযরত আবূ ফুকাইহা (রা) ঈমানী শৌর্যের সাথে জবাব দেন ঃ "তোমার পিতার হাকিকতই বা কি? আমার, তোমার ও তোমার পিতার রব ও মাবুদ হইলেন আল্লাহ্ তায়ালা।"

এই পরিষ্কার ও সত্য জবাবে উত্তেজিত হইয়া সাফওয়ান সম্মুখে অগ্রসর হয় ও কঠিনভাবে হযরত আবূ ফুকাইহার (রা) গলা চাপিতে থাকে। তাহার অপর ভ্রাতা

www.pathagar.com

পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, সাফওয়ান আরো জোরে। ইহাতে সে আরও শক্ত করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরে। রূহ পাখী মাটির দেহ পিঞ্জিরা হইতে উড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়া পড়ে। অকস্মাৎ হযরত আবূ বকর (রা) ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উমাইয়ার সাথে লেনদেন ধার্য করিয়া ফেলেন ও তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।[১]

৪. হযরত আম্মার বিন ইয়াসির আলআনাসী আল কাহতানী (রা)।

৫. হযরত ইয়াসির বিন আমের (রা) ঐ

৬. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ইয়াসির (রা) ঃ এই তিন পিতা-পুত্র ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। আম্মার (রা)-এর মাতা সুমাইয়া ছিলেন আবূ হোযাইফা বিন আল মুগীরা মখজুমীর দাসী। অসহায়া, নির্বান্ধব, গরীব ও সম্বল হীনা মনে করিয়া মক্কার কাফিররা তাঁহাকে বর্ণনাতীত কষ্ট দিত। ঠিক দ্বিপ্রহরে অগ্নিসম তপ্ত বালিতে তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইত। কয়লার আঙ্গারা দিয়া দেহ পোড়ানো হইত। ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁহাকে এমনইভাবে পানিতে চুবানো হইত যে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। ধক্‌ধকে আঙ্গারা ও তপ্ত বালির জখম বৃদ্ধকালেও তাঁহার দেহে পরিষ্কার দৃশ্যমান ছিল। পিতা ও ভ্রাতা কষ্ট ও নির্যাতনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া চিরস্থায়ী দেশের পথ ধরেন। নিজে ৯৪ বৎসর বয়স পান।[২]

৭. হযরত খাব্বাব বিন আরিত (রা) ঃ উম্মু আম্মারের দাস ছিলেন। সে ছিল সীমাহীন সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্না নারী। ইসলাম গ্রহণ করিবার অজুহাতে খাব্বাব (রা)-কে প্রতিদিন ভয়ঙ্কর শাস্তি দিত। ভূমিতে অগ্নি ছড়াইয়া উহার উপর তাঁহাকে শোয়াইয়া দিত এবং উপরে একখানী ভারী পাথর তাহার দেহে রাখাইয়া দিত। অবস্থা এমন হইত যে অগ্নি তাপে দেহের উপরিভাগ হইতে যে চর্বি নির্গত হইত উহাতে নিচের অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যাইত। সে গরম পাথর দ্বারা তাঁহাকে দাগাইত। এমন কি পিঠের চামড়া উঠিয়া হাড় বাহির হইয়া গিয়াছিল। এই ধরনের ভয়ঙ্কর কষ্টের পরেও তিনি যখন কিছুতেই ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন না, তখন উম্মু আম্মারা, যে ছিল হৃদয়হীনতায় আবূ জেহেলের চেয়েও কড়া, তাঁহাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এই রূপ অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করে যে, লৌহকে অগ্নিতে ভাল করিয়া গরম করিয়া তপ্ত লৌহ তাঁহার মাথায় রাখিয়া দিত। হযরত খাব্বাব (রা) তাঁহার উপর শেষের এই বর্ণনাতীত কষ্টের অবস্থা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূল (সা) আসমান পানে হস্ত উত্তোলন করিয়া দোয়া করেন যে "ইয়া ইলাহী! খাব্বাব (রা)-এর উপর দয়া কর।" রাসূল (সা)-এর দোয়া ইলাহীর

১. মুহাজিরীন দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪, আসাদুল গাবা, পঞ্চম খণ্ড, হালাত আবূ ফুকাইহা-এর হাওয়ালাক্রমে।

২. মুহাজিরীন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১২।

www.pathagar.com

দরবারে কবুল হয় এবং উম্মু আম্মারের এমন এক ব্যধি হয় যে, সে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিত। অনেকের দ্বারাই চিকিৎসা করানো হয় কিন্তু কিছুতেই কোন প্রকারের উপশম হয় নাই। বরং ব্যাধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সর্বক্ষণ তাহার ঘেউ ঘেউতে মহল্লাবাসী ও অসহ্য হইয়া পড়ে। অবশেষে কেহ তাহার চিকিৎসার এই বিধান দেয় যে, লোহা গরম করিয়া তাহার শিরোপরি রাখিলে তাহার উপশম হইবে। হযরত খাব্বাব (রা)-এর উপর এই খেদমতের দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হইল। সে নিজ চক্ষে ইহা দেখিতে পাইল যে, সে খাব্বাব (রা)-কে যে কষ্টে ফেলিয়াছিল স্বয়ং সে সেই কষ্টে আপতিত হইয়াছে। কিন্তু এই চিকিৎসাতেও তাহার কোন উপকার হইল না। এবং এমনিভাবে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে দুনিয়া হইতে জাহান্নামের পথে রওনা হইয়া যায়।

এই অসহায় দাসের সেই ব্যক্তির উপর–যিনি কায়সার ও কিসরার ন্যায় ভয়ঙ্কর ও প্রভাবশালী শাহানশাহদের তাজ নিজ পদতলে দলিত মথিত করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, এমন প্রভাব ছিল যে, তিনি যখন ফারূক আযম সকাশে আগমন করিতেন তখন উমর (রা) নিজের আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন ও তাহাকে অতিশয় সম্মান ও মর্যাদার সহিত উহাতে উপবিষ্ট করাইতেন। তিনি বলিতেন যে, এই আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য দুনিয়াতে একজনই আছেন আর তিনি হইলেন খাব্বাব (রা)।[১]

৮. হযরত সোহাইব রূমী (রা) ঃ কয়েদ হইয়া মক্কায় নীত হন। সেখানে আবদুল্লাহ্ বিন জাদয়ান তাঁহাকে খরিদ করেন ও পরে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। তিনি শান্ত ও সুপ্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। ইসলামের নাম কর্ণগোচর হওয়ার সাথে সাথে দারু আরকামে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। অথচ মক্কায় তাঁহার কোন আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী বা সমব্যথী ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখা সমীচীন মনে করেন নাই। কাজেই উহা প্রকাশ করিয়া দেন। ইহার পরে তাঁহার উপর বিপদ ও নির্যাতনের সীমাহীন ধারা শুরু হয়। তিনি সব কিছু ধৈর্য সহকারে সহ্য করেন। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় পদ কখনও টলটলায়মান হয় নাই।[২]

উৎপীড়নে অতিষ্ট হইয়া যখন হিজরত করিতে মনস্থ করেন তখন কোরাইশও উহা অবহিত হয়। তৎক্ষণাৎ তাহারা দৌড়াইয়া আসে ও তাঁহাকে বলিতে থাকে "তুই যখন এই স্থানে মক্কায় আসিয়াছিলি তখন ছিলি কপর্দকহীন। এই স্থানে তুই অস্ত্র বানাইয়াছিস ও উহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করিয়াছিস। এখন সেই সমস্ত সম্পদ গুটাইয়া যাইতেছিস। ইহাতে তোর কোন অধিকার নাই। কেননা এই সমস্ত সম্পদ তুই আমাদেরই নিকট হইতে লইয়া জমা করিয়াছিস। এখন তুই কি করিয়া এই সম্পদের মালিক হইলি? ইহা কখনও হইতে পারে না যে, তুই এই

১. মুহাজিরীন ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২১২।

২. মুহাজিরীন ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৬, তাবকাতু ইব্ন সায়াদ-এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

সম্পদ লইয়া ইয়াসরাব চলিয়া যাইবি।" হযরত সোহাইব (রা) ইহার উত্তরে স্বীয় তীর খুলিয়া লন ও বলিতে থাকেন "তোমরা সকলেই জান এবং তোমাদের প্রতিটি শিশু পর্যন্ত অবহিত রহিয়াছে যে তীরন্দাজীতে কোন ব্যক্তি আমার সমতুল্য নহে। আমি এর তীর দ্বারা তোমাদের মধ্যকার অনেককেই মৃত্যুর কোলে শোয়াইয়া দিতে পারি। তীর শেষ হইয়া গেলে তরবারী ধারণ করিব। তরবারী চালনায়ও তোমাদের কেহ আমার বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারবে না। কয়েকশত জনকে মারার পরে আমি মরিব। অতএব, তোমাদের কুশল ইহাতে নিহিত যে, আমার পথ রোধ করিও না, আমাকে যাইতে দাও। যদি তোমাদের ধন সম্পদের লালসা হইয়া থাকে তবে আমি আমার সমস্ত হালাল ও পবিত্র উপার্জন তোমাদের হস্তে তুলিয়া দিতেছি, ঐগুলি শৃগাল কুকুরের ন্যায় নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লও এবং এই মুহূর্তে আমার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াও। অন্যথায় তোমরা উত্তম রূপেই অবহিত রহিয়াছ যে, আমার তীর কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয় না। বিশ্বাস কর যে, তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিও নিজের জীবন লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।"

ধন-সম্পদের পরিবর্তে যখন ঈমানের সম্পদ লইয়া মদীনায় তশরীফ লইয়া আসিলেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "আবূ ইয়াহইয়া! তুমি লাভে রহিয়াছ।" ইনিই সেই রোমান দাস, যখন হযরত আমিরুল মোমিনীন ফারূক আযম (রা) সালাত রতাবস্থায় আবূ লুলুর হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নীচে পড়িয়া যান তখন তিনি অসিয়ত করিয়াছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত অপর খলীফার নির্বাচিত না হইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমার স্থলে সোহাইব (রা) মুসলিমদের সালাত পরিচালনা করিবেন। অতএব তিনদিন পর্যন্ত সোহাইব (রা) মুসলিমদের আমীরুস সালাত ছিলেন।[১]

মহানবী (সা) বলিতেন "বিভিন্ন দেশে ইসলাম গ্রহণের অগ্রপথিক হইলেন চার ব্যক্তি, আরব বাসীদের মধ্যে স্বয়ং আমি প্রথম, রোমবাসীদের মধ্যে সোহাইব (রা), পারস্যবাসীদের মধ্যে সালমান (রা) ও ইথুপিয়াবাসীদের মধ্যে বিলাল (রা)।

দাসদের পরে এখন এমন কতিপয় মাননীয়া মহিলার সংক্ষিপ্ত অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে যাহারা ছিলেন দাসী এবং ইসলামের প্রথমাবস্থাতেই নিজেদের পবিত্র ও স্বচ্ছ অন্তকরণের দরুন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কাফির মনিবগণ যত কঠিন কষ্ট দিয়াছে সম্ভবত দাসদের চাইতেও উহা অধিক ছিল। কিন্তু সেই শৌর্যশালীনি মহিলাগণ এমন দৃঢ়তা ও এমন অসীম সাহসিকতার সহিত উহা সহ্য করিয়া ছিলেন যে, মাযহাবের সমগ্র ইতিহাসে উহার কোন নযীর পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নরূপ ঃ

১. হযরত সুমাইয়া (রা) ঃ ইনি হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের (রা) জননী ও বনী মখজূমের দাসী ছিলেন। এমন কোন নির্যাতন ছিল না যাহা উহাদের দ্বারা এই

১. মুহাজিরীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৭।

www.pathagar.com

নির্বান্ধব, অসহায়া গরীব মহিলার উপর পরিচালিত হয় নাই। কষ্ট দিতে দিতে যখন তাহারা হাপাইয়া গেল তখন একদিন হৃদয়হীন অত্যাচারী আবূ জাহেল ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার উরুতে বর্শা নিক্ষেপ করে যাহা তাঁহার উরু ভেদ করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়া যায়। তাহাতে সেই নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের মহিলা (রা) তড়পাইয়া তড়পাইয়া জীবন দান করেন। ইনিই (রা) ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ[১] নারী।

২. হযরত লুবাইনা (রা) ঃ ইনি ছিলেন বনী মুয়িলের দাসী। উমর (রা) ইব্ন খাত্তাব ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের কট্টর শত্রুদের অন্যতম ছিলেন। তিনি তাঁহাকে লাঠি দ্বারা এমনভাবে পিটাইতেন যে, দূরবস্থার একশেষ হইত। তাহাকে বলা হইত মুহাম্মদ (সা)-এর আল্লাহ্কে অস্বীকার কর, লাত ও উযযার খোদায়ীকে স্বীকার কর, অন্যথায় এমনিভাবে পিটাইতে পিটাইতে তোকে একদিন জীবনে মারিয়া ফেলিব।" যখন পিটাইতে পিটাইতে ক্লান্ত হইয়া যাইতেন তখন কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম নিতেন ও বলিতেন "লুবাইনা (রা)! আমি তোর উপর দয়া করিয়া ছাড়িয়া দেই নাই। বরং এই জন্য ক্ষান্ত হইয়াছি যে, পিটাইতে পিটাইতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। একটু দম লইয়া আবার তোকে মেরামত করিতে শুরু করিব।" কিন্তু লুবাইনা (রা) সত্যের পথে সর্ব প্রকারের কঠিন হইতে কঠিনতর কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তবু ইসলাম-বিমুখ হন নাই। উমর (রা)-এর নিষ্ঠুরতাকে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা ও মনোবল সহকারে হাসিমুখে বরদাস্ত করিয়াছেন। অবশেষে ঐ সময় তাঁহার বিপদের দিনের অবসান ঘটে যখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহাকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।[২]

৩. হযরত যোনাইরা (রা) ঃ ইনি ছিলেন বনী মখযূমের দাসী। আবূ জেহেল তাঁহাকে প্রতিদিন অসহনীয় কঠিন শাস্তি দিত। কিন্তু তিনি অতিশয় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত উহা বরদাস্ত করিতেন, কখনও কোন অভিযোগ বা নালিশ করিতেন না। অবশেষে আবূ জাহেল তাঁহাকে মারিতে মারিতে অন্ধ করিয়া ফেলে। তখন আবূ জাহেল বলিত "আমাদের খোদাগণ তোর আল্লাহ্র উপর বিজয় লাভ করিয়া তোকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। যদি তুই এখনও মুহাম্মদ (সা)-এর আল্লাহ্কে ছাড়িয়া আমাদের লাত ও উয্যার প্রতি ঈমান না আনিস তবে তোকে লেংড়া, খোড়া ও বধির করিয়া ফেলিব।" হযরত যোনাইরা (রা) উহার উত্তর এমনভাবে দিতেন যে, লাত ও উযযার কি শক্তি আছেন কাহাকেও অন্ধ বা বধির করিবে, অবশ্য ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতাবান আল্লাহ্র এমন শক্তি রহিয়াছে যে, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন দোয়া প্রার্থনা করিতেন যে, ইলাহী! কুফফারকে আমার সাথে উপহাস করিবার সুযোগ দিও না এবং ইসলামের

১. তারীখু-ইব্ন আসীর ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২।
২. তারীখু ইব্ন আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৫।

www.pathagar.com

শত্রুদের সমস্ত আনন্দকে বিলীন করিয়া দাও। তাঁহার দোয়া কবুল হইয়া একদিন লোক দেখিতে পাইল যে হযরত যোনাইবার (রা) দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গিও বিস্ময়কর ধরনের হইয়া থাকে এখন তাহারা বলিতে শুরু করে যে, যোনাইরা (রা) তো প্রকৃতই অন্ধ, তবে মুহাম্মদ (সা) তদীয় যাদুর বলে তাঁহাকে লোক সমক্ষে দৃষ্টির অধিকারীনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে।"

হযরত যোনাইরার (রা) উপর প্রতিদিন যে উৎপীড়ন ও নির্যাতন চলিতেছিল হযরত আবূ বকরের (রা) ন্যায় কোমল প্রাণ ও সহৃদয় ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে (রা) খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।[১]

৪. হযরত নাহ্দিয়া (রা) ঃ হযরত নাহদিয়্যা (রা) ও তাঁহার কন্যা বনী নাহদের দাসী ছিলেন। ইব্ন আসীরের বর্ণনা মতে তাঁহারা বনু আবদিদ দারের করতলগত ছিলেন। এতদুভয়ের উপরও ইসলাম গ্রহণের দরুণ মক্কার কাফিররা অকথ্য অত্যাচার চালাইত এবং বলিত এমনিভাবে কষ্ট দিতে দিতে আমরা একদিন মারিয়া ফেলিব। মুসলমানগণ তো তোমাদের বড়ই শুভানুধ্যায়ী সাজিয়া ফিরিতেছে। খালি মুখে বুলি আওড়াইলে কি লাভ হইবে। তাহাদের যদি তোমাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি থাকিয়া থাকে তবে তাহারা আসিয়া আমাদের নিকট হইতে তোদেরকে খরিদ করিয়া লইয়া যাক। হযরত আবূ বকর এতদশ্রবণে তশরীফ লইয়া আসেন ও তাঁহাদেরকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।[২]

ইতিহাসে বর্ণিত অনেক দাস দাসীদের মধ্যে ইহাই হইল কয়েকজনের অবস্থা। অজানা কত অসহায় বান্ধবহীন যে ইসলাম গ্রহণের দায়ে অত্যাচারী হিংস্র ও বর্বরদের হস্তে শুধুমাত্র নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে উহার সন্ধান কে রাখে। না জানি কত অজানা মানুষ এই সমস্ত পাষাণ হৃদয়দের হস্তে শাহাদত বরণ করিয়াছেন। উহার খোজই বা কে রাখে। এই সমস্ত মানবাকৃতির পশুরা অসহায় মুসলিমদের উপর নির্যাতনের কোন প্রক্রিয়াই প্রয়োগ করিতে বাকী রাখে নাই।

২. সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের উপর কোরাইশ নেতৃবৃন্দের নির্যাতন

মুসলিমদেরকে নির্যাতন করিয়া তাহাদের ধর্ম হইতে ফিরাইয়া লওয়ার যে পরিকল্পনা কোরাইশরা তৈরী করিয়াছিল উহার দ্বিতীয় পর্যায়ের শিকার ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী মুসলিমগণ। পরিকল্পনার এই অধ্যায়কেও বাস্তবায়িত করিবার প্রয়াসে তাহারা ছিল বদ্ধপরিকর। যদিও ইহারা গরীব ও নিঃসম্বল ছিলেন না বা অন্যের মুখাপেক্ষীও ছিলেন না, তবু ইসলাম গ্রহণের পরে তাহারা কোরাইশের নির্যাতন ও উৎপীড়ন হইতে রেহাই পান নাই। তাহাদের উপরও উহারা যথাসম্ভব নির্যাতন চালাইতে কসূর করে নাই। তন্মধ্য কতিপয় সাহাবার (রা) উপর পরিচালিত নির্যাতনের অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে।

---

১. তারীখ ইব্ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬।

২. তারীখ ইব্ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬।

www.pathagar.com

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঃ তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ উত্থিত হয় নাই। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তিনি যখন তালহা বিন আবদিল্লাহ্ (রা)-কে তাবলীগ করিয়া ইসলামে দীক্ষিত করেন তখন তালহার (রা) আপন ভ্রাতা ইসলামের কুখ্যাত শত্রু উসমান বিন আবদিল্লাহ্ ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত হয়। সে ইহাই ধারণা করে যে, এই সমস্ত দুষ্টামী সবই আবূ বকর (রা)-এর। সে-ই আমার ভ্রাতাকে ফুসলাইয়া আমাদের ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। এই ধারণার উদ্রেক হইতেই সে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত তালহা (রা)-কে একই রশিতে বাঁধিয়া যতটা মার দেওয়া সম্ভব তাহা দিয়াছে।[১]

এমনইভাবে কোরাইশরা সর্বদাই হযরত আবূ বকরের (রা) উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাইতে থাকে। তিনিও সেই কষ্ট ও অত্যাচারকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বরদাস্ত করিতে থাকেন। কিন্তু যখন এই কষ্ট সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে তখন তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইথুপিয়া বা অন্যত্র হিজরত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূল (সা) ও অন্য কোন পথ না দেখিতে পাইয়া অনুমতি প্রদান করেন। তিনি ভ্রমণের জন্য যৎসামান্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন ও চুপিসারে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়েন। কিন্তু দক্ষিণ দিকে যাত্রাকালে বারকুল গাম্মাদ নামক স্থানে পৌঁছলে। এখানে কারা কবীলার প্রভাবশালী রয়ীস ইবনুদ্দুগনার সহিত তাহার সাক্ষ্য হয়। তিনি তখন বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বিদেশ গমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ের সহিত বলেন, "আরে আবূ বকর (রা) তুমি এখানে কোথায় যাইতেছো?" হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমার গোত্রীয় লোকজন মুসলিম হওয়ার অপরাধে আমাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছে ও নির্যাতন করিয়াছে। তখনই আমি স্বাধীনভাবে তৃপ্তমনে নিজ প্রতিপালক প্রভুর ইবাদত করিবার মানষে দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছি। মক্কাবাসীগণ যখন আমাকে থাকিতে দিতেছে না তখন আর আমি কি করিতে পারি। এই নির্বাসন আমি স্বেচ্ছায় নহে বরং জবরদস্তিতে গ্রহণ করিয়াছি।" সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া ইব্‌ন দাগনা বলিলেন, না, না! আবূ বকর (রা)! এমনটি কখনও হইতে পারে না। না তোমার মক্কা ত্যাগ করা উচিত না। মক্কাবাসীদের উচিত নয় তোমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা। আমি অতিশয় সন্তুষ্টি সহকারে তোমাকে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করিতেছি।[২] আমার সাথে ফিরিয়া চলো এবং স্বদেশে নিশ্চিন্ত মনে বাস করো।" তাহার পীড়াপীড়িতে হযরত আবূ বকর (রা) ফিরিয়া আসেন।

---

১. আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫, কোন কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, এই কর্ম ভ্রাতা করে নাই বরং পিতৃব্য নওফির বিন খোলাইলাদ (ইব্‌ন আদরিয়া) করিয়াছিল। (খোলাফা-ই-রাশেদীন, পৃষ্ঠা-১৭, সীরাতু ইবনি হিশাম পৃষ্ঠা ৮৮-তে এমনই উল্লেখ রহিয়াছে।

২. আরবে কাহারও আশ্রয় ছিল অতিশয় বৈশিষ্টপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। যখন কোন সরদার কাহাকেও নিজ আশ্রয়ে লইত তখন তাহাকে কোন মানুষ কষ্ট দিতে পারিত না।

www.pathagar.com

কিন্তু ইব্‌ন দাগনার এই আশ্রয় বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। আশ্রয় ভঙ্গের পরে পূনরায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর অকথ্য নির্যাতনের ধারা শুরু হয়। অবশেষে অসহ্য হইয়া তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত মদীনায় হিজরত করিতে বাধ্য হন।

২. হযরত উসমান বিন আফফান (রা) ঃ তাঁহার বংশ জাহেলিয়া কালে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। তাঁহার পিতামহ উমাইয়া ছিলেন কোরাইশ প্রধান রয়ীস। ফুজজারের যুদ্ধে এই বংশেরই প্রখ্যাত সরদার হারব বিন উমাইয়া কোরাইশদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আরবে বনূ হাশিম ছাড়া অন্য কোন বংশ হযরত উসমান (রা)-এর বংশের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিল না। তিনি নিজেই ছিলেন এই বংশের সুযোগ্য সন্তান। দুনিয়াদারীর দিক হইতেও তিনি ছিলেন খুবই ধনবান ও প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা)-এর তাবলীগক্রমে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন সর্ব প্রকারের নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন। বংশ গৌরব ও ব্যক্তিগত মর্যাদা কোন কিছুই তাহার কোন কাজে আসে নাই। এই "অপরাধে" তাঁহার পিতৃব্য হাকাম বিন আসবিন উমাইয়া তাঁহাকে দাসদের সাথে অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত দড়িতে বাঁধিয়া রাখে। অতঃপর লাঠি দ্বারা এমন কঠোরভাবে মার ধোর করে যে, সমস্ত দেহ রক্তাক্ত হইয়া যায়। অতঃপর বন্দী করিয়া রাখে যে, ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত ছাড়া হইবে না। কিন্তু মারধোর ও বন্দীত্বের তিক্ততায় ইসলামে নেশা ছুটিবার ছিল না। বরং এই নেশা দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাথে সাথে যালিম ও অত্যাচারী নিপীড়ন ও নির্যাতন ও কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল। এমনকি অবশেষে তাঁহাকে মক্কা ছাড়িয়া হিজরত করিতে হইল।[১]

৩. হযরত যোবাইর (রা) বিন আওয়াম ঃ অতিশয় শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের অধিকারী, কোরাইশের অতিক্রান্ত সম্ভ্রান্ত বংশের (বনূ আসাদ) সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। উম্মত জননী হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু হযরত সফিয়্যা (রা)-এর পুত্র ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জামাতা ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরে প্রথমে পিতৃব্য মৌখিকভাবে ধমকাইয়া ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে ইসলাম হইতে বিরাগী করিতে প্রয়াস পায়। উহাতে কার্য সিদ্ধ না হইলে বাস্তব নির্যাতনের পালা শুরু হয়। প্রতিদিন তাঁহাকে একটি চাটাইয়ে লেপটাইয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত। ইহাতে তাঁহার দম বন্ধ হইয়া মরিবার উপক্রম হইত। কিন্তু কোন দৈহিক নির্যাতনই তাঁহাকে সত্যের পথ হইতে বিচ্যুতি ঘটাইতে পারে নাই। পিতৃব্যের নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়াইয়া গেলে বাধ্য হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন।[২]

---

১. খোলাফাই-রাশেদীন, পৃষ্ঠা-১৮৩ ও ১৮৬ তারীখ-ই- মিল্লাত দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১০।

২. তাজকিরা-ই-মুহাজিরীন। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪ ও ৭৬।

www.pathagar.com

৪. হযরত তালহা (রা) বিন উবাইদুল্লাহ ঃ বনী তীমের একজন সম্ভ্রান্ত সদস্য ছিলেন। তাঁহার বংশ পরিচয় সপ্তম উর্ধ্বতন পুরুষে মহানবী (সা)-এর সহিত মিলিত হয়। ইসলাম গ্রহণের দায়ে তাহার পাষাণ হৃদয় ও নির্দয় ভ্রাতা উসমান বিন উবাইদুল্লাহ্‌র নির্যাতন ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হন। সেই তাঁহাকে ও হযরত আবূ বকর (রা)-কে (যাহার তাবলীগ ক্রমে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) এক রজ্জুতে বাঁধিয়া মারধোর করিত, যাহাতে তাঁহারা (রা) ভীত হইয়া পূর্বতন ধর্মে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তাঁহারা পরিত্যাগ করিবার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।[১]

৫. হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) ঃ ইনি কোরাইশের এক সম্ভ্রান্ত কবীলা যোহরার সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। উহা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাসতুত কুল। তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর তাবলীগ ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহার মাতা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিতে থাকেন হায়! আমার সন্তান হাজার হাজার খোদাকে পরিত্যাগ করিয়া এক আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ হইয়া গিয়াছে। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া পানাহার বন্ধ করিয়া দেয়। তিন দিবস এইভাবে অতিবাহিত হয়। গৃহে ঝগড়া ফাসাদ চলিতে থাকে। জননীর ধারণা ছিল যেহেতু সায়াদ (রা) খুবই বাধ্য ছেলে কাজেই এহেন চাপে প্রভাবিত হইয়া সে পূর্বতন ধর্মে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সায়াদ (রা) পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দেন যে, মাতা! আপনার অধিকার আপনার মর্যাদা আপনার আনুগত্য ও বাধ্যতা সবই সত্য ও অবশ্য করণীয়। কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর আপনাকে স্থান দিতে পারি না। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁহার (রা) এই দৃঢ়তাকে খুবই পছন্দ করেন। তাই পরবর্তী কালের জন্য ইহাকে আইনে পরিণত করিয়া দেন যে,

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

[অর্থাৎ যদি (পিতা-মাতা) তোমাকে আমার সহিত শিরক করিতে বাধ্য করে তবে ঐ ব্যাপারে তাহাদের বাধ্যগত হইও না]।[২]

৬. হযরত সায়ীদ (রা) বিন যায়িদ ঃ ইনিও ছিলেন কোরাইশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা)-এর ভগ্নিপতি। হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নি ফাতিমা (রা) তাঁহার পত্নিত্বে ছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম প্রচারের প্রথমাবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু উমর (রা) ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু ও রুক্ষ মেযাযের লোক কাজেই তাহার হস্তে নিপীড়িত হওয়ার আশঙ্কায় স্বামী-স্ত্রী উভয় নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন যখন তিনি ইহা অবগত হইলেন। তখন তাহাদের গৃহে আগমন করিয়া ভগ্নিপতিকে মারধোর করেন। মারিতে মারিতে তাঁহাকে সজ্ঞাহীন করিয়া

১. তাযকিরাহ-ই-মুহাজিরীন ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২২।

২. তাযকিরাতুন মুহাজিরীন, পৃষ্ঠা-৯৫, আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯-এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

ফেলেন। ভগ্নি তদীয় স্বামীকে রক্ষাকল্পে আগাইয়া আসিলে তাহারও মাথা ফাটাইয়া দেন। নিপীড়িত মহিলার তপ্ত খুন স্বীয় পরিধান বস্ত্র গড়াইয়া পড়িতে থাকে সেমতাবস্থাতেও ভগ্নি ক্রন্দন করিতে করিতে বলেন উমর! ইচ্ছা হয় মারিতে মারিতে আমাদিগকে শেষ করিয়া ফেল কিন্তু এই দীন আর কখনও পরিত্যাগ হইবে না।[১] (কে জানিত এই পাষাণ হৃদয় মানুষই একদিন "আমীরুল মু'মিনীন ফারূক-ই আযম" নামে ইসলামী দুনিয়ার শাহিন শাহে পরিণত হইবেন।)

৭. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) ঃ কোরাইশের হোযাইল কবীলার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। যখন মু'মিনদের জামাত কতিপয় সাহাবা (রা)-এর সমষ্টি মাত্র ছিল সেই সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাহারো পক্ষে মক্কা ভূমিতে উচ্চ কণ্ঠে কোন জনসমাবেশে কুরআন তেলাওয়াতের সাহস হইত না। একদিন ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ (রা) পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন যে, এখন পর্যন্ত কোরাইশরা কাহাকেও উচ্চকণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করিতে শুনিতে পায় নাই। কেমন চমৎকার হইত! যদি এমন একজন সাহসী পুরুষ হইত যে সাহস করিয়া কোরাইশকে কুরআনের কয়েকটি আয়াত শোনাইয়া দিত।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা)ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাহসিকতার সহিত বলিতেন "এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আমি প্রস্তুত রহিয়াছি এবং আগামী কল্য প্রত্যুষে কাবায় গমন করিয়া কুরআন শোনাইব।" সকলেই তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, ইহা ভয়ানক কর্ম। ইহাতে তোমার জীবন বিপন্ন হইবে। কিন্তু সেই মুক্ত হৃদয়ের নির্ভীক মানুষটি স্বীয় ইচ্ছা হইতে এতটুকু টলিলেন না। পরের দিন প্রভাতে যথা নিয়মে কোরাইশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদারগণ কাবায় বসিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) তথায় পৌঁছিলেন এবং এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চকণ্ঠে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করিয়া কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রথমত, সমবেত কোরাইশ বিস্মিত হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিল পরে ক্রোধভরে তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং এমনভাবে মারধোর করিল যে, তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি এমন নির্ভীক ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন যে, সর্বক্ষণ মার খাইলেন কিন্তু মুখবন্ধ করিলেন না। যথারীতি কুরআন করীম তেলাওয়াত করিতে থাকিলেন।[২]

৮. হযরত মসয়াব বিন উমাইর (রা) ঃ তাঁহার বংশধারা নিম্নরূপ ঃ মাসয়াব (রা) বিন উমাইর বিন হাশিম বিন আবদি মানাফ বিন আদিদ্দার বিন কোসাই আল কোরাইশী। ইহা হইতেই তাঁহার বংশ গৌরব প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন মক্কার মধ্যে

১.তাযকিরাহ "মুহাজিরীন" ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫; তাবকাতু ইব্‌নি সাআদের হাওয়ালাক্রমে।

২. সীরাতুল ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা, ১০৩; মুহাজিরীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৭; আসাদুল গাবার আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের আলোচনার হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

সৌখিন যুবক ও আমীর পিতা মাতার সন্তান। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের দায়ে তাঁহাকে কঠোর নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। উহার বিবরণ আমরা পরে বর্ণনা করিব।

৯. হযরত উসমান বিন মাযউন (রা) ঃ কোরাইশের কবীলা বনী জামাহ্-এর অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত উবায়দা বিন হারিস (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা), হযরত আবূ সালমা বিন আবদিল আসাদ (রা), হযরত আবূ উবায়দা বিন আল জাররাহ (রা) প্রমুখের সহিত একত্রে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আস্ সাবিকূনাল আওয়ালূন-এর অন্যতম ব্যক্তি। একদিন প্রখ্যাত কবি লাবীদ কাবার আঙ্গিনায় বসিয়া তৎকৃত একটি বিখ্যাত কাসীদা শুনাইতেছিল। কোরাইশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং একাগ্রতা ও আগ্রহ সহকারে কবিতা শ্রবণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ হযরত উসমান (রা) তাহার এক পংক্তির উপর আপত্তি উত্থাপন করেন। একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কবির পক্ষে ইহার চাইতে অধিক অমর্যাদা আর কি হইতে পারে যে, তাহার কবিতা পাঠে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিবে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলে তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়ে ও তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। জনৈক যালিম তাহার মুখে এমন জোরে চপেটাঘাত করে যে, ইহাতে তাঁহার একটি চক্ষু ফুড়িয়া যায়। উহার পর হইতে সর্বক্ষণ তাহার উপর কোরাইশের নির্যাতন ও বল প্রয়োগের ধারা চলিতে থাকে। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মদীনায় হিজরত করিতে হয়।[১]

১০. হযরত আবূ যর গিফারী (রা) ঃ গিফার কবীলার উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ও প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ ও কোরাইশের হস্তে নির্যাতন ভোগ করার কাহিনী নিজ ভাষায় এমনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন– "আমি ছিলাম গিফার কবীলারই একজন। আমি শুনিতে পাইলাম যে, মক্কায় এমন একজন মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যিনি বলেন যে, "আমি নবী"। ইহাতে আমি আমার ভ্রাতাকে বলিলাম যে, তুই যা, ঐ নবীর সাথে আলাপ কর ও তাহার সংবাদ আমাকে দে। সে মক্কায় আগমন করে ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরে প্রত্যাবর্তন করে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কি খবর এনেছিস ? আমার ভ্রাতা উত্তর দিল আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এমন একজন মানুষকে দর্শন করিয়াছি যিনি সৎকর্মের নির্দেশ দেন ও মন্দ কার্য হইতে বিরত রাখেন। আমি তাহাকে বলিলাম এই সংবাদে আমি তৃপ্ত নহি। অতঃপর আমি পথের জন্য কিছু আহার্য ও নিজের ছড়ি ধারণ করি ও মক্কার পানে যাত্রা করি। আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনিতাম না, আমার এমনও ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। মক্কায় আগমন করিয়া আমি যমযমের পানি পান করিতাম ও কাবায় অবস্থান করিতাম। অকস্মাৎ আমার নিকট আলী বিন আবু তালিব

১. আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৮৫।

www.pathagar.com

(রা) আগমন করেন ও জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কি মুসাফির ? আমি বলিলাম "হ্যাঁ"। তিনি আমাকে তাহার সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। কিন্তু না তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, না আমি তাঁহাকে কিছু বলা সমীচীন মনে করিলাম। সকাল হইলে আমি এই মনে করিয়া কাবায় চলিয়া আসিলাম যে মহানবী (সা) সম্পর্কে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি এমন কোন বিশ্বস্ত লোকের সন্ধান পাইলামনা যে, আমাকে তাঁহার ঠিকানা বলিতে পারে। সন্ধ্যায় পুনরায় আলী (রা) আমার নিকট আগমন করেন ও বলিতে থাকেন যে, "তুমি কি এখন পর্যন্ত কোন ঠিকানা প্রাপ্ত হও নাই।" আমি বলিলাম "না"। আলী (রা) বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে চল।" এইবার আলী (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এবং এই স্থানে কি প্রয়োজনে আগমন করিয়াছ? আমি বললাম, যদি তুমি এই কথা কাহাকেও না বল তবে আমি তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি। তিনি যখন অঙ্গীকার করিল যে, এইস্থানে এমন এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবী। আমি আমার ভ্রাতাকে এই সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে কোন সন্তোষজনক উত্তর লইয়া প্রত্যাগমন করে নাই। তাই আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমি স্বয়ং গমন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিব। এতদ্‌শ্রবণে আলী (রা) বলিলেন, "তুমি পথপ্রাপ্ত হইয়াছ, আমিও তাঁহারই নিকট যাইতেছি। তুমি আমার পশ্চাদবর্তী হও। আমি যেই স্থানে প্রবেশ করিব ঝটপট তুমিও তথায় প্রবেশ করিবে। তিনি একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমিও ঝটপট ভিতরে প্রবেশ করিলাম। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ছিলেন। মহানবী (সা) দর্শন করিয়া আমি নিবেদন করিলাম যে, আমাকে ইসলামের সম্পর্কে অবহিত করুন। অতএব, তিনি তাবলীগ করিলেন ও আমি তৎক্ষণাৎ ইসলামে দীক্ষিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন "আবূ যর! তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিও এবং দেশে ফিরিয়া যাও। যখন তুমি শুনিতে পাইবে যে আমাদের প্রাধান্য বিস্তারিত হইয়াছে তখন তুমি ফিরিয়া আসিও। আমি নিবেদন করিলাম— ঐ সত্ত্বার শপথ, যে আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমি কাফির কোরাইশদের সম্মুখে চিৎকার করিয়া করিয়া আমার ইসলাম গ্রহণের কথা বলিব। উহার পরে আমি কা'বায় আগমন করি। যথারীতি কোরাইশগণ তথায় বসা ছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম " ওহে কোরাইশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ!

اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

(আমি নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং আমি এই ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও তাহার রাসূল। ইহা শ্রবণ মাত্রই কুরাইশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বলিল "ইহাকে ধরতো, এ তো বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে।" এই কথার সাথে সাথে চতুর্দিক হইতে তাহারা আমার উপর ঝাপাইয়া পড়ে এবং আমাকে এমনই মারধোর করে যে, আমি মৃতপ্রায় হইয়া

www.pathagar.com

গিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব তথায় আগমন করেন এবং আমাকে এমতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া আমার উপর ঝুকিয়া পড়েন যাহাতে আমাকে ঐ সকল মানুষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্য অনুতাপ! তোমরা গিফার কবীলার একজন লোককে হত্যা করিতেছ, অথচ গিফার কবীলা তোমাদের বানিজ্য পথে পড়ে। যদি তোমরা এই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেল তবে তোমাদের বানিজ্য পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এবং তোমাদিগকে কঠোর দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।" এতদ্শ্রবণে তাহারা সকলেই পিছু হটিয়া যায় ও আমাকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু পরদিন প্রত্যুষে আমি পুনরায় কা'বায় গমন করি ও দ্বিতীয়বার উচ্চ কণ্ঠে কলিমা পাঠ করি। উহাতে তাহারা আবার আমাকে পাকড়াও করে ও আব্বাস (রা) আসিয়া না ছাড়ানো পর্যন্ত মারধোর করিতে থাকে।[১]

১১. হযরত সালমা বিন হিশাম (রা) ঃ তিনি সর্বজন পরিচিত কুখ্যাত ও ইসলামের মারাত্মক শত্রু আবূ জেহেলের আপন ভ্রাতা ছিলেন। তিনি প্রাথমিক কালেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবন করা যায় যে, আবূ জেহেল তাঁহার উপর কত কঠোর নির্যাতন চালাইত। এই কষ্ট সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে তিনি আবূ জেহেলের আক্রোশ হইতে পালাইয়া ইথুপিয়ায় চলিয়া যান। কোরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে মর্মে ভ্রান্ত সংবাদ প্রচারিত হইলে অপরাপর মুসলিমদের সহিত তিনিও মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তন মাত্রই আবূ জেহেল পুনরায় তাঁহাকে ধরিয়া বন্দী করিয়া ফেলে এবং আবার পূর্বের ন্যায় কঠোর নির্যাতন চালাইতে থাকে। মারধোরও করিত আবার অনাহারেও রাখিত। পদ্‌যুগলে বেড়ী দিয়া রাখিত যাহাতে পুনরায় পালাইতে না পারেন।[২]

১২. হযরত আইয়াশ বিন আবী রবীয়া (রা) ঃ ইনিও ছিলেন আবূ জাহেলের মাতৃজাত ভ্রাতা এবং প্রাথমিক কালেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবূ জাহেল তাঁহার উপরও ততখানি কঠোর নির্যাতন চালাইত যতখানি চালাইয়াছিল তার নিজ ভ্রাতা হযরত সালমা (রা)-এর উপর, ইনিও তাহার বন্দীত্ব হইতে প্রথমে ইথুপিয়ায় ও পরে মদীনায় পালাইয়া যান। কিন্তু আবূ জেহেল কি করিয়া সহ্য করিত যে, তাহার ভাই মুক্ত থাকিবে। মনে মনে বিশেষ পরিকল্পনা লইয়া মদীনায় গমন করে ও বলিতে থাকে জননী তোমার বিরহে অত্যন্ত অস্থির ও কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি শপথ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দেখা না পাইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ছায়ায় বসিবেন না, মাথায় চিরুনী লাগাইবেন না বা পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিবেন না। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি একবার গিয়া জননীকে তোমার চেহারা দেখাইয়া আইস, অতঃপর তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিও। জননীর প্রতি ভালবাসার দরুন হযরত আইয়াশ

১. সহীহ্ বুখারী কিতাবুল কিসসাতু যমযম ওয়াফীহি ইসলামু আবী যর, অধ্যায়।

২. তাযকিরা "মুহাজিরীন" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২; তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা-৭৬ এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

(রা) আবূ জেহেলের ছলনায় ভুলিয়া যান ও তাহার সঙ্গে চলিয়া আসেন। মক্কায় পৌঁছিয়াই আবূ জেহেল আইয়াশ (রা)-কে ধরিয়া ফেলে এবং সালমার (রা) সহিত বন্দী করিয়া রাখে। উভয়ের পদ একই বেড়ীতে আটকাইয়া রাখে।[১]

১৩. হযরত ওলীদ বিন ওলীদ (রা) ঃ ইনি ছিলেন খালিদ (রা) বিন ওলীদের ভ্রাতা এবং বদরের যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার খালিদ (রা)-এর ইসলামের প্রতি শত্রুতা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। ওলীদ (রা)-এর ভুল হইয়াছিল যে, ইসলাম গ্রহণের পরে ভাইদের সঙ্গে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। মক্কায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা হাতকড়ি ও বেড়ী পরাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখে। বন্দী অবস্থায় সালমা (রা) এবং আইয়াশ (রা)ও তাহার সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু তিনি তুলনামূলকভাবে তাতে কিছুটা বুদ্ধিমান ছিলেন। কিছুদিন তওক ও জিঞ্জিরের কষ্ট সহ্য করেন, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্রই পালাইয়া যান। মদীনায় পৌঁছিয়া দোজাহানের নেতার খিদমতে হাজিরা দেন। তিনি বলেন, "আরে ওলীদ! তুমি আসিয়া গিয়াছ ও তোমার বন্ধু সালমা (রা) ও আইয়াশ (রা)-কে ঐখানেই ছাড়িয়া আসিয়াছ। তিনি নিবেদন করিলেন "রাসূল (সা)! তাহাদিগকে অতিশয় কড়া প্রহরার মধ্যে রাখা হইয়াছে। বন্দী অবস্থায় তাহাদের উপর যার পর নাই কঠোর আচরণ করা হইতেছে। কমবখত আবূ জেহেল তাহাদের উভয়কে একই বেড়ীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" রাহমাতুল-লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিলেন, "যাও, এক্ষনই ফিরিয়া যাও এবং যেমন করিয়াই হউক তাহাদের উভয়কে মুক্ত করিয়া লইয়া আইস।"

মহান মনিবের নির্দেশ পালনার্থে তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন ও অতি নিপুনতার সাথে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়া যান। খালিদ বিন ওলীদ পূর্ণ বাহিনী সহকারে তাহাদের পিছু ধাওয়া করে কিন্তু তাহাদের ধুলিরও নাগাল পায় নাই।[২]

১৪. হযরত হিশাম বিন আস (রা) ঃ ইনি ছিলেন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রু ছিল। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ললাটে ইসলামের নূর চমকাইতেছিল। এই অপরাধে পিতা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখে এবং তিনি দীর্ঘদিন বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য হন।[৩]

৩. স্বয়ং মহানবী (সা)-এর প্রতি কোরাইশের কাফিরদের আচরণ

ইসলামে দীক্ষিত (১) দাসদের প্রতি কোরাশের যে ধরণের আচরণ ছিল তাহা আপনারা পাঠ করিলেন। উহাদের পরে তাহাদের (২) সমকক্ষ ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি

১. তাযকিরাহ মুহাজিরীন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১২; ইসতীয়াব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০১ এর হাওয়ালাক্রমে।
২. তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৭ এবং ইসতীয়াব হালু ওলীদ বিন ওলীদ, অধ্যায়।
৩. তাযকিরা "মুহাজিরীন" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৬ মুসতাদরাকু হাকিম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪০ এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র এই জন্য যে, তাহারা ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কি আচরণ করিয়াছিল তাহাও দেখিলেন। এখন আসুন, আপনাদিগকে দেখাইব যে, সেই সমস্ত হিংস্র পশুরা স্বয়ং (৩) সৃষ্টির গৌরব, শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কি আচরণ করিয়াছিল?

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাহার বিরুদ্ধে কোরাইশরা এই জন্য ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়িয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি কেন সত্যের প্রচার করিতেছেন ও ইসলামের প্রচারণা চালাইতেছেন? তাহাদের কার্যক্রম ছিল দুই ভাগে বিভক্ত।

১. মক্কায় বরং সমগ্র আরবে তাঁহার দুর্নাম রটানো যাহাতে কুখ্যাতির জন্য না কেহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, না কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে।

২. ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে দৈহিক নির্যাতন করা, কষ্ট দেওয়া ও নিগৃহিত করা যাহাতে তিনি বিচলিত হইয়া তাবলীগ ও প্রচার প্রচারণার কার্য হইতে বিরত হন। ইহাই ছিল কাফিরদের মূখ্য উদ্দেশ্য।

১. দুর্নাম করার সুপরিকল্পিত কাঠামো ঃ সাধারণতঃ তাহারা তাঁহাকে কবি, যাদুকর, বিকৃত মস্তিষ্ক পাগল, কাহেন ইত্যকার নামে ডাকিত। উপরন্তু একবার কোরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ওলীদ বিন মুগীরার গৃহে শুধুমাত্র এই জন্য অনুষ্ঠিত হয় যে, হজ্জের দিন নিকটবর্তী;[১] আরবের প্রতিটি অঞ্চল হইতেই হাজীগণ মক্কায় আগমন করিবে এবং অবশ্যই তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে। ঐ সময় তাহাদিগকে কি বলা যাইতে পারে?

এই ব্যাপারে দীর্ঘ তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদের পরে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, আমরা সকলেই বহিরাগত হাজী ও জিয়ারতকারীগণকে বলিব যে, "মুহাম্মদ (সা) অতিশয় বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি। বাহ্যতঃ তাঁহার কথা খুবই মধুর মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাতে লোভে মিশ্রিত। উহা শ্রবণ করিয়া ভাই হইতে ভাই পৃথক হইয়া পড়ে, পিতা পুত্রকে পরিত্যাগ করে। পুত্র পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, আত্মীয় স্বজনগণ একজন অপরজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। প্রাণ প্রিয় বন্ধুগণ একজন অপরজনের জীবনের শত্রুতে পরিণত হয়। ঐ ধরনের কলহপূর্ণ কথার দরুনই মুহাম্মদ (সা) এই স্থানে কিয়ামত বিরাজিত করাইয়াছে ও অনেক পরিবারকে হাশরের নমূনায় পরিণত করিয়াছে। মানুষ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অতি সহজে আমরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইব যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া স্বজনদের প্রতি কঠোর বিরুদ্ধবাদীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং এখন তাহাদের মুখ দর্শনের ইচ্ছাও রাখেনা।"

---

৩. জাহিলিয়্যা কালেও সমস্ত প্রতিমা পূজারী জাতি আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে কা'বায় হজ্জ সম্পাদনের জন্য মক্কায় আগমন করিত ও উহাকে পবিত্র কর্ম বলিয়া গণ্য করিত।

www.pathagar.com

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ যখন হজ্জের মৌসুম আসিল তখন মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহিরাগত ব্যক্তিদের নিকট মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ঐ সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিল যাহা তাহাদের বৈঠকে স্থিরিকৃত হইয়াছিল। এমনিভাবে নিকটবর্তী ও দূরান্তর হইতে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগত বিভিন্ন কবীলার লোকদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের আবেগ ছড়াইয়া তৎপর হইয়া উঠে।[১]

২. ঐ সময় ব্যক্তিগতভাবে রাসূল (সা)-কে যে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে ঃ বহিরাগত ব্যক্তিদের জন্য মহানবী (সা) বিরুদ্ধে মক্কার কাফিররা যে পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিল উহার বিবরণ আপনারা পাঠ করিলেন। উহা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে তাহারা রাসূল (সা) সম্পর্কে যে পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিল উহা দ্বারা ব্যবহারিক ও কার্যকরভাবে তাঁহাকে এমনই বিপর্যস্ত ও বিরক্ত করা যাহাতে তিনি বাধ্য হইয়া তাবলীগ ও প্রচার কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন। এই ব্যাপারে তাহারা যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিল ও তাঁহার প্রতি যেমন আচরণ করিয়াছিল ঐ সমস্তের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিতে গেলে একটি পৃথক গ্রন্থে পরিণত হইবে। অতএব এই স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে নির্যাতনের কয়েকটি নমূনা ও ক্লেশ দেওয়ার কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপনের উপরই ক্ষান্ত হইতেছি।

ক .নির্যাতনের কয়েকটি নমূনা ঃ এই শিরোনামে তাহাদের যে সমস্ত আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. বাজার ও অলিতে গলিতে তাঁহাকে লইয়া উপহাস করা,

২. পথ চলাকালে তাঁহার সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি দেওয়া,

৩. তাঁহার সম্পর্কে অতিশয় ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন কথা প্রচার করা ও তাঁহার প্রতি অপবিত্র মিথ্যা দোষারোপ করণ,

৪. তাঁহার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ কথা ছড়াইয়া দেওয়া,

৫. তাঁহাকে কবি, যাদুকর পাগল ও কাহেন হিসাবে প্রতিপন্ন করা,

৬. তাঁহাকে অপদস্ত ও ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা রচনা করা ও উহা প্রচার করা,

৭. পথ চলাকালে তাঁহার প্রতি নুড়ি ও পাথর নিক্ষেপ করা,

৮. তাঁহার গৃহে ময়লা নিক্ষেপ করা,

৯. তাঁহার চলার পথে কাঁটা বিছাইয়া রাখা,

১০. তাঁহাকে গাল মন্দ করা,

১১. তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে ক্লেশ দেওয়া,

১২. তাঁহাকে মন্দ নামে স্মরণ করা ও উহাতে উল্লাস প্রকাশ করা।

ইত্যাকারের অনেক আচরণই ছিল তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিকের ঘটনা। তাঁহাকে কষ্ট দিয়া তাহারা অন্তরে যথার্থ প্রশান্তি লাভ করিত। তাহাদের ছোট বড় প্রত্যেকেই

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৮৭।

www.pathagar.com

দিবারাত্র তাঁহার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমে লিপ্ত থাকিত। ঐ সমস্ত মন্দ কার্যক্রম ও দুষ্ট কর্মকাণ্ডে তাহাদের একটা উদ্দেশ্যই নিহিত ছিল যে, নানাভাবে বিরক্ত হইয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন স্বীয় তাবলীগ ও প্রচার মূলক কার্যক্রম পরিচালনা হইতে নিবৃত্ত হন।

খ. কষ্ট দেওয়ার কয়েকটি উদাহরণ ঃ সাধারণতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত জীবন দুঃখ কষ্টে ভরা ছিল। শত্রুরা তাঁহাকে মুহূর্তের জন্যও নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্তে বসিতে দেয় নাই। মহানবীর (সা) মক্কী জীবন বিশেষভাবে কঠোর দুঃখ কষ্ট ও চিন্তা ক্লিষ্টতায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি মিনিট এই ধরনের সীমাতীত দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হইত। নমূনা স্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ এই স্থানে বিবৃত করা হইতেছে ঃ

১. উক্‌বা বিন আবী মুয়ীতের ইহা ছিল একটি অতি কুক্ষাত ঘটনা যে, সে একদিন কা'বা গৃহে তাহার বন্ধু বান্ধব সহ বসিয়া গল্প করিতেছিল। এই সময় রাসূল (সা) তশরীফ আনেন ও নীরবে সালাত কায়েম করিতে থাকেন। উক্‌বা তো সর্বক্ষণ এই ফিকিরেই লাগিয়া থাকিত যে কখন মহানবী (সা)-কে বিরক্ত করা, কষ্ট দেওয়া ও তাঁহাকে উপহাস করিবার সুযোগ আসে ও সে উহা হইতে পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে। তাঁহাকে সালাত কায়েম করিতে দেখিয়া তাহার দুষ্টামীর রগ ফড়কাইয়া উঠে ও তদীয় এক সঙ্গীকে বলিল– অমুক স্থানে একটি উষ্ট্র জবাই হইয়াছিল, উহার নাড়ীভূঁড়ি তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। উহা উঠাইয়া লইয়া আইস। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গেলে সে তাহাকে বলিল— এই নাড়ীভূঁড়ি তার পৃষ্ঠোপরি রাখিয়া দাও। অতএব সে উহা রাখিয়া দেয়। নাড়ীভূঁড়ি হইতে যে অপবিত্র ময়লা গড়াইয়া আসিতেছিল উহাতে তাঁহার সমস্ত দেহ ও কাপড় চোপড় অপবিত্র হইয়া গেল। তদুপরি নাড়ীভূঁড়ি এমনই ভারী ছিল যে তিনি সিজদা হইতে মাথা উত্তোলন করিতে পারিতেছিলেন না। এহেন অপবিত্র ও কদর্য দৃশ্য অবলোকন করিয়াও এইরূপ নিম্নস্তরের উপহাস করিতে পারিয়া উক্‌বা ও উহার সঙ্গীরা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ও খুশীর চোটে করতালি মারিতে লাগিল। হযরত ফাতিমা (রা) ইহা অবহিত হইয়া দৌড়াইয়া আসেন। তাঁহার পৃষ্ঠোপরি হইতে নাড়ীভূঁড়ি উঠাইয়া ফেলেন এবং কাফিরদিগকে তিরস্কার করিতে করিতে মহিমান্বিত পিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। গৃহে পৌঁছিয়া পিতার কাপড় ধৌত করিয়া দেন ও তাঁহাকে গোসল করান।[১]

২. এই উক্‌বা বিন আবী মুয়ীত ও আবূ লাহাব ছিল রাসূল (সা)-এর প্রতিবেশী কিন্তু অতিশয় মন্দ প্রতিবেশী। উভয়েই প্রতিদিন টুকরি ভরিয়া ময়লা লইয়া আসিত ও

১. হায়াতুল কুলূব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৯।

www.pathagar.com

তাঁহার গৃহ দ্বারে ফেলিয়া যাইত যাহাতে উহা হইতে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং যখন তিনি গৃহ হইতে বাহির হন তখন তাঁহার পদদ্বয় ও পরিচ্ছদ ময়লাযুক্ত হয়। এমনিভাবে একদিন আবূ লাহাব ময়লার টুকরী লইয়া আসে। তাহার ইচ্ছা ছিল উহা গৃহাভ্যন্তরে ছুড়িয়া দিবে। এমন সময়ে এই দিকে হযরত হামযা (রা) আগমন করেন। তিনি ঐ টুকরী তাহার শিরোপরি উল্টাইয়া দেন। সে আপাদমস্তক ময়লায় স্নাত হয়। আবূ লাহাব এমনই বেশরম ছিল যে, বলিতে লাগিল "হামযা! তুমি নিতান্তই নির্বোধ। ইহা কিরূপ আচরণ করিলে যে আমার সমস্ত কাপড়ই নষ্ট করিয়া দিলে।[১]"

৩. উক্‌বার সহিতও একদিন এমনি ঘটনা ঘটে। সে যখন যথারীতি ময়লার টুকরী ভরিয়া লইয়া আসে তখন ঘটনাক্রমে তোলাইব বিন উমাইর বিন ওহাব বিন আবদি মানাফ নামক জনৈক যুবক রাসূল (সা)-এর গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান ছিল, সে যদিও ইসলাম গ্রহণ করে নাই তথাপি বংশগত আত্মাভিমান জনিত আবেগে ঐ টুকরী ছিনাইয়া লয় ও তাহারই মুখোপরি ছুড়িয়া মারে। উপরন্তু যৎকিঞ্চিত ঠেঙ্গানীও দেয়। উক্‌বা তথায় তো কিছুই বলে নাই কিন্তু তোলাইবের মাতার নিকট দিয়া নালিশ জানায় ও বলে তোমার পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষপাতিত্ব করিতেছে। মাতা বলেন, হ্যাঁ, ঠিকইতো, যদি আমরা তাঁহার পক্ষপাতিত্ব না করি তবে আর কে করিবে।[২]

৪. একবার তো রাসূল (সা)-কে শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করিতে গিয়া হযরত হারিস বিন আবী হালা নামক সাহাবীকে জীবন দিতে হইয়াছে। উহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি।

৫. উম্মু জামীল, উমাইয়া বিন আবদি শাম্‌স-এর পৌত্রী, হারব বিন উমাইয়ার কন্যা, আবূ সুফিয়ান বিন হরবের ভগ্নী ও আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল। এই মহিলা তদীয় মহান ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি ভীষণ ও কঠোর বৈরীতা ও শত্রুতা পোষণ করিত। উহা প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সম্ভ্রান্ত মহিলা হওয়া সত্ত্বেও সে জঙ্গলে গিয়া কাঁটা কাটিয়া মাথায় বহন করিয়া আনিত ও রাসূল (সা)-এর চলার পথে ছড়াইয়া রাখিত। যাহাতে তিনি চলার সময় কাঁটা বিঁধিয়া রক্তাক্ত হইয়া যান। ইহাই ছিল তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম।[৩]

৬. মক্কার কাফিররা তাঁহাকে পরিহাস করিবার, তাঁহাকে কষ্ট দিবার মানসিক ও দৈহিক নির্যাতনের জন্য প্রাপ্ত কোন সুযোগই ছাড়িয়া দেয় নাই। যেমন-মক্কায় মহানবী (সা)-এর পুত্রদ্বয় হযরত কাসিম ও হযরত আবদুল্লাহ্‌র যখন মৃত্যু হয়, যদিও উহা

---

১. তারীখু ইব্‌ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৬।
২. তারীখ-ই-ইব্‌ন আসীর ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৭।
৩. তাফসীরে কাদেরী, হাম্মালাত হাতাব আয়াতে।

www.pathagar.com

ছিল দুঃখজনক ঘটনা এবং এই ধরনের ঘটনায় ঘোরতর শত্রুও সহানুভূতি প্রর্দশন করিয়া থাকে কিন্তু মক্কার কাফিরদের হৃদয় এই সময়ও কোমল হয় নাই। বরং তাহারা অতিশয় তাচ্ছিল্য ভরে রাসূল (সা)-কে "আবতার" (নির্বংশ) বলিয়া নিজেদের অন্তরের জ্বালা মিটাইয়াছে। যেমন– আজিও মহানবী (সা) সম্পর্কে কুখ্যাত কাফির আস বিন ওয়ায়েলের এই কটুক্তি বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

دعوه انما هو رجل البتر لاعقب له لو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه (بحرُ المحيط)

অর্থাৎ "মুহাম্মদ (সা)-কে ছাড়িয়া দাও, সে তো "আবতার", না আছে তাঁহার আগা, না আছে পিছা, মৃত্যু হইলে মানুষ এমনিতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, আর তোমরা মুক্তি পাইবে।"

৭. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপদস্ত করিবার জন্য মক্কার কাফিররা অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিত। ঐ গুলির সংক্ষিপ্ত এই যে, একবার তাহারা তাহাদের মজলিসে বসিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, মুহাম্মদ (সা) অতিশয় সুন্দর ও চমৎকার নাম, কিন্তু প্রতিমা পূজাকে মন্দ বলা ও আমাদের খোদাদেরকে গালমন্দ করিবার দরুন কোনক্রমেই সে আর এখন এই বরকতময় নাম ধারণের যোগ্য নহে। অতএব আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে "মুযাম্মাম" (দুর্নাম-অপদস্ত) বলিয়া ডাকিব। অতএব কোরাইশ সরদারদের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মক্কার ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে 'মুযাম্মাম' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এতটুকু লজ্জা ও আত্ম সম্ভ্রম বোধও জাগ্রহ হয় নাই যে, ইনি সেই মানুষই যাহাকে আমরা কাল পর্যন্তও সম্ভ্রমের চোখে দেখিতাম, নিজেদের বিবাদ বিসমবাদে তাহাকে 'হাকাম' (নিষ্পত্তিকারী) বলিয়া মানিয়া লইতাম এবং আমরা নিজেরাই তাঁহার নাম রাখিয়াছিলাম "সাদিক" ও "আমীন"।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের এই সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিলেন তখন ইরশাদ করিলেন, আমার নাম বিগড়াইয়া তাহারা কোন ফায়দা লাভ করিবেনা, আল্লাহ্ স্বয়ং যখন আমার নাম রাখিয়াছেন মুহাম্মদ[১] (সা) তখন তাহারা মুযাম্মাম বলিলে তো আর আমি অপদস্ত হইতে পারিনা[২]।

১. মুহাম্মদ (সা) অর্থ হইল প্রশংসিত, মানুষ যাহার সুনাম ও গুণ কীর্তন করে।
২. সহীহ বুখারী মা জায়া ফী আসমায়ির রাসূল পর্ব।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মুসলিমদের উপর কাফিরদের সীমাহীন নির্যাতন

কঠিন নির্যাতন সত্বেও মহানবী (সা)-এর ইসলাম প্রচারে একাগ্রতা ঃ ঐ সমস্ত কষ্ট ও নির্যাতন সত্বেও যাহা কোরাইশ ও মক্কার কাফিররা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীদের (রা) উপর চালাইয়াছিল, যাহা উপরে উল্লেখিত হইয়াছে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রচার কার্য হইতে নিবৃত্ত হন নাই। বরং প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাঁহাকে যত কঠিন কষ্ট দেওয়া হইয়াছে ততোধিক দৃঢ়তার সহিত রাসূল (সা) সত্যের আমন্ত্রণের কার্য তীব্রতর করিয়াছেন। যেমন কাফিররা তাহাদের কাজের মূলনীতি নির্ধারিত করিয়াছিল যে, যে কোন উপায়েই হউক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন যে, পাহাড় তদীয় স্থান ত্যাগ করিলেও আমি আমার নীতি হইতে চুল পরিমান হটিবনা। ইহাতে জান, মাল, ইয্যত যে কোন কিছুরই কোরবানী দিতে হউক না কেন।

রাসূল (সা) প্রচার প্রয়াসের ফলে নও মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ রাসূল (সা) সেই কঠিন দৃঢ়তায় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণায় বরকত দান করেন এবং নও মুসলিম সাহাবার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং মক্কায় এমন কোন খান্দান ছিল না যাহাদের অন্ততপক্ষে এক দুই জন বা ততোধিক ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

ইসলামের তাবলীগকে ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে কাফিরদের অপর একটি প্রয়াস ঃ প্রতিদিন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে কাফিররা অতিশয় ভীতি ও সন্ত্রাসের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং ইসলামের এহেন উন্নতিতে তাহাদের অবনতিতো বটেই অধিকন্তু মৃত্যু দেখিতে পাইল। কাজেই তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে প্রস্তুত হইল।

নতুন পরামর্শ সভা গঠন ঃ পুনঃরায় কা'বার আঙ্গিনায় কোরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক বিরাট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইল এবং উহাতে এই আলোচনা উত্থাপন করা হইল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচার দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে ও তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় এমন কি পন্থা অবলম্বন করা যায় যদ্বারা এই বেগবান প্লাবনকে রোধ করা যাইতে পারে ?

www.pathagar.com

মুসলিমদিগকে নির্যাতন করিবার নতুন পরিকল্পনা ঃ দীর্ঘ সময় তর্ক বিতর্কের পরে এই প্রস্তাব পাশ হয় যে, হাশিম বংশধরদের পক্ষপাতিত্ব এবং আবূ তালিবের সহায়তার দরুণই আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে সরাসরি স্বাধীনভাবে কোন বিশেষ কষ্ট দিতে ও নির্যাতন করতে পারিতেছি না। কিন্তু অপরাপর মুসলিমদের উপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালাইতে কোন প্রকারের অবহেলা করা উচিৎ নহে, যাহাতে তাহারা বিচলিত হইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ ছাড়িতে বাধ্য হয়।

ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ উহারা ঐ পরিকল্পনা অতিসত্বর কার্যকরিতে বদ্ধ পরিকর হয়। ইব্‌ন সায়াদ বলেন -"যহ্‌রী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও তাঁহারা নিজেদের ঈমান আনয়নের কথা প্রকাশ করিতে থাকেন এবং মক্কায় সর্বত্র ইসলামের চর্চা হইতে থাকে, তখন কোরাইশী কাফিরদের অনেক মানুষ নিজ নিজ কবীলার মুসলিমদের উপর আক্রমন করে ও তাহাদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন চালায় ও তাহাদিগকে বন্দী করে। এমনিভাবে তাহাদিগকে সত্য দ্বীন হইতে বিমুখ করিবার প্রয়াস পায়[১]।"

মুসলিমগণকে ইথুপিয়ায় হিজরত করিবার নির্দেশ ঃ যখন এই বর্বরোচিত সিদ্ধান্তের দরুন মুসলিমদের উপর সীমাহীন উৎপীড়ন পরিচালিত হইতে থাকে, সর্বদিকে মার মার কাট কাট, কয়েদ ও বন্দীকরণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের বাজার গরম হইয়া উঠে এবং আল্লাহ্‌র যমীন মুসলিমদের জন্য সঙ্কুচিত হইতে লাগিল তখন বাধ্য হইয়া রাসূল (সা) তাঁহার অনুসারীগণকে নির্দেশ দান করিলেন যে, যে সমস্ত মানুষ যাইতে পারে ও যাওয়ার সঙ্গতি রাখে তাহারা গোপনে নীরবে ক্রমে ক্রমে একজন দুইজন করিয়া হাব্‌শ দেশে (ইথুপিয়া) গমন করুক, যাহাতে তাহারা নিত্য দিনের উৎপীড়ন ও শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এবং বর্তমানের দুঃখ কষ্টের জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। ইব্‌ন হিশাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

"মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুত্তালিবী বলেন যে, যখন উৎপীড়ন, অত্যাচার ও জবরদস্তির অবস্থা অবলোকন করিলেন যাহা মুসলিম হওয়ার দরুন কোরাইশীর কাফিররা রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণের উপর চালাইতেছিল, যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতে ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃব্য আবূ তালিব তাঁহাকে সহায়তা করিতে ছিলেন তথাপিও ইহা সম্ভব ছিল না যে, রাসূল (সা) তদীয় সাহাবাগণকে কাফিরদের নির্যাতন হইতে রক্ষা করিতে পারেন। এই জন্যই তিনি স্বীয় সাহাবাগণকে বলিলেন, যদি তোমরা হাব্‌শ রাজ্যে চলিয়া যাও তাহা হয়তো তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হইতে পারে। আমি শুনিয়াছি তথাকার বাদশাহ (খৃষ্টান) অত্যন্ত ন্যায় পরায়ন ও ইনসাফ পছন্দ এবং কাহারও উপর অত্যাচার করেন না। অতএব, যতদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য কোন পথ করিয়া না দেন ততদিনের জন্য তোমরা ঐ স্থানে গমন কর। অতএব, রাসূল (সা)-এর নির্দেশ

১. তাবকাত-ই-কবীর-ই-ইব্‌ন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬।

www.pathagar.com

পালনার্থে কতিপয় মুসলিম নিজ নিজ দ্বীনের হিফাজতের জন্য ইথুপিয়ার দিকে গমন করেন। ইহাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম হিজরত।[১]

সেই সময়ে মহানবী (সা)-এর উন্নত চরিত্রের একটি বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ ঃ ঐ সময়ে বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করিবার দাবী রাখে যে, যদিও স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও কাফিরদের পক্ষ হইতে নানাবিধ নিপীড়ন পরিচালিত হইতে ছিল এবং মানুষ কথায় ও কাজে উভয় দিক দিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতেছিল (যেমন আপনারা পাঠ করিয়াছেন) কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদের সময় সর্ব প্রথম নিজের আত্মরক্ষার চিন্তা করিয়া অতিসত্বর মক্কা হইতে বাহির হইয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যান নাই; বরং রাসূল (সা) নির্যাতিত মুসলিমগণকে সর্বপ্রথম তথা হইতে বাহির করিয়া দেন এবং স্বয়ং মক্কায়ই থাকিয়া যান। অতঃপর ইথুপিয়ার দ্বিতীয় হিজরত কালেও তিনি এমনই করেন (যদিও এইস্থানে থাকিয়া যাওয়ার দরুন তাঁহাকে তিন বৎসরের কঠোরতম বয়কোটের শিকারে পরিণত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি দৃঢ়তা ও ধৈর্য সহকারে সেই সময়ের দীর্ঘ কষ্ট ক্লেশকে বরদাস্ত করিয়াছেন (যেমন আপনারা পরে পাঠ করিবেন)। অতঃপর যখন মদীনায় হিজরতের সুযোগ আসে তখনও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত মুসলিম মদীনায় না পৌঁছিয়াছেন ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (সা) মক্কায়ই থাকিয়া গিয়াছেন। এই স্থান হইতেও ঐ সময় বাহির হন যখন কাফিররা এইস্থানে তাহার অবস্থানকে একেবারেই অসম্ভব করিয়া তোলে এবং মক্কার সমস্ত প্রখ্যাত বীরগণ তরবারী উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ অবরোধ করিয়া ফেলে। রাসূল (সা)-এর বীরত্ব, দৃঢ়তা ওয়াফাদারী ও উন্নততম চরিত্র মাধুর্যের প্রমাণ ইহার চাইতে অধিক আর কি হইতে পারে!

ইথুপিয়ার মুহাজিরীনের নাম ও তাহাদের সংখ্যা ঃ ইথুপিয়ার এই প্রথম হিজরতে যে সমস্ত নির্যাতিত মুসলিমকে নিজেদের ঘর-বাড়ী, স্বদেশ, ধন-সম্পদ, সাজ-সরঞ্জাম ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ প্রাণ ও ঈমান রক্ষা কল্পে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহারা ছিলেন এগারজন পুরুষ ও চারজন মহিলা। ইব্‌ন হিশাম তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

১. **হযরত উসমান বিন আফফান (রা) ঃ** মহানবী (সা)-এর জামাতা।

২. **হযরত যোবাইর বিন আওয়াম (রা) ঃ** হযরত আবূ বকর (রা)-এর জামাতা।

৩. **হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) ঃ** আশারা-ই-মুবাশ্‌শারার অন্যতম।

---

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১০৬।

www.pathagar.com

৪. **হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) ঃ** মহানবী (সা)-এর একান্ত খাদেম।

৫. **হযরত আবূ হোযাইফা (রা) ঃ** ইসলামের কুখ্যাত শত্রু ও কোরাইশের রয়ীস উতবা বিন রবীয়ার পুত্র।

৬. **হযরত আবূ মুহাম্মদ মাসয়াব বিন উমাইর (রা) ঃ** খুবই আমীর পিতা-মাতার সন্তান।

৭. **হযরত আবূ সালমাহ আবদুল্লাহ্ বিন আবদিল আসাদ (রা) ঃ** মহানবী (সা)-এর ফুফাতো ভ্রাতা।

৮. **হযরত আবুস্ সায়িব উসমান বিন মযউন (রা) ঃ** অতিশয় বিনম্র প্রকৃতির পবিত্র হৃদয় ও সদাচারী মানুষ।

৯. **হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমের বিন রবীয়া (রা) ঃ** আস্ সাবিকুনাল আউয়ালূনের অন্তর্ভূক্ত অতি উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী।

১০. **হযরত হাতিব বিন আমর (রা) ঃ** তিন হিজরতেই শামিল এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী।

১১. **হযরত সাহল বিন বাইযা (রা) ঃ** অতিশয় কোমল প্রাণ বুযুর্গ।

এই সমস্ত সাহাবাগণের মধ্যে চারিজন নিজ নিজ পত্নীগণকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অর্থাৎ

১২. হযরত উসমান (রা) তদীয় পত্নী হযরত রোকেয়া (রা) বিনতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে,

১৩. হযরত আবূ হোযাইফা (রা) তদীয় পত্নী সুহ্লা (রা) বিনতি সুহাইল বিন আমরকে,

১৪. হযরত আবূ সালমা মখযূমী (রা) তদীয় পত্নী উম্মি সালমা (রা) বিনতি আবী উমাইয়া বিন আল মুগীরাকে,

১৫. হযরত আমের বিন রবীয়া (রা) তদীয় পত্নী লাইলা বিনতি আবী হাশমাকে।

ইব্ন হিশাম এই পনের জনের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন[১] কিন্তু ইব্ন সায়াদ ষোড়শ নাম আবূ সুব্রা বিন আবী রেহ্ম (রা)-এর নামও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফূফী বারাহ বিনতি আবদিল মুত্তালিবের পুত্র।[২]

কোন ধরণের মানুষ হিজরত করিয়াছেন এবং উহার কারণ ঃ আমরা ইথুপিয়ার মুহাজিরগণের নামের যে তালিকা পেশ করিলাম আপনার উহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন যে, প্রথম দিকে সাধারণতঃ ইথুপিয়ায় ঐ সমস্ত

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১০৭।

২. তাবকাতু ইব্ন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬।

www.pathagar.com

সাহাবাগণই হিজরত করিয়াছিলেন যাহারা অতি সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী কবীলার সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। তাহারা নিজেরাও ছিলেন উচ্চাভিলাষী ও বীর। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র গরীবই নহে বরং আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের উপরও কোরাইশ কাফিররা ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ ও সত্যকে মানিয়া লওয়ার দরুন এমন কঠিন ও কঠোর শাস্তি দিত যে, তাহাদিগকে মজবূর হইয়াই হিজরত করিতে হইয়াছিল।

কোন ধরনের মানুষ হিজরত করিতে পারেন নাই ঃ ১. অবশিষ্ট ঐ সমস্ত গরীব মানুষ যাহারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগক্রমে ঈমানের সম্পদে সম্পদশালী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অত দূরের সফরের আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। এই জন্য তাঁহাদের পক্ষে হিজরত করা সম্ভব হয় নাই।

২. বাকী রহিল ঐ সমস্ত দাস যাহারা যথেষ্ট সংখ্যক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারাও দারিদ্রের যাঁতাকলে এমনই নিষ্পেষিত ছিলেন যে, কোন ক্রমেই সফরের যোগ্য ছিলেন না। এই জন্য এই উভয় প্রকারের মানুষ মক্কায় পড়িয়া থাকিয়া কাফিরদের নির্যাতন সহ্য করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন।

হিজরত বর্ষ ঃ মুসলিমগণ রাসূল করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে নবুয়্যতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে এই প্রথমবার হিজরত করিয়াছিলেন[১]। ঈসায়ী হিসাব মতে মুসলিমগণ ৬১৫ ঈসায়ী সালে ইথুপিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন।

মক্কা হইতে ইথুপিয়া পর্যন্ত ঃ এই সমস্ত গৃহহারা নির্যাতিত মুসলিমগণ মক্কা হইতে একেবারেই নিঃস্ব অবস্থায় গোপনে মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেকার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহারা দক্ষিন দিকে সফর করিয়া শায়াইবায় পৌছেন। উহা ছিল ঐ সময়কার দক্ষিণ আরবের একটি বন্দর। ঘটনাক্রমে এই স্থানে তাঁহারা সত্বর এমন দুইটি বানিজ্য তরী পাইয়া যান, যাহারা মাঝি মাল্লারা তাহাদিগকে মাত্র অর্ধ দীনার ভাড়ার বিনিময়ে ইথুপিয়া রাজ্যে পৌছাইয়া দেন।

মক্কার কাফিরদের মুসলিমগণের পিছু ধাওয়া ঃ যদিও মুসলিমগণ তাহাদের যাত্রার কথা খুবই গোপন রাখিয়াছিলেন তথাপি কোন না কোনক্রমে কাফিররা উহা অবহিত হইয়াছিল। ফলে তাহাদের অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা কতিপয় সশস্ত্র ব্যক্তিকে মুহাজিরগণকে গ্রেফতার করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বন্দরে প্রেরণ করে। কিন্তু তাহারা ঐ সময় পৌছে যখন বানিজ্য তরী রওনা হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে।[২]

ইথুপিয়ায় মুসলিমদের আশ্রয় লাভ ঃ এই সমস্ত শক্তি সামর্থহীন দেশ ত্যাগী মুহাজিরগণ যখন ইথুপিয়ার রাজধানীতে পৌছেন (ঐ সময় উহা ছিল অকসূম শহর) (AXUM) তখন তাহারা ভিন্ন দেশী ও অপরিচিতির দরুন বিচলিত ছিলেন যে, কোথায় যাই কোথায় থাকি। মহল্লার ঈসায়ী বাসিন্দাগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের সহিত সহানুভূতিসূচক আচরণ করে এবং তাহাদিগকে থাকিবার জন্য গৃহের

১. তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬।

২. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬।

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইব্‌ন সায়াদ লিখিয়াছেন ঃ ইথুপিয়ায় পৌছিয়া মুসলিমগণ পরিপূর্ণভাবে স্বস্তি লাভ করেন। ঐ স্থানে তাঁহারা নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্তে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে থাকেন। কেহই তাহাদিগকে বাধা দিত না, কোন প্রতিবেশী তাহাদিগকে কোন কষ্ট দেয় নাই, কেহ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই এবং মহল্লার সর্বসাধারণ তাহাদের সহিত অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করে।[১]

ইথুপিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত ঃ ইথুপিয়ায় মুসলিমদের প্রথম বারের হিজরত ছিল প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষামূলক। যখন এই পরীক্ষা অতিশয় ফলপ্রসূ হয় এবং ইথুপিয়া হইতে যথার্থ সংবাদ আসে যে, মুহাজিরগণ ঐ স্থানে অতিশয় নিরাপদ আরাম ও নিশ্চিন্তে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মাযহাবী দায়িত্ব পালন করিতে পারিতেছেন এবং ঐ স্থানে তাহাদের কোন বিপক্ষ বা বিরুদ্ধচারণকারী নাই, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদিগকে বলেন যে, "যেহেতু আল্লাহ্‌র কৃপায় ইথুপিয়ায় আমরা শান্তি পাইয়াছি কাজেই অন্য যে সকল মুসলিম ঐ স্থানে যাইতে চাহে তাহারা প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিতে পার।" অতএব, মহানবী (সা)-এর সেই নির্দেশ পালনার্থে এইবার ৮৬ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা ইথুপিয়ায় হিজরত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।[২] (ইব্‌ন সায়াদ লিখিতেছেন যে, ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা ছিলেন-(তাবকাত, প্রথম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৩৮) ঐ নির্যাতিত কাফেলার নেতা ও দলপতি ছিলেন হযরত আলী (রা) বিন আবী তালিবের ভ্রাতা হযরত জাফর (রা) বিন আবী তালিব। এই কাফেলা হযরত জাফরের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ কুশলে ইথুপিয়ায় পৌছে। (এই কাফিলার লোকজনও মক্কা হইতে গোপনে একজন দুইজন করিয়া নির্গমন করিয়াছিলেন। পরে একস্থানে একত্রিত হইয়াছিলেন)। ইব্‌ন সায়াদ লিখিয়াছেন যে, "এই বারের যাত্রা প্রথম বারের চাইতে অধিক কষ্টকর ছিল। কোরাইশদের পক্ষ হইতে অতিশয় কঠোরতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল ও অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।[৩]

ইথুপিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর মুসলিমদের প্রতি আচরণ ঃ ইথুপিয়া রাজ্যে ঈসায়ীদের শাসন ছিল। তথাকার প্রত্যেক বাদশাহেরই উপাধি ছিল নাজ্জাশী। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের হিজরতের সময় যে নাজ্জাশী সেই স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন, তিনি আরবে আসহামা নামে খ্যাত ছিলেন। মুসলিমদের এই কাফেলা যখন ইথুপিয়ার রাজধানীতে পৌছে ও নাজ্জাশী উহা অবহিত হন তখন তিনি তাহাদের সহিত অতি সৌজন্যসূচক আচরন করেন ও তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করেন।[৪]

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬।

২. ইব্‌ন হিশাম প্রতিটি ব্যক্তির নাম ও তাহাদের কবীলার নাম বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন কিন্তু দীর্ঘতার আশঙ্কায় আমরা উহা পরিহার করিলাম। বিস্তারিত জানিবার জন্য উৎসুক ব্যক্তিবর্গ সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, ইথুপিয়ার হিজরত আলোচনা দেখুন।

৩. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮।

৪. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা ১১০।

www.pathagar.com

ইথুপিয়ার মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কোরাইশদের পরামর্শ সভা ঃ যখন মক্কার কোরাইশরা অবহিত হইল যে, মুসলিমগণ ইথুপিয়ায় অতিশয় শান্তিপূর্ণ ও নির্ভাবনার জীবন যাপন করিতেছেন এবং নাজ্জাশী তাহাদের জন্য ঐ স্থানে সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তখন তাহারা শত্রুতা ও হিংসায় জ্বলিয়া কাবাব হইয়া গেল। তাহারা কোন ক্রমেই ইহা সহ্য করিতে পারিতেছিল না যে, মুসলিমগণ কোথায়ও নিশ্চিন্ত, শান্তিপূর্ণ ও স্বস্তির সাথে বসবাস করুক। অতএব, পুনরায় তাহাদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাতে এই বিষয়টি অতি গুরুত্ব সহকারে পেশ করা হয় যে, মুসলিমগণ আমাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষনে ইথুপিয়ায় অতি আরামে বসবাস করিতেছে। অতএব এমন কোন তদ্‌বীর করিতে হইবে যাহাতে নাজ্জাশী তাহাদিগকে তাহার দেশ হইতে বিতাড়িত করে ও গ্রেফতার করিয়া আমাদের হস্তে তুলিয়া দেয়।

ইথুপিয়ার মুহাজিরগণকে গ্রেফতারের জন্য প্রতিনিধি দল নিয়োগ ঃ এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে মুসলিমগণকে দ্বিতীয়বার আমাদের করতলগত করিবার মাত্র একটি পথই হইতে পারে। উহা এই যে, নাজ্জাশীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়া তাহার নিকট এই আবেদন করা হউক যে, মুসলিমগণকে আমাদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হউক। অতএব গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোরাইশরা আবদুল্লাহ্ বিন রবীয়া ও আমর ইবনিল আসকে, যাহারা জাতির মধ্যে সতর্কতা বিচক্ষণতা ও সমঝোতার ফন্দি ফিকিরের দিক হইতে বিশেষ স্থান দখল করিয়াছিল, নাজ্জাশীর নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইল।

নাজ্জাশীর নিকট এই সাফল্যের জন্যে একটি ফলপ্রসূ প্রস্তাব কার্যকরকরণ ঃ নাজ্জাশীর দরবারে পৌঁছিয়া অতিশয় কার্যকরীভাবে উপস্থাপন করিবার মানসে পরামর্শ সভার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল উহা ছিল এই যে, (ঐ সময়কার পরিবেশে) বিপুল পরিমানের মূল্যবান উপঢৌকন ও উপহার সামগ্রী নাজ্জাশী, তাহার মন্ত্রীবর্গ, আমীরবর্গ ও পরিষদের জন্য ব্যবস্থা করা হউক। এবং ইথুপিয়ায় পৌঁছিয়া সর্ব প্রথম ঐ সমস্ত পরিষদবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, রাজদরবারে যাহাদের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি রহিয়াছে। এবং ঘুষ স্বরূপ তাহাদিগকে উপহার উপঢৌকন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সম্মত করিতে হইবে যে, যখন ইহারা দুইজন তাহাদের কথা বাদশার হুযূরে উপস্থাপন করিবে, তখন ঐ সমস্ত মন্ত্রী ও আমীর ইহাদের মত সমর্থন করিবেন যাহাতে বাদশাহর উপর প্রভাব বিস্তারিত হয় ও তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দ্বিধায় মুহাজিরগণকে তাহাদের হস্তে সমর্পন করেন।

প্রতিনিধিদল প্রেরণে কোরাইশের উদ্দেশ্য কি ছিল? ঃ ঐ প্রতিনিধিদল প্রেরণে কোরাইশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঐ সমস্ত মুসলিম, যাহারা তাহাদের কবলমুক্ত হইয়া ইথুপিয়ায় গিয়াছিল তাহাদিগকে যে ভাবেই সম্ভব হউক না কেন পুনরায় নির্যাতন করিতে হইবে। কেননা, নির্যাতিত মুসলিমদের উপর নানা প্রকার নির্যাতন

www.pathagar.com

চালাইবার সময় তাহারা আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করিত। মুসলিমদের ইথুপিয়া চলিয়া যাওয়ার দরুন তাহারা সেই প্রশান্তি লাভ করা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

কোরাইশ প্রতিনিধিদল প্রথমে নাজ্জাশীর পরিষদের সহিত সাক্ষাৎ করেঃ প্রতিনিধিদলের সদস্যদ্বয় চর্মনির্মিত অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় (ঐ সময় ঐ গুলি ছিল আরবের প্রখ্যাত উপঢৌকন; মিশর, সিরিয়া ও ইরানে ঐগুলি খুবই সমাদৃত ছিল)। ইথুপিয়ায় পৌছিয়া ইহারা উভয়েই প্রথমে নাজ্জাশীর পরিষদের সহিত সাক্ষাত করে এবং তাহাদিগকে মর্যাদানুসারে মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করে এবং তাহাদের নিকট নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য এই ভাবে বর্ণনা করে-"আমাদের জাতির কতিপয় মূর্খ, অন্ধ ও নির্বোধ মানুষ নিজেদের পিতা-পিতামহের মাযহাব ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারা এই ইথুপিয়ায় পালাইয়া আসিয়াছে, এই স্থানে আসিয়া তাহারা আপনাদের মাযহাবও গ্রহণ করে নাই এবং এমন এক মাযহাব বানাইয়া লইয়াছে যাহা সম্পর্কে না আমরা অবহিত রহিয়াছি, না আপনারা। তাহাদের এই স্বকল্পিত ধর্ম না আপনাদের মাযহাবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, না আমাদের ধর্মের সহিত। ইহা এক বিস্ময়কর গোলক ধাঁধা, যাহা না আমরা অনুধাবন করিতে পারিতেছি, না আপনারা। এই জন্য আমাদের জাতির সর্দারগণ আমাদের দুইজনকে আপনাদের বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমাদের যেই সমস্ত নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকজন দেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের সহিত ফেরত পাঠাইয়া দিন। এই ব্যাপারে আপনাদের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, যখন আমরা বাদশাহের সমীপে আমাদের এই ব্যাপারে নিবেদন পেশ করিব তখন আপনারা দরবারে আমাদিগকে সমর্থন করিবেন ও আমাদের স্বপক্ষে থাকিবেন এবং বাদশাহের নিকট সুপারিশ করিবেন, যেন তিনি তাহাদের সকলকেই আমাদের হস্তে তুলিয়া দেন। আমরা তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইব। এই মেহেরবানীর দরুন আমরা আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বাদশাহ যেন কোনক্রমেই মুসলিমদের সহিত কোন প্রকারের আলাপ না করিতে পারেন। অন্যথায় সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। (তাহাদের উভয়েরই এমন ধারণা ছিল যে, যদি বাদশাহ তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন তবে তাহাদের কথায় এমনই প্রভাবিত হইবেন যে, মুসলিমদিগকে আর আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবেন না।)

পরিষদবর্গ প্রতিনিধিদলকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ঃ পরিষদবর্গ উভয়ের সহিত ওয়াদাবদ্ধ হন যে, আমরা দরবারে অবশ্যই তোমাদিগকে সমর্থন করিব ও তোমাদের স্বপক্ষে থাকিব এবং তোমরা অবশ্যই নিজেদের লোকজনকে সঙ্গে করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে তাহারা উভয়েই নিশ্চিন্ত হইয়া পরিষদবর্গের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং আগামীকাল বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে।

www.pathagar.com

নাজ্জাশী সমীপে কোরাইশ প্রতিনিধিদল ঃ দ্বিতীয় দিবস যথাসময়ে উভয়ে শাহী মহলের দিকে জাঁকজমক সহকারে রওয়ানা হয়। মক্কা হইতে যে সমস্ত উপঢৌকন সঙ্গে আনিয়াছিল ঐগুলো গোলামদের মাথায় রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। দরবারে পৌঁছিয়া অতি বিনম্র ও সম্ভ্রমের সহিত তাহাদের আনীত উপঢৌকন সামগ্রী নাজ্জাশী সমীপে পেশ করে, যাহা তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী দেখিয়া তাহার মনোপ্লুত হওয়ার কথাও প্রকাশ করেন।

আমর ইবনুল আসের বিষপূর্ণ বক্তৃতা ঃ অতঃপর আমর ইবনুল আস অতি বিনম্রভাবে নিবেদন করে যে, "ওহে বাদশাহ! আমাদের জাতির কতিপয় অজ্ঞ যুবক যৌবনের ঝোঁকে নিজেদের পিতা-পিতামহের মাযহাব পরিত্যাগ করিয়াছে এবং এমন এক ধর্মের অনুসারী হইয়াছে যাহা না আমরা জানি, না আপনারা। ঐ সমস্ত চপলমতি অজ্ঞ যুবকদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ আমাদিগকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে আপনি তাহাদিগকে ধরিয়া আমাদের হস্তে তুলিয়া দেন ও আমরা তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের পিতা-মাতা বা সংশ্লিষ্ট আত্মীয় স্বজনদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারি। আমরা হুজুর এর ন্যায়-নীতি ও কৃপা করুণার আশা করিতেছি যে, হুজুর আমাদের নিবেদন মনযূ'র করিবেন ও আমরা সফলকাম হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব।"

পারিষদবর্গের সুপারিশ ও সমর্থন ঃ পূর্ব নির্ধারিত মতে সমস্ত পরিষদবর্গ আমর ইবনুল আসের স্বরে স্বর মিলায় ও বাদশাহের নিকট জোরালো সুপারিশ জানায় যে, "তাহাদের লোকদিগকে তাহাদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হউক। এবং ইহাও বলিল যে, এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আরব ও ইথুপিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।"

বাদশাহর জওয়াব ঃ প্রতিনিধিদল ও পারিষদবর্গ উভয়ের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, বাদশাহ সত্বর কোরাইশের নিবেদন ও আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করিবেন ও ইথুপিয়ার মুহাজিরগণকে তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিবেন। কিন্তু তাহাদের আশার সম্পূর্ণ বিপরীতে বাদশাহ উভয়ের কথায় খুব অসন্তুষ্ট হন ও বলেন এমনটি কখনও হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমাদের দেশে আবাস গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা অপরাপর বাদশাহগণকে ছাড়িয়া আমার দেশে আগমন করিয়া এই স্থানে আবাস গ্রহণকে নিজেদের জন্য অনুকূল মনে করিয়াছে, ইহা আমার শাহী সম্ভ্রম বিরুদ্ধ হইবে যে, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে অনর্থক ধরিয়া অন্যদের হস্তে তুলিয়া দিব ? হ্যাঁ, আমি তাহাদিগকে ধরিয়া অন্যদের হস্তে তুলিয়া দিব। আমি তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিতেছি ও তাহাদিগকে সমস্ত অবস্থা ও অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। উভয় কথা শ্রবণের পরে যদি তোমাদের বিবরণ আমার নিকট সত্য ভিত্তিক মনে হয় তবে অবশ্যই আমি তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে তুলিয়া দিব। কিন্তু অনুসন্ধান না করিয়া আমি কোন

www.pathagar.com

ক্রমেই এইরূপ করিতে পারি না।" ইহা বলিয়া নাজ্জাশী নির্দেশ দিলেন যে, "আরব হইতে আগত আশ্রয়গ্রহণকারী যে সমস্ত লোক এইখানে বসবাস করিতেছেন উহাদের সকলকে আমার দরবারে উপস্থিত করা হউক।

মুহাজিরীনের নিকট যখন এই শাহী ফরমান পৌছিল এবং ইহাও জানা গেল যে, আবদুল্লাহ্ বিন রবীয়া ও আমর ইবনুল আস আমাদিগকে ফেরত লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে নাজ্জাশীর নিকট আগমন করিয়াছে, তখন তাহারা বিচলিত হইয়া পড়েন যে, এখন কি হইবে। যাহাই হউক তাহারা সকলে মিলিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, জীবন রক্ষা হউক বা না হউক, যাহা সত্য তাহা যথাযথভাবে শাহী দরবারে গিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। পরিণামে যাহা থাকে সহ্য করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হইল যে, সকলের পক্ষ হইতে জাফর (রা) বিন আবূ তালিব বাদশাহ্র সহিত কথা বলিবেন।

নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর (রা) বিন আবী তালিবের গুরুত্বপূর্ণ তাবলীগী ভাষণ ঃ মুহাজিরীন যখন হযরত জাফর তাইয়ার (রা)-এর নেতৃত্বে নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হন তখন তথায় কোরাইশদের প্রতিনিধিদ্বয় পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ তাহাদিগকে সসম্মানে উপবেশন করান। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন যে, "কোরাইশদের এই প্রতিনিধিদল অভিযোগ লইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন যে, আপনারা নিজেদের পিতা-পিতামহের ও জাতীয় ধর্ম ত্যাগ করিয়া অপরিচিত এক ধর্মগ্রহণ করিয়াছেন,ইহার মূলনীতি না ঈসায়ীদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, না ইহুদী বাদের সহিত, না প্রতিমা পূজার সহিত। আমাকে অবহিত করুন যে, আপনারা কোন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঐ মাযহাবে আপনারা এমন কি উৎকৃষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছেন?

নাজ্জাশীর এই প্রশ্নের জবাবে মুহাজিরীনের প্রতিনিধি হযরত জাফর (রা) বিন আবী তালিব যে গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন ও উহাতে তিনি দ্বীন ইসলামের সত্যতাকে যেমন সুন্দরভাবে ও সাহসিকতার সহিত প্রমাণ করেন তাহা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালমা (রা), যিনি তাঁহার পূর্বতন স্বামীর সহিত সে সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, বর্ণনা করেন ঃ "হে সম্ভ্রমশালী শাহানশাহ! আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞতার অহমিকায় ভীষণভাবে নিমজ্জিত ছিলাম। প্রতিমা পূজা ছিল আমাদের মযহাব এবং ইন্দ্রিয়ের সম্মান প্রদর্শন ছিল আমাদের তরীকা। নিজেদের আকাংখাকে আমরা নিজেদের খোদা বানাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং আমরা হৃষ্টচিত্তে নিজেদের প্রতিটি পাপে লিপ্ত হইতাম। কৃপা ও করুণা আমাদের মধ্যে নামে মাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। আমাদের অত্যাচার ও ঔদ্ধত্য সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। মদ ও জুয়া ছিল আমাদের নিত্যদিনের স্বভাব। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া, এতীমের মাল হজম করা, মুসাফিরদেরকে লুণ্ঠন করা ছিল আমাদের দিবা রাত্রির অভ্যাস। আমানত,

www.pathagar.com

দিয়ানত, সত্যতা ও সত্যবাদিতা হইতে আমরা যখন দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। শক্তিমানেরা দুর্বলকে নির্যাতন করিতে অতি সাহসিকতা প্রদর্শন করিত, অন্যকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা ও অন্যকে কষ্ট দিতে আমরা তৃপ্তি পাইতাম। মোট কথা, আমরা মাযহাবী ও চারিত্রিক উভয় দিক হইতে নিম্নতম পর্যায়ের অপদস্ত অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর তাহার বিশেষ কৃপা অবতারণ করেন ও আমাদের মধ্যে তাহার একজন রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁহার বংশ কৌলিন্য ও মান মর্যাদা সম্পর্কে আমরা অবহিত রহিয়াছি। তাহার উন্নত চরিত্র এবং তাহার আমানত, দিয়ানত, সত্যবাদিতা ও সত্যনিষ্ঠাকে আমরা সকলে স্বীকার করিতাম। সেই রাসূল আমাদিগকে এক ও একক আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা দেন, প্রতিমা পূজা হইতে নিবৃত্ত করেন, সত্য বলিতে, আমানতের খেয়ানত না করিতে, মানুষের সহিত কৃপা করুণামূলক আচরণ করিতে, নির্লজ্জ কার্য কলাপ পরিত্যাগ করিতে ও নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিতে নিষেধ করেন। মোটকথা, তিনি আমাদিগকে সর্বপ্রকারের মন্দাচার হইতে নিবৃত্ত হইতে নির্দেশ দেন ও সর্বপ্রকারের সুকর্ম সম্পাদনের আদেশ দেন।

মোটকথা, হযরত জাফর তাইয়ার (রা) বিস্তারিত বিশ্লেষণের সহিত এবং সুন্দরভাবে পরিমার্জিত অথচ সাবলীল ভাষায় ইসলামের সমস্ত বিশ্বাস ও করনীয় সম্পর্কে নাজ্জাশীর সম্মুখে এক অতি উচ্চ পর্যায়ের তাবলীগী ভাষণ দান করেন। এবং নাজ্জাশীর উপর উহার পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

করণীয় ও বিশ্বাস সম্পর্কে পরে হযরত জাফর তাইয়ার (রা) তাঁহার বর্ণনা অব্যাহত রাখিয়া বলেন ঃ "হে মাননীয় বাদশাহ! আমরা আল্লাহ্র সেই রাসূলকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা শিরক, কুফরী ও প্রতিমা পূজাকে পরিত্যাগ করিয়াছি এবং নেকী কল্যাণ ও আল্লাহ্ ভীতি গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের সেই রাসূল যে সমস্ত জিনিসকে আমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন আমরা সেই সমস্তকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহা হারাম করিয়াছেন উহাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করিয়াছি। ঐ রাসূলের অনুসরণ ও আদেশ প্রতিপালনের মধ্যেই আমরা আমাদের ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কুশল নিহিত বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু আমাদের জাতি সেই রাসূলের কথাকে গ্রহণ করে নাই এবং আমরা যাহারা সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, সকলকে কঠোর হইতে কঠোরতম দুর্ভোগ ও ক্লেশ দিতে শুরু করে এবং আমাদিগকে সীমাহীন নির্যাতন করে ও কষ্ট দেয়। এই সমস্ত নির্যাতন যখন আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে ও অন্য কোন উপায় না থাকে তখন আমরা নেহায়েতই বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করি ও এই আশা লইয়া এই স্থানে আগমন করি যে, এইখানে আমরা শান্তি পাইব এবং আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা নির্ভাবনায় নিজেদের মাযহাবী কর্তব্যাবলী পালন করিতে পারিব।"

www.pathagar.com

ইথুপিয়ার দরবারে কুরআন তিলাওয়াত ঃ হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা) যতক্ষণ বক্তৃতা করিতেছিলেন ততক্ষণ নাজ্জাশী ও তাহার পারিষদবর্গ নীরবে মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিতেছিলেন। হযরত জা'ফর (রা) বক্তৃতা শেষ করিলে নাজ্জাশী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

"তোমাদের নবীর প্রতি যেই কালাম আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত হয় তন্মধ্য হইতে যদি কিছু কালাম তোমার মুখস্ত থাকিয়া থাকে তবে তাহা আমাকে শোনাও, যাহাতে আমি তোমাদের নবীর সত্যতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করিতে পারি।"

ইহাতে হযরত জাফর তাইয়ার (রা) পরিবেশ বিবেচনা করিয়া সূরাহ মরিয়মের প্রথমাংশের আয়াত নাজ্জাশীর সম্মুখে তিলাওয়াত করেন। উহা শ্রবণ করিয়া নাজ্জাশী এমন রোদন করিতে থাকেন যে, অশ্রুতে তাহার শ্মশ্রু ভিজিয়া যায় এবং তিনি সহৃদয়তা সহকারে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই কালাম অবিকল এইরূপ যাহা অবতারিত হইত হযরত ঈসা বিন মরিয়ম (আ)-এর প্রতি, পরিষ্কার মনে হইতেছে যে, একই প্রদীপ হইতে উভয়েই আলো লাভ করিয়াছেন।

কোরাইশ প্রতিনিধি দলের বিপক্ষে নাজ্জাশীর ফয়সালা ঃ অতঃপর নাজ্জাশী কোরাইশ প্রতিনিধিদলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও তাহাদিগকে বলেন "মুসলিমদের প্রতিনিধি যাহা বলিলেন তাহা কি তোমরা শ্রবণ করিয়াছ? এখন আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তোমরা কোন মুখ লইয়া তাহাদিগকে ফেরত লইয়া যাইতে আগমন করিয়াছ। এখন তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়া ও ক্লেশ দিবার তোমাদের কি অধিকার রহিয়াছে? তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ কর। আমি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তোমাদের মুখ হইতে একটি কথাও আর শুনিতে পারিব না, বা কখনও আমি তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে তুলিয়া দিব না।"

এই বক্তৃতার সাথে সাথে তিনি নির্দেশ দান করিলেন যে, ইহারা উভয়ে যে সমস্ত উপঢৌকন ও উপহার সামগ্রী আনিয়াছে সমস্ত ফেরত দেওয়া হউক। আমি স্বর্ণের একটি পাহাড়ের বিনিময়েও মুসলিমগণকে তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিতে পারিনা, না আল্লাহ্ আমাকে ঘুষের বিনিময়ে এই রাজ্য দান করিয়াছেন, না আমি ঘুষের বিনিময়ে নিমক হারামী করিতে পারি।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোরাইশ প্রতিনিধিদলের নতুন অস্ত্র ঃ আবদুল্লাহ বিন রবীয়া ও আমর বিন আস লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া নাজ্জাশীর দরবার পরিত্যাগ করে এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া নিজেদের অবস্থানস্থলে ফিরিয়া আসে। প্রত্যাবর্তন করিয়া আমর বিন আসের চতুর মস্তিষ্ক নাজ্জাশীর দরবারে মুসলিমগণকে অপদস্ত করিবার বিশেষ ধরনের আর এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে এবং সে তদীয় সঙ্গী আবদুল্লাহ্ বিন রবীয়াকে বলে ঃ মুসলিমদের বিপক্ষে আমি এমন একটি অপ্রতিরোধ্য তদবীর চিন্তা করিয়াছি যে, তাহারা উহা লাখ গোপন করিলেও গোপন

www.pathagar.com

হইবার নহে। অতঃপর নিঃসন্দেহে নাজ্জাশী মুসলিমদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে এইস্থান হইতে বহিষ্কার করিবে অথবা আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবে।"

আবদুল্লাহ্‌র অন্তরে অল্প বিস্তর নেকী ও কুশল ভাব বিদ্যমান ছিল। সে আমর বিন আসকে সেই আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল। সে বলিল "কোন ক্রমেই আমার মত নহে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হউক। উত্তম ইহাই যে, তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় ছাড়িয়া দাও। যদিও ইহারা আমাদের ধর্ম হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই তাহারা আমাদের স্বজন ও আত্মীয়, তাহারা এখন পর্যন্ত আমাদের হস্তে যথেষ্ট নিগৃহীত হইয়াছে। আমরা আর কত তাহাদিগকে নিগৃহের শিকারে পরিণত করিবার প্রয়াস অব্যাহত রাখিব।"

কিন্তু আমর ইবনুল আস বলিল "না মুসলিমগণকে নাজ্জাশীর দরবারে অপদস্ত করিবার নিমিত্ত আমি আর একবার অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাইব। আমি এইরূপ না করিলে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইয়া যাইবে এবং এই সফরে আমরা যে ক্লেশ ও কষ্ট ভোগ করিয়াছি উহা বৃথা হইবে। অন্যদিকে আমাদিগকে বিফল ও অপদস্ত হইয়া এইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এবং মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সঙ্গী সাথী আমাদের বিফলতা ও অসাফল্যে খুব উৎফুল্ল হইবে। আগামীকল্য আমি অবশ্যই নাজ্জাশীকে বলিব যে, মুসলিমগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক যে, তাহারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কি বিশ্বাস পোষণ করে? যদি তাহারা মিথ্যা বলিয়া কোন কথা বানায় তবে আমি পরিষ্কার করিয়া বলিব যে, মুসলিমরা আপনার সহিত মিথ্যা বলিয়াছে, আর যদি তাহারা সত্য বলে তবে যেহেতু নাজ্জাশী নিজে একজন ঈসায়ী এবং হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া জানে, কাজেই মুসলিমদের নিকট হইতে নিজ বিশ্বাস পরিপন্থী কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইবেন এবং তাহাদিগকে নিজ আশ্রয়ে রাখিতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করিবেন।"

এই অস্ত্রের ব্যবহার ঃ দ্বিতীয় দিবসে আমর ইবনুল আস পুনরায় দরবারে পৌঁছিতে সক্ষম হয় এবং বলে, আপনি মুসলিমগণকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, "তাহাদের নবী হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়? এবং মুসলিমগণ হযরত ঈসা (আ)-কে কি মনে করে? উহার জবাব হইতেই আপনি প্রকৃত কথা অবহিত হইতে পারিবেন। এবং আপনি অনুধাবন করিতে পারিবেন যে, এই ধরনের মানুষের পক্ষাবলম্বন, সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতা করা কতখানি সঠিক যাহারা আপনার হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে এমন কঠোর বিশ্বাস পোষণ করে। ইহারা সাধারণতঃ এই স্থানে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তাহাদের বিশ্বাসের কথা গোপন রাখে যাহাতে ঈসায়ীদের মধ্যে তাহাদের বিপক্ষে ঘৃণা না ছড়াইয়া পড়ে। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ) সম্পর্কে তাহাদের বিশ্বাস খুবই মন্দ। আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখুন না।"

www.pathagar.com

ইথুপিয়ার রাজদরবারে মুসলিমগণের দ্বিতীয়বার আহ্বান ঃ আমর ইবনুল আসের কথা শ্রবণ করিয়া নাজ্জাশী দ্বিতীয়বার মুসলিমগণকে দরবারে আহ্বান করেন। মুহাজিরীনও অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কেন ডাকা হইয়াছে। উহাতে স্বভাবতই তাঁহারা বিচলিত হন ও চিন্তা করিতে থাকেন যে, ঈসা (আ)-কে খোদা ও আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া স্বীকারকারী সরকারের সম্মুখে যদি সত্য বলি তবে জীবনের আশা নাই। যদি চুতরতার আশ্রয় গ্রহণ করি ও মিথ্যা বলি তবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল উভয়ের অভিসম্পাত নিজেদের উপর আপতিত হয়। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হযরত উম্মু সালমা (রা) বলেন যে, সেই দিন আমাদের যত ভাবনা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ধরিয়াছিল এবং ঐ দিন আমরা যতটা বিচলিত হইয়াছিলাম অন্য কোন দিন আর সেইরূপ হইতে হয়নি। সমস্ত সাহাবা কিয়ামের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় যে, যাহাই হউক না কেন নাজ্জাশীর সম্মুখে কথাকে পরিষ্কারভাবে সত্য সত্য বলিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলা সমীচীন হইবে না। এবং বিনম্রভাবে কাঁদিয়া কাটিয়া দোয়া করিতে হইবে যেন আল্লাহ্ এই কঠিন দিনে আমাদেরকে সহায়তা করেন।

আহ্বান অনুযায়ী সাহাবাগণ (রা) যখন বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হন তখন নাজ্জাশী মুসলিমগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা হযরত ঈসা (আ) বিন মরিয়ম (আ) সম্পর্কে কি বিশ্বাস পোষণ করেন?

হযরত জাফরের (রা) দ্বিতীয় তাবলীগী ভাষণ ঃ হযরত জাফর তাইয়ার (রা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তিনি অতিশয় বিনম্র ও কোমলভাবে বলেন, বাদশাহ্! হুযুরের সম্মুখে আমরা না কোন কথা মিথ্যা বিবৃত করিব না কোন কথা গোপন করিব। আমাদিগকে মিথ্যা বলিতে ও মুনাফিকী করিতে বারণ করা হইয়াছে। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনার সম্মুখে উহাই বলিব যাহা আমাদিগকে আমাদের রাসূল শিক্ষা দিয়াছেন। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ও তাহার অতি নৈকট্য লাভকারী রাসূল ছিলেন। দুনিয়াতে তাহার আত্মপ্রকাশ আল্লাহ্‌র সেই কলেমার মাধ্যমে ঘটিয়াছে যাহা তিনি মরিয়ম (আ)-এর মধ্যে আনিয়াছিলেন। আমাদিগকে এই শিক্ষাও প্রদান করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র বিশেষ তাকদীর (ভাগ্য লিখন)-এর মাধ্যমে মরিয়ম (আ)-এর গর্ভ হইতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পয়দা হইয়াছেন এবং মরিয়ম (আ) ছিলেন ঐ সময় কুমারী, সত্যভাষিণী, পবিত্রা ও সদাচারিণী।

নাজ্জাশীর উপর এই ভাষণের প্রভাব ঃ হযরত উম্মু সালমা (রা) বলেন, জাফর (রা)-এর মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া বাদশাহ্ ভূমি হইতে একটি কাঠি উত্তোলন করেন ও বলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি যাহা হযরত ঈসা (আ) ইব্‌ন মরিয়ম (আ) সম্পর্কে বর্ণনা করিলে মসীহ (আ) ইহার অধিক এই কাঠিটি পরিমাণ অতিরিক্ত কিছু নহেন।" ইহা বলিয়া বাদশাহ আমর বিন আসকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "তুমি মুসলিমদের প্রতি যে নতুন অভিযোগ আরোপিত করিয়াছিলে ইহারা উহা হইতেও নিষ্কৃত প্রমাণিত হইলেন। এখন তুমি নিঃসন্দেহে স্বদেশে প্রত্যাগমন

www.pathagar.com

করিতে পার। মুসলিমদের পক্ষে আমার সহযোগিতা রহিয়াছে এবং যতদিন তাহারা এইস্থানে অবস্থান করিবেন ততদিন তাহা অব্যাহত থাকিবে।"

কোরাইশ দূতদের অসফল প্রত্যাবর্তন ঃকোরাইশের এই দূতদ্বয় অতিশয় ভারাক্রান্ত অন্তরে ফিরিয়া আসে ও তাহাদের জাতির নিকট তাহাদের অসাফল্য ও অকৃতকার্যতার করুণ কাহিনী বর্ণনা করে। উহাতে মুসলিমদের প্রতি কোরাইশের ক্রোধ ও গোস্বা অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

প্রতিনিধি দলপতি আমর ইবনুল আসের ব্যক্তিত্ব ঃ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এই স্থানে ইহা বিবৃত করা সম্ভবতঃ উচিত হইবে যে, কোরাইশের এই হিংস্র দূত আমর ইবনুল আস মহানবী (সা) সম্পর্কে এমনই ব্যক্তিগত পর্যায়ের কঠোর শত্রুতা পোষণ করিত যে, সে নিজেই বলিত, "আমি ঘৃণার দরুন কুফরী অবস্থায় কোনদিন মহানবী (সা)-এর চেহারার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাই নাই," কিন্তু অবশেষে সে-ও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়াছে। তাহারই হস্তে মিশর বিজিত হইয়াছে, আর এখন আমরা তাঁহাকে হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিয়া থাকি।

ইথুপিয়ায় মুহাজিরীনের অবস্থান কতদিন ছিল ঃ ইহার পরে মুহাজিরগণ দীর্ঘদিন ইথুপিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্ভাবনায় সুখে শান্তিতে অবস্থান করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইসলামের সমস্ত ইবাদত সমূহে আমল করিয়াছেন। না কেহ তাহাদের সহিত বিরোধিতা বা শত্রুতা করিয়াছে না কেহ কোন প্রকারের আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতক নবী করীম (সা)-এর হিজরতের সময় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ও পরে মদীনায় গমন করিয়াছেন। কতক ইথুপিয়াতেই রহিয়া গিয়াছেন। এমনকি এই অবস্থাতেই বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ ও পরীখার যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ইথুপিয়া হইতে মুসলিমদের শেষ কাফিলা ঐ সময় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে সে সময় রাসূল (সা) খায়বারের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন।[১]

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা ১১০-১১৩; তারীখু ইবনি আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩২-১৩৫; তাবকাতু কবীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৮-১৩৯; যারকানী, তাবারী ও বুখারী।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

নবী (সা)-এর তাবলীগের পঞ্চম পর্যায়

[মুসলিমদের শক্তি যোগানোর অদৃশ্য সরঞ্জাম; হামযা বিন আবদিল মুত্তালিব ও উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ]

মুসলিমদের নির্যাতিত অবস্থা ঃ মুসলিমগণ এই সময় কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষার দিন কাটাইতেছিলেন। তাহাদের একশতের অধিক লোক ইথুপিয়ায় নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। আর যে সমস্ত লোক মদীনায় রহিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন ছিল। কাফিররা নিত্য নতুন ক্লেশ ও কঠোর হইতে কঠোরতম কষ্ট তাহাদিগকে দিতেছিল। সারা দেশে ঐ সমস্ত গরীবদের সাহায্য সহায়তাকারী বলিতে কেহ ছিল না, মুসলিমগণ না স্বাধীনভাবে সালাত কায়েম করিতে পারিতেন, না প্রকাশ্যে তাহাদের ইসলামী কর্তব্যাবলী পালন করিতে পারিতেন, আর না ইসলাম ধর্মের সত্যতা পরিষ্কারভাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেন।

অবস্থার পরিবর্তন ঃ মুসলিমদের এহেন নির্যাতিত ও অসহায়াবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বিশেষ অনুগ্রহক্রমে এখন ঐ অবস্থার একটু বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিলেন। অর্থাৎ কোরাইশের দুইজন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বিস্ময়করভাবে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। উহাদের মধ্যে একজন ছিলেন হামযা বিন আবদিল মুত্তালিব, অপরজন ছিলেন উমর বিন খাত্তাব। এই দুই জনের ইসলাম গ্রহণের ফলে বস্তুতই মুসলিমদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তাহারা খোলাখুলি তাবলীগ করিতে ও স্বাধীনভাবে নিজ আল্লাহ্র ইবাদত করিতে লাগিলেন। হামযা ও উমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের তাবলীগী ইতিহাসের একটি প্রখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অতএব আমরা এই স্থানে অতিশয় সংক্ষিপ্তভাবে উহা বিবৃত করিতেছি ঃ

১. হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণ

হযরত হামযার ব্যক্তিত্ব ঃ হযরত হামযা, হযরত আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, মহানবী (সা)-এর পিতৃব্য শোর্যশালী ও বীর পুরুষ ছিলেন। দিবারাত্র পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা, শিকার করা, উপত্যকা পরিভ্রমণ করা ছাড়া তাহার আর অন্য কোন কাজ ছিল না। সকালে তীর ধনুক লইয়া বাহির হইয়া পড়িতেন, সারাদিন শিকার খেলিতেন সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। শিকার হইতে প্রত্যাবর্তনকালে কাবার আঙ্গিনায় উপবিষ্ট কোরাইশের মাহফিলে কিছুক্ষণ সময় কাটাইতেন। লোকের সহিত এদিক সেদিকের আলাপ করিতেন ও পরে গৃহে

ফিরিতেন। সমগ্র মক্কায় তাঁহার বীরত্ব ও শৌর্যের ডংকা বাজিত। তাঁহার বংশগত কৌলিন্য ও ব্যক্তিগত ভদ্রতার দরুন প্রতিটি মানুষ তাঁহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি গণ্য হইতেন।[১]

কি কারণে হযরত হামযাকেই ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল (মহানবী (সা)-এর প্রতি আবূ জাহেলের অবৈধ আচরণ) ঃ যদিও তিনি তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ মহানবী (সা)-কে খুব ভালবাসিতেন কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই বা ইসলাম সম্পর্কে তাহার কোন আগ্রহও ছিল না। সর্বক্ষণ ভ্রমণ ও শিকার খেলায় মগ্ন থাকিবার দরুন তাহার এতটা সময়ই কোথায় ছিল যে, মাযহাবের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং শিরক ও কুফরের মধ্যকার পার্থক্যের প্রতি চিন্তা-গবেষণা করিতেন। কিন্তু অকস্মাৎ এমন একটি ঘটনার অবতারণা হইল যাহাতে তাহার জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, একদিন যথারীতি তিনি সারাদিন শিকার খেলিয়া সন্ধ্যায় শহরে প্রত্যাবর্তনকালে সাফা পাহাড়ের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। ঐ স্থানে ছিল আবদুল্লাহ্ বিন জাদয়ানের জনৈকা মুক্ত দাসীর গৃহ। সে তাঁহাকে থামাইয়া বলিল, ওহে আবূ আম্মারাহ। এইতো একটুখানি পূর্বে আমি একটি অতীব দুঃখপূর্ণ ঘটনা অবলোকন করিলাম। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ (সা) কোন একজনকে তাহার নতুন ধর্মের শিক্ষা দিতেছিল। ঘটনাক্রমে আবুল হাকাম বিন হিশাম (আবূ জেহেল) সম্মুখ হইতে আগমন করিতেছিল। এতদ্দর্শনে সে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-কে এমন অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয় এবং এমনই ও জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে যে, উহার কোন অশ্রাব্য সীমা নাই। কিন্তু মুহাম্মদ (সা) উহার গালাগালে কিছুই বলিল না। অতিশয় নীরবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের এহেন নিপীড়িত অবস্থা দর্শনে আমি খুবই ক্লেশ অনুভব করিলাম। ঐ সময় তুমি উপস্থিত থাকিলে তোমার সীমাহীন দুঃখ হইত এমন কি সম্ভবত ঃ সংঘর্ষ পর্যন্ত হইয়া যাইত এবং ভীষণ রক্তারক্তি কান্ড ঘটিত।[২]

হামযা আবূ জাহেলের শির ফাটাইয়াছেন ঃ আবদুল্লাহ বিন্ জাদয়ানের দাসীর মুখে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের এহেন লাঞ্ছনার কথা শুনিতে পাইয়া বংশগত গৌরব ও ব্যক্তিগত ভালবাসার দরুন হযরত হামযার চোখে রক্ত ভাসিয়া উঠে। ক্রোধে দেহ কাঁপিতে থাকে। তিনি অত্যন্ত ক্রোধ গোস্বা ও রাগান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কাবার দিকে রওয়ানা হইয়া যান। আবূ জেহেল তখন এ স্থানে বসিয়া বন্ধুদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছিল। তিনি সে স্থানে পৌঁছিয়াই এমন জোরে ধনুক আবূ জেহেলের মাথায় মারেন যে, তাহাতে আবূ জেহেলের মাথা ফাঁটিয়া যায়। অতঃপর অতিশয় রাগের সহিত বলিলেন, আমি এই মাত্র শুনিতে পাইলাম যে, তুই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-কে গালি দিয়াছিস ও তাহাকে অপদস্ত করিয়াছিস। তোরও

১. তারীখু ইবনি আসীর ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৮।
২. তারীখু ইবনি আসীর। ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৮

www.pathagar.com

এমন দুঃসাহস যে আমরা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহার দিকে চোখ উঠাইয়াছিস। মুহাম্মদ (সা)-কে একাকী পাইয়া তুই শার্দুল বনিয়াছিলি যদি সাহস থাকে তবে আমার বিরুদ্ধে আয়। আফসোস আমি ঐ সময় উপস্থিত ছিলাম না। অন্যথায় তোর দুমুর্খতার দরুন তোকে এমনিই মজা দেখাইতাম যে, সারা জীবন তোর মনে থাকিত।[১]

হামজা ও বনূ মখযূম ঃ আবূ জেহেলের কবীলাবাসী ও (বনূ মখযুম) তথায় উপস্থিত ছিল। তাঁহারা কি করিয়া সহ্য করিত যে, তাহাদের কবীলার একজন সম্ভ্রান্ত লোক এইভাবে ভরা মজলিসে অপদস্ত হইবে। তাহারা নীরবে বসিয়া থাকিবে। তাহারা তৎক্ষণাৎ আবূ জেহেলকে রক্ষা করিতে ও হামযার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল ও বলিতে লাগিল, "আবূ আম্মারা! মনে হইতেছে তুমিও বদ দ্বীন হইয়া গিয়াছ, তবেই না এমনভাবে মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষাবলম্বন করিতেছ?"

হামযা সেই সময় আবেগে পরিপূর্ণ ছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি বদ দ্বীন হই নাই, বরং আমি মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি এবং অদ্য হইতে তোমাদের প্রতিমা পূজাকে তালাক দিয়েছি। নিঃসন্দেহে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ এক এবং মুহাম্মদ (সা) তাহার রাসূল। আইস, তোমাদের মধ্যকার কে আমার মুকাবিলায় আসিতে ইচ্ছুক।"[২]

আবূ জাহেলের পাপ স্বীকার ঃ হযরত হামযার (রা) এই কথা বলাতে বনূ মখযুমও অতিশয় ভাবাবেগপূর্ণ হয়। তৎক্ষণাৎ খাপ হইতে তরবারীগুলি নিষ্কোশিত হয়। কা'বার সমগ্র আঙ্গিনা মানুষের লাশে পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ার সময় আসিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আবূ জেহেল দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয় এবং তদীয় কবীলাবাসীদেরকে থামাইয়া দিয়া বলে," আবূ আম্মারাকে কিছু বলিওনা, সত্যিসত্যিই আমারই ভুল হইয়াছিল যে, আমি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-কে গালমন্দ করিয়াছি। উহারই পক্ষাবলম্বনে সে ক্রোধান্বিত হইয়াছে।[৩]

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ ঃ আবূ জেহেলের নিকট হইতে ফুরসত হইয়া হযরত হামযা মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হন ও তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। অতঃপর কঠোরতার সহিত ইহাতে সুদৃঢ় থাকেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সহিত মহানবী (সা)-এর পক্ষ অবলম্বন করিতে থাকেন। শিকার খেলার অভ্যাস একদম ছাড়িয়া দেন এবং রাসূল করীম (সা)-এর খিদমত ও ইসলামের প্রচার প্রসারকে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে গণ্য করেন। শেষ দম পর্যন্ত ইহাতে সুদৃঢ় থাকেন। এমতাবস্থাতেই নিজের জীবন ইসলামের জন্য কুরবান করিয়া সাইয়েদুশ শুহাদা (শহীদদের নেতা) উপাধিতে ভূষিত হন।

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৯১।

২. তাযকিরাহ মুহাজিরীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭০।

৩. তাযকিরাহ মুহাজিরীন, ১ম খণ্ড , পৃষ্ঠা ১৭০; আসাদুল গাবা, তাযকিরাহ হামযা (রা)-এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া ঃ হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহা মাওলানা মুয়ীনুদ্দীন নদভী তৎকৃত পুস্তক তাযকিরাহ মুহাজিরীন-এর প্রথম খন্ডে বিবৃত করিয়াছেন ঃ ইহা ছিল ঐ সময় যখন মহানবী (সা) হযরত আরকাম বিন আবি আরকাম (রা)-এর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মু'মিনদের গণ্ডি শুধুমাত্র কতিপয় দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হযরত হামযা (রা)-এর যোগদানে অকস্মাৎই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং কাফিরদের লাগামহীন হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন (বহুলাংশে) বন্ধ হইয়া যায়। কেননা, তখন সমগ্র মক্কায় হযরত হামযা (রা)-এর শৌর্যের ডঙ্কা বজিত।[১]

২. হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

উমর ইবনু খাত্তাবের ব্যক্তিত্ব ঃ উমর ইবনু খাত্তাব মক্কার আদী বিন কা'ব কবীলার সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। উহা ছিল কোরাইশের আদনানী কবীলা এবং তাহাদের ভদ্রতা ও সম্ভ্রম তাহাদিগকে সমস্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী কবীলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল। তন্মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছিল হাশিম, উমাইয়া, তাইম ও মখযুম।[২] মিশরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল তৎকৃত পুস্তক 'আল ফারূক উমর'-এ হযরত উমরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লিখছেন ঃ "উমর মল্লযুদ্ধ, ঘোড় সওয়ারী, শক্তি ও দৈহিক ব্যায়ামে আরবে প্রখ্যাত ছিলেন। তাহার মধ্যে কাব্যবোধও ছিল অতিশয় মার্জিত ও উচ্চ পর্যায়ের। আরবের কুষ্ঠনামার জ্ঞানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী ও বিশুদ্ধ বাচনভঙ্গীর অধিকারী। তিনি কুরাইশের পক্ষ হইতে দূতের দায়িত্ব পালনার্থে অপরাপর কবীলায় গমন করিতেন এবং পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদে তৎকৃত মীমাংসাকে এমনই মানা হইত যেমন মানা হইত তাহার পিতাকৃত (খাত্তাব বিন নোফাইল) মীমাংসাকে।[৩]

উমর মহানবী (সা)-এর কঠোর শত্রু হিসাবে ঃ উমর যৌবনের রঙ্গিন দিনগুলি আনন্দঘন পরিবেশে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া শরাব-কাবাব ও প্রমোদ আয়েশে জীবনের মন্‌জিলগুলি অতিক্রম করিতেছিলেন। তখন পর্যন্ত জীবনের ২৭টি বসন্ত অবলোকন করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ হেরা গুহা হইতে হেদায়েতের সূর্যোদয় হয়। যে সমস্ত মানুষ সেই নূরকে ফুৎকারে নির্বাপিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, ঐ সমস্ত সত্যের শত্রুদের প্রথম সারিতে ছিলেন উমর ইবনু খাত্তাব।

উমরের ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণের কারণ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার আহ্বানের প্রতি উমরের যে শত্রুতা ছিল উহা কোন প্রকারের অজ্ঞতা বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুন ছিল না, বরং তাহার দৃষ্টিতে এই বিরুদ্ধাচারণ জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও সমগ্র কোরাইশ কবীলার ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয়

---

১. তাযকিরাহ মুহাজিরীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭০, আসাদুল গাবা, তাযকিরাহ হামযা (রা)-এর হাওয়ালাক্রমে।

২. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল কৃত 'উমর ফারূক আযম' পৃষ্ঠা ৪১।

৩. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল কৃত 'উমর ফারূক আযম' পৃষ্ঠা ৪৬।

www.pathagar.com

ছিল। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, এই নতুন আন্দোলনকে যদি কঠোর বিরোধিতার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করিয়া না দেওয়া হয় তবে এই আন্দোলন কোন না কোন দিন বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমগ্র জাতীয় ঐক্যকে তছনছ ও লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিবে। এই কারণেই নতুন আহ্বানের বিরুদ্ধে তাহার ঘৃণা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যে কোন মুসলিমের উপর যখনই কোন সুযোগ আসিত তিনি তাহার উপর যে কোন ক্লেশ ও নির্যাতন চালাইতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না।

উমরের ইসলামের প্রতি শত্রুতা ছিল তাহার এহেন একতরফা দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর আহ্বানকে গ্রহণ করিয়া লওয়া হয় এবং তাঁহার রিসালাত ও নবুয়্যতকে মানিয়া লওয়া হয় তবে মক্কার সমস্ত কবীলাগত ও সমাজগত ধারা উলট-পালট হইয়া যাইবে এবং কোরাইশের সমস্ত কবীলার মধ্যে বিভেদের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তাঁহার দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সা) তাবলীগ ও তাঁহার দাওয়াতের চাইতে জাতীয় শান্তি অধিক প্রিয় ছিল। অতএব, তাহার মতে মুহাম্মদ (সা)-এর এই দাওয়াতের পরে নীরবে বসিয়া থাকার পরিষ্কার অর্থ এই ছিল যে, কোরাইশের ঐক্য বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হউক এবং মক্কার সম্ভ্রম ও গৌরবকে বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হইতে দেওয়া হউক।

উমরের মহানবী (সা)-কে হত্যা করিবার ইচ্ছা ঃ এই পর্যায়ে উমর এমনও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, যে সমস্ত সাদা-সিধা যুবক ও কতিপয় নির্বোধ দাস মুহাম্মদের (সা) কথায় সায় দিয়া তাহার সঙ্গী হইয়াছে, এই ব্যাপারে তাহাদের অপরাধ খুব বেশী নহে। অন্যায় অপরাধ যতটুকু তাহার সবটুকুই হইল মুহাম্মদের (সা), তাঁহার অলৌকিক বাচনভঙ্গী ও দক্ষতাপূর্ণ কথার। সে নিজের শক্তিময় বক্তৃতার দ্বারা ঐ সমস্ত নির্বোধদেরকে বোকা বানাইয়াছে। অতএব, যদি শাখা ছাড়িয়া কাণ্ডকে কুঠারাঘাত হানা হয় এবং অনুসারীদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আন্দোলনের হোতাকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া যায় তবে এই আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইবে, কলহ নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, ফাসাদের মেঘ কাটিয়া যাইবে।

এই পথে উমরের অসুবিধা ঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরে উমরের সম্মুখে এই প্রশ্ন দেখা দিল যে, এই ইচ্ছাকে কি করিয়া বাস্তব রূপ দেওয়া যাইতে পারে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করিবার জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে? সে চিন্তা করিতেছিল যে, ইহাতো প্রকাশ্যই যে, মুহাম্মদ (সা) কোরাইশের সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বংশ বনূ হাশিমের অন্যতম এবং সমগ্র বনূ হাশিম তাঁহার বিরাট সমর্থক ও সহায়ক। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত মানুষ তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুসারী ও অনুগত হইয়াছে উহারা সকলে এক জামাত হিসাবে তাহার সঙ্গে রহিয়াছেন। তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে এমন কতিপয় ব্যক্তিও রহিয়াছেন যাহারা প্রখ্যাত, সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী কবীলার সহিত সম্পৃক্ত এবং অবশ্যই ঐ সমস্ত কবীলাবাসীগণ প্রয়োজন মুহূর্তে তাহাদের সহায়তা করিবে। অতএব, মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে

www.pathagar.com

লাগালাগি করার অর্থ এই যে, ঐ সমস্ত কবীলার বিপক্ষে যুদ্ধ খরিদ করিতে হইবে। যদি এমনটি করা হয় তবে মক্কায় এমনই গৃহযুদ্ধ শুরু হইবে যাহার সম্মুখে মুহাম্মদের (সা) দাওয়াতের দরুণ সৃষ্ট মক্কার মর্যাদা ও কোরাইশের ঐক্য বিনষ্টের বিপদ অতিশয় তুচ্ছ ব্যাপার হইবে।

উমর রাসূল (সা)-কে হত্যা করিতে ত্বরা করে ঃ উমর তখন এই চিন্তায় বিভোর ছিল যে, মহানবী (সা) তাহার অনুসারীগণকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। যখন এমন সংবাদ পৌঁছে যে, মুসলিমগণ তথায় নির্ভাবনায় শান্তিতে বসবাস করিতেছেন এবং নাজ্জাশী কোরাইশের উভয় প্রতিনিধিকে অতিশয় অপদস্ত করিয়া বহিস্কার করিয়া দিয়াছেন। তখন উমরের সম্মুখে বিপদ যেন ভূতের আকারে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি চিন্তা করিলেন যে, যদি মুসলিমরা ইথিওপিয়ায় শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় এবং নাজ্জাশীকে মক্কা আক্রমণে প্রলুব্ধ করে তবে সমগ্র জাতিই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অনেক চিন্তা ভাবনার পরে উমরের সতর্ক মস্তিষ্ক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, সেই অনাগত ভীষণ বিপদ হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হইতেছে এই যে, এই আন্দোলনের প্রবক্তাকে অচিরে নির্মূল করিয়া ফেলা হউক। কাণ্ডকে কাটিয়া ফেলিলে পাতা আপনা আপনি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে ও শাখাগুলি শুকাইয়া যাইবে। এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া উমর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই দায়িত্ব স্বয়ং আমাকেই সম্পাদন করিতে হইবে এবং ইহা অতি শীঘ্র সম্পাদন করিতে হইবে। তাহার সম্মুখে এমন নিশ্চিত বিপদও ছিল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর উপর আক্রমন করিয়া আমিও জীবিত থাকিতে পারিব না। তাঁহার সঙ্গী-সাথীগণ (যাহারা সর্বক্ষণ তাহার সঙ্গে থাকেন) তৎক্ষণাৎ আমার দেহকে টুকরা টুকরা করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু উমর নিজের মনকে এই বলিয়া শান্তনা দেয় যে, ব্যক্তি জীবন জাতীয় জীবনের জন্য কুরবান করিলে সওদা দুর্মূল্য হয় না। আমার মৃত্যুর দ্বারা যদি জাতি একটি ভীষণ পরীক্ষা হইতে মুক্তি লাভ করে তবে আমাকে হাসি মুখে জাতির জন্য মৃত্যুকে বরণ করা উচিৎ।

রাসূল (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে উমরের যাত্রা ঃ ঘটনার ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং সমস্ত বিপদাশংকাকে বিস্মৃত করিয়া উমর ইবনুল খাত্তাব তদীয় ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় এবং একদিন তরবারী কোষমুক্ত করিয়া পরিপূর্ণরূপে নিজের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করত গৃহ হইতে বহির্গত হন।

নয়ীম বিন আবদুল্লাহ্‌র (রা) সহিত উমরের সাক্ষাত ঃ কিছু দূর যাওয়া মাত্রই তাহার জনৈক নিকটাত্মীয় নয়ীম বিন আবদুল্লাহ্ (রা) (তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু উমরের ভয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিয়াছিলেন)-এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। এমতাবস্থায় উমরকে গমন করিতে দেখিতে পাইয়া তিনি উমরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কুশল তো! এমন ক্রোধান্বিত অবস্থায় তরবারী উন্মুক্ত করিয়া কোথায় যাইতেছেন ?"

www.pathagar.com

উমর উত্তর দিলেন, “নয়ীম। মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করিতে যাইতেছি, যাহাতে এই নিত্যদিনের ঝগড়ার অবসান হয় ও দুনিয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে। সে আমাদের জাতিতে তাঁহার নতুন ধর্মের প্রচার প্রপাগাণ্ডা করিয়া যে ফিতনার সৃষ্টি করিয়াছে, উহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পাইতেছে। উহার অবসানের একমাত্র পথ এই যে, সেই ফিতনার প্রবক্তাকে নির্মূল করিয়া ফেলা যাক। তাঁহার কার্যকলাপে আমাদের কলিজায় নাসূর (পঁচা জখম, যাহা হইতে সর্বদা রস নির্গত হয়) সৃষ্টি হইয়াছে। সে আমাদের আমাদের মাযহাবের ও আমাদের পন্থাকে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা আখ্যায়িত করিতেছে। আমাদের মাবূদ ও খোদাদেরকে জাহান্নামের জ্বালানী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। আমাদের পিতা প্রপিতাসহ সকল বুযুর্গকে অজ্ঞ ও নির্বোধ বলিতেছে। এই জন্য আমি চাই, দুনিয়া হইতে শীঘ্র তাহার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে ততই মঙ্গল।”

এহেন তিক্ত ক্রোধপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া নয়ীমের (রা)-ও অতিশয় ক্রোধ হয় এবং তিনি বলেন, “উমর! তুমি নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণা কর, কিন্তু আল্লাহ্র কসম, আজ তোমার মন তোমাকে বিরাট রকমের ধোকা দিয়াছে। তোমার মনে যে ধারণার জন্ম হইয়াছে উহা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত। বেশ, চিন্তা করো তো, যদি তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা কর তবে কি বনী আবদি মান্নাফ তোমাকে ছাড়িয়া দিবে?”

তখন তো উমরের মধ্যে খুন চাপিয়া বসিয়াছিল। সে তখন কোন যুক্তিযুক্ত কথা কেমন করিয়া মানিয়া লইবে। সে নয়ীম (রা)-কে কঠিনভাবে ধমকাইয়া বলে, “মনে হইতেছে তুই-ও বেদ্বীন হইয়া গিয়াছিস, আয়, প্রথমে তোর মীমাংসা করিয়া ফেলি।”

উমর ভগ্নি ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কথা শুনিতে পায় ঃ নয়ীম (রা) বলেন, “আমার মীমাংসা করিবার পূর্বে নিজ গৃহের খবর নাও। তোমার ভগ্নি ফাতিমা (রা) ও তোমার ভগ্নিপতি সায়ীদ বিন যায়িদ (রা) উভয়ই মুসলিম হইয়া মুহাম্মদের (সা) দাসদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অতএব, গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমে তাহাদিগকে হত্যা কর, অতঃপর আমার মীমাংসা করিও।”

ভগ্নির গৃহে উমরের আক্রমণ ঃ নয়ীমের (রা) মুখে এই নতুন সংবাদ অবগত হইয়া উমরের অঙ্গে-প্রতঙ্গে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া চলেন যে, প্রথমে ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে শেষ করিব, অতঃপর মুহাম্মদ (সা)-এর পানে যাত্রা করিব। আল্লাহ্র কাজ বিস্ময়কর! তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিস্ময়করভাবে ঘটনাবলীকে সন্নিবেশিত করেন। ঘটনাক্রমে উমর যখন ভগ্নির গৃহে পৌঁছেন তখন তথায় মজলিস জমিয়া বসিয়াছিল। উভয় স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসা ছিলেন এবং অপর একজন সাহাবী খাব্বাব বিন আরিত (রা) তাহাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিতেছিলেন। উমরের কর্ণে সেই গুঞ্জন প্রবেশ করিলে সে আরও ক্রোধান্বিত হয়। সজোরে দরজা খটখটান ও অতিশয় ক্রোধভরে বলেন যে, শীঘ্র খিল খোল, অন্যথায় এক্ষণই দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।” যাই হউক, খাব্বাব বিন আরিত (রা) ছিলেন একজন দাস। তিনি

www.pathagar.com

দৌড়াইয়া এক স্থানে লুকাইয়া পড়েন। সায়ীদ (রা)-এর পক্ষে দরজা উন্মুক্ত করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অতএব, তিনি দরজা উন্মুক্ত করেন এবং উমর অতি গোস্বাভরে ভিতরে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করিবামাত্রই জিজ্ঞাসা করেন "আমি এইমাত্র শ্রবণ করিলাম যে, তোমরা উভয়ে বেদ্বীন হইয়া গিয়াছ। নিজেদের প্রাচীন মাবূদদেরকে ছাড়িয়া মুহাম্মদ (সা)-এর নতুন আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ।"

ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে মারপিট ঃ ইহা বলিয়াই ভগ্নিপতির উপর ঝাপাইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে বেদমভাবে প্রহার করিতে থাকেন। ভগ্নি বিচলিত হইয়া অত্যাচারী ভ্রাতার কবল হইতে স্বামীকে মুক্ত করিতে দণ্ডায়মান হন। কিন্তু ক্রোধান্ধ উমরের হস্ত অবলা মহিলার উপর আপতিত হইতেও বিরত হয় নাই। তিনি সজোরে আঘাত করিয়া ভগ্নির মাথা ফাটাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ মণ্ডল বহিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া কাপড়ে লাগিয়া যায়। এমতাবস্থাতেও ভগ্নির মুখ হইতে ইহাই নিঃসৃত হয় যে, "উমর! যাহা কিছু করোনা কেন, আমাদিগকে মারিয়া ফেল, কিন্তু এখন আর অন্তর হইতে ইসলাম বিদূরিত হইতে পারে না।"

এহেন আচরণে উমর অনুতপ্ত হন এবং ভগ্নির নিকট কুরআন পাঠ করিতে চাহেন ঃ ফাতিমা (রা) এই কথাগুলি এমনই দরদের সাথে বলিলেন যে, তৎক্ষণাৎ উহা পাষাণ হৃদয় ভ্রাতার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নির মুখমণ্ডলের উপর দৃষ্টি আপতিত হইলে তিনি দেখিতে পান যে, তিনি রক্তে স্নাত হইতেছেন। যাই হউক তিনি ছিলেন ছোট ভগিণী, অন্তরে আঘাত লাগে, নিজের কৃত কর্মে অনুতপ্ত হন। এই ব্যাপারের মীমাংসা কল্পে নরমভাবে বলেন, "আচ্ছা তুমি এখন যাহা পাঠ করিতেছিলে উহা আমাকে দেখাও, আমিও দেখি যে, তোমার নবীর প্রতি কেমন কালাম অবতারিত হয়।"

"কক্ষণও নহে, ইহা কক্ষণও হইতে পারে না, উহা অত্যন্ত পবিত্র কালাম। তুমি উহার প্রতি বেআদবী করিবে। আমরা নিজেদের গলা কাটাইতে প্রস্তত রহিয়াছি কিন্তু ইহাতে প্রস্তত নহি যে, আল্লাহ্‌র কালামের বেআদবী হউক।" বোন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ভাইকে এই কথাগুলি বলিলেন।

উমর লাত ও হোবল এবং সমস্ত দেবতাদের কসম করিয়া বলিলেন- আমার এই সমস্ত মাবূদ সাক্ষী রহিয়াছেন যে, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কালামে অবমাননা করিব না, বরং পাঠ করিয়া উহা ফিরাইয়া দিব। প্রকৃতপক্ষে আমি কেবলমাত্র ইহাই দেখিতে চাই যে, উহা কেমন কালাম যাহা তোমাদিগকে এমনভাবে প্রভাবিত করিয়াছে?

ফাতিমা (রা) অনুভব করিতে পারিলেন যে, ভ্রাতা মুনাফিকী সুলভ কথাবার্তা বলিতেছেন না, যাহা কিছু বলিতেছেন আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে বলিতেছেন। তাহা সত্ত্বেও ভগিনী অন্য আর একটি পরীক্ষা নিতে চাহেন ও অতিশয় সাফাই সহকারে বলেন, "উমর! তুমি অপবিত্র, গোসল করিয়া পাক পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পরম পবিত্র কালাম তোমার হস্তে দেওয়া চলে না।"

www.pathagar.com

ভগিনীর এহেন দুঃসাহসে উমরের ক্রোধ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ভগিনীর আহত হওয়ার দরুন ভ্রাতার হৃদয়ে আদরের ভাব উদ্বেলিত হইয়াছিল। তিনি সেই ক্রোধকে দমন করেন। নীরবে উঠিয়া গোসল করেন ও বলিতে থাকেন, " নাও, দেখাও সেই কালাম, ফাতিমা (রা) সূরাহ্ তা-হা-এর সেই অংশগুলি যাহা ভ্রাতার আগমনে ত্বরিত লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বাহির করিয়া সম্মুখে রক্ষা করিলেন।

কুরআন পাঠ ও উমরের অবস্থা পরিবর্তন ঃ উমর লেখাপড়া জানিতেন। কবিতার প্রতি যথেষ্ট ঝোক ছিল। অতি বিশুদ্ধভাষী বক্তা ছিলেন। কালামের সৌন্দর্য ও উহার বৈশিষ্ট্যকে খুব সুন্দর ভাবে অনুভব করিতে পারিতেন। কুরআনী আয়াত যখন তাহার হস্তে আসে তখন উহার বিশুদ্ধ বাচন ভঙ্গী, বর্ণনার জোর ও কালামের শৌকার্য দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়েন, অবচেতন ভাবেই তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় "কি সুন্দর! চিত্তাকর্ষক! এবং কেমন নযীর বিহীন অদ্বিতীয় কালাম" লৌহ উত্তপ্ত ছিল, সজোরে আঘাত পড়িল, তৎক্ষণাৎ মুড়িয়া গেল। কালামুল্লাহ্‌র জাদু নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এখন উমর আর পূর্বের উমর নাই।

উমরের স্বপক্ষে মহানবী (সা)-এর দোয়া ঃ সেই তপ্ত লৌহের উপর অপর কঠিন আঘাত এই পড়িল যে, উমরের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণের পরে হযরত খাব্বাব বিন আরিত (রা) প্রকোষ্ট (যেখানে তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন) হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং তিনি অতি আবেগ সহকারে বলিলেন, উমর! তুমি নিতান্তই সৌভাগ্যের অধিকারী যে, আল্লাহ্ তোমাকে তদীয় রহমতের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি গতকল্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দোয়া করিতে শুনিয়াছি যে, ইয়া ইলাহী! উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর বিন হিশামের (আবূ জেহেল) মধ্য হইতে যে কোন এক জনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিদান কর; আমার বিশ্বাস যে রাসূল (সা)-এর দোয়া কবুল হইয়াছে, আর উহা তোমার সপক্ষে।"

উমরের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশকরণ ঃ খাব্বারের (রা) এই কথায় উমরের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সে বলিতে থাকে "আমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিলাম, আমাকে তাঁহার খিদমতে লইয়া চল।"

হযরত উমর (রা)-এর এই কথায় সমগ্র গৃহে যেখানে লোকের পরিবেশ বিরাজিত ছিল উহা তৎক্ষণাৎ আনন্দঘন পরিবেশে পরিবর্তিত হইল। রক্তে স্নাত ভগ্নির হৃদয়ের কলি ফুটিয়া উঠিল। আহত ভগ্নিপতি আঘাত ভুলিয়া গেলেন। ভয়ার্ত খাব্বাব (রা) উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে থাকেন। তিনি বলিলেন, "উমর! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকাম (রা) বিন আবী আরকাম (রা)-এর গৃহে তশরীফ রাখিতেছেন। সেই স্থানে গমন করিয়া রাসূল (সা)-এর হস্তে বাইয়ত করুন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় আপনাকে দৃঢ়তা দান করুন।"

www.pathagar.com

উমর নবী (সা)-এর খিদমত ঃ উমর (রা) এই ঘটনার পরে তাৎক্ষণিক ভাবে অধীর আগ্রহে নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হইবার উদ্দেশ্যে- রওয়ানা হইয়া যান। এই আগ্রহে তাহার বিন্দুমাত্রও অনুভূতি রহিল না যে, আমি কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কোন পরিবেশে কাহার দরবারে হাযির হইতে যাইতেছি। উলঙ্গ তরবারী তাহার গলায় ঝুলিতেছিল। আর তিনি দৌড়াইতে ছিল। সেমতাবস্থায় তিনি আরকাম বিন আবী আরকাম (রা)-এর গৃহদ্বারে করাঘাত করেন, মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায়, ইহা দেখিবার জন্য যে, কে আগমন করিয়াছে? দরজার ছিদ্র দিয়া যখন উলঙ্গ তরবারি সহ উমরকে দেখিতে পান তখন স্বভাবতঃই তাহাদের আশঙ্কা হয় যে, এহেন কঠোর ও প্রবল শত্রু কেন ও কি উদ্দেশ্যে এই স্থানে আগমন করিয়াছে? তথাপি যেহেতু তাহারা ছিলেন আদেশের দাস, কাজেই নবী (সা)-এর খিদমতে আরয করিলেন, রাসূল (সা)! উলঙ্গ তরবারী লইয়া উমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারে দণ্ডায়মান করিতেছে, না জানি কেন আগমন করিয়াছে, এই স্থানে তাহার কি কাজ?

রাসূল (সা) পরম নিশ্চিন্তে এরশাদ করিলেন ঃ "দরজা উন্মুক্ত কর, তাহাকে ভিতরে ডাক।" হামযা (রা) পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। বলিলেন, "যদি সৎ উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকে তবে তো ভালই। কিন্তু যদি মন্দ ধারণা লইয়া আসিয়া থাকে তবে অবশ্যই কুশলে জীবন লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না। ইনশায়াল্লাহ তাহারই তরবারী দ্বারা তাহারই গর্দান উড়াইয়া দিব।"

উমর ইসলামের কোলে ঃ উমর পাহলোয়ানী ও শক্তিমত্তার দরুন সমগ্র মক্কায় প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি বারংবার উক্কাযের মেলায় শক্তি ও সক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি রাসূল (সা)-ও কোরাইশ সরদার (আবদুল মুত্তালিব) তনয় ও শ্রেষ্ঠতম বীর পুরুষ ছিলেন। কোন কিছুতে ভীত হওয়ার ধারণা মাত্র তাহার মধ্যে কখনও উদয় হয় নাই, উমরকে দরোজায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাসূল (সা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং অতীব জালাল সহকারে বলেন, উমর! কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ? সেই সময় পর্যন্ত কি তুমি তোমার কৃতকর্ম হইতে বিরত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে কোন কঠিন বিপদে আপতিত না করেন। উমর নিবেদন করিলেন, না রাসূল (সা)! আমি তো এই সময় এই উদ্দেশ্যে খিদমতে আকদাসে হাযির হইয়াছি যে, আল্লাহ্র একত্ব ও আপনার রিসালতের উপর ঈমান আনিয়া নিজের পূর্বতন পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হইব। এবং অবশিষ্ট জীবন রাসূল (সা)-এর খিদমতে অনুসারী রূপে কাটাইয়া দিব।"

উমরের মুখ হইতে এহেন অপ্রত্যাশিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তকবীর ধ্বনি দেন এবং উপস্থিত সকল সাহাবা রাসূল (সা)-কে অনুসরণ করেন।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

মহানবী (সা)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কোরাইশের নতুন পরিকল্পনা

নবী (সা)-এর তাবলীগের পথে কোরাইশের বাধা আরোপ ঃ যদিও নবী পিতৃব্য হযরত হামযা (রা) ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ইসলামের কঠোরতম শত্রু উমর বিন খাত্তাব (রা)-ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উভয়ের ইসলাম গ্রহণের দরুন মুসলিমদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইথুপিয়ার মুসলিমদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণভাবে নিঃশঙ্কা হওয়া গিয়াছিল যে, তাহারা সুখ শান্তিতে অবস্থান করিতেছেন। কোরাইশ প্রতিনিধিদলকে নাজ্জাশী পরিষ্কার জবাব দিয়া দিয়াছেন কিন্তু এ সমস্ত কথা সত্ত্বেও আল্লাহ্র পবিত্র রাসুল (সা) সেই অস্থায়ী আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া বসিয়া থাকেন নাই এবং একাগ্রভাবে তাবলীগের কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন এবং অতিশয় একাগ্রতা সহকারে প্রচার প্রসারের কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, রাসূল (সা)-এর এই উপদেশ ও শিক্ষাকে যে, আল্লাহ্র নাম উচ্চ কর, এবং তাহার তাওহীদকে দুনিয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছাইয়া দাও, এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নাই। কাফিররা লাখো প্রচেষ্টা চালাইয়াছে, সর্বপ্রকারের তদবীর করিয়া দেখিয়াছে যে, তাহারা সত্যের বিপক্ষে যে কোন চাল চালা সম্ভব তাহা তাহারা চালিয়াছে। মহানবী (সা) তাবলীগ প্রয়াসকে বাধা দান কল্পে কোন কিছুই করিতে বাকী রাখে নাই। অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্যাতন, নিপীড়নের কোন পথই তাহারা ছাড়ে নাই। খোশামোদ, তোষামোদও করিয়া দেখিয়াছে, সব প্রকারের লালসা , সর্ব প্রকারের প্রলোভন প্রদর্শনের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করিতে চাহিয়াছে। তাঁহাকে জাদুকর, কবি, যাহেল বলিয়া প্রচার করিয়া, তাহাকে গালাগালি দিয়া, তাঁহাকে মৌখিকভাবে কষ্ট দিয়া, তাঁহার উপর দৈহিকভাবে সর্ব প্রকারের প্রয়াস চালাইয়াছে। কিন্তু দৃঢ়তার সেই পাহাড়ে সামান্যতম আলোড়নেরও সৃষ্টি হয় নাই যাহার নাম ছিল মুহাম্মদ (সা)। সর্ব প্রকারের বাধা বিপত্তি ও সর্বপ্রকারের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দ্বীনের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারে মগ্ন রহিয়াছেন।

মহানবী (সা) সম্পর্কে কোরাইশদের সিদ্ধান্ত ঃ কোরাইশ যখন নিত্য দিনের তবলীগের দরুন অতিষ্ট হইয়া যায়, তখন সর্বশেষে তাহারা এই সিদ্ধান্তে ঐক্যমত পোষণ করে যে, যে কোন প্রকারেই হউক না কেন মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করিতে হইবে, যাহাতে নিত্য দিনের বিবাদের অবসান ঘটিবে এবং জাতি ক্লেশ ও অশান্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পরে পরামর্শ সভায় এই প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যে, মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করিবার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা

www.pathagar.com

যাইতে পারে। সমগ্র বনূ হাশিম ও বনী আবদিল মুত্তালিবের সকল সদস্য রাসূল (সা)-এর পক্ষাবলম্বন ও সমর্থনে দাঁড়াইবে। তাহাতে বিষয়টি যথায় ছিল তথায়ই পূর্বাবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।[১]

এই সমস্যার সমাধান তাহারা এইভাবে চিন্তা করে যে, প্রথমে বনূ হাশিমকে জোরের সাথে বলা হউক যে, মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন। অনেক হইয়াছে, আমরা আর অধিক ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না, আর আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে অবশ্যই হত্যা করিয়া ছাড়িব, ইহাতে যাহা কিছুই হউক না কেন।"

বনূ হাশিমের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কোরাইশদের সিদ্ধান্ত : যদি বনী হাশিম ও বনী আবদিল মুত্তালিব এই ধমকিতে আসিয়া যায় ও তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের হস্তে অর্পণ করে তবে তো ভাল। আর যদি তাহারা পূর্বের ন্যায় নিজেদের জিদে অনমনীয় হয়, তবে যেহেতু সমগ্র জাতিকে হত্যা করা সম্ভব নহে, সেহেতু তাহাদের সকলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে। ঐ ব্যাপারে এমনই কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, শেষ পর্যন্ত যেন তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করিবার জন্য আমাদের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়।[২] ইহাতেও যদি তাহারা তাহাদের জিদে অনঢ় থাকে তবে তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্নাবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইবে ও তাহাদিগকে অবরোধে রাখিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।[৩]

নির্যাতনমূলক সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (বনূ হাশিম সম্পর্কে কোরাইশের লিখিত চুক্তি) : এই নির্যাতন মূলক সিদ্ধান্ত কার্যকর করণ কল্পে কোরাইশ সরদারগণ হযরত আবূ তালিবের নিকট প্রস্তাব পেশ করে যে, হয় সত্বর তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হস্তে অর্পণ কর না হয় সমস্ত বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে। এবং সমস্ত বনী হাশিম ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ অব্যাহত রাখা হইবে। হযরত আবূ তালেব বনূ হাশিম ও বনূ আবদিল মুত্তালিবের পক্ষ হইতে এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দেন যে, "আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ ছাড়িয়া দিতে পারি না, তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

এই উত্তর পাওয়ার পরে জাতির বড় বড় সর্দারগণ জমায়েত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তিপত্র তৈরী করা হয়। উহার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ "আমরা, সমস্ত কোরাইশ ও বনূ কিনানা এই বিষয়ে ওয়াদা ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আজ হইতে বনূ হাশিম ও বনূ আবদিল মুত্তালিবের কোন লোকের সাথে আমাদের কোন মানুষ কোন প্রকারের সম্পর্ক রাখিবে না। আমাদের কোন লোক তাহাদের কাহাকেও নিজ কন্যা দান করিতে পারিবে না বা তাহাদের কোন কন্যাকে

---

১ ও ২. ইব্ন সায়াদকাত, তবকাতু কবীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০৯।

৩. শিবলীর সীরাতুন্নবী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৮, কাসাতানতানী কৃত মাওয়াহিবই-লাদুনিয়া এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

গ্রহণ করিবে না। তাহাদের নিকট হইতে কোন আহার্য ও ব্যবহার যোগ্য দ্রব্য খরিদ করিবে না বা তাহাদের নিকট বিক্রয় করিবে না। তাহাদের নিকট হইতে কোন কার্যে সাহায্য গ্রহণ করিবে না এবং তাহাদিগকে কোন ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা দান করিবে না। আমাদের মধ্যকার কোন লোক তাহাদের সহিত কথা বলিবে না বা বাক্যালাপ করিবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সকলে ধ্বংস না হইয়া যায় বা মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের হস্তে অর্পণ না করে।[১] কোরাইশদের সমস্ত রয়ীস ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করে ও ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিবার মানসে কা'বার প্রাচীরে ঝুলাইয়া রাখা হয়। এই অঙ্গীকার পত্র মনসূর বিন ইকরামা বিন আমের বিন হাশিম বিন আবদি মানাফ লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। রাসূল (সা) তাহার জন্য বদ দোয়া করিয়াছিলেন। ফলে তাহার অর্ধাঙ্গ হয় ও তাহার সেই হস্ত অবশ হইয়া যায়।[২]

এই অঙ্গীকার পত্র সম্পাদনের অল্প দিন পরেই ইহা কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় এবং সমগ্র মক্কাবাসীদের সহিত বনূ হাশিম ও বনূ আবদিল মুত্তালিবের সর্বপ্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাদের সহিত কোন প্রকারের কথাবার্তা বলা বা কোন আহার্য দ্রব্য প্রদান করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইহাতে সমস্ত বনূ হাশিম ও বনূ আবদিল মুত্তালিব হযরত আবূ তালিবের নিকট জমায়েত হয় যে, এই নতুন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত কি তদবীর করা যাইতে পারে এবং কি করিয়া এই ভীষণ সংকটের মুকাবিলা করা যাইতে পারে।

তথায় পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় যে, এই নতুন বিপদকে ধৈর্যের সাথে বরদাস্ত করিবার জন্য ইহা আবশ্যকীয় যে, সমস্ত বনূ হাশিম নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে সমবেত হইয়া কোরাইশের পক্ষ হইতে আপতিত যে কোন কষ্টকে সমষ্টিগত ভাবে সহ্য করিতে হইবে। এইভাবে একদিকে কষ্টের অনুভূতি হ্রাস পাইবে অপরদিকে একত্রিত থাকিবার দরুন একজন অপরজনকে শান্ত্বনা দিতে পারিবে, অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত বনূ হাশিম ও বনী আবদিল মুত্তালিব বনূ হাশিমের একটি বংশগত ঘাটিতে চলিয়া যান। (উহা পরবর্তীকালে "শুয়াবু আবী তালিব" নামে খ্যাত হয়)। কোরাইশ কাফিররা সত্বরই ঐ ঘাটিকে অবরোধ করিয়া ফেলে এবং বনূ হাশিমকে কয়েদীদের ন্যায় ঐ মাটিতে নযরবন্দী করিয়া রাখে।[৩]

ইব্ন সায়াদের ভাষা নিম্নরূপ ঃ "নবুয়্যতের ৭ম বর্ষের চাঁদ রাত্রিতে বনী হাশিমকে শুয়াবু আবী তালিবে অবরুদ্ধ করা হয়। বনূ আবদিল মুত্তালিব ও বনূ আবদি মানাফও শুয়াবু আবী তালিবে চলিয়া আসেন। শুধু মাত্র আবূ লাহাব বাহির হইয়া

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা ১১৯।
২. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা ১১৯।
৩. ইব্ন হিশাম ও তাবারী।

www.pathagar.com

কোরাইশের সহিত মিলিত হয়, সে বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে কোরাইশকে শক্তি যোগায়।[১] (এমনও হইতে পারে যে, কোরাইশরা নিজেরাই বনূ হাশিমকে শুয়াবু আবী তালিবে অবরুদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছে। যদি এমনটি না-ও হইয়া থাকে তবুও কোরাইশরা অবশ্যই এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, বনূ হাশিমের পক্ষে শহরে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারা এই ব্যাপারে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, শহর হইতে বাহির হইয়া সকলে একস্থানে একত্রে বাস করেন এবং তাহারা তেমনই করিয়াছেন)।

বনূ হাশিমের কষ্টের ভয়ঙ্কর কাহিনী ঃ অবরুদ্ধ অবস্থায় বনূ হাশিমকে এক দুইদিন নহে বরং বিরামহীন ভাবে দীর্ঘ তিন বৎসর যে ধরনের কঠোরতা, ভয়াবহতা, কষ্ট ও বিপন্নাবস্থায় কাটাইতে হইয়াছে, উহা এমনই হৃদয়বিদারক ও বর্ণনাতীত যে উহার কোন সীমা ছিল না। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা একবার চিন্তা করুন, যখন সেই অসহায় নিপীড়িত জনতাকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পাহাড়ের মধ্যে একেবারেই সাজ সরঞ্জামহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে। না ছিল তাহাদের নিকট শুইবার জন্য বিছানা পত্র, না ছিল গা ঢাকিবার বস্ত্র, না ছিল আহারের খাদ্য ও না ছিল পানীয়। তাহাদের নিকট না ছিল শীতের জন্য গরম কাপড়, না ছিল গরমের জন্য উপযুক্ত পোষাক। বৃষ্টি আসিলে উহার সমস্ত ফোটাই তাহাদের দেহে পড়িত। লু ও গরম বাতাস প্রবাহিত হইলে উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার মতো কোন আশ্রয় তাহাদের ছিল না। গরমের দ্বিপ্রহর কাটিত তড়পাইতে তড়পাইতে আর শীতের রাত্রি কাটিত কাঁপিতে কাঁপিতে। গরমের সময় উপর হইতে সূর্যের তপ্ত কিরণ মাথায় পড়িত। নীচের উত্তপ্ত পাথর ও বালুকণা দেহকে ঝলসাইয়া ফেলিত। পিপাসায় জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িত এবং ক্ষুধার জ্বালায় অবরুদ্ধগণ দিশাহারা হইয়া পড়িতেন। ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুগণ ক্ষুধার কষ্টে চিৎকার করিত। ঐ সমস্ত হৃদয়হীনেরা শিশুদের চিৎকার শ্রবণ করিত কিন্তু উহাতে তাহাদের মধ্যে সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও হইত না। বনূ হাশিমকে স্বচক্ষে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অধীর ও অস্থির দেখিতে পাইত কিন্তু তাহাতে দয়ার উদ্রেক হওয়ার পরিবর্তে তাহারা কঠোরভাবে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিত যাহাতে তাহাদের নিকট কোন জিনিস পৌঁছিতে না পারে। আর যদি কোন সহৃদয় সমব্যথী মানুষ শিশু ও মহিলাদের উপর কৃপা পরবশ হইয়া গোপন ভাবে অবরুদ্ধদের পানাহারের জন্য কোন দ্রব্য প্রেরণ করিত এবং তাহা আবূ জেহেল জানিতে পারিত তবে ঐ ব্যক্তির সহিত মারামারি করিতে উদ্যত হইত। বনী হাশিমের পক্ষে এমন কঠিন দিন পূর্বে আর কখনও আসে নাই বা ইহার পরেও তাহাদিগকে এমন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই যাহা অব্যাহতভাবে দীর্ঘ তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষে জমিন সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং জমিন ও আসমান তাহাদের জন্য

১.তাবকাতু কবীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০।

www.pathagar.com

অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা একবিন্দু পানির জন্য তড়পাইত। একটি খাদ্য কণার জন্য অস্থির থাকিত। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য তাহাদের নিকট পৌঁছিতে পারিত না। কিছু ঘাস পাতা পাইলে ক্ষুধার চোটে পশুর ন্যায় উহাই চিবাইতেন। শুষ্ক চামড়া পাইলে উহাকে পানিতে ভিজাইয়া নরম করিয়া আগুনে ছেঁকিয়া খাইয়া ফেলিতেন।

শুয়াবু আবী তালিবে বনূ হাশিমের দৃঢ়তা ও মহানবী (সা)-এর তবলীগে একাগ্রতা ঃ বনূ হাশিমের এহেন দুঃখ ও ক্লেশ পরিপূর্ণ আরাম আয়েশে পরিবর্তিত হইতে পারিত, যদি তাহারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিত। কিন্তু ধন্য তাহাদের সাহস ও বীরত্ব। এক মুহূর্তের জন্যও এই কথা তাহাদের মনে উদ্রেক হয় নাই। আর যতই কষ্ট হইয়াছে উহাতে কোন প্রকারের অভিযোগ না জানাইয়াই ধৈর্য্যের সাথে উহাকে বরদাস্ত করিয়াছেন। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কাফিরদের কবল হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাইতে পারিতেন, কিন্তু না রাসূল (সা) সেই সম্পর্কে কখনও কোনরূপ চিন্তা করিয়াছেন, না প্রচারের দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী হইয়াছেন। বরং যখনই সামান্যতম সুযোগ হইত তখনই ঘাটি হইতে বাহির হইয়া মানুষকে ওয়ায নসীহত করিতেন। যেমন ঃ

১. তাবারী তৎকৃত ইতিহাসে পরিষ্কার ভাষায় এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, "ঐ সময় রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিবা রাত্রি তাঁহার জাতিকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইতেন। রাসূল (সা)-এর প্রতি যথারীতি ওহি অবতারিত হইত। উহাতে তাহার জন্য আদেশ ও নিষেধ থাকিত, তাঁহার নবুয়্যতের সপক্ষে বিরুদ্ধ বাদীদের জন্য প্রমাণ ও দলিল থাকিত।[১]

২. ইব্ন হিশাম লিখিয়াছেন, "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোরাইশরা সংকটে ফেলিয়া রাখা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে হেদায়েতের দিকে ডাক দিতেন এবং রাসূল (সা) নিজের সেই প্রচার কার্য্য পরিচালনায় কাহাকেও ভয় করিতেন না।"[২]

এহেন নির্যাতন ও বাড়াবাড়ির ইতি কিভাবে হইল? ঃ কোরাইশরা নির্যাতন পরিচালনা করিতে করিতে ও বনূ হাশিম নির্যাতন সহ্য করিতে করিতে যখন তিনটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল তখন যাহারা এই তামাশা উপভোগ করিতেছিল তাহাদের মধ্যে কতোকের মনে কৃপার উদ্রেক হইল এবং তাহারা একে অপরকে বলিতে আরম্ভ করিল যে, বনী হাশিমের উপর বড়ই কঠিন নির্যাতন হইতেছে এবং অনর্থক তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে। এখন উহার ইতি হওয়া উচিৎ। অতএব

---

১. তারীখই তাবারী ১ম খণ্ড ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৯৩।

২. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা ১২০।

www.pathagar.com

কোরাইশের পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিশাম বিন আমর, জোহাইব বিন আবী উমাইয়া, মোতয়িম বিন আদী, আবুল বখতরী বিন হিশাম ও জাময়া বিন আসওয়াদ একস্থানে সমবেত হয় এবং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় যে, কাল কোরাইশদের মজলিশে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হউক। যদি তাহারা এই অবরোধ তুলিয়া লইতে সম্মত না হয় তবে জোর পূর্বক এই অঙ্গীকার পত্রকে ছিঁড়িয়া ফেলা হইবে। অতএব, পরবর্তী দিবস যখন কোরাইশ সরদারগণ ও অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কা'বার আঙ্গিনায় সমবেত হয় তখন আবূ জেহেলও সেখানে উপস্থিত ছিল। (প্রকৃতপক্ষে সে-ই ছিল এই ফিত্নার প্রবক্তা)। এই ৫ জন পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবিক তথায় পৌঁছে ও বলিতে থাকে "ওহে কোরাইশ! ইহা অত্যন্ত নিপীড়ন মূলক কথা যে, আমরাতো স্বাধীনভাবে পানাহার ও চলাফেরা করিব আর বনূ হাশিম ক্ষুধার্ত থাকিবে। তাহাদের শিশুরা পিপাসায় কাতর হইয়া তড়পাইবে। আর তাহারা সকলে একটি ঘাটিতে বন্দী থাকিবে। তখন এই নির্যাতন মূলক অঙ্গীকার পত্র নামাইয়া ছিড়িয়া ফেলা উচিৎ। আবূ জেহেল ভীষণ ভাবে বিরোধিতা করে কিন্তু উহারা তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এবং মুতয়িম বিন আদী অঙ্গীকার পত্র নামাইয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর এই পাঁচজন শুয়াবু আবী তালিবে গমন করেন এবং সমস্ত মানুষকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন ও তাহাদের নিজ নিজ গৃহে পুনরায় আবাদ করেন। আর শহরে ঘোষণা করাইয়া দেন যে, অঙ্গীকারপত্র বাতিল করা হইয়াছে। এখন হইতে প্রত্যেকেই বনূ হাশিম ও মুত্তালিবের সহিত সামাজিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিকট কোন জিনিস বিক্রয় করা ও তাহাদের নিকট হইতে কোন জিনিস খরিদ করাতে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই।

এই অঙ্গীকার পত্র বাতিল হইবার একটি মনোমুগ্ধকর কাহিনী ইব্ন হিশাম, তাবারী ও ইব্ন আসীরে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

নবুয়্যতের দশম বর্ষে নিপীড়িত মুসলিম ও বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের লোকজন আবূ তালিবের ঘাঁটি হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

১. ইবনু সায়াদের তাবকাতুল কবীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪১।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

তাবলীগের দায়িত্ব পালনের পথে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় ঃ দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের ইনতিকাল

তাবলীগের পথে আবূ তালিব ও খাদীজার প্রশংসনীয় খিদমত ঃ ইহারা উভয়েই তাবলীগের পথে তাঁহার বিরাট সহায়ক ছিলেন এবং এমনই একাগ্রতা, সাহসিকতা ও আন্তরিকতার সহিত উভয়েই ইসলামের খিদমত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহায়তা দান করিয়াছেন যে, উহার চাইতে অধিক আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। যখন রাসূল (সা) বাহির হইয়া তাবলীগী দায়িত্ব আন্‌জাম দিতেন তখন হযরত আবূ তালিব তাঁহাকে শত্রু কবল হইতে রক্ষা কল্পে সর্বাবস্থায় মুকাবিলার জন্য বলিষ্ঠভাবে প্রস্তুত থাকিতেন। আবার যখন কাফিরগণ কর্তৃক অস্বীকৃতি ও উপহাসের দরুন চিন্তাক্লিষ্ট মনে বিষন্ন বদনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন তখন হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা) এমনই বিনম্রভাবে আদর যত্নে সান্তনা প্রদান করিতেন যে, রাসূল (সা)-এর সমস্ত ক্লেশ দূর হইয়া যাইত এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইবার জন্য আবার বাহির হইয়া যাইতেন। জনাবা খাদীজা (রা) আরবের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালীনী মহিলা ছিলেন। কিন্তু সেই দৃঢ়চেতা দানশীলা মহিলা তাঁহার বিশাল সম্পদের প্রতিটি দিরহাম অতি আগ্রহভরে ইসলামের খিদমতের জন্য স্বীয় সম্মানী স্বামীর পদতলে ঢালিয়া দিয়া নিজে নিঃস্ব হইয়া বসিয়াছিলেন। ইনিই ছিলেন সেই প্রথম মহিলা যিনি আল্লাহ্‌র বাণী শোনা মাত্রই রাসূল (সা)-এর নবুয়্যতকে সমর্থন করিয়াছিলেন।[১]

হযরত আবূ তালিব এবং হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাত ঃ অবরোধ কালে ইহারা উভয়েই ইসলামের খাতিরে ক্ষুধা পিপাসা এবং শৈত্য-তাপে এমন অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করিয়াছেন যাহার কোন শেষ নাই। যতদিন পর্যন্ত অবরোধ অবস্থায় ছিলেন ততদিন উভয়ে অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু যখন সেই তিনসালা বন্দীত্ব হইতে মুক্তি মিলিল তখন উভয়ের দূর্বল ও বিষন্ন দেহ এমনই অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছিলেন যে তাহারা আর দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে পারেন নাই। নবুয়্যতের দশম বর্ষে উভয়ের ইনতিকাল হয়।

---

১. হযরত খাদীজা (রা) শুধুমাত্র মহানবী (সা)-এর নবুয়্যতকে সমর্থনই করেন নাই বরং শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হৃদ্যতা সহকারে প্রশস্ত বক্ষে ইসলাম প্রচারের কার্যে মহানবীর (সা) সাহায্য কারিনী ও সহকারিনী ছিলেন। কাজেই ইব্‌ন হিশাম লিখিতেছেন ঃ وكانت له وزير صدق على الاسلام। অর্থাৎ খাদীজা (রা) ইসলামের ব্যাপারে মহানবীর (সা) প্রকৃত পরামর্শদাতা ছিলেন। সিয়ারুস সাহাবিয়্যাত, পৃষ্ঠা-১০।

www.pathagar.com

মহানবী (সা)-এর উপর উভয়ের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ঃ অতিশয় স্নেহপরায়ন ও দয়াবান পিতৃব্য এবং সমব্যথী সমদরদী পত্নীর ইনতিকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ দুঃখ পান। এমন বিরাট দুঃখ মহানবীর (সা) জীবনে আর কখনও আসে নাই। প্রথমতঃ মৃত্যুপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিলেন রাসূল (সা) পিতৃব্য ও অপরজন ছিলেন তাঁহার সহধর্মিনী। দ্বিতীয়তঃ উভয়ের মধ্যেই ছিল তাঁহার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা। সব কিছুর চাইতে সর্বাধিক ব্যথা বেদনা চিন্তা ও ক্লেশের কারণ ছিল এই যে, তাহারা উভয়েই সারা জীবন সত্যের প্রচার ও ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তাহাকে সীমাহীন সাহায্য ও সহযোগিতা দান করিয়াছেন ও তাঁহাকে শত্রুর প্রতিটি অনিষ্টতার প্রয়াস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাহাদের মৃত্যুর পরে এখন তাঁহার সম্মুখে ছিল হাজারো বিপদ। তিনি সর্বদিকে বিপদের কালো মেঘ ঘনীভূত হইতে দেখিতে পাইতেছিলেন। সেই বিরাট মনোকষ্টের দরুনই এ বৎসরের নাম, "আমুল হোযন" (দুঃখের বৎসর) রাখা হইয়াছে।

উভয়ের ইসলামের খিদমতের স্বীকৃতি ঃ হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা) এবং হযরত আবূ তালিব যেমন জোরে শোরে ও যেমন হৃদ্যতা সহকারে সত্যের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচার কার্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমত ও সহায়তা করিয়াছেন ঐ সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্র, যে মহানবী (সা) জীবনী পাঠ করিয়াছে তাহাদের জন্য কোন প্রকারের দলীল, প্রমাণ, হাওয়ালা ও বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এই জন্য আমরা এই স্থানে অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততার আশ্রয় লইয়া উভয়ের সম্পর্কে একটি করিয়া বর্ণনা দিয়া এই শিরোনামের ইতি করিতেছি।

এই দুইটি বর্ণনাই হাজার হাজার বিস্তারিত বর্ণনা হইতে মূল্যবান

১. আবূ তালিব সম্পর্কে উইলিয়াম মূরের বর্ণনা ঃ হযরত আবূ তালিবের ইসলামের খিদমত ও রাসূলের প্রতি ভালবাসার বর্ণনা স্যার উইলিয়াম মূরের ন্যায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন খৃষ্টান নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

"আবূ তালিব তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের আহ্বানে ঈমান না আনা সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা)-এর খাতিরে যেইভাবে সর্ব প্রকারের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং যেমনভাবে নিজেকে এবং নিজ বংশের প্রতিটি সদস্যকে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের খাতিরে সর্ব প্রকারের কুরবানীর জন্য পেশ করিয়াছেন উহা নিঃসন্দেহে আবূ তালিবের ব্যক্তিগত শিষ্টাচারের প্রতি অতিশয় চমৎকার ভাবে আলোকপাত করে। উপরন্তু আবূ তালিবের এহেন কুরবানী ঐ ব্যাপারের অকাট্য প্রমাণ যে, তিনি তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-কে নবুয়্যতের দাবীতে অতিশয় মুখলিস ও আন্তরিকতাপূর্ণ বলিয়া ধারণা করিতেন। ইহা নিশ্চিত যে আবূ তালিব একজন ধোকাবাজ প্রতারণাকারী মানুষের জন্য এই রকমের বিরাট কুরবানী কখনও দিতেন না।"

www.pathagar.com

২. হযরত খাদীজা (রা)-এর সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর ইরশাদ ঃ ইসলামের খিদমত ও সত্য প্রচারে হযরত খাদীজাতুত তাহিরা (রা)-এর হৃদ্যতাপূর্ণ প্রয়াসের স্বীকৃতিকে খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার ইনতিকালের পরে এই ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ "খাদীজা (রা) ঐ সময় আমাকে সমর্থন করিয়াছে যখন সমগ্র জাতি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। সে ঐ সময় আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে যখন মানুষ আমার বাণী শ্রবণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সে ঐ সময় তদীয় সম্পদের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করিয়াছে যখন কোন মানুষ আমাকে একটি দিরহাম দিতেও প্রস্তুত ছিল না।[১] বলুনতো, ইহার চাইতে অধিক উচ্ছল প্রশংসা পত্র ও উহার চাইতে সুন্দর সনদ আর কি হইতে পারে?

উভয়ের ইনতিকালে তাবলীগ-ই-নববীতে অন্তরায় সৃষ্টি এবং রাসূল (সা)-এর ক্লেশ বৃদ্ধি ঃ হযরত আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকালে অতি বিরাট ক্ষতি এই হইয়াছিল যে, দ্বীনের তাবলীগ ও সত্যের প্রচারের যে দায়িত্ব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন্জাম দিতেছিলেন উহাতে সাময়িকভাবে অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোরাইশগণ হযরত আবূ তালিবের মর্যাদা ও হযরত খাদীজা (রা)-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ করিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরাসরি ক্লেশ দিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহাদের উভয়ের ইনতিকালের পরে কোরাইশকে তাহাদের কঠোরতা ও নির্যাতন পরিচালনা হইতে নিবৃত্ত রাখিবার মতো কেহ রহিলনা। এই সুযোগে তাহারা প্রাণ ভরিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্লেশ দিতে লাগিল এবং তাহার সহিত দূর্ব্যবহার করিবার ব্যাপারে কোন প্রয়াসেই ক্ষান্ত হন নাই।

এহেন সমগ্র কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল একটি অর্থাৎ যে কোন প্রকারে তিনি যেন বিরক্ত হইয়া তাবলীগের দায়িত্ব পালন হইতে হাত গুটাইয়া নেন এবং তাহাদের খোদাদের নিন্দাবাদ করা হইতে নিবৃত্ত থাকেন। সত্যের বাণী না তাহারা নিজেরা শুনিতেছিল, না তাহারা ইহা সহ্য করিতে পারিতেছিল যে বাহির হইতে মক্কায় আগত কোন মুসাফির বা যিয়ারতকারীর কর্ণে মুহাম্মদ (সা)-এর তবলীগের আওয়াজ পৌঁছুক যাহাতে এমনটি না ঘটিয়া যায় যে, মুহাম্মদ (সা) ধীরে ধীরে মক্কায় আগত লোকদের মাধ্যমে বিভিন্ন কবীলায় নিজের প্রচার ছড়াইয়া দিয়া অধিক সংখ্যক অনুসারী সৃষ্টির প্রয়াস পান।

---

১. শোহাইনা তওফীক মিশরী কৃত সীরাতু খাদীজা, পৃষ্ঠা-৫।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

তায়িফের দাওয়াতী ভ্রমণ

তায়িফের অবস্থান ও গুরুত্ব ঃ তায়িফ একটি সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা স্থান, মক্কা মুয়াযযামা হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। ঐ সময় বড় বড় রয়ীস ও প্রভাবশালী ব্যক্তি তথায় বাস করিতেন। যখন মক্কাবাসী তাহার কথা শুনিল না তখন মহানবী (সা) তায়িফে প্রচারমূলক ভ্রমনের ইচ্ছা করিলেন।

তায়িফের সফর তাঁহার রাসূল (সা)-এর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রমাণ ঃ তায়িফের সফর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃঢ়তা, সাহস ও কঠোর মনোবলের উচ্চ পর্যায়ের উদাহরণ আমাদের সম্মুখে পেশ করিতেছে। যখন রাসূল (সা) প্রত্যক্ষ করিলেন যে, তাঁহার নসীহত মক্কার কেহ না শুনিতেছে, না অন্যকে শুনিতে দিতেছে, তখন তিনি হতাশ, নিরাশ ও মনঃক্ষুন্ন হইয়া বসিয়া পড়েন নাই বরং তিনি মনে করিলেন যে, তায়িফ গমন করিয়া তথাকার মানুষকে ইসলামের বাণী পৌছাইব। হয়তো তথাকার কোন কোন সুপ্রকৃতির মানুষ আমার দাওয়াতকে গ্রহণ করিবে। আমাকে সত্যের বাণী পৌছাইতেই হইবে। মক্কায় না হউক তায়িফেই হউক।

মহানবী (সা)-এর তায়িফ যাত্রা ঃ এইরূপ ধারণা জন্মিতেই আল্লাহ্‌র মুকাদ্দাস রাসূল (সা) কোন প্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ না করিয়া, কোন প্রকারের ভ্রমন সরঞ্জাম ব্যতিরেকেই কোন সঙ্গী সাথী ছাড়া পদব্রজে তায়িফ যাত্রা করেন।

তায়িফ সরদারদের নিকট তাবলীগ ও উহার উত্তর ঃ ঐ সময় তায়িফের মধ্যে সকীফ বংশ ছিল অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও প্রখ্যাত রয়ীস বংশ। এবং আমর বিন ওয়ায়িলের তিন পুত্র ১. আবদু ইয়াখীল, ২. মসউদ ও ৩. হাবীব তায়িফবাসীদের সর্দার ও শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী ছিল। মহানবী (সা) তায়িফ পৌছিয়া সেই ভ্রাতৃত্রয়ের নিকট গমন করেন ও তাহাদিগকে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমি এই উদ্দেশ্যে এই স্থানে আগমন করিয়াছি যে, তোমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করিবে, তোমাদিগকে প্রতিমা পূজা হইতে নিবৃত্ত করিব ও আল্লাহ্‌র ইবাদাতের শিক্ষা দিব। এই প্রতিমা মিথ্যা খোদা এবং ইহারা তোমাদিগের কোন উপকার বা অপকার সাধন করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌কে স্বীয় স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু মনে করিয়া তাহারই উপাসনা কর। ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে তোমাদের মুক্তি।

এই ভ্রাতৃত্বত্রয়ের মধ্য হইতে একজন এই দাওয়াতের উত্তর দিল যে, যদি আল্লাহ্ তোমার ন্যায় বান্দাহকে নিজের রাসূল করিয়া পাঠাইয়া থাকেন তবে কি কা'বার পরদা টানা হেচড়া করিবার জন্য অন্য কোন দুঃশীল মানুষকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন ?

www.pathagar.com

অপর একজন বলিল, আল্লাহ্ কি তাহার রাসূল বানাইবার জন্য কোন স্বাভাবিক জ্ঞানবান মানুষের সন্ধান পান নাই। যেই জন্য তোমার ন্যায় একজন মানুষকে নিজের বাণীবাহক বানাইয়াছেন, যাহার এতটুকুও সামর্থ নাই যে নিজের যাতায়াতের জন্য একটি উষ্ট্রের ব্যবস্থা করিতে পারে।

তৃতীয়জন বলিল, যদি তুমি সত্যিকারেই আল্লাহ্র রাসূল হইয়া থাক, তবে তো তোমাকে মিথ্যা অভিহিত করা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর যদি তুমি মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় লইয়া থাক, তবে তোমার সহিত কথা বলা হইবে অনর্থক। অতএব, না আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিব, আর না তোমাকে সমর্থন করিব।[১]

শহরবাসীর প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন ও উহার ফলাফল ঃ ভ্রাতৃত্রয়ের নিকট হইতে খাড়া জবাব পাইয়াও রাসূল (সা) হতাশ হন নাই। তিনি তায়িফের প্রতিটি দ্বারে করাঘাত করেন, প্রতিটি গৃহে তশরীফ লইয়া যান। তায়িফের প্রতিটি কবীলা ও প্রতিটি খান্দান পর্যন্ত সত্যের বাণী পৌঁছাইয়াছেন। প্রতিটি মানুষকে আহ্বান জানাইয়াছেন প্রতিটি ব্যক্তিকে বুঝাইয়াছেন। ছোট বড় প্রত্যেককে তাওহীদের ডাক দিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত শহর হইতে একটি লোকও রাসূল (সা)-এর কথায় কর্ণপাত করেন নাই। দশ দিন পর্যন্ত এমনিভাবে তায়িফের পথে পথে, গলিতে গলিতে মানুষের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাইতে থাকেন, কিন্তু কেহই উহা গ্রহণ করে নাই। বরং পরিস্কারভাবে বলিয়াছে যে "এই শহর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমাদের জন্য তোমার ও তোমার বাণীর কোন প্রয়োজন নাই।"

তায়িফ বাসীদের রাসূল (সা)-এর প্রতি বর্বরোচিত আচরণ ঃ তদুপরি তাহারা অতিশয় গর্হিত কাজ এই করিল যে, প্রত্যাবর্তনের পথে ভবঘুরে বালক, ষণ্ডা-পাণ্ডা যুবক, গুণ্ডা, বদমাইশ ও উচ্ছৃঙ্খল দাসদেরকে রাসূল (সা)-এর পিছনে লাগাইয়া দিল। তাহারা পূর্ণ মাত্রায় বেহুদা ও বদতমিযীর সাথে রাসূল (সা)-এর সাথে পরিহাস করিতে ও গালাগাল দিতে শুরু করে। কখনও তাঁহাকে মুখ ভেঙচাইত কখনও তাঁহার কথাবার্তা ও চালচনের নকল করিত। শুধুমাত্র এই ধরনের মৌখিক দুর্ব্যবহারেই ক্ষান্ত হয় নাই। উপরন্তু সেই দূরাচারের দল রাসূল (সা)-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং নির্মমতা ও হৃদয়হীনতার সহিত তাঁহার প্রতি কঙ্কর, ময়লা ও পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকে। উহাতে তাঁহার সমস্ত কাপড় চোপড় ছিড়িয়া যায়। সমস্ত দেহ রক্তাক্ত হইয়া পড়ে ও পাদুকা রক্তে ভরিয়া যায়। রাসূল (সা) যখন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতেন তখন সেই সমস্ত যালিমেরা সম্মুখে অগ্রসর হইত ও রাসূল (সা)-কে ধরিয়া খাড়া করিয়া দিত। আবার যখন রাসূল (সা) চলিতে আরম্ভ করিতেন তখন সেই বদমাইশরা চারিদিক হইতে পুনরায় পাথর বর্ষণ শুরু করিয়া দিত।

---

১. তারিখু ইব্ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫১।

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিন মাইল পর্যন্ত সেই বদমাইশরা তেমনিভাবে পাথর নিক্ষেপ করিতে করিতে ও গালাগাল দিতে দিতে পিছনে পিছনে আসে। কিন্তু না রাসূল (সা) কিছু বলিলেন, না তাহারা পাথর বর্ষণ বন্ধ করিল। শেষ পর্যন্ত সম্মুখে একটি আঙ্গুরের বাগান দেখা গেল। উহা ছিল মক্কার প্রধান রয়ীস রবীয়ার। রাসূল (সা) যালিমদের পাথরাঘাত হইতে আত্মরক্ষা কল্পে সেই বাগানে প্রবেশ করেন। তথায় ঘটনাক্রমে রবীয়ার উভয় পুত্র উতবা ও শাইবা উপস্থিত ছিল। তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বদমাইশরা তো নাচানাচি করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল আর রাসূল (সা) বাগানের এক কোণে বসিয়া রক্ত মুছিতে লাগিলেন।

রবীয়ার পুত্রদ্বয় উতবা ও শাইবা রাসূল (সা)-কে দেখিতে পায়। পারস্পরিক আত্মীয়তা, প্রতিবেশী সুলভ দায়িত্ববোধ ও স্বদেশবাসী হিসাবে ঐ কাফির শত্রুদের মনেও ঐ সময়ের জন্য তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হয়। রাসূল (সা)-এর অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেরা তো উঠিয়া আসিল না, কিন্তু এতটুকু দয়া করিল যে, নিজেদের বাগান হইতে কিছু আঙ্গুর ছিড়িয়া একটি তশতরীতে রক্ষা করিয়া উপহার স্বরূপ রাসূল (সা)-এর নিকট নিজেদের দাস আদ্দাসের হস্তে প্রেরণ করিল।

দাসকে আহ্বান জ্ঞাপন ঃ কে জানে তখন রাসূল (সা) কয় বেলার অভুক্ত ছিলেন। ঐ সময় মহান রাসূল (সা) আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। তিনি সেই উপহার গ্রহণ করিলেন এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া আঙ্গুর আহার করিতে লাগিলেন। উহাতে দাস আদ্দাস বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই অভিনব বাক্য ব্যবহার করিলেন। আমি আরব আগমন করিয়া ইতিপূর্বে এইরূপ কথা আর কখনও কাহারও মুখ হইতে শুনিতে পাই নাই।"

নবী করীম (সা) বলিলেন, "তোমার নাম কি? এবং কোন ধর্মাবলম্বী?"

দাস বলিল "আমার নাম আদ্দাস এবং আমি খৃষ্টান।" উহাতে রাসূল (সা) জানিতে চাহিলেন "কোন শহরের অধিবাসী?"

আদ্দাস বলিল "আমার দেশ নিনওয়া।" রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি সেই নিনওয়া হযরত ইউনুস (আ) যেখানের অধিবাসী ছিলেন? রাসূল (সা)-এর এই কথায় আদ্দাসের বিস্ময়ের উদ্রেক হইল এবং সে বলিল "আপনি কি করিয়া অবগত আছেন যে, ইউনুস (আ) কে ছিলেন ও কোন শহরের অধিবাসী ছিলেন?"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম মুচকি হাসিয়া বলিলেন "ইউনুস (আ) ছিলেন আল্লাহ্র নবী এবং আমিও আল্লাহ্র নবী। অতএব এই হিসাবে তিনি আমার ভ্রাতা ছিলেন। ভ্রাতার সংবাদ সম্পর্কে যদি ভ্রাতা অবগত না থাকে তবে আর কে থাকিবে?" সুমনা ও সুপ্রকৃতির অধিকারী দাস বিনা দ্বিধায় রাসূল (সা)-এর কথায় ঈমান আনেন ও তৎক্ষণাৎ সম্মুখে অগ্রসর হন। অতিশয় ভক্তি সহকারে রাসূল (সা)-এর শির মুবারকে চুমা খাইলেন ও খুবই শিষ্টাচার ও সম্মানের সাথে তাহার পদ মুবারক স্পর্শ করিলেন।

www.pathagar.com

উতবা ও শাইবা ইহার সব কিছুই দূর হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছিল। দাস প্রত্যাগমন করিলে তাহাকে বলিতে লাগিল "আমরা তোকে ঐ ব্যক্তির নিকট আঙ্গুর দিয়া প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহার হস্ত পদ চুম্বনের জন্য নহে। তোর মাথায় এই পাগলামী কোথা হইতে আসিল?" আদ্দাস উত্তর দিলেন আমি ঐ ব্যক্তিকে এই জন্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি যে, আজ ভূপৃষ্ঠে তাঁহার তুল্য একজন মানুষও বিদ্যমান নাই। ইনি হইলেন আল্লাহ্‌র নবী ও ইউনুস (আ) নবীর ভ্রাতা।"

দাসের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উতবা খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল কমবখত! ইনি নবীও নহেন, না নবীর ভ্রাতা। ইহার দ্বীন হইতে তোর মাযহাব লক্ষ গুণে শ্রেয়। এই ব্যক্তি আমাদের শহরের অধিবাসী এবং আমাদের চাইতে অধিক ইহার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত আর কে হইতে পারে। মনে রাখিস, যদি তুই ইহাকে অনুসরণ করিস, তবে তুই দুনিয়াও হারাইবি আখিরাতও হারাইবি।

রাসূল (সা)-এর অতিশয় অস্থির অবস্থা ঃ ঐ সময় রাসূল (সা) খুবই অস্থির অবস্থায় ছিলেন। গৃহ হইতে বাহির হওয়ার পরে দশ দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, না আহারের কোন ব্যবস্থা ছিল, না থাকিবার কোন স্থান ছিল। সেই দূরদেশে না ছিল কোন সমব্যথী, না ছিল কোন শুভাকাঙ্ক্ষী। তায়িফের প্রতিটি গৃহে ঠোকর খাইয়া খাইয়া তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। বদমাইশদের পাথর বর্ষণে আপাদমস্তক রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। দেহের স্থানে স্থানে জখম হইয়া গিয়াছিল। পাথরের আঘাতে কাপড় ছিড়িয়া গিয়াছিল। দেহের এমন কোন অংশ অবশিষ্ট ছিল না যেখানে চোট লাগে নাই। দেহের প্রতিটি জখম হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। আর এই সমস্ত ক্লেশ ও নির্যাতন তাঁহাকে শুধুমাত্র এই "অপরাধে" দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি তায়িফবাসীর জন্য আল্লাহ্‌র বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আহ্! কি কঠিন ও বিপদজনক ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ।

এহেন অস্থির অবস্থায় মহানবী (সা)-এর দোয়া ঃ এহেন পেরেশানীর অবস্থায় অবচেতন ভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উভয় হস্ত আকাশের দিকে উত্থিত হয় এবং রাসূল (সা) এই দোয়া প্রার্থনা করেন ঃ

اللهم اليك اشكو ضعف توتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس اللهم يا ارحم الرحمين انت رب المستضعفين وانت ربى الى من تكلنى الى بعيد يتجهمنى اوالى عدو ملكته امرى ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع الى اعوا بنور وجهك الذى اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك او تحل بى سخطك ـ

www.pathagar.com

(অর্থাৎ ওহে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার তদবীরের স্বল্পতা এবং সৃষ্টির দৃষ্টিতে আমার যে অপদস্ত অবস্থা হইতেছে উহার জন্য তোমারই দরবারে নালিশ জ্ঞাপন করিতেছি, ওহে আমার আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ্! তুমি দুর্বলের সাহায্যকারী ও আমার রব। আমার আল্লাহ্, তুমি আমাকে কাহার হস্তে সোপর্দ করিতেছ ? ঐ সমস্ত নিপীড়নকারী অজানাদের এবং ঐ সমস্ত শত্রু ও বৈরীদের? ওহে আমার আল্লাহ্! যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না থাকিয়া থাক, তবে আমি এই সমস্ত বিরোধিতা ও কষ্টকে পরোয়া করি না! তোমার কৃপার বৃত্ত অতিশয় প্রশস্ত। আমি তোমার সেই নূরের ওয়াস্তা দিয়া যদ্দারা সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং যাহাতে নিহিত রহিয়াছে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি এই কথা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে অথবা তোমার ক্রোধ আমার উপর আপতিত হইবে। আমার সত্তার উপর তোমার সর্বপ্রকারের অধিকার রহিয়াছে এবং সমস্ত বল ও শক্তির অধিকারী একমাত্র তুমিই।[১]

তায়িফ হইতে মক্কা প্রত্যাবর্তন : তায়িফ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন তিনি হেরা পর্বতের নিকট পৌঁছেন তখন তিনি চিন্তা করিলেন যে, তায়িফবাসী আমার সহিত যে ধরনের আচরণ করিয়াছে উহার সংবাদ অবশ্যই মক্কায় পৌঁছিয়া গিয়া থাকিবে। উহাতে এখন মক্কাবাসীরা অধিকতর সাহসিকতা ও অধিকতর খোলাখুলীভাবে আমাকে ক্লেশ দিতে প্রয়াস পাইবে। এবং অধিকতর নিবিষ্টতার সহিত আমার তাবলীগ ও দাওয়াতকে প্রতিহত ও রুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইবে। এই জন্য কোন না কোন ব্যক্তির সমর্থন লওয়া যাক। ইহার পরে কষ্ট ও বিপদ একরকম শেষ হইয়া যাইবে ও কাফিররা আমাকে যথেচ্ছভাবে কষ্ট দিতে পারিবে না।

মুতয়িম বিন আদী কর্তৃক আশ্রয় প্রদান ও তাঁহার মক্কা প্রবেশ : এই ধারণা করিয়া তিনি প্রথম শোরাইক বিন আখনাসের নিকট ও অতঃপর সাহ্ল বিন আমরের নিকট এই উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারা উভয়েই ওযর পেশ করে। ইহার পরে তিনি মক্কার বিশিষ্ট রয়ীস মুতয়িম বিন আদীর নিকট বলিয়া পাঠান যে, তুমি কি কোরাইশের বিপক্ষে আমাকে আশ্রয় দিতে পারিবে। সে যদিও ইসলামের কঠোর শত্রু ছিল, তবুও এই সময় সে অতিশয় শিষ্টতার পরিচয় দেয় এবং সংবাদ বাহকের মাধ্যমে রাসূল (সা)-কে বলিয়া পাঠায় যে, আপনি নির্দ্বিধায় চলিয়া আসুন। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে ও সাহায্য করিবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর তাঁহার সন্তান ও আত্মীয়গণকে নির্দেশ দেন যে, তরবারী উন্মুক্ত কর ও মুহাম্মদ (সা)-কে রক্ষা করিতে যাত্রা কর। অতএব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারীর ছায়ায় তশরীফ লইয়া যান। প্রথমে কা'বা তাওয়াফ করেন অতঃপর গৃহে তশরীফ লইয়া যান।

---

১. তারিখু ইব্‌ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৬।

www.pathagar.com

তায়িফের তাবলীগী সফর এবং ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণের ভূমিকা ঃ তায়িফের এই তাবলীগী সফরে মহানবী (সা) যেই ধরনের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন সম্ভবতঃ বিশ্ব ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। কাজেই এই সময়কার রাসূল (সা)-এর বিশ্বাস ও মনোবলের গভীরতা সম্পর্কে প্রখ্যাত সাম্প্রদায়িকমনা ও ইসলাম বৈরী স্যার উইলিয়াম মূরের ন্যায় ব্যক্তিও চমকাইয়া উঠে এবং রাসূল (সা) সম্পর্কে এই সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে "মুহাম্মদ (সা)-এর তায়িফ সফরের মহত্ত্ব ও সাহসিকতার রং অতিশয় সমুজ্জ্বল ও পরিষ্কার। একজন নিসঙ্গ ও একাকী মানুষ, যাহাকে তাঁহার জাতি অতিশয় তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিয়াছে এবং তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু তিনি সেই অসাফল্যের দরুণ বিচলিত হন নাই বা সাহস হারান নাই বরং আরও বীরত্বের সহিত নিজ শহর হইতে বহির্গত হন। অবিকল এমনিভাবে যেমন ইউনুস নবী (আ) নীনওয়াতে গিয়াছিলেন, মুহাম্মদ (সা)ও নির্ভেজাল প্রতিমা পূজারীদের এক শহরে গমন করিয়া উহার অধিবাসীগণকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেন এবং তাহাদিগকে তাওহীদের ওয়ায শোনান। তিনি পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও পরিপূর্ণ সাহসিকতার সহিত মানুষকে এই বিষয়ের শিক্ষা দান করেন যে, এক আল্লাহ্র উপাসনা কর ও প্রতিমা পূজা ছাড়িয়া দাও। এহেন বিস্ময়কর ঘটনায় এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত হয় যে, মুহাম্মদের (সা) নিজ দাবী ও উহার সত্যতার উপর কি পরিমাণ সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল।"

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তায়িফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে রাসূল (সা)-এর তাবলীগী প্রোগ্রাম

তাবলীগী প্রোগ্রামের বিবরণ ঃ যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়িফ সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন দ্বিগুণ একাগ্রতার সহিত স্বীয় তাবলীগী দায়িত্ব পালনে মগ্ন হন। এখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় তাবলীগী প্রোগ্রাম এইরূপে তৈরী করেন।

১. প্রায়শঃই শহরের বাহিরে তশরীফ লইয়া যাইতেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে ঐ দিক দিয়া গমন করিতে দেখিতে পাইতেন তাহাকে থামাইয়া তাবলীগ করিতেন।

২. যখন কোন মুসাফিরকে দেখিতে পাইতেন তখন তাহাকে খুবই সম্মান সহকারে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন। তাহার জন্য আহারের ব্যবস্থা করিতেন, অতঃপর তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

৩. মক্কার আশেপাশে যে সমস্ত কবীলা গ্রামে আবাদ ছিল ঐ স্থানে চলিয়া যাইতেন ও সত্যের বাণী তাহাদের নিকট পৌঁছাইতেন।

৪. মক্কার আশেপাশে যে সমস্ত বাৎসরিক মেলা বসিত উক্ত মেলায় দূর-দূরান্ত হইতে মানুষ আগমন করিত। যেমন- সউক উক্কায, সউক মাজান্নাহ, যিল মাজায ইত্যাদিতে আগত মানুষকে এক আল্লাহ্‌র দিকে ডাক দিতেন।[১]

৫. যখনই শুনিতে পাইতেন যে, শহরে কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মানুষের আগমন ঘটিয়াছে তখনই স্বয়ং তাহার নিকট গমন করিতেন ও তাহাকে সত্যের দাওয়াত দিতেন।[২]

৬. যখন হজ্জের মৌসুম আসিত এবং মানুষ দূর-দূরান্ত হইতে কাবার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করিত সেই সময় তিনি অতিশয় নিবিষ্টতার সহিত ঐ সমস্ত কবীলায় যাতায়াত করিতেন যেখানে মানুষের আগমন হইত। তাহাদের প্রতিটি কুঁড়ে ও প্রতিটি তাবুতে তশরীফ লইয়া যাইতেন, তাহাদিগকে বলিতেন যে, প্রতিমা নিরেট পাথর মাত্র, ঐ গুলির পূজা ছাড়িয়া দাও এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।[৩]

হজ্জের দিনগুলিতে কবীলায় তাবলীগী প্রদক্ষিণ ঃ হজ্জের দিনগুলিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত তাবলীগ মূলক প্রচারণা চালাইতেন তন্মধ্যকার একটি ঘটনা ইব্‌ন হিশাম এইভাবে বর্ণনা করিতেছেন–

---

১. তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫।
২. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৪৯।
৩. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫৯।

www.pathagar.com

রবিয়া বিন উব্বাদ হইতে বর্ণিত যে, তখন আমি যুবক ছিলাম, আমি আমার পিতার সহিত হজ্জ করিতে আগমন করিয়াছিলাম। আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, মিনা নামক স্থানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তশরীফ লইয়া আসেন এবং কবীলাবাসীদের নিকট দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "ওহে অমুক বংশীয়গণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে আগমন করিয়াছি, আমি তোমাদিগকে এই নির্দেশ প্রদান করিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পূজা করিও না, প্রতিমা পূজা হইতে নিবৃত্ত হও, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লও, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রতিপালনে আমার সহিত অংশীদার হও। ইব্‌ন উব্বাদ বলেন যে, যখন রাসূল (সা) তাঁহার তাবলীগ হইতে অবসর হইলেন তখন এক ব্যক্তি পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, তাহার চক্ষু ভেজা ছিল, তাহার পরিধানে ছিল ইয়ামনের তৈরী একটি জুব্বা, সে বলিল "এই ব্যক্তি, যে বলিতেছেন, লাত ও উয্‌যার পূজার জোয়াল নিজ নিজ স্কন্ধ হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, তোমরা ইহার কথায় কক্ষণও কর্ণপাত করিও না। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যক্তি পাগল হইয়া গিয়াছে, সে এখন আবোল-তাবোল বকিয়া বেড়ায়।"

রবীয়া বলেন যে, আমি এহেন অভিনব দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? এবং ইহার পিছনে এই ব্যক্তিই বা কে? আমার পিতা বলিলেন, "বৎস! ইহার নাম মুহাম্মদ (সা)। ইনি বলেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি প্রতিমা পূজার বিলোপ সাধনের জন্য আগমন করিয়াছি। তাঁহার পিছনে যে ব্যক্তি, সে হইল তাহারই পিতৃব্য আবূ লাহাব।"[১]

ইব্‌ন হিশামের এই বর্ণনা হইল এক ব্যক্তির একবারের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা ঘটনার বর্ণনা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল এই যে, মহানবী (সা) যে কবীলাতেই তশরীফ লইয়া যাইতেন, আবূ লাহাব তাঁহার পিছনে পিছনে যাইত ও মানুষকে তাঁহার কথা শ্রবণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে প্রয়াসী হইত ও বলিত, আমি হইলাম তাঁহার আপন পিতৃব্য। অতএব, আমি তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অধিক অবহিত। এই ব্যক্তি তোমাদিগকে ধোকা দিয়া তোমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্মকে বিগড়াইতে চাহিতেছে। এতদ্‌ভিন্ন তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। মানুষ যখন লক্ষ্য করিত যে, তাঁহার নিকটাত্মীয়গণও তাঁহার সঙ্গে নাই, উপরন্তু উহারাই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, তখন তাহারাও তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়া গণ্য করিত, এবং ইব্‌ন সায়াদের বর্ণনা মতে অতিশয় জঘণ্য ভাবে রাসূল (সা)-কে প্রতি উত্তর দিত, তাঁহাকে ক্লেশ দিত ও বলিত যে, আপনার নিকটাত্মীয় ও আপনার স্ববংশীয়গণই যখন আপনার সঙ্গে নাই, তাহারা আপনার অনুসারী হয় নাই তখন আমরা আপনার কথা মানিব কেন, কেনইবা আপনার দাওয়াত কবুল করিব। অতএব এবং স্থান ত্যাগ কর।[২]

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৪৮।

২. ইব্‌ন স্যায়াদকৃত তাবকাতু কবীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫।

www.pathagar.com

"কবীলাসমূহে এই জাতীয় তাবলীগ মূলক প্রদক্ষিণে আবূ লাহাব ছাড়াও প্রায়শঃই আবূ জেহেলও পিছন হইতে তাঁহার উপর ধূলি ছুড়িয়া চলিয়া যাইত ও বলিত "ওহে লোকসকল! এই ব্যক্তির কথা কক্ষণও মানিবে না। ইহার তাবলীগের উদ্দেশ্য শুধু মাত্র এই যে, তোমরা তোমাদের হাজার হাজার খোদার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়া এক মাত্র অদেখা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। এই ব্যক্তি হইল ধোকাবাজ। তোমরা কক্ষণও ইহার প্রতারণায় আপতিত হইও না।[1]

ইব্‌ন হিশাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই জাতীয় তাবলীগমূলক প্রদক্ষিণের কয়েকটির কথা তৎকৃত সীরাতে বর্ণনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা উহা এই স্থানে বিবৃত করিতেছি।

১. বনূ কিন্দাকে দ্বীনের তাবলীগ ঃ বনূ কিন্দা যখন হজ্জের মৌসুমে নিজ সরদারের সঙ্গে আগমন করে তখন রাসূল (সা) তাহাদের কুঁড়েগুলিতে তাহাদিগকে তাবলীগ করিবার বাসনায় গমন করেন ও তাহাদিগকে বলেন, "ওহে লোকসকল! لا الله। الا। اله। বল তবেই সাফল্য লাভ করিবে এবং সেই একটি বাক্যের দরুণ তোমরা সমগ্র আরবের অধিকারী হইয়া বসিবে, আর আরবের মানুষ তোমাদের অনুসারীতে পরিগণিত হইবে। আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে জান্নাতের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হইবে।"

(ইব্‌ন সায়াদের বর্ণনা মতেই তিনি কবীলাসমূহের মধ্যে এই ধরনের উপদেশাবলী দিয়া বেড়াইতেন) কিন্তু তাহারা রাসূল (সা)-কে গ্রহণ করে নাই।[2]

২. বনূ কিলাবকে ইসলামের দাওয়াত ঃ বনূ কিলাবকে "বনূ আবদিল্লাহ্‌"ও বলা হইত। রাসূল (সা) তাহাদের মহল্লায় তশরীফ লইয়া যান এবং তাহাদিগকে একস্থানে জমায়েত করিয়া বলেন, "আপনাদের কবীলার নাম "বনূ আবদিল্লাহ্‌" অত্যন্ত ভাল ও সুন্দর নাম। আপনাদের কবীলার নাম আপনাদিগকে এই কথার প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছে যে, আপনাদিগকে প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত হওয়া ও প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করা উচিৎ। আমার অনুসরণ ও আনুগত্য স্বীকার করিলে এবং আমার রিসালতকে স্বীকার করিলে আপনারা সাফল্য লাভ করিবেন। কিন্তু তাহারাও রাসূল (সা)-কে পরিষ্কার জবাব দেয় ও বলে "এই স্থান পরিত্যাগ করুন, এই স্থানের কাহারও আপনার বা আপনার রিসালতের প্রয়োজন নাই।"

৩. বনূ হানীফাকে তাওহীদের উপদেশ ঃ বনূ হানীফা ছিল আরবের ইয়ামামা এলাকার কবীলা। মুসাইলামা সেই কবীলারই সরদার ছিল। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ দিকে নবুয়তের দাবী করে এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর যমানায় ওহ্‌শীর (হামযা (রা)-এর হত্যাকারী) হস্তে নিহত হয়। আরবের যে সমস্ত কবীলাকে তিনি হজ্জের সময় তাবলীগ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তাঁহার সহিত

১. মাসনাদ-ই-ইমাম হাম্বল, চতুর্থ খণ্ড।
২. তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫।

www.pathagar.com

সবচাইতে বেআদবী, অশিষ্ট আচরণ ও অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল এই কবীলাই। ইব্‌ন হিশামের ভাষা মতে ঐ সকল বদতমীজেরা রাসূল (সা)-এর সহিত এমন অশিষ্ট আচরণ করিয়াছিল যাহা অন্য কোন কবীলা কখনও করে নাই।"

৪. বনূ আমেরকে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হজ্জের দিনগুলিতে যখন তিনি বনূ আমের বিন সাসায়ার নিকট তশরীফ লইয়া যান তখন ঘটনাক্রমে সত্য ও ন্যায়ের শত্রু আবূ লাহাব বা আবূ জেহেলের মধ্যকার কোন একজন রাসূল (সা)-এর পিছু লাগিয়াছিল। ঐ স্থানে পৌঁছিয়া তিনি ঐ লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন তাহাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি বুহাইরা বিন ফাররাস তাঁহার বিশুদ্ধ বাচন ভঙ্গির ভাষণ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া যায়। তখন অচেতন ভাবেই তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় যে, 'আল্লাহ্‌র কসম! এই ব্যক্তি যদি আমার সঙ্গে থাকে তাহা হইলে আমি সমস্ত আরবকে গিলিয়া ফেলিব।" অতঃপর সে রাসূল (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকে— বলুন তো, যদি আমরা আপনার কথা মানিয়া লই ও আপনার আনুগত্য স্বীকার করি এবং আপনি আমাদের সহায়তায় সমগ্র আরবের উপর বিজয় লাভ করেন, সমস্ত দেশ আপনার করতলগত হয় তখন কি আপনি এই কথায় স্বীকৃত থাকিবেন যে, আপনার পরে আমাদিগকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাইবেন।"

রাসূল (সা) বলিলেন, "এই কথা আমার এক্তিয়ারাধীন নহে বরং আল্লাহ্‌র হস্তে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত করিবেন।" উহাতে বুহায়রা বিন ফাররাস অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বলে "আমরা তোমার জন্য সারা আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইব, কোরাইশের বিরুদ্ধে তোমার জন্য বক্ষকে ঢালে পরিণত করিব, তোমার জন্য আমাদের গর্দান কর্তন করাইব, আর ঐ সমস্ত কুরবানীর বিনিময়ে যখন তুমি শাসন ক্ষমতা ও রাজত্ব লাভ করিবে তখন অন্যেরা তোমার স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি হইবে। যাও, আমাদের জন্য তোমার কোন প্রয়োজন নাই।" রাসূল (সা) বলিলেন "আমারও তোমাদের ন্যায় এমন মানুষের প্রয়োজন নাই যাহাদের ঈমান শর্তাধীন বাধ্যবাধকতায় সম্পৃক্ত। অতঃপর রাসূল (সা) তথা হইতে তশরীফ লইয়া আসেন।[১]

উপরোল্লিখিত কবীলাগুলি ছাড়াও তিনি কতিপয় কবীলা যেমন "বনূ মুহারিব, ফযারাহ, গাস্‌সান, মাররাহ, সলীম, কীস, বনূ নযীর, বনূ আলবুকাউ, আযরাহ ও হাযারিমা ইত্যাদির নিকটও তবলীগের উদ্দেশ্যে গমন করেন কিন্তু কেহই তাঁহার দাওয়াত কবুল করে নাই।[২]

৫. সুয়াইদ বিন সামিতকে হেদায়েতের দিকে পথ প্রদর্শন ঃ সমষ্টিগত তাবলীগ ছাড়াও যখনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামান্যতম সুযোগও পাইতেন তখন রাসূল (সা) ব্যক্তিগত তাবলীগও এমনই একাগ্রতার ও আবেগের

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৪৮।
২. ইব্‌ন সায়াদের তাবকাতু কবীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫।

www.pathagar.com

সহিত করিতেন যেমন করিতেন সমষ্টিগত তাবলীগের ক্ষেত্রে, যেমন ইব্‌ন হিশাম লিখিয়াছেন—

"ইয়াসরাবের অধিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোক সুয়াইদ বিন সামিত ছিল বনূ আমর বিন আউফের অন্যতম সদস্য। তিনি নিজের বীরত্ব ও বুযুর্গীর দরুণ নিজের জাতিতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। এমনকি, তাহার জাতি তাহাকে "কামিল (পূর্ণ) উপাধি আখ্যায়িত করিয়াছিল। তিনি একবার হজ্জ বা উমরা আদায় করিবার মানসে মক্কা মুয়ায্‌যামায় আগমন করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাহার আগমনের সংবাদ পান তখনই সুযোগ বুঝিয়া তাহার নিকট তশরীফ লইয়া যান ও তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। রাসূল (সা) বলেন যে, "আমি হইলাম আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র ওহী আমার প্রতি অবতারিত হয়। অতএব, নেকী, বুযুর্গী ও মর্যাদা নিহিত হইল আমাকে স্বীকার করিবার মধ্যে।"

রাসূল (সা)-এর কথা শ্রবণ করিয়া সুয়াইদ বলিতে লাগিলেন, "মুহাম্মদ (সা) তোমার নিকটই নহে; বরং আমার নিকটও এমন এক জিনিস রহিয়াছে যাহা হইল উপদেশের সমষ্টি ও পথ প্রদর্শনের কোষাগার।" রাসূল (সা) বলিলেন, "আমাকে দেখাও, তোমার নিকট এমন কি জিনিস রহিয়াছে?" সে বলিল "আমার নিকট লোকমানের নসীহতনামা" রহিয়াছে। একথা বলিয়া সে ঐ সমস্ত রচনা মহানবী (সা)-কে পাঠ করিয়া শোনায় যাহা শ্রবণ করিয়া রাসূল (সা) বলেন যে, নিঃসন্দেহে ইহা সুন্দর জিনিস, এবং ইসলাম কোন সত্যকে অস্বীকার করে না। কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে কালাম নাযিল হয় উহা তোমার এই নসীহতনামার চাইতে বহু গুণে উচ্চ পর্যায়ের, পবিত্র ও স্বচ্ছ এবং হেদায়েতের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ।"

এই এরশাদের পরে সুয়াইদের অনুরোধক্রমে রাসূল (সা) কুরআন করীমের কতিপয় আয়াত পাঠ করিয়া শোনান ও উহার তাবলীগ করেন। সে উহা কবুল করে ও ইয়াসরাব প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু অল্প দিন পরেই বনূ খাযরাজ তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার স্বজাতীয়দের ভাষ্য হইল যে, তিনি মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।[১]

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৪৯।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

তাবলীগ ও প্রচারের নতুন ক্ষেত্র এবং ইয়াসরাববাসীদের ইসলাম গ্রহণ

একটি আশার কিরণ ঃ যখন মহানবী হযরত (সা)-এর পক্ষে মক্কায় তাবলীগ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে, বহিরাগত কবীলাসমূহের নিকট তাবলীগ করিতেও কোরাইশ অন্তরায় সৃষ্টি করিতে শুরু করিয়া দেয় এবং আবূ লাহাব ও আবূ জেহেল এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পিছনে ঘুরিতে থাকে যে, আরবের কবীলাসমূহের মধ্যে কোন একজনও যেন তাঁহার সহিত কথা বলিতে না পারে। মোট কথা শত্রু পক্ষ যখন সর্বদিক হইতে তাঁহার জন্য তাবলীগের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর তখন আল্লাহ্ তায়ালা নিজ মেহেরবাণীতে এমন একটি দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন যেই পথ দিয়া ইসলাম প্রচারের ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে শুরু করে। এবং অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র আরব তাঁহার আনীত তাওহীদ ও তাঁহার পেশকৃত রিসালতকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং يدخلون فى دين الله افواجًا (তাহারা আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করিবে দলে দলে)-এর ঈমান বর্দ্ধক দৃশ্য অবলোকন করে। এই প্রবেশ দ্বার ছিল ইয়াসরাববাসীদের ইসলাম গ্রহণ। সেই উলুহী সমর্থন ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সাহায্যের প্রারম্ভ কিভাবে হইয়াছে? উহা জানার জন্য আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন আত্ তাবারীর নিম্নলিখিত বর্ণনা পাঠ করুন।

ইয়াসরাববাসীদের সহিত রাসূল (সা)-এর সাক্ষাৎ ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যখনই তিনি জানিতে পারিতেন যে, কোন সম্ভ্রান্ত বা প্রসিদ্ধ আরব সরদার মক্কায় আগমন হইয়াছে তখনই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাহার নিকট গমন করিয়া একাকী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তাহাকে আল্লাহ্র তাওহীদের দাওয়াত দিতেন ও তাহার সম্মুখে স্বীয় রিসালতকে পেশ করিতেন। অতএব, যখন তিনি শুনিতে পারিলেন যে, ইয়াসরাবের আউস কবীলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত এক প্রতিনিধিদল বনূ আবদিল আশহালের সরদার আবুল হাইসর আনাস বিন রাফে'-এর নেতৃত্বাধীন এই উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে যে, কোরাইশদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে (ইয়াসরাবের অপর কবীলা) খাযরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদানের জন্য সম্মত করিতে প্রয়াস পাইবে। তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবেই সেই প্রতিনিধি দলের সরদার আবুল হাইসারের তাবুতে গমন করিয়া তাহার সহিত একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন। ঘটনাক্রমে সেই সময় প্রতিনিধি দলের নেতার তাবুতে তাহার সম্প্রদায়ের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যেই উদ্দেশ্যে এই স্থানে আগমন করিয়াছ, আমি যদি উহার চাইতেও উত্তম

www.pathagar.com

কোন কথা বলি তবে কি তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে? তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন কথা?" রাসূল (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আল্লাহ্ আমাকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দাহগণকে তাহার দিকে ডাক দিব, যাহাতে তাহারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে ও তাহার সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরীক না করে। তিনি আমার প্রতি একটি কিতাবও নাযিল করিয়াছেন।" অতঃপর তিনি তাহাদের সম্মুখে ইসলামের আরকানসমূহকে পেশ করেন ও তাহাদিগকে কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াত পাঠ করিয়া শোনান।

প্রতিনিধি দলে আইয়াস বিন মায়াস নামে একজন যুবক সদস্যও ছিল। সে রাসূল (সা)-এর কথা শ্রবণ করিয়া নিজের লোকদেরকে বলিল, "ওহে বন্ধুগণ! নিঃসন্দেহে এই কথা সেই কার্যের চাইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠতর যেজন্য তোমরা এই স্থানে আগমন করিয়াছ।"

ইহাতে প্রতিনিধিদলের নেতা আবুল হাইসর আনাস বিন রাফে' কয়েকটি পাথরকণা উঠাইয়া আইয়াসের মুখমণ্ডলে ছুড়িয়া মারে ও বলিতে থাকে "তুমি আমাদের হইতে পৃথক হইয়া যাও, আমরা এই স্থানে এইজন্য নহে বরং অন্য কাজের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি।" এহেন অপ্রীতিকর ঘটনার পরে আইয়াস নীরবে বসিয়া পড়ে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপচাপ উঠিয়া চলিয়া আসেন।

পরবর্তীকালে এই প্রতিনিধিদল কোরাইশের সহিত সাক্ষাৎ করে, কিন্তু আবূ জেহেলের হস্তক্ষেপের দরুন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে নাই এবং প্রতিনিধিদল বিফল হইয়া ইয়াসরাবে প্রত্যাবর্তন করে।) উহার পরে আউস ও খাযরাজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বায়াসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহার কিছুদিন পরেই আইয়াসের মৃত্যু হয়। যাহারা মৃত্যুর সময় তাহার নিকটে উপস্থিত ছিল তাহাদের বর্ণনা মতে তাহাকে অনবরত তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্), তকবীর (আল্লাহু আকবর), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্) ও তসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) পাঠ করিতে শুনিতে পাইত। এবং সেমতাবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করে। উহাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। অথবা অন্ততঃপক্ষে সে ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়াছিল ও উহা মানিয়া লইয়াছিল।[১]

আকাবার প্রথম বাইয়াত

ইয়াসরাবের ৬ জনের ইসলাম গ্রহণ ঃ উহার পরে তাবারী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "যখন মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলেন যে, স্বীয় দ্বীনকে বিজয় দান করিবেন, নিজের নবীকে গৌরবান্বিত করিবেন এবং তিনি রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলেন উহা পূরণ করিবেন তখন সেই অনুষ্ঠান এইভাবে শুরু হয় যে, হজ্জের দিনগুলিতে বিভিন্ন কবীলার নিকট যাতায়াত করাকালে

১. তারিখু তাবারী, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-১০৭।

www.pathagar.com

তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, আকাবার নিকট ইয়াসরাবের কতক লোক অবস্থানরত আছেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, " তোমরা কোন কবীলার লোক। তাহারা বলিল, "আমরা খাযরাজ।" রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি ইয়াসরাবের ইহুদীদের মাওয়ালী (সাহায্যকারী ও বন্ধু)?" তাহারা বলিল হ্যাঁ, আমরা তাহাদের মাওয়ালী।" ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় বিনম্রভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা কি একটু কষ্ট করিয়া কিছুক্ষণ বসিতে পারিবেন যাহাতে স্বস্তির সহিত আপনাদের খিদমতে কিছু আরয করিতে পারি।" তাহারা উত্তর করিলেন, "কেন নহে, আমরা বসিয়া পড়িতেছি, বলুন, আপনি কি বলিতে চাহিতেছেন?" তিনি তাহাদিগকে তাওহীদের দাওয়াত দেন, প্রতিমা পূজা করিতে বারণ করেন, তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করেন ও তাহাদিগকে কুরআন তেলাওয়াত করিয়া শোনান।

তাবারী বলেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা উহাদিগকে প্রথম হইতেই এমনভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ইয়াসরাবের যে সমস্ত ইহুদী তাহাদের এলাকায় আবাদ ছিল। যেহেতু তাহারা ছিল আহ্লু কিতাব ও তাওরাতে শিক্ষিত এবং ইহারা ছিল প্রতিমাপূজারী মুশরিক তাই তাহাদের উপর ইহুদীদের প্রভাবজনিত ভীতি ভীষণ ভাবে বিস্তার করিয়া ছিল এবং তাহাদের অনেক এলাকা ইহুদীরা করতলগত করিয়া রাখিয়াছিল। আবার যখনই এতদুভয়ের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ দেখা দিত তখন ইহুদীরা আউস ও খাজরাজকে বলিত একটুখানি থাম, অতি শীঘ্রই একজন অসম সাহসী নবী আবির্ভূত হইবেন। আমাদের পবিত্র আসমানী কিতাবসমূহ বলিতেছে যে, তাঁহার যমানা খুবই নিকটবর্তী হইয়াছে। যখন সেই নবী আগমন করিবেন তখন আমরা সমস্ত ইহুদী সম্মিলিত ভাবে তাহার সহিত যোগদান করিয়া তোমাদিগকে এমনভাবে নির্মূল করিব যেমন ভাবে আদ ও ইরম জাতি নির্মূল ও ধ্বংস হইয়াছিল।" কাজেই যখন রাসূল (সা) তাহাদের সহিত আলাপ করেন ও তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেন তখন তাহাদের মধ্যস্থিত কোন একজন অপর একজনকে বলিল, "বুঝিতে পারিতেছ কি ইনি কি বলিতেছেন? আল্লাহ্র কসম, ইনিই সেই নবী যাহার সম্পর্কে ইহুদীরা তোমাদিগকে ভয় দেখায়। এখন এমন যেন না হয় যে, তাহারা তোমাদের পূর্বেই এই স্থানে পৌছিয়া এই নবীর দাওয়াত কবুল করত ইসলাম গ্রহণ করে।" এই কথায় তাহারা সকলে একমত হইয়া রাসূল (সা)-এর নিকট আবেদন জানায় যে, "আমাদের নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া ও নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক শত্রুতা ভাব এবং কবীলাগত হিংসা বিরাজমান থাকিবার দরুন আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। এখন খুব সম্ভবতঃ আল্লাহ্ পাক আপনার বদৌলতে আমাদের মধ্যস্থিত ভাঙ্গনকে জোড়া লাগাইয়া দিবেন। ফলে আমাদের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুভাব সৃষ্টি হইবে। আমরা আপনার উপর ঈমান আনিবার পরে ইয়াসরাবে প্রত্যাবর্তন করিব ও আমাদের ভাইদের মধ্যে তাবলীগ করিব। যদি আল্লাহ্ সেখানকার সবাইকে এই কালিমায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া দেন ও আমরা সকলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাই তাহা

www.pathagar.com

হইলে আমাদের দৃষ্টিতে আপনার চাইতে অধিক মান্যবর ও মর্যাদাশালী আর কেহ হইবে না।[১]

এই আলাপের পরে তাহারা ঈমান আনিয়া ও রাসূল (সা)-এর নবুয়্যতকে স্বীকার করিয়া ইয়াসরাব যাত্রা করে এবং পরবর্তী বৎসর পুনরায় আগমনের ওয়াদা করিয়া যায়। এই সংক্ষিপ্ত কাফিলা শুধুমাত্র ৬ জন সদস্য বিশিষ্ট ছিল। ইহাদের পরিচিতি এই ঃ

১. হযরত আসয়াদ বিন যাররাহ (রা) ঃ তাহার কুনিয়ত ছিল আবূ উমামা। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, সর্বপ্রথম তিনিই বাইয়ত করিয়াছিলেন। রাসূল (সা) তাঁহাকে বনী নায্যারের নকীব মনোনীত করিয়াছিলেন। রাসূল (সা) যখন হিজরত করিয়া ইয়াসরাব তশরীফ লইয়া যান তখন রাসূল (সা)-এর উষ্ট্রী এই আসয়াদ (রা)-এর নিকটই থাকিত। রাসূল (সা)-এর মদীনা আগমনের পরে যেই সাহাবীর সর্বপ্রথম মৃত্যু হয় তিনি ছিলেন ইনিই। তাঁহার মৃত্যু হিজরী প্রথম বর্ষের শাওয়াল মাসে হইয়াছিল।[২]

২. হযরত আউফ বিন হারিস (রা) ঃ তাহাকে ইব্‌ন আফরাও বলা হইত। ইনি ছিলেন বনূ নাজ্জার বংশের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা দুই ভ্রাতা মায়ায ও মায়ূয বদরের যুদ্ধে আবূ জেহেলকে হত্যা করিয়াছিলেন।

৩. হযরত রাফে বিন মালিক (রা) ঃ তিনি এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত কুরআনের করীমের যতটা নাযিল হইয়াছিল উহার একটি অনুলিপি রাসূল করীম (সা) তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন যেন উহা তিলাওয়াত ও তবলীগের কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।[৩] (এই ঘটনাটি এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও বুদ্ধিসম্মত একটি বড় প্রমাণ যে, কুরআনে করীমের আয়াত যতটা নাযিল হইত সঙ্গে সঙ্গে উহা লিপিবদ্ধ হইত এবং উহার কতিপয় অনুলিপি বিভিন্ন লোকের নিকট ছিল) হযরত রাফে (রা) হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

৪. হযরত কাতাবা বিন আমের (রা) ঃ তাঁহার কুনিয়ত ছিল আবূ যায়িদ। বদর, উহুদ এবং সমস্ত জিহাদে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন এবং শৌর্য ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করিতে থাকেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনূ সালমার পতাকাবাহী ছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর যামানায় তাঁহার ইনতিকাল হয়।[৪]

৫. হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ্ (রা) ঃ তাঁহার কুনিয়ত ছিল আবূ আবদিল্লাহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত ১৯টি জিহাদে শরীক

---

১. তারীখু তাবারী, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-১০৭ ও ১০৮।
২. সিয়ারুল আনসার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০।
৩. সিয়ারুল আনসার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৪।
৪. সিয়ারুল আনসার দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠ-৪৪।

www.pathagar.com

ছিলেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। ৯৪ বৎসর বয়সে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যমানায় ওফাত পান।[১]

৬. হযরত আকাবা বিন আমের (রা) ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষে মিশরের গভর্নর ছিলেন এবং সেইস্থানে হিজরী ৫৮ সালে ওফাত পান।[২]

৬ জন সাহাবার মাধ্যমে ইয়াসরাবে ইসলাম প্রচার ঃ এই ৬ জন যখন ইয়াসরাবে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহারা মক্কা হইতে যে বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন উহাকে অতিশয় আন্তরিকতা ও অতিশয় একাগ্রচিত্তে ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে পৌঁছান। এবং একটানা এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিটি কবীলার মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা তাবলীগ করিতে থাকেন। ইহাতে অভিষ্ট সাফল্য লাভ হয়। যেমন ইবনু সায়াদ লিখিতেছেন যে, ইয়াসরাবে আউস ও খাযরাজের এমন কোন গৃহ অবশিষ্ট ছিল না যাহাতে রাসূল করীম (সা) আলাইহিওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা হইত না।[৩] এই কথা ইবনু হিশাম,[৪] তাবারী[৫] ও ইবনু আসীর[৬] লিপিবদ্ধ কয়িয়াছেন।

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত

ইয়াসরাবের আরও লোকের বাইয়াত করণ ঃ যেই ৬ জন ইয়াসরাববাসী রাসূল (সা)-এর নিকট বাইয়ত করিয়া ইয়াসরাব গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহাদিগের সম্পর্কে রাসূল (সা) এমন কোন সংবাদ পান নাই যে, তাহাদের তাওহীদের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের ফলাফল কি হইল। কেননা, সেই সময় পত্র যোগাযোগের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। যাহাতে তাৎক্ষণিকভাবে কোন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী বৎসর হজ্বের সময়ে তাহাদের সহিত রাসূল (সা) আবার সাক্ষাৎ হয়।

তাহারা রাসূল (সা)-এর সহিত অতিশয় সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করেন। রাসূল (সা) তাহাদের সহিত অতিশয় স্নেহপূর্ণ ও আশীষজনকভাবে সাক্ষাৎ করেন। এইবার এই কাফিলা ১৩ সদস্যবিশিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে ৬ জন ছিলেন তাহারাই যাহারা গত বৎসর আগমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ১. সায়াদ বিন যরারাহ ২. আউফ বিন হারিস ৩. রাফে বিন মালিক এবং ৪. উকবা বিন আমের ৫. কাতাবা বিন আমের এবং ৬. জাবির বিন আবদিল্লাহ (রা)। নিম্নেবর্ণিত মহোদয়গণ ছিলেন নতুন আগন্তুক ঃ

১. মায়ায বিন হারিস (রা) ঃ তাহার জননীর নাম ছিল সাফরা। বদরের যুদ্ধে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা মায়ূয সম্মিলিতভাবে আবূ জেহেলকে হত্যা করেন।[৭]

১. সিয়ারুল আনসার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯।
২. আকমালু ফী আসমায়ির রিজাল, পৃষ্ঠা-৫৩৮।
৩. তাবাকাতু ইবনি সায়াদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠ-১৪৭।
৪. সীরাত ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫০।
৫. তারীখু তাবারী ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-১০৯।
৬. তারীখু ইবনি আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫৯।
৭. তারীখু ইবনি আসীর ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠ ২০৫।

www.pathagar.com

২. যাকওয়ান বিন আবদি কীস (রা) ঃ ইনি ছিলেন বনী যাররীকের অন্তর্ভুক্ত।[১]

৩. ইয়াযীদ বিন সা'লাবা (রা) ঃ তাহার কুনিয়াত ছিল আবূ আবদির রহমান। বনূ আউফের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২]

৪. হযরত উবাদা বিন সাবিত (রা) ঃ তাহার কুনিয়ত ছিল আবুল ইয়াদ। হযরত উমর (রা) তাঁহার যমনায় তাহাকে ফিলিস্তীনের কাযী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সাহাবাগণের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য ছিলেন। তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল কিরাত পাঠ করা। মহানবী (সা)-এর যমানাতেই সমস্ত কুরআন মুখস্ত ছিল।[৩] তিনি ১৮১ টি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হিজরী ৩৩ সালে ৭২ বৎসর বয়সে ওফাত পান। তাঁহার মাযার বাইতুল মুকাদ্দাসে।[৪]

৫. হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা) ঃ বাইয়াত করিয়া মক্কাতেই অধিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মুহাজিরীনের সঙ্গে ইয়াসরাব গমন করেন। বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন না। উহুদে শহীদ হইয়াছেন।[৫]

৬. হযরত আবুল হাইসম বিন আত্তাইহান (রা) ঃ আবুল হাইসম ছিল তাহার কুনিয়ত। নাম ছিল মালিক। হযরত আসয়াদ বিন যারারার (রা) তাবলীগ ইসলাম গ্রহনের কারণ হয়। হযরত উমর (রা)-এর কালে হিজরী ২০ সালে ইনতিকাল করেন।[৬]

৭. হযরত উয়াইম বিন সায়িদা (রা) ঃ তাঁহার কুনিয়ত ছিল আবূ আবদির রহমান। বদর ও উহুদ এবং সমস্ত জিহাদে রাসূল (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। ফারুকী (রা) যুগে যখন তাঁহার ইনতিকাল হয় তখন হযরত উমর (রা) বলেন, "আজ দুনিয়ার কোন মানুষ তাঁহার চাইতে উৎকৃষ্টতর হওয়ার দাবী করিতে পারে না।[৭]

বাইয়াতের শর্তাবলী ও রাসূল (সা)-এর ইরশাদ ঃ এই সাতজন ও পূর্ববর্তী বৎসরের পাঁচজনের নিকট হইতে মহানবী (সা) এই শর্তে বাইয়ত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মুসলিম করেন ঃ

১. আমরা কখনও আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন অস্তিত্বকে শরীক ও অংশীদার বানাইবনা।

২. আমরা আজ হইতে আর কখনও কুশিদ বৃত্তির অপরাধ করিব না।

৩. এখন হইতে ব্যভিচারের ন্যায় লজ্জাজনক কার্য আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইবে না।

১. তাবাকাতু ইবনি সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৮।
২. তাবাকাতু ইবনি সায়াদ, প্রথম খণ্ড, ১১৮।
৩. মাসনাদু আহমদ হাম্বল পৃষ্ঠা-৩১৮।
৪. সিয়ারুল আনসার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০।
৫. সিয়ারুল আনসার, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৯।
৬. সিয়ারুল আনসার ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬।
৭. সিয়ারুল আনসার ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২২-১২৩।

www.pathagar.com

৪. নিজ নিজ কন্যা সন্তানদেরকে ভয়ঙ্কর হত্যার অপরাধ হইতে আমরা চিরদিনের জন্য তওবা করিতেছি।

৫. কাহারও প্রতি নিজেদের মনগড়া অপবাদ আরোপ করিব না।

৬. মিথ্যা ও অসত্য ভাষণ হইতে চিরদিন নিবৃত্ত থাকিব।

৭. আমরা কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্র নির্দেশকে অমান্য করিব না।[১]

সমবেত সকলেই নিশার অন্ধকারে হৃষ্ট চিত্তে ও আবেগভরে এই সমস্ত শর্তাবলীর উপর মহানবী (সা)-এর বাইয়াত করেন ও সত্য মনে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাইয়াতের পরে মহানবী (সা) তাহাদিগকে বলেন, "যদি তোমরা বায়আতের শর্তাবলী পূর্ণ কর তবে উহার ফল স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে জান্নাত দান করিবেন। আর যদি তোমরা নিজেদের কথা ও অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচারণ কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা মালিক ও এখতিয়ারের অধিকারী। ইচ্ছা হয় তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না হয় শাস্তি প্রদান করিবেন।"[২]

ইসলামের সর্বপ্রথম মুবাল্লিগ ঃ যখন এই বারো ব্যক্তি বাইয়াত করিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন ইবনু হিশামের বর্ণনানুযায়ী রাসূল (সা) একজন বিচক্ষণ ও দ্বীনী বিষয়াদী সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন সাহাবী মাসয়াব বিন উমাইরকে (রা) তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন, যাহাতে ইয়াসরাব পৌঁছিয়া তাহাদিগকে কুরআন পাঠ, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী শিক্ষা এবং ইয়াসরাবে ইসলামের পর্যায়ক্রমিক প্রচার প্রয়াস পরিচালনা করিতে পারেন। হযরত মাসয়াব (রা) এই দায়িত্ব সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও যথার্থ নিষ্ঠার সহিত আঞ্জাম দেন। তাঁহার তাবলীগ, প্রচার, ওয়ায ও নছীহত সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা ইনশায়াল্লাহ্ যথাস্থানে বর্ণনা করা হইবে। ইবনু হিশাম লিখিয়াছেন, শুধুমাত্র তাঁহার চেষ্টায় ইয়াসরাবে চল্লিশজন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩]

ইয়াসরাব পৌঁছিয়া হযরত মাসয়াব (রা) আবূ উমামার (রা) সাথে অবস্থান করেন। তিনি ঐ সময় তথাকার মুসলিমদের জন্য সালাতের ইমাম ছিলেন।[৪]

আকাবার তৃতীয় বাইয়াত

রাসূল (সা)-এর শান্তির সন্ধান ও ইহাতে সাফল্য লাভ ঃ মক্কায় বিরামহীন ১৩টি বৎসর অতিশয় মেহনত ও নিষ্ঠার সহিত তাবলীগ করিবার পরে নবী করীম (সা) লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, এই স্থানের মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন এবং এই স্থানে ইসলামের চারা সত্বর পত্র বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব রাসূল (সা) এমন কোন উর্বর ভূমির সন্ধানে ছিলেন যেইখানে রাসূল (সা) সেই চারাকে লইয়া

১. তারীখু তাবারী প্রথম খন্ড ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-১১০।
২. তারীখু তাবারী প্রথম খন্ড ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-১১০।
৩. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫১।
৪. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫২।

www.pathagar.com

যাইতে পারেন যাহাতে উহা সত্বর ডালপালাযুক্ত এমন এক বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে যাহা শক্তিশালী শত্রুর ধাক্কায় মোটেই না হেলে এবং উহার ডাল এমনই বিস্তার লাভ করিবে যে, সমগ্র দুনিয়া উহার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে। আল্লাহ্র বিশেষ কৃপাধীনে ইয়াসরাবে সেই ভূমি প্রাপ্ত হন। অতএব, ঐ স্থান হইতে সর্বদা অতিশয় সন্তোষজনক সংবাদ পাইতে থাকেন যে, ইয়াসরাবের প্রতিটি মহল্লা ও প্রতিটি গলিতে ইসলাম দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে সমস্ত মানুষ বিগত ২ বৎসরে মহানবী (সা)-এর হস্তে বাইয়াত করিয়া গিয়াছিলেন তাহারা ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের নাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

ইয়াসরাবে হিজরতের নির্দেশ ঃ এই সমস্ত খবর শ্রবণের পরে মহানবী (সা) মুসলিমগণকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, ধীরে ধীরে নীরবে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া ইয়াসরাব চলিয়া যাও। কিন্তু স্বয়ং রাসূল (সা) মক্কায় থাকিয়া যান, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত মুসলিমগণকে ইয়াসরাব প্রেরণ না করেন (ঐ সমস্ত নির্যাতিত মুসলিমগণ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে কাফিররা মুসলিম হইবার অপরাধে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল)। অতএব রাসূল (সা)-এর নির্দেশ পালনার্থে যে সাহাবী সর্বপ্রথম ইয়াসরাব হিজরত করেন তিনি ছিলেন কোরাইশের বনূ মখযূম গোত্রের হযরত সালাম বিন আবদিল আসাদ (রা)। তিনি আকাবার তৃতীয় বাইয়াতের এক বৎসর পূর্বে ইয়াসরাব ভূখন্ডের দিকে হিজরত করেন।[১]

আকাবার তৃতীয় বাইয়াতের অবস্থা ঃ রাসূল (সা)-এর ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মুসলিমগণকে প্রেরণ করিবার পরে সর্বশেষে তিনি স্বয়ং ইয়াসরাব তশরীফ লইয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে হজ্বের মৌসুম আসিয়া যায় এবং আউস ও খাযরাজের পাঁচশত সদস্য সম্মিলিত কাফিলা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা আগমন করে। মুশরিকদের সেই কাফিলায় ইবনু হিশামের বর্ণনা মতে ৭৩ জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা মোট ৭৫ জন এমন ছিলেন যাহারা মহানবী (সা)-এর হস্তে বাইয়ত হইবার উদ্দেশ্যে ইয়াসরাব হইতে মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাফিলার অন্য লোকেরা উহা জানিত না। কেননা তাহারা সেই কথা খুবই গোপন রাখিয়াছিলেন। (ইবনু সায়াদ তাহাদের সংখ্যা ৭০ জন বা দুই এক জন বেশী লিখিয়াছেন।)[২]

মক্কা পৌঁছিয়া তাহারা মহানবী (সা)-কে গোপনে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আমরা রাসূল (সা)-এর যিয়ারত ও কদমবুসী করিবার মানসে আগমন করিয়াছি। আদেশ করুন যে, আপনার খিদমতে কোথায় ও কখন হাযির হইব।

রাসূল (সা) উত্তরে বলিয়া পাঠান হজ্জ সমাপণের পরে যখন ভীড় কিছুটা কমিয়া যাইবে তখন (নবুয়্যতের ৩য় বর্ষের) ১২ই যিল হজ্বের রাত্রির শেষ ভাগে শোয়াবু আইমানে[৩] চুপিসারে আমার সঙ্গে মিলিত হও। একজন দুইজন করিয়া আসিবে।

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-১৬৪।
২. সীরাত ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫৪।
৩. তাবকাতু কবীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৯।

www.pathagar.com

কোন নিদ্রিত মানুষকে জাগাইবে না। কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করিবে না।[১]

নির্দিষ্ট সময়ে সকলে যথা নির্দেশে মহানবী (সা) কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে একজন দুইজন করিয়া পৌঁছিয়া যান। কিন্তু তাহারা দেখিতে পান যে, মহানবী (সা) পূর্ব হইতেই তথায় উপস্থিত ছিলেন ও তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাসূল (সা)-এর সঙ্গে শুধুমাত্র তাহার পিতৃব্য আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব ছিলেন।[২] (তিনি যদিও তখন ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন নাই কিন্তু রাসূল (সা)-এর প্রতি অত্যন্ত ভালবাসার দরুন তাঁহার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং তাঁহার সর্বকর্মে সহায়ক ও সাহায্যকারী ছিলেন।)

আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবের ভাষণ ঃ যখন সকল মানুষ নীরবে মাটির বিছানায় উপবিষ্ট হন তখন আব্বাস দণ্ডায়মান হন ও নিম্নে বর্ণিত ভাষণ দান করেন ঃ আপনাদিগকে, যাহারা নিশার অন্ধকারে ঠোকর খাইতে খাইতে এই স্থানে পৌঁছিয়াছেন তাহাদিগকে আমি একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিতে চাই যে, মুহাম্মদ (সা), যিনি আপনাদের সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তিনি আমাদের মধ্যকার একজন মর্যাদাবান ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত শিষ্টতাকেও স্বীকার করি। আমরা এখন পর্যন্ত যেমন ভাবেই হউক তাঁহার শত্রু ও বিরোধীদের কবল হইতে তাঁহাকে হিফাজত ও রক্ষা করিয়াছি। আমাদের সাধ্যানুসারে তাঁহাকে ঐ সমস্ত শত্রু ও বিপক্ষীয়দের অনিষ্ট হইতে নিরাপদে রাখিয়াছি। আমাদের বনূ হাশিমের যে সমস্ত লোক তাঁহার পেশকৃত মাযহাবকে গ্রহণ করিয়াছে তাঁহারা নিজেদের ভক্তির দরুন, আর যাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করে নাই তাহারা বংশগত সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন ও তাঁহাকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি এই স্থান ত্যাগ করিয়া আপনাদের শহরে গমন করিতে চাহিতেছেন, যাহাতে সেখানে বসিয়া স্বাধীনভাবে ও স্বস্তির সাথে নিজের দ্বীন ও মাযহাবের তাবলীগ ও প্রচার করিতে পারেন। অতএব, যদি আপনারা তাঁহার হিফাযতের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন ও তাঁহার জন্য তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারেন, এবং যে কোন মূল্যেই তাঁহাকে তাহার শত্রুদের হস্তে তুলিয়া না দেন তাহা হইলে অবশ্যই আপনারা তাঁহাকে লইয়া যান, অন্যথায় পরিষ্কারভাবে ইহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন। কেননা, সবচাইতে ভাল ও উত্তম কথা যাহা সত্য ও বাস্তব। ইঁনি এখন আমাদের হিফাজতে আছেন এবং আমরা তাহাকে পরিপূর্ণভাবে দেখাশুনা করিতেছি, এমনটি যেন না হয় যে এখন তো আপনারা তাহাকে এই স্থান হইতে লইয়া যাইবেন আবার সময় আসিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া পৃথক হইয়া যাইবেন ও তাঁহাকে তাঁহার শত্রুর কৃপার উপর ছাড়িয়া দিবেন। আপনাদের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক উহা খুবই চিন্তা-ভাবনার পরে শলাপরামর্শ করিয়া এখনই বলিয়া দিন।

১. শেয়াবু আইমান মিনা হইতে অবতরণের সময় আকাবায় নীচে থাকে।
২. তাবকাতু কবীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৯।

www.pathagar.com

যদি তাঁহাকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে ও আপনাদের শহরে আহ্বান জানাইতে ইচ্ছা করেন তবে পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও মনোবলের সহিত সেই ইচ্ছায় সুদৃঢ় থাকিবেন। এই বিষয়েও ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন যে, যদিও আপনারা যুদ্ধ বিগ্রহে পারদর্শী এবং সম্পদ ও মর্যাদার অধিকারী তবুও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়ার দরুন সমস্ত আরব কবীলার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝুঁকি লইতে হইবে। তাহারা সমষ্টিগতভাবে একই ধনুক হইতে আপনাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিবে। অতএব যাহা কিছু করিবেন খুব চিন্তা-ভাবনা করিয়া করিবেন।[১]

কায়াব (রা)-এর বর্ণনা ঃ আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিবের এই বলিষ্ঠ ভাষণের পরে কায়াব (রা) নামক এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়ায় এবং মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন–

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পিতৃব্য যাহা কিছু বলিলেন আমরা উহা শ্রবণ করিলাম এখন আমাদের ইচ্ছা হইল রাসূল (সা) স্বয়ং পবিত্র মুখে এই সম্পর্কিত সব কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করুন। আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে অথবা আপনার নিজস্ব ব্যাপারে অথবা আপনার আসহাবের ব্যাপারে আপনি আমাদের নিকট হইতে যাহা কিছু আশা করেন উহা আমাদিগকে বলিয়া দিন। আর বিশ্বাস রাখুন যে, আমরা আপনার প্রতিটি নির্দেশ ও প্রতিটি উপদেশ পালনে প্রস্তুত রহিয়াছি।[২]

মহানবী (সা)-এর ইরশাদ ঃ ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূল করীম (সা) প্রথমে কুরআন কারীমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর সেই উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যেই উদ্দেশ্যে ইহারা সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন ঃ

"আমি আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে তোমাদের কাছ হইতে এই চাই যে, তোমরা শুধুমাত্র তাহারই ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও তাহার সহিত শরীক করিবে না। আমার ও আমার মাযহাবের জন্য এই চাই যে, আমাদিগকে অত্যাচারীদের অত্যাচার হইতে আশ্রয় দাও এবং আমাদিগকে এমনভাবে রক্ষা করিবে যেমনভাবে নিজেদের সম্পদ ও সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাক।"[৩]

বারা বিন মারূরের উত্তর ঃ নবী (সা)-এর এই ভাষণের পরে সমবেত সকলের পক্ষ হইতে বারা বিন মারূর মহানবী (সা)-কে অভয় দেন ও বলেন ঃ

"সেই একক সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ও ন্যায় সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আপনাকে ও আপনার আসহাবকে এমনিভাবে রক্ষা ও সাহায্য করিব যেমনভাবে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের বেলায় করিয়া থাকি। কাজেই আপনি আমাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন।[৪]

---

১. তাবকাতু ইবনি সায়াদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯।
২. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা ১৫৫।
৩. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা ১৫৫।
৪. মাসনাদু আহমাদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০।

www.pathagar.com

আব্বাস বিন উবায়দা (রা)-এর আবেগপূর্ণ ভাষণ ঃ উপস্থিত সকলে বাইয়াতের জন্য আগ্রহান্বিত দেখিতে পাইয়া আব্বাস বিন উবাদা (রা) অতিশয় আবেগের সহিত সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ ওহে ভাইয়েরা! তোমরা কি অবহিত রহিয়াছে যে, তোমরা কোন অবস্থায়, কোন কথার উপর কি পরিবেশে এই ব্যক্তির হস্তে বাইয়াত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ ? তোমরা উত্তমরূপে জানিয়া রাখ যে, ইহা এই কথার বাইয়াত যে, তোমাদিগকে প্রতিটি আরব ও আজমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

ইহা এই কথার বাইয়াত যে, সারা দুনিয়ার সহিত তোমাদিগকে যুদ্ধের ঝুঁকি লইতে হইবে।

ইহা এই কথার বাইয়াত যে, তোমাদের সম্পদের ক্ষতি হইবে।

ইহা এই কথার বাইয়াত যে, তোমাদের কৃষি বিনষ্ট হইবে।

ইহা এই কথার বাইয়াত যে, তোমাদের বাগান সমূহ নির্মূল হইবে। ইহা এই কথার বাইয়াত যে, তোমাদের বড় বড় বীর মারা যাইবে।

ইহা এই কথার বাইয়াত যে, তোমাদের সন্তান যুদ্ধের মাঠে হত হইবে।

ইহা এই কথার বাইয়াত যে তোমাদের নারীরা বিধবা হইবে।

ইহা এই কথার বাইয়াত যে, তোমাদের সন্তানেরা ইয়াতীম হইবে।

ইহা এই কথার বাইয়াত যে, তোমাদের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে জীবন দিবে।

যদি তোমাদের এমন ধারনা থাকে যে, এমন অবস্থা আপতিত হইলে তোমরা তাঁহার বাইয়াত ভঙ্গ করিতে ও তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইবে তবে উহার চাইতে হাজার গুণ শ্রেয় কথা এই যে, বাইয়াতই করিও না। যদি তোমরা এমন কর, তবে আল্লাহ্‌র কসম, দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা তোমাদের ভাগ্যে জুটিবে আর তোমাদের মৃত্যু হইবে নপুংষকের মৃত্যু। তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা কঠিনভাবে এই বিষয়ে দৃঢ় থাক যে, যে কোন অবস্থায় বা যে কোন বিপদেই তোমরা পড়না কেন তোমরা এই ব্যক্তির দামন (আঁচল) ছাড়িবেনা। তবে অবশ্যই বাইয়াত কর। ইহাতে নিহিত রহিয়াছে তোমাদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল ও সৌন্দর্য।"[১]

আব্বাস বিন উবাদা (রা) তাহাদের সঙ্গীদের সম্মুখে এই ভাষণ কোন প্রকারের মন্দ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া দেন নাই বরং এই জন্য দিয়াছিলেন যে,অতিশয় চিন্তা ভাবনা করিয়া কঠিন মনোবল ও দৃঢ়ভাবে বাইয়াত করিবে অতঃপর উহাতে অতিশয় দৃঢ় সংকল্পের সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যেমন ইব্‌ন হিশাম লিখিতেছেন, ইব্‌ন আব্বাসের এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল-আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়াছি এবং সব কথার ফলাফল সম্পর্কে বিবেচনা করিবার পরেই আমরা বাইয়াতের জন্য তৈরী হইয়াছি।"[২]

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫৬।
২. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫৬।

www.pathagar.com

একটি প্রশ্ন ও উহার উত্তর ঃ ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেন, আব্বাসের এই বক্তৃতার পরে তাহারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমরা আমাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণে সক্ষম হই ও দৃঢ়তার সহিত আমাদের বাইয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকি তবে উহার প্রতিদান স্বরূপ আমরা কি পাইব? রাসূল (সা) বলিলেন, "জান্নাত"। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বলিলেন ঃ "এই প্রতিদানে আমরা সম্মত রহিয়াছি। হস্ত প্রসারিত করুন, আমরা রাসূল (সা)-এর হস্তে বাইয়াত করিতেছি।" রাসূল (সা) মুবারক হস্তে বাইয়াত করেন।[১] এই বাইয়াতে ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা ছিলেন।[২] মহিলাদের নিকট হইতে রাসূল (সা) মৌখিকভাবে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে এই কথার অনুমতি দান করেন যে, তাহারা তাঁহার হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া বাইয়াত করিবে।[৩] (ঐ সময় পর্যন্ত পর্দার নির্দেশ নাযিল হয় নাই)।

আবুল হাইসামের (রা) আশঙ্কা ঃ এই সময় তাহাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি আবুল হাইসাম (রা) মালিক বিন আত্‌তাইহান নবী (সা)-এর খিদমতে আরয করিল যে, "ইয়াসরাবের ইহুদীদের সহিত আমাদের দীর্ঘদিনের পুরাতন সম্পর্ক ও আচার অনুষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা অবহিত রহিয়াছি যে, তাহারা আপনার কঠোর শত্রু ও বিরোধী এবং তাহারা ইহা কখনও কামনা করেনা যে, আপনার তাবলীগ ও দাওয়াত ইয়াসরাবে ছড়াইয়া পড়ুক। এখন যেহেতু আমরা আপনার নবুয়্যত ও রিসালাতকে স্বীকার করিয়া লইয়া আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, কাজেই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে যে, ইহুদীরা আমাদের শত্রুতে পরিণত হইবে এবং তাহাদের সহিত আমাদের সর্বপ্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বিজয় দান করিবেন এবং সমগ্র আরব আপনার অনুগত ও অনুসারীতে পরিণত হইবে তখন যেন এমনটি না হয় যে, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া নিজ মাতৃভূমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। যদি এমনটি হয় তবে আমাদের কোন মূল্যই থাকিবে না। এদিকে আপনি চলিয়া আসিবেন আর ঐ দিকে ইহুদীরা আমাদের কঠোর শত্রুতে পরিণত হইবে ও আমাদিগকে উত্যক্ত করিতে থাকিবে। সেমতাবস্থায় আমাদের অবস্থা খুবই নাজুক হইয়া যাইবে, তখন আমাদের কোন সাহায্য সহায়তাকারী থাকিবে না এবং আমরা অসহায়বস্থায় পতিত হইব।"

মহানবী (সা)-এর পক্ষ হইতে এই আশঙ্কার উত্তর ঃ আবুল হাইসামের (রা) মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূল (সা) বলিলেন ঃ

بل الدم الدم والهدم الهدم انتم منى وانا منكم اسالم من سالمتم
واحارب من حاربتم ـ[৪]

---

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫৬।
২. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫৯।
৩. সীরাত ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৬৩।
৪. তারীখু ইব্‌ন অসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩।

www.pathagar.com

(অর্থাৎ এমন কক্ষণও হইবেনা বরং আমার রক্ত হইবে তোমাদের রক্ত এবং আমার যিম্মা হইবে তোমাদের যিম্মা। তোমরা আমার আর আমি তোমাদের। তোমরা যাহার সাথে সন্ধি করিবে আমিও তাহারই সাথে সন্ধি করিব। তোমরা যাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে আমিও তাহার বিরুদ্ধে লড়িব।)

ইয়াসরাববাসীদের জন্য ১২ জন মুবাল্লিগ নিয়োগ ঃ যখন বাইয়াতের সমস্ত পর্যায় অতিক্রম হইল তখন মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত নও মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলিলেন যে, যেমন করিয়া হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁহার স্বজাতির জন্য ১২ জন নকীব নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমিও তদ্রুপ তোমাদের জন্য ১২জন মানুষ নিয়োগ করিতে চাহিতেছি যাহারা তোমাদিগকে শিক্ষা দিবে, তোমাদিগকে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে, তোমাদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ও ইয়াসরাববাসীদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ করিবে এবং গৃহে গৃহে পরিভ্রমন করিয়া মানুষকে মুসলিম হইবার জন্য উৎসাহিত করিবে। এই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে ১২ জন সতর্ক, ও আন্তরিকতাপূর্ণ লোক মনোনীত কর এবং মন্‌যূরীর জন্য নিষ্কলুষ ঐ নামগুলি আমার নিকট পেশ কর।

১২ জন মুবাল্লিগের নাম ঃ এমনিভাবে ইয়াসরাববাসীদের মনোনয়ন ও রাসূল (সা)-এর মন্‌যূরীক্রমে যাহারা নকীব বা প্রশিক্ষক মনোনীত হয়, উহারা ছিলেন নিম্নরূপ ঃ

১. আসয়াদ বিন যারারাহ (রা) ঃ অতিশয় আন্তরিক, বড়ই দ্বীনদার ও সীমাহীন আবেগ প্রবন সাহাবী ছিলেন। ইনতিকালের বৎসর হইল হিজরী ১ সাল।

২. উসাইদ বিন আল হোযাইর (রা) ঃ ইয়াসরাবের অতিশয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। হিজরী ২য় সালে ওফাত পান।

৩. আবুল হাইসাম মালিক বিন আত্ তাইহান (রা) ঃ সীফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে লড়াই করিতে করিতে শহীদ হন।

৪. সায়াদ বিন উবাদা (রা) ঃ অত্যন্ত সম্মানী, গম্ভীর প্রকৃতি ও উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন। রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের পরে আনসারগণ তাঁহাদের খলীফা নির্বাচিত করিতে চাহিয়াছিলেন। হিজরী ১৫ সালে কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া গোসল খানায় ফেলিয়া রাখে।

৫. বারা বিন মা'রূর (রা) ঃ অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। বাইয়াতের মাত্র ২ মাস পরে ইনতিকাল করেন।

৬. আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) ঃ প্রখ্যাত কবি ও একনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। মূতার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।

৭. উবাদা বিন সামিত (রা) ঃ বড় আলিম ও খুবই বাখবর মানুষ ছিলেন। হিজরী ৩৪ সালে ওফাত পান।

www.pathagar.com

৮. সায়দ বিন রবী' (রা): অতিশয় একনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।

৯. রাফে' বিন মালিক (রা) : অতিশয় মর্যাদাশালী বুযুর্গ ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।

১০. আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) : উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সাহাবী ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।

১১. সায়াদ বিন খুসাইমা (রা) : বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।

১২. মানযার বিন আমর (রা) : হিজরী ৪ সালে বি'রু মায়ূনা নামক স্থানে শহীদ হইয়াছেন।[১]

বাইয়াতকারীগণের ইয়াসরাব অভিমুখে যাত্রা : বাইয়াত হওয়া সত্ত্বেও নকীব মনোনীত হওয়ার পরে তাহারা নিশার নিস্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়েন যেমন ভাবে সমবেত হইয়া ছিলেন। এবং প্রত্যুষে সমগ্র কাফিলা ইয়াসরাব অভিমুখে রওনা হইয়া যায়।

বাইয়াত কারীগণের নাম : অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে যদি আমরা এই সুযোগে ঐ সমস্ত বুযুর্গের নাম লিপিবদ্ধ না করি যাহারা সমস্ত বিপদকে অনুভব করা সত্ত্বেও কষ্টকর ও কঠিন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত নিজেদেরকে ইসলামের সহায়তায় নিবেদিত করিয়াছেন এবং ঐ সময় রাসূল (সা)-কে সাহায্য ও সহযোগিতার ওয়াদা করিয়াছেন যখন আরবের প্রতিটি কবীলা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহারা মানব শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের কাছে ঐ সময় আশ্রয় দিয়াছেন যখন সেই মহা মানব (সা) কোথায়ও আশ্রয় পাইতেছিলেন না। আর যখন স্বদেশ বাসীরা তরবারী উত্তোলন করিয়া রাহ্মাতুল লিল আলামীন (সা)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) গৃহকে অবরোধ করিয়াছিল। তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছিলেন উহার অধিক করিয়া দেখাইয়াছেন। এবং নিজেদের জীবন, সম্পদ ও সন্তানগণকে অতিশয় হৃষ্ট চিত্তে ইসলামের জন্য কুরবানী দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত সম্মানীয় পবিত্র বুযুর্গগণ ইহার যোগ্য ছিলেন যে, তাঁহাদের নাম সংকলন করিয়া আমরা আমাদের কিতাবকে সুসজ্জিত করিতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে ইব্ন হিশাম ঐ উপকরন আমাদের জন্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। উহা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে মান্যবর পাঠকবর্গের খিদমতে পেশ করিতেছি :

আউস কবীলার বাইয়াতকারী ব্যক্তিগণ

১. বনূ আবদিল আশহাল হইতে : ১. উসাইদ বিন হুযাইর (রা), ২. আবুল হাইসাম বিন আত্ তাইহান (রা), ৩. সালমা বিন সালামাহ (রা)।

---

১. তাজরীদু বুখারী ও সিয়ারুল আনসার উভয়েরই ২য় খণ্ড।

www.pathagar.com

২. বনূ হারিসা হইতে ঃ ৪. যোহাইর বিন রাফে' (রা), ৫. আবূ বারদাহ বিন নাইয়ার (রা), ৬. নুহাইর বিন আল হাইসাম (রা)।

৩. বনূ আমর বিন আউফ (রা) হইতে ঃ ৭. সায়াদ বিন খুসাইমা (রা), ৮. রিফায়া বিন আল মানযার (রা), ৯. আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রা), ১০. মায়ায বিন আদী (রা), ১১. উয়াইম বিন সায়িদা (রা)।

খাযরাজ কবীলা হইতে ইসলাম গ্রহণকারী আসহাব

৪. বনূ নজ্জার হইতে ঃ ১২. আবূ আইয়ূব খালিদ বিন যায়িদ (রা), ১৩. মায়ায বিন হারিস (রা), ১৪. আউফ বিন হারিস (রা), ১৫. আম্মারা বিন ইব্ন হাযম (রা), ১৬. সাঁয়াদ বিন যরারাহ (রা), ১৭. রিফায়া বিন হারিসা (রা), ১৮. সাহাঈল বিন উতাইক (রা), ১৯. উস বিন সাবিত (রা), ২০. আবূ তালহা যায়িদ বিন সাহল (রা), ২১. কীস বিন আবী সা'সাহ (রা), ২২. আমর বিন গুযাইয়া (রা)।

৫. বনূ হারিস বিন খাযরাজ হইতে ঃ ২৩. সায়াদ বিন রবী' (রা), ২৪. খারিজা বিন যায়িদ (রা), ২৫. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা), ২৬. বশীর বিন সায়াদ (রা), ২৭. আবদুল্লাহ বিন যায়িদ (রা),২৮. আবূ মসঊদ আকাবা বিন আমর (রা), ২৯. খাল্লাদ বিন সুয়াইদ (রা)।

৬. বনূ বায়াযা হইতে ঃ ৩০. যিয়াদ বিন লুবাইদ (রা), ৩১. ফরদা বিন আমর (রা), ৩২. খালিদ বিন কীস বিন মালিক (রা)।

৭. বনূ যররীক হইতে ঃ ৩৩. রাফে' বিন মালিক বিন আজলান (রা), ৩৪. যাকওয়ান বিন আবদি কীস (রা), ৩৫. উব্বাদ কীস বিন আমের (রা), ৩৬. হারিস বিন কীস (রা)।

৮. বনূ সালমা হইতে ঃ ৩৭. বারা বিন মা'রূর (রা), ৩৮. সান্নান বিন সাইফী (রা), ৩৯. তোফাইল বিন নু'মান (রা), ৪০. মা'কাল বিন মানযার (রা), ৪১. ইয়াযীদ বিন মানযার (রা), ৪২. মসঊদ বিন ইয়াযীদ (রা), ৪৩. যাহ্হাক বিন হারিসা (রা), ৪৪. ইয়াযীদ বিন আয্যাম (রা), ৪৫. জাব্বার বিন সাহার (রা), ৪৬. তোফাইল বিন মালিক (রা), ৪৭. বাশার বিন বারা (রা), ৪৮. কা'ব বিন মালিক (রা), ৪৯. সলীম বিন আমর (রা), ৫০. কাতাবা বিন আমের (রা), ৫১. ইয়াযীদ বিন আমের (রা), ৫২. আবুল উসাইর কা'ব বিন আমর (রা), ৫৩. সাইফী বিন সাওয়াদ (রা), ৫৪. সা'লাবা বিন সালামা (রা), ৫৫. আমর বিন সালামা (রা), ৫৬. ঈস বিন আমের (রা), ৫৭. আবদুল্লাহ্ (রা) বিন উনাইস (রা), ৫৮. খালিদ বিন আমর (রা), ৫৯. আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা), ৬০. জাবির বিন আবদিল্লাহ (রা), ৬১. মায়ায বিন আমর (রা), ৬২. সাবিত বিন আলজাযা' (রা), ৬৩. উমাইর বিন হারিস (রা), ৬৪. খাদীজা বিন সাল্লামা (রা), ৬৫. মায়ায বিন জাবাল (রা)।

www.pathagar.com

৯. বনী আউফ বিন খাযরাজ হইতে ঃ ৬৬. উবাদা বিন সামিত (রা), ৬৭. আব্বাস বিন উবাদা (রা), ৬৮. আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রা), ৬৯. আমর বিন হারিস (রা), ৭০. রিফায়া বিন হারিস (রা), ৭১. আকাবা বিন ওহব (রা)।

১০. বনী সায়িদা হইতে ঃ ৭২. সায়াদ বিন উবাদা (রা), খাযরাজের সরদার ৭৩. মানযার বিন আমর বিন খোনাইস (রা)।

এই ৭৩ জন পুরুষ ছাড়াও বাইয়াতে ২ জন মহিলাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। একজন ইয়াসরাবের প্রখ্যাতা শৌর্যবীর্যের অধিকারিনী খাতুন উম্মু আম্মারা (রা), যাহার নাম ছিল নুসাইবা বিনতু কা'ব। দ্বিতীয়জন ছিলেন উম্মু মুনী', যাহার নাম ছিল আসমা বিনতু আমর।[১]

তৃতীয়বার আকাবাতে বাইয়াত কারীগণের মধ্যে কতক এমন বুযুর্গও ছিলেন যাহারা যদিও বাইয়াতের পরেই ইয়াসরাব প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন কিন্তু পরে তাঁহাদের মন ঘাবড়াইয়া যায় এবং রাসূল (সা)-এর নিকট ফিরিয়া যান এবং কিছু দিন অবস্থানের পরে মক্কা হইতে আগত মুহাজিরীনের সঙ্গে তাঁহারাও হিজরত করেন। এই ধরনের মানুষকে "মুহাজির আনসার" বলা হইয়া থাকে। ইহারা ছিলেন ৪ জন বুযুর্গ অর্থাৎ ১. যাকওয়ান বিন আবদি কীস (রা), ২. উকাবা বিন ওহাব (রা), ৩. আব্বাস বিন উবাদা (রা), ও ৪. যিয়াদ বিন লুবাইদ (রা)।[২]

আকাবার বাইয়াতের দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া ঃ ইয়াসরাববাসীগণ বিভিন্ন সময়ে তিন বার মক্কায় আগমন করিয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইয়াত করিয়াছেন। বাইয়াতকারী এই সমস্ত মানুষ অতিশয় একাগ্র, আবেগপূর্ণ ও মুসলিম ছিলেন। তাহারা নিজেদের হৃদ্যতা ও একাগ্রতার অতিশয় কার্যকর প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত মানুষের বাইয়াতের দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অর্থাৎ ইয়াসরাবেও, তাহারা সেই স্থানের বাসিন্দা ছিলেন এবং মক্কাতেও, তাহারা সেই স্থানে আগমন করিয়া বাইয়াত করিয়াছিলেন ঐ উভয় শহরে তাহাদের বাইয়াতের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আমরা পৃথক পৃথক ভাবে ঐ বিষয়ে পর্যালোচনা করিব।

১. ইয়াসরাবে আকাবার বাইয়াতের প্রতিক্রিয়া ঃ আকাবা নামক স্থানে প্রথম ৬ জন ইয়াসরাবের অধিবাসী বাইয়াত করেন, দ্বিতীয় বৎসর ১২ জন এবং তৃতীয় বৎসর ৭৫ জন। প্রতিবারের বাইয়াতকারীগণ ইয়াসরাব প্রত্যাবর্তন করিয়া সীমাহীন প্রচেষ্টা চালায় যে, যতটা সম্ভব অধিক হইতে অধিকতর মানুষকে তাবলীগ করিয়া ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দান করিতে হইবে। এবং যেমন আপনারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি তৃতীয়বার বাইয়াতের উদ্দেশ্যে ৭৫ জন মানুষ আগমন করিয়াছেন। ইঁহারা যখন বাইয়াত করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের তাবলীগী প্রয়াসকে দ্বিগুন এমন কি চতুর্গুন

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫৯-১৬৩।
২. সিয়ারুল আনসার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৩-৯৫।

www.pathagar.com

বৃদ্ধি করেন এবং অতি দ্রুততার সহিত প্রতিটি বৃদ্ধ ও বনিতাকে তাবলীগ করিতে শুরু করেন। ইহাতে তাহারা সন্তোষজনক সাফল্য লাভ করেন। এবং অতি শীঘ্র এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ইয়াসরাবে প্রতিমা পূজারী ও ইহুদীদের বিপরীতে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং তাঁহারা স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে তাবলীগী ও প্রচারনা কার্য সম্পাদন করিতে থাকেন। যে কোন বড় হইতে বড় প্রতিমা পূজারী বা ইহুদীকে তাহারা মোটেই ভয় করিতেন না। গৃহের পর গৃহ কবীলার পর কবীলা এবং বংশের পর বংশ মুসলিম হইতে থাকে। এবং সর্ব দিকে ইসলামের চর্চা ও আলোচনা হইতে থাকে।

তাবলীগ করন ও মুসলিম বানাইবার একটি বিরাট অভিনব ঘটনা ঃ এই সম্পর্কীয় একটি অভিনব ঘটনার কথা ইব্‌ন হিশাম বিবৃত করিয়াছেন। উহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে ঃ "যখন ইঁহারা (৭৫ জন) বাইয়াত করিয়া ইয়াসরাবে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহারা ইসলামকে সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে তুলিয়া ধরেন তখন আর তাহাদের জাতির যে সমস্ত বয়োবৃদ্ধ ও প্রধান বুযুর্গ তখন পর্যন্ত কুফরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদিগকে তাবলীগ করিয়া মুসলিম বানান তাহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন আমর বিন জামূহ। সে পূজা করিবার উদ্দেশ্যে কাঠের একটি প্রতিমা তৈয়ার করিয়া নিজ গৃহে রাখিয়া দিয়াছিল এবং উহার পূজা করিত। যখন তাহার গোত্র বনূ সালমার কতিপয় যুবক যেমন-মায়ায বিন আমর (রা) এবং মায়ায বিন জাবাল (রা) প্রমুখ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাঁহারা তাঁহার সহিত এমন আচরণ করেন যে, গভীর নিশিথে যখন আমর বিন জামূহ ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাঁহারা সেই প্রতিমা উঠাইয়া লইয়া যাইতেন এবং কোন ময়লার স্তূপের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া আসিতেন। প্রত্যুষে যখন আমর বিন জামূহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া প্রতিমা দেখিতে না পাইত তখন উহার তালাশে বাহির হইয়া পড়িত। ময়লার স্তূপ হইতে উহা উঠাইয়া আনিয়া উহাকে ধৌত করিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিত এবং সুগন্ধি মাখাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিত। প্রতিদিন এমন হইত এবং প্রতিদিনই তাহার খোদাকে নাপাক ময়লার স্তূপ হইতে উঠাইয়া আনিতে হইত। কিন্তু তাহার কর্তব্যে কোন পার্থক্য হইত না। কিন্তু কে এমন করিতেছে তাহারও খোজ পাইত না। কেননা, সেই ষড়যন্ত্র ও দুষ্টামীতে আমর জমূহ এর সেই সুপুত্র মায়ায (রা) অন্তর্ভূক্ত ও শরীক ছিল যিনি মক্কা গমন করিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্তে বাইয়াত করিয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে বিরক্ত হইয়া আমর জমূহ তাহার খোদার গলায় একটি নাঙ্গা তলোয়ার লটকাইয়া দিল ও উহাকে বলিল "আমি তো খোজ করিতে পারিলাম না যে, তোমার সাথে কে এমন বেয়াদবী করিতেছে। আজ যদি সে আসে তবে এই তলোয়ার দ্বারা তাহার গর্দান উড়াইয়া দিবে, যাহাতে এই নিত্য দিনের ঝগড়ার অবসান ঘটে এবং তুমি ও আমি উভয়েই নিষ্কৃতি পাইতে পারি।" যথারীতি রাত্রির শেষ প্রহরে, যখন তাঁহারা তলোয়ার খুলিয়া

www.pathagar.com

নিজেদের কাছে রাখিয়া দেন ও উহার গলায় একটি মৃত কুকুর বাধিয়া দিয়া প্রতিমাকে এমন একটি গর্তে ফেলিয়া দেন যেখানে মহল্লার মানুষ ময়লা ফেলিত। প্রত্যুষে আমর জমূহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া প্রতিমার প্রকোষ্ঠে গমন করে যে, ঐ ব্যক্তির লাশ প্রতিমার পদতলে লুটাইতেছে, যে প্রতিদিন উহাকে উঠাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পায় যে, প্রতিমা তলোয়ার সহ উধাও হইয়াছে। বাধ্য হইয়া আবার উহাকে তালাশ করিতে বাহির হয়। কিন্তু সেই স্থানে গমন করিয়া ময়লায় ভর্তি একটি গর্তে উহাকে এমনভাবে উল্টাইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায় যে, উহার গলায় একটি মরা কুকুর বাধা রহিয়াছে আর তলোয়ার উধাও হইয়াছে।

নিজের খোদার এমন "সম্মানজনক অবস্থা" দেখিতে পাইয়া আমর জমূহের চক্ষু খুলিয়া যায় ও সে চিন্তা করে যে, যেই মা'বুদ তলোয়ার থাকা সত্ত্বেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে নাই আর এমন একটি মরা কুকুরের সাথে অপবিত্র ময়লার মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার এতটুকু ক্ষমতাও নাই যে, সেই ময়লা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারে, সে কি করিয়া আমার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইবে। এই দিকে আমর জমূহের হৃদয়ে এই ধারণা চক্কর কাটিতেছিল আর প্রতিমা ময়লার মধ্যে উল্টাইয়া পড়িয়াছিল, এমনি সময়ে কতিপয় যুবক সেই স্থানে জমায়েত হয় (সম্ভবতঃ পূর্বেই পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিল) এবং আমর জমূহকে প্রতিমা পূজার অনিষ্টতা ও নিরর্থকতা বুঝাইতে ছিল। যেহেতু আমর জমূহের মনের মধ্যেও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ধারনার উদ্রেক হইয়াছিল কাজেই সেই সময়ের তাবলীগ তাহার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে। সে ভবিষ্যতে প্রতিমা পূজা হইতে তওবা করে এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এবং প্রতিমাকে সেই স্থানে ময়লার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসে।[১]

ইব্‌ন হিশাম লিখিতেছেন, "তাহার ইসলাম গ্রহণ খুবই সুন্দর ছিল এবং তিনি পথ ভ্রষ্টতা হইতে বাহির হইয়া হিদায়াতের মহা সড়কে চলার দরুন আল্লাহ্‌র দরবারে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।"[২]

ঐ ঘটনায় এই সত্যের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত হয় যে, সেই সময় মুসলিমদের ইয়াসরাবে যথেষ্ট শক্তি ও বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জিত হইয়াছিল। অপরপক্ষে ইয়াসরাবের মুশরিকরা অধিকতর দুর্বল ও অসমর্থ ছিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না। অন্যথায় এমন সাহসিকতা ও নির্ভরতার সহিত মুসলিমগণ কখনও প্রতিমাকে অপমান ও অপদস্ত করিতে পারিতেন না। আর করিলেও উহার জন্য নির্মম পরিণতি ভোগ করিতে হইত। লক্ষ্য করুন যে, মক্কী জীবনে কোন মুসলিমের এমন সাহস কখনও হয় নাই।

১ ও ২. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা ১৫৮।

www.pathagar.com

২. মক্কার কাফিরদের মধ্যে আকাবার বাইয়াতের প্রতিক্রিয়া ঃ যদিও আকাবার বাইয়াতকে সুকৌশলতাবশতঃ গোপন রাখা হইয়াছিল এবং এই ব্যাপারে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, মক্কার কাফিররা যেন ইহা অবহিত হইতে না পারে, কিন্তু তাহাদের লোকও পিছু লাগিয়াছিল, তাহাদের মাধ্যমে তাহারা ঐ সময়ই উহার সন্ধান লাভ করে। যেমন-ইব্ন কাছীর লিখিয়াছেন, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাবার ঘাটিতে ইয়াসরাববাসীদের বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছেন তখন এক ব্যক্তি, যে গোপনে সেই সমস্ত কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ করিতেছিল, পাহাড়ে দাঁড়াইয়া অতিশয় জোরে চিৎকার করিয়া এই কথা বলিয়াছিল যে, ওহে মক্কাবাসী! তোমরা কি জানিতে পারিয়াছ যে, মুহাম্মদ[১] ইয়াসরাববাসীদের নিকট হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেক মানুষ এই বিষয় বাইয়াত করিয়াছে ও তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।"[২] অতএব, ভোর হইতেই কোরাইশের বড় বড় সরদারেরা একত্রিত হইয়া ইয়াসরাববাসীদের অবস্থানস্থলে আগমন করে ও তাহাদের নিকট অভিযোগ করে যে, "আমরা শুনিতে পাইলাম যে, তোমরা আমাদের শত্রু মুহাম্মদকে এই স্থান হইতে বাহির করিয়া নিজেদের কাছে লইয়া যাইতে চাহিতেছ যাহাতে আমাদের বিরুদ্ধে একটি জঙ্গী মোর্চা প্রতিষ্ঠা করিতে পার, এবং এই কথার উপর নিশিথে তোমরা তাঁহার হস্তে বাইয়াত করিয়াছ। আল্লাহ্র শপথ! আরবের সমস্ত কবীলার মধ্যে কাহারও সহিত লড়িতে আমাদের এতখানি অনুশোচনা হইবে না যতখানি তোমাদের বেলায় হইবে।"[৩] অল্প কথার পরেই তখনকার মতো কথা শেষ হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদের কাফিলা যাত্রা করিবার পরেই অনুসন্ধান করিয়া কোরাইশ জানিতে পারে যে, সংবাদ সঠিক ছিল। উহার প্রতিক্রিয়া এইরূপ, তাহাদের পেরেশানী ও বিচলতাবস্থা বৃদ্ধি পায়। তাহারা এমন ধারনা করে যে, ইহা তো খুবই মন্দ হইল। এখন সম্ভবতঃ অতি শীঘ্র মুহাম্মদ (সা) এই স্থান ত্যাগ করিয়া ইয়াসরাবে চলিয়া যাইবে তৎক্ষণাৎ ঊস ও খাযরজ কবীলাকে লইয়া মক্কার উপর আক্রমন করিয়া বসিবে, যদ্দরুন আমরা কঠিন বিপদ ও সংকটে আপতিত হইব। কাজেই এমন কোন তদবীর করিতে হইবে যে, এই সংকট হইতে পরিত্রান পাইতে পারি। কিন্তু যাহা কিছুই করনা কেন তড়িতে করিতে হইবে। যদি মুহাম্মদ (সা) এই স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহার শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে পৌছিয়া যাইতে পারে, তবে আমাদের প্রচেষ্টায় আর কিছু হইবার নহে। সেমতাবস্থায় আমাদের ধ্বংস ও নির্মূলতা অনিবার্য ও নিশ্চিত।

১. মক্কাবাসীরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবর্তে মুযাম্মাম বলিত। অর্থাৎ এমন মানুষ যাহার দুর্নাম করে ও মন্দ বলে।

২. তারীখু ইব্ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫।

৩. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা ১৫৭।

www.pathagar.com

মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে কোরাইশের বিরাট জলসা ঃ ইহার পরিপ্রেক্ষিতে দারুন্ নদওয়াতে তাৎক্ষণিকভাবে তাহাদের এক বিরাট পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে কোরাইশের প্রায় ১০০ জন নেতা ও সর্দারের সমাবেশ হইয়াছিল এই নতুন সংকটের সমাধান করিবার চিন্তা ভাবনা ও নতুন বিপদকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে। ইব্নু হিশামের ভাষা এই "যখন কোরাইশ লক্ষ্য করিল যে, মুসলিমেরা এমন একটি শান্তির স্থান (ইয়াসরাব) লাভ করিয়াছে যেই স্থানে তাহারা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছে এবং রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সত্বর ঐ স্থানে চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন তখন তাহারা দ্বিধান্বিত ও চিন্তাক্লিষ্ট হয় এবং তাহারা চিন্তা করে যে, মুসলিমদের শক্তি একত্রিত হওয়াই আমাদের ধ্বংস ও নির্মূলতার প্রারম্ভ। অতএব, তাহারা এহেন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পারস্পরিক পরামর্শের উদ্দেশ্যে কোসাই বিন কিলাবের গৃহে, যাহাকে দারুন নদওয়া বলা হইত এক বিরাট জলসা অনুষ্ঠিত করে। (ইব্নু হিশাম সেই পরামর্শ সভায় যোগদানকারী কোরাইশ সদরদারদের মধ্যে কতিপয়ের নামও উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

জলসায় রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ ঃ মজলিসে যখন এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয় তখন কেহ কেহ এই মত দেয় যে, মুহাম্মদ (সা)-কে রজ্জুতে বাধিয়া একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হউক। এবং আমৃত্যু তাহাকে নযরবন্দী রাখা উচিৎ। কেহ কেহ বলে যে, তাঁহাকে এই স্থান হইতে বহিষ্কার করা উচিৎ, সে যেথায় ইচ্ছা তথায় যাউক, আমাদের শিরোপরি হইতে বিপদ বিদূরিত হউক। কিন্তু সকলের মতের বিপরীতে আবূ জাহেল এই পরামর্শ দেয় যে, কোরাইশের সকল কবীলা হইতে একজন করিয়া বীর পুরুষকে মনোনীত করা হউক। ইহারা সকলে মিলিয়া উলঙ্গ তরবারী লইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর গৃহ অবরোধ করিয়া রাখিবে। আর সে যখন বাহিরে আসিবে তখন সকল বীর এক সঙ্গে তাঁহার উপর আক্রমন চালাইবে। এই ভাবে সকল কবীলার উপর মুহাম্মদ (সা)-এর হত্যার দায়িত্ব বন্টিত হইবে এবং প্রতিটি কবীলা সরাসরিভাবে সেই হত্যাকাণ্ডে শামিল হইয়া যাইবে। সহজ কথা যে, তাঁহার কবীলা ওয়ালাগণ (বনূ হাশিম) মুহাম্মদ (সা)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহনার্থে কোরাইশের সকল কবীলার সহিত এক সাথে মুকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে না। তখন বাধ্য হইয়া রক্ত বিনিময় গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করিবে। আমরা আনন্দ চিত্তে সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা পরিশোধ করিয়া দিব। এই ভাবে এই আপদ সহজেই দূর হইয়া যাইবে।

মুহাম্মদ (সা)-এর হত্যার পরে তাঁহার অনুসারী ও অনুগামীদের এমন সাহস হইবে না যে, তাহারা লোকের দ্বীন বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইবে। কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই এই আন্দোলন নির্মূল হইয়া যাইবে।"

---

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা ১৬৯ ও ১৭০।

www.pathagar.com

কোরাইশদের মহানবী (সা)-কে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাসূল (সা)-এর হিজরত ঃ সমবেত সকলেই আবূ জাহেলের এই প্রস্তাবকে পছন্দ করিল এবং উহা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কোরাইশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বীরগণ তরবারী উন্মুক্ত করিয়া রাসূল (সা)-এর গৃহকে অবরোধ করিয়া ফেলে। ঐ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দান করিলেন যে, তুমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। অতএব, রাসূল (সা) হযরত আলী মুরতাযাকে (রা) নিজের বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়া নিশির অন্ধকারে গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসা এবং তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করা সম্পর্কে তাহারা বিন্দুমাত্র অবহিত হইতে পারে নাই। রাসূল (সা) তিন দিন সওর গুহায় অবস্থান করিয়া হযরত আবূ বকর (রা) সমভিব্যহারে ইয়াসরাব যাত্রা করেন ও সুস্থ্যভাবে কুশলে ঐ স্থানে পৌঁছিয়া যান। ঐ দিন হইতেই সেই শহরের নাম ইয়াসরাব হইতে "মদীনাতুন্ নবী" (নবীর শহর) এ পরিণত হয় পরবর্তীতে শুধুমাত্র মদীনায় রূপান্তরিত হয়।

চলিয়া যাওয়ার সময়ও রাসূল (সা) তাঁহার দিয়ানত, আমানত ও তাঁহার উত্তম চরিত্রের এমনই নযীর বিহীন উদাহরণ মক্কার কোরাইশকে প্রদর্শন করিয়া যান যে, উহার অধিক আর কিছু করা সম্ভব নহে। অর্থাৎ তাঁহাকে অতিশয় মন্দ বলা ও মন্দ ভাবিবার পরেও সমস্ত কোরাইশ তাঁহারই নিকট তাহাদের টাকা পয়সা আমানত স্বরূপ গচ্ছিত রাখিত। বিশ্ব হাদী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী মুরতাযাকে (রা) এই জন্য হিজরতের সাথী করেন নাই যে, আমি চলিয়া যাওয়ার পরে আমার নিকট গচ্ছিত সমস্ত আমানতের মাল প্রত্যেক মালিককে ফিরাইয়া দিবেন।

রাসূল (সা)-এর ইয়াসরাব তশরীফ লইয়া যাওয়ার পরে ইসলাম এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। এইখান হইতে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

আরবের কবীলাসমূহে ইসলাম প্রচারের পর্যালোচনা

(হিজরতের পূর্বকালে)

রাসূল (সা)-এর মক্কী জীবনে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস বর্ণনা করিবার পরে ইহা আবশ্যকীয় মনে করিতেছি যে, ১৩ বৎসরের সুদীর্ঘ সময়ে বিরামহীন অব্যাহতি ধারায় ইসলামের তাবলীগ ও সত্যের ডাকের যে প্রয়াস প্রচেষ্টা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চালাইয়াছেন, উহাতে হিজরত পূর্ব আরবের কোন্ কোন্ কবীলা প্রভাবান্বিত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত কবীলার মধ্য হইতে কোন্ কোন্ আসহাবের প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে গ্রহণ ও রাসূল (সা)-এর রিসালাতকে গ্রহণ করিবার তওফীক হইয়াছিল?

নিম্নে আমরা আরবের ঐ সমস্ত কবীলার বিস্তারিত বর্ণনা বিবৃত করিতেছি যাহাদের মধ্যে এই ১৩ বৎসর ইসলামের প্রচার হইয়াছে। এবং ঐ সমস্ত কবীলার মধ্য হইতে যে সমস্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সু-প্রকৃতির লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কবীলার সাথে সাথে তাহাদের নামও লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহারাই ছিলেন ঐ সমস্ত ঈমানে সাদিক ও ইয়াকীনে কামিল মহোদয়গণ যাহারা সত্য ও সততাকে স্বীকার করিতে ও পূত পবিত্র নবী (সা)-এর আওয়াজে লাব্বাইক (হাজিরা দেওয়া) বলিবার দরুন মক্কার কাফির ও কোরাইশের সর্দারদের হস্তে কঠিন হইতে কঠিনতরভাবে নিগৃহিত ও নিপীড়িত হইয়াছেন। কয়েদ-বন্দী এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। সম্পদ, আসবাবপত্র, নগদ ও দ্রব্য, গৃহ ও সম্পত্তি ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। স্ত্রী ও সন্তান, পরিবার ও পরিজন এবং আত্মীয় ও স্বজন হইতে পৃথক হইয়াছেন। অবশেষে অসহায়, অক্ষম, অসমর্থ ও অপারগ অবস্থায় দেশ ত্যাগ করিয়া কখনও ইথুপিয়ার ন্যায় সুদীর্ঘ পথের সফর গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কখনও ইয়াসরাবের ন্যায় পাথুরে পথ অতিক্রম করিয়াছেন এবং হাজার হাজার আপদ বিপদ সহ্য করিয়া নিজেদের ঈমান, নিজেদের সত্যপ্রিয়তা ও নিজেদের হৃদ্যতার পরিচয় পেশ করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে "রাযিয়াল্লাহু আনহু" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

কবীলাসমূহ ও তন্মধ্যকার ইসলামগ্রহণকারী মহোদয়গণের নামের তালিকা এই ঃ

১. বনূ হাশিম হইতে ঃ হযরত আলী বিন আবী তালিব, হযরত জাফর বিন আবী তালিব, হযরত হাম্‌যা বিন আবদিল মুত্তালিব (রা)।

www.pathagar.com

২. বনূ হাশিমের মাওয়ালী (দাস দাসী) ঃ হযরত আনিসা– রাসূল (সা)-এর দাসী, হযরত আবূ কাবশা, হযরত যায়িদ বিন হারিসা (রা)।

৩. বনূ আবদিল মুত্তালিব ঃ হযরত উবায়দ বিন হারিস, হযরত তোফাইল বিন হারিস (রা)।

৪. বনূ আবদিল মুত্তালিবের মিত্র গোত্র ঃ হযরত আবূ মুরসিদ গানভী, হযরত মুরসিদ বিন আবী মুরসিদ (রা)।

৫. বনূ আবদি শামস ঃ হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত খালিদ বিন সায়ীদ (রা)।

৬. বনূ আবদি শামসের মিত্র গোত্র ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহশ, হযরত আবূ আহমাদ বিন জাহশ, হযরত উক্কাশা বিন মহসিন, হযরত সুজা বিন ওবিব, হযরত আক্কাস বিন ওবিব (রা)।

৭. বনূ নওফিলের মিত্র গোত্র ঃ হযরত উত্বা বিন গাযওয়ান (রা)

৮. বনূ আসাদ বিন আবদিল উয্যা ঃ হযরত যুবাইর বিন আওয়াম, হযরত সায়ীদ বিন আবদি কীস, হযরত খালিদ বিন হায্যাম, হযরত আসওয়াদ বিন নওফেল, হযরত আমর বিন উমাইয়া (রা), হযরত ইয়াযীদ বিন জাময়া (রা)।

৯. বনূ আসাদের মিত্র গোত্র ঃ হযরত হাতিব বিন আবী বালতায়া (রা)।

১০. বনূ আবদিদ্ দার ঃ হযরত তোলাইব বিন উমাইর, হযরত আবুর রউম বিন উমাইর, হযরত ফার্রাস বিন নযর, হযরত মাসয়াব বিন উমাইর, হযরত জাহম বিন কীস (রা)।

১১. বনূ আবদিদ্ দারের মিত্র গোত্র ঃ হযরত আবূ ফুকাইহা (রা)।

১২. বনূ যোহরা বিন কিলাব ঃ হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্কাস, হযরত তোলাইব বিন আযহার, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আল আসফার, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন শিহাব, হযরত আমের বিন আবী ওয়াক্কাস, হযরত মুত্তালিব বিন আযহার (রা)।

১৩. বনূ যোহরার মিত্র গোত্র হইতে ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত মিকদাদ বিন আমর, হযরত উতবা বিন মাসউদ, হযরত শরজীল বিন হাসানা (রা)।

১৪. বনূ তাইম বিন মাররাহ হইতে ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্, হযরত আমের বিন ফোহাইরা (হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের খাদিম), হযরত হারিস বিন খালিদ, হযরত আমর বিন উসমান (রা)।

১৫. বনূ মখযূম বিন ইয়াকযা হইতে ঃ হযরত আবূ সালমা বিন আবদিল আসাদ, হযরত আরকাম বিন আবী আরকাম, হযরত শাম্মাস বিন উসমান, হযরত সালমা বিন হিশাম, হযরত হাশিম বিন আবী হোযাইকা, হযরত হুব্বার বিন সুফিয়ান, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সুফিয়ান (রা)।

www.pathagar.com

১৬. বনূ মখযূমের মিত্র গোত্র হইতে ঃ হযরত আম্মার বিন ইয়াসির, হযরত মা'তাব বিন আউফ (রা)।

১৭. বনূ আদী হইতে ঃ হযরত উমর ফারূক বিন খাত্তাব, হযরত যায়িদ বিন খাত্তাব, হযরত সায়ীদ বিন যায়িদ, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর ফারূক, হযরত আমর বিন সুরাকা, হযরত নি'মান্ নুজাম বিন আবদিল্লাহ, হযরত মুয়াম্মার বিন আবদিল্লাহ্, হযরত আদী বিন নাযলা, হযরত উরওয়া বিন আবী আসাসা, হযরত মসঊদ বিন সুয়াইদ, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সুরাকা (রা)।

১৮. বনূ আদীর মিত্র গোত্র হইতে ঃ হযরত আমের বিন রবীয়া, হযরত আকিল বিন রবীয়া, হযরত আইয়াস বিন রবীয়া, হযরত খালিদ বিন রবীয়া, হযরত খাওলা বিন আবী খাওলা, হযরত মাহাজ বিন সালেহ (হযরত উমর ফারূকের দাস) (রা)।

১৯. বনূ সাহম হইতে ঃ হযরত খোনাইস বিন হোযাফা, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হোযাফা, হযরত হিশাম বিন আস, হযরত আবূ কীস বিন হারিস, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হারিস, হযরত সায়িব বিন হারিস, হযরত হুজ্জাজ বিন হারিস, হযরত তামীম বিন হারিস, হযরত সায়ীদ বিন হারিস, হযরত সায়ীদ বিন আমর (রা)।

২০. বনূ জামাহ্ বিন আমর হইতে ঃ হযরত উসমান বিন মযউন, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মযউন, হযরত কাদামা বিন মযউন, হযরত সায়িব বিন উসমান, হযরত মুয়াম্মার বিন হারিস, হযরত খাত্তাব বিন হারিস, হযরত সুফিয়ান বিন মুয়াম্মার, হযরত খালিদ বিন সুফিয়ান, হযরত জানাদা বিন সুফিয়ান, হযরত মুবাইহা বিন উসমান (রা)।

২১. বনূ আমের বিন লুয়াই হইতে ঃ হযরত আবূ সুবরা বিন আবী রিহম, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাখযামা, হযরত হাতিব বিন আমর, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সুহাইল, হযরত উমাইর বিন আউফ, হযরত ওহাব বিন সায়াদ, হযরত সুলাইত বিন আমর, হযরত সুকরান বিন আমর, হযরত মালিক বিন জাময়া (রা)।

২২. বনূ ফাহর বিন মালিক হইতে ঃ হযরত উবাইদা বিন জাররাহ, হযরত সুহাইল বিন বাইযা, হযরত মুয়াম্মার বিন আবী সুরাহ, হযরত আইয়ায বিন যোহাইর, হযরত আমর বিন হারিস, হযরত উসমান বিন আবদি গানাম (রা)।

২৩. বনূ সায়াদের মিত্র গোত্র হইতে ঃ হযরত মাহমিয়া বিন জাযা' (রা)।

২৪. দূস কবীলা হইতে ঃ তোফাইল বিন আমর দোসী-কবীলা প্রধান, হযরত মুয়াইকীব (রা)।

ইহাই ছিল সেই সমস্ত সাহাবা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত তালিকা যাহারা মহানবী (সা)-এর মক্কী জীবনে ঈমান আনিয়াছিলেন এবং যাঁহারা পরবর্তীতে ইথুপিয়া ও ইয়াসরাবের দিকে হিজরতের ধারা মক্কা বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। অতঃপর ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

নবী (সা) যুগে ইসলামের প্রচারকবৃন্দ

(মক্কী জীবনে)

রাসূল (সা) প্রচার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে যতটুকু সম্ভব হইয়াছে নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তান, পিতা-মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। তন্মধ্যকার অধিকাংশ জনই সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কিন্তু রাসূল (সা)-এর আহ্বান ও তাবলীগক্রমে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জনকারী কতিপয় এমন যোগ্য ও কর্তব্যপরায়ন লোক ছিলেন যাহারা ইসলাম গ্রহণের পরে সাধারণভাবে তাবলীগ করিতে শুরু করিয়াছেন এবং সত্যের প্রতি আহবান জ্ঞাপনের যেই দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর উপর বর্তাইয়াছিলেন, তাহারা মনে করিলেন যে, সেই দায়িত্ব আমাদের উপরও তেমনিভাবে প্রযোজ্য যেমন প্রযোজ্য আমাদের হাদী ও পথ প্রদর্শকের উপর। এই মনে করিয়া তাহারা ইসলামের তাবলীগ করিতে কোন কিছু করিতেই বাকী রাখেন নাই। না তাহারা বিরুদ্ধবাদীদেরকে ভয় করিয়াছেন, না বিরোধিতায় বিচলিত হইয়াছেন, না নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে কখনও আলস্য করিয়াছেন। বরং পরিপূর্ণ একাগ্রতা, পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ ও পরিপূর্ণ আগ্রহের সহিত সর্বক্ষণ ইসলাম প্রচার করিতেন এবং আল্লাহ্র বান্দাহদের নিকট আল্লাহ্র সেই বাণী পৌঁছাইতে থাকেন যাহা তাঁহারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে লাভ করিয়াছিলেন।

এই মহান ব্যক্তিবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ছিলেন ঐ সমস্ত আসহাব যাহাদের তবলীগের প্রতি অতিশয় আগ্রহ ছিল এবং তাহারা বাহিরের কোন আন্দোলন ছাড়াই নিজ নিজ পদ্ধতিতে সত্য প্রচারে লিপ্ত ছিলেন এবং জনসাধারণকে তাহাদের পিতা পিতামহের প্রতিমা পূজা হইতে নিবৃত্ত রাখিতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আসহাব ছিলেন তাঁহারা, যাহাদিগকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কার্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সাধারণ মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিবেন ও ইসলামের তাবলীগ করিবেন।

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস ঐ বুযুর্গগণের তাবলীগী কার্যক্রমের আলোচনা ব্যতিরেকে কখনও পরিপূর্ণ হইতে পারে না। অতএব, আমরা ঐ উভয় পর্যায়ের বুযুর্গগণের মধ্যকার কতকের তাবলীগী অবস্থা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি, যাহাতে

www.pathagar.com

মাননীয় পাঠক অনুধাবন করিতে পারেন যে, সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাবলীগ করিতে যাইয়া কোন কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের তবলীগের পদ্ধতিই বা কি ছিল। এই ভাবে রাসূল (সা)-এর মক্কী জীবনের ইসলাম প্রচারক বৃন্দের প্রচারকার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে।

এই পর্যায়ের হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত জাফর তাইয়ার (রা)-এর ইসলাম প্রচার মূলক কার্যক্রমের কথা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই উহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। এখন আমরা নিম্নে বর্ণিত আসহাবের তাবলীগী ও প্রচারণী প্রয়াসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিবৃত করিব।

১. আবূ যর গিফারী (রা) ২. হযরত তোফাইল বিন আমর দৌসী (রা) ৩. হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা) ও ৪. হযরত মাসয়াব বিন উমাইর (রা)।

১. হযরত আবু যর গিফারী (রা)

তাঁহার নাম জানদাব, কুনিয়ত আবূ যর উপাধী "মসীহুল ইসলাম"। ইসলামের অতি প্রাচীন কালের সাহাবী। প্রথম দিকে গিফার কবীলার বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের নাম শুনিতে পাইয়া অনুসন্ধানের মানসে মক্কায় আগমন করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার মুসলিম হওয়ার ঘটনা আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করিবার পরে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে নির্দেশ দান করিলেন যে, নিজ কবীলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় ইসলামের তাবলীগ কর। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তোমার মাধ্যমে তোমার গোত্রীয় লোকদিগকে ইসলামে সম্পদ দান করিতে পারেন। তিনি প্রথমে তাহার দুই ভ্রাতা আনীস ও উমনাকে তাবলীগ করেন এবং তাঁহারা তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর তিনজনে একত্রে কবীলায় গমন করেন এবং আবেগ ও দৃঢ়তার সহিত গিফারীদের মধ্যে তাবলীগ করিতে থাকেন। তাঁহাদের তাবলীগ ও ওয়ায নসীহতে তাঁহাদের কবীলাবাসীদের উপর এমনই প্রভাব বিস্তারিত হয় যে, অল্প দিনের মধ্যেই কবীলার অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন ও অবশিষ্ট অর্ধেক লোক হিজরতের পরে ঈমান আনেন।

২. তোফাইল বিন আমর দৌসী (রা)

ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি নবী (সা)-এর খিদমতে নিবেদন করিলেন যে, ইয়া হুযূর! আমি দৌস কবীলার রয়ীস ও নিজ কবীলার বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমি চাই যে, যেই রূহানী নিয়ামত আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন, আমার জাতিও উহাতে যথাযথ অংশীদার হউক। অতএব আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ জাতিকে তাবলীগ করি ও ইসলামের আহ্বান জানাই।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহাকে কুরআনের অনেক আয়াত শিক্ষা দেন এবং তওহীদ ও রিসালাতের মূলনীতিগুলি তাহাকে বুঝাইয়া দেন।

হযরত তোফাইল (রা) যখন মক্কা হইতে রওনা হইয়া নিজ কবীলায় পৌছেন তখন সর্ব প্রথম তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। হযরত তোফাইল (রা) তাহাকে তাবলীগ করিবার নিমিত্ত এই পন্থা অবলম্বন করেন যে, তাহাকে বলেন "এখন আর আপনার ও আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক বিদ্যমান নাই। না আমি আপনার সন্তান, না আপনি আমার পিতা هذا فراق بيني وبينك। (ইহাই আমার ও তোমার মধ্যে ব্যবধান)। পিতা বিচলিত হইয়া বলেন যে, " বৎস! কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, আজ তুমি কেমন অসংলগ্ন কথা বলিতেছে।" হযরত তোফাইল (রা) উত্তর দেন " অসংলগ্ন কথা নহে", আমি যাহা বলিতেছি ঠিকই বলিতেছি। আমি মক্কা গমন করিয়াছিলাম। ঐখানে আল্লাহ্ একজন নবী প্রেরণ করিয়াছেন যিনি ভাল কথার নির্দেশ দান করেন ও মন্দ কথা হইতে নিবৃত্ত রাখেন। প্রতিমা পূজা করিতে নিষেধ করেন ও এক আল্লাহ্র পূজার প্রশিক্ষণ দান করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রতিমা নিরেটই পাথর। ইহাতে কোন কিছু করার ক্ষমতা নাই। তাহার প্রতি আসমান হইতে যেই কালাম নাযিল হয় উহা এমনই প্রশান্তিময় এবং এমনই বিশুদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের যে, আমি আজি পর্যন্ত কোন কবির, তিনি যত বড়ই হউক না কেন, কালামে ইহার চাইতে অধিক উচ্চাঙ্গের ও প্রা ল কালাম শ্রবণ করি নাই। আমি তাঁহার নিকট প্রতিমা পূজা করা হইতে তওবা করিয়াছি, আল্লাহ্কে এক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি ও তাঁহার নবুয়্যতকে সমর্থন করিয়াছি। এখন পরিষ্কার কথা হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনিও উহাতে ঈমান না আনিবেন ঐ সময় পর্যন্ত আমি আপনার সহিত কোন সম্পর্ক রক্ষা করিব না।

পিতা এহেন কথা শ্রবণ করিয়া বলেন, তোফাইল (রা)! তুই সমস্ত জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি। তুই যেই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস, চিন্তা ভাবনা করিয়াই করিয়াছিস। কাজেই আমিও তোর সহিত সেই নবীর প্রতি ঈমান আনিতেছি ও আজ হইতে প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিতেছি।

পিতার নিকট হইতে অবসর হইয়া স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ দেন ও তাহাকেও সেই কথাই বলেন, যাহা পিতাকে বলিয়াছিলেন। সেও ঐ রূপ উত্তর দেয়, যেরূপ দিয়াছিলেন শ্বশুর। অতপর তাহার স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করে।

এখন দ্বিতীয় পর্যায় ছিল জাতিকে তাবলীগ করা। তাহাতে অনেক প্রয়াস পান, মানুষকে বুঝান, কিন্তু কেহই মনোযোগ দিলনা। তিনি অতিশয় মনক্ষুণ্ন হইয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রত্যাগমন করেন ও জাতি সম্বন্ধে নালিশ পেশ করেন। রাসূল (সা) দোয়া করেন "ইয়া ইলাহী! দৌসকে হিদায়াত দান কর এবং তাহাদের প্রতি রহমত নাযিল কর।" অতঃপর ইরশাদ করেন তোফাইল! স্বজাতির নিকট প্রত্যাবর্তন কর এবং বিনম্রভাবে ও প্রীতির সহিত তাহাদিগকে আল্লাহ্র বাণী শোনাও। ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই ইহার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হইবে।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত তোফাইল (রা) যখন জাতিকে তাবলীগ করেন তখন রাসূল (সা)-এর দোয়ার বরকতে উহাতে বিশেষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় এবং জাতির অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

ইত্যবসরে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করিয়া ইয়াসরাবে তশরীফ আনেন। যদ্দরুন কোরাইশ তাৎক্ষণিকভাবে অবিরত যুদ্ধ ধারা শুরু করিয়া দেয়। কিন্তু হযরত তোফাইল (রা) অবিরাম নিজ জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার চালাইয়া যাইতে থাকেন। সেমতাবস্থায় বদর, উহুদ, ও পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যখন রাসূল (সা) খয়বরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন হযরত তোফাইল (রা) দৌসের পঞ্চাশটি পরিবারকে সঙ্গে লইয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হন।[১] ইহারাই হযরত তোফাইল (রা)-এর তাবলীগ ক্রমে মুসলিম হইয়াছিলেন।

হযরত তোফাইল (রা) ও তাঁহার সঙ্গীগণ মক্কা বিজয় পর্যন্ত মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। উহার পরে অনুমতি গ্রহণ করিয়া নিজ কবীলায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অতঃপর তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইবার তাঁহাদের তাবলীগে বিরাট সাফল্য লাভ হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে দৌসের চারিশত লোক হযরত তোফাইলের (রা) নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হযরত তোফাইল (রা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তায়িফের জিহাদে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হন এবং উহার পরে রাসূল (সা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত রাসূল (সা)-এর কদম মুবারকে হাযির থাকেন।[২]

৩. হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা)

তিনি ছিলেন ইয়ামনের অধিবাসী এবং তথাকার আশয়ার কবীলার লোক। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নবী ও রাসূল হইবার দাবী করিতেছে, তখনই অনুসন্ধানের মানসে উঠিয়া পড়েন ও মক্কায় পৌছেন এবং রাসূল (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিতে পারেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ইয়ামনে অত্যুৎসাহী মুয়াল্লিমে পরিণত হন। নিজ কবীলার প্রতিটি গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি প্রতিটি মানুষকে ইসলামের বাণী পৌছান এবং অবিরাম ভাবে এহেন সুকর্মে নিয়োজিত থাকেন।

---

১. ইব্ন সায়াদের বর্ণনা হইল যে, ৭০ বা ৮০ জন মানুষ ছিল। তন্মধ্যে হযরত আবূ হোরাইরা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আয ইযারদ দৌসী (রা)ও ছিলেন। এবং ইহারা খায়বরে গমন করিয়া মহান হযরত (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাবকাতু কবীর ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১।

২. মুহাজিরীন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯, ২৩৪।

www.pathagar.com

এমনকি দীর্ঘ দিনের তবলীগের ফলশ্রুতিতে ১ জন ২ জন করিয়া তাঁহার কবীলার পঞ্চাশ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হইবার উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেন। কিন্তু ইহারা যে জাহাজ যোগে যাত্রা করিয়াছিলেন উহা সামুদ্রিক ঝড় ও প্রতিকূলতার দরুন হিজাযের পরিবর্তে ইথুপিয়া পৌঁছিয়া যায়। ঐ স্থানে অপরাপর মুহাজিরীনকে সঙ্গে লইয়া হযরত জাফর তাইয়্যার (রা) পূর্ব হইতেই অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত জা'ফর (রা) যখন নিজের সঙ্গীগণ ও সমভিব্যহারে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে যাত্রা করিতে থাকেন তখন তাঁহারাও তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়া আসেন এবং ঠিক সেই সময় মদীনায় পৌঁছেন যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর জয় করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। রাসূল (সা) স্নেহ পরবশে তাহাকে ও তাহার সকল সঙ্গীকেও খায়বরের গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন।[১]

৪. হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমাইর

হযরত মসয়াব (রা) দীর্ঘদিন ইথুপিয়ায় অবস্থানের পরে যখন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে নির্দেশ দান করেন যে, ইয়াসরাবের মুসলিমদিগের সংগঠিত করণ, তাহাদিগকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও তথাকার অমুসলিমদের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছানো এবং সেখানে সার্বজনীনভাবে ইসলামের তাবলীগ করিবার উদ্দেশ্যে ইয়াসরাব চলিয়া যাও। তখন এই আদেশের দাস এবং ত্যাগ তিতিক্ষা ও আন্তরিকতার প্রতিমূর্তি বিনা ওযর আপত্তিতে ও কোন প্রকারের দ্বিধা সংকোচ ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইয়াসরাব অভিমুখে যাত্রা করেন।

ইয়াসরাবে পৌঁছিয়া যেমন তিনি ইয়াসরাবের মুসলিমদের জন্য প্রশিক্ষণের উত্তম ব্যবস্থা করেন, জুমার নামায প্রতিষ্ঠা করেন, সমস্ত মুসলিমের জন্য কুরআন শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন তেমনি তথায় আউস ও খাযরাজের মধ্যে অতি দ্রুত মনোনিবেশ সহকারে সত্যের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের কার্য আরম্ভ করিয়া দেন। হযরত আসয়াদ বিন যারারাহ (রা)-এর গৃহ ছিল তাহার "প্রচার ভবন"। ঐ স্থানেই তিনি নব দীক্ষিত মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং ঐ স্থানেই অমুসলিমদেরকে ডাকিয়া আনিয়া ইসলামের তাবলীগ করিতেন। এতদ্ভিন্ন যখনই কোন সুযোগ পাইতেন তখনই আউস ও খাযরাজের মহল্লায় ও গৃহে গৃহে চক্কর কাটিতেন এবং মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইতেন।

যখন হযরত মাসয়াবের (রা) ওয়ায, উপদেশ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ধারাবাহিকতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং ইয়াসরাবের প্রতিটি অলি গলিতে রাসূল

১. সীয়ারুল মুহাজিরীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯১, আসাদুল গাবা ও বুখারীর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

(সা) সম্পর্কে সু আলোচনা হইতে থাকে তখন উহা আউস খাযরাজের ঐ সমস্ত সর্দার ও বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যাহারা এখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নাই অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠে। তাহারা প্রচার ও তাবলীগের সেই ধারাকে বল প্রয়োগ ও উৎপীড়ন নিপীড়নের মাধ্যমে বাধা প্রদান করিতে থাকে। কাজেই আবদুল আশহাল কবীলার সর্দার সায়াদ বিন মায়ায তাহার বিশিষ্ট বন্ধু উসাইদ বিন হোযাইরকে বলে এখন মুসলিমদের তাবলীগী কার্যকলাপ মধ্য পন্থার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা আমাদের সরল প্রাণ যুবকগণকে নিজেদের পিতা পিতামহের মাযহাব সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ করিয়া মুহাম্মদের (সা) তৈরী নতুন দ্বীনে দীক্ষিত করিতে চাহিতেছে। মুহাম্মদ (সা) এই স্থানেও তাঁহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, যাহারা দিবা রাত্রি এই কাজ চালাইয়া যাইতেছে এবং আমাদের যুবকগণকে ফুসলাইতেছে। মক্কা হইতে আগত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিনিধি মাসয়াব বিন উমাইর (রা)-কে আসয়াদ বিন যরারাহ (রা) নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। সে নিজেও পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং মাসয়াব (রা)-এর মাধ্যমে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করাইতেছে। যেহেতু আবূ উমামা [আসয়াদ বিন যারারাহ (রা)] হইল আমার খালাত ভাই সেই হেতু আমি তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু আবূ উমামা (রা) এহেন চক্ষু লজ্জা হইতে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। তুমি যাও এবং মাসয়াব (রা)-কে এই স্থান হইতে বাহির করিয়া দাও। এই ভয়ঙ্কর লোকটি যদি এই স্থানে থাকিয়া যায় তবে একদিন তুমি দেখিয়া লইও যে, আউস ও খায্‌রাজের এক জন মানুষও তদীয় পিতৃধর্মে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না, সকলেই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীতে পরিণত হইবে। অতএব, তুমি যাও এবং বলপূর্বক এই কলহপ্রিয় মানুষটিকে এই স্থান হইতে বাহির করিয়া দাও।

সায়াদ বিন মায়াযের কথায় উসাইদ বিন হোযাইরেরও খুবই ক্রোধ হয়। সে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মাসয়াব (রা)-এর নিকট পৌছে (তিনি সেই সময় আসয়াদ বিন যারারা (রা)-এর সঙ্গে একটি বাগানে বসিয়া ছিলেন)। উসাইদকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া আসয়াদ (রা) মাসয়াব (রা)-কে বলিলেন "উসাইদ বিন হোযাইর আমাদের জাতির সর্দার, সে আমাদের দিকে আসিতেছে। তাহাকে অবশ্যই তাবলীগ করিবে।" ইত্যবসরে উসাইদ সেই স্থানে পৌছে ও খুবই রুক্ষস্বরে মাসয়াব (রা)-কে বলিল, তোমাকে এই স্থানে কে ডাকাইয়াছে? তুমি আমাদের যুবকদের মস্তিষ্ক বিগড়াইতেছ এবং তোমার চাতুর্যপূর্ণ কথা দ্বারা তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতেছ। এহেন কলহপূর্ণ কথা ঠিক নহে। যদি নিজের জীবনের কুশল চাও তবে শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ কর আর কখনও এই স্থানে আগমন করিবে না। আমাদের জন্য তোমার ও তোমার তবলীগের কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার নতুন দ্বীন সম্পর্কে কোন আগ্রহই আমাদের নাই। অতএব, কুশল ইহাতে নিহিত যে, শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।

www.pathagar.com

এই সমস্ত গোস্বা ও ক্রোধপূর্ণ উক্তি শোনার পরও মাসয়াব (রা) অতি কোমল ও বিনম্রভাবে বলিলেন, ওহে জাতির মর্যাদাবান সর্দার! আমি আপনার বক্তব্য শুনিলাম। এখন আপনি একটুখানি তশরীফ রাখুন এবং আমারও দুই একটি কথা শ্রবণ করুন। ঐ কথা যদি আপনার মনপুত হয় তবে মানিয়া লইবেন অন্যথায় আপনার যেমন অভিরুচি হইবে করিবেন।

উসাইদ মাসয়াবের (রা) এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন-"তুমি এই কথাটি ইনসাফ ভিত্তিক বলিয়াছ। বেশ, বল, তুমি কি বলিতে চাহিতেছ? ইহা বলিয়া উসাইদ তরবারী ভূমিতে রাখিয়া নিজেও বসিয়া পড়িলেন।

উসাইদের উপবেশনের পরে হযরত মাসয়াব (রা) এমনই সুন্দর ও ভদ্রভাবে ইসলামের গুণাবলী, তওহিদের মর্যাদাবলী ও প্রতিমা পূজার পাপপূর্ণ দিকগুলি বর্ণনা করেন যে, উসাইদ স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। যেহেতু হযরত মাসয়াবের (রা) সমস্ত কথাই ছিল যুক্তিপূর্ণ কাজেই উহা উসাইদের অন্তরে আসন গাড়িয়া বসিল। তবলীগের পরে হযরত মাসয়াব (রা) উসাইদকে কুরআনের কতিপয় আয়াত পাঠ করিয়া শোনান। উহা শ্রবণ করিয়া অবচেতন ভাবেই উসাইদের মুখ হইতে নির্গত হইল কি সুন্দর দ্বীন! আর কি সুন্দর কালাম! এখন বলতো, তোমার দ্বীনে দীক্ষিত হইবার পন্থা কি? হযরত মাসয়াব (রা) বলেন, " অত্যন্ত সরল ও সহজ। প্রথমে গোসল করুন পরে পরিষ্কার ও পবিত্র বস্ত্র পরিধান করুন। তৎপরে আল্লাহ্‌র একত্ব ও মহানবী (সা)-এর রিসালতকে স্বীকার করুন। বেশ, আপনি মুসলিম হইয়া গেলেন। উসাইদ তৎক্ষণাৎই গোসল করিলেন, বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন, কালিমা পাঠ করিয়া মুসলিম হইয়া গেলেন।

মুসলিম হওয়ার পরে হযরত উসাইদ (রা) হযরত মাসয়াব (রা) ও হযরত আবূ উমামা (রা)-কে বলিলেন- "আর একজন এমন মানুষ আছে সে যদি তোমার তাবলীগক্রমে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহার সমস্ত জাতিই ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং সেই কবীলার এমন একজন লোকও বাকী থাকিবে না যে প্রতিমা পূজারী থাকিবে। আমি তাহাকেও তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। আল্লাহ্ করুন যেন সেও তোমার তাবলীগে প্রভাবিত হয় ও তোমার সাথে শামিল হইয়া যায়।"

ইহা বলিয়া হযরত উসাইদ (রা) চলিয়া যান। সায়াদ বিন মায়ায অতিশয় অধীরভাবে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে সম্মুখ দিক হইতে আসিতে দেখিতে পাইয়া সে তাহার ঐ সমস্ত বন্ধুগণকে যাহারা ঐ সময় তথায় উপবিষ্ট ছিল বলিল– উসাইদ (রা) যেমন অবস্থায় এই স্থান হইতে গমন করিয়াছিল তেমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতেছে না। তাহার অবস্থার অবশ্যই কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। হযরত উসাইদ (রা) যখন তাহাদের নিকটবর্তী হন তখন সায়াদ জিজ্ঞাসা করেন, "বল, কি করিয়া আসিলে?" উসাইদ (রা) বলিলেন, আমি মাসয়াব (রা)-কে

www.pathagar.com

বলিয়াছি যে, তুমি এই স্থান হইতে চলিয়া যাও। সে বলিল, "যদি তোমার এমনই অভিপ্রেত হয় তবে আমি চলিয়া যাইব।" কাজেই কিস্‌সা শেষ হইলো। কিন্তু একটি নতুন সংবাদ হইল এই যে, বনূ হারিস তোমার খালাতো ভাই আবূ উমামাকে (রা) হত্যা করিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে ও অতিশীঘ্র তাহার প্রতি আক্রমন করিতে চাহিতেছে, বরং আক্রমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। উহার কারণ শুধুমাত্র এই যেহেতু বনূ হারিসের সহিত তোমার ভীষণ শত্রুতা রহিয়াছে এবং আবূ উমামা (রা) হইল তোমার খালাত ভাই, কাজেই তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তোমাকে লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছে। অর্থাৎ লোক সমক্ষে এইরূপ প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তুমি এমনই ভীতু ও কাপুরুষ যে, আপন খালাতো ভাইকেও শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নও।"

এতদ্‌শ্রবণে সায়াদ বিন মায়ায শত্রুতার সব কথা ভুলিয়া যান। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় অস্ত্র লইয়া অতিদ্রুত আবূ উমামাকে (রা) শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দৌড়াইয়া আসেন। কিন্তু বাগানে আগমন করিয়া দেখিতে পান যে, মাসয়াব (রা) ও আবূ উমামা (রা) নির্ভাবনায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া সায়াদ তখনই অনুধাবন করিতে পারেন যে, এই সব ষড়যন্ত্র আমাকে এই স্থানে ডাকাইবার জন্যই করা হইয়াছে।

ইহাতে সায়াদ আরও ক্রোধান্বিত হন এবং সে অসন্তুষ্টির সহিত কঠোর ভাবে মাসয়াবকে (রা) বলে, যদি কুশল কামনা কর তবে এই মুহূর্তে এই স্থান হইতে দ্রুত চলিয়া যাও। হযরত মাসয়াব (রা) যথারীতি অতিশয় বিনম্রভাবে জবাব দেন, "ভাল কথা, আমি চলিয়া যাইব, কিন্তু প্রথমে তুমি আমার দুইটি কথা শোন। পছন্দ হইলে গ্রহণ করিবে, পছন্দ না হইলে করিবেনা।" সায়াদ বিন মায়ায উত্তর দেন, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আচ্ছা বল, কি বলিতে চাহিতেছ? হযরত মাসয়াব (রা) তাঁহাকে অতিশয় চিত্তাকর্ষকভাবে তাবলীগ করেন এবং কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করিয়া শোনান। উহা সায়াদ বিন মায়াযের উপর বিদ্যুতের ন্যায় তড়িতে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তিনি সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। উহার পরে তিনি তাঁহার গোত্রীয় লোকের নিকট গমন করেন ও তাহাদিগকে বলেন "ওহে বনী আবদিল আশহাল! তোমরা আমাকে কেমন মনে কর।" তাহারা জবাব দেয় যে তুমি আমাদের সর্দার, আমাদের সকলের চাইতে মর্যাদাবান ও সকলের চাইতে উত্তম। অতিশয় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী, বড়ই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। শৌর্য, বীর্য, দান ও অতিথি পরায়নতায় আমাদের সকলের চাইতে অধিক।"

উহাতে সায়াদ বিন মায়ায (রা) বলেন যদি প্রকৃতই তোমরা আমাকে এমন মনে কর যেমন তোমরা এখন প্রকাশ করিলে তবে অবহিত হও যে, আমি ইসলাম গ্রহণ

www.pathagar.com

করিয়াছি ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। কেননা, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল। অতএব আমি তোমাদিগকে দাওয়াত দিতেছি যে, আমার ন্যায় তোমরাও ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণ কর ও মুসলিম হইয়া যাও। যদি না করিবে তবে আমার পক্ষে তোমাদের পুরুষ, তোমাদের মহিলা এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যকার যে কাহারও সহিত কথা বলা হারাম হইবে।

ইব্‌ন হিশাম লিখিতেছেন যে, কবীলা সরদারের এহেন কথা শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই সায়াদ বিন মায়ায (রা)-এর কবীলাবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মাসয়াব (রা) সায়াদ বিন মায়ায (রা) ও তাঁহার কবীলাবাসীগণের ইসলাম গ্রহণে খুবই আনন্দিত হয় এবং তিনি তাঁহার তাবলীগী কার্যক্রমে আরও অধিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত কাজ করিতে শুরু করেন। উহার ফলশ্রুতিতে, ইব্‌ন হিশামের বর্ণনানুযায়ী, ইয়াসরাবের কোন গলি বা কোন গৃহ এমন ছিল না যেখানে সর্বদা ইসলামের আলোচনা না হইত বা সেই স্থানের মানুষ ইসলামকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু কতক এমনও ছিল যাহারা মাসয়াবের (রা) সত্যের প্রতি আহ্বানকে গ্রহণ করে নাই ও যথারীতি প্রতিমা পূজায় দৃঢ় ছিল। যেমন বনী উমাইয়া বিন যায়িদ, খাতমা, ওয়ায়িল ও ওয়াকিফ ইত্যাদি। উহার কারণ ছিল এই যে, উহাদের মধ্যে একজন শক্তিধর বক্তা ও বিশুদ্ধভাষী কবি ছিল, নাম ছিল আবূ কীস বিন আসলাত। সে অনেক চেষ্টায় নিজের সুন্দর কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিত।

মোট কথা রাসূল করীম (সা) হিজরত করিয়া ইয়াসরাব আসা পর্যন্ত হযরত মাসয়াবের অক্লান্ত তাবলীগ করার ফলে বহু ইয়াসরাববাসী ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

হযরত মাসয়াব (রা)-এর আলোচনার সাথে সাথে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ হইতেছে।

১. হযরত মাসয়াব (রা)-এর আলোচনার জন্য দেখুন, সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৩ আসাদুল গাবা, তাবাকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ এবং তাযকিরাহ মুহাজিরীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫০।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

রাসূল (সা)-এর মাদানী জীবনে ইসলামের তাবলীগের অবস্থা

মদীনায় প্রথম দারুত তাবলীগ ঃ মক্কার অনুপাতে মদীনায় অনেক দ্রুত ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে। মক্কায় তওহীদের দাওয়াত ও সত্যের প্রচারের যে প্রবল আকাঙ্খা রাসূল করীম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অন্তরে ছিল উহাই তেমনই পূর্ণ আবেগ ও আগ্রহের সহিত মদীনায়ও বিদ্যমান ছিল। তাঁহার মাদানী জীবনীতেও তিনি সেই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন নাই। অধিকন্তু ইহা সত্য যে, রাসূল (সা) মদীনায় অধিকতর দ্রুত ও নিবিষ্টতার সহিত সেই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়াছেন এবং ঐ পথে যত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সব কিছুকে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা এই, যেমন দ্রুত ও ক্ষীপ্রতার সহিত রাসূল (সা)-এর মাদানী জীবনে ইসলামের প্রসার লাভ ঘটিয়াছে তাঁহার মক্কী জীবনে কখনও তেমনটি হয় নাই। এই ঘটনার তফসীর হইল কুরআন করীমের এই আয়াত وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ অর্থাৎ তোমার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার চাইতে উত্তম হইবে।

মদীনায় সত্বর প্রচার কার্য শুরু হইয়াছে ঃ মদীনায় নিশ্চিন্তে অবস্থান না করা পর্যন্ত মহান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাবলীগী ও প্রচারনা কাজ শুরু করেন নাই এ কথা ঠিক নহে। বরং তিনি সেই কার্য ঐ সময়ই শুরু করিয়া দিয়াছিলেন যখন তাঁহার উষ্ট্রী মদীনায় প্রবেশ করিতেছিল। যেমন-লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, "রাসূল (সা)-এর মদীনায় পৌঁছা মাত্রই ইসলাম প্রচারের কাজ অতি দ্রুত গতিতে শুরু হইয়া যায়। জনৈকা মহিলা তাঁহার আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। যখন রাসূল আলাইহিস সালামের বাহন তাহার দ্বারের সম্মুখ দিয়া গমন করে তখন সে তাহার পরিবারের সকলকে লইয়া গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিয়া রাসূল (সা)-এর হস্তে বাইয়াত করে ও ইসলাম গ্রহণ করে।। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় প্রবেশকালে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম শুভ লক্ষণ।

www.pathagar.com

মদীনায় কেন্দ্রীয় দারুত তাবলীগ প্রতিষ্ঠা : মদীনায় প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের (রা) সহিত মিলিয়া স্বহস্তে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই পবিত্র ইবাদাত গৃহই মসজিদু নববী নামে আজ সৃষ্টির সিজদাগাহে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

দারুত তাবলীগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য : মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠার সাধারন উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এই স্থানে মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচবার সমবেত হইয়া এক আল্লাহ্র ইবাদত করিবেন। কিন্তু মৌল উদ্দেশ্য ছিল, এই ইমারত ইসলামের একটি মহিমান্বিত দারুত তাবলীগ হইবে।

এই "তাবলীগী কেন্দ্রের" মাধ্যমে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার মাদানী জীবনে তদীয় সেই প্রয়োজনীয় দায়িত্বকে যেমন সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, এই কিতাবের পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে উহারই বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সমক্ষে তুলিয়া ধরিব।

তাবলীগী কেন্দ্রের অবস্থান ও অবস্থা : এই তাবলীগী কেন্দ্র ৩৩ গজ লম্বা ও ৩০ গজ চওড়া ভূমিতে নির্মিত হইয়াছিল। উহার উচ্চতা ছিল সাড়ে তিন গজ। প্রাচীর কাঁচা ইট ও অমসৃন পাথর দ্বারা তৈরী করা হইয়াছিল। ছাদ ছিল খেজুরের পাতা ও ডালের, উহা খেজুরের কাণ্ডের উপর খাড়া করা ছিল। ইমারতের ভিটি কাঁচা ছিল এবং বৃষ্টির সময় উহা কর্দমাক্ত হইয়া যাইত। কেননা, ছাদ হইতে পানি টপকাইয়া পড়িত। এক কোণে মুবাল্লিগীন ও ওয়ায়িজীনের জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল। যাহা ছিল চতুষ্কোণ বারান্দা আকৃতির। উহাকে "আসসুফ্ফা" বলা হইত। যাহারা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল থাকিতেন তাহাদিগকে আহলুস সুফফা বলা হইত। তাহারা ঐ বারান্দাতেই অবস্থান করিতেন।

তাবলীগী কেন্দ্রের সহিত মিলিত ছিল মহান হযরত (সা)-এর হুজরা। উহা ছিল ৬ হাত চওড়া ও দশ হাত লম্বা একটি কাঁচা প্রকোষ্ঠ। উহার ছাদ খেজুরের ডালার এবং প্রাচীর কাঁচা ইটের তৈরী ছিল। মেঝেও কাঁচা ছিল। ছাদ এতখানি উচু ছিল যে, একজন মানুষ দাঁড়াইয়া উহা ছুঁইতে পারিত। দরোজায় কম্বলের পরদা ছিল। নিশিথে না মহান হযরত (সা)-এর হুজরায় প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত, না দারুত তবলীগে, না সুফ্ফাতে। ইহাই ছিল সেই দারুত তবলীগের অবস্থা।

ইসলামের তাবলীগে ইসলামের শত্রুদের বাধা আরোপ : যখন ইসলামের শত্রুরা সত্য ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করিতে এবং তওহীদের শান্তিপূর্ণ তাবলীগকে রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তরবারী লইয়া মুখোমুখি হয় তখন মুবাল্লিগ আযম নবী (সা) ও বাধ্য হইয়া তাঁহার দারুত তাবলীগকে সমর দফতরে পরিবর্তন করিয়াছিলেন এবং বিশ্বের হিদায়াতকারী হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জুব্বা খুলিয়া ফেলিয়া সমরবস্ত্র

www.pathagar.com

পরিধান করিলেন এবং এমনই শৌর্য ও সাহসিকতা এবং এমনই বীরত্ব ও কঠোরতার সহিত আক্রমনাুখ শত্রুর মুকাবিলা করিলেন যে, দেখিতে না দেখিতেই কিছু দিনের মধ্যে সমগ্র আরবকে ইসলামের গণ্ডীভূত করিয়া ফেলিলেন। এবং সমস্ত শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীরা ধ্বংস হইয়া গেল।

বাধা অপসারিত হওয়ার পরে তাবলীগে তীব্রতা ঃ যখন বিরোধিতার মেঘ কাটিয়া গেল এবং ঘৃণ্য শত্রুদের অস্তিত্ব হইতে যুদ্ধ ময়দান পরিষ্কার হইয়া গেল তখন মুবাল্লিগ আযম (সা) পুনরায় দাওয়াত ও প্রচারের ভূষণ পরিধান করেন ও পূর্বের চাইতে অধিক নিবিষ্টতার সহিত তাবলীগ করিতে শুরু করিয়া দেন। এমন কি মানুষ দলে দলে, বাহিনীতে বাহিনীতে আল্লাহ্‌র ধর্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। আল্লাহ্‌র হাজার হাজার দরূদ ও সালাম সেই রহমতের নবীর উপর যিনি নিজের গায়ে দিবার চাদরও বিছানা বানাইয়াছিলেন। সত্যের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপনকে আর যিনি তাবলীগ, তলকীর ও ওয়ায নসীহত করিতে করিতে এই দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিজের পিছনে এমন বিরাট তাবলীগী জামাত ছাড়িয়া গিয়াছেন যাহারা আবার সারা দুনিয়াব্যাপী আল্লাহ্‌র বান্দাহদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইয়াছেন।

দারুত তাবলীগের বিভিন্ন বৈশিষ্টাবলী ঃ মদীনার এই ইমারত তদীয় বিভিন্ন বৈশিষ্টের দিক দিয়া অতিশয় অভিনব ইমারত ছিল।

১. ইহা ইবাদতগাহের কাজেও আসিত, শিক্ষাগৃহের কাজেও লাগিত।

২. দারুত তাবলীগও ছিল আবার বিরাট প্রচার কেন্দ্রও ছিল।

৩. ইহা মেহমানদের মেহমান খানার কাজেও লাগিত আবার মুসাফিরদের অবস্থানের স্থানও ছিল।

৪. কখনও কখন এই তাবলীগ ও প্রচার কেন্দ্র সমর দফতরে পরিবর্তিত হইয়া যাইত আবার কখনও সামরিক বন্দীখানায়।

৫. কখনও এই স্থানে চারিত্রিক ও মাযহাবী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইত। আবার কখনও এসেম্বলীতে পরিণত হইত।

৬. কখনও এই স্থানে বসিয়া বাদশাহগণকে তাবলীগী পত্র লিখা হইত। আবার কখনও এই সংসদে রাষ্ট্রদূত ও আমীরগণকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইত।

৭. কখনও এই স্থানে ওয়ায ও হিদায়াতের লেকচার দেওয়া হইত, কখনও ইহার বারান্দা সমর প্রস্তুতির কেন্দ্রে পরিণত হইত।

৮. কখনও এই স্থানে বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা দেওয়া হইত আবার কখনও এই স্থানে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক জটিলতার শুধুমাত্র ইঙ্গিতে সমাধান দেওয়া হইত।

৯. কখনও এই স্থানে পরিপূর্ণ হৃদ্যতা ও ভক্তি ভরে সিজদায় শির অবনত করা হইত আবার কখনও অস্ত্রের ঝন ঝনানিতে সমস্ত ইমারত গুঞ্জরিত হইয়া উঠিত।

www.pathagar.com

১০. কখনও উহার কাঁচা মেঝেতে বসিয়া قال الله وقال الرسول (আল্লাহ্ বলিয়াছেন ও রাসূল বলিয়াছেন) এর আলোচনা হইত। আবার কখনও এই স্থান হইতে ইরাক, ইরান, শাম, মিশর ও তারাবিলিস বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হইত।

দারুত ও তাবলীগ সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম মূরের বর্ণনা ঃ এই পবিত্র ইমারতের এহেন বিবিধ বৈশিষ্টাবলী লক্ষ্য করিয়া ইউরোপীয় গ্রন্থকার স্যার উইলিয়াম মূর হতভম্ব হইয়া যান এবং অবচেতন ভাবেই তাহার কলম হইতে এই ইমারত সম্পর্কে এই বাক্যগুলি টপকাইয়া পড়ে ঃ

"যদিও এই ইমারত নির্মাণ সরঞ্জামের দিক হইতে অতিশয় সাদাসিদা ও সাধারণ ছিল কিন্তু মুহাম্মদের (সা) হস্তে নির্মিত এই ইমারত ইসলামী ইতিহাসে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার আসহাব (রা) এই ইমারতেই তাহাদের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করিতেন। এই ইমারতেই ইসলামী সালাতের প্রারম্ভ হয়। এই স্থানেই সমগ্র মুসলিম জুমআর দিনে আল্লাহ্র সদ্য নাযিলকৃত ওহী শ্রবণের উদ্দেশ্যে অতিশয় আদবের সহিত সন্তস্ত্রাবস্থায় একত্রিত হইতেন। এই স্থানেই মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বিজয় সমূহের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতেন। ইহাই ছিল সেই সংসদ, যেই স্থানে পরাজিত ও পরাভূত কবীলা সমূহের প্রতিনিধিদলকে মুহাম্মদ (সা)-এর সম্মুখে পেশ করা হইত। ইহাই ছিল সেই দরবার যেই স্থান হইতে তিনি রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলী জারি করিতেন, যদ্বারা আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্রোহীরা ভয়ে কম্পমান হইত।[১]

---

১. স্যার উইলিয়াম মূর কৃত লাইফ অব মুহাম্মদ (সা)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের প্রচার রোধ করিতে মক্কায় কোরাইশদের শত্রুতামূলক প্রয়াস

তাবলীগের কেন্দ্র (মসজিদ নববী) নির্মিত হইবার পরে তাৎক্ষণিকভাবে নবী করীম (সা) শাশ্বত দীনের প্রচার প্রসারে মনোনিবেশ করিলেন। যাহা ছিল তাঁহার আবশ্যিক দায়িত্ব। কিন্তু মক্কার কাফিররা ও কোরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অতদূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাঁহাকে শান্তিতে বসিতে দেয় নাই। তাহারা এই ব্যাপারে পূর্ণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে যে, তাঁহাকে ও তাঁহার জামাতকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে এবং তাঁহার প্রচারণা কার্যক্রমকে রুদ্ধ করিয়া দিবে।

প্রথম প্রচেষ্টা ঃ এই ব্যাপারে তাহারা সর্বপ্রথম খাযরাজ কবীলার সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকে একটি পত্র লিখিল, উহার বিষয়বস্তু এইরূপ ছিল ঃ

انكم اويتم صاحبنا وانا نقسم بالله لتقاتلنه اونخرجنه او لنسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم وتستبيح نسائكم -١

(অর্থাৎ তোমরা আমাদের লোককে অর্থাৎ রাসূল (সা)-কে তোমাদের নিকট আশ্রয় প্রদান করিয়া কোন ভাল কাজ কর নাই। হয় তোমরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর অথবা তাঁহাকে তোমাদের নিকট হইতে বহিষ্কার কর। অন্যথায় আমরা আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা নিজেদের লোকজন লইয়া তোমাদের উপর চড়াও করিব। তোমাদের পুরুষগণকে হত্যা করিয়া ফেলিব ও তোমাদের মহিলাদিগকে দাসী বানাইয়া লইব।"

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ঃ এতদ্‌ভিন্ন তাহারা মদীনায় ইহুদীদের নিকটও একটি পত্র প্রেরণ করে, তাহাদিগকে মহান হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে (যাহারা পূর্ব হইতেই মহান হযরত (সা)-এর কঠোর শত্রু ছিল)।

তৃতীয় প্রচেষ্টা ঃ এহেন কলহ সৃষ্টি ও ফিত্না প্রসারের প্রয়াসে ধৈর্য ধারণ করা সত্ত্বেও তাহারা কিছুদিন পরেই তাহাদের বাছাই করা বীরদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করে ও রাসূল (সা)-এর উপর আক্রমন পরিচালনা করে। উহার পরে ধারাবাহিকভাবে আক্রমন পরিচালনা অব্যাহত রাখে।

চতুর্থ প্রচেষ্টা ঃ ইহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া কোরাইশরা পুনরায় সমগ্র আরবে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করিয়া দেয়। সমস্ত কবীলাকে এই কথায় সম্মত করে যে, এককভাবে ও সমষ্টিগত পর্যায়েও মদীনায় আক্রমন পরিচালিত করিয়া উহাকে ধূলিস্যাত করিয়া ফেলিবে। মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে মৃত্যুর কোলে শোয়াইয়া ফেলিবে এবং তাঁহার তাবলীগী ও প্রচারনা কার্যক্রম নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে যাহাতে পুনরায় প্রতিমার জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে পারে।

---

১. আবূ দাউদ, কিতাবুল খিরাজ, ফী খবরিন নযীর -অধ্যায়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের আহ্বানের পথে দুইটি দুঃখজনক ঘটনা

হিজরতের শুরু হইতে ৫ম হিজরী সাল পর্যন্ত বদর ওহুদ ও আহযাবের যুদ্ধের ন্যায় বড় বড় যুদ্ধ ছাড়াও বাধ্য হইয়া ছোট বড় আরো প্রায় ২৫ টি সংঘর্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লিপ্ত হইতে হইয়াছে।[১] এইজন্য রাসূল (সা) তাঁহার প্রকৃত কার্য অর্থাৎ তাবলীগ ও প্রচারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। তাহা সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি আহবান জ্ঞাপনের ব্যাপারে দুইটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যে সম্বন্ধে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস বর্ণনাকারী কোন গ্রন্থকার পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে না। পরিতাপের বিষয় যে, দুইটি ঘটনাই ছিল হোযানীয়া অর্থাৎ শোকাবহ। উহার সংক্ষিপ্ত অবস্থা ইব্‌ন সায়াদ, ইব্‌ন হিশাম, তাবারী ও ইব্‌ন আসীরের গ্রন্থসমূহ হইতে চয়ন করিয়া এই স্থানে উদ্ধৃতি করা হইতেছে।

১. প্রথম ঘটনা ঃ "ইয়াওমুর রজী" নামে খ্যাত এবং

২. দ্বিতীয় ঘটনা "বিরু মায়ূনা" সম্পর্কিত। এতদুভয়ের আলোচনা ইব্‌ন সায়াদ "সিরিয়্যা মুরসিদ বিন মুরসিদ" ও "সিরিয়্যা আল মুনযির বিন আমর" শিরোনাম করিয়াছেন।

প্রথম ঘটনা ইয়াওমুররজী ঃ ইয়াওমুর রজীয়ের ঘটনা এই যে, হিজরী ৪র্থ সালের সফর মাসের শুরুতে (ইব্‌ন হিশাম ও ইব্‌ন সায়াদ হিজরী ৩ সালে উল্লেখ করিয়াছেন) রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গাযাল ও কারা কবীলার কতিপয় লোক আগমন করিয়া বর্ণনা করেন যে, আমাদের কবীলার অনেক লোক ইসলাম সম্পর্কে অতি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। আপনি আপনার এমন কতক লোক আমাদের সহিত প্রেরণ করুন যাহারা তাহাদিগকে দীনের মৌলনীতিগুলি বুঝাইয়া দিবেন, শরীয়তের মাসয়ালা বলিবেন ও কুরআনী আয়াত শিক্ষা দিবেন। এই কথায় এমন ৬ ব্যক্তিকে যাহারা ছিলেন কুরআনের হাফিয ও ইসলামী মাসায়িল সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত, তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। যাহাতে তাহারা ঐ কবীলাসমূহে ইসলামের প্রচার করিতে পারেন আবার তাহাদের দীনী প্রশিক্ষণ ও মাযহাবী ও শিক্ষাদানের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে পারেন। তাবারী ঐ ছয় ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১. মুরসিদ (রা) বিন আবী মুরসিদ আল গানাভী ২. খালিদ

---

১. ইব্‌ন সায়াদের তাবকাতু কবীরের প্রথম খণ্ডে ঐ সমস্ত সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণ পৃথক পৃথকভাব বর্ণিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

বিন আল বুকাইর (রা) ৩. আসিম বিন সাবিত (রা) ৪. খুবাইব বিন আদী (রা) ৫. যায়িদ বিন আদ দাস্না (রা) ৬. আবদুল্লাহ্ বিন তারিক (রা)।[১] (ইব্ন সায়াদ ইহাদের সংখ্যা দশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। সপ্তম নাম হিসাবে মুয়াত্তাব (রা) বিন উবাইদ লিখিয়াছেন)।[২]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ছিল যে, যে কোন প্রকারে মানুষ ইসলামের পবিত্র ও উজ্জ্বল শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হউক। এবং প্রতিমা পূজার অপবিত্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া এক আল্লাহ্র পূজারীতে পরিণত হউক। এই জন্যই যখন নবী আলাইহিস্ সালাম দেখিলেন যে, উহারা নিজেরাই যখন ঐ ব্যাপারে আমার নিকট আবেদন পেশ করিয়াছে যে, আমাদের জাতিকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে কতক লোক প্রেরণ করা হউক, তখন যেহেতু নবী আলাইহিস্ সালামের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল তাবলীগ ও ইসলাম প্রচার, কাজেই মানুষকে হিদায়াত দানের আগ্রহে তাঁহার মনে ঐ কথায় এমন সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই যে, আমার সহিত প্রতারণা করা হইতেছে। তিনি নির্দ্বিধায় ও অসংকোচে ইসলামের তবলীগের উদ্দেশ্যে ৬ জন বা ১০ জন সাহাবাকে ঐ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই ছিল যে, আগত প্রতিটি লোক ছিল প্রতারক, ধূর্ত, চতুর ও প্রবঞ্চক। বনী লাহ্ইয়ান তাহাদিগকে অনেকগুলি উষ্ট্র প্রদান করিয়া এই নির্দেশ সহকারে মদীনায় প্রেরণ করিয়াছিল যে, তাহারা ধোকা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে ২৩ জন মুসলিমকে লইয়া আসিতে সক্ষম হইবে। তাহাদিগকে লইয়া আসিবে যাহাতে আমরা আমাদের সর্দার সুফিয়ান বিন খালিদের হত্যার প্রতিহত্যা স্বরূপ তাহাদিগকে হত্যা করতে পারি।

গাযাল ও কারার এই সমস্ত ধোকাবাজ ও প্রতারকেরা যখন সাহাবাগণকে লইয়া আসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছে তখন তাহারা অতিশয় গোপনীয়ভাবে বনূ লাহ্ইয়ানকে বলিয়া পাঠায় যে, আমরা শিকারকে ধরিয়া এই স্থানে লইয়া আসিয়াছি। তোমরা আসিয়া তাহাদিগকে হত্যা কর। বনূ লাহ্ইয়ান তাহাদের প্রেরিত এজেন্টদের এহেন সাফল্যে অতিশয় আনন্দিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ ২০০ শত বীরকে সঙ্গে করিয়া মুসলিমদের উপর আক্রমন করে। এই ২০০ শতের মধ্যে একশত জন ছিল উচ্চ শ্রেণীর তীরন্দাজ।[৩]

৬ জন বা ১০ জন নিরস্ত্র মুসলিম একশত জন তীরন্দাজ ও একশত সশস্ত্র বীরদের সহিত কি করিয়া মুকাবিলা করিতে পারেন, শুধুই ঈমানী সাহস ও ব্যক্তিগত বীরত্বের দরুন তাহারা নিরস্ত্র ও অসহায়বস্থা সত্বেও কুফরের সম্মুখে নত হইতে চাহেন নাই এবং মুকাবিলা করিতে উদ্যত হন। কাফিরদের সেনারা তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে প্রয়াস পায় যে, তোমরা অস্ত্র সংবরণ কর, আমরা তোমাদিগকে কিছুই বলিব

১. তারীখু তাবারী ১ম খণ্ড তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৭৩।
২. তাবকাতু কবীর ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯।
৩. শিবলীর সীরাতুন নবী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৭।

www.pathagar.com

না। কিন্তু ঐ সমস্ত মুসলিম বীর আনসার কাফিরদের আশ্রয় গ্রহণের চাইতে লড়িয়া মরাকে শ্রেয় মনে করেন। সেই মতে অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শাহদত বরণ করেন। তিন জন তাহাদের হস্তে বন্দী হন। অর্থাৎ যায়িদ বিন আদ্‌দাসনা (রা), আবদুল্লাহ্ বিন তারিক (রা) এবং খোবাইব বিন আদী (রা)। আবদুল্লাহ্ বিন তারিক (রা)-কে তাহারা ঐ স্থানেই শহীদ করিয়া ফেলে। অবশিষ্ট দুই জনকে মক্কায় আনিয়া কাফিরদের হস্তে বিক্রয় করিয়া দেয়। তাহারা উহাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া শহীদ করে।[১] যখন যায়িদ বিন আদ্‌দাসনা (রা)-কে হত্যা করা হবে তখন আবূ সুফিয়ান পরিহাস করিয়া তাহাকে বলে, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে যে, তোমার পরিবর্তে আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে পাইয়া যাই ও তাহাকে হত্যা করি আর তুমি সুস্থ দেহে নিজ গৃহে চলিয়া যাইবে ? সেই আত্মভিমানী, সম্ভ্রমশালী ও মুসলিম উত্তর দেন যে, আমি তো ইহাও সহ্য করিতে পারি না যে, আমার মনিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদে কাটা বিদ্ধ হউক আর আমি গৃহে বসিয়া থাকি।[২]

আবূ সুফিয়ান ইহা শ্রবণ করিয়া বলে যে, "ইহা সত্য যে, আমি আমার সারা জীবন মুহাম্মদ (সা)-এর আসহাবকে যেমন ত্যাগী ও আত্মোৎসর্গকারী রূপে দেখিয়াছি অন্য কোন মানুষের প্রতি কাহাকেও এমন প্রগাঢ় প্রেমিক হইতে আর কখনও দেখি নাই। ইহার পরে যায়িদ (রা)-কে শহীদ করা হয়।[৩]

বিরু মায়নার দ্বিতীয় ঘটনা ঃ দ্বিতীয় ঘটনা প্রথম ঘটনার চাইতেও দুঃখজনক ও শোকাবহ। কেননা, ঐ স্থানে তো ৬ জন বা ১০ জন সাহাবার প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনায় ৭০ জন সাহাবা (রা) নৃশংসভাবে শহীদ হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনার বিবরণ এই যে, উহুদের যুদ্ধের পূর্ণ চারিমাস পরে হিজরী ৪র্থ সালের সফর মাসে বনী সাদের প্রধান রয়ীস আবূ বারা আমের বিন মালিক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়। সে রাসূল (সা)-এর নিকট কিছু উপঢৌকনও লইয়া আসে। নবী করীম (সা) অতিশয় কোমলভাবে তাহাকে বলেন, "আবূ বারা! আমি মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীর নিকট হইতে কোন রূপ হাদিয়া গ্রহণ করিনা। তুমি যদি বাসনা কর যে, আমি তোমার পেশকৃত হাদিয়া গ্রহণ করি, তবে তুমি প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া একমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে লাগিয়া যাও।" অতঃপর তিনি অতি সুন্দরভাবে হৃদয়গ্রাহী পন্থায় ইসলাম গ্রহণের মধ্যে এই সমস্ত উপকারিতা রহিয়াছে আর প্রতিমা পূজায় জিদ ধরিয়া থাকিলে এই ধরনের ক্ষতি হইবে। অতঃপর তিনি কুরআন করীমের কতিপয় আয়াত পাঠ করিয়া শুনান। কেননা, তাঁহার প্রত্যয় ছিল যে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহার সমস্ত কবীলা মুসলিম হইয়া যাইবে। এই জন্য তিনি তাহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করেন।

---

১. তারীখু ইব্‌ন আসীর ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৬।
২. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৩২২।
৩. তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৭।

www.pathagar.com

আবূ বারা নীরবে রাসূল (সা)-এর ভাষণ শুনিতে থাকে। না সে নবী করীম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়, না কোন প্রতিবাদ করে, না নিজের পছন্দ বা অপছন্দ হওয়ার কথা প্রকাশ করে। বরং বলে যে, আপনি আপনার কতিপয় সাহাবাকে আমার সঙ্গে নজদ বাসীদের নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে, তাহারা উহাদিগকে আপনার পেশকৃত দীনের তাবলীগ করিবেন। ইহাতে আশা করা যায় যে, তথাকার অধিকাংশ মানুষ এই নতুন দীনকে গ্রহণ করিবে।"

আবূ বারার এই দরখাস্তের প্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমার পক্ষ হইতে আমার মুবাল্লিগীনকে নজদে প্রেরণ করিতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু নজদবাসীদের অবস্থা দৃষ্টে আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার আসহাব আবার তাহাদের হস্তে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। তাহাদের উপর আমার কোন আস্থা নাই।"

আবূ বারা বলেন, "আপনার এহেন আশঙ্কা বোধ হয় এ সময় যথার্থ হইত যদি আমি তাহাদের সঙ্গে না থাকিতাম। এখন যেহেতু আমি তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছে তখন কাহার সাধ্য যে, আপনার আসহাবের প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারে। আমি তাহাদের নিরাপত্তার জন্য পরিপূর্ণ ভাবে দায়ী। বিনা দ্বিধায় আপনি আপনার মুবাল্লিগীনকে আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন, যাহাতে তাহারা ঐ স্থানে পৌছিয়া জন সাধারণকে এই দীনের দিকে আহবান জানাইতে পারে, যাহা আপনি দুনিয়ার সমক্ষে পেশ করিতেছেন।

যেহেতু বারা ছিল তাহার কবীলার সর্দার ও ঐ এলাকার অতিশয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল যে, মানুষ সত্যকে স্বীকার করিয়া লউক ও ইসলাম গ্রহণ করুক। এই জন্য তিনি আবূ বারার কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া হযরত মুনযির (রা) বিন আমরের নেতৃত্বে চল্লিশ জন উত্তম ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিমকে, যাহারা ছিলেন কুরআনের হাফিজ ও দীনী মাসায়িল সম্পর্কে জ্ঞাত, আবূ বারার সহিত নজদে তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন (ইহা হইল তাবারীর বর্ণনা, আবার পরবর্তী প্যারাগ্রাফে তাবারী হযরত আনাস বিন মালিক (রা)-এর বর্ণনা মতে উহাদের সংখ্যা ৭০ জন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)।[১] তাবারী ঐ সমস্ত সম্মানীয় বুযুর্গের যাহারা রাসূল (সা)-এর নির্দেশক্রমে নজদ গমন করিয়াছিলেন, কতিপয়ের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন হযরত হারিস বিন আস সুম্মা (রা), হযরত হাররাম বিন মালহান (রা), হযরত উরওয়া বিন আসমায়িস সালমা (রা), হযরত নাফি' বিন বোদাইল খাযায়ী (রা) এবং হযরত আমের বিন ফোহাইরা (রা) (হযরত আবূ বকর (রা)-এর মুক্ত দাস)।

এই সমস্ত সাহাবা যখন উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঐ স্থানে যাহা তথায় অবস্থিত একটি কূপের নামানুসারে "বিরু মায়ূনা" নামে খ্যাতি ছিল এবং উহা বনূ আমের

১. তারীখু তাবারী, প্রথম খণ্ড, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা-২৮২।

www.pathagar.com

কবীলা ও বনূ সলীম কবীলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, পৌছিয়া থামিয়া যান। হযরত আনাস বিন মালিক (রা)-এর খুল্লতাত হযরত হাররাম বিন মালহান (রা) রাসূল (সা)-এর পক্ষ হইতে ইসলামের দাওয়াতের বাণী লইয়া বনী আমেরের সর্দারের নিকট তশরীফ লইয়া যান। কবীলার রয়ীসের নাম ছিল তোফাইল, সে ছিল আবুল বারা আমেরের ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত হাররাম (রা) বিন মালহান কবীলার রয়ীসের নিকট একাকীই গমন করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সাহাবাগণ বিরু মায়ূনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন।

হযরত হাররাম বিন মালহান (রা) কবীলার রয়ীসের নিকট পৌছিয়া বলেন, আমি মদীনা হইতে আগমন করিয়াছি এবং রাসূল করীম (সা)-এর বাণী লইয়া আসিয়াছি। তখনই সে অনুধাবন করিতে পারে যে, এই পত্রে কি লেখা আছে? কাজেই সে হযরত হাররাম (রা)-কে কথায় ব্যস্ত রাখে আর অন্য একজনকে ইঙ্গিত করিয়া দেয়। সে পিছন দিক হইতে আসিয়া এমন জোরে নেজার আঘাত হানে যে, দেহ পার হইয়া যায় এবং তাঁহার আত্মা ইল্লিয়্যীনের সুউচ্চে উড়িয়া যায়।[১]

রাসূল (সা)-এর বাণী বাহককে শহীদ করিবার পরে আমের বিন তোফাইল সমস্ত বনী আমেরকে এই ব্যাপারে প্রস্তুত করিতে চাহে যে, তাহারা সকলে মিলিয়া ঐ সমস্ত মুসলিমগণকে হত্যা করিয়া ফেলিবে যাহারা বিরু মায়ূনাতে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু বনূ আমের ঐ ধরনের অবিশ্বস্ততা ও যুলমকে মোটেই পছন্দ করেন না। তাহারা বলিল, আমরা কি করিয়া ঐ সমস্ত মুসলিমেদের উপর হামলা করিতে পারি, যেখানে আমাদের সর্দার আবুল বারা তাহাদিগকে আমান দিয়াছেন এবং তাহাদিগের হিফাযতের ওয়াদা করিয়াছেন! এই ধরনের অবিশ্বস্ততার কাজ আমরা কক্ষনও করিতে পারিব না।[২]

কিন্তু আমের বিন তোফাইল এমন পাষাণ হৃদয় ও নির্দয় ছিল যে, না সে পিতৃব্যের প্রতি কোন খেয়াল করিল, না বনূ আমেরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি কোন লেহায করিল। কাজেই বনূ আমেরের পক্ষ হইতে পরিষ্কার জবাব পাইয়া সে বনূ সলীমের কবীলা উমাইয়া, রা'ল ও যাকওয়ানকে মুসলিমগণকে হত্যা করিতে বলে। তাহারা বলিল, গৃহে আগত শিকার যেন সুস্থ্য দেহে ফিরিয়া যাইতে না পারে। এখনই সুযোগ এখনই গিয়া তাহাদিগকে লুণ্ঠন কর এবং হত্যা করিয়া ফেল। সেই সমস্ত হিংস্র পশু ও শয়তান চরিত্র লোক ঐ ধরণের যুলুম মূলক ও পশু সুলভ কার্যের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া গেল কারণ, লুটতরাজ ও খুন খারাবী ছিল তাহাদের অতিশয় প্রিয় কাজ ও নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা।

---

১. বুখারী কিতাবুল জিহাদ।

২. তারীখু ইব্ন আসীর ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০।

www.pathagar.com

যখন আমের বিন তোফাইলের নেতৃত্বে তিন কবীলার যালিম স্বভাব হিংস্র পশুরা মুসলিমদের সেই স্বল্প সংখ্যক ও অসহায় দলের উপর আক্রমণ চালায় যাহারা বিরু মায়ূনাতে অবস্থান গ্রহণ করিয়া তদীয় দূতের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিল, তখন মুসলিমগণ তাহাদিগকে বলিলেন, আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমাদিগকে তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র দীনের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের আগমনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু তাহাদের ফরিয়াদ কে শোনে? তাহারা মুসলিমগণকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল ও তাহাদিগকে হত্যা করিবার মানসে তরবারী কোষ মুক্ত করিল। বাধ্য হইয়া মুসলিমগণও মোকাবিলা করেন এবং সকলে অত্যন্ত বীরত্বের সহিত লড়িতে লড়িতে শাহাদত বরণ করেন। শুধু মাত্র এক জন মুসলিম প্রাণে বাঁচিয়া যান। তাঁহার নাম ছিল কা'ব বিন যায়িদ (রা)। তিনি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরে সজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কাফিররা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাঁহার মধ্যে প্রাণ অবশিষ্ট ছিল, কাজেই তিনি বাঁচিয়া যান। পরে তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।

যে সময় এই অঘটন সংঘটিত হয় তখন ঐ মুবাল্লিগীনের মধ্যকার দুইজন সাহাবা আমর বিন উমাইয়া (রা) ও হারিস বিন আস সুম্মা (রা) নিজেদের উষ্ট্র চরাইবার জন্য বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দূর হইতে লক্ষ্য করেন যে, যেই স্থানে তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন সেই স্থানে চিল ও শকুন আকাশে উড়িতেছে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎই অনুধাবন করিতে সক্ষম হন যে, অবশ্যই সেই স্থানে জীবন মরনের যুদ্ধ চলিতেছে। এবং মানুষ কর্তিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। সেই জন্যই চিল বাতাসে উড়িতেছে। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঘটনা অবহিত হওয়ার জন্য সেখানে দৌড়াইয়া আসেন। তাঁহারা দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, হিংস্র হন্তারা মুসলিমগণকে হত্যা করিতেছে। সাহাবীদ্বয় পরামর্শ করেন যে, এখন কি করা উচিৎ হইবে? আমর বিন উমাইয়া (রা) বলিলেন, এখন ইহাই সমীচীন হইবে যে, আমরা চলিয়া গিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি। কিন্তু হযরত হারিস (রা) আমর (রা) বিন উমাইয়াকে বলিলেন, যখন আমাদের দলপতি হত হইয়াছেন, আমাদের সঙ্গীগণকে নিহত করা হইয়াছে তখন আমি বসিয়া থাকিয়া আর কি করিব? ইহা বলিয়াই তরবারী কোষ মুক্ত করিয়া শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়েন এবং কাফিরকে ফী নারি জাহান্নাম করিবার পরে নিজে শাহাদাত বরণ করেন।[১]

বিরু মায়ূনা ঘটনায় যে সমস্ত সাহাবা শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে হযরত আবূ বকরের মুক্ত দাসও বহু পূর্ব হইতেই ইসলামের জন্য আত্মত্যাগী হযরত

১. তারীখু ইব্ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭১।

www.pathagar.com

আমের বিন ফুহাইরা (রা)-ও ছিলেন। তাঁহাকে শহীদ করিয়াছিল জব্বার বিন সালমা নামক জনৈক ব্যক্তি। জব্বার পরে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে বলেন, আমি যখন আমের বিন ফুহাইয়ার (রা) উভয় কণ্ঠার মধ্যবর্তী স্থানে নেযার আঘাত করি, নেযা তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ করিয়া পার হইয়া যায় তখন ঐ সময় তাঁহার মুখ হইতে অবচেতন ভাবে নিঃসৃত হয় فزت والله (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করিয়াছি)। জব্বার (রা) বলেন, মৃত্যুকালে আমেরের মুখ হইতে এই শব্দগুলি শ্রবণ করিয়া আমার বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যে, আমি তো এই ব্যক্তিকে হত্যা করিলাম আর সে বলিতেছে, আমি আমার উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করিয়াছি, ইহা কি ব্যাপার? অতএব, আমি লোকের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে, মুসলিম আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করাকে বিরাট সাফল্য বলিয়া মনে করেন এবং এই আকাঙ্খা পোষণ করেন যে, আহ! যদি আমি আল্লাহ্‌র পথে হত হইতে পারিতাম। এই কথায় আমার মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে আমি মুসলিম হইয়া যাই।[১]

ঐ অঘটনের সময় আবুল বারা মুবাল্লিগীনের সঙ্গে ছিল না। অন্যথায় সে তাহার দায়িত্ব বোধ ও জামানতের কথা স্মরণ করিয়া অবশ্যই আক্রমন কারীগণকে বাধা দিত এবং এহেন পাশবিক কার্যে নিষেধ করিত। তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তখন আবুল বারা ঐ অঘটন সম্পর্কে অবহিত হয় তখন সে অতিশয় ক্লেশ বোধ করে যে, বনূ আমের তাহার প্রদত্ত হিফাজতের ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছে যদ্দরুন রাসূলের সাহাবাদের এই ধরণের বিপদ হইয়াছে।[২]

আবুল বারার পুত্র রবীয়ার পিতার এহেন অসম্মান ও দুর্নামে অতিশয় ক্রোধ হয় (যখন কোন একজন অপর কাহাকে আমান দেয় তখন তাহার উপর অপর কাহারও কর্তৃক আক্রমনকে আরবে অতিশয় অপদস্ত ও অমর্যাদা হিসাবে গণ্য হইত।) হাসসান বিন সাবিত (রা) এবং কা'ব বিন মালিক (রা)-ও তাহাদের কবিতায় আবুল বারাকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া রবীয়ার আরও ক্রোধ হয় এবং একটি কুঠারী লইয়া আমের বিন তোফাইলের নিকট গমন করে। সে তখন অশ্বে আরোহন করিয়া কোথায়ও যাইতেছিল। রবীয়া তাহার নিকট পৌছিয়া অতি জোরে কুঠারীর আঘাত করে ও সে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া তড়পাইতে থাকে।[৩]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাগণের নিকট প্রায় একই সময় রজী ও বিরু ময়ূনার দুর্ঘটনার খবর পৌছে (যুরকানী) এবং নবী করীম

---

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৩২৬।
২. তারীখু তবারী প্রথম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৮৩।
৩. তারীখু ইব্‌ন আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২।

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই মর্মাহত হন। যেমন কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁহার এমন কঠিন কষ্ট না পূর্বে কোন ঘটনার দরুন হইয়াছে। না ইহার পরে অন্য কোন ঘটনার দরুণ হইয়াছে। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ) এবং ইহা সত্যও বটে। প্রায় ৮০ জন সাহাবাকে (১০ জন রজী'তে ও ৭০ জন বিরু মায়ূনাতে) এই ভাবে প্রতারণার দরুন অকস্মাৎ শহীদ হইয়া (আর এমনই উপযুক্ত ও যোগ্য সাহাবা যাহাদের দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের তবলীগে বিরাট ধরণের সহায়তা পাইতে পারিতেন এবং উহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কুরআনের হাফিজ) ভীষণ পর্যায়ের কষ্ট ও ক্লেশের কারণ ছিল। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই বিপদ কালে ধৈর্যধারণ ছিল ইসলামের নির্দেশ। অতএব, এহেন শোকাবহ ঘটনার খবর শ্রবণ করিয়া তিনি শুধু انا لله وانا اليه راجعون পাঠ করিলেন ও এই বলিয়া নীরব হইয়া গেলেন যে, هذا عمل ابى براءوقدكنت لهذا كارها متخرفا (অর্থাৎ ইহা ছিল আবূ বারার কার্য, যদ্দরুন এইরূপ ফল দেখা দিল। আমি প্রথম হইতেই আমার সাহাবাগণকে ঐ স্থানে প্রেরণ করা পছন্দ করিতেছিলাম না। কেননা, নজদবাসীদের সম্পর্কে আমার আশঙ্কা ছিল।)[১]

যদিও অতিশয় হৃদয় বিদারক ঘটনাদ্বয় যুলুম মূলক ছিল; সেই সময় মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ মঙ্গলের আশার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাস ঘাতকদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, অনবরত এক মাস পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কবীলাগুলির নাম ধরিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করিতেন যে, ওহে আমাদের অভিভাবক! তুমি আমাদের অসহায়বস্থার প্রতি দয়া কর এবং ইসলামের এই শত্রুদের হস্ত থামাইয়া দাও যাহারা তোমার দীনকে বিলীন করিবার মানসে এই ধরনের উৎপীড়ন মূলক আচরণ করিতেছে।[২] ঐ দুইটি শোকাবহ ঘটনার সংক্ষিপ্ত অবস্থা লিপিবদ্ধ করিবার পর এখন আমরা আবার মূল বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

---

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-২৭২।
২. বুখারী, বি'রু মায়ূনার অধ্যায়সমূহ।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ঐ সমস্ত কবীলা যাহারা মদীনায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন

আহযাবের যুদ্ধ বা পরিখার গাযওয়ার একটি শুভফল এই হইয়াছিল যে, আরবের যে সমস্ত কবীলা কুরাইশদের ভয়ের দরুন এবং তাহাদের প্রভাব ও শক্তিতে ভীত হইয়া নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিতে সন্তস্ত্র হইতেন আহযাবে কুরাইশ ও আরবের কবীলা সমূহের পরাভব অবলোকন করিয়া তাহাদের অনেকেই সাহসী ও নির্ভয় হইয়া যান এবং তাঁহাদের এই প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন আর কুরাইশদের এমন সাহস অবশিষ্ট নাই যে, আবার এই রকম বিরাট বাহিনী মদীনা আক্রমনের উদ্দেশ্যে লইয়া আসিতে পারে। এমতাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া ও উন্নীত হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী ও অবধারিত সত্য। তবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলি না কেন যাহাতে অনাগত দিনগুলিতে আমরা শান্তি ও নির্ভাবনায় জীবন কাটাইতে পারি।

১. মুযার কবীলার ইসলাম গ্রহণ ঃ এই ধারণার সর্বপ্রথম যে কবীলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে উহা ছিল মুযার কবীলার শাখা মুযাইনার চারিশত জন সম্মানিত লোক। তাহারা একত্রে আগমন করিয়াছেন ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যকার কতক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ইব্ন সায়াদ নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। খাযায়ী (রা) বিন আবদি নুহাম, বিলাল (রা) বিন আল হারিস, নু'মান বিন মাকরন, আবূ আসমা (রা), উসামা (রা), উবায়দুল্লাহ্ (রা) বিন বুরদা, আবদুল্লাহ্ (রা) বিন দুররা, বশর (রা) বিন আল মুহতাযার, দকিন (রা) ইব্ন সায়ীদ, আমর (রা) বিন আউফ প্রমুখ। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে নিবেদন করিলেন যে, যদি আপনি আদেশ করেন তবে সমগ্র কবীলা হিজরত করিয়া আপনার কদমে হাযির হইবে। নবী করীম (সা) নির্দেশ দিলেন তোমরা যেই স্থানে বসবাস করিতেছ তথায় প্রত্যাবর্তন কর। তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিয়াই নিজ নিজ নিয়ত ও ইচ্ছার সওয়াব পাইবে। অতএব তাহারা স্বগোত্রে ফিরিয়া যান।[১]

ইসলাম গ্রহণের মানসে এই কবীলা হিজরী ৫ম সালের রজব মাসে প্রথম আগমন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার মক্কা বিজয়ের সময় ঐ কবীলার এক হাজার সশস্ত্র জওয়ান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহিনীতে শামিল হইয়াছিলেন।

১. ইব্ন সায়াদের তাবকাতু কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩, ৬৪।

www.pathagar.com

বিজয়ের দিন ঐ কবীলার পতাকা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাযায়ী (রা) বিন আবদি নুহামের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।[১]

২. সায়াদ কবীলার ইসলাম গ্রহণ ঃ অপর একটি কবীলা সায়াদ বিন বকরও ইসলাম সম্পর্কে খোঁজ খবর প্রেরণের উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যকার একজন যোগ্য ও চালাক চতুর লোক যাম্মাম বিন সা'লাবাকে যে বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ সতর্কতার সাথে সাথে বীরত্ব ও শৌর্য বীর্যে অদ্বিতীয় ছিল, হিজরী ৫ম সালের রজব মাসে তাহাদের প্রতিনিধি করিয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রেরণ করে। সে আগমন করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে অতিশয় রুক্ষ ও কঠোরভাবে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করিতে শুরু করে। সে বলিতে থাকে "ওহে মুহাম্মদ (সা)! প্রথমে ইহা বলুন যে, এত রাসূল প্রেরণের আল্লাহ্‌র কি প্রয়োজন ছিল? উহার পরে আবার আপনাকে রাসূল করিবার কি দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত অসম্ভব হইলেও ধরিয়া লওয়া যাউক, যদি আপনাকেই আল্লাহ্ তাহার রাসূল করিয়া পাঠাতে হইতো তাহা হইলে পরিষ্কার করিয়া বলুন, আপনাকে আপনার আল্লাহ্ কোন কোন কাজ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন, আর কোন কোন কাজ হইতে নিষেধ করিয়াছেন? যাহাতে আমরা আপনার শিক্ষা হইতে আপনার সত্য বা মিথ্যা ধারণা করিতে সক্ষম হইতে পারি। আপনি আপনার নতুন দীনের মোটা মোটা নীতিগুলিও আমাদিগকে জানাইয়া দিন, যাহাতে আমরা আপনার সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত হইতে পারি। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেমভরে ও বিনম্রভাবে সম্মানের সাথে প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করেন এবং তাহাকে খুবই সুন্দরভাবে প্রতিটি কথা বুঝাইয়া দেন। যাম্মামের প্রকৃতি ভাল ছিল। সে তৎক্ষণাৎই ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই সুন্দরভাবে মাযহাবের আরকান ও ইসলামের নীতিগুলি তাহাকে এমন সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি অতিশয় হৃষ্ট চিত্তে ও হৃদ্যতা পরিপূর্ণ হইয়া স্বজাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে যেই যেই কথার শিক্ষা দিয়াছিলেন সব খুলিয়া বলেন। উহারই ফলশ্রুতি হিসাবে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সমস্ত কবীলাই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলে। ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাৎক্ষণিকভাবেই তাহারা নিজ নিজ কবীলার মসজিদ নির্মাণ করেন ও উহাতে সালাত প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন।[২]

৩. আশজা কবীলার ইসলাম গ্রহণ ঃ ঐ সময়েই আশজা'য়ের লোকজন ও মদীনায় আগমন করে। ইব্‌ন সায়াদের একটি বর্ণনায় তাহাদের সংখ্যা ১০০ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। অপর একটি বর্ণনায় ৭০০ জন। তাহাদের মদীনায় আগমনের সময়কাল ইব্‌ন সায়াদ এক বর্ণনায় পরিখার যুদ্ধের বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার অপর একটি বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহারা ঐ সময় আগমন

১. ইব্‌ন সায়াদের তাবকাতু কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯।
২. ইব্‌ন সায়াদের তাববাতু কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪।

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন যেই সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনূ কোরাইযার ঝামেলা হইতে অবসর হইয়াছিলেন (অর্থাৎ হিজরী ৫ম সালের যুল হুজ্জা মাসে)। তাহারা মদীনায় আগমন করিয়া শাগাবু সালা' মহল্লায় অবতরণ করে। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাহাদের আগমনের সংবাদ পান তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে সত্যের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের জন্য এমনই ব্যাকুলতা ছিল যে, তিনি ইহার জন্য অপেক্ষা করিলেন না যে, উহারা নিজেরাই তাঁহার খিদমতে হাযির হইবে বরং তাহাদের নিকট সত্যের তাবলীগ পৌছাইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) স্বয়ং তাহাদের তশরীফ লইয়া যান এবং তাহাদের প্রতি প্রেম পূর্ণ শিষ্টতা সুলভ আচরণ করেন। সাহাবাদিগকে নির্দেশ দান করেন যে, তোমাদের মেহমানগণকে খেজুর দ্বারা আতিথেয়তা কর। উহার পরে তিনি তাহাদিগকে ওহ্দানিয়াতের প্রতি আহবান জ্ঞাপন করেন। তাহারা বলে মুহাম্মদ (সা) আমরা ইসলাম গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করি নাই বরং এই জন্য আগমন করিয়াছি আপনার সাথে শান্তি ও সন্ধির চুক্তি করিব। কেননা, আমরা আপনার ও আপনার জাতির নিত্য দিনের যুদ্ধে অতিষ্ট হইয়া গিয়াছি। উহাতে তিনি খুবই সন্তুষ্টি সহকারে তাহাদের সহিত শান্তি ও সন্ধির চুক্তি সম্পাদন করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ তাহাদের প্রতি এমনই সুন্দর ও উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, তাহাদের সকলের মধ্যে উহার প্রভাব পড়ে এবং সন্ধিনামা লিখিত হইবার সাথে সাথে তাহারা সকলে ইসলামের গণ্ডিভূক্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে এক জনও অবশিষ্ট ছিল না যে কুফরীতে অবস্থিত ছিল।[১]

৪. বনূ আবদিল কীসের ইসলাম গ্রহণ ঃ অপর অন্য একটি কবীলাও হিজরী ৫ম সালে বাহরাইন হইতে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করে। উহার নাম ছিল বনূ আবদিল কীস। এবং ঐ কবীলার লোক দুইবার তাঁহার খিদমতে হাযির হয়। একবার হিজরী ৫ম সালে এবং পুনর্বার হিজরী ১০ সালে। প্রথমবার ছিল ১৩ জন, দ্বিতীয়বার ছিল ১৫০ জন। (এই অনুসন্ধান হইল আল্লামা কুস্তালানী ও ইব্ন হাজর আসকালানীর। ইব্ন সায়াদ ২০ জনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন)। এই কবীলার সর্দার ছিল আবদুল্লাহ্ বিন আউফ আল আশাজ্জ। তাহারা যখন তাঁহার খিদমতে পৌছেন তখন নবী করীম (সা) জানিতে চাহেন যে, ইহারা কাহারা? নবী করীম (সা) সমীপে নিবেদন করা হইল যে, ইহারা বনূ আবদিল কীসের লোকজন। নবী করীম (সা) বলিলেন, مرحب لاخزايا ولاندامى (উহারা মুবারক হউক, না কখনও তাহারা অপদস্ত হউক না কখনও অনুতপ্ত হউক) পরে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবহিত হইতে চাহিলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল আশাজ্জ কে? আবদুল্লাহ্ নিবেদন করিল, " রাসূল (সা) আমি।" আবদুল্লাহ্র চেহারা বিশেষ ভাল ছিল না। সে ছিল কুৎসিত মানুষ। তাহাকে দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "মানুষের চামড়া দিয়া মোশক তৈরী করা

১. তাবকাতু কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১।

www.pathagar.com

হয় না। কিন্তু তাহার দুইটি জিনিসের অবশ্য প্রয়োজন হয়। এক উহার যবানের, দুই উহার অন্তরের।" অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে আবদুল্লাহ্! তোমার মধ্যে এমন দুইটি স্বভাব রহিয়াছে যাহা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। একটি অন্তরের কোমলতা অপরটি সহনশীলতা। উহাতে আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞসা করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার যে দুইটি স্বভাবের কথা উল্লেখ করিলেন, উহা কি সৃষ্টিগত ও জন্মগত, না পরে সৃষ্টি হইয়াছে।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করিলেন " তোমার এই উভয় স্বভাবই সৃষ্টিগত ও জন্মগত।"

নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিবার পরে ঐ কবীলার লোকজন মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরয করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের দেশ বাহরাইন, এই স্থান হইতে অনেক দূরে, মধ্যে মাযার কবীলা সমূহের আবাদী রহিয়াছে, তাহারা ইসলামের ঘোর শত্রু। এই কারণে আমরা বার বার ও ঘন ঘন আপনার খিদমতে হাযির হইতে পারিতেছিল না। কাজেই আপনি আমাদিগকে এমন কতক কথা শিক্ষা দিন যাহা আমরা আমাদের দেশে বসিয়া আমল করিতে পারি ও আমাদের অমুসলিম ভাইদের নিকট উহার তাবলীগ করিতে পারি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাদিগকে সংক্ষিপ্তভাবে চারিটি কথার নির্দেশ দিতেছি। ঐ গুলি এই ১. আল্লাহ্কে এক ও লা শরীক বলিয়া জানিবে ২. যথারীতি সালাত প্রতিষ্ঠা করিবে ৩. রমযানের সউম পালন করিবে ৪. খোম্স (সম্পদের এক পঞ্চমাংশ) প্রদান করিবে। এবং চারিটি জিনিস হইতে নিষেধ করিতেছি। ঐ গুলি এই ১. দুব্বা ২. হিনতাম ৩. নকীর ৪. মুয্যাফাত।[১] (শেষোক্ত চারিটি নামই ছিল বিশেষ চারি ধরনের পত্রের যাহাতে আরবরা মদ্য পান করিত) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল, যেই কবীলায় যেই ধরনের বিশেষ বিশেষ মন্দ জিনিস ও পাপ পরিদৃষ্ট হইত উহাদিগকে নসীহত করাকালে ঐ সমস্ত খারাপ জিনিস ও পাপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেন। এই খানেই তাহাই হইয়াছে। বাহরাইনের বনূ আবদিল কীস মদ্যপানে ভীষণভাবে অভ্যস্ত ছিল এবং ঐ ধরনের চারি প্রকারের বরতনে মদ্য পান করিত। এ জন্যই রাসূল (সা) উহাদিগকে উহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা দিয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা বিস্মিত হইলেন যে, এত দূরে অবস্থান করিয়া নবী করীম (সা) আমাদের আচার আচরণ সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হইলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যকার কোন একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নকীর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূল (সা) উত্তর দিলেন "হ্যাঁ, খেজুরের মোটা কাঠকে ভিতর হইতে খোদাই করিয়া তোমরা উহাতে পানি

---

১. দুব্বা-তূনিয়া (এক ধরনের তিক্ত লাউ, উহার ছিলকা খুবই মোটা হয়, ফকীরেরা উহা শুকাইয়া কশিকোল (ভিক্ষা পাত্র) তৈরী করে। হিনতাম = লাক্ষার (এক প্রকারের আঠা) পাত্র। নকীর = কাঠের পাত্র; মুয্যাকাত = আল কাতরা লাগানো পাত্র। রাহমাতুল লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯।

www.pathagar.com

ঢালিয়া দাও এবং কয়েক দিন পরে যখন উহার ভাপ কমিয়া আসে তখন উহা পান করিয়া নিজের ভাইয়ের উপর তরবারী চালাও! ইহাই হইল নকীর!"

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে রামলা (রা) বিনতি হারিসের গৃহে অবস্থান করাইয়াছিলেন এবং সাহাবাকে বারংবার করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাহাদিগের ভালভাবে অতিথেয়তা করিবে। ইহারা অনবরতঃ দশ দিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন ও ইত্যবসরে আবদুল্লাহ্ আল আশজ্জ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে কুরআন পাঠ ও দীনী মাসায়িল শিক্ষা করিতে থাকেন। যাত্রা কালে তিনি তাঁহাদের সকলকে উপঢৌকন ও পুরস্কারাদি দান করেন এবং ১২ উকিয়া রৌপ্য (এক উকিয়ার সোয়া তিন তোলা) দান করেন।[১]

৫. জোহাইনা কবীলার ইসলাম গ্রহণ ঃ জোহাইনা কবীলার পক্ষ হইতে আবদুল উয্যা বিন বদর প্রতিনিধি স্বরূপ মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হন ও তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার মাতৃ গর্ভজাত পিতৃব্যপুত্র রাওয়াও ছিলেন। যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিক সুলভ নামের ঘোর শত্রু ও বিরোধী ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ধরনের নাম পরিবর্তন করিয়া দিতেন। কাজেই নবী করীম (সা) আবদুল উয্যার প্রতি সম্বোধন করিয়া বলেন " তুমি আজি হইতে আবদুল্লাহ্" এবং আবূ রাওয়াকে বলিলেন "অতি সত্ত্বর এমন সময় আসিতেছে যখন তুমি নিজ বীরত্বে শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিবে।" এতদ্ভিন্ন জোহাইনা কবীলা ছিল বনূ গায়্যানের শাখা। কিন্তু যেহেতু গায়্যানের অর্থ হইল বিদ্রোহ কাজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহা পরিবর্তন করিয়া তাহার নাম রাখিলেন বনূ রুশদান, যাহার অর্থ হইল পথ প্রদর্শন। যেই উপত্যকায় তাহাদের আবাস ছিল উহার পূর্বেকার নাম ছিল গাওলা, যাহার অর্থ হইল পথ ভ্রষ্টতা। নবী করীম (সা) বলিলেন, আগামীতে তোমরা ইহাকে রুশদ উপত্যকা বলিবে, উহার অর্থ হইল কুশল ও সাফল্য।

বনূ জোহাইনাতে ইসলাম প্রচারের এমনই গভীর প্রভাব বিস্তারিত হয় এবং এমনই ত্বরিতে তাহারা সত্যের আওয়াজে তাহাদের উপস্থিতি জ্ঞাপন করে যে, উহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যেমন-সেই কবীলার জনৈক ব্যক্তি ছিল আমর বিন মাররা আল জোহনী। সে তাহার মাতৃভূমির একটি প্রতিমা গৃহের সংরক্ষক ছিল। প্রতিমা গৃহে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল সমগ্র কবীলা ঐ প্রতিমাকে অতিশয় সম্মান ও মর্যাদা দিত। তদ্দরুন সংরক্ষণকারীরও খুবই মান মর্যাদা ছিল। কিন্তু আমর মার্‌রার কর্ণে যখন সত্যের আওয়াজ পৌঁছে তখন সে তাৎক্ষণিকভাবেই সত্যের ডাকে উপস্থিতি জ্ঞাপন করে এবং অন্তর হইতে আল্লাহ্‌র ওহ্‌দানিয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করে। উহার পরে তাহার মধ্যে ঐ প্রতিমার প্রতি কোন সম্ভ্রমবোধ অবশিষ্ট ছিল না

১. ইব্‌ন সায়াদের তাবকাতু কবীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৪ এবং শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০, ৫১।

www.pathagar.com

যাহার সে ছিল সংরক্ষক এবং যাহার দরুন তাহার যথেষ্ট আমদানী হইত, আর না ছিল তাহার সেই সম্ভ্রম বিলীন হইবার প্রতি কোন খেয়াল, যাহা সে সংরক্ষক হিসাবে পাইত। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিমা ঘরে আগুন লাগাইয়া দেন। উহার পরে মদীনার পানে যাত্রা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া কালিমা তাইয়েবা পাঠ করেন ও মুসলিম হইয়া যান। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার সেই হৃদ্যতা ও ঈমানের দরুন খুবই তুষ্ট হন এবং তাহাকেই সেই জাতির জন্য মুবাল্লিগ নিয়োগ করিয়া প্রেরণ করেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া অতিশয় আবেগের সহিত ঘরে ঘরে ঘুরিয়া তাবলীগ করিতে শুরু করেন। উহার ফল এই হয় যে, একজন অতি কট্টর প্রতিমা পূজারী ব্যতীত সমস্ত কবীলা তাহার হস্তে মুসলিম হইয়া যায়। মক্কা বিজয়ের সময়ও ঐ কবীলার অনেক লোক নবী করীম (সা)-এর বাহিনীতে শামিল ছিলেন। নবী করীম (সা) কবীলার পতাকা আবদুল্লাহ্ (রা) বিন বদরকে প্রদান করেন। মক্কা বিজয়ের পরে তাহারা মদীনায় আবাদ হইতে ইচ্ছা পোষণ করিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে মসজিদ নির্মাণের জন্য ভূমি প্রদান করেন।[১]

৬-৭. আসলাম ও গিফার কবীলার ইসলাম গ্রহণ ঃ আসলাম ও গিফার কবীলা ঐ সময়েই ইসলাম গ্রহণ করে এবং উমাইরা বিন আতফার নেতৃত্বে ঐ কবীলার অনেক লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে নিবেদন পেশ করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং আমরা আল্লাহ্ ও আপনার আনুগত্য ও অনুসরণ গ্রহণ করিয়াছি। অতএব, আপনি আমাদিগকে এমন কোন সম্মান দান করুন যদ্দরুন আমরা অপরাপর কবীলাসমূহের সম্মুখে আমাদের মাথা মর্যাদার সহিত উঁচু করিতে পারি। ইহা শ্রবণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন, "ওহে আল্লাহ্! তুমি আসলামকে শান্তিতে রাখ ও গিফারকে মাগফিরাত দান কর।"

৮. খোশাইন কবীলার ইসলাম গ্রহণ ঃ হিজরী ৭ম সালের সফর মাস, রাসূল (সা) খায়বরের জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। খোশাইন কবীলার প্রতিনিধি আবূ সা'লাবা আল খোশানী মদীনায় আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে খায়বরে গমন করেন। খায়বর জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ঐ কবীলার আরও সাত জন আগমন করেন। তাহারা আবূ সালমার সঙ্গে অবস্থান করেন এবং নবী করীম (সা)-এর হস্তে বাইয়াত ও ইসলাম গ্রহণের পরে নিজ কবীলায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

---

১. ইব্‌ন সায়াদের তাবকাতু কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৭, ৬৮।
২. ইব্‌ন সায়াদের তাবকাতু কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মদীনা হইতে প্রেরিত ইসলাম প্রচারক দল

এখন পর্যন্ত আমরা আরবের ঐ সমস্ত বিভিন্ন কবীলার কথা উল্লেখ করিয়াছি যাহারা পরিখার যুদ্ধের পরে কোরাইশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইতে মুক্ত হইয়া মদীনায় আগমন করিয়াছিল ও ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হইয়াছিল। অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ কারিয়া তাহাদের মাধ্যমে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এমন কতক জামাত ও কাহিনীর অবস্থা বিবৃত করিব যাহাদিগকে রাসূল করীম (সা) পরিখার যুদ্ধের পরে ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১. বনূ সা'লাবা অভিমুখে ঃ হিজরী ৬ষ্ঠ সালে রবীউল আখির মাসে মহান হযরত মুহাম্মদ (সা) ১০ জন মুবাল্লিগীনকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন সলিমার নেতৃত্বে বনূ সা'লাবার দিকে প্রেরণ করেন। ইহারা যখন যুল কুস্সা নামকস্থানে পৌছেন তখন নিশিথে নিদ্রাবস্থায় বনূ সা'লাবার বিরাট দল তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং নিদ্রাবস্থায় তাহাদিগকে শহীদ করে। শুধু মাত্র মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা) কোনক্রমে বাচিয়া যান, কিন্তু তিনিও ভীষণভাবে আহত হন। ইবনু সায়াদ লিখিতেছেন যে, ঐ ১০ জনকে বনূ সা'লাবার ১০০ জনের সহিত মুকাবিলা করিতে হইয়াছিল এবং মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা) ব্যতীত সকলেই শহীদ হইয়াছিলেন। মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা) ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন ও সজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। কাফিররা মনে করিয়াছিল তিনিও শেষ হইয়া গিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরে তিনি সজ্ঞা ফিরিয়া পান আর এমনিভাবে বাঁচিয়া যান।[১]

২. বনূ কা'ব অভিমুখে ঃ হিজরী ৬ষ্ঠ সালের শাবান মাসে মহানবী (সা) হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা)-কে বনূ কা'ব অভিমুখে প্রেরণ করেন। ঐ স্থানে পৌছিয়া তাঁহার তাবলীগক্রমে কবীলার সরদার আসবাগ বিন আমর কালবী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সমস্ত এলাকায় ইসলাম ছড়াইয়া পড়ে ও অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। কবীলা সরদার তদীয় কন্যা তামাযার (রা)-কে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আউফের সহিত বিবাহ দেন। এবং ইহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২] হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) আশারা মুবাশ্শারার অন্যতম।

১. রাহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৩।
২. রাহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৪।

www.pathagar.com

৩. বনূ সলীম অভিমুখে ঃ হিজরী ৭ সালের যুল হিজ্জা মাসে রাসূল (সা) ইবনু আবিল আওজা আস্ সালামী (রা)-কে বনী সলীম অভিমুখে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে ৫০ জন লোক ছিল। ইহারা যখন বনূ সলীমের এলাকায় পৌছেন এবং তাহাদিগকে হযরত নবী করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে তাবলীগ করেন তখন তাহারা ইসলামের মুবাল্লিগদের সহিত খুবই দুর্ব্যবহার করে ও "তোমরা আমাদিগকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন ও যে জিনিসের দিকে ডাক দিতে আসিয়াছ, আমাদের পক্ষে না উহা শ্রবণের প্রয়োজন রহিয়াছে, আর না উহা গ্রহণ করার মধ্যে আমাদের কোন উপকার নিহিত আছে। তোমাদের কি করিয়া এমন সাহস হইল যে, আমাদের দীন বিগড়াইয়া দিতে ও আমাদের যুবকগণকে পথভ্রষ্ট করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছ? ইহা বলিয়া তাহারা নিজ নিজ তরবারী নিষ্কোষিত করেও মুসলিম মুবাল্লিগগণকে আক্রমণ করিয়া বসে। মুসলিমগণ যদিও যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান নাই কিন্তু পরিস্থিতি এমন নাজুক হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদিগকে আত্মরক্ষাকল্পে তরবারী ধারণ করিতে হয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলে। কাফিরদের পরাভব নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছিল। তাহারা ময়দান ছাড়িয়া পালাইয়া যাইত, এমনি সময়ে অকস্মাৎ চারিদিকের আরব কবীলাসমূহ সম্মিলিত হইয়া বনূ সালীমের পক্ষাবলম্বন ও সহায়তার জন্য অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চলিয়া আসে। তখন যুদ্ধের ছক পরিবর্তন হইয়া যায়। স্বল্পসংখ্যক মুসলিম এত বড় জমায়েতের মোকাবিলা কি করিয়া করিবেন। এতদসত্ত্বেও অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন এবং অতিকষ্টে নিজেদের লোকজনকে রক্ষা করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আসেন।[১]

৪. বনূ কোযা'আ অভিমুখে ঃ অষ্টম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে রাসূল (সা) হযরত আমর বিন কা'ব আনসারীকে ১৫ জন ব্যক্তি সাথে দিয়ে বনূ কোযা'আ-এর আতলা গ্রামের দিকে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই সব লোকেরা রাসূল (সা)-এর দাওয়াত কবূল করে নাই, বরং ১৫ জন মুসলমানের বাহিনীর উপর হামলা করে। এই অবস্থা থেকে বাধ্য হয়ে মুসলিমগণ তলোয়ার হাতে নিয়া বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া যান। শুধুমাত্র আমর (রা) আহত অবস্থায় জীবিত ছিলেন।[২]

৫. বনূ জাযীমা অভিমুখে ঃ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে নবী (সা) হযরত খালেদ বিন ওলীদকে সালীম বিন মনসূর এবং মুদলিজ বিন মুর্‌রা গোত্রের ৩৫০ জন মানুষসহ আরবের বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। রাসূল (সা) লোকদের উপর হামলা বা হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেন নাই। বরং বলিয়াছিলেন, তোমরা যেইখানে যাইবে সেইখানকার লোকদেরকে কথার দ্বারা ইসলামের দাওয়াত দিবে। যখন খালিদ বিন ওলীদ (রা) লোকজনসহ বনী জাযীমায়

১. ইবনু সায়াদের তাবকাতু কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৯।
২. তাবাকাত-ই কবীর; ইব্‌ন সায়াদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২।

www.pathagar.com

পৌঁছিলেন তখন তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাহারা পূর্বেই মুসলিম হইয়া গিয়াছিলেন। তবুও প্রশ্নের উত্তরে তাহারা "আমরা মুসলমান হইলাম" শব্দ না বলিয়া "আমরা সাবাঈ হইলাম" বলিলেন। হযরত খালিদ (রা) মনে করিয়াছিলেন যে, তাহারা ইসলামকে অপছন্দ করিয়া এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছে; তাহারা মুসলমান হয় নাই। ইহা ছাড়াও তাহারা হযরত খালিদ (রা) সেখানে পৌঁছার পর তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

এই দুইটি বিষয়ে হযরত খালিদ (রা) ভুল বুঝিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত লোকেরা মুসলমান নহে বরং ইসলামের দুশমন। এইজন্য তিনি তাহাদেরকে বন্দী ও ও হত্যা করার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিলেন। হযরত খালিদের এই ভুল বুঝাবুঝির কারণে বনী জাযিমার ৯৫ জন ব্যক্তি নিহত হন।

রাসূল (সা) যখন এই ঘটনা অবহিত হলেন তখন তিনি খুবই দুঃখিত হলেন এবং হযরত আলী (রা)-কে ডেকে তাহাদের মাল-সামান ফেরত এবং নিহতদের রক্তপণ প্রদান করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতএব হযরত আলী (রা) রাসূল (সা)-এর নির্দেশ পালন করার জন্য তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদ ও রক্তপণ নিয়া সেখানে গেলেন। হযরত খালিদ (রা) তাহাদের যতজনকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকের রক্তপণ দেওয়া হইল। হযরত খালিদ (রা) তাহাদের যত অর্থ সম্পদ নিয়াছিলেন সব ফেরত দেওয়া হইল। হযরত আলী (রা) প্রতিটি পরিবার এবং ব্যক্তির সাথে কথা বলিয়া তাহাদের অর্থ-সম্পদ ফিরে পাওয়া এবং রক্তপণপ্রাপ্তি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করিয়াছেন। তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারবার প্রশ্ন করিয়া নিহত ব্যক্তিদের পরিবার এবং সম্পদহারা প্রতিটি ব্যক্তির সাথে দেখা করিয়া তাহাদের প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ যত্ন সহকারে প্রদান করিয়াছেন। এমনকি হযরত খালিদ (রা)-এর হাতে নিহত পশু, উট, কুকুরের রক্তপণও প্রদান করিয়াছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি এই কাজ করিয়া রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরিয়া আসেন। তিনি রাসূল (সা)-কে প্রতিটি কাজের পুংখানুপুংখ বিবরণ পেশ করেন। তিনি আরও জানান তাহাদের সমস্ত পাওনা পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট অর্থও তিনি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। রাসূল (সা) আলী (রা)-এর কাজের প্রশংসা করেন এবং বলেন– "আলী, তুমি খুবই উত্তম কাজ করিয়া আসিয়াছ।"

তারপর রাসূল (সা) কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত তুলিয়া বিনীতভাবে দোয়া করিলেন–হে আল্লাহ্! খালিদ যা করিয়াছে আমি বিনয়ের সাথে আমার অক্ষমতা এবং দায়িত্বহীনতা প্রকাশ করিতেছি। আমি কখনোই তাহাকে এ ধরনের নির্দেশ দেই নাই। এ কথাটি রাসূল (সা) তিনবার বলিলেন।

৬. বনী কিলাব অভিমুখে ঃ নবম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে রাসূল (সা) হযরত দাহ্হাক বিন সুফিয়ানকে বনূ কিলাবের নিকট ইসলামের প্রচার ও তাহাদেরকে

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সেইখানেও কাফিরগণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সেখানে কতজন মুসলিম শহীদ হইয়াছেন ইতিহাসে তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না।

৭. হামদান গোত্র অভিমুখে ঃ ইয়ামনে একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী বংশ বসবাস করতো। তাহাদের নাম হামাদান গোত্র। দশম হিজরীতে রাসূল (সা) তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর নেতৃত্বে আলাদা আলাদা বাহিনী প্রেরণ করেন।

৮. পারস্যের বংশ অভিমুখে ঃ ইরানের কিছু লোক আরবের প্রাণকেন্দ্র ইয়ামনে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরকে বনূ ফারেস বা ইরানী বংশ বলা হত। দশম হিজরীতে রাসূল (সা) তাহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য ইবনে ইয়াহনাস (রা)-কে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়া তিনি নু'মান বিন বাযরাজ নামক এক নেতার পরিবারে অবস্থান করেন এবং দাওয়াত তাবলীগের কাজ চালাইয়া যান। সেখানকার অধিবাসীগণ দাওয়াত কবূল করিয়া মুসলমান হইয়া যান। এইভাবে ইয়ামনের রাজধানী সানায় মুসলমানগণ প্রতিষ্ঠিত হন।

৯. ইয়ামনের অঞ্চল অভিমুখে ঃ অন্যদিকে ইয়ামনের কিছু অঞ্চলে রাসূল (সা) হযরত মুয়ায বিন জাবাল ও হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা)-কে ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি তাহাদিগকে যে প্রণিধানযোগ্য নসীহত করিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী দান করিয়াছিলেন ঐগুলি হইল তাবলীগ ও প্রচারের সোনালী নীতিমালা। তিনি ঐ দুই দু'জনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

অতিশয় বিনম্র ও আদবের সাথে কাজ করিবে। কোন ক্রমেই কঠোরতা অবলম্বন করিবে না। মানুষকে সুসংবাদ দান করিবে। তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে না। উভয়ে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিবে। মানুষের নিকট নিজেদের তাবলীগকে ক্রমান্বয়ে পেশ করিবে। সর্বপ্রথম তাহাদিগকে আল্লাহ্র তওহীদ ও আমার রিসালতের দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করিবে। যখন এই দুইটি কথা মানিয়া লইবে তৎপরে তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহ্ দিবা-রাত্রিতে পাঁচ বার সালাত ফরয করিয়াছেন। ইহা মানিয়া লইবার পরে বুঝাইবে যে, তোমার উপর আল্লাহ্ যাকাত প্রদানও ফরয করিয়াছেন, যাহা তোমাদের মধ্যকার ধনবানদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া নিঃস্বদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। দেখ এই বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিবে যে, যখন তাহারা যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হইবে তখন বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল জিনিসই গ্রহণ করিবে না। তোমাদিগকে আমি বিশেষভাবে এই নসীহত করিতেছি যে, উৎপীড়িতের বদ দোয়া সম্পর্কে ভীত থাকিবে। কেননা, তাহার ও আল্লাহ্র মধ্যে কোনরূপ আবরণের বাঁধ থাকে না।

www.pathagar.com

এই সময়ে হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা) জিজ্ঞাসা করেন যে "ইয়া নবীয়াল্লাহ্! আমাদের ইয়ামনে মধু ও যবের মদ তৈরী করিয়া পান করা হয়, ইহাও কি হারাম? "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রতিটি জিনিস যাহাতে নেশার উদ্রেক হয় উহা হারাম।"[১]

১০. বনূ হারিস অভিমুখে ঃ ইয়ামনের নিকটেই হইল নজরানের এলাকা, উহা ছিল সেই সময়কার ঈসায়ীদের কেন্দ্র। সমগ্র এলাকায় অধিকসংখ্যক ঈসায়ী ছড়াইয়া রহিয়াছিল। কিন্তু উহাদেরই মধ্যে বনূ হারিস নামে একটি প্রতিমা পূজারী কবীলাও ছিল। উহারা মাদান নামক প্রতিমার পূজা করিবার দরুন আবদুল মাদান নামে পরিচিত ছিল।[২] হিজরী ১০ম সালের রবীউল আখির অথবা জমাদিউল-উলা মাসে নবী করীম (সা) ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ঐ কবীলা অভিমুখে হযরত খালিদ (রা) বিন ওলীদকে প্রেরণ করেন। এবং তাঁহাকে নসীহত করেন যে বিনম্রভাবে প্রীতির সহিত তাবলীগ করিবে। যদি তাহারা তোমার দাওয়াতকে গ্রহণ না করে এবং যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হয় তবে তুমি প্রারম্ভ করিবে না। হ্যাঁ যদি তাহারা আক্রমণ করে তবে তাহাদের প্রতি উত্তর দিবে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে শেষ বারের মত সতর্ককরণ হিসেবে তিনবার তাহাদিগকে ইসলামের তাবলীগ করিবে। তারপরেও যদি না মানে তবে তরবারী হস্তে ধারণ করিবে। অতএব, হযরত খালিদ (রা) বিন ওলীদ অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে রাসূল (সা)-এর নির্দেশ পালন করেন এবং তাহাদিগকে অতি বিনম্রভাবে ইসলামের তাবলীগ করেন। উহার ফল স্বরূপ সমস্ত লোক অতি সহজেই ইসলাম গ্রহণ করে। উহার পরে হযরত খালিদ (রা) তাহাদিগকে ইসলামের আরকান শিক্ষা দেন এবং কুরআন পাঠ দিতে থাকেন।

বনূ হারিস সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে খালিদের (রা) দরখাস্ত ঃ ঐ কবীলার ইসলাম গ্রহণে হযরত খালিদ (রা) খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তিনি নিম্নেবর্ণিত পত্রের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই সুসংবাদ প্রেরণ করেন ঃ بسم الله الرحمن الرحيم হযরত রাসূল করীমের (সা) খিদমতে খালিদ (রা) বিন ওলীদের দরখাস্ত"

"আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সেই আল্লাহ্র হামদ করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নাই। অতঃপর ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে বনূ হারিসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আমাকে নির্দেশ দান করিয়াছিলেন যে, আমি যেন তাহাদিগকে তিন দিন পর্যন্ত ইসলামের তাবলীগ করি। যদি তাহারা আমার দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়া লয় তবে আমি

১. সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯; সহীহ বুখারীর হাওয়ালাক্রমে।
২. সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠ-৩০।

www.pathagar.com

তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে ইসলামের আহকাম শিক্ষা দিব। কিন্তু যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। কাজেই আমি তাহাদের নিকট আগমন করি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশানুযায়ী তাহাদিগকে তিনদিন পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি এবং আরোহীগণকে তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করি। উহারা তাহাদিগকে বলে যে, ওহে বনী হারিস! ইসলাম গ্রহণ কর, তাহা হইলে শান্তিতে থাকিতে পারিবে। সেই মতে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে ও যুদ্ধ পরিহার করে। এখন আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছি এবং তাহাদিগকে দ্বীনের নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ এবং আহকাম ও মাসায়িল শিক্ষা দিতেছি। আগামীতে তাহাদের জন্য দরবারে নববী হইতে যেই নির্দেশ হইবে সে মতে আমল করিব। ওয়াস সালামূ আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পূর্ণ সালাম আপনার উপর হে আল্লাহ্র রাসূল এবং আপনার উপর আল্লাহ্র রহমত ও বরকত রাজী বর্ষিত হউক।"

রাসূল (সা)-এর নির্দেশনামা খালিদের (রা) নামে ঃ রাসূল (সা) খালিদের (রা) পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করেন ঃ بسم الله الرحمن الرحيم মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্র পক্ষ হইতে খালিদ (রা) বিন ওলীদের নামে ঃ

আসসালামু আলাইকুম (তোমার উপর সালাম)। আমি সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি যাহাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। অতঃপর তোমার পত্র আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। উহাতে অবহিত হইলাম যে, বনূ হারিস ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং لا اله الا الله محمد رسول الله এর সাক্ষ্য দান করিয়াছে। ইহা হইল আল্লাহ্র পথ প্রদর্শন, যাহা তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। অতএব, তুমি তাহাদিগকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান কর এবং আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দাও। এবং তাহাদের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আগমন কর এবং ঐ সমস্ত বিষয়াদি সম্পাদন কর যাহা আল্লাহ্ নির্দেশ করিয়াছেন। ওয়াস্ সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

নবী (সা)-এর খিদমতে বনূ হারিসের প্রতিনিধি দল ঃ নবী (সা)-এর সেই ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত খালিদ (রা) বিন ওলীদ বনূ হারিসের নিম্নোক্ত রয়ীস ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া মাদান অভিমুখে যাত্রা করেন। কীস বিন হাসীন, ইয়াযীদ বিন আবদিল্লাহ, ইয়াযীদ বিন আল মাজহাল, আবদুল্লাহ্ বিন ফাররাদ, শাদ্দাদ বিন আবদিল্লাহ্, আমর বিন আবদিল্লাহ যাবাবী এবং ইয়াযীদ বিন আবদিল মাদান (রা)।

হযরত খালিদ (রা) যখন তাহাদিগকে নবী (সা)-এর খিদমতে পেশ করেন তখন রাসূল (সা) বলেন, ইহারা তো এমন মনে হইতেছে যেন হিন্দী (ভারতীয়)" খালিদ

www.pathagar.com

(রা) আরয করিলেন, "না রাসূল (সা)! ইহারা হইল বনূ হারিস।" তাহারা সকলেই রাসূল (সা)-কে আস্‌সালামু আলাইকুম বলেন ও নিবেদন করেন যে, আমরা সকলে এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।" ইহাতে রাসূল (সা) বলেন, নিঃসন্দেহে আমিও ঐ কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই এবং নিশ্চিতই আমি তাহার রাসূল।"

উহার পরে রাসূল (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা কি তাহারা যাহারা যখন অপরের সহিত যুদ্ধ করে তখন তাহাদিগকে পরাভূত করে।" তাহারা নীরব থাকে। চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করিবার পরে ইয়াযীদ (রা) বিন আবদুল মাদান বলেন, "হ্যাঁ, রাসূল (সা)! আমরা সেই মানুষই যে, যখন শত্রুর উপর আক্রমণ করি তখন তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেই।" রাসূল (সা) বলিলেন যে, "যদি খালিদ (রা) আমাকে এইরূপ না লিখিত যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ তবে আমি তোমাদের শিরককে তোমাদের পদতলে লুটাইয়া দিতাম। আর ঐ সময় তোমরা কোন সাহায্যকারী পাইতে না।" ইয়াযীদ (রা) বিন আবদিল মাদান আরয করেন যে, "রাসূল (সা)! আমরা ঐ ব্যাপারে আপনার ও খালিদের (রা) নিকট কৃতজ্ঞ নহি।" রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কাহার নিটক কৃতজ্ঞ?" তাহারা নিবেদন করেন যে, আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞ যিনি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন ও আমাদিগকে আপনার সঙ্গে থাকিবার তওফীক দান করিয়াছেন।" রাসূল (সা) বলেন, "তোমরা একদম সত্য বলিয়াছ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।" অতঃপর তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আচ্ছা, বলো তো জাহিলিয়াকালে তোমরা কিসের দরুন বিপক্ষদের উপর জয়লাভ করিতে? তাহারা নিবেদন করেন "রাসূল (সা)! দুইটি কারণে, প্রথমতঃ আমরা যখনই কাহারও উপর আক্রমণ করিতাম পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিতাম। দ্বিতীয়তঃ আমরা কঠোরভাবে ঐ জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতাম যে, কাহারও উপর যেন অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি না করা হয়।" ইহা শ্রবণ করিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা সত্য বলিয়াছ। কৃতকার্য ও সাফল্যের জন্যে এই দুইটি হইল মুখ্য শর্ত।"

উহার পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী হারিসের জন্য কীস বিন হাসীন (রা)-কে আমীর মনোনীত করেন ও শাওয়ালের শেষে অথবা যুল কা'দার শুরুতে তাহাদিগকে বিদায় করিয়াছিলেন। তাহাদের যাওয়ার মাত্র চারিমাস পরে রাসূল (সা)-এর ওফাতের শোকাবহ ঘটনার অবতারণা হয়।

মহানবী (সা)-এর অদ্বিতীয় তাবলীগী হিদায়াত নামা আমর বিন হাযমের উদ্দেশ্যে ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ একই ব্যক্তিকে মুবাল্লিগ, মুয়াল্লিম ও মুহাস্‌সিল হিসাবে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে কবীলাসমূহের পানে প্রেরণ করিতেন। এবং

www.pathagar.com

তিনি হইতেন এমনই যোগ্য লোক যে, এই ত্রিবিধ দায়িত্ব তিনি সুন্দরভাবে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতেন। বনূ হারিসের জন্য লোক প্রেরণ কালেও তিনি একই ব্যক্তিকে ত্রিবিধ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন এবং যাত্রাকালে যেমন প্রণিধানযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হিদায়াত ও নসীহত উহাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন, উহা শুধুমাত্র ঐ সময়ের জন্যই নহে বরং উহা সর্বযুগ ও সর্বকালের মুবাল্লিগীন ও মুয়াল্লিমীনের জন্য পথ প্রদর্শন ও হিদায়াতের মশাল। ঐ নসীহতগুলির মধ্যে তিনি আমর বিন হাযম (রা)-কে যে সমস্ত দ্বীনী মাসায়িল শিক্ষা দিয়াছেন উহা শুধুমাত্র মুবাল্লিগীন ও মুয়াল্লিমীনের জন্যই নহে বরং প্রতিটি মুসলিমের পক্ষে অতিশয় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবারযোগ্য। উহাতে তাহারা ইসলামের বুনিয়াদী আহকাম সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা সেই নসীহতনামা ইবনু হিশামের নিকট হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ইহা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের পক্ষে হইতে বিবৃত। হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অঙ্গীকার ও ওয়াদাসমূহকে পূরণ কর। ইহা হইল জীবন সংবিধান ও নসীহতনামা যাহা আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর পক্ষ হইতে আমর বিন হাযম (রা)-এর জন্য ঐ সময় প্রেরিত যখন তাঁহাকে ইয়ামানের দিকে প্রেরণ করা হয়।

আমর বিন হাযম (রা)-এর জন্য ইহা আবশ্যকীয় যে, তাহার প্রতিটি কার্যে আল্লাহ্র তাকওয়া ও ভীতির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা। কেননা আল্লাহ্ ঐ সমস্ত মানুষের সহিত থাকেন, যে তাকওয়া গ্রহণ করে ও মানুষের সহিত করুণাপূর্ণ আচরণ করে।

আমি আমর বিন হাযম (রা)-কে নির্দেশ দিতেছি যে, ইয়ামনে পৌছিয়া লোকের নিকট হইতে শুধুমাত্র ঐ পরিমাণ মালই আদায় করিবে যেই পরিমাণ আদায় করা আল্লাহ্ কর্তৃক আবশ্যকীয় বা ফরয করা হইয়াছে। তাহার উচিত হইবে সে যেন মানুষকে কুশল সুসংবাদ প্রদান করে এবং আপন ও পরের সহিত ভাল কাজ করিতে নির্দেশ দান করে কুরআন ও দ্বীনী আহকাম শিক্ষা দিবে ও মানুষকে নিষেধ করিবে যেন তাহারা নাপাক অবস্থায় কুরআনে হাত না লাগায় এবং নাপাক হাতে উহা না স্পর্শ করে। আমর বিন হাযম (রা)-এর কর্তব্য হইবে যেন মানুষকে লাভ লোকসানের সমস্ত কথা বুঝাইয়া দেয় এবং সত্যের ব্যাপারে তাহাদের সহিত কোমল আচরণ করে। এবং যুলুমকে কঠোর হস্তে দমন করে। কেননা, আল্লাহ্র নিকট যুলুম অতি অপছন্দনীয় জিনিস এবং তিনি যালিমদের উপর অভিসম্পাত করেন।

আমর বিন হাযম (রা) মানুষকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করিবে, তাহাদিগকে ভাল ও কুশল কার্যের নির্দেশ দিবে, তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় কথা শিক্ষা দিবে, কাবার হজ্জের আহকাম এবং উহার ফরয ও সুন্নতসমূহ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করিবে এবং তাহাদিগকে বলিবে যে, উমরা হইল ছোট হজ্ব আর হজ্ব হইল বড় হজ্ব। মানুষকে আরও বুঝাইবে যে, তাহারা যেন সংক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

পোশাকে সালাত কায়েম না করে। বরং সালাত কায়েমের জন্য কাপড় এতটা বড় হওয়া প্রয়োজন যাহাতে দেহের যথাযথ অংশ জড়াইয়া লওয়া যায়। সে মানুষকে সতর উন্মুক্ত করিয়া বসা সম্পর্কেও নিষেধ করিবে। তাহার আরও কর্তব্য হইবে যে, পুরুষকে মাথার চুলের বেনী বাধিতে নিষেধ করিবে। আবার যখনই নির্বুদ্ধিতা ও বেওকুফী বশতঃ জিহালতের যুদ্ধ বাধিয়া যায় তখন কবীলাসমূহকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতে নিষেধ করিবে। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্যই কবীলাসমূহকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাইবে, পারস্পরিক যুদ্ধের জন্য নহে।

আমর (রা) বিন হাযমের কর্তব্য হইবে যে, মানুষকে ভাল করিয়া ওযু করিতে নির্দেশ দিবে। তাহারা নিজেদের মুখমন্ডলকে ভালভাবে ধৌত করিবে, নিজের হস্তকে কনুই পর্যন্ত এবং পদদ্বয় টাখনু পর্যন্ত পানি দ্বারা পরিষ্কার করিবে ও মাথা মসেহ করিবে। যেমন করিয়া আল্লাহ্ নির্দেশ দান করিয়াছেন তেমন করিয়া সালাত সময়মত পরিপূর্ণ রুকু ও সিজদা এবং পরিপূর্ণ বিনম্রতা ও ভীতির সাথে কায়েম করিবে। সকালের সালাত প্রথম ওয়াক্তে কায়েম করিবে। যোহরের সালাত সূর্য ঢলিবার পরে। আসরের সালাত যখন সূর্য পশ্চিম দিকে বেশ হেলিয়া পড়ে, মাগরিবের সালাত সূর্যাস্তের পরে তারকা দেখা দিবার পূর্বে এবং এশার সালাত রাত্রির প্রথমভাগে কায়েম করিবে। যখন জুমার আযান হইবে তখন সালাতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া আসিবে এবং জুমার সালাতে গমনের পূর্বে গোসল করিবে। অধিকন্তু তুমি মানুষকে নির্দেশ দাও যে, গনীমতের মালে আল্লাহ্‌র পঞ্চমাংশ যাহা তিনি মুসলিমদের উপর ধার্য করিয়াছেন পৃথক করিয়া রাখিবে। বর্ষণ সিক্ত প্রবাহ সিক্ত ও ভূমি হইতে এক-দশমাংশ ও ঝরনা প্রবাহ সিক্ত ভূমির অর্ধেক কর আদায় করিবে। আবার দশটি উষ্ট্রের যাকাত দুইটি ছাগল। বিশটি উষ্ট্রের চারিটি ছাগল আদায় করিবে। ইহা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য যাহা যাকাত স্বরূপ মুমিনদের উপর ধার্য করিয়াছেন। আর যদি কেহ উহার অধিক প্রদান করে উহা তাহার জন্য মঙ্গলজনক হইবে। যে সমস্ত ইহুদী ও খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহারা সর্ব ব্যাপারে মুসলিমদের সমকক্ষ হিসেবে গণ্য হইবে। কিন্তু যে সমস্ত ইহুদী ও খৃষ্টান নিজ নিজ দ্বীনে অবস্থিত থাকিবে উহাদের প্রত্যেক বালিগ পুরুষ ও মহিলা এবং মুক্ত ও দাসের জন্য এক দীনার হিসাবে জিজিয়া প্রদান করা আবশ্যিক হইবে অথবা দীনারের সমমূল্যের অন্য কোন জিনিস যাহা সে প্রদান করিতে চাহে। জিজিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান ও উহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের। কিন্তু যাহারা জিযিয়া প্রদান করিবেনা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর তাহাদের কোন দায়িত্ব বর্তাইবে না। সালাওয়াতুল্লাহি আলা মুহাম্মদ ওয়াস্ সালামু আলাইহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'[১] (আল্লাহ্‌র দরুদ রাজি মুহাম্মদের উপর এবং তাহার উপর সালাত ও আল্লাহ্‌র রহমত রাজী ও বরকত রাজী)।

---

১. সীরাতু ইব্‌নি হিশাম, পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭৩।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

হোদাইবিয়ার সন্ধি ও তাবলীগের নতুন মাধ্যম

[সুলতানগণ, রাজ্যপ্রধানগণ ও কবীলার রয়ীসগণের নামে দাওয়াতী পত্র প্রেরণের ধারা]

হোদাইবিয়ার সন্ধি ও উহার শর্তাবলী ঃ ৬ হিজরীর যুলকা'দা মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা করিবার ইচ্ছা করেন এবং ১৪০০জন মুসলিমকে সঙ্গে লইয়া মক্কা মুয়ায্যামায় যাত্রা করেন।[১] কিন্তু কোরাইশ তাঁহার মক্কা প্রবেশের ব্যাপারে ভীষণভাবে বিরোধিতা করে এবং পশুর চামড়া পরিধান করিয়া উচ্চ জীবনমরণ পণ করিয়া যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়।[২] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন যে, আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসি নাই, শুধুমাত্র উমরা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিব। কোরাইশ তাহা কোনক্রমেই মানিল না। অবশেষে হোদাইবিয়ায়[৩] একটি চুক্তিপত্র কোরাইশ উহার শর্তাবলী নিম্নোক্তভাবে নির্ণীত করে ঃ

১. এই বৎসর মুসলিমগণ প্রত্যাগমন করিবেন। অবশ্য আগামী বছর আগমন করিয়া উমরা করিতে পারিবেন।[৪]

২. এই চুক্তিপত্র আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য সম্পাদিত হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে।

৩. এই সময়ের মধ্যে মক্কার যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় চলিয়া যাইবে মুসলিমগণ তাহাকে ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে, কিন্তু যদি কোন মুসলিম মক্কায় চলিয়া আসে তবে তাহাকে ফেরৎ পাঠানো হইবে না।

৪. চুক্তি বলবৎকালীন সময়ে যে কবীলার ইচ্ছা হয় সে কোরাইশের পক্ষাবলম্বী হইবে। আবার কোন কবীলা ইচ্ছা করিলে মুসলিমদের পক্ষাবলম্বন করিবে। ইহাতে কাহারও বাধা দেওয়া বা ইহাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না বা ইহার দরুন কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট দেওয়া যাইবে না।

(চুক্তিপত্রের চতুর্থ দফার প্রেক্ষিতে বনূ খাযায়া নবী করীম (সা)-এর পক্ষাবলম্বন করে আবার বনূ বকর কোরাইশদের সাথে যোগদান করে।)[৬]

১-২. সীরাতু ইব্‌নি হিশাম, পৃষ্ঠ-৩৬৪।

৩. হোদাইবিয়া হইল মক্কা মুয়াযযামা হইতে ৭ ক্রোশ দূরবর্তী একটি স্থানের নাম।

৪. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৩৬৭।

৫. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৩৬৮।

৬. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৩৬৮।

www.pathagar.com

হোদাইবিয়ার চুক্তির ফলে ইসলাম প্রচারের দরজা উন্মুক্ত হয় ঃ যদিও মুসলিমগণ সাধারণভাবে এই সমস্ত শর্তাবলীকে অবমাননাকর ও অপমানজনক বলিয়া মনে করে (এবং আপাত দৃষ্টিতে ঐ রকমই দেখা যায়) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে فَتْحًا مُبِيْنًا (প্রকাশ্য বিজয়) হিসাবে অভিহিত করেন। এবং পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহে প্রমাণিত হয় যে, مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا (আল্লাহ্র চাইতে অধিক সত্য বলিবার আর কে আছে)। যেমন ইবনু হিশাম লিখিতেছেন ঃ

ইমাম যাহরী বলেন, হোদাইবিয়্যার চুক্তির দরুন যে বিরাট রকমের বিজয় অর্জিত হইয়াছে ইহার পূর্বে বা পরে আর কখনও এমনটি অর্জিত হয় নাই। কেননা, হোদাইবিয়ার পরে একটি বিস্তীর্ণ সময় পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুসলিমগণ তখন প্রতিমা পূজারীদের সহিত পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, তাহাদিগকে তাবলীগকরণ ও তাহাদের নিকট সত্যের বাণী পৌছাইবার কার্যে নিয়োজিত থাকেন। কাজেই যেই ব্যক্তির মধ্যে সামান্যতম বিবেক বিবেচনা ছিল সে সেই সত্যকে গ্রহণ করিয়া মুসলিম হইয়া যাইত।" ইবনু হিশাম পরবর্তীতে আরো বলেন, "যাহরীর সেই কথার প্রমাণ এই ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায় যে, যখন রাসূল (সা) হোদাইবিয়্যায় তশরীফ লইয়া আসেন তখন তাহার সঙ্গে ছিলেন ১৪০০ জন মুসলিম, যেমন জাবিরের বর্ণনায় দেখা যায়। উহার মাত্র দুই বৎসর পরে যখন মক্কা অভিযানে আগমন করেন তখন তাহার সঙ্গে ছিলেন ১০,০০০ মুসলিম।[১] স্বভাবতই অনুধাবন করা যায় যে, তাবলীগ ও প্রচারের মাধ্যমেই ইহারা মুসলিম হইয়াছিলেন।

এই সুযোগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়াছেন ঃ প্রকৃত পক্ষেই হোদাইবিয়ার চুক্তির দরুন ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের প্রারম্ভ হয়। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হোদাইবিয়্যার সন্ধির ফলে ঐ সমস্ত লড়াই ও সংঘর্ষ হইতে একটুখানি অবসর পান, যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নিত্যদিন মক্কার কুরাইশরা সংঘটিত করিতে থাকিত। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সামান্য অবসর হইতে বিরাট রকমের কার্য সম্পাদন মানসে তাৎক্ষণিকভাবে এক নতুন তাবলীগী অভিযানের প্রারম্ভ করেন।

পত্রের মাধ্যমে ইসলামের বাণী পৌছাইবার ব্যবস্থা ঃ ঐ অভিযান ছিল আসওয়াদ ও আহসারের নামে ইসলামের বাণীর সম্মিলিত তাবলীগী পত্রের মাধ্যমে। উহাই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত হইবার লক্ষ্য যে, যতটা সম্ভব দুনিয়াব্যাপী ইসলাম প্রচার করা। উহাই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপাধি رحمة للعالمين -এর চাহিদা যে, ঐ নিয়ামতকে যাহা আল্লাহ্ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন উহা সমগ্র দুনিয়ায় বন্টন করিয়া দেওয়া।

---

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৩৭১।

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে তবলীগের পথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নতুন পদক্ষেপ ছিল তাঁহার অতিশয় বিরাট প্রচারণী কার্যক্রম যাহা তিনি অতিশয় সুন্দর ও পরিপূর্ণ একাগ্রতায় ও উত্তম পন্থায় আনজাম দিয়াছিলেন।

তাবলীগের নব অভিযান শুরু করিবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সাহাবা (রা)-এর সহিত পরামর্শ ঃ সেই বিরাট কলমী জিহাদের প্রারম্ভ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমনভাবে করিয়াছেন সেই সম্পর্কে ইবনু হিশাম আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লিখিতেছেন ঃ

"হোদাইবিয়ার সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কিরামকে বলেন যে, "লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সমগ্র দুনিয়ার জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব, তোমরা আমার সহিত ঐ ধরনের বিরোধিতা করিওনা যেমন করিয়াছিলে ঈসা ইবনু মরিয়ম (আ) সহিত তাহার হাওয়ারীগণ।" সাহাবা (রা) নিবেদন করিলেন "রাসূল, হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কিরূপ বিরোধিতা করিয়াছিল? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হযরত ঈসা (আ) তাহাদিগকে এই বিষয়ের দিকে ডাক দিয়াছিলেন যেই দিকে আমি এখন তোমাদিগকে ডাক দিতে চাহিতেছি। অর্থাৎ বাদশাহ, রাজ্য প্রধান ও সরদারগণের নিকট ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করিবার জন্যে। হযরত ঈসা (আ) যাহাদিগকে নিকটবর্তী দেশসমূহে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারা তো চলিয়া গেল আর যাহাদিগকে দূরবর্তী দেশে প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহারা অনীহ হইয়া গেল, তাহারা তথায় গমন করিতে অপছন্দ করিল। অতএব তোমরা এই কার্যে তাহাদের অনুকরণ করিবে না।[১]

সাহাবার (রা) শিষ্টতাপূর্ণ উত্তর ও তাহাদের পরামর্শ ঃ সাহাবা কিরাম (রা) অতিশয় আগ্রহ ভরে সেই নতুন তাবলীগী অভিযানে তাহাদের মনিবের ইরশাদ প্রতিপালনের ওয়াদা করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দেন যে, বাদশাহদের নিয়ম এই যে, لَايَقْرَؤُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا (তাহারা মোহরাঙ্কিত ছাড়া কোন পত্র পাঠ করেন না)[২]

তাবলীগীপত্রের জন্য মোহর প্রস্তুতিকরণ ঃ সে মতে কায়েনাতের নেতা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রৌপ্যের একটি অঙ্গুরী তৈয়ার করান। উহাতে এই শব্দাবলী খোদাই করা ছিল محمد رسول الله (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্)[৩]। ইহা এইভাবে সজ্জিত ছিল যে, প্রতি লাইনে তিনটি করিয়া শব্দ ছিল। আল্লাহ্র সেই প্রকৃত আশিক আদব ও মর্যাদার দিক হইতে তাহার মাহবুবের নাম সর্বোচ্চ রাখিয়াছিলেন, মধ্যখানে

---

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৭৮।
২ ও ৩. তাজরীদুল বুখারী, কিতাবুল ইলম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪।

www.pathagar.com

রাসূল শব্দ এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার নিজের নাম সর্বনিম্ন লাইনে রাখিয়াছিলেন। অর্থাৎ মোহরের আকৃতি এইরূপ ছিল الله رسول ।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমানে মোহরের সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী উহার অক্ষরগুলি অঙ্গুরীতে উল্টা করিয়া খোদাই করাইয়াছিলেন যাহাতে কাগজের উপর মোহর লাগাইবার সময় সোজা হইয়া পড়ে।

মোহরের ইতিহাস ঃ ঐ ঐতিহাসিক তাবলীগী ও পবিত্র অঙ্গুরীর ইতিহাস অতিশয় সংক্ষিপ্ত। যতদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ছিলেন এই অঙ্গুরী তাঁহার মুবারক হস্তে ছিল। রাসূল (সা)-এর তিরোধানের পরে উহা হযরত আবূ বকর (রা)-এর হস্তের শোভা বর্ধন করে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইনতিকাল হইলে হযরত আয়েশা (রা) উহা তৎকালীন খলীফা হযরত উমর ফারূকের (রা) নিকট প্রেরণ করেন। হযরত ফারুক আযম (রা) উহাকে নিজের জীবনের তুল্য মনে করিতেন। তাঁহার শাহাতদের পরে উহা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আসে। তিনি একদিন উরাইস নামক কূপের নিকট বসিয়াছিলেন এবং বেখেয়ালীতে অঙ্গুরী আঙ্গুল হইতে বাহির করিয়া ঘুরাইতেছিলেন। অকস্মাৎ অঙ্গুরী হাত হইতে ছুটিয়া কূপে পড়িয়া যায়। হযরত উসমান অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন। অপরাপর সাহাবা (রা)-এর সহিত মিলিয়া তিন দিন পর্যন্ত কূপে আঙ্গুরী তালাশ করিতে থাকেন, একবিন্দু পানি পর্যন্ত নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিয়া দেন। ভিতরের বালিও বাহির করিয়া ফেলিয়া দেন। মোট কথা তল্লাশীর কোন পন্থা অবশিষ্ট রাখেন নাই। কিন্তু অঙ্গুরী পাওয়া যায় নাই। এমনিভাবে এই পবিত্র ও বরকতময় স্মারক চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হইয়া যায়।[২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগী পত্রের ধরণ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত পত্র রাজন্য প্রশাসক ও কবীলা সরদারের নিকট তাঁহার আসহাবের (রা) হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন উহা আরব উপদ্বীপের চতুর্পাশের সমস্ত শাসকবৃন্দের নামে ছিল। উহার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. উত্তরে প্রখ্যাত সাম্রাজ্যের সম্রাট রুমের কাইসারের নামে।

২. উত্তর পূর্বের পারস্য রাজ্যের মহামান্য সম্রাট ইরানের কিসরার নামে,

৩. উত্তর পশ্চিমে বাদশাহ মকূকাসের নামে, সে ছিল রোম সাম্রাজ্যের করতলগত ও অধীনস্ত।

৪. পূর্বে ইমামার রয়ীস হাওয়া বিন আলীর নামে

৫. পশ্চিমে ইথুপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে।

১. ফতহুল বারী, যরকানীর মাধ্যমে ৩য় খণ্ড।
২. মাসনাদু ইমাম আহমদ হাম্বল।

www.pathagar.com

৬. এমনিভাবে উত্তরে আরবসীমা সম্মিলিত গাসসান রাজ্যের প্রশাসকের নামে প্রেরণ করিয়াছেন।

৭. একটি পত্র আরবের দক্ষিণে ইয়ামনের রয়ীসের নিকট প্রেরণ করেন।

৮. একটি পত্র আরবের পূর্বে বাহরাইনের প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন।[১]

এমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের চতুষ্পার্শে লিখিত বাণী প্রেরণ করিয়া তবলীগের দায়িত্বকে উত্তম পদ্ধতিতে সম্পাদন করেন। এই সমস্ত তাবলীগী পত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন প্রশাসকগণকে একই সময়ে প্রেরণ করেন নাই বরং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাসূল (সা)-এর তাবলীগী পত্রাবলীর বিবরণ ঃ যে সমস্ত তাবলীগী ও দাওয়াতী পত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন রাজন্যবর্গ ও প্রশাসকবৃন্দের নামে তাঁহার মুখলিস ও একনিষ্ঠ খাদিমদের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন, এখন আমরা ঐগুলির প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু ও উহার বিবরণ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করিব। ঐ পত্রাবলীকে আমরা ঐভাবেই ক্রমিক নম্বর হিসাবে সাজাইয়াছি যেইরূপ ইবনু হিশাম তাহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেখুন, সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৭৮।

রূমের কায়সারের নামে

রাজন্যবর্গ ও শাসকদের মধ্যে সর্ব প্রথম মহানবী (সা) সেই বাদশাহকে পত্র লিখেন যে ছিল তদানীন্তন দুনিয়ার সর্ব প্রধান ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সম্রাট। তাহার বিশাল সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে ব্যাপ্ত ছিল। উহাতে সে অতিশয় গৌরব ও আড়ম্বরের সহিত রাজত্ব করিতো। তাহার উপাধি ছিল রূমের কায়সার এবং নাম ছিল "হিরাক্লিয়াস" আরবে তাহাকে "হিরাকিল" বলা হইত। তিনি কাসতান্তীনার সিংহাসনে ৬১০ ইং হইতে ৬৪১ ইং পর্যন্ত একত্রিশ বৎসর বাদশাহী করিয়াছেন। সে নিজে ও তাহার সমস্ত প্রজাবৃন্দ ছিল খ্রিস্টান।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূমের কায়সারের তাবলীগী পত্র তাঁহার একজন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান সাহাবী হযরত দাহিয়া বিন খলীফাতিল কালবী (রা)-এর হস্তে প্রেরণ করেন। যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে তবুও সাধারণভাবে ধারণা এই যে, তিনি এই পত্র হিজরী ৬ষ্ঠ সালের শেষের দিকে যুলহজ্জা মাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঈসায়ী তারিখ ছিল এপ্রিল ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ।

ঐ সময় কায়সার ও কিসরার দরবার আড়ম্বর ও জাঁকজমকে উচ্চ মার্গে ছিল। এই জন্য ঐ বাদশাহদের মস্তিষ্কও ছিল আকাশের চাইতে উচ্চে। ঐ সময় পর্যন্ত তাহারা কোন আরযী বা দরখাস্ত পাঠ করিত না যতক্ষণ পর্যন্ত উহা স্থানীয় গভর্নরের

---

১. ইবনু হিশাম ও তাবারী; যরকানী ৩য় খণ্ড।

www.pathagar.com

বা প্রশাসকের মাধ্যমে তাহার দরবারে না পৌঁছিত। বাদশাহের নিকট সরাসরি কেহ পৌঁছিতে পারিত না। সে নিজেকে জনগণের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কোন অস্তিত্ব বলিয়া মনে করিত এবং কাহারও তাহাকে সরাসরি সম্বোধন করাকে নিজের অপমান বলিয়া গণ্য করিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, কোন না কোন প্রকারে কায়সারের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছুক, ইহাকে সহ্য করিয়াছেন। হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, এই তাবলীগী পত্র লইয়া গাস্‌সানের বাদশাহ হারিস বিন আবী শিমারের[১] হাতে দিবে যাহাতে সে উহা কায়সারের নিকট প্রেরণ করে। (এই নির্দেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এই ভাবে একজনের পরিবর্তে দুইজন রাষ্ট্র পরিচালককে ইসলামের তাবলীগ করা হইবে)।

দাহিয়াতুল কালবী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশানুযায়ী এই পত্র লইয়া বসরার গভর্নর হারিসের হস্তে অর্পণ করেন। সেই সময় রূমের কায়সার ইরানে বিজয়লাভের আনন্দ উপলক্ষে একটি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান করিবার জন্য ঈলিয়া (বাইতুল মুকাদ্দাস) আসিয়াছিলেন। হারিস সেই পত্র তাহার নিকট তথায় প্রেরণ করে সাথে সাথে এই নিবেদনও পেশ করে যে, মক্কার এই ব্যক্তি সীমাহীন বেআদব ও উদ্ধত, সে মহান সম্রাটকে অতিশয় দুঃসাহসিকতার সহিত পত্র লিখিয়াছে। হুযুর, নির্দেশ দান করুন যাহাতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহার এহেন আচরণ ও দুঃসাহসের জন্য সমুচিত শাস্তির বিধান করিতে পারি।

কায়সার গাস্‌সানের গভর্নরের পত্রের কোন জবাব দেয় নাই। কিন্তু তাহাকে লিখিয়া পাঠান যে, তুমিও ঈলিয়া আগমণ করিয়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কর।

রাসূল (সা)-এর মহান পত্র সম্পর্কে রূমের কায়সার এমন অভিনব কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন-যদি এই পত্র প্রেরকের স্বদেশের কোন লোক আমাদের রাজত্বে আগমন করিয়া থাকে তবে তাহাকে আমার দরবারে পেশ করা হউক।

মহানবী (সা)-এর পুরাতন ও কট্টর শত্রু আবূ সুফিয়ান বিন হরব ঘটনাক্রমে হোদাইবিয়ার চুক্তির পরে ঐ দিকে বানিজ্য উপলক্ষে কতিপয় সঙ্গীসহ গমন করিয়াছিল। তাহারা গাযা নামক স্থানে তাবূতে অবস্থান করিতেছিল। সরকারী লোকজন অবহিত হইতে পারিয়াছিল যে ইহারা সেই নবী (সা)-এর স্বজাতি ও স্বদেশী। কাজেই তাহারা গাযা হইতে তাহাদের লইয়া গিয়া সম্রাটের খিদমতে পেশ করে।

---

১. গাস্‌সান রাজ্য আরবের উত্তরে ও সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। উহার রাজধানী ছিল বুসরা নামক একটি শহরে। এই শহরকে বর্তমানে হাওরান বলা হয়। উহা দামেস্কের এলাকায় অবস্থিত। গাস্‌সানের বাদশাহ রূমের কায়সারের অধীনে ছিল এবং তাহার পক্ষ হইতে গভর্নর হিসাবে রাজ্য পরিচালনা করিত (সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪২৬)

www.pathagar.com

কায়সার ইচ্ছা করিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক পত্র বিরাট ভীড়ের সম্মুখে খুলিয়া পাঠ করিবে। এই উদ্দেশ্যে অতিশয় জাঁকজমকের সহিত এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠিত করিল। হীরা মাণিক্যে তৈরী একটি সুসজ্জিত মুকুট শিরে পরিধান করিল ও অতিশয় শাহানাচালে শাহী সিংহাসনে আসীন হইল। চারি পার্শ্বে বাতারীক, কীস্সীম ও রুহবানগণ দণ্ডায়মান হইল। বিরাট সংখ্যক দাস শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া খিদমতে নিয়োজিত রহিল। সেনা বাহিনীর লোকেরা উন্মুক্ত তরবারী ধারণ করিয়া প্রহরা দিতেছিল। মোট কথা, দরবারে যথাযোগ্য ভাব গম্ভীর পরিবেশ বিরাজিত ছিল। প্রতিটি মানুষ পরিচিত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের সম্মুখে যথাযথ আদব ও সম্মানের সহিত গর্দান ঝুকাইয়া নীরবে দণ্ডায়মান ছিল। সেই ভাব গম্ভীর পরিবেশে আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীগণ কায়সারের হুযূরে নীত হইল। তাহারা তখন শাহী ভীতি ও সম্ভ্রমে কম্পমান ছিল[১]।

সেই সময় মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হিরাকিল আবূ সুফিয়ানকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল উহা বিস্তারিতভাবে ইব্ন হিশাম, তাবারী ও ইব্ন আসীর বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহতে যেমন সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তেমনটি অন্য কোন গ্রন্থে নাই। অতএব আমরা উহা সহীহ বুখারী হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আবূ সুফিয়ান এই অবস্থা হযরত ইব্ন আব্বাসের (রা) নিকট বর্ণনা করিয়াছিল। এবং এই বর্ণনাই হযরত ইমাম বুখারী (র) তাঁহার "সহীহ"তে বর্ণনা করিয়াছেন।

"আমাদিগকে যখন সরকারী লোকেরা দরবারে সম্রাটের সম্মুখে পেশ করিলেন তখন কায়সার মুখপাত্রের মাধ্যমে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ব্যক্তি মক্কায় নবুয়্যতের দাবী করিয়াছে তোমাদের মধ্যকার কে বংশগতভাবে তাহার নিকটতম?

(আবূ সুফিয়ান বলে) আমি বললাম "আমি সকলের চাইতে ঐ ব্যক্তির নিকটতম (আত্মীয়তার দিক হইতে সে আমার পিতৃব্য পুত্র) উহাতে কায়সার তাহার লোকজনকে নির্দেশ দেয় যে, আবূ সুফিয়ানকে আমার নিকটে আনিয়া দাড় করাও।

অতঃপর কায়সার মুখপাত্রকে বলেন যে, এই ব্যক্তির (আবূ সুফিয়ানের) সঙ্গীগণকে এই কথা বলিয়া দাও যে, আমি তাহাকে যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তন্মধ্যে কোন কথার উত্তরে যদি সে বিন্দুমাত্র মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তোমরা তৎক্ষণাৎ উহা আমাকে বলিয়া দিবে। পরে যদি আমি অবহিত হই যে, সে মিথ্যা বলিয়াছিল আর তোমরা উহা গোপন রাখিয়াছ তবে তখন তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব।

আবূ সুফিয়ান বলে যে যদি আমার এই কথায় লজ্জা না হইত যে আমার সঙ্গীগণ আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিবে ও মক্কা প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে দুর্নাম করিবে তবে আমি অবশ্যই মহান হযরত (সা) সম্পর্কে কায়সারকে অনেক মিথ্যা তথ্য

১. শিবলীর সীরাতুন নবী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৬।

www.pathagar.com

পরিবেশন করিতাম। কিন্তু ঐ কারণে বাধ্য হইয়াছি ও আমাকে অনন্যোপায় হইয়া কায়সারের সম্মুখে সত্য বলিতে হইয়াছে।

উহার পরে আবূ সুফিয়ান ও কায়সারের মধ্যে মুখপাত্রের মাধ্যমে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে কথোপকথন হইয়াছিল উহা নিম্নরূপ ঃ

হিরাকিল ঃ মুহাম্মদ (সা) নামক যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে নবুয়্যতের দাবী করিয়াছে সে বংশগত দিক হইতে কেমন লোক?

আবূ সুফিয়ান ঃ সে আমাদের মধ্যে অতিশয় নিষ্কলুষ বংশের লোক। তাঁহার কবীলা কোরাইশের সব চাইতে মর্যাদাবান বংশের মধ্যে গণ্য হয়। আমরা তাঁহার বংশ ও পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন দোষ দেখিতে পাই না।

হিরাকিল ঃ আচ্ছা বলো তো, সে যাহা দাবী করিতেছে তাঁহার বংশের অন্য কোন বুযুর্গ কি অনুরূপ দাবী করিয়াছিল?

আবূ সুফিয়ান ঃ না হুযূর! তাঁহাকে ছাড়া আমাদের সমগ্র বংশে আর কেহ নবুয়্যতের দাবী করে নাই।

হিরাকিল ঃ আচ্ছা বলো তো, তাহার পিতা পিতামহদের মধ্যে কেহ কি বাদশাহ ছিল?

আবূ সুফিয়ান ঃ না,কেহ বাদশাহ ছিল না।

হিরাকিল ঃ সাধারণতঃ তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ আমীর ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা করিতেছে না কি গরীব ও দুর্বল লোকেরা?

আবূ সুফিয়ান ঃ সাধারণতঃ গরীব, দুর্বল ও দাসরাই তাহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেছে। সাধারণ ভাবে বড় মানুষ ও জাতির সর্দারগণ তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিতেছেন।

হিরাকিল ঃ তাঁহার অনুগামীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে না হ্রাস পাইতেছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে।

হিরাকিল ঃ কোন মানুষ তাঁহার দীনে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অপছন্দ করিয়া ফিরিয়া যায় কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ না হুযূর! ফিরিবে কে? যেই তাঁহার দীনে প্রবেশ করে তাহার মধ্যে এমনই নেশা ছড়াইয়া পড়ে যে, সেই নেশা আর কোন ক্রমেই ছোটে না।

হিরাকিল ঃ আচ্ছা, ঐ ব্যক্তি তো তোমার সম্মুখে শৈশব হইতে যৌবনে এবং যৌবন হইতে বার্ধক্যে পৌঁছিয়াছেন। এই দাবী করিবার পূর্বে সে কি কখনও কোন ব্যাপারে তোমাদের সহিত মিথ্যা বলিয়াছে? বা তোমাদের মধ্যে কেহ কি কোনদিন অনুভব করিয়াছ যে, সে কোনও ব্যাপারে কাহারও সহিত মিথ্যা বলিয়াছে?

www.pathagar.com

আবূ সুফিয়ান ঃ না, নবুয়্যত দাবী করিবার পূর্বে সে কখনও কোন মিথ্যা বলে নাই। ইহা আমরা ভালভাবেই জানি।

হিরাকিল ঃ নবুয়্যতের এই দাবীদার কি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ না, এখন পর্যন্ত তো করে নাই। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ও তাহার মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইতেছে (উদ্দেশ্য ছিল হোদাইবিয়ার চুক্তি) জানিনা এইবার সে তাঁহার চুক্তি পূরণ করিবে কি না? (আবূ সুফিয়ান বলে যে, আমার ও কায়সারের মধ্যে যে সমস্ত কথা হইয়াছে তন্মধ্যে আমি এই বাক্য ছাড়া অন্য কোন এমন কথা পাই নাই যাহা আমি মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার মধ্যে ঢুকাইয়া বিবৃত করিতে পারিতাম।)

হিরাকিল ঃ তোমাদের সাথে কি তাহার কখনও যুদ্ধ হইয়াছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ জী হ্যাঁ, কয়েক বার আমাদের ও তাঁহার মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে।

হিরাকিল ঃ ঐ সমস্ত যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ আমাদের ও তাঁহার মধ্যস্থিত যুদ্ধের ফলাফল এমন ডালের মত হইয়াছে যাহা কখনও উপরে উঠিয়া যায় আবার কখনও নীচে নামিয়া যায়। অর্থাৎ যুদ্ধে কখনও সে জয়লাভ করিয়াছে আবার কখনও আমরা জয়লাভ করিয়াছি (আবূ সুফিয়ান ইহা দ্বারা বদর ও উহুদের যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছে)।

হিরাকিল ঃ আচ্ছা, নবুয়্যতের সেই দাবীদার তোমাদিগকে কোন্ কোন্ জিনিস হইতে নিষেধ করে? আবার কোন কোন জিনিস করিতে নির্দেশ দেয়। তাঁহার শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার আমার নিকট বিবৃত কর।

আবূ সুফিয়ান ঃ তাহার আকায়িদ ও আহকাম খুবই অভিনব ধরণের। সে বলে যে, আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কাহাকেও মাবূদ মনে করিও না, তাহারই ইবাদত কর এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। তোমাদের পিতা পিতামহ নিরেট মূর্খ ছিল। তাহাদের অনুসরণ করিও না। আরও বলে যে, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সত্য বল, তাকওয়া গ্রহণ কর, একজন অপর জনের সহিত দয়ার্দ্র ও মানবিক আচরণ কর।

এহেন দীর্ঘ মাযহাবী আলাপ আলোচনার পরে কায়সার মুখপাত্রকে বলে যে, আবূ সুফিয়ানকে বলিয়া দাও যে, এই সমস্ত প্রশ্নে আমার উদ্দেশ্য কি ছিল, এবং ইহার উত্তরে আমার অন্তরে কি প্রতিক্রিয়া হইল।

১. সর্বপ্রথম আমি তোমাকে তাঁহার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ইহাতে তুমি বলিয়াছে যে, এই ব্যক্তি, যে নবুয়্যতের দাবী করিয়াছে অতিশয় উচ্চ বংশের লোক। এখন কথা হইল এই যে, এখন পর্যন্ত দুনিয়ায় যত নবীর আগমন হইয়াছে প্রত্যেকেই সেই জাতির উচ্চ বংশ হইতে আগমন করিয়াছেন। যাহাতে কোন মানুষের পক্ষে তাঁহার অনুসরণ করাতে কোন প্রকারের সঙ্কোচবোধ না হয় ও আনুগত্যে দ্বিধা না হয়।

www.pathagar.com

২. অতঃপর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তোমাদের বড়দের মধ্যেও কি কেহ কখনও নবুয়্যতের দাবী করিয়াছে? তুমি উত্তর দিয়াছ যে, "না"। তোমার সেই জবাবে আমার বিশ্বাস হইল, যদি তাঁহার বংশে পূর্বেও কেহ এহেন দাবী করিয়া থাকিত তবে আমি বুঝিয়া লইতাম যে, ইনিও তাহার পূর্ববর্তী ব্যক্তির অনুকরণ করিয়া উহা দ্বারা মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করিতে চাহেন।

৩. ইহার পরে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবুয়্যতের দাবীর পূর্বে তোমরা কি কখনও তাহাকে মিথ্যা বলিতে দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ? তুমি স্বীকার করিয়াছ যে, ইনি কখনও মিথ্যা বলেন নাই। আচ্ছা চিন্তা করিয়া দেখো তো, যে ব্যক্তি বান্দার সহিত কখনও মিথ্যাচার করেনা, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে কি করিয়া মিথ্যা কথা বলিবে, কি করিয়া নবুয়্যতের মিথ্যা দাবী করিবে।

৪. ইহার পরে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহার পিতা পিতামহের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিল কিনা? তুমি উত্তর দিয়াছ যে, "না"। যদি তেমনটি হইত তবে মনে করিতাম যে, সে তাঁহার পিতা পিতামহের বাদশাহী হাসিল করিতে অভিলাষী। কাজেই নবুয়্যতের মাধ্যমে সেই মর্যাদা অর্জন করিতে চাহিতেছে।

৫. ইহার পরে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, বড় লোকেরা তাহার অনুসরণ করিতেছে না গরীবেরা? তুমি উত্তর দিয়াছ যে, সাধারণতঃ গরীবেরাই তাহাকে মানিতেছে। কাজেই ইহাই প্রকৃত কথা যে, নবীদের আনুগত্য ও অনুসরণকারী গরীব ও সাধারণ লোকেরাই হইয়া থাকে। ইহাই আল্লাহ্র বিধান।

৬. আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সেই দাবীদারের অনুসরণ কারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে না হ্রাস পাইতেছে? উহাতে তুমি উত্তর দিয়াছ যে, বৃদ্ধি পাইতেছে। নবীদের পন্থা প্রথম হইতেই এমনই হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের অনুসরণকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পাইতে থাকে,হ্রাস পায়না।

৭. আমি তোমাকে এই কথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কেহ তাহার দীনে প্রবেশ করিয়া মুরতাদ হইয়া যাইতেছে কি না? তুমি বলিয়াছ যে "না"। এখন কথা হইল যে, যখন ঈমান ও ইয়াকীন মানুষের মনের মধ্যে মজবুত হইয়া যায় তখন কোন মানুষ সত্য দ্বীন পরিত্যাগ করে না। ঈমানের স্বাদ যখন মনে বাসা বাঁধিয়া ফেলে তখন উহা কখনও বাহির হইয়া যায় না।

৮. ইহার পরে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, সে কি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছে? তুমি বলিয়াছিলে যে, না। ইহাই হইল সত্য নবীর প্রতীক যে, সে না কখনও ওয়াদা খেলাফী করে, না কখনও চুক্তি ভঙ্গ করে।

৯. তুমি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছ যে, যুদ্ধে কখনও তাঁহার সাফল্য লাভ হইয়াছে, কখনও হয় নাই। অবিকল এই অবস্থাই আল্লাহ্র রাসূলদের হইয়া থাকে। কখনও তাঁহার বিজয় লাভ হয়, আবার কখনও তাঁহার জাতির। কিন্তু ইহা নিশ্চিত

www.pathagar.com

যে, শেষ পর্যন্ত সেই চূড়ান্ত বিজয় ও সাফল্য লাভ করেন আর তাঁহার শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীরা অপদস্ত ও অভিশপ্ত হইয়া থাকে।

১০. তুমি এখন বিবৃত করিলে যে, সে কোন কথার নির্দেশ দান করে ও কোন কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। এখন তুমি যে সমস্ত বিবৃত করিয়াছ, উহা যদি সত্য হয় তবে সেই সময় দূরে নহে যখন সে ও তাঁহার অনুসারীরা ঐ সমস্ত এলাকার অধিকারী হইয়া যাইবে যেইখানে এখন আমার সিংহাসন পাতা রহিয়াছে।

ইহার পরে হিরাকিল আবূ সুফিয়ানকে বলেন, "পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ পাঠ করিয়া আমি অবহিত হইয়াছি যে, অতি শীঘ্র একজন নবীর আগমন ঘটিতেছে। কিন্তু আমি ধারণা করি নাই যে, উহা আরবে হইবে। তুমি সেই নবী সম্পর্কে যত কথা বিবৃত করিয়াছ উহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী। আহ! আমার যদি এমন ভাগ্য হইত যে, আমি তাহার নিকট পৌঁছিতে পারিতাম, আমি যদি সেই স্থানে পৌঁছিতে পারি তবে তাঁহার পদামৃত পান করিব।"

এই সমস্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের পরে কায়সার মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই পত্র চাহেন যাহা তিনি দহিয়া কালবীর (রা) হস্তে বসরার গভর্নরের মাধ্যমে কায়সারকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বসরার গভর্নর ঐ পত্র বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রের আসল বিষয় বস্তু ছিল এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فإنى ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فإن عليك اثم البريين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ويتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

অর্থ ঃ আমি সেই আল্লাহ্‌র নামে এই পত্র আরম্ভ করিতেছি যিনি অতিশয় দয়ালু ও কৃপাময়। এই পত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে রোমের প্রধান হিরাকিলের নামে প্রেরণ করা হইতেছে। ঐ ব্যক্তির উপর সালাম যে হিদায়াতকে অনুসরণ করে ও ভাল পথে চলে। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি যাহাই যথার্থ সত্য ও জ্যোতির্ময়। অতএব, ইসলাম গ্রহণ করিয়া সেই জ্যোতি ও হিদায়াতকে গ্রহণ কর। যদি তুমি আমার দাওয়াতকে কবুল কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কৃপায় তোমাকে দুই ধরনের সওয়াব দান করিবেন (তোমার মুসলিম হইবার এবং তোমার প্রজাবর্গের ইসলাম গ্রহণের) আর যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হও তবে তুমি নিজের জন্যও দায়ী হইবে

www.pathagar.com

এবং তোমার প্রজাবর্গের ইসলাম গ্রহণ না করিবার পাপও তোমার উপর বর্তাইবে।[১] আল্লাহ্ তাহার দয়ায় তোমাদিগকে আসমানী কিতাব দান করিয়াছেন। উহা তোমাদের সাথে রহিয়াছে। আবার আমাকেও আল্লাহ্ আসমানী কিতাব (কুরআন) দান করিয়াছেন। অতএব, আইস আমরা উভয় দল এমন একটি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হই যাহাতে আমরা উভয়েই অংশীদার রহিয়াছি। আর উহা হইল আমরা উভয়েই আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও না ইবাদত করিব, না অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার নির্ণয় করিব। আর না আমরা আল্লাহ্কে ছাড়া আর কাহাকেও আমাদের প্রতিপালক ও আমাদের প্রয়োজন মিটাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করিব। অতঃপর যদি আহলু কিতাবরা ইহাতে ঐক্যবদ্ধ না হয় তবে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমরা তো যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র অনুগত ও আজ্ঞাবহ।"

এই পত্র কায়সার ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত দরবারের সম্মুখে যখন রাজ্যের সমস্ত বড় বড় রয়ীস, আমীর, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাদরী উপস্থিত ছিলেন অতি উচ্চ স্বরে পাঠ করেন ও পরে মুখপাত্রকে নির্দেশ দেন যে, উহার অনুবাদও নিজ ভাষায় দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে শোনাইয়া দাও। এই কার্যক্রম দ্বারা কায়সারের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, ইহা দ্বারা অবহিত হইবে যে, এই তাবলীগী পত্র প্রজাবর্গের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল? এই সম্পর্কে সে তাৎক্ষণিকভাবেই অবহিত হইতে সক্ষম হইল। কারণ পত্রের বিষয় বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়া মাত্রই দরবারে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ উচ্চারিত হইতে থাকে এবং দরবারের সকলেই শাহী দরবারের সম্ভ্রমের কথা ভুলিয়া গিয়া জোরে চিৎকার করিয়া বলিতে শুরু করে। আবূ সুফিয়ান বলে যে, আমি ও আমার সঙ্গী কিছুই বুঝিতে সক্ষম হই নাই যে, দরবারীরা কি বলিতেছে। তবে সেই হৈ চৈয়ের একটি ফল এই হইল যে, কায়সার নির্দেশ দিল যে, আমাকে ও আমার সঙ্গীগণকে যেন দরবার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। অতএব, সরকারী লোকেরা সত্বর আমাদিগকে বাহিরে লইয়া আসে। পরে আর কিছুই জানা গেলনা যে, ভিতরে কি হইল? এবং কেমন করিয়া কায়সার সেই হাঙ্গামার শেষ করিল যাহা পত্র পাঠের দরুন সেই দরবারে সৃষ্টি হইয়াছিল।

আবূ সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, বাহিরে আসিয়া আমি আমার সঙ্গীগণকে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হইয়া বলি যে, "এখন তো ইব্ন আবী কাবশার[২] বানিজ্য এতো বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, بنى الاصفر (রোমের বাদশাহ)ও এখন তাহাকে ভীতি ও সন্ত্রস্ততার চক্ষে দেখিতেছে।"

---

১. এই কথা দ্বারা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, তাবলীগী পত্র শুধুমাত্র কায়সারের নামেই ছিল না বরং উহার মাধ্যমে কায়সারের সমস্ত প্রজাবর্গকেও ইসলামের দিকে ডাক দেওয়া হইয়াছিল।

২. কোরাইশের কাফিররা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুচ্ছ করিবার মানসে বিস্ময়কর বিস্ময়কর ধরনের নাম রাখিয়াছিল। ঐ গুলির মধ্যে একটি ছিল এই ইব্ন আবী কাবশা।

www.pathagar.com

আবূ সুফিয়ান বলে ঐ ঘটনার পরে আমার সর্বদাই এই প্রত্যয় হইতে লাগিল যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার তাবলীগী কার্যে অবশ্যই একদিন সাফল্য লাভ করিবেন। এমন কি আমিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি।[১]

ফতহুল বারী ও যারকানী অধ্যয়ন করিলে এই সত্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায় যে, সাধারণ দরবারে পত্র পাঠ করিবার পূর্বে কায়সার এই পত্র একবার তাহার একান্ত মজলিসেও দেখিয়াছিলেন। ঐ সংক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ এই যে, যখন গাস্সানের শাসক মহান নবী করীম (সা)-এর পবিত্র পত্র বাইতুল মুকাদ্দাসে কায়সারের নিকট প্রেরণ করে তখন তাহার সংবাদ বাহকের সাথে হযরত দাহিয়া কালবীকেও (রা) প্রেরণ করে। হিরাকিল মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র বাহককে তো একটি সরকারী অতিথি শালায় অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেয় এবং পত্র তাহার অতি একান্ত প্রিয়পাত্র প্রভাবশালী পরিষদবর্গের এক গোপন মজলিসে খুলিয়া তাহার ভ্রাতা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা পাঠ করিয়া শোনায়। ঐ ব্যক্তি রাজ ক্ষমতার নেশায় মত্ত ছিল। পত্রের প্রথম দিকের ছত্রগুলি দেখিয়াই বিরক্ত হইয়া উঠে ও বলিতে থাকে যে, এই পত্র না পাঠের যোগ্য, না ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার যোগ্য। এই পত্রের লেখক নিতান্তই মূর্খ, বর্বর, অশিষ্ট ও বেয়াদব। তাহার বেয়াদবীর প্রমাণ ইহার অধিক আর কি হইতে পারে যে, পত্রের শুরুতেই হুযূরের নামের পূর্বে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আরও অধিক বেআদবী এই যে, আপনাকে শাহিনশাহ-ই-আলম ও কায়সার লিখিবার পরিবর্তে শুধুমাত্র عظيم الروم এর উপাধিতে স্মরণ করিয়াছে।" (عظيم الروم অর্থাৎ "রূম রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) অতএব, আপনি এই পত্র পাঠ করিবেন না বরং ফেরত পাঠাইয়া দিন।

কিন্তু কায়সার তাহার ক্রোধ ও গোস্বায় কোন প্রকারের দৃষ্টিপাত করিলেন না বরং বলিলেন, "এই সব তো সাধারণ কথা, এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নহে। এই পত্র ঐ ব্যক্তি তাহার দেশের প্রচলন অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আমরা উহাতে কেন আপত্তি করিতে যাইব। এতদ্ভিন্ন এই কথা মানবতা ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ যে, একজন নবুয়্যতের দাবীদার আমাকে বিশেষভাবে পত্র প্রেরণ করিবে আর আমি উহা পাঠ না করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিব।" অতঃপর হিরাকিল পত্র পাঠ করে ও পাঠ করিবার পরে চিন্তা-ভাবনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এই পত্র সম্পর্কে সাধারণ জনমত যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ দরবারে সকলের সম্মুখে খুলিয়া পাঠ করিয়া শোনান হইবে। অতএব, কায়সার দরবার উপস্থিত জনদের সম্মুখে পত্র পাঠ করাইয়া শ্রবণ করায়। উহাতে রূম সাম্রাজ্যের আমীরগণ, রয়ীসবর্গ ও পাদ্রীগণ খুবই বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেন। দরবারে তাহারা এমনই প্রবল শক্তিশালী ছিল যে, হিরাকিল তাহাদের সম্মুখে অসহায় হইয়া পড়েন, যদিও তাহার মন ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়াছিল।

---

১. এই সমস্ত অবস্থার বিবরণ আমি সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ড كيف بدء الوحى অধ্যায় হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

www.pathagar.com

কিন্তু তাহার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও অসহায়তা সত্ত্বেও সে একবার এই ব্যাপারে সচেষ্ট হয় যে, রাজ্যের আমীরগণ ও সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবেন ও তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিবেন। কেননা, যদি আমীর ও রয়ীসগণ ইসলাম গ্রহণ করেন তবে জনসাধারণ আপনা আপনিই শান্ত হইয়া যাইবে। অতএব, বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে হামসে পৌঁছিয়া (উহা ছিল তদানীন্তনকালে কায়সারের এশিয়ার অধিকৃত রাজ্য সমূহের রাজধানী) শাহী মহলে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত রয়ীসগণ ও আমীরগণকে জমায়েত করেন এবং তাহাদিগকে বলেন, তোমরা যদি নিজেদের ভবিষ্যতের মঙ্গল কামনা কর ও ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শান্তি, নিরাপদ ও আরামে জীবন কাটাইতে ইচ্ছুক হও যাহাতে তোমাদের কোন দুঃখ ক্লেশ না হয়, তোমরাও নিরাপদে থাক আর তোমাদের দেশও নিরাপদে থাকে তবে আমি অতি হৃদ্যতার সহিত এই ব্যাপারে আশা পোষণ করিতেছি যে, তোমরা সকলে ঐ নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যিনি আরবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সকল ভাল কাজের নির্দেশ দান করেন ও সর্বপ্রকারের মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত করেন। এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতের শিক্ষা দেন এবং যে কোন প্রকারের শিরককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। যদি তোমরা সেই নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তোমরাও উপকৃত হইবে এবং তোমাদের দেশও তোমাদেরই হস্তে থাকিবে। অস্বীকার করিলে নিজেরাও ধ্বংস হইবে তোমাদের দেশও হাত ছাড়া হইয়া যাইবে।

সম্রাটের মুখে ইসলামের এই বাণী শ্রবণ করিয়া ঈসায়ী রাজ্যের কর্ণধার ও সাম্রাজ্যের আমীরগণ রাগে ক্রোধে দিশেহারা হইয়া পড়ে। সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ হয় পাদ্রীদের এই জন্য যে সম্রাটের উচিত খৃষ্টবাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠ পোষক হওয়া। অথচ সেই আজ মহতী সম্মেলনে ইসলামের তাবলীগ করিতেছেন। কাজেই কায়সারের ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই তাহারা সকলে চিৎকার করিতে থাকে এবং সকলে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে যাইতে থাকে।

এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া কায়সারের মধ্যে দুনিয়ার লোভ লালসার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সে তখনই উহাদিগকে ডাক দেয় যে, ফিরিয়া আইস ও আমার একটি কথা শ্রবণ কর। তাহারা ফিরিয়া আসিলে তিনি বলেন- ইহা দর্শন করিয়া আমি অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, তোমরা নিজেদের দীন ও ঈমানে দৃঢ় রহিয়াছ এবং কোন প্রলোভন ও লালসা তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিমুখ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি এতক্ষণ নিজ ভাষণের মাধ্যমে তোমাদের দৃঢ়তা ও মায্‌হাবের প্রতি তোমাদের প্রেমকে পরীক্ষা করিলাম। ঈসা মসীহ (আ)-এর বরকতে তোমরা উহাতে পরিপূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছ। অতএব, আমি তোমাদিগকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এখন তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে গমন করিতে পার।

সম্রাটের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দরবারী তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার

www.pathagar.com

সম্মুখে সিজদাবনত হইয়া পড়ে। ইহার পরে হিরাকলের পক্ষে পাদ্রী ও দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্মুখে ইসলামের পক্ষে ও অনুকূলে কোন কথা বলার সাহস হয় নাই। এমনই অবস্থায় দুর্ভাগ্য ও বিফল জীবন কাটাইয়া হিরাকল দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া যায়। কিন্তু তাহার ভবিষ্যদ্বাণী অতি স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। অল্প দিন পরেই শুধুমাত্র বাইতুল মুকাদ্দাসই নহে বরং সমস্ত রোমান সাম্রাজ্য মুসলিমদের করতলগত হইয়া যায়।

এই সময় মহান রাসূল (সা)-এর বীর ও সাবধানী দূত হযরত দাহিয়া কালবী (রা) ঈমান, হৃদ্যতা, সাহসিকতা ও নিঃশঙ্কতার যে উদাহরণ স্থাপন করিয়াছেন উহা বিবৃত না করিলে অমার্জনীয় অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হইবে। বর্ণিত আছে যে, যখন দাহিয়া কালবী (রা) রূমের কায়সার হিরাকিলের সম্মুখীন হইতে যান তখন দরবারের খাদিমরা ও সরকারী কর্মচারীরা বলে, এই দরবারের রীতি হইল, যে ব্যক্তি সম্রাটের দরবারে পেশ হইতে চাহে সে সম্মুখে পৌছিয়া আলা হযরতকে সিজদা করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সম্রাট অনুমতি না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা উত্তোলন করে না। তুমি যেহেতু আরবের দূর দূরান্ত দেশ হইতে আগমন করিয়াছ সেইহেতু হয়ত তুমি দরবারী রীতি সম্পর্কে অবহিত নহ। তোমার অবগতির উদ্দেশ্যে আমরা তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে, যখন সম্রাটের দরবারে পৌছিবে তৎক্ষণাৎ সিজদায় পড়িয়া যাইবে।

হযরত দাহিয়া কালবী (র) অতিশয় জোরের সহিত এবং অতিশয় আত্মবিশ্বাসের সহিত উত্তর দেন যে, ইহা কক্ষণও হইতে পারে না আর কক্ষণও হইবে না। মুসলিমদের গর্দান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও সম্মুখে ঝুকিতে পারে না। আমাদের নবী (সা) আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন এবং আমরা সেই মহান শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় কায়সারের সম্মুখে সিজদা করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমি কক্ষণও তাহাকে সিজদা করিতে পারি না। আর করিবও না। তোমরা আমাকে সম্রাটের সম্মুখে পেশ কর বা নাই কর।

এহেন ঈমানী সাহসিকতার ফল এই হইল যে, কায়সার তাঁহাকে নিজেই তাহার সম্মুখে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার সিজদা না করায় কোন প্রকারের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই। বরং তাঁহার আরাম আয়েশ ও অবস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দেন।

যদিও হিরাকিল ঈমান আনে নাই কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তাহার মনে হযরত নবী করীম (সা)-এর প্রতি মর্যাদা, সম্মান ও মহৎ ধারণা ছিল। এই দাবীর ঐতিহাসিক প্রমাণ এই যে, সে রাসূল (সা)-এর সেই মুবারক পত্রকে তাবার্‌রুক হিসাবে অতি যত্নে নিজের কোষাগারে হিফাযতের সহিত সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং অতি মূল্যবান ও বরকতময় স্মারক হিসাবে পরবর্তীকালের অনাগত কায়সারদের জন্য উহা রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন এই

www.pathagar.com

পবিত্র উপহার কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কুসতনতীনার শাহী কোষাগারে সংরক্ষিত ছিল।[১] কালক্রমে শাহের দূত যখন কুসতনতীনার রূমের কায়সারের নিকট গমন করে তখন সেই দূতকে দেখাইবার জন্য শাহী কোষাগার হইতে একটি স্বর্ণের কৌটা বাহির করিয়া আনা হয়, উহাতে রেশমী রুমালে জড়ানো এই পত্রই রক্ষিত ছিল। কায়সার দূতবরকে বলেন, এই ঐতিহাসিক পত্র তোমাদের রাসূল মুহাম্মদ (সা) আমাদের একজন বুযুর্গ হিরাকিলকে তাবলীগ স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহা আমরা আজি পর্যন্ত অতি যত্ন সহকারে নিজেদের কোষাগারে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছি।

ইরানের শাহ্ খসরু পারভীযের নামে

খসরু পারভীয, নওশেরওয়ানের পৌত্র ও হরমুযের পুত্র, ইরানের একজন মহিমান্বিত ও জাঁকজমকপূর্ণ বাদশাহ ছিলেন। যেমন রূমের সকল বাদশাহেরই উপাধি ছিল কায়সার তেমনি ইরানের প্রত্যেক বাদশাহের উপাধি ছিল কিসরা। জাঁকজমক ও গৌরব মাহাত্মের দিক হইতে দুনিয়ার কোন বাদশাহ্ তাহার সমকক্ষ ছিল না। সে ছিল অগ্নি উপাসক এবং তাহার সকল প্রজার মাযহাবও ছিল এই অগ্নি উপাসনা।

কায়সারের পরে হযরত নবী করীম (সা) কিসরার নিকট তাবলীগী পত্র হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হোযাফা (রা) সাহাবীর হস্তে প্রেরণ করেন। দাহিয়া কালবীর (রা) অনুরূপ তাঁহাকেও পুনঃ পুনঃ বলিয়া দেন যে, প্রথমে এই পত্র বাহরাইনের গভর্নরের নিকট লইয়া যাইবে (উহা ছিল ইরানের অধীন) এবং তাহাকে বলিবে যে, ইহা ইরানের সম্রাটের নিকট প্রেরণ করুন। অতএব, বাহরাইনের গভর্নর তাহার একজন একান্ত বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) ও রাসূল (সা)-এর মুবারক পত্র খসরু পারভীযের নিকট প্রেরণ করে।

নবী করীম (সা) ইরানের শাহ কিসরাকে যে মুবারক পত্র লিখিয়াছিলেন উহার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله ادعوك بدعاية الله فإنى رسول الله الى الناس كافة لا نذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين اسلم تسلم فان توليت فعليك اثم المجوس ـ[২]

(অনুবাদ) আমি এই পত্র আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি যিনি অতি দয়ালু ও কৃপাময়। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে ইরানের প্রধান কিসরার

১. কিতাবুল আমওয়াল, যরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৯ ও ৩৪২ এর হাওলাক্রমে।

২. তারীখু খামীম ও যরকানী এবং শিবলীর সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩০, তারীখু তাবারী ও ইব্ন আসীর।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে। ঐ ব্যক্তির উপর সালাম যে হিদায়াতকে অনুসরণ করে, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। না তাহার কোন শরীক আছে এবং সে এই বিষয়েও সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাহার রাসূল। ওহে ইরান প্রধান! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করিবার ও তাহার উপর ঈমান আনিবার জন্য আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি। কেননা, আমি দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। আমার আগমনের উদ্দেশ্য হইল, আমি প্রতিটি জীবিত মানুষকে সতর্ক করিয়া দিব, যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করিবে আল্লাহ্‌র মীমাংসা তাহার জন্য ওয়াজিব হইয়া যাইবে। ওহে ইরান প্রধান! ইসলাম কবুল করিয়া লও। কেননা, আজ তোমার জন্য শুধুমাত্র ইহাই শান্তির পথ। কিন্তু তুমি যদি মুখ ফিরাইয়া লও, সত্যকে অস্বীকার কর তবে তোমার নিজের পাপ ছাড়াও তোমার সমস্ত অগ্নি উপাসক প্রজার ইসলাম গ্রহণ না করিবার শাস্তিও তোমারই গলায় পড়িবে।

ঐ সময় পারস্যের রাজধানী ছিল মাদইয়ান। বাহরাইনের গভর্নর মানযার বিন সাওয়া হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হোযাফা (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক পত্র সহ ঐ স্থানে প্রেরণ করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হোযাফা (রা) কিসরার দরবারে পেশ হন এবং তিনি তাহাকে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র প্রদান করেন। পত্র পাঠ করিয়া তাহার দেহ মনে আগুন জ্বলিয়া উঠে। সে নিজেকে তাহার জাঁকজমক, গৌরব, মর্যাদা, বল শক্তি ইত্যাদির প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক উচ্চ ও বিরাট মর্যাদার অধিকারী বলিয়া মনে করিত। তাহার চিন্তা ভাবনায় এই কথা আসিতে পারিত না যে, কোন ব্যক্তি, সে যত বড় মানুষই হউক না কেন, সে নিজের নাম শাহান শাহের নামের পূর্বে লিখিতে পারে। এই কথাও তাহার ধারণা বহির্ভূত ছিল যে, কোন মানুষের মধ্যে কোন প্রকারে এমন সাহস হইতে পারে যে, সে ইরানের কিসরাকে তাহার পত্রে এমন সাহসিকতার সহিত ও নিঃশঙ্কভাবে সম্বোধন করিতে পারে। এই পত্রে এই উভয় বিষয়ই বিদ্যমান ছিল। তবে কিসরার ক্রোধের পারদ উপরে চড়িবেনা কেন। সে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ পত্র ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয় এবং রাগত স্বরে বলে আমাদের দাস হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যক্তির এমন দুঃসাহস হইয়াছে যে, আমাকে এমন সাধারণভাবে এবং এমন অপমানজনক পন্থায় সম্বোধন করিতেছে।[১]

রাসূল করীম (সা) ইহা শ্রবণ করিয়া বদদোয়া স্বরূপ বলিলেন[২], ان يمزق كل ممزق (উহা একেবারেই টুকরা টুকরা ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হইবে)।

---

১. তারীখু তাবারী ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৩৯২।

২. তাজরীদুল বুখারী, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা-৩৪।

www.pathagar.com

ঐ সময় ইয়ামনও ইরানের অধীনে ছিল। পত্র পাঠের পরে খসরূ পারভীয তাহার ইয়ামনের গভর্ণরকে লিখিয়া পাঠাইল যে, তুমি দুইজন শক্তিশালী বীর পুরুষকে হিজায প্রেরণ কর, যাহারা এই নবুয়্যতের দাবীদারকে গ্রেফতার করিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে পেশ করিবে। যাহাতে তাঁহার এহেন বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্বের জন্য সমুচিত শাস্তি বিধান করিতে পারি।

ইয়ামনের গভর্ণর বাযান তাহার মনিবের নির্দেশ পালনার্থে তাহার মীর মুন্সী বাবূয়া ও অপর এক ব্যক্তিকে, যাহার নাম ছিল খসরূ। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে পত্র লিখিয়া মদীনায় প্রেরণ করে। উহাতে লিখিত ছিল যে, তোমাকে ইরানের শাহান শাহ ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তুমি সত্বর এই দুই ব্যক্তির সহিত চলিয়া আইস যাহাদিগকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলাম। কোন ক্রমেই দ্বিধা বা বিলম্ব করিবেনা, অন্যথায় উহা তোমার জন্য অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে।

তাহারা দুইজন যখন ইয়ামন হইতে রওনা হইয়া তায়িফ আগমন করে তখন নাখাফ নামক স্থানে কোরাইশের কয়েকজন লোকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটে, তাহারা উহাদিগকে রাসূল (সা)-এর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে। উহারা বলে, "তিনি তো মদীনায় অবস্থান করেন। কিন্তু আপনারা তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? তাঁহার সহিত আপনাদের কি প্রয়োজন"?

এই দুই ব্যক্তি বলেন, তাঁহার সহিত আমাদের তো কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যে বেয়াদবীর সহিত শাহান শাহ কিসরাকে একটি পত্র প্রেরণের দুঃসাহস দেখাইয়াছেন উহা দর্শন করিয়া আলা হযরতের অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে ও তিনি তাঁহাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

কোরাইশরা ইরানীদেরকে দেখিয়া ও তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে থাকে যে, "বেশ, এখন মুহাম্মদ (সা)-এর ধ্বংস অনিবার্য। শাহান শাহ ইরানের সহিত উদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া সে কোন ক্রমেই নির্বিঘ্নে থাকিতে পারিবেনা। শাহান শাহ তাঁহাকে ও তাঁহার অনুসারীগণকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে ও অল্প দিনের মধ্যেই মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সঙ্গীদের নাম নিশানা বিলীন হইয়া যাইবে।

বাহরাইনের গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় মদীনায় পৌঁছে এবং মহান রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বাহরাইনের গভর্নরের পত্র পেশ করে ও মৌখিকভাবে বাবূয়া বলে "বাদশাহদের বাদশাহ শাহান শাহ আযম কিসরা বাহরাইনের গভর্নরকে নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন আপনাকে তাহার সম্মুখে পেশ করিবার জন্য। আমরা সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাদের সহিত শাহান শাহের নিকট চলুন। আপনি যদি সন্তুষ্ট চিত্তে গমন করেন তবে বাযান শাহান শাহের নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করিবেন যেন আপনাকে ক্ষমা

www.pathagar.com

করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি আপনি অস্বীকৃত হন ও যাইতে টাল বাহানা করেন ও শাহান শাহের নির্দেশকে অমান্য করেন তবে শাহান শাহের গৌরব ও মর্যাদা সম্পর্কে আপনি অবহিত রহিয়াছেন। তিনি আপনাকে ও আপনার সঙ্গীগণকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবেন ও আপনার সমগ্র দেশকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। সেই হেতু আপনার পক্ষে ইহাই কল্যাণ যে, আপনি নির্দ্বিধায় ও বিনা টাল বাহানায় আমাদের সঙ্গে চলুন ও শাহান শাহের নির্দেশ অমান্য করিয়া আপনি নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিবেন না।[১]

বাযানের পত্র ও সংবাদ পাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসিলেন ও ব্যক্তিদ্বয়কে বলিলেন, আপনারা আজকের দিনটি আরাম করুন। ইনশাআল্লাহ্ কাল আপনাদিগকে উত্তর দেওয়া হইবে। তিনি সাহাবাকে (রা) নির্দেশ দান করিলেন যে, এই মেহমানদ্বয়ের থাকিবার ব্যবস্থা কর।

দ্বিতীয় দিবস তিনি ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাহাদিগকে বলিলেন ঃ ابلغا صاحبكما ان ربى قتل ربه فى هذه الليلة। তোমাদের প্রভুকে (ইয়ামনের গভর্নর) গিয়া বল যে, আমার প্রভু (আল্লাহ যুল জালাল) তাহার প্রভুকে (কিসরা) অদ্য নিশিথে হত্যা করিয়াছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দূতদ্বয় বলিল "আপনি যাহা কিছু বলিলেন উহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার উপর। আমরা কি বাযানের নিকট গমন করিয়া এই কথা বলিয়া দিব"? রাসূল (সা) ইরশাদ করিলেন "হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে, আমি যাহা কিছু বলিলাম ইয়ামনের গভর্নরের নিকট গমন করিয়া ইহা বলিয়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিবে যে, আমার দীন ও আমার হুকুমত অতি সত্বর কিসরার সমগ্র সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে রাজ্যের যেই অংশ এখন পর্যন্ত তোমার করতলগত রহিয়াছে ও আল্লাহ্র যেই রাজ্য তোমার দখলে রহিয়াছে উহা যথারীতি তোমার নিকটই থাকিবে"।

ব্যক্তিদ্বয় যখন ইয়ামনে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাযানকে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শোনায় তখন বাযান বিস্মিত হইয়া বলিলেন যদি এই বিষয়টি এমনি ভাবেই ঘটিয়া থাকে যেমনভাবে মুহাম্মদ (সা) বলিয়াছেন তবে আর তাঁহার নবী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যাহাই হউক, আমরা অপেক্ষা করিতেছি ও লক্ষ্য রাখিতেছি যে, হামদান হইতে কি সংবাদ আসে"?[২]

বাযানকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কিছু দিন পরেই তাহার নিকট খসরু পারভিযের পুত্র শীরওয়ার ফরমান পৌছে, উহাতে লিপিবদ্ধ ছিল, আমি রাজ্যের কল্যাণ বিবেচনা করিয়া বাধ্য হইয়া আমার পিতাকে, প্রজাবর্গের সহিত যাহার আচরণ

---

১. তারীখু তাবারী ১ম খণ্ড ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৩৯৩।

২. তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৩৯৩।

www.pathagar.com

ছিল অতিশয় উৎপীড়ন মূলক এবং যিনি নিজ দেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত লোক ও আমীরকে খুন ও পাথর বর্ষণে হত্যা করিয়াছিলেন, হত্যা করাইয়াছি। আর এমনিভাবে আমি তাহার সেই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। যাহা সে নিষ্পাপ প্রজাদের উপর এখন পর্যন্ত চালাইয়া আসিতেছিল। এখন আমি তাহার স্থলে ইরানের সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছি। অতএব আমার এই ফরমান পৌঁছিবা মাত্র তোমার এলাকার সমস্ত প্রজাদের নিকট হইতে আমার আনুগত্য ও আজ্ঞাবহতার অঙ্গীকার গ্রহণ করিবে। তোমাকে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা লিখিতে হইতেছে, উহা এই যে, আমি অবগত হইয়াছি যে, আমার পিতা তোমাকে আরবের জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিল। এখন তুমি উহা রহিত মনে করিবে ও আমার পক্ষ হইতে অন্য নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না।

শীরওয়ার এই ফরমান পাইয়া ইয়ামনের গভর্নর বাযানের বিস্ময়ের উদ্রেক হয় ও অবচেতনভাবেই তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় যে, "মুহাম্মদের (সা) কথা সত্য হইয়াছে, উহাতে মনে হয় যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি।" উহার পরে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বাইয়াতের পত্র লিখিয়া পাঠান ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তাবারীর বর্ণনা মতে, তাহার সাথে সাথে ইয়ামনের অনেক আমীরযাদা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই বাযানের ইনতিকাল হইয়াছিল। তাহার পরে তাহার পুত্রকে রাসূল (সা) সানয়া ও উহার আশে পাশের এলাকার হুকুমত দান করিয়াছিলেন। ইয়ামনকে কয়েক অংশে ভাগ করিয়া বিভিন্ন জনকে হুকুমত দান করিয়াছিলেন।[২]

ঐ বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক দ্বিমত পোষণ করেন যে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিসরাকে যে তাবলীগী পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন উহা খসরু পারভীযকে লিখিয়াছিলেন না তদীয় পুত্র শীরওয়াকে।" ঐ ব্যাপারে আমি যতখানি অনুসন্ধান করিয়াছি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ঐ পত্র খসরু পারভীযকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, অতি সংক্ষিপ্তভাবে উহার প্রমাণাদি নিম্নরূপ ঃ

(১) ইহা সর্ববাদী সম্মত যে, খসরু পারভীয ছিল নওশের ওয়ানের পৌত্র ও হরমুযের পুত্র (যাকির হোসাইনের তারীখ-ই- ইসলাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯১) এবং তাবারীও পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই পত্র "ইব্‌ন হরমুয" কে প্রেরণ করা হইয়াছিল। (তারীখু তাবারী ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৩৯২)। ইহাতো প্রকাশ্যই যে, "ইব্‌ন হরমুয" খসরু পারভীয ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে না।

---

১. তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৩৯৪।

২. মোহাম্মদ হোসাইন হাইকলকৃত আবূ বকর সিদ্দিক আকবর, পৃষ্ঠা-১৪৯।

www.pathagar.com

(২) আমাদের যুগের মিশর ও ভারতের (সম্মিলিত) সমস্ত উলামার অনুসন্ধানও ইহাই। দেখুন, হাইকল মিশরীকৃত হায়াত মুহাম্মদ (সা) পৃষ্ঠা-৮১৯। কাযী সোলাইমান মনসূর পুরী রাহমাতুল লিল আলামীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৮; শিবলীর সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৯; যাকির হোসাইনের তারীখ ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৯।

(৩) মহানবী (সা) কায়সার ও কিসরাকে হোদায়বিয়্যার চুক্তি ও খায়বরের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তাবলীগী পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। (সীরাতু ইব্ন হিশাম পৃষ্ঠা-৪৭৮) হোদায়বিয়্যার চুক্তি হিজরী ৬ সালের যূলকা'দা মাসে সম্পাদিত হইয়াছিল। আর খায়বরের যুদ্ধ হিজরী ৭ সালের মুহাররম মাসে সংঘটিত হইয়াছিল (রাহমাতুল লিল আলামিন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৬) হিজরী ৭ সালে (মুতাবিক ৬২৮ ঈঃ) ইরানের সিংহাসনে খসরু পারভীয অধিষ্ঠিত ছিল। সে ৫৯১ ঈঃ হইতে ৬২৮ ঈঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। কাজেই প্রমাণিত হইল যে, উহাকেই এইপত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল।

(৪) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভর্নরের লোকজনকে যেই কিসরার হত্যার সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন সে ছিল খসরু পারভীয, শীরওয়া নহে। রাসূল (সা) তাহাকে প্রথমে পত্র লিখিয়াছেন, পরে হত্যাকান্ড ঘটিয়াছে। ওয়াকেদীর বর্ণনা মতে তাহার হত্যার সময় ছিল হিজরী ৭ সালের জমাদিউল উলা মাসের ১৩ তারিখের রাত্রির ষষ্ঠ প্রহর (তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৯৩)। ওয়াকেদীর বর্ণিত এই তারিখ ঈসায়ী হিসাবে হইল ১৮ই সেপ্টেম্বর, ৬২৮ ঈঃ (তাকভীম হিজরী ও ঈসভী, পৃষ্ঠা-১) শীরওয়া নিহত হয় নাই বরং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যাকির হোসাইনের তারীখ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩)

ইথুপিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নামে

আফ্রিকার দেশ ইথুপিয়ার (আবীসিনিয়া) বাদশাহ ছিল ঈসায়ী এবং ঈসায়ীদের নসতূরী সম্প্রদায়ের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। তাহার উপাধী ছিল নাজ্জাশী (ঠিক যে সব রূমের বাদশাহ্কে কায়সার ও ইরানের বাদশাহকে কিসরা বলা হইত)। তাহার প্রকৃত নাম ঐতিহাসিকগণ আসহামা বিন বাহরী বা মকহ্ল বিন সা'সা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১] সে ছিল অতিশয় সহৃদয়, দানশীল উচ্চাভিলাষী ও মেধাবী বাদশাহ। মক্কী জীবনে মুসলিমগণ দুইবার তাহারই দেশে হিজরত করিয়াছিলেন এবং এখন পর্যন্ত তথায় মুসলিমগণ শান্তির সাথে নির্ভাবনায় বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। নাজ্জাশী উন্মুক্ত হৃদয়ে মুসলিমগণকে তাহার দেশে বসবাসের অনুমতি দান করিয়াছিল। সে তাহাদের সহিত সহৃদয়তা ও মানবিক আচরণ করিত। কিন্তু সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে নাই। হিজরী ৭ সালে অপরাপর রাজন্যবর্গকে তাবলীগ

১. যাকির হোসাইনের তারীখ ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯।

www.pathagar.com

করার সময় রাসূল (সা) নাজ্জাশীকেও তাবলীগী পত্র প্রেরণ করেন। উহার বিষয় বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشى لتى ملك الحبشة سلم انت اما بعد فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا الله هو الذى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول ...... وانى ادعوك الى الله وحده لاشريك له والموالاة .

এই পত্রের অনুবাদ এই "আমি আল্লাহ্র নামে এই পত্র আরম্ভ করিতেছি, যিনি অতিশয় দয়ালু ও অতিকৃপাময়। এই পত্র আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে হাবশের বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে প্রেরিত হইতেছে। ওহে বাদশাহ! আপনার প্রতি আল্লাহ্র রহম হউক। অতঃপর আমি সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। প্রকৃত বাদশাহী তাহারই সাজে যিনি সমস্ত সদ্গুণের সমষ্টি ও সর্বপ্রকারের দোষ মুক্ত। তিনি সৃষ্টির জন্য শান্তি বিধানকারী ও দুনিয়াকে সংরক্ষণকারী। আমি ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, ঈসা মসীহ (আ)-কে আল্লাহ্ তাহার পাক কালামসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্র সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে অস্তিত্ব জগতে আগমন করিয়াছিলেন যাহা তিনি মারইয়াম বতূল (আ)-এর প্রতি নাযিল করিয়াছিলেন এবং ওহে বাদশাহ্! আমি আপনাকে সেই এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাইতেছি যাহার কোন শরীক নাই। আমি আপনাকে আরও দাওয়াত দিতেছি যে, আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যে আমাকে সাহায্য করুন ও আমার অনুসরণ করিয়া ঐ কালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন যাহা আমার প্রতি নাযিল হইয়াছে। কেননা, আমি হইলাম আল্লাহ্র রাসূল এবং আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে আপনার সকল প্রজাকে আল্লাহ্র দিকে ডাক দিতেছি, আমি আপনাকে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাইয়া দিলাম এবং আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সহিত আপনাকে সত্যের দাওয়াত দিতেছি। অতএব আমার উপদেশকে গ্রহণ করুন। আমি ইতিপূর্বে আপনার নিকট আমার পিতৃব্য পুত্র জা'ফর (রা)-কে ও তাহার সহিত অপর কতিপয় মুসলিমকে প্রেরণ করিয়াছি। আমি এই দোয়ার সহিত এই পত্রের ইতি টানিতেছি যে, ঐ ব্যক্তির জন্য শান্তি আসুক যে হিদায়াতকে অনুসরণ করে।[১]

মহানবী (সা)-এর দূত হযরত আমর বিন উমাইয়া যমরী (রা) যখন এই পত্র লইয়া নাজ্জাশীর নিকট গমন করেন ও তাহার নিকট পত্র হস্তান্তর করেন, তখন পত্র পাঠ করিয়া তিনি সে মুবারক পত্র চক্ষে ছোয়ায় ও মুখে চুমো খান। ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসেন ও উচ্চস্বরে বলেন, নিশ্চিত ভাবেই আমি এই বিষয়ের প্রতি সমর্থন দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি তাঁহার রিসালাতে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি।[২]

১. যরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৩-৩৪৪।
২. যরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৬।

www.pathagar.com

এই ঘোষণা ও সমর্থনের পরে নাজ্জাশী হস্তীদন্তের একটি সুন্দর মূল্যবান কৌটা চাহিয়া আনান ও ঐ কৌটায় ঐ মুবারকপত্র তাবাররুক স্বরূপ অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া শাহী কোষাগারে পাঠাইয়াছেন। বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি সাথে সাথে ইহাও বলিয়াছেন যেহেতু ইহা একজন নবীর পত্র কাজেই আমার প্রত্যয় রহিয়াছে যে, এই পত্র যতদিন আমাদের বংশে সংরক্ষিত থাকিবে ততদিন ইহার বরকতে আমরা বিপদ আপদ হইতে শান্তিতে থাকিব এবং ইথুপিয়াবাসী এই পত্র হইতে মঙ্গল ও কুশল লাভ করিবে।[১] (ইহা অবগত হওয়া যায় নাই যে, এই পত্র কতদিন পর্যন্ত ইথুপিয়ার সরকারী কোষাগারে সংরক্ষক্ষিত ছিল এবং কতদিন ইথুপিয়াবাসী উহা হইতে বরকত লাভ করিয়াছিল?)

রাসূল (সা)-এর এই মুবারক পত্রের জবাবে নাজ্জাশী তাহার খিদমতে যে নিবেদন পেশ করিয়াছিলেন উহার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم الى محمد الرسول الله من النجاشى اصحمة سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الله الذى لا اله الا هو الذى هدانى للاسلام اما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فما ذكرت من امر عيسى فورب السماء ان عيسى عليه السلام لايزيد ما ذكرت تقرو تا وقد عرفنا ما بعثت به اسا فاشهد انك رسول الله صادقا مصدوقا وقدبا يعتك وبايعت ابن عمك واسلمت على يدله لله رب العلمين ..... والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٢

অর্থাৎ আমি এই পত্র আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি, যিনি অতিশয় দয়ালু ও অতিকৃপাময়। এই পত্র মুহাম্মদ (সা) রাসূলুল্লাহ্র পবিত্র খিদমতে নাজ্জাশী আসহামার পক্ষ হইতে প্রেরণ করা হইতেছে। হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক এবং আপনার প্রতি সেই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বকরত রাজী নাযিল হউক যাহাকে ছাড়া অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নহে এবং তিনিই আমাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। অতঃপর হে রাসূলাল্লাহ্! আপনার পত্র আমার পক্ষে গৌরবের কারণ হইয়াছে। আল্লাহ্র শপথ, আপনি ঈসা (আ) সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছেন আমি তাঁহাকে ইহার চাইতে একটুও বেশী মনে করি না। আর আপনি যেই বিষয়ের দিকে আমাদিগকে দাওয়াত করিয়াছেন আমরা উহা খুব ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়াছি। আর আমি আন্তরিকভাবে এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র সত্য রাসূল, যে সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। কাজেই আমি আপনার পিতৃব্য পুত্র জা'ফর (রা)-এর মাধ্যমেই আপনার

১. যুরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৬।
২. যুরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৪-৩৪৫।

www.pathagar.com

হস্তে আল্লাহ্‌র নামে বাইয়াত করিতেছি। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হউক ও তাহার রহমত বরকতরাজী নাযিল হউক।"

যদি মাননীয় পাঠকবর্গ এই পত্র ও যে পত্রাবলী কায়সার এবং কিসরার নামে প্রেরিত হইয়াছিল ঐ সম্পর্কে চিন্তা করেন তবে আপনারা উহাতে একটি পরিচ্ছন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। কায়সার ও কিসরাকে অতিশয় আত্মসম্ভ্রম ও স্বাধীনভাবে পত্র লিখা হইয়াছিল। উহাতে অতি সাহসিকতার সহিত বিরাট দুইজন সম্রাটকে শুধুমাত্র রূম প্রধান ও ইরান প্রধান নামে সম্বোধন করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে হিদায়াত গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ কর্তৃক ধৃত হওয়া ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শাস্তির জন্য সতর্ক করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত পত্রদ্বয়ের বিপরীতে নাজ্জাশীর নামের পত্র খুবই প্রীতির সহিত কোমলভাবে লিখা হইয়াছিল এবং উহাতে সতর্কীকরণে কোন কথা ছিল না। অতঃপর নাজ্জাশীকে মালেকুল হাবশা (ইথুপিয়ার বাদশাহ) লিখা হইয়াছে। যদিও কায়সার ও কিসরার জাঁকজমক ও শক্তির তুলনায় ইথুপিয়ার বাদশাহের কোন সমকক্ষ তাই ছিল না। অতঃপর কায়সার ও কিশরাকে পত্র লিখিবার সময় তাঁহার এই আশা ছিল না যে, শক্তি ও রাজত্বের নেশায় আপদমস্তক নিমগ্ন রাজ্য প্রধানগণ আমার তাওহীদের ডাকে সাড়া দিবেন, ঠিক তেমনটিই বাস্তাবে ঘটিয়াছে। কিন্তু নাজ্জাশীর স্বভাবগত নেকী ও শিষ্টাচারের দরুণ রাসূল (সা)-এর মন এই প্রত্যয়ে পূর্ণ ছিল যে, সে অবশ্যই আমার দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি দৃষ্টিপাতকরীবে ও ঈমান আনিবে। আর রাসূল (সা)-এর আশানুরূপ তেমনটিই বাস্তবে ঘটিয়াছে। এখন মনে হইতেছে যে, তাঁহার আত্মা পূর্ব হইতেই সত্যকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল এবং সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল মাত্র। সেই ইঙ্গিত তাঁহার জন্য রাসূল (সা)-এর পত্ররূপে প্রতিভাত হয়। আর সে তৎক্ষণাৎ اللهم لبيك। (হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত) বলিয়া সেই ইলাহী বাণীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে যাহা মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার নিকট পৌছাইয়াছেন। সেই পবিত্রমনা পবিত্র আত্মা ও প্রকৃত মু'মিন বাদশাহের ইনতিকাল হিজরী ৭ সালে (মুতাবিক ৬৩০ ঈসায়ী) হইয়াছিল। মদীনায় তাহার ইনতিকালের সংবাদ পৌছিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কিরামকে (রা) সঙ্গে লইয়া গায়েবী জানাযার সালাত আদায় করেন ও তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

আসহামার পরে যেই বাদশাহ্ ইথুপিয়ার সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছিল তাহার নিকটও হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবলীগী পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে রাসূল (সা)-এর দাওয়াত গ্রহণ করে নাই বরং ঈসায়ী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই জন্যই ইথুপিয়ায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে নাই।[১]

১. যরকানী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৯ ও ৩৬৬।

www.pathagar.com

ইথুপিয়ায় ইসলাম প্রচার না হওয়ার আর একটি বিশেষ কারণ হইল ইথুপিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী প্রথম দিকে সাহাবাগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়া ইসলামের প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তদ্দরুণ মুসলিমগণ চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে একবারও ইথুপিয়াকে করতলগত করিবার প্রয়াস চালান নাই এবং উহাকে পরিপূর্ণভাবে উহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যদিও ইতোমধ্যে মুসলিমগণ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত দেশকে তাহাদের করতলগত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অনুকম্পার দরুণ ইথুপিয়ার প্রতি চোখ তুলিয়াও তাকান নাই।

মিশরের সম্রাট মকূকাসের নামে

মকূকাস ছিল ঈসায়ী মাযহাবের অনুসারী, কায়সরের অধীনস্ত ও মিশরের কিবতী জাতির সহিত সম্পৃক্ত। তাহার প্রকৃত নাম ছিল জরীহ্ বিন মীনা। হযরত হাতিব বিন আবী বলতায়া (রা)-এর হস্তে রাসূল (সা) তাহার নিকট নিম্নরূপ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين - فان تويت فعليك اثم القبط - يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون - ১

(অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র নামে এই পত্র শুরু করিতেছি। যিনি অতিশয় দয়ালু ও অতি কৃপাময়। এই পত্র আল্লাহ্র বান্দা ও তাহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে কিবতী প্রধান মকূকাসের নামে। অতঃপর ওহে মিশরের রয়ীস! আমি তোমাকে ঐ হিদায়াতের দিকে ডাক দিতেছি যাহার নাম ইসলাম। অতএব মুসলিম হইয়া আমার সেই হিদায়াত ও তাবলীগকে গ্রহণ কর। কেননা এখন একমাত্র উহাই মুক্তির মাধ্যম। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উহা দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন (তোমার ইসলাম গ্রহণের ও তোমার জাতির সংশোধনের)। কিন্তু যদি তুমি মুখ ফিরাইয়া রাখ তবে তুমি ছাড়া কিবতীদের ইসলাম গ্রহণ না করার পাপও তোমার উপর বর্তাইবে। ওহে আহ্লু কিতাব। ঐ কথার দিকে আইস যাহা আমাদের ও তোমাদের উভয়ের মধ্যে একীভূত। আর উহা এই যে, আমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও পূজা করিব না এবং কোন প্রকারেই আল্লাহ্র সাথে অন্য কাহাকেও শরীক ঠাওরাইব না। এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও আমাদের প্রয়োজন পূরণকারী মনে করিব না। ইহার পরেও যদি ইহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে

১. যুরকানী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৯ ও ৩৬৬।

www.pathagar.com

তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাকিও যে, যে কোন অবস্থাতেই আমরা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ।

হযরত হাতিব (রা) মিশরের রাজধানী ইসকান্দারিয়াতে পৌঁছিয়া এই পত্র দরবারের হাতিবের মাধ্যমে মকৃকাসের নিকট পেশ করেন। পত্র পাঠ করিয়া মকৃকাস মুচকিয়া হাসেন ও হাতিব (রা)-কে বলেন যদি মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল হন তবে তাঁহার পক্ষ হইতে উচিত হইত পত্রের মাধ্যমে আমাকে তাবলীগ না করিয়া তদস্থলে আমার বিপক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিতেন যে, "আল্লাহ্ আমাকে মকৃকাসের উপর প্রাধান্য প্রদান কর।

হযরত হাতিব (রা) বিন আবী বলতায়া তাঁহার তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা অভিযোগ করার স্থলে বলেন যে, যদি আপনার এই আপত্তি সঠিক হয় তবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁহার বিরুদ্ধদের বিপক্ষে এইরূপ দোয়া কেন করেন নাই?"

ইহার প্রত্তোত্তর কি হইবে মকৃকাসের উহা জানা ছিল না। হযরত হাতিব (রা) তাঁহাকে বলেন "বাদশাহ! যেই পত্র আমি আপনার সমক্ষে পেশ করিলাম, আপনি দয়া করিয়া গুরুত্বসহকারে উহার প্রতি চিন্তা করুন। ইতিপূর্বে এই মিশর দেশেই এমন একজন সম্রাট ও কালাতিপাত করিয়াছে, সে দাবী করিত যে, আমিই মানুষের রব ও সৃষ্টির পূজ্য। মিশর রাজ্য আমারই এবং আমিই ইহার অধিকারী। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে মানুষের চক্ষের সম্মুখে নীল নদে ডুবাইয়াছেন আর তাহার সহায়তাকারী ও খাদিমদের মধ্যকার কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। আর সে মানুষের জন্য উপদেশ গ্রহণের উদাহরণে পরিণত হইয়াছে। অতএব, আপনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে ত্বরা করিবেন না, যেমন সেই বাদশাহ মূসা (আ)-কে অস্বীকার করিয়াছিল। যেন এমনটি না ঘটে যে, আপনিও মানুষের জন্য উপদেশ গ্রহণের উদাহরণে পরিণত হন।

মকৃকাস হযরত হাতিব (রা)-এর এই সতর্কীকরণে এখন কিছুটা গুরুত্ব প্রদানের আকৃতি ধারণ করিয়া বলেন আমরা অনেক পূর্ব হইতেই একটি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত উহার চাইতে উত্তম ও উচ্চ ধরনের কোন মাযহাব না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের মাযহাবকে কি করিয়া ত্যাগ করিতে পারি।?"

হযরত হাতিব (রা) উত্তরে বলেন, "আমাদের ঈমান ও প্রত্যয়ও ইহাই এবং এই কথাকে আমি প্রমাণ সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি যে, দীন-ইসলামের চাইতে উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের অন্য কোন দীন এখন পর্যন্ত বিদ্যমান নাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও একটি সত্য এই যে, নিজের দীনকে সর্বোত্তম ও নিজের নবীকে সর্বোচ্চ মনে করা সত্ত্বেও আমরা বিগত সমস্ত নবীর উপর বিশ্বাস রাখি ও তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সত্য নবী বলিয়া মনে করি। প্রতিটি সত্যই আমাদের দৃষ্টিতে স্বীকার্য এবং প্রতিটি সত্যই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। আমরা হযরত ঈসা (আ)-কেও আল্লাহর সত্য নবী বলিয়া মানি আবার হযরত মূসা (আ)-কেও। ওহে বাদশাহ! প্রকৃত পক্ষে যে, যেমন হযরত মূসা (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের সংবাদ দিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক

www.pathagar.com

তেমনিভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সংবাদ দিয়াছেন। এখন আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা গ্রহণ করিতে পারেন।

মকৃকাস এই কথার যুক্তিযুক্ত উত্তর দিবার পরিবর্তে অন্য একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন, আচ্ছা বলতো, যখন তোমাদের নবীকে তাহার শত্রুরা স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট কেন দোয়া করেন নাই যে, ইলাহী। উহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দাও যাহারা তোমার রাসূলকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিতেছে ?”

হযরত হাতিব (রা) তখনই পাল্টা জবাব দেন যে, আমাদের রাসূলকে তো তাঁহার শত্রুরা শুধুমাত্র দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-কে তো তাঁহার শত্রুরা গ্রেফতার করিয়া তাহাদের কথা অনুযায়ী শূলে চড়াইয়াছে। ঐ সময় তিনি তাহাদের বিপক্ষে কেন বদদোয়া করেন নাই? তাহাতে সকল বিরুদ্ধাবাদীই ধ্বংস হইয়া যাইত ও যালিমদের মধ্যকার একজন ও রক্ষা পাইত না।”

যদিও এই জবাবও ছিল অভিযোগমূলক তবু উহাতে মকৃকাসের অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ও সে আকস্মিকভাবেই বলিয়া উঠে “হাতিব (রা)। নিঃসন্দেহে তুমি একজন বিজ্ঞ লোক এবং একজন অতি মর্যাদাশীল ব্যক্তির পক্ষ হইতে দূত হইয়া আগমন করিয়াছ। আচ্ছা থাম, আমি তাঁহার পত্রের উত্তরও লিখাইতেছি।

অতঃপর সে তাহার জনৈক আরবী জানা কাতিবের দ্বারা রাসূল (সা)-এর পত্রের নিম্নরূপ উত্তর লিপিবদ্ধ করায় ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك اما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وما تدعوا اليه وقد علمت ان نبيا قد بقى وكنت اظن ان يخرج من اشام وقد اكرمت رسولك وبعثته اليك بجاريتين لهما مقام من القبط عظيم وكسوة و اهديت اليك بغلة لتركبها والسلام ـ

অর্থাৎ পরম দয়ালু ও দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে এই পত্র শুরু করিতেছি। মুহাম্মদ (সা) বিন আবদিল্লাহ্‌র খিদমতে কিবতী প্রধান মকৃকাসের পক্ষ হইতে। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনার পত্র পাঠ করিয়াছি, উহার বিষয়বস্তু অনুধাবন করিয়াছি ও আপনার তাবলীগের প্রতি চিন্তা করিয়াছি। আমি তো এই বিষয়ে অবহিত ছিলামই যে একজন নবীর আগমন হইতেছে কিন্তু আমার ধারণা ছিল তাঁহার আগমন হইবে সিরিয়ায়। আমি আপনার দূতের সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করিয়াছি এবং তাঁহার সহিত আপনার খিদমতে তিনটি জিনিস প্রেরণ করিতেছি। ঐ গুলিকে আমার পক্ষ হইতে গ্রহণ করিবেন। প্রথম হইল দুইজন মেয়ে, উহারা এই স্থানের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়তঃ কিছু পোশাক (আশা করি, আপনি ঐগুলি

www.pathagar.com

পছন্দ করিবেন)। তৃতীয়তঃ একটি খচ্চর, উহা আপনার বাহক হিসাবে উত্তম প্রতিপন্ন হইবে। ওয়াস সালাম।

ঐ তাবলীগী আলোচনা যাহা মকৃকাস ও হযরত হাতিবের (রা) মধ্যে হইয়াছে উহাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, মকৃকাসের মাযহাব সম্পর্কে আগ্রহ ছিল এবং তিনি মাযহাব সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাতও ছিলেন। অতঃপর তাহার পত্রে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা)-এর প্রতি তাহার সম্ভ্রম বোধ ছিল। সেই জন্যই তিনি তাঁহার খিদমতে হাদিয়া পেশ করিয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও পরিতাপের বিষয় যে তিনি ঈমানের সম্পদ হইতে বঞ্চিতই ছিলেন।

কিবতী জাতির যে দুইজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে মকৃকাস রাসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে নযর করিয়াছিল হযরত হাতিব (রা) উহাদিগকে তাবলীগ করিয়া পথিমধ্যেই ইসলাম দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে রাসূল (সা)-এর খিদমতে সমর্পণ করেন। তাহারা দুই সহোদরা। একজনের নাম ছিল মারিয়া অপরজনের নাম ছিল শিরীন। শিরীনকে রাসূল (সা) হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা)-কে দান করিয়া দিয়াছিলেন ও মারিয়াকে তিনি বিবাহ করেন। সেই মারিয়া কিবতীয়ার (রা) গর্ভে হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশু কালেই তাঁহার ইনতিকাল হয়। খচ্চরের নাম ছিল দুল দুল। রাসূল (সা) প্রায়শঃই উহাকে বাহনস্বরূপ ব্যবহার করিতেন। মকৃকাসের নিকট যে পত্র মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরণ করিয়াছিলেন সৌভাগ্যক্রমে উহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এবং উহার ফটোকপি সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া গিয়াছে। ঐ সময় তো মকৃকাস উহা একটি নকশা করা ডিব্বায় যত্নের সহিত সংরক্ষিত করিয়াছিল। পরে দীর্ঘদিন সন্ধানহীনভাবে পড়িয়াছিল। কিন্তু আমাদের এই যমানায় ইসলামের অপর কতিপয় প্রমাণাদি ছাড়া এই পত্রও নিখোঁজের পরদা ভেদ করিয়া দুনিয়ার সমক্ষে বাহির হইয়া আসে। ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে, এই পবিত্র পত্র কোনক্রমে ১৮৫৮ইং সালে কতিপয় ফরাসী পরিব্রাজকের হস্তগত হয় এবং উহা তখন কুসতানতানিয়াতে ছিল। ঐ ঐতিহাসিক পত্রের পরিচায়কের নাম হইল মঁসিয়ে ঈতীন বরসালমী। সর্বপ্রথম উহার ফটো প্রখ্যাত ইসায়ী ঐতিহাসিক ও উপন্যাসিক জরজী যায়দান কায়রো হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা আল হিলালের ১৯০৪ ঈঃ সালের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করেন। অতঃপর প্রফেসর মারগোলিয়থ রচিত পুস্তক মুহাম্মদ (সা) এন্ড দি রেইজ অব ইসলামের ৩৬৪ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত করেন।[১]

১. রোম সম্রাট কায়সারের নামে প্রেরিত মহানবী (সা)-এর মুবারক পত্রটি দীর্ঘদিন স্পেনের মুসলিম শাসকদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। স্পেন হইতে মুসলিম শাসনের অবসান হইলে ইহা হারাম শরীফে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে ইহা হিজাযের শাসক হাশিমী বংশের সুলতানদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হইতে থাকে। হিজাযে সুলতান আবদুল্লাহ্ বিন সউদ ক্ষমতাসীন হইলে হাশিমী সুলতানাত হিজায হইতে জর্দানে স্থানান্তরিত হয়। ঐ মুবারকপত্র হাশিমী সুলতানদের সহিত জর্দানে নীত হয়। জর্দানের বর্তমান শাহ হোসাইনের পিতামহ মরহুম

www.pathagar.com

আম্মানের রয়ীস জা'ফরের নামে

আম্মানে আযদ নামে একটি কবীলা আবাদ ছিল। উবাইদ ও জা'ফর (তাবারী উব্বাদ ও জা'ফর নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) ঐ কবীলার রয়ীস ও আমীর ছিলেন। এই দুইজন সম্ভ্রান্ত সরদার তাবারীর বর্ণনা মতে জালান্দীর সন্তান ছিলেন। উবাইদ ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর জা'ফর জ্যেষ্ঠ। অতএব রিয়াসত ও ইমারত জা'ফরের হস্তে ছিল আর উবাইদ তাহার সহকারী ও পরামর্শদাতা রূপে কার্য পরিচালনা করিতেন। হিজরী ৮ সালে রাসূল (সা) হযরত আমর বিন আস (রা)-ও হযরত আবূ যায়িদ আনসারী (রা)-কে জাতির রয়ীস জা'ফরের নিকট তাবলীগী পত্র দিয়া প্রেরণ করেন। উহাতে তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান ও কুফরীর অন্ধকার সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছিল।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) ঃ শাহ আবদুল্লাহ্ ইহা তদীয় কনিষ্ঠা রাণী নাহাজদানকে প্রদান করিয়াছিলেন। যেহেতু মানিকা নাহাজদান দাসী হইতে মালিকার মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন সেহেতু তিনি রাজপ্রাসাদের সকলের কোপানলের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিলেন। বাদশাহ আবদুল্লাহ্ তাহার মৃত্যুর পরে রাণীর দুর্দিনের আশঙ্কা করিয়াই এই মুরাবক বস্তু তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সাথে সাথে তিনি এই শর্তও আরোপ করিয়াছিলেন যে, যদি অবস্থা ও পরিবেশে বাধ্য হইয়া কোনদিন রাণীকে এই মুবারক বস্তুও বিক্রয় করিতে হয় তবে রাণী ইহা কোন মুসলিম শাসক বা মালিকার হস্তে বিক্রয় করিবেন।

মালিকা নাহাজদান জর্দান হইতে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে জর্দান ত্যাগ করিয়া লন্ডন যাওয়ার কালে এই মুবারক বস্তুকে জামানত স্বরূপ সুইজারল্যান্ডের একটি ব্যাঙ্কে সংরক্ষিত করেন।

অধুনা তিনি এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, যদি কেহ এই পবিত্র মুবারক পত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তবে তিনি ইহা বিক্রয় করিতে সম্মত আছেন। মালিকা নাহাজদানের এই ঘোষণার পরে বিশেষজ্ঞগণ ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ইহা মহানবী (সা)-এর পক্ষ হইতে রোমের কায়সারের নিকট প্রেরিত মুবারক পত্র বলিয়া সত্যায়িত করেন।

ইহার পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট ও আবূধাবীর রাষ্ট্রপ্রধান শেইখ যায়িদ বিন সুলতান আন নাহিয়ান এই প্রত্যয়ে যে, আকা ও মাওলা মুহাম্মদ (সা)-এর পত্রের বরকতে আবুধাবী আরব ও ইসলামী বিশ্বে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবে। তিনি ইহা ১০ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে খরিদ করিতে সম্মত হন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন নতুন দিল্লী হইতে প্রকাশিত ইসলামী ডাইজেস্ট হুদা, জুলাই, ১৯৭৫ ইং মুতাবিক জুমাদিউস সানী ১৩৯৫ হিজরী)–অনুবাদক। পারস্যের সম্রাট কিসরা পারভীযের নামে প্রেরিত মহানবী (সা)-এর মুবারক পত্র, যাহা সে ছিড়িয়া ফেলিয়া ছিল, উহার মূল কপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মিশরের ডঃ হেনরী ফেরাউনের পিতা ইহাকে ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরে অপরাপর দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সাথে দামেস্ক হইতে ১৫০ স্বর্ণ লীরায় দিয়া খরিদ করেন। তখন হইতে উহা ১৯৬২ইং সাল পর্যন্ত তাহার সংগৃহীত অপরাপর দুষ্প্রাপ্য বস্তুর সহিত লুক্কায়িত ছিল।

১৯৬২ইং সালে ডঃ হেনরী ফেরাউন উহা মিশরের প্রখ্যাত সম্পাদক ডঃ সালাহ্ আল মুনজিদের নিকট প্রেরণ করেন। ডঃ মুনজিদ উহার পাঠোদ্ধার করিয়া ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদির সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, ইহা মহানবী (সা) কর্তৃক পারস্য সম্রাট কিসরার নামে প্রেরিত ঐতিহাসিক পত্র। অতঃপর তিনি উহা মুসলিম বিশ্বের নিকট প্রকাশ করেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন– ঢাকা হইতে প্রকাশিত মাসিক তাহজীব, তৃতীয় বর্ষ বিশেষ সীরাতুন নবী সংখ্যা-৮১)। –অনুবাদক

www.pathagar.com

হযরত আমর বিন আস (রা) বলেন যে, আমি পত্র লইয়া আমার সঙ্গী আবূ যায়িদ আনসারী (রা) সমভিব্যহারে আম্মান পৌছিয়া প্রথমে উবাইদের সহিত সাক্ষাত করি, সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তুলনায় অধিকতর হাসিখুশী মানুষ ছিল। আমি তাহাকে বলি যে,

আমি মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূত এবং রাসূল (সা)-এর তাবলীগী পত্র লইয়া তোমার ভ্রাতার নিকট আগমন করিয়াছি।

উবাইদ ঃ আমার ভ্রাতা জা'ফর যেহেতু বয়সে আমার জ্যেষ্ঠ সেই হেতু তিনি কবীলার রয়ীস। আমি তোমাদিগকে তাহার খিদমতে পৌছাইয়া দিব। তোমরা যে পত্র আনিয়াছ উহা তাহাকে দিয়া দিবে। কিন্তু ইহা তো বল যে, তোমরা কোন বিষয়ের দাওয়াত দিতেছ ও কোন আকীদার তাবলীগ করিতেছ?

আমর বিন আস (রা) ঃ আমরা মানুষকে এক আল্লাহ্র অর্চনার প্রতি আহ্বান জানাই। এবং এই কথা তাবলীগ করি যে, মুহাম্মদ (সা) তাহার বান্দাহ ও রাসূল।

উবাইদ ঃ আমর (রা)। তুমি জাতির সরদারের পুত্র, তুমি বলতো তোমার পিতা কি এই নতুন দীনকে গ্রহণ করিয়াছেন? এইকথা আমি এই জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি আমাদের জন্য এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক প্রতিপন্ন হইতে পারেন।

আমর বিন আল আস (রা) ঃ আমার পিতা অবশ্যই জাতির সরদার ছিলেন। কিন্তু সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং মহানবী (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। আহ! যদি সে ঈমান আনিত ও ঐ সত্যকে মানিয়া লইত, যাহা মহানবী (সা) প্রাপ্ত হইয়াছেন! আমিও দীনের ব্যাপারে আমার পিতার সমকণ্ঠ ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তওফীক দান করিয়াছেন আর আমি সত্যকে গ্রহণ করিয়াছি।

উবাইদ ঃ তুমি কখন মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ গ্রহণ করিয়াছ?

আমর বিন আল আস (রা) ঃ মাত্র কিছুদিন পূর্বে।

উবাইদ ঃ কোথায়?

আমর বিন আল আস (রা) ঃ ইথুপিয়ার শাহ নাজ্জাশীর দরবারে। ইথুপিয়ার শাহ নিজেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

উবাইদ ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পরে তথাকার লোক নাজ্জাশীর সহিত কিরূপ আচরণ করিয়াছে?

আমর বিন আল আস (রা) ঃ তাহারা যথারীতি তাহাকে বাদশাহের পদে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

উবাইদ ঃ দেখ আমর (রা)। যাহা কিছু বলিবে ঠিক ঠিক বলিবে। মিথ্যার চাইতে মন্দ অন্য কোন জিনিস নাই।

আমর বিন আল আস (রা) ঃ না আমি মিথ্যা বলিয়াছি, না আমাদিগের মিথ্যা বলিবার অনুমতি রহিয়াছে। বরং আমাদিগকে খুবই কঠোরভাবে মিথ্যা ভাষণ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

উবাইদ ঃ আচ্ছা ইহা তো বল যে, নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের পরে রোমের কায়সার তাহার সহিত কিরূপ আচরণ করিয়াছে?

আমর বিন আল আস (রা) ঃ নাজ্জাশী রোমের কায়সারকে খাজনা প্রদান করিত। মুসলিম হইবার পরে সে খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছে। ইহাতে হিরাকিলের ভাই নিবাক তাহাকে বলিয়াছে, নাজ্জাশীর বিরুদ্ধে সমরাভিযান চালাইয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হউক। কেননা, সে খৃষ্টবাদকেও ছাড়িয়া দিয়াছে, আবার খাজনা প্রদানও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। হিরাকিল তাহাকে জবাব দিয়াছে যে, "তাহাতে কি হইয়াছে? যদি কোন ব্যক্তি নিজের জন্য কোন দীনকে গ্রহণ করিয়া থাকে তবে শুধু মাত্র ঐজন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করা কোথাকার বুদ্ধিমত্তার কার্য। যদি আমার রাজ্যের মঙ্গল ও বাদশাহীর খেয়াল না হইত তবে আমিও উহাই করিতাম যাহা নাজ্জাশী করিয়াছে। বরং মদীনায় পৌঁছিয়া সেই নবীর খাদিমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম।

উবাইদ ঃ দেখ আমর (রা)! এমন কথা বলিবে যাহা মানুষ বিশ্বাসও করিবে। এমন কথা বলিবে না যাহা মানুষ শ্রবণ মাত্রই বলিয়া উঠিবে যে, ইহা তো মিথ্যা।

আমর বিন আল আস (রা) ঃ কোন মুসলিমের পক্ষে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা বৈধ নহে। আমি যাহা কিছু বলিয়াছি একেবারেই সত্য বালিয়াছি। এখন তুমি উহা বিশ্বাস কর বা না কর উহা তোমার কাজ।

উবাইদ ঃ আচ্ছা তুমি এখন আমাদিগকে বল, তোমাদের নবী তোমাদিগকে কোন বিষয়ের শিক্ষা দেন?

আমর বিন আল আস (রা) ঃ আমাদের নবী (সা) আমাদিগকে এই বিষয়ের শিক্ষা দেন যে, এই প্রতিমা নিরেটই পাথর, কোন প্রকারের ক্ষমতা ইহার নাই। ইহার পূজা করা পরিত্যাগ কর ও একমাত্র আল্লাহ্‌র পূজা কর, যিনি সদা জীবিত ও শক্তিধর আল্লাহ্। তিনিই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তিনিই আমাদের প্রতিপালক প্রভু। তাহাকে ছাড়া অন্য কোন আল্লাহ্ নাই। না জমীনে, না আসমানে। সেই নবী (সা) আমাদিগকে সর্বপ্রকারের মন্দ কার্য হইতে নিষেধ করেন এবং ভাল চরিত্র শিক্ষা দেন। মন্দ চরিত্র হইতে নিবৃত্ত রাখেন।

উবাইদ ঃ সুন্দর নির্দেশাবলী যাহা তিনি শিক্ষা দান করেন আর কেমন ভাল কথা যাহা তিনি নির্দেশ দান করেন। আহ্! যদি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে এইসব জিনিসের বোধ আসিয়া যায় ও সে ইসলাম গ্রহণকরে তবে কতই না ভাল হয়। আর আমরা উভয়ে ঐ নবীর খিদমতে মদীনায় গমন করি ও তাঁহার নিজের মুখ হইতে তাঁহার শিক্ষা ও নির্দেশ শ্রবণ করি! তোমার কথা শ্রবণ করিয়া ও তোমার মুখ হইতে ঐ নবীর অবস্থা অবহিত হইয়া এই ফলাফল নির্ণয় করিয়াছি যে, যদি আমার ভ্রাতা ইসলাম গ্রহণ না করেন তবে তিনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

www.pathagar.com

আমর বিন আল আস (রা) ঃ যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে আমি এই কথার দায়িত্ব লইতেছি যে, আমাদের রাসূল (সা) তাহার দেশ ও তাহার এলাকা তাহাকেই অর্পণ করিবেন এবং সে যথারীতি নিজ কবীলার রয়ীস ও আমীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিবে। আর যদি ইসলাম গ্রহন না করে তবে এখন যাহা কিছু তাহার নিকট রহিয়াছে ইহাও হাতছাড়া হইবে। ইসলাম গ্রহণ করণ অবস্থায় আমাদের নবী (সা) প্রথমে এই কার্য করিবেন যে, তোমাদের সকলকে সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দান করিবেন। অর্থাৎ এই নির্দেশ দান করিবেন যে, দৈনিক পাঁচ বার এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা নত করিবে। দ্বিতীয় কাজ এই করিবেন যে, তোমাদের আমীরদের নিকট হইতে সদকা আদায় করিয়া তোমাদের মধ্যকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবেন। আমাদের নবী (সা) উহার নাম রাখিয়াছেন যাকাত।

উবাইদ ঃ ইহা তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু যাকাত সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

উহাতে হযরত আমর বিন আল আস (রা) উবাইদের নিকট যাকাতের সমস্ত মাসয়ালা বর্ণনা করেন। যখন বলিলেন, উষ্ট্রের উপরও যাকাত হয় তখন উবাইদ খুবই বিচলিত হইয়া বলিল যে, সেই নবী (সা) কি আমাদের উষ্ট্র হইতেও সদকাহ দিতে বলিবেন অথচ উষ্ট্র তো নিজে নিজেই বৃক্ষের পত্র বক্ষন করিয়া নিজের জীবন ধারণ করে?

আমর বিন আল আস (রা) ঃ হ্যাঁ, আমাদের নবী (সা) উষ্ট্র হইতেও সদকাহ আদায় করেন।

উবাইদ ঃ আমর মনে হয়না যে, আমার জাতি তোমাদের নবী (সা)-এর এই নির্দেশ মানিয়া লাইবে। কিন্তু যাহাই হোক তুমি নবী (সা)-এর পত্র আমার ভাইয়ের নিকট দাও।

আমর বিন আল আস (রা) ঐ খানেই অবস্থান করেন ও তাঁহার সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষে কিছুদিন পরে জা'ফর তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় ও জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি এই স্থানে কেন আসিয়াছ?

আমর বিন আল আস (রা) জবাব দেন যে, "আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম মুহাম্মদ (সা)। তাঁহার অবস্থানস্থল মদীনা। তিনি আমাকে আপনার নিকট তাহার দাওয়াতী ও তাবলীগী পত্র লইয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

ইহাতে জা'ফর তাঁহার নিকট হইতে পত্র গ্রহণ করিয়া প্রথমে নিজে পাঠ করে ও পরে তাহার ভ্রাতাকে দেয়। উহার পরে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে যে, আচ্ছা বল তো তাঁহার নিজের জাতি কোরাইশদের আচরণ তাঁহার প্রতি কিরূপ?

আমর বিন আল আস (রা) ঃ প্রথম প্রথম তো কোরাইশ তাঁহার কঠোর বিরোধীতা করিয়াছে। পরিশেষে অনেক যুদ্ধের পরে যখন কিছুতেই তাহারা সাফল্য

www.pathagar.com

লাভ করিতে পারিল না তখন বাধ্য হইয়া নীরবতা অবলম্বন করে এবং তাহাদের মধ্যকার অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

জা'ফর ঃ আচ্ছা আর একটি কথা বল যে, ঐ নবী (সা)-এর সাথে যাহারা আছে তাহারা কেমন মানুষ?

আমর বিন আল আস (রা) ঃ তাহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন ও নিজেদের সব কিছু ইসলামের জন্য অকাতরে কুরবানী করিয়া দিয়াছেন এবং পরিপূর্ণ আবেগ ও ভক্তির সহিত নিজেদের নবী (সা)-এর প্রতি অনুগত রহিয়াছেন।

জা'ফর ঃ আচ্ছা তুমি কাল আবার সাক্ষাত করিবে। আমরা ঐ ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা করিয়া দেখি ও পরস্পর পরামর্শও করি, দ্বিতীয় দিন হযরত আমর বিন আল আস (রা) জাতির রয়ীসের ভ্রাতা উবাইদের সহিত সাক্ষাত করেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বলুন, আপনাদের মধ্যে কি পরামর্শ হইল এবং আপনার ভ্রাতার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতামত কি?

উবাইদ উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ, ঐ বিষয়ের আলোচনা তো হইয়াছে। আমার ভ্রাতা বলেন, যদি মুহাম্মদ (সা) আমাদের রাজ্য বহাল রাখেন ও আমাদের আমীরের পদ যথারীতি রক্ষা করেন তবে আমরা মুসলিম হইয়া যাইব। তবে তুমি আবার তাহার সহিত সাক্ষাত কর।

আমর বিন আল আস (রা) আবার জা'ফরের সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি তখন বলেন, এখন পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা) বাহিনী এই পর্যন্ত পৌঁছে নাই। যদি সেই বাহিনী পৌঁছিবার পূর্বেই আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে লোকেরা বলিবে যে, সেনাবাহিনী আগমনের ভয়ে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অথচ আমার মধ্যে এমন ক্ষমতা রহিয়াছে যে, মুসলিম বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাস্ত করিতে পারি।

উহাতে আমর বিন আস (রা) বলেন, যদি আপনার এই ইচ্ছাই থাকিয়া থাকে তবে আমি প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূল (সা)-কে সকল অবস্থার কথা বিবৃত করিব। জা'ফর বলিল না, এখন যাইও না আগামীকাল পর্যন্ত আমাদিগকে আরও চিন্তা করিতে দাও।

দ্বিতীয় দিন জা'ফর নিজেই আমর বিন আল আস (রা)-কে ডাকিয়া পাঠায় এবং উভয় ভ্রাতা ও তাহাদের সহিত অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আমর বিন আল আস (রা) হৃষ্ট চিত্তে মদীনায় পৌঁছিয়া রাসূল (সা)-কে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করেন।[১]

---

১. রাহমাতুল লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০-২০৩, ফতহুল বুলদান, আম্মান বিজয় আলোচনা, শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২, তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪১৩।

www.pathagar.com

ইয়ামামার রয়ীস হাওযার নামে

ইয়ামামার রয়ীস ছিল হাওযা বিন আলী। রাসূল (সা) হযরত সোলাইত বিন আমর কোরাইশী (রা)-এর হস্তে তাহার নিকট তাবলীগী পত্র প্রেরণ করেন। হাওযা উত্তরে বলে, আপনি আসিয়ত করুন যে, আমার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের কতক অংশ হাওযাকেও প্রদত্ত হইবে তবে আমি সত্বর ঈমান আনয়নের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।

রাসূল (সা)-এর নিকট এই পত্র পৌঁছলে তিনি পত্রের মর্ম অবগত হইয়া বলিলেন, রাষ্ট্র তো অনেক বড় জিনিস, যদি সে আমার নিকট খেজুরের একটি দানাও চায় তবে আমি তাহাকে উহা প্রদানেও সম্মত নই।

হাওযা ঈমান আনে নাই। সে কুফরী অবস্থাতেই মক্কা বিজয়ের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বাহরাইনের প্রশাসক মানযারের নামে

বাহরাইন অঞ্চল ঐ সময় ইরানের অধীনে ছিল এবং মাদাইন হইতে এখনকার গভর্নর নিযুক্ত হইত। হিজরী ৮ম সালে এই স্থানের প্রশাসক মানযার বিন সাওয়ার নামে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি তাবলীগী পত্র লিখাইয়া আলা হাযরমীর হস্তে প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানযারকে তওফীক দান করেন ও সে রাসূল (সা)-এর পত্র পাওয়া মাত্র সত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ও বাইয়াতের পত্র লিখিয়া দেয়। প্রশাসকের ইসলাম গ্রহণের ফল এই দেখা দেয় যে, এতদঞ্চলের সকল আরব অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাহাদের সহিত কতিপয় আযমী লোকও ইসলাম গ্রহণ করে।[১] পরে মানযার মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে একটি নিবেদন পত্রও তাহার কতিপয় লোকের মাধ্যমে প্রেরণ করে, উহাতে তাহার সালাম ও উত্তরে তাহাকে একটি মুবারক নামা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাবারী তাঁহার তারীখে উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।[২]

গাস্সানের রয়ীস হারিসের নামে

গাস্সান রাজ্য আরবের সহিত মিলিত উহার উত্তরে, অবস্থিত ছিল। ঐ সময় তথাকার রয়ীসের নাম ছিল হারিস বিন আবী শিমার, কায়সারের পত্রে আমরা উহার আলোচনা করিয়াছি। মহানবী (সা) তাহাকেও একটি তাবলীগী পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহাতে তাহাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণের পরে ইহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তুমি মুসলিম হইয়া গেলে তোমার রাজ্যের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হইবে এবং তোমার বংশধর দীর্ঘদিন এই স্থানের শাসন ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবে।

১. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খন্ড, ফতহুল বুলদানের হাওলাক্রমে।
২. দেখুন তারীখু তাবারী, প্রথম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪১৩।

www.pathagar.com

এই তাবলীগী পত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার শুজা বিন ওহাব (রা) নামক জনৈক সাহাবীর হস্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব গাসসান পৌঁছিয়া হযরত শুজা (রা) গাসসান অধিপতির মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাত করেন। সে ছিল খুবই সু অন্তঃকরণের অধিকার বিশিষ্ট ব্যক্তি। শুজা (রা) তাহাকে তাবলীগ করেন, উহাতে সে রাসূল (সা)-এর সমর্থন করে ও বলিতে থাকে অবশ্যই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র সত্য রাসূল। কিন্তু আপনি যেই উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন উহা পূরণ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। অর্থাৎ দৃশ্যতঃ এই কথার কোন আশা দেখা যায় না যে, গাস্সান অধিপতি হারিস বিন শিমার পত্র পাঠ করিয়া প্রভাবিত হইবে ও ইসলাম গ্রহণ করিবে। কেননা, সে অহংকারী উদ্ধতও বটে আবার ভীতু ও তোশামোদ প্রিয়ও বটে। এমন মানুষ কখনও সরল পথ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বিস্ময়কর আকস্মিকতা এই যে, সে যেমন বলিয়াছিল ঠিক তেমনই ঘটিয়াছে। কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরে হযরত শুজা যখন গাসসানের দরবারে নীত হইবার সুযোগ লাভ করেন ও তিনি রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পত্র হারিসের সম্মুখে পেশ করেন তখন হারিস উহা পাঠ করিয়া রাজ্য ও প্রশাসন ক্ষমতার নেশায় এমনই বিভোর হইয়া যায় যে, তাহার নিজের অবস্থা ও ক্ষমতা সম্পর্কেও কোন জ্ঞান থাকে না। সে রাসূল (সা)-এর পত্র ছুড়িয়া ফেলে ও বলিতে থাকে যে, কাহার সাধ্য যে, আমার রাজ্যের সামান্য ভূমি ও কাড়িয়া লইতে পারে। এখন আমার পক্ষে আবশ্যিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমি সেই ঔদ্ধত নবূয়তের দাবীদারের জন্য সমুচিত শাস্তির বিহিত করি। ইহা বলিয়া সে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হইবার নির্দেশ দেয় ও বলে যে, এখন আমি সেই নবূয়তের দাবীদারকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িব। উহাতে আমাকে যত কষ্টই করিতে হউক না কেন। আমি তাহাকে অবশ্যই গ্রেফতার করিয়া আনিব। কিন্তু কায়সার যখন তাহার সৈন্যাভিযানের অভিপ্রায়ের কথা অবহিত হয় তখন সে তাহাকে শাসাইয়া দেয় ও বলে আপাততঃ আমার নিকট চলিয়া আইস। ঐ বিষয়কে পরে দেখিও। সেহেতু এই কিসসার এইখানেই অবসান হয়। কিন্তু মদীনায় দীর্ঘদিন এই গুজব চলিতে থাকে যে, গাসসান অধিপতি সত্বর মদীনা আক্রমণ করিবে।

হারিসের মৃত্যুর পরে গাস্সানের প্রশাসক হয় ওয়াজিবিলা বিল আইহাম। সে হযরত উমরের (রা) খিলাফত কালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু পরে মুরতাদ হইয়া কায়সারের নিকট প্রত্যাগমন করে ও তথায় মারা যায়।

হারিস বিন আবদি কিলালের নামে

ইব্ন হিশাম লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেশের আশেপাশের এলাকায় যে সমস্ত তাবলীগী পত্র প্রেরণ

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি পত্র হারিস বিন আবদি কিলালের নামেও প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেদিন হোমাইর কবীলার আমীর। রাসূল (সা) এই পত্র মুহাজির (রা) বিন উমাইয়া মখযূমীর হস্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই তাবলীগী পত্র সম্পর্কে বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।[১]

বাহরাইনের কবীলাসমূহের নামে

আরবের কতিপয় কবীলা বাহরাইনের উপত্যকায় আবাদ ছিল। উহাদের মধ্যে প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী কবীলা ছিল আবদু কীস, বকর ও তামীম। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানকায বিন হাব্বান (রা)-কে সেই কবীলার নিকট একটি তাবলীগী পত্র দিয়া প্রেরণ করেন। মানকায বিন হাব্বান (রা) ছিলেন আবদু কীস কবীলার সহিত সম্পৃক্ত এবং বাণিজ্যোপোলক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন। রাসূল করীম (সা) উহা অবহিত হইলে স্বয়ং তাহার নিকট আগমন করেন ও তাহাকে তাওহীদের আহ্বান জ্ঞাপন করেন। আল্লাহ্র তওফীক শামিল ছিল, রাসূল (সা)-এর বুঝাইবার দরুণ সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে ও মদীনায় অবস্থান করিয়া কিছুটা দীনী অবস্থার প্রশিক্ষণ লাভ করিতে থাকে। উহার পরে নবী করীম (সা) তাহাকে পত্র সহ নিজ কবীলার দিকে প্রেরণ করেন। নিজ কবীলায় পৌঁছিয়া প্রথম প্রথম তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন ও উত্তম সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পিতা মানযার বিন আয়েযের নিকট উহা বলিয়া দেয়। মানযার তাঁহার নিকট অনুযোগ করে যে, তুমি বেদীন হইয়া গেলে? তাহার তাবলীগক্রমে প্রভাবিত হইয়া মানযার ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে মানকায (রা)-এর খুবই শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তিনি কবীলার সকলকে সমবেত করিয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগী পত্র শোনান। পত্র এমনই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

হিজরের প্রশাসক সী বখতের নামে

বাহরাইনের অঞ্চলে "হিজর" নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যও বাহরাইনের অনুরূপ ইরানের অধীনস্ত ছিল এবং ইরানের দরবারের পক্ষ হইতে সী বখত নামক একজন যোগ্য ও সতর্ক ব্যক্তি প্রশাসক নিযুক্ত ছিল। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে একটি তাবলীগী পত্র লিখেন ও সে ইসলাম গ্রহণ করে।[৩]

---

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৭৯।
২. শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১; যরকানীর হাওলাক্রমে।
৩. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২, বালাযুরীর ফতূহুল বুলদান বাহরাইনের আলোচনা-এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকারী আরব রয়ীসগণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ঐ সমস্ত প্রশাসক ও কাবায়িলী রয়ীসের অবস্থা বিবৃত করিয়াছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাহাদিগকে পত্র প্রেরণ করিয়া ইসলামের দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছেন। নিম্নে আমরা আরব কবীলা সমূহের কতিপয় ঐ সমস্ত বিশিষ্ট রয়ীসের অবস্থা বিবৃত করিতেছি যাহারা ১. এককভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগক্রমে, ২. ইসলামের মুবাল্লিগীনের তাবলীগক্রমে অথবা ৩. নিজে নিজে আল্লাহ্র তওফীকক্রমে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন ও পরে নিজ নিজ কবীলায় ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গণ্য হইয়াছেন।

১. হযরত সামামা বিন উসাল ঃ ইনি বনূ হানীফার একজন যোগ্য ব্যক্তি ও ইয়ামামার আমীর ছিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে সেনাবাহিনী এমন একজন লোককে দেখিতে পায় যাহার গতিবিধি সন্দেহ জনক। সুতরাং তাহাকে গ্রেফতার করে (সেও একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেকে ছাড়াইবার দুঃসাহস করে নাই)। সেনাবাহিনী যখন তাহাকে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পেশ করে তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "তোমরা কি অবগত আছ যে, এই ব্যক্তি কে?" তাহারা নিবেদন করে যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলই অধিক অবহিত।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, "সে বনূ হানীফার সরদার সামামা বিন উসাল। সে একজন মুসলিমকে খুন করিয়াছে। কাজেই সে পরিপূর্ণ ইহারই যোগ্য যে, উহার কাসাস (রক্ত বিনিময়) হিসাবে ইহার শিরচ্ছেদ করা হউক। আচ্ছা, ইহাকে মসজিদের খুটির সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখ, যেন পালাইতে না পারে। কিন্তু তাহার আহার পানীয়ের প্রতি ভালভাবে দৃষ্টি রাখিবে। এই দিক দিয়া যেন তাহার কোন কষ্ট না হয়।"

সাহাবা (রা) নবী করীম (সা)-এর এই ফরমানকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করেন এবং আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের শত্রুকে দুই বেলা পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কয়েদের প্রথম দিন এশার সালাত হইতে অবসর হইয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের খুটির সহিত বন্ধনাবস্থায় সামামা বিন উসালের নিকট আগমন করেন ও জিজ্ঞাসা করেন ঃ " বল সামামা, কি অবস্থা?"

www.pathagar.com

সামামা জবাব দেয় যে, "ভাল অবস্থা। আপনি যদি আমাকে আপনার একজন লোকের কাসাস স্বরূপ হত্যা করিয়া ফেলেন তবে আপনার কার্য বৈধ হইবে। আর যদি আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া দেন তবে আপনি এমন এক ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন যে আপনার অনুকম্পার মর্যাদা রক্ষা করিবে। যদি আপনি কিছু জরিমানা গ্রহণ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দেন তবে আপনি যে পরিমান অর্থ দাবী করিবেন তাহা আমি ইয়ামামা হইতে আনাইয়া দিতে পারিব। অতএব, এই তিনটি পন্থার মধ্যে আপনি যে কোনটিকে পছন্দ করেন গ্রহণ করিতে পারেন?"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা শ্রবণ করিয়া চলিয়া যান। দ্বিতীয় দিন এশার সালাতের পরে সামামার নিকট আগমন করিয়া সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেন। আর সে-ও ঐ উত্তরই প্রদান করে, যাহা গতকল্য দিয়াছিল।

তৃতীয় দিবসও অনুরূপ প্রশ্নোত্তরই হয়। উহার পরে রাসূল (সা) সাহাবাকে (রা) নির্দেশ দান করেন যে, সামামার রজ্জু খুলিয়া দাও এবং ইহাকে মুক্ত করিয়া দাও। পরে সামামাকে বলেন যে, "যাও, যথায় তোমার ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও।"

কয়েদের সংক্ষিপ্ত কয়েকদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা (রা) তাহার যে আদর যত্ন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার সহিত এমন প্রীতি ও স্নেহ সুলভ আচরণ করেন যে, সে কয়েদ হইতে মুক্ত হইবার পরে ইসলামের বন্দীতে পরিণত হইয়া যায়। কয়েদ হইতে ছাড়া পাইবা মাত্র দৌড়াইয়া একটি খেজুর বাগানে গমন করে ও তথায় গোসল করিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে ও বলিতে থাকে-

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

(আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই আর আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল)। তাহার ইসলাম গ্রহণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সামামা মুসলিম হইবার পরে বলে "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার এমনই ভীষণ শত্রু ছিলাম যে, ভূ-পৃষ্ঠে আপনার চাইতে মন্দ মানুষ আর কাহাকেও ভাবিতাম না। কিন্তু আপনার ও আপনার সাহাবার সুন্দর ব্যবহারের দরুন যেন আমার আপনার প্রতি এমনই ভালবাসা জন্মিয়াছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে কোন মানুষই আমার নিকট এতটা প্রিয় নহে যতটা আপনি। ইতিপূর্বে আপনার দীনের চাইতে মন্দ ও খারাপ অন্য অন্য কোন দীন আমার দৃষ্টিতে ছিল না। কিন্তু এখন এই দীনের চাইতে উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের অন্য কোন দীন আমার দৃষ্টিতে নাই। এমনকি এই সময়ের পূর্বে আমার দৃষ্টিতে সারা আরবে এই শহরের চাইতে মন্দ কোন শহর ছিল না। কিন্তু এখন এমনই অবস্থা যে, আমার দৃষ্টিতে ইহার চাইতে উত্তম ও উচ্চ মর্যাদার শহর অন্য কোনটি নহে। হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার লোকজন আমাকে এমন সময় গ্রেফতার করিয়াছে যখন আমি উমরার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করিতেছিলাম। এখন যদি আপনার অনুমতি হয় তবে মক্কা গমন করিয়া উমরা আদায় করি ও পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করি?"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার ইসলাম গ্রহণের দরুন তাহাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন ও বলেন, যদি উমরা উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করিতে চাও ও নিজেকে নিরাপদ মনে কর তবে অবশ্যই গমন কর। মক্কায় পৌছিয়া সামামা (রা) অতিশয় স্বাধীনভাবে উমরা আদায় করেন ও তাহার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। উহাতে লোকজন তাঁহাকে অভিসম্পাত ও মন্দাচারী করে ও বলে "তুই বেদ্বীন ও মাযহাবহীন হইয়া গিয়াছিস। তিনি উহার দাত ভাঙ্গা জবাব দিয়োছেন। আর কাফিরদের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় তিনি একেবারেই ভীত হন নাই।

সামামা (রা)-এর এহেন সাহসিকতা ও বেপরোয়া ভাবে কোরইশদের খুবই ক্রোধ জন্মে। তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে, খুন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি বলে " কি সর্বনাশ করিতেছ, জান কি এই ব্যক্তি কে? সামামা বিন উসাল! ইয়ামামার রয়ীস. যে স্থান হইতে মক্কার রসদ আসে। যদি তোমরা তাহাকে খুন করিয়া ফেল তবে অতি সত্বরই ইয়ামামা হইতে রসদ আসা বন্ধ হইয়া যাইবে ও এই খুনের জন্য তোমাদিগকে ভারী মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

ইহাতে ভীত হইয়া কোরাইশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু তিনি খুবই সাহসিকতার সহিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন আগামীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা হইতে একটি খাদ্য কণা মক্কায় আসিবে না। প্রকৃত পক্ষে ঘটেছিল এরূপই। সামামা (রা)-এর গমনের পরেই খাদ্য দ্রব্য আসা বন্ধ হইয়া যায়। উহার ফলে মক্কায় ভীষণ বিচলতাবস্থা বিরাজমান হয়। যে কোন মূল্যেই মক্কায় খাদ্য শষ্যের একটি দানাও পাওয়া যাইত না।

অবশেষে বাধ্য হইয়া মক্কা বাসীগণ একটি পত্র সহ একটি প্রতিনিধিদল নবী রাহ্‌মাতুল লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে মদীনায় প্রেরণ করে। উহাতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, মুহাম্মদ (সা)! পিতাদেরকে তুমি যুদ্ধে খুন করিয়া ফেলিয়াছ এখন তাহাদের শিশুদেরকে ক্ষুধায় মারিতেছ। অথচ তুমি লোকদিগকে আত্মীয় স্বজনদের সহিত সদাচারের নির্দেশ দিয়া থাক। কিন্তু তোমার কথা তোমার কার্যের অনুরূপ নহে। তুমি কি ইহা সহ্য করিতে পার যে, তোমার স্বজাতির শিশুরা ক্ষুধায় তড়পাইতে থাকুক আর তুমি আরামে মদীনায় বসিয়া থাকিবে? মক্কা কি এমনিভাবে ক্ষুধার শাস্তিতে নিমজ্জ থাকিবে ও ইয়ামামা হইতে কোন খাদ্য কণা আসিবেনা?"

যদিও এই পত্র ছিল খুবই উদ্ধত্য পূর্ণ, প্রকৃত বিরুদ্ধ ও ভিত্তিহীন। এই মক্কাবাসীরাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবরোধ করিয়া দীর্ঘ

www.pathagar.com

তিন বৎসর পর্যন্ত মুসলিমদের সন্তানদিগকে ক্ষুৎ-পিপাসায় দাপাইতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহারাই রাসূল (সা)-এর সহিত সমগ্র বনী হাশিমের খাদ্য ও পানীয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, ইহারাই সেনাবাহিনী লইয়া বারবার মদীনায় আক্রমন পরিচালনা করিয়াছিল, ইহারাই উহুদে সীমাহীন বর্বরতা ও পরিপূর্ণ পাশবিকভাবে মুসলমানদেরকে শহীদ করিয়াছিল কিন্তু এখন খুবই ডাঁটের সাথে নির্লজ্জভাবে স্বয়ং রাসূল (সা)-এর প্রতি অভিযোগ আরোপ করিতেছে।

রাহমাতুল লিল আলামীনের জন্য জীবন উৎসর্গীত হউক। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এহেন ঔদ্ধত্য পূর্ণ পত্রের দরুন কিছুই মনে করেন নাই বরং তৎক্ষণাৎ ইয়ামামাতে সামামা (রা) বিন উসালের নামে নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, "খাদ্য বন্ধ করিও না।" সামামা (রা) বিনা ওজর আপত্তিতে নির্দেশ প্রতিপালন করেন ও যথারীতি খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন।[১]

সামামা (রা) অতিশয় দৃঢ়তার সহিত ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সময় মুরতাদ্‌দের দমনে তিনি ইসলামের বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়াছেন।[২]

২. মায়ানের প্রশাসক ফরূহ বিন আমর ঃ সিরিয়ার আশে পাশে আরবদের কয়েকটি রাজ্য কায়েম ছিল। কিন্তু ঐগুলি সবই ছিল রূমের কায়সারের অধীনস্ত এবং সে-ই ঐ সকল রাজ্যে প্রশাসক নিযুক্ত করিত। ঐ সকল আরব রাজ্য সমূহের মধ্যে একটির নাম ছিল মায়ান।[৩] মায়ান ও উহার আশে পাশের এলাকায় কায়সারের পক্ষ হইতে ফরূহ বিন আমর বিন নাফির জযামী সুম্মা আন্‌নিফায়ী রাজ্য পরিচালনা করিতেন। ইনি ছিলেন অতি ন্যায় বিচারক, ন্যায় নিষ্ঠ ও বীর প্রশাসক। যদিও তখন পর্যন্ত তাহার নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন তাবলীগী পত্র প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু ইসলামের মুবাল্লিগীনের মাধ্যমে তাহার নিকট ইসলামের সত্যতা প্রতিভাত হইয়াছিল। এই জন্য সে মঙ্গলামঙ্গল ও সুযোগের অপেক্ষা না করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে মুসলিম হইয়া যায় এবং একটি নিবেদন পত্র তাহার বিশেষ দূত মাসঊদ বিন সায়ীদের হস্তে প্রেরণ করিয়া উহার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে ঐ সংবাদ প্রেরণ করেন। পত্রের সঙ্গে হাদিয়া স্বরূপ নবী করীম (সা)-এর জন্য একটি সাদা রংয়ের খচ্চর প্রেরণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ও প্রকাশ্যে উহা ঘোষণা প্রদানের ক্ষেত্রে সেই সাহসী বীর পুরুষ একটুও দ্বিধান্বিত হন নাই। বরং সত্য ও প্রকৃত কথা প্রকাশ হইয়া যাইবার তাৎক্ষণিক পরেই সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন পত্র প্রেরণ

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৫৯; বুখারী, কিতাবুল মাসাযী (তাজরীদু বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭৭)।
২. সীরাতুস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০, ইসতীয়াব ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮০ এর হাওয়ালাক্রমে।
৩. মায়ান স্থল ও জল উভয় দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

www.pathagar.com

করিয়া আনুগত্য ও অনুগমনের অঙ্গীকার করেন ও উহার সেই পরিণতি ও পরিণামকে হৃষ্টচিত্তে সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হন। উহার নিদর্শনাদিও শীঘ্রই প্রকাশ পায় যেমন কায়সার ফরূহের (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা অবহিত হইয়াই তাহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠায়। ফরূহ (রা) তৎক্ষণাৎই অনুধাবন করিতে পারে যে, তাঁহাকে কেন ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে কিন্তু তিনি পরোয়া করেন নাই। তিনি কায়সারের সম্মুখে পৌছিলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি শুনিতে পারিলাম যে, তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ গ্রহণ করিয়াছ ও নিজের পিতৃধর্ম ত্যাগ করিয়াছ। ফরূহ (রা) নির্দ্বিধায় পরিষ্কার জবাব দেন যে, "শাহান শাহ ঠিকই শ্রবণ করিয়াছেন। আমি ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি কাজেই উহা গ্রহণ করিয়াছি। আর এখন আমি কোন মূল্যেই উহা হইতে হাত গুটাইয়া নিতে প্রস্তুত নাই।"

কায়সার যদিও অন্তর হইতে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে প্রত্যয়ী ছিল কিন্তু প্রজাদের ভয় ও রাজ্যের লোভে না সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করিতে পারিতেছিল, না ফরূহ (রা)-কে ছাড়িতে পারিতেছিল। কারণ, তাহার ধারণা ছিল যে, যদি আমি ফরূহ (রা) সম্পর্কে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করি তবে প্রজাবর্গ আমার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে ও আমার পক্ষে সাম্রাজ্য সামলানো কষ্টকর হইয়া পড়িবে। এই জন্য শুধু মাত্র প্রজাবর্গের নিকট তাহার সম্ভ্রম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশে সে প্রথমে ফরূহ (রা)-কে বুঝাইতে প্রয়াস পায়, সে তাহাতে সম্মত না হইলে তাহাকে বন্দী করা হয়। উহাতেও সে ইসলাম ছাড়িতে সম্মত হয় নাই। তখন সে প্রজাবর্গকে এই আশ্বাস প্রদানের উদ্দেশ্য যে, সে খৃষ্টবাদের বড় সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক তাঁহাকে শহরের বাহিরে একটি কূপের নিকট যাহার নাম ছিল গাফ্রা, হত্যা করাইয়া ফেলে এবং তাঁহার লাশকে জন সাধারন্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শূলে লটকাইয়া রাখে। আল্লাহ্র সেই নেক বান্দাহ, সম্পদ, রাজত্ব, সম্ভ্রম ও জীবন সবকিছু ইসলামের জন্য কুরবান করিয়া দিয়াছিলেন এবং বীরত্বের সহিত এই কবিতা পাঠ করিতে করিতে জীবন দান করেন।[১]

بلغ سراة المسلمين بانني سلم لربى اعظمى و مقامى

(অর্থাৎ মুসলিমগণকে আমার এই বাণী পৌছাইয়া দাও যে, আমার দেহ ও আমার সম্ভ্রম আমার প্রতিপালক প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত)।

৩. জুরাইর বিন আবদিল্লাহ বিন বুজালী : ইনি ইয়ামনের শাহী বংশের সহিত সম্পৃক্ত ও তথাকার বুজাইলা কবীলার প্রধান ছিলেন। ইসলামের মুবাল্লিগীনের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রাধান্য, উচ্চাসন, উহার সত্যতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে অবহিত হন। ইহার পরে তিনি স্বয়ং নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৭০, রাহমাতুল লিল আলামীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০, শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২, ৩৩।

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার উচ্চ পর্যায়ের বাদশাহ সুলভ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার প্রতি এমনই সম্মান প্রদর্শন করেন যে, পবিত্র দেহ হইতে চাদর খুলিয়া তাঁহার জন্য বিছাইয়া দেন। আর সেই সময় সে সমস্ত সাহাবা (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকেও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বলেন ও ইরশাদ করেন যে, তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আগমন করেন তখন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিও।[১]

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞসা করেন "কিভাবে আগমন হইল?" তিনি নিবেদন করিলেন "ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে।" এবং ইহা বলিয়া বাইয়াতের জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার হস্তকে নিজের পবিত্র হস্ত মধ্যে ধারণ করিয়া তাহাকে এক আল্লাহ্‌র অর্চনা, সালাতে নিয়মানুবর্তিতা ও যাকাত প্রদানের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন ও উপদেশচ্ছলে বলেন, মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি ও তাহাদিগকে সৎ কার্যের প্রশিক্ষণ প্রদানে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে। প্রতিটি মানুষের সহিত কৃপা ও মানবতা সুলভ আচরণ করিবে। কেননা, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃপা করেনা আল্লাহ্‌ও তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন না।"[২]

তিনি এমন পর্যায়ের সাহাবী যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন "ইয়া আল্লাহ্‌! জুরাইর (রা)-কে অন্যদের জন্য পথ প্রদর্শক বানাও।" মক্কা বিজয়ের পরে যখন আরবের কবীলাসমূহ ইসলাম গ্রহণ করে তখন ইয়ামনের প্রতিমা গৃহ " যীল খালাসা" যাহাকে "ইয়ামনের কা'বা" বলা হইত বিলীন করিবার দায়িত্ব হযরত জুরাইর (রা)-এর উপরই অর্পিত হইয়াছিল।[৩]

৪. আদী বিন হাতিম (রা) ঃ ইনি আরবের প্রখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাতিম তায়ীর সন্তান ছিলেন। যাহার বদান্যতা ও দানশীলতা প্রবাদ বাক্যে রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছে। আদী ছিলেন তায়ী কবীলার প্রশাসক ও সরদার। এই সরদারী তিনি বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৪] ইনি রাজত্ব ও সম্পদের নেশার মত্ত হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোরতর শত্রুদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন যে, "আরবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঘৃণা পোষণ কারীদের মধ্যে আমার চাইতে অধিক অন্য কোন মানুষ ছিল না।[৫] যখন ইসলামী বিজয়ের গণ্ডি প্রশস্ত হয় ও তাহার প্রত্যয় জন্মে যে, ইসলামের মুজাহিদীন অতিসত্ত্বর তাহার এলাকা পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে তখন তিনি ইহাতেই তাহার কল্যাণ নিহিত বলিয়া মনে করেন যে, মুকাবিলা করিবার পরিবর্তে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ার দিকে চলিয়া যাই। অতএব, তিনি অতি দ্রুত

১. ইসাবা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪২।
২. মাসনাদু আহমাদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৮।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; সিয়ারুস সাহাবা ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯।
৪. সিয়ারুস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭০।
৫. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৬৪।

www.pathagar.com

পরিবার পরিজন ও প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র গুছাইয়া লইয়া সিরিয়া যাত্রা করেন। আদী তাহার নির্বাসনের ঘটনা নিজেই এই ভাবে বিবৃত করেন ঃ "আমি আমার স্বজাতির বাদশাহ ও প্রশাসক ছিলাম এবং সমস্ত ব্যবস্থাপনা নিজেই পরিচালনা করিতাম। যখন আমি মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহিনীর আগমনের অবস্থা অবহিত হই তখন অনেক উন্নতমানের বিশিষ্ট উষ্ট্র পৃষ্ঠে নিজের মাল সামান চাপাইয়া নিজের পরিবার পরিজন সহ উহাতে আরোহন করিয়া সিরিয়া গমনের উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়ি। যাত্রাকালে আমার ভগিনী তথায় রহিয়া যায়। কেননা, আমি ত্বরা হেতু তাহাকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি নাই। আমি শামে পৌছিয়া স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস করিতে শুরু করি। আমার চলিয়া যাওয়ার পরে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহিনী তায়ী-তে আক্রমন করেন। অপরাপর বন্দীদের সঙ্গে আমার ভগিনীও বন্দীনী হয়। মদীনায় আনিয়া ঐ সমস্ত কয়েদীকে একটি তাবুতে রাখা হয়, যাহা মসজিদ-ই-নববী (সা)-এর সম্মুখে খাটান হইয়াছিল। আমার ভগিনী খুবই বুদ্ধিমতী, বীরঙ্গনা ও সাহসিনী মহিলা ছিল। সে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে নিবেদন করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমার অভিভাবক পালাইয়া গিয়াছে, যে ফিদিয়া প্রদান করিয়া আমাকে ছাড়াইত। এখন আপনি আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার প্রতি দয়া করুন ও আমাকে ছাড়িয়া দিন যাহাতে আমি আমার ভ্রাতার নিকট সিরিয়া চলিয়া যাইতে পারি। আল্লাহ্ আপনাকে এই অনুকম্পার জন্য নেক প্রতিদান দিবেন। হযরত আলী (রা)-ও তাহার জন্য সুপারিশ করেন। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৃপা পরবশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন ও বলেন যখন কোন কাফিলা সিরিয়া যাইবে তখন তাহাদের সহিত নিজ ভ্রাতার নিকট চলিয়া যাইও। কিছুদিন পরে বনূ কাযায়ার কতক লোক সিরিয়া যাইতেছিল। সে তখন নিবেদন করে যে, "আপনি অনুমতি প্রদান করিলে আমি ইহাদের সহিত চলিয়া যাইতে পারি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় দয়া ও কৃপা পরবশ হইয়া আমার ভগিনীকে কিছু কাপড় দান করেন, আহার্য সঙ্গে দিয়া দেন এবং পথ খরচের জন্যও যথেষ্ট পরিমান নগদ অর্থ প্রদান করেন। আরোহনের জন্য একটি উষ্ট্রও দান করেন।

আমি একদিন আমার গৃহের বাহিরে বসিয়াছিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম যে, একজন মহিলা উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে। আমি মনে মনে বলিলাম, ইহাকে তো আমার ভগিনী বলিয়া মনে হইতেছে। সে নিকটবর্তী হইলে আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, সে আমার ভগিনীই বটে।

আমার ভগিনী উষ্ট্র পৃষ্ট হইতে অবতরণ করে ও বলিতে থাকে "ওহে যালিম! ওহে সম্পর্ক ছিন্নকারী! তুই নিজের সন্তান সন্ততিকে তো লইয়া আসিলি আর আমাকে তথায় ছাড়িয়া আসিলি। এহেন আচরণ করিতে কি তোর লজ্জা হইল না?" ভগিনীর এহেন ভর্ৎসনায় আমার খুবই ক্লেশ হইল। আর আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম,

www.pathagar.com

তোমার পক্ষে ইহা আবশ্যিক নহে যে, আমাকে ভৎর্সনা করিবে। প্রকৃতপক্ষে আমি ঐ সময় অতি মজবুর ছিলাম এবং বিচলিতাবস্থায় তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারি নাই। আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। কিন্তু একটি কথা তো বল, "মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তোমার প্রতিক্রিয়া কি?" ভগিনী জবাব দেয়, "আমার ধারণা মতে তোমাকে অতি শীঘ্র মদীনায় পৌঁছিয়া তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করা উচিত। কেননা, শান্তি ও স্বস্তির পথ ইহাই। যদি তিনি নবী হন তবে তুমি অগ্রগমনের মর্যাদা পাইবে আর যদি বাদশাহ হন তবুও তাঁহার আনুগত্যের দরুন তোমার মর্যাদা হানী হইবে না।" আমি ভগিনীকে বলি, "ইহাতে তুমি প্রকৃতই আমাকে ভাল মতামত প্রদান করিয়াছ, আর আমিও উহা অবশ্যই বাস্তবায়িত করিব।"

অতঃপর আমার ভগিনী ও পরিবার পরিজন সহকারে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যখন শহরে প্রবেশ করি ও মসজিদ-ই-নববীর (সা) নিকটবর্তী হই তখন আমি প্রত্যক্ষ করি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে তশরীফ রত আছেন। আমি নবী করীম (সা)-কে সালাম করি। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে?" আমি বলি, "আদী বিন হাতিম"। এতদশ্রবণে তিনি দণ্ডায়মান হন ও আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতে থাকেন (যাহাতে তথায় নির্জনে স্বস্তির সহিত আলাপ করা যাইতে পারে)। পথি মধ্যে তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখতে পান। সে দীর্ঘক্ষণ তাহার দুঃখভরা কাহিনী বলিয়া কাঁদিতে থাকে। তিনি যথাযথ উত্তর দান করিয়া তাহাকে বিদায় করেন।

এই অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া আমি মনে মনে বলি, "ইনিতো কোন ক্রমেই বাদশাহ নহেন। বাদশাহদের আচার আচরণ এই ধরণের হয় না।"

গৃহে পৌঁছিয়া তিনি একটি তোষক, যাহাতে খেজুরের ছাল ভরা ছিল, আমার উপবেশনের জন্য বিছাইয়া দেন এবং নিজে শুধু মাটিতে উপবেশন করেন। এহেন উন্নত চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অবচেতন ভাবেই বলিয়া উঠি, দুনিয়াদার মানুষতো কখনও এমন হয় না। উহারা তো এমতাবস্থায় নিজেদের মর্যাদাকে অতিশয় দর্শনীয় করিয়া তোলে। এহেন চরিত্র তো শুধুমাত্র নবীই প্রদর্শন করিতে পারেন, অন্য কেহ নহে। আমি বলি যে, "এই তোষকে আপনি তশরীফ রাখুন আমি নিচে উপবেশন করিব।" কিন্তু নবী করীম (সা) বলেন, "না, তুমিই উপবেশন কর।" অতঃপর আমাকে ইসলামের তাবলীগ করিতে থাকেন।

"আদী! তুমি হয়তো এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইসলাম গ্রহণে দ্বিধা করিতেছ যে, মুসলিমগণ গরীব মানুষ। তবে আল্লাহ্‌র শপথ! অতি শীঘ্র মুসলিমগণ এমনই সম্পদশালী হইয়া যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে এমন কোন মানুষ পাওয়া যাইবে না যে সদকা ইত্যাদি গ্রহণ করিবে।

সম্ভবতঃ এই ধারণাও তোমার ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক যে, মুসলিমদের সংখ্যা এখন খুবই কম আর তাহাদের শত্রুর সংখ্যা অগণিত। তবে আমি আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ঐ সময় অতি নিকটবর্তী হইতেছে, যখন একজন একাকিনী মহিলা কাদিসিয়া হইতে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে ও সমস্ত রাস্তা অতিশয় নিরাপদে অতিক্রম করিবে, আর আল্লাহ্কে ছাড়া তাঁহার অন্য কাহারও ভয় হইবে না।

ওহে আদী! তুমি হয়তো এই জন্য ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি হইতেছ যে, মুসলিমদের এখনও জাঁকজমক ও শক্তি অর্জিত হয় নাই। এখন তাহাদের না আছে সাম্রাজ্য, না আছে রাজত্ব?" তবে একমাত্র এক আল্লাহ্র শপথ! তুমি অতি শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করিবে যে, বাবিলের শ্বেত মহলে মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ইরশাদের পরে আমি মুসলিম হইয়া যাই ও আমি তাঁহার হস্তে বাইয়াত করি।

এই সময় রাসূল (সা) যে তিনটি কথা বলিয়াছিলেন তন্মধ্যকার শেষোক্ত দুইটি আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি আর প্রথমটি তখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। অর্থাৎ সম্পদের আধিক্য ও প্রতুলতা।[১]

৫. যিলকিলা হোমাইরী (রা) ঃ এই ব্যক্তি হোমাইর কবীলার বাদশাহ ছিলেন। ইয়ামন ও তায়িফের কতিপয় জিলাতে তাহার হুকুমত ছিল। সে এমনই আত্মগর্ব ও অহংকারী ছিল যে, সে তাহার প্রজাবর্গ দ্বারা নিজেকে খোদা বলাইত ও তাহাদিগকে নির্দেশ দিত যে, আমাকে সিজদা কর, আমিই তোমাদের রব ও তোমাদের উপাস্য। কিন্তু রাসূল করীম (সা)-এর পূত শিক্ষা সম্বন্ধে সে অবহিত হইলে তাহার অন্তর স্বেচ্ছায় সাড়া দেয় যে, আমার দাবী মিথ্যা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবী সত্য। কাজেই সে তৎক্ষণাৎ ইসলামের আনুগত্যের জোয়াল নিজের স্কন্ধে জুড়িয়া লয় ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলাম গ্রহণের পরে ক্রমাগত তাহার ঈমান ও হৃদ্যতা উন্নততর হইতে থাকে। মুসলিম হইবা মাত্রই তিনি ১৮০০০ দাসকে মুক্ত করিয়া দেন এবং হযরত ফারূক আযমের খিলাফতকালে রাজত্ব ও হুকুমত ছাড়িয়া দিয়া মদীনায় চলিয়া আসেন ও অবশিষ্ট সারা জীবন পরহিযগারী অবস্থায় এই স্থানেই কাটাইয়া দেন।[২]

---

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৬৪,৪৬৫।

২. রাহমাতুল লিল আলামীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

ইসলাম প্রচারের একটি নতুন পথ

[বিস্ময়কর পরিবেশে একটি অভিনব ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা]

হোদাইবিয়ার চুক্তি ইসলামের উন্নতির কারণ প্রতিপন্ন হইল ঃ হোদায়বিয়ার চুক্তি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রচার ও উন্নতির একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পরিণত হয়। ঐ চুক্তি সাধারণভাবে মুসলিমগণ তাহাদের জাতিগত অবমাননা ও অপদস্ততা বলিয়া গণ্য করিয়াছিল। কিন্তু ইহা শেষ পর্যন্ত "ফত্‌হুম মুবীন" (প্রকাশ্য বিজয়) প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার কাজ বিস্ময় কর। তিনি তাহার সবিশেষ কুদরতের দ্বারা ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির এমনই পন্থা হোদায়বিয়্যার চুক্তির পরে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে মুসলিমদের অন্তর আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানাতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এবং তাহাদের ঈমান ও প্রত্যয়ে মাত্রাতিরিক্ত উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু ইহার বিপরীতে কোরাইশের কাফিররা নিজেদের বিস্তারিত জালে নিজেরাই আটকাইয়া গিয়া অতি মজবুর ও অনন্যোপায় হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত অতিশয় অপদস্ততা ও হীনতার সহিত তাহারা নিজেদের সেই অবিচার ও যুলুমমূলক শর্তকে অতি কাকুতি মিনতির সহিত ফেরত নিতে বাধ্য হয়। যদ্দরুন ইসলাম প্রচারের স্রোত ধারা অতি তীব্র গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে।

২. হোদায়বিয়্যা চুক্তির একটি অভিনব শর্ত ঃ সেই সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিবরণ এই যে, হোদায়বিয়্যার চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত ইহাও ছিল যে, যদি কোরাইশের কোন লোক মুসলিম হইয়া মদীনা চলিয়া আসে তবে মহান রাসূল (সা) তাহাকে আশ্রয় দিবেন না, তাহার পক্ষাবলম্বন ও করিবেন না বরং তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু যদি কোন মুসলিম মদীনা ত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া যায় তবে মক্কা বাসীরা তাহাকে ফেরত দিবেনা। দৃশ্যতঃ এই শর্ত মুসলিমদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও কোরাইশের কাফিরদের জন্য খুবই লাভজনক ছিল। উহাতে মুসলিমগণ খুবই চিন্তাক্লিষ্ট এবং কাফিররা খুবই তুষ্ট ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই অবস্থার এমনই পরিবর্তন ঘটে যে, এই শর্তই মুসলিমদের পক্ষে অতিশয় আনন্দের ও কাফিরদের পক্ষে খুবই ক্লেশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

আবূ বুসাইর (রা)-এর ঘটনা ঃ মক্কার উতবা বিন উসাইদ সাকাফী যাহার কুনিয়ত ছিল আবূ বুসাইর ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কাবাসী তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এবং তাহাকে এমনই ক্লেশ দিতে থাকে থাকে, শেষ পর্যন্ত অতিষ্ট

www.pathagar.com

হইয়া এক নিমিষে বন্দী গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া মদীনায় যাত্রা করে। সকালে যখন কোরাইশগণ জানিতে পারে যে, তাহাদের বন্দী পালাইয়া গিয়াছে তখন তাহাদের প্রত্যয় হইল, সে সরাসরি মদীনা চলিয়া যাইবে। কাজেই তাৎক্ষণিকভাবে কোরাইশের দুই ব্যক্তি আযহার বিন আবদি আউফ ও আখনাস বিন শোরাইক রাসূল (সা)-এর খিদমতে একটি পত্র লিখে যে, আমাদের একজন বন্দী পালাইয়া আপনার নিকট চলিয়া গিয়াছে। হোদাইবিয়ার চুক্তির শর্ত মুতাবিক আপনি তাহাকে সত্বর আমাদের লোকদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিন। এই পত্র তাহারা তাহাদের দুই ব্যক্তির হস্তে প্রেরণ করে ও তাহাদিগকে বারংবার বলিয়া দেয় যে, আবূ বুসাইরকে ধরিয়া খুবই সাবধানতার সহিত তোমাদের সঙ্গে লইয়া আসিবে। পথিমধ্যে সে যেন পালাইবার সুযোগ না পায়।

হযরত আবূ বুসাইর (রা) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পৌছিয়াছেন মাত্র তৎক্ষণাতই এই দুইজন সংবাদ বাহক ও অগ্রগণিত বিপদের ন্যায় তথায় পৌছিয়া যায় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পত্র প্রদান করিয়া তাহাকে ফেরত দেওয়ার দাবী জানায়। নবী করীম (সা) বলেন "আবূ বুসাইর (রা)! হোদায়বিয়্যায় আমরা কোরাইশের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছি উহা তুমি অবহিত রহিয়াছ। কাজেই কোন অবস্থাতেই আমরা চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। না তোমাকে এই স্থানে আশ্রয় দিতে পারি, না তোমাকে আমাদের সাথে থাকিতে দিতে পারি। কাজেই তুমি ফেরত চলিয়া যাও।

আবূ বুসাইর (রা) নিবেদন করেন, "রাসূল (সা) আমি অতিকষ্টে কাফিরদের বন্দীত্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি। কোরাইশরা ইসলাম গ্রহণের অপরাধে বন্দী অবস্থায় আমাকে নিরতিশয় ক্লেশ দিয়াছে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাকে ফেরত পাঠাইবেন না, অন্যথায় এইবার উহারা আমাকে মারিয়াই ফেলিবে, অথবা এমন কঠিন দৈহিক নির্যাতন করিবে যে, আমি আবার কুফরীতে ফেরত যাইতে বাধ্য হইব।"

মসজিদ-ই-নববী (সা)-তে ঐ সময় যত মুসলিম উপস্থিত ছিলেন আবূ বুসাইর (রা)-এর নির্যাতিত অবস্থা ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ফরিয়াদ শ্রবণ করিয়া তাহাদের চক্ষু অশ্রু সিক্ত হইয়া উঠে ও তাহাদের অন্তর তাহাদের ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠে। কিন্তু এমন দুঃসাহস কাহার ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের ও কথার প্রতিবাদ করেন। সকলেই নীরব ছিলেন দেখা যাক নবী করীম (সা) কি মীমাংসা দেন।

আবূ বুসাইর (রা)-এর ভাষণ শ্রবণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "আবূ বুসাইর (রা)! তুমি যাহা বলিতেছ উহা যথার্থ, আমার নিজেরও তোমার ফেরত পাঠাইতে অনুতাপ হইতেছে। কিন্তু আমি কি করিব, আমি অনন্যোপায়। কোরাইশের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়াছি যে, তোমাদের যে কেহ আমার নিকট আসিবে আমি তাহাকে ফেরত দিতে বাধ্য। এখন তুমিই বল যে,

www.pathagar.com

চুক্তির বিরুদ্ধাচারণ কি করিয়া করিতে পারি। তুমি এই লোকদের সহিত ফিরিয়া যাও। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করিতে থাক। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই অতি সত্বর তোমার সমস্যার কোন সমাধান সৃষ্টি করিয়া দিবেন। ধৈর্যধারণ কর।

অনন্যোপায় হইয়া আবূ বুসাইরকে (রা) ঐ দুই কাফিরের সহিত ফেরত যাইতে হয়। আর মুসলিমগণ রক্তের ঢোক গিলিয়া বসিয়া থাকেন। কোন লোকই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না।

এই তিন জনের সংক্ষিপ্ত কাফিলা যখন যুল হোযাইফা পৌছে তখন সুযোগ পাইয়া আবূ বুসাইর (রা) তাহাদের একজনের শির উহারই তরবারী দ্বারা উড়াইয়া দেয়। অপর ব্যক্তি (সে ছিল দাস) এতদ্দর্শনে এমনই দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া পালাইতে থাকে যে, একেবারে মদীনায় পৌছিয়া দম নেয়। দাস মদীনার পানে এই জন্য ছুটিয়া যায় যে, সে ভালভাবেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছিল যে, আমার পক্ষে এই ক্ষণে নিরাপদতম স্থান হইল মদীনা। ঐ স্থানে মুহাম্মদ (সা) আমাকে পরিপূর্ণরূপে হিফাযত করবেন ও আমাকে বুসাইর (রা)-এর তরবারী হইতে রক্ষা করিবেন। যে সময় দাস দিশাহারা হইয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয় তখন নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুই কেন ফেরত আসিলি? বুসাইর (রা) ও তাঁহার সঙ্গীকে কোথায় রাখিয়া আসিলি"?

দাস কাঁদিতে থাকে ও অতিশয় বিচলিতাবস্থায় বলে "মুহাম্মদ (সা)! আপনার দোহাই, আপনার সঙ্গী আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে আর আমার প্রতিও তরবারী লইয়া ঝাঁপাইয়াছিল, আমি দ্রুত পালাইয়া আসিয়াছি। সে কক্ষনও আমাকে ছাড়িয়া দিবে না। আপনারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে সেই অনিষ্টকরের হাত হইতে আমার জীবন রক্ষা করুন।"

দাস তাহার দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই হযরত আবূ বুসাইরও (রা) তরবারী হস্তে ধারণ করিয়া সেই স্থানে পৌছেন। আসিবা মাত্রই বলিতে থাকেন "রাসূল (সা)! আপনার দায়িত্ব ঐ সময় শেষ হইয়া গিয়াছে যখন আপনি চুক্তির শর্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ আমাকে ঐ দুইজনের হস্তে অর্পণ করিয়া দিয়াছেন। যেহেতু আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিলাম যে, মক্কায় পৌছিলে আমার জীবনের নিরাপত্তা নাই এই জন্য আমি তাহাদের মধ্যকার একজনকে তাহারই তরবারী দ্বারা হত্যা করিয়াছি। আর অপর জনকেও মারিয়া ফেলিতাম কিন্তু সে ছুটিয়া পালায় ও এই স্থানে পৌছিয়া যায়।

আবূ বুসাইর (রা)-এর এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ويل كرثه سعر حرب لو كان له احد (এই ব্যক্তির জন্য আফসোস! সে-তো যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জলিত করিতেছে, আহ! যদি কেহ ইহাকে সামলাইতে পারিত।)[১]

---

১. আবূ দাঊদ, কিতাবুল জিহাদ।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ইরশাদক্রমে হযরত আবূ বুসাইর (রা) তৎক্ষণাৎই অনুধাবন করিতে পারেন যে, এইবারও রাসূল (সা) অবশ্যই আমাকে মক্কায় লইয়া যাওয়ার জন্য এই দাসের হাওয়ালা করিয়া দিবেন।

মক্কায় ফেরত গেলে তিনি তাঁহার নিজের সম্মানের ভয়, জীবনের আশঙ্কা ও ঈমান বিনষ্ট হইবার অবস্থা দেখিতে পাইতেছিলেন, কাজেই তিনি নীরবে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জঙ্গলের পথ ধরেন। বুখারীতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم (যখন আবূ বুসাইর মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথা শ্রবণ করেন তখনই তিনি বুঝতে পারেন যে, এই বারও নবী করীম (সা) আমাকে মক্কা বাসীদের হস্তে তুলিয়া দিবেন)। শহর হইতে বাহির হইয়া হযরত আবূ বুসাইর (রা) সমুদ্রের দিকে মুখ করেন এবং ইব্‌ন হিশামের বর্ণনানুযায়ী যূমারওয়ার নিকটবর্তী ঈস নামক স্থানে একটি পাহাড়ী ঘাটিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই স্থান হইয়াই কোরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাতায়াত করিত।

আবূ বুসাইরের (রা) অনুরূপ মক্কাতে আরও কয়েকজন ছিলেন যাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের দায়ে কোরাইশরা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহাদিগের সহিত অতিশয় পাশবিক ও নিপীড়ন মূলক আচরণ করিতেছিল। আবার অনেক এমনও ছিলেন যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু কোরাইশের ভয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না।

এই উভয় প্রকারের মুসলিমগণ যখন শুনিতে পাইলেন যে, আমাদের বন্ধু আবূ বুসাইর (রা) সমুদ্র পারে একটি নিরাপদ স্থান পাইয়া গিয়াছেন তখন কোরাইশের পাশবিক নির্যাতনে অতিষ্ট হইয়া মুসলিমগণ একজন দুইজন করিয়া অত্যন্ত চুপিসারে মক্কা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র পারে, হযরত আবূ বুসাইর (রা)-এর নিকট জমায়েত হইতে থাকেন। এমন কি সেই স্থানে তিন শতের মত লোক একত্রিত হন।[১] ইহাদের মধ্যে হযরত আবূ জানদলও (রা) ছিলেন। ইনি ছিলেন হোদায়বিয়্যা চুক্তির কমিশনার সোহাইল বিন আমরের সন্তান। মুসলিম হওয়ার দায়ে দীর্ঘদিন বন্দীত্বের কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। পিতা তাহাকে মারিতে মারিতে অর্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তিনি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া পালাইয়া আসিয়াছিলেন।

এমনিভাবে ইসলামের কেন্দ্র মদীনা মুনাওয়ারাহ ছাড়াও অতিদূরে সমুদ্র পারে আর একটি ক্ষুদ্র ইসলামী শক্তির কেন্দ্রের পত্তন হয়। পরবর্তীতে ইহারা কোরাইশদিগকে হয়রানীর এক শেষ করেন।

---

১. সুহাইলী, ইব্‌ন হিশামের ব্যাখ্যা।

www.pathagar.com

আবূ বুসাইর (রা)-এর জামাত কোরাইশ কাফিরদের পক্ষে বিরাট বিপদে পর্যবসিত হয় ঃ নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলিমদের নেতৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত এই স্বাধীন ইসলামী শক্তি কেন্দ্র যাহাদিগের উপর মক্কাবাসীরা নিরতিশয় অত্যাচার চালাইয়াছিল এবং যাহারা তাহাদের অবিরাম ক্রমাগত নিপীড়নে জর্জরিত হইয়া পালাইয়া আশ্রয় লইয়া ছিলেন। মক্কার কাফিররা যথার্থই ইহাদিগকে বিরাট বিপদ হিসাবে পরিগণিত করিত এবং প্রকৃতই ইহারা উহাদের জন্য পীড়াদায়ক কঠোর শাস্তির কারণে পরিণত হইয়া ছিলেন। কারণ এই শক্তির কেন্দ্রস্থল ঠিক সেই স্থানে অবস্থিত ছিল যেই স্থান দিয়া কোরাইশের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ায় বাণিজ্যপোলক্ষে যাতায়াত করিত। আর কোরাইশের জীবন ধারণের সব কিছুই নির্ভর করিত বহি বানিজ্যের উপর। মক্কার আশে পাশে না ছিল খেজুরের বাগান, আর না ছিল কৃষিযোগ্য ভূমি যাহাতে শষ্যাদি উৎপাদিত হইত। শহরে কোন প্রকারের কারিগরী কল কারখানার গুঞ্জরণও ছিল না যাহার আমদানীর মাধ্যমে শহরের মানুষ উদর পূর্তি করিতে পারিত। আহার করে বেঁচে থাকা নির্ভর করিত বানিজ্যের উপর। আর বানিজ্য পথ তাহাদের অদূরদর্শিতার দরুন এমন সব মানুষের করতলগত হইয়াছিল যাহাদের উপর তাহারা নিকট অতীতে অকথ্য নিপীড়ন চালাইয়াছে। যাহাদিগকে দীর্ঘদিন বন্দীত্বের কষ্টে লিপ্ত রাখিয়াছিল। নিজেদের অতীতের কুকর্ম ও মন্দ স্বভাবের দরুন এখন তাহারা ঐ পথে চলাচলে নিজেদের মৃত্যু দেখিতে পাইতেছিল। তাহারা পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছিল যে, আমাদের যেই কাফিলা সিরিয়া যাইবে উহা নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। কাফেলার লোক সুস্থ থাকিবে না, আর না বানিজ্য সম্ভার। বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা ইহার প্রমাণও পাইয়াছিল। ২/১ বার যাহারা সাহস করিয়া গমন করিয়াছিল তাহাদিগকে সেই সাহসিকতার দরুন অত্যধিক ভারী ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে কোরাইশ আরও ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সময় এমনই হইয়াছিল যে, এইখানে না আবূ সুফিয়ান ও সাফওয়ান বিন উমাইয়ার চালাকী ও চাতুর্য কাজে লাগিতেছিল, না খালিদ বিন ওলীদ ও আমর বিন আসের বীরত্ব বিক্রম ও সাবধানতা। কাজেই কোরাইশরা শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে সত্বরই আত্ম সমর্পণ করে।

মহানবী (সা)-এর খিদমতে কোরাইশের মিনতি ঃ পরিশেষে বাধ্য হইয়া শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা)-এর খিদমতে মদীনায় উপস্থিত হয়। তাহারা অতিশয় বিনয়ের সহিত নবী (সা)-এর হুযূরে মিনতি জানায় যে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি আবূ বুসাইর ও তাঁহার সঙ্গীগণকে মদীনায় ডাকাইয়া আনান। আমরা অতিশয় হৃষ্টচিত্তে হোদাইবিয়্যার ঐ শর্তটি উঠাইয়া লইতেছি যে, যে ব্যক্তি মুসলিম হইয়া মক্কা হইতে মদীনায় আগমন করিবে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে।

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর কৃপা ও অনুকম্পার বিস্ময়কর প্রকাশ ঃ কোরাইশের কাফিরদের নিকট হইতে তাহাদের সীমাহীন অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ও তাহাদিগকে ক্ষুধায় মারিবার জন্য ইহা ছিল সুন্দর সুযোগ, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন রহমতের প্রতিমূর্তি। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আবূ বুসাইরের (রা) নিকট একটি পত্র লিখিয়া পাঠান যেন এই পত্র দেখিবা মাত্র সেই ইসলামী কেন্দ্র বিলীন করিয়া দেওয়া হয় এবং উহার সমস্ত সদস্য তাঁহাদের মহান মনিবের আদেশ পালনার্থে মদীনায় চলিয়া আসেন।

হোদাইবিয়্যা চুক্তির অভিনব শর্ত বাতিল হইবার দরুণ ইসলাম প্রচারের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়া যায় ও মানুষ অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে ঃ যেহেতু খোদ কোরাইশই শর্ত বাতিল করিয়াছিল এবং এক্ষনে ইসলাম গ্রহণকারীগণ পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই অধিক সংখ্যক লোক মদীনায় আগমন করিয়া নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিতে থাকেন ও অন্তরের অন্তস্থল হইতে ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকেন। এই শর্তটিই ছিল ইসলাম প্রচারের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা এক অভিনব পন্থায় খোদ শত্রুদের দ্বারাই বাতিল করাইয়া দেন।[১] ইহার পরে মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হইতে থাকে। অতএব, হোদাইবিয়্যার চুক্তির বিশেষ এই শর্তটির বাতিলের পরে ইসলাম প্রচারে যে পরিমান উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, মক্কার তের বৎসরের জীবনে ততখানি হয় নাই।

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৩৭১; বুখারী, কিতাবুশ শরূত; আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ; তাবারী; ইবন্ হিশামের ব্যাখ্যা সুহাইলী ও যরকানী।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

হযরত খালিদ বিন ওলীদ ও হযরত আমর বিন আসের ইসলাম গ্রহণ

হোদাইবিয়ার চুক্তি পত্র সম্পাদিত হওয়া ও এই শর্তটি বাতিল হইয়া যাইবার পরে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে নও মুসলিমদের মধ্যে যে বিশেষ দুই ব্যক্তির সংযোজন ঘটে উহাতে ইসলামের জাঁকজমক ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল খালিদ বিন ওলীদ ও দ্বিতীয়জনের নাম ছিল আমর বিন আল-আস।

যেমন মক্কী জীবনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের দরুন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি মদনী জীবনে হযরত খালিদ বিন ওলীদ ও হযরত আমর বিন আল-আসের ইসলাম গ্রহণের ফলে হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের ও মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোরতর বরং জানের শত্রু ছিলেন। অর্থাৎ মক্কী জীবনে যে অবস্থা প্রথমোক্ত হযরতের ছিল মদনী জীবনে ঠিক সেই অবস্থাই শেষোক্ত হযরতের ছিল। কিন্তু মুসলিম হওয়ার পরে উভয়েই ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি বর্ধনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। একজন নবুয়্যতের দরবার হইতে সাইফুল্লাহ্‌র উপাধি পাইয়াছেন ও ইরাক ও সিরিয়া জয় করিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। অপরজন মিশরের ন্যায় বিরাট মর্যাদাবান ও উর্বরা দেশকে নিজের তরবারীর জোরে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত রাখিয়াছেন। উভয় হযরতের ইসলাম গ্রহণের চিত্তাকর্ষক অবস্থা তাহাদের নিজের জবানীতেই শ্রবণ করুন। হযরত খালিদ বিন ওলীদ বলেন ঃ

১. হযরত খালিদ (রা)-এর আত্ম কথা ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহেন তখন তিনি আমাকে বুদ্ধি ও বোধ দান করেন। আমি চিন্তা করি যে, মুহাম্মদ (সা)-এর বিপক্ষে প্রতিটি যুদ্ধে লড়িয়াছি কিন্তু আমাকে সর্বদা অসাফল্যের মুখ দেখিতে হইয়াছে এবং আমরা ইসলামের মান মর্যাদাকে বিলীন করিবার ও উহার উন্নতি ও উর্দ্ধগতিকে শ্লথ করিতে সফল হইতে পারি নাই। অতএব, আমাদের অন্তরে এই ধারণা অঙ্কুরিত হইতে থাকে যে, আমি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতেছি। ঐ সময় কোন গোপন ও অদৃশ্য শক্তি প্রবলভাবে আমার অন্তরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য স্থান সৃষ্টি করিতেছিল। ইতিপূর্বে আমি ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমনই ঘোরতর শত্রু ছিলাম যে, হোদাইবিয়্যার চুক্তির দ্বিতীয় বর্ষে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হিজরী ৭ম সালে) উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে মক্কায়

www.pathagar.com

তাঁহার আসহাবকে সঙ্গে করিয়া আগমন করেন তখন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সীমাহীন ঘৃণার দরুন শহর হইতে বাহিরে চলিয়া যাই। এবং ঐ সময় পর্যন্ত মক্কায় প্রবেশ করি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই স্থানে ছিলেন। এই সময় আমার ভ্রাতা ওলীদ (রা) বিন ওলীদ যিনি আমার অনেক পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। মহান নবী করীম (সা) আমার ভ্রাতাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যে, "খালিদ কোথায়?" কিন্তু আমি কোথায় ছিলাম যে, নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইতাম। অতঃপর মদীনা পৌঁছিয়া আমার ভ্রাতা আমাকে পত্র লিখেন। উহার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ছিল ঃ بسم الله الرحمن الرحيم ওলীদ (রা) বিন ওলীদের পক্ষ হইতে খালিদ বিন ওলীদের নামে। আস্সালামু আলাইকুম মানিত্তাবায়াল হুদা। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া বারংবার বিস্মিত হইতেছি যে, তুমি ইসলাম সম্পর্কে এতদূর বিরূপ, বিরাগী ও বৈরী হইলে কেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যে ধরনের বুদ্ধি, অনুধাবন ক্ষমতা ও বোধ শক্তি দান করিয়াছেন উহার চাহিদা এই ছিল যে, ইসলামের প্রকৃত জ্যোতি, উহার যথার্থতা ও সত্যতা হইতে অনবহিত থাকিতে না। এই সুযোগে উমরার সময় মক্কায় মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, "খালিদ কোথায়?" আমি অতিশয় নিরাশ হইয়া মহিমান্বিত নবী করীম (সা)-এর খিদমতে নিবেদন করিয়াছি যে, " খালিদকে যদি আল্লাহ্ স্বয়ং আনেন তো আনবেন। দৃশ্যত তাহার ইসলাম গ্রহণের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না।" ইহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "খালিদের ন্যায় মানুষ কখনও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অনবহিত থাকিতে পারে না। যদি সে মুসলিমদের সহিত মিলিয়া কাফিরদের সহিত লড়িত তবে ইহা নিঃসন্দেহে তাহার পক্ষে অনেক ভাল হইত।" ওহে ভ্রাতা! তুমি দীর্ঘদিন যাবত পথ ভ্রষ্টতায় মগ্ন রহিয়াছ। এখনও কিছুই হয় নাই। আহ! যদি তুমি অনুধাবন করিতে পারিতে! চিন্তা কর, গবেষণা কর। ইসলাম হইতে অধিক সত্য ও সঠিক মাযহাব অন্য কোনটি নহে। অতএব, সরল পথ অবলম্বন কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উহার তওফীক দান করুন। আমীন।"

নিজ ভ্রাতার এহেন নসীহতপূর্ণ ও প্রীতিমূলক পত্র পাঠ করিয়া আমার অন্তরে কুফর ও শিরকের যে তমসাচ্ছন্ন পরদা পড়িয়া রহিয়াছিল উহা একেবারেই ছিন্ন হইয়া যায় এবং আমার মধ্যে অকস্মাৎ ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক খুশি আমার ইহাতে জন্মে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমার আলোচনা করিয়াছেন ও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। অবশেষে আমি মক্কা হইতে বাহির হইয়া মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইবার ইচ্ছা পোষণ করি। বিশেষভাবে আমার মধ্যে ইসলাম গ্রহণের আন্দোলন এই বিষয় হইতেও সৃষ্টি হয় যে, ঐ দিনগুলিতেই আমি একটি স্বপ্ন দেখি। যেন আমি একটি জনহীন সংকীর্ণ উপত্যকায়

www.pathagar.com

ছুটাছুটি করিতেছি। খুবই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি যে, কোথায় যাই, কি করিয়া এই অন্ধকার হইতে মুক্তি পাই। অকস্মাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। সম্মুখেই আমি আলোর কিরণ দেখিতে পাই। আমি দ্রুত গতিতে ঐ দিকে অগ্রসর হই। তখন হঠাৎই একটি সবুজময় উর্বরা ময়দানে পদার্পন করি। উহাতে অন্ধকারের ভীতি দূর হইয়া যায়। এবং ময়দানের সাজ সজ্জা দেখিয়া আমার মন আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। আমার মন এই স্বপ্নের তাবীর দেয় যে, "অন্ধকার ও সংকীর্ণ উপত্যকা হইল কুফরী ও শিরক যাহাতে আমি এখন পর্যন্ত নিমজ্জিত রহিয়াছি। সবুজময় উর্বরা ভূমি হইল ইসলাম যাহাতে প্রবেশ করিয়া আনন্দ ও প্রশান্তি পাইতে পারি। এহেন পরিচ্ছন্ন স্বপ্নে যাহা ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে, আমার অবশিষ্ট দ্বন্দ্বও দূর হইয়া যায়। এবং আমি অতিশয় হৃদ্যতা সহকারে ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই।

মক্কা হইতে বাহির হইয়া ও মদীনা যাত্রা করিবার পূর্বে আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমার অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিম বন্ধুদের সহিত এই বিষয় আলোচনা করিয়া লই। হয়তো তাহাদের মধ্য হইতেও কেহ আমার সঙ্গে চলিয়া ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক হইতে পারে। অতএব, সেই ধারণাকে বাস্তবায়িত করিবার উদ্দেশ্যে আমি সর্বপ্রথম সাফওয়ান বিন উমাইয়ার নিকট গমন করি ও তাহাকে বলি "ওহে আবূ ওহাব! তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ যে, মুহাম্মদ (সা) আরবে বিজয়ী হইয়াছেন। এমতাবস্থায় যদি আমরা তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করিয়া লই তবে আগামীতে তিনি যে মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করবেন উহাতে আমরাও সমভাবে অংশীদার হইব। আর তাঁহার সম্মানের সাথে সাথে আমরাও সম্মানিত হইয়া যাইব। আমার এই ভাষণে সাফওয়ান উত্তর দেয় যে, "যদি সমগ্র দুনিয়াও মুহাম্মদ (সা)-কে স্বীকার করিয়া লয়ও আমি ছাড়া প্রতিটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে তবুও কিয়ামত পর্যন্ত আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিব না।"

আমি সাফওয়ানের এই ভাষণ শ্রবণ করিয়া মনে মনেই বলি, "এই বেচারাওতো অনন্যোপায়। কেননা, তাহার পিতা ও তাহার ভ্রাতা বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। উহাতে সে সীমাহীন দুঃখ পাইয়াছে, ক্রোধও হইয়াছে। অতএব, সে একেবারেই অনন্যোপায়।

সাফওয়ানের পরে আমি আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ইকরামা বিন আবী জেহেলের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং উহাকে ঐ কথাই বলি যাহা সাফওয়ানকে বলিয়াছিলাম। সে অতি মাত্রায় বিস্মিত হয় ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, "তুমি কি সাবী হইয়া গিয়াছ?" আমি বললাম. "সাবী হই নাই, মুসলিম হওয়ার ইচ্ছা করিতেছি।" উহাতে ইকরামা বলে "হোবলের কসম! যদি কোরাইশের প্রতিটি মানুষ আর মক্কার প্রতিটি ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিত, তাহা হয়তো আনিতে পারিত। কিন্তু তোমার সম্পর্কে এমন আশা ছিল না।" খালিদ জিজ্ঞাসা করেন "আমার মধ্যে এমন কি জিনিস ছিল যে, তুমি আমার সম্পর্কে এমন আশা পোষণ করিতে পারিতেছিলে?

www.pathagar.com

ইকরামা বলে, “খালিদ তুমি কি সেই সময়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছ যখন বদরের যুদ্ধে তোমার পিতৃব্য ও পিতৃব্য পুত্র নিহত হইয়াছিল? (আবূ জেহেল বিন হিশাম, আস বিন হারিস, আবূ উমাইয়া বিন মুগীরা, আবু কীস বিন খাকা ইত্যাদি। ইহাদের ছাড়াও নওফিল বিন উসমান পরিখার যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর হস্তে নিহত হইয়াছিল– ইসমাঈল) অন্তত পক্ষে তোমার ন্যায় মানুষের তো ইসলাম গ্রহণ করা উচিৎ ছিল না। তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না? তুমি কি অবহিত নহ যে, কোরাইশদের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে? এমন নাজুক সময়ে স্বজাতি হইতে পৃথক হইয়া গিয়া আমাদের শত্রুর আনুগত্য ও অনুসরণ করিতেছ? ইহা কোন ক্রমেই সমীচীন নহে এবং ইহা জাতীয় গরিমা বিরুদ্ধ। এহেন আচরণ হইতে বিরত থাক এবং সেই ইচ্ছাকে দমন কর। অন্যথায় মনে রাখিও তোমার নাম জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হইবে আর তুমি চিরদিনের জন্য দুর্নাম হইয়া যাইবে।”

আমার অন্তরে ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা এই পরিমানে পোক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, ইকরামার উত্তেজনাপূর্ণ কথাও আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নাই। আমি পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দেই যে, “তোমার এই সমস্ত কথাই হইল জাহিলিয়্যার নিদর্শন, আমি এই ধরনের আত্ম গরিমায় বিশ্বাসী নই। আমি যখন সত্যকে প্রতিভাত দেখিয়াছি তখন আমি উহা কেন গ্রহণ করিব না?” এই প্রতিমাগুলির মধ্যে যদি কোন শক্তি থাকিতে তবে কখনও তো আমাদিগকে জয়ী করিত ও মুহাম্মদ (সা)-এর বিপক্ষে আমাদিগকে সহায়তা দান করিত?”[১]

এই তিক্ত আলোচনার পরে আমি পূর্ব সতর্কতা মূলক ভাবে ইকরামার নিকট আবেদন জানাইলাম যে, “যদিও তুমি আমার কথা মানিয়া লও নাই ও আমার উপদেশ গ্রহণ কর নাই তবুও পুরাতন বন্ধুত্বের শরমের দিকে লক্ষ রাখিয়া এতটুকু করিও যে, আমার এই আলোচনার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। এই সকল কথাকে তোমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবে।” ইকরামা এই কথার অঙ্গীকার করে ও বলে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি এই কথা কাহারও নিকট আলোচনা করিব না এবং তোমার মুরতাদ হইবার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী যে, নিজের পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।” আমি বলি, “থাক, ক্ষতিগ্রস্থ হই বা লাভবান হই তাহাতে তোমার কি ? কিন্তু তুমি কাহারও সহিত আলোচনা করিতে পারিবে না।” ইকরামা বলে, “ও নিশ্চিত থাক”। ইহার পরে আমি ইকরামার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করি ও আমার অতি বিশ্বস্ত বন্ধু উসমান বিন তালহার সহিত সাক্ষাৎ করি। প্রথমে তো আমি তাহাকে ঐ কথাই বলিতে ইচ্ছা করি যাহা ইতিপূর্বে সাফওয়ান ও ইকরামাকে বলিয়াছি। কিন্তু পরে আমার খেয়াল হইল যে, ইহার পিতা (তালহা), ইহার পিতৃব্য (উসমান) ও চারি ভ্রাতা (মাসাফি,

১. মাগাযীউল ওয়াকিদী, পৃষ্ঠা–৪০০।

www.pathagar.com

আল্লাস, হারিস ও কিলাব) উহুদের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। সেও আবার আমাকে ঐ জবাব না দিয়া বসে যাহা প্রথম দু'জন দিয়াছে। এই জন্য আমি চুপ থাকাই সমীচীন মনে করি। কিন্তু আমি আমার আবেগকে বেশিক্ষণ দমাইয়া রাখিতে পারি নাই, অবশেষে আমাকে কথা বলিতেই হইল। আমি তাহাকে বলি, "উসমান! আমাদের উদাহরণ ঐ শৃগালের অনুরূপ যে উহার গর্তে লুকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যদি গর্তে অধিক পানি ঢালা হয় তবে অনন্যোপায় হইয়া সেই শৃগালকে গর্ত হইতে বাহির হইতেই হইবে। এই উদাহরণ আমি তোমার সম্পর্কে এই জন্য বর্ণনা করিলাম যে, আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে, অতি শীঘ্রই মুসলিমেরা আমাদের উপর পরিপূর্ণরূপে বিজয় লাভ করিবে। তবে আমরা কেন পূর্বাহ্নে ইসলাম গ্রহণ করি না, যাহাতে ঐ সময় শান্তিতে স্বস্তিতে থাকিতে পারি?" আমার আশার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে উসমান আমার কথাকে সমর্থন করে ও বলে, "নিঃসন্দেহে তুমি যথার্থ বলিতেছ। আমাদিগকে তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করা উচিৎ। আর আমি তোমার সঙ্গে এখনই মদীনায় যাইতে প্রস্তুত রহিয়াছি।"

তাহার ইচ্ছা ও সাহসিকতায় আমি বিস্মিতও হই আশ্চর্যান্বিতও হই। আমি খুশি হইয়া বলি, "আচ্ছা তবে বলুন, কবে রওনা হইবার ইচ্ছা?" উসমান বলিল, "যখন তুমি ইচ্ছা করিবে।" অবশেষে আমরা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আগামী দিবস অতি প্রত্যুষে অমুক স্থানে উভয়েই একত্রিত হইব। যে পূর্বে পৌঁছিবে সে অপর জনের জন্য অপেক্ষা করিবে। দ্বিতীয় দিবস তখনও সূর্য উদয় হয় নাই, আমরা উভয়েই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া যাই এবং তথা হইতে সোজা মদীনার পথ ধরি। আমরা যখন "হিদা" নামক স্থানে পৌঁছি তখন সেই স্থানে আমর বিন আল আসের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে ইথুপিয়া হইতে আগমন করিতেছিল। তিনি আমাদের উভয়কে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করেন, "আবূ সুলাইমান! কোথাকার ইচ্ছা করিতেছ?" আমি তাহার কথা গোপন রাখা সমীচীন মনে করি নাই, পরিষ্কার বলিয়া ফেলি যে, আমার নিকট প্রকৃত ব্যাপার যথার্থভাবে উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের প্রতিমার মধ্যে কোন ক্ষমতা নাই। উহা নিরেটই পাথর। কিন্তু অবশ্যই মুহাম্মদ (সা)-এর আল্লাহ্ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। আর মুহাম্মদ (সা) নিশ্চিতই আল্লাহ্র সত্য রাসূল। অতএব, আমি মুসলিম হইবার ও তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নিমিত্ত মদীনা গমন করিতেছি।"

আমার মুখ বিস্ময় ও আশ্চর্যে খোলাই রহিয়া গেল যখন আমর বিন আল আস এক মুহূর্ত দ্বিধা না করিয়া বলিয়া ফেলিল "আমিও ইথুপিয়া হইতে আগমন করিতেছি ও এই উদ্দেশ্যেই মদীনা গমন করিতেছি।" ইহাতে আমরা তিন জনেই সন্তুষ্ট চিত্তে একত্রে রওনা হইয়া গেলাম। যখন মদীনায় পৌঁছি তখন ছিল দ্বিপ্রহর। আমরা আমাদের উষ্ট্রকে বসাইতে ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইবার প্রস্তুতি করিতেছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমাদের আগমনের সংবাদ অবহিত হন। তিনি খুবই সন্তুষ্ট হন ও বলিতে থাকেন

www.pathagar.com

"মুসলিমগণ! মক্কা তদীয় কলিজা খুলিয়া তোমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছে।" আমরা নতুন বস্ত্র পরিধান করিলাম ও নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইবার উদ্দেশ্যে চলিলাম। পথিমধ্যে আমার সহিত আমার ভ্রাতার সাক্ষাৎ হয় ও তিনি বলেন 'দ্রুত চল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কাজেই আমরা তিন জনে দ্রুতগতিতে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইলাম। আমি যখন নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হই তখন আমি প্রত্যক্ষ করি যে, নবী করীম (সা) মুচকি হাসিতেছেন। আমি নিকটে গিয়া আস্‌সালামু আলাইকুম বলিলাম। নবী করীম (সা) অতিশয় হাসিমুখে আমার সালামের প্রত্যুত্তর করিলেন ও আমাকে উপবেশনের জন্য ইরশাদ করিলেন। আমি বললাম "নবী করীম (সা)! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আমি এই বিষয়েরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল।" ইহা শ্রবণ করিয়া মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি তোমাকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। আমার এই রকমই আশা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তোমার বুদ্ধি তোমাকে অবশ্যই সোজা পথের দিকে পরিচালিত করিবে।" আমি নিবেদন করিলাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অতিশয় লজ্জিত যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে লড়িয়াছি। নিঃসন্দেহে ইহা ছিল আমার অপদার্থতা ও দুর্ভাগ্য। কিন্তু যাহাই হউক এই পাপ আমার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। একবারও নয়, কয়েক বার। এখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মিনতি করি যে, আমার এহেন বিরাট পাপ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করুন।" উহাতে মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "ইসলাম পূর্বেকার সকল পাপকে বিলীন করিয়া দেয়। ইহা বলিয়া তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করেন ও বলেন, ইয়া আল্লাহ্! খালিদের পূর্বেকার সমস্ত পদস্খলনকে যাহা তাহার দ্বারা তোমার দীনের বিপক্ষে কৃত হইয়াছে ক্ষমা করিয়া দাও।"

আল্লাহ্র শপথ! যেই দিন হইতে আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি সেই দিন হইতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ও অপর মুসলিমদের মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য করিতেন না বরং সর্বক্ষেত্রে আমাকেও অপরাপর সাহাবা (রা)-এর সহিত শরীক করিতেন। বসবাসের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি গৃহও দান করিয়াছিলেন।[১]

২. হযরত আমর বিন আল আসের নিজের বর্ণনা ঃ হযরত খালিদ (রা) বিন ওলীদের অপর সঙ্গী হযরত আমর বিন আল আসের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও খুবই অভিনব। তিনি নিজেই উহা এইভাবে বিবৃত করেন ঃ

"আমরা যখন আহযাবের যুদ্ধ হইতে বিভিন্ন কবীলার সাথে মক্কায় ফিরিয়া আসিলাম তখন কিছু দিন পরেই আমি আমার গৃহে মক্কার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে

১. আবূ যায়িদ শালজী কৃত খালিদ সাইফুল্লাহ্, পৃষ্ঠা-৮২-৮৬।

www.pathagar.com

একত্রিত করিলাম, যাহাদের অন্তরে আমার মতামত ও বুদ্ধির প্রতি মর্যাদা বোধ ছিল এবং আমি যে কথা বলিতাম উহা তাহারা মানিয়া লইতেন ও উহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। আমি তাহাদিগকে বলিলাম "আমি আপনাদিগকে এই সময়ে এই স্থানে এই পরামর্শের জন্য ডাকিয়াছি যে, আমি যতদুর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি উহাতে এই ফলাফল নির্ণয় করিয়াছি যে, মুহাম্মদ (সা) অতি সত্বর আমাদের উপর বিজয় লাভ করিবেন। আমরা সকলে তাঁহার সম্মুখে অতিশয় মজবুর ও অনন্যোপায় হইয়া পড়িব। অতএব, আমরা কেন সেই বিরাট বিপদের প্রেক্ষিতে পূর্বাহ্নেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করি না, যাহাতে ঠিক সময়ে আমরা অপদস্ততার শিকারে পরিণত না হইয়া পড়ি। আল্লাহ্ আমাদের উপর যে বিরাট বিপদ আপতিত করিতেছেন উহা হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আমি একটি তদবীর ও চিন্তা করিয়াছি। যদি আপনারা আমার সহিত ঐক্যমত পোষণ করেন তবে উহা বিবৃত করিতে পারি। সমবেত সকলেই বলিল "প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যতঃ কথা তো সেই রকমই দেখা যাইতেছে। আপনিই বলুন, সেই অনাগত বিপদ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে কি তদবীর চিন্তা করিয়াছেন?"

আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমরা ইথুপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গমন করি, তাহার সহিত আমাদের পূর্বেকার সম্পর্কও রহিয়াছে। আমরা তথাকার বাদশাহের ছায়াতলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করিয়া দেই। কেননা, মুহাম্মদ (সা) অনুগত হইয়া থাকার চাইতে নাজ্জাসীর রাজত্বে বাস করা হাজার গুণে শ্রেয়। সে আমাদিগকে খুবই ভাল ভাবে রাখিবে এবং ঐ স্থানে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না। যদি মুহাম্মদ (সা) আমাদের জাতির উপর বিজয় লাভ করে তবে আমরা তাঁহার আওতার বাহিরে থাকিব, সে আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি আমাদের জাতি তাঁহাকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয় তবে আমরা তখন সানন্দে ফিরিয়া আসিব।

সকল লোকই আমার মতে সমর্থন দেয় ও ইথুপিয়া গমন করিতে সম্মত হয়। উহাতে আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, যদি ইথুপিয়া যাইতে হয়, তবে বাদশাহের জন্য কিছু ভাল ভাল উপঢৌকন লইয়া চল। তাহারা বলিতে লাগিল, নিঃসন্দেহে ইহা যথার্থ। আপনি যাহা বলিবেন সেই জিনিসই উপঢৌকন স্বরূপ সঙ্গে লইয়া যাইব।

আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমাদের এই স্থানের সর্বাপেক্ষা উত্তম জিনিস হইল চামড়া, উহা সমগ্র দেশে অতি উৎসাহ ভরে খরিদ করা হয়। যদি বাদশাহের জন্য কিছু উচ্চমানের চামড়া লইয়া যাওয়া হয় তবে আশা করা যায় যে, বাদশাহ উহা পছন্দ করিবেন।

এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পরে আমি অনেকগুলি উন্নত মানের সুন্দর চামড়ার ব্যবস্থা করি এবং উহা লইয়া আমাদের কাফিলা ইথুপিয়া যাত্রা করে।

আমরা সকলে যখন ইথুপিয়া পৌঁছিয়া যাই এবং বাদশাহের হুযূরে উপঢৌকন পেশ করিবার জন্য যাইতে থাকি তখন আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমর বিন উমাইয়া যামারী (রা) শাহী প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। (তাঁহাকে হযরত

www.pathagar.com

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবলীগী পত্র দিয়া নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন যদ্দরুন তিনি মুসলিম হইয়া গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় তিনি বাদশাহের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন)। আমর বিন উমাইয়া যামারী (রা)-কে দেখিয়া আমি আমার সঙ্গীগণকে বলিলাম এ হইল আমর বিন উমাইয়া যামারী (রা)। আমি নাজ্জাশীর নিকট গিয়া তাহাকে বলিব যেন ইহাকে আমার হস্তে অর্পণ করে। যদি সে এই রূপ করে তবে আমি তাহাকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করিয়া ফেলিব। আমি যদি নিজ প্রয়াসে সফল হইতে পারি তবে কোরাইশ আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইবে। কেননা, তাহারা অনুধাবন করিবে যে, আমি মুহাম্মদের (সা) কাসিদকে খুন করিয়া তাহাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব, উহারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে।

ইহা চিন্তা করিতে করিতে আমি নাজ্জাশীর দরবারে পৌঁছি। তখন বাদশাহ আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেন ও বলিতে থাকেন "ওহে আমার বন্ধু! আমার জন্য তোমরা তোমাদের দেশ হইতে কোন উপহার আনিয়াছ কি?" আমি বলিলাম, "জী হ্যাঁ, খুবই উন্নতমানের চামড়া উপহার স্বরূপ পেশ করিবার মানসে লইয়া আসিয়াছি।" উহার পরে আমি ঐ চামড়া নাজ্জাশীর হুযূরে পেশ করিলাম। উহা দর্শন করিয়া বাদশাহ খুবই খুশী হন ও উহা পছন্দ করেন।

বাদশাহকে সন্তুষ্ট দেখিতে পাইয়া আমি নাজ্জশীর খিদমতে আরয করিলাম যে, "এই মাত্র আমি যখন হুযূরের খিদমতে হাযির হইবার উদ্দেশ্যে আগমন করিতেছিলাম তখন আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমর বিন উমাইয়া যামারী (রা) আপনার দরবার হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে এই ব্যক্তি আমাদের ঘোরতর শত্রু মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রেরিত। অন্যথায় উহার এই খানে কি প্রয়োজন। আপনি যদি তাহাকে আমার হস্তে অর্পন করেন তবে আমি আপনার প্রতি সীমাহীন অনুগৃহীত হইব ও উহাকে তৎক্ষণিকভাবে হত্যা করিয়া ফেলিব। কেননা, মুহাম্মদ (সা) আমাদের অনেক সরদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে উহার কিছুটা প্রতিশোধ হইবে।"

আমার এই অনুনয় শ্রবণ করিয়া নাজ্জাশীর খুবই ক্রোধ হয়। সে তাহার হস্ত এমন জোরে তাহার নাসিকায় মারে যে, আমি মনে করিলাম, বাদশাহ এই ব্যথায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবেন। আমি বাদশাহের এই আচরণে এবং হঠাৎ তাহার এহেন ক্রোধে এমনই সংকুচিত হইয়া পড়ি ও এমনই লজ্জা অনুভব করি যে, চিন্তা করিতে থাকি আহ! যদি মাটি দ্বিখণ্ডিত হইত, আর আমি উহাতে লুকাইতে পারিতাম!

উহার পরে আমি বাদশাহকে বড়ই আদবের সহিত বলি যে, আমি এমন ধারণা করিতে পারি নাই যে, আমার কথায় আপনার এইরূপ ক্রোধ জন্মিবে। সেমতাবস্থায় আমি কস্মিণও আপনার দরবারে এই রূপ অনুনয় পেশ করিতাম না।" যখন নাজ্জাশীর ক্রোধ হ্রাস পায় তখন তিনি আমাকে বলেন তোমার উদ্দেশ্য কি এই যে, আমি সেই ব্যক্তির কাসেদকে তোমার হস্তে অর্পন করিব যাহার নিকট সেই ফেরেশতা আসমানী বাণী লইয়া আগমন করেন যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিতেন ?

www.pathagar.com

আমি অতি বিস্ময়ের সাথে বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করি "আপনি যাহা বলিতেছেন প্রকৃত ঘটনাও কি তাহাই?" নাজ্জাশী বলেন, "আমর বিন আস! তোমার জন্য অতি পরিতাপ হয়, যদি তোমার মধ্যে সামান্য বুদ্ধিও বিদ্যমান থাকে তবে আমার কথা মানিয়া লও ও সেই নবীর আনুগত্য গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র শপথ! সে নবী (সা) সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যেমন করিয়া হযরত মূসা (আ) ফিরাউন ও তাহার বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করিয়াছেন ঠিক তেমনি করিয়া এই ব্যক্তিও নিশ্চয় তাঁহার সকল শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবেন। ঐ সময় তোমার জন্য অনুতাপ ও পরিতাপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।"

নাজ্জাশীর তাবলীগ আমার মধ্যে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আমি বাদশাহকে বলি "আমি আপনার কথা শ্রবণ করিলাম, ইহাতে আমার প্রত্যয় হইয়াছে যে, মুহাম্মদ (সা) অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। অতএব, আমি মুসলিম হইতে চাহি। আপনি কি ইসলামের উপর আমার বাইয়াত গ্রহণ করিতে পারেন?" তিনি জবাব দেন "নিশ্চয়"। ইহা বলিয়া নাজ্জাশী তাহার হস্ত প্রসারিত করেন ও আমি তাহার হস্তে ইসলামের বাইয়াত নেই। উহার পরে বাদশাহ আমার প্রতি খুবই খুশী হন ও আমাকে খুবই আদর যত্ন করেন।

নাজ্জাশীর দরবার হইতে বাহির হইয়া আমি আমার সঙ্গীদের নিকট আগমন করি। কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করি নাই। উহার পরে আমি বিশেষ করিয়া হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হস্তে বাইয়াত করিবার উদ্দেশ্যে মদীনায় যাত্রা করি।[১] পথিমধ্যে মক্কা হইতে আগত খালিদ বিন ওলীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় (ইহা মক্কা বিজয়ের ৬ মাস পূর্বের ঘটনা)। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওহে আবূ সোলাইমান কোথায় যাইবার ইচ্ছে?" তিনি বলিলেন, "আমার প্রতি এই কথা প্রতিভাত হইয়া গিয়াছে যে, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। এই জন্য আমি ইসলাম গ্রহণ করিবার মানসে মদীনা গমন করিতেছি। শেষ পর্যন্ত আমরা আর কতদিন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিব"? তাহাকে আমি বলিলাম, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাত্রা করিয়াছি।"

মদীনায় পৌঁছিয়া আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হই। প্রথমে খালিদ বিন ওলীদ সম্মুখে অগ্রসর হন ও বাইয়াত করেন। তাঁহার পরে আমি সম্মুখে অগ্রসর হই ও নিবেদন করি, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এই শর্তে আপনার হস্তে বাইয়াত করিতেছি যে, আমার পূর্বেকার সকল পাপ মোচন হইয়া যাইবে। ভবিষ্যতের জন্য আমি কিছুই বলিতেছিনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "ওহে আমর! বাইয়াত কর! ইসলাম মানুষের পূর্বতন পাপকে মোচন করিয়া দেয় এবং হিজরতও বিগত পাপসমূহকে দূর করিয়া দেয়।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর ইরশাদক্রমে আমি বাইয়াত করি।"

১. এই বর্ণনা হইতে ইহা জানা যায় না যে, তাহার সঙ্গীদের কি হইল যাহাদিগকে ইথিওপিয়ায় বসবাস করাইবার উদ্দেশ্যে আমর বিন আস সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদিগকে কি ঐ খানেই ছাড়িয়া আসেন না নিজের সঙ্গে ফেরত লইয়া আসেন।

www.pathagar.com

উসমান বিন তালহা এই দুইজনের সঙ্গে ছিলেন। এই দুই জনের ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের পরে তিনিও রাসূল (সা)-এর বাইয়াত করেন।[১]

এই বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ রহিয়াছে যে, এই তিনজন কোন বৎসর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। "খালিদ সাইফুল্লাহ্"-এর বিজ্ঞ গ্রন্থকার আল্লামা আবূ যায়িদ শালজী অনেক অনুসন্ধানের পরে এই ফলাফল বাহির করিয়াছেন যে, এই তিন জন বুযুর্গ হিজরী অষ্টম সালের ১লা সফরে মুসলিম হইয়াছেন।[২]

ইব্‌ন আসাকির তাহার ইতিহাসে যোবাইর বিন বুকার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর (রা) বিন আসকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইসলাম গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিলেন কেন, অথচ বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধ ও ধী শক্তিতে সমস্ত কোরাইশের মধ্যে আপনি অগ্রবর্তী ছিলেন? আমর (রা) বিন আল আস জবাব দেন "আমাদের জাতির নেতৃবৃন্দ এমন ছিলেন যে, তাহাদের বুদ্ধি পাহাড়ের চাইতেও অধিক ভারী ছিল। তাহারা নিজেদের জন্য যে পথ নির্ণয় করিতেন আমাদেরকেও ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় ঐ রাস্তায়ই চলিতে হইত উহা যত দুর্গমই হউক না কেন। কাজেই তাহারা যখন রাসূল (সা)-কে স্বীকার করিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন তখন আমরা কোনরূপ চিন্তা ভাবনা না করিয়াই তাহাদের অনুসরণ করি। কিন্তু যখন তাহারা চলিয়া গেলেন ও জাতির বোঝা আমাদের উপর আপতিত হয় তখনই ব্যক্তিগত ভাবে আমরা ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার অবকাশ পাই। ইহার ফলে আমাদের নিকট বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ইসলামের যথার্থতা ও সত্যতা সম্পর্কে আমাদের মনে প্রত্যয়ের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহার ফলে প্রথমতঃ আমি এই করি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে কোন বাস্তব কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিতে বিরত থাকি।

কোরাইশ যখন অনুভব করিল যে, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুতামূলক তৎপরতায় তাহাদের সহায়তা দান করিতেছি না এবং পৃথক থাকিতেছি তখন তাহারা আমার সম্পর্কে আশংকা পোষণ করে যে, সে আবার ইসলাম গ্রহণ করিয়া না থাকে। অতএব, পারস্পরিক পরামর্শের পরে, তাহারা আমার নিকট একজন লোক প্রেরণ করে, সে আমার নিকট আগমন করিয়া বলে, "ওহে আবূ আবদিল্লাহ্! তোমার জাতির ধারণা যে, তোমার ঝোঁক মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে, এই কথার কি কোন সত্যতা আছে? এই বিষয় অবহিত হওয়ার জন্য তাহারা আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছে।" আমি ঐ ব্যক্তিকে বলি, "ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!" তোমাকে সেই আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি যিনি আমাদের, তোমাদের, আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের পরবর্তীদের, মোটকথা-সকলের আল্লাহ্, "তুমি আমাকে বল যে, আমরা সত্য পথে না পারস্য ও রোম?""

সে বলে যে, আমাদেরই মাযহাব সত্য এবং আমরাই সরল পথে রহিয়াছি।"

---

১. তারীখু তাবারী, ৩য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৪১৪ "আমর বিন আল আস"- ডঃ হাসান ইবরাহীম হাসান কৃত, পৃষ্ঠা-২৮।

২. "খালিদ সাইফুল্লাহ" পৃষ্ঠা-৭৭, তারীখু মদীনা ও দামেস্ক ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮৬ এর হাওলাক্রমে।

www.pathagar.com

উহার পরে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আচ্ছা বল তো সামাজিক ও বৈষয়িক দিক হইতে আমরা ভাল অবস্থায় না রোম ও পারস্যবাসীরা?"

সে বলে "এই দিক হইতে তো রোম ও পারস্য বাসীরাই ভাল অবস্থায় আছে।" উহাতে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের হুকুমত ও রাজ্য প্রশস্ততর না রোম ও পারস্যের?" সে বলে "না, রোম ও পারস্যের হুকুমত ও রাজ্যই প্রশস্ততর।" ইহাতে আমি বলি যে, "যদি এই দুনিয়ার পরে আর কোন জীবন না থাকে তবে আমাদের মর্যাদা ও বুযুর্গী কি কাজে লাগিল। শক্তি, বল, জাঁকজমক, মর্যাদা, হুকুমত, রাজ্য সব কিছুতেই যখন রোমান ও পারস্যবাসীরা আমাদের চাইতে ভাল ও উন্নততর? এই জন্য আমার অন্তর এই সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মদের (সা) শিক্ষা যথার্থই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই দুনিয়ার পরে আর একটি বিশ্ব আছে, যেখানে ভাল ও মন্দ উভয়ের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।"

আমি ঐ ব্যক্তিকে বলি "ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার মনে সব সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে এই ধরনের ধারণা ঘোরা ফিরা করিতেছে, আমি চিন্তা করিতে থাকি যে, অধিককাল পথ ভ্রষ্টতায় পড়িয়া থাকিয়া লাভ কি? কেন মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার কথায় আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করিনা?"

হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর এই জবাব শুধুমাত্র তাঁহার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে বরং মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যে সমস্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল উহাদের মধ্যকার সকলের উপরই প্রযোজ্য। ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলাম গ্রহণ করা কালে হযরত আমর (রা)-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোরাইশের উপর মুসলিমদের বিজয় ও প্রাধান্য লাভ প্রত্যাশিত ও অবধারিত ব্যাপার। আর ইসলাম এখন শুধুমাত্র আরব উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ থাকিবেনা বরং আশে পাশের রাজ্যগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িবে। যেমন ইহা ইথুপিয়া পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে।

এতদসত্বেও আমর বিন আস (রা) সম্পর্কে ইহা বলা যায় না যে, তিনি শুধু মাত্র গৌরব ও মর্যাদা অর্জনের জন্যই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, ইসলাম গ্রহণ কালে তিনি মনস্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহার যে শক্তি ইতিপূর্বে ইসলামকে ধ্বংস ও ইহার বিরোধিতায় ব্যয় হইয়াছিল উহা ভবিষ্যতে ইসলামের শিরোন্নয়ন ও ইহার প্রচারে ব্যয়িত হইবে। তিনি শুরু হইতে নিজের জন্য একটি কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ সময় পর্যন্ত তিনি ঐ তৎপরতায় ব্যস্ত ছিলেন ও অবিরামভাবে মনে প্রাণে ইসলামের খিদমত করিতে থাকেন। তাঁহার এইরূপ প্রবল আশঙ্কা ছিল যে, আরব ও প্রতিবেশী দেশসমূহে কালিমাতুল হককে সুউচ্চকরণ ও ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখিবেন। প্রকৃতই তিনি উহা বাস্তবায়নও করিয়াছেন। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁহার এই তাবলীগী আবেগকে অনুভব করিয়াছিলেন। কাজেই কোন এক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন "অপরাপর অনেক মানুষই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু আমর (রা) ইবনুল আস ঈমান আনিয়াছে।"[১]

---

১. মিশরের ডঃ হাসান ইবরাহীম হাসান কৃত "আমর ইবনুল আস" পৃষ্ঠা-৪১।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

মক্কা বিজয় ও কোরাইশ প্রধানদের ইসলাম গ্রহণ

মক্কার কোরাইশরা হোদাইবিয়্যার চুক্তির সময় যে সমস্ত শর্ত আরোপ করিয়াছিল ঐগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দুইটি শর্ত ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যস্থিত একটি শর্তের বিষয় ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, যাহা অতি অনন্যোপায় হইয়া মক্কার কোরাইশকে ফেরত লইতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই ছিল যে, আরব কবীলাসমূহের মধ্যে যাহার ইচ্ছা সে কোরাইশের পক্ষালম্বন করিবে আর যে কবীলার খুশি সে মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষাবলম্বন করিবে। এই বিষয়ে কোন কবীলার উপর আপত্তি করা যাইবে না বা এক কবীলা অপর কবীলার উপর আক্রমণও করিতে পারিবে না। তৎসহ দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বিরতি থাকিবে। যেমন আমরা বর্ণনা করিয়াছি, এই শর্ত অনুযায়ী বনূ খাযায়া মহানবী (সা)-এর মিত্র ও বনূ বকর কোরাইশের মিত্রে পরিণত হয়।

কিছুদিন পরে কোরাইশের মিত্র কবীলা বনূ বকর মহানবী (সা)-এর মিত্র কবীলা বনূ খাযায়ার উপর আক্রমণ করে ও তাহাদের অনেক লোককে হত্যা করিয়া ফেলে। খোদ কোরাইশরাও চুক্তির কোন তোয়াক্কা করে নাই বরং বনূ বকরের সহিত মিলিত হইয়া খাযায়ার মানুষ জনকে হত্যা করে।

যেহেতু কোরাইশ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিত্র কবীলার উপর আক্রমণ করিয়া সরাসরি চুক্তির বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিল সেই হেতু মক্কাবাসীকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০,০০০ মুসলিমকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় চড়াও হন। মক্কাবাসী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুকাবিলা করিতে পারে নাই। শহর মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দখলে আসে। এই দ্বিতীয় শর্তটি কোরাইশের পক্ষে প্রথম শর্তের চাইতেও অধিক লোকসান ও ক্ষতির কারণ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। বরং এই শর্ত ভঙ্গ করিবার দরুন তাহারা নিশ্চিহ্নই হইয়া যায়। তাহাদের সকল অহংকারের পতন হয়, তাহাদের ঔদ্ধত্য বিলীন হয় ও তাহাদের সকল গর্ব নিঃশেষ হইয়া তাহাদের শহর রাসূল (সা)-এর করতলগত হয়। মক্কাবাসীর জীবন পরিপূর্ণরূপে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃপা ও অনুকম্পা নির্ভর হইয়া পড়ে। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে সকলকে ছাড়িয়া দিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে সকলকে হত্যা করিতে পারেন। এই সমস্ত ছাড়াও সর্ব বৃহৎ ক্ষতি, যদ্দরুন কোরাইশের সম্ভ্রম ও শক্তি একেবারেই বিলীন হইয়া যায় এই শর্তটির দরুন কোরাইশদেরই লোকসান হয় যে,

www.pathagar.com

শহর-পতনের পরে কোরাইশের অনেক নামী দামী সন্তান কুফরের কোল ছাড়িয়া ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়। কেননা, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, উহাতেই তাহাদের মঙ্গল ও কুশল নিহিত।

যেই স্থানে কোরাইশ কর্তৃক আরোপিত উপরোল্লিখিত দুইটি শর্ত তাহাদের জন্য দুর্বিসহ ও ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল তেমনি আবার ঐ দুইটি শর্তই মুসলিমদের পক্ষে সত্য কালিমাকে সুউচ্চ করণ, তাওহীদ প্রচার, রিসালাত ঘোষণা ও ইসলামের তাবলীগের দিক হইতে বিরাট, অতিশয় উপকারী খুবই লাভজনক ও অত্যাধিক বরকতের কারণ হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাবলী, তাহার হিকমতরাজী, তাহার মঙ্গলনির্দেশ হইল চরম বিস্ময়কর ও অতীব গুপ্ত। কেমন অভিনব পদ্ধতিতে তিনি অবস্থার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছেন যে, কোরাইশের ঐ সমস্ত প্রয়াস ও তৎপরতা যাহা তাহারা অবিরামভাবে দীর্ঘ ২১ বৎসর যাবত ইসলামের বিরুদ্ধে চালাইয়া আসিতেছিল, মুহূর্তের মধ্যে ঐ সমস্তকে ধ্বংস ও বিলীন করিয়া দিলেন। এখন বিলালের (রা) তাওহীদের ধ্বনি কা'বার আঙ্গিনা হইতে প্রশস্ত মহাকাশে গুঞ্জরণ করিতেছে এবং কা'বায় রক্ষিত ৩৬০ টি প্রতিমা নতশির হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছিল। কোরাইশের সকল বিরাট ব্যক্তিত্ব ও কুফরের ইমামরা অপদস্ত ও অবমানিত আর আল্লাহ্র নবী ও তাহার মুখলিস খাদিমগণকে আল্লাহ্ গৌরব ও মর্যাদার সিংহাসনে সমাসীন করাইয়া রাখিয়াছেন। কাফির অপদস্তুতার গর্তে নিক্ষিপ্ত আর মু'মিন গৌরব ও মর্যাদার সিংহাসনে উপবিষ্ট। যাহারা ছিল দুর্বল তাহারা জয় লাভ করিয়াছে আর যাহারা ছিল শক্তিমান তাহারা পরাভূত হইয়াছে। যেই স্থানে কাহারো পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না যে, প্রকাশ্যে আল্লাহ্র তাওহীদ ও মুহাম্মদ (সা) রিসালতের ঘোষণা দেয়, সেই স্থানে প্রতিটি গৃহ হইতে لا اله الا الله محمد رسول الله এর আওয়াজ আসিতেছে। যেই স্থানে কল্য পর্যন্ত প্রতিমার নিরঙ্কুশ দখল ছিল ঐ স্থান এখন সর্বোতভাবে তওহীদের করতল গত। যাহারা ছিল যালিম আজ তাহারা কাঁপিতেছে আর যাহারা ছিল মযলূম তাহারা হাসিমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ স্থান হইতে শয়তানকে বাহিষ্কার করা হইয়াছে আর কুদ্সীগণ সর্বস্থানের দখলদার হইয়াছেন। جاء الحق وزهق الباطل সত্য সমাগত হইয়াছে ও অসত্য বিলীন হইয়াছে। এর যে প্রাণবন্ত দৃশ্য আজ দৃশ্যমান হইয়াছে এমনটি পূর্বে কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। ঈমানের বিপক্ষে কুফর আজ যেমনভাবে পরাভূত হইয়াছে এমনটি আর কখনও হয় নাই।

ইহাই সেই মক্কা যেইস্থান হইতে আল্লাহ্র মহিমান্বিত রাসূলকে ইহার বাসিন্দারা অতিশয় অনন্যোপায় অবস্থায় বহিষ্কার করিয়াছিল, আজ সেই মক্কার প্রতিটি অহংকারীর শির আমিনার ইয়াতীমের পাদুকাতলে। ইহাই সেই শহর যেই স্থানে বিলাল (রা)-কে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে পায়ে রশি বাধিয়া রাস্তায় হেচড়ানো হইত, আর আজ সেই হাবশী দাস কা'বার ছাদে দাঁড়াইয়া হৃষ্ট চিত্তে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে আযান দিয়া অতি উচ্চ স্বরে আল্লাহ্র তাওহীদ ও মুহাম্মদ (সা) নবুয়্যতের তাবলীগ করিতেছেন। কোরাইশের সকল প্রতি প্রতিপত্তিশালীরা অনুতাপের সহিত

www.pathagar.com

উহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কাহারও মধ্যে এমন সাহস ছিল না যে, তাঁহাকে থামাইয়া দেয়। ইহাই সেই মক্কা যেই স্থানে আল্লাহ্‌র নাম লওয়াকে অতি সঙ্গীন অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু আজ সেই শহরেরই অলিতে গলিতে সর্ব দিকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত হইতেছে। ইহাই সেই শহর যেই স্থানে কাল পর্যন্ত কোন মুসলিম স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারিত না কিন্তু আজ সেই শহরের যে সকল লোকজন কুফরের নাম লইত ও প্রতিমা পূজা করিত তাহারা নিজ নিজ গৃহে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সাহায্য করিবার মত আজ কেহ নাই। এই সমস্ত অবস্থাই ছিল কোরাইশের নিজেদের তৈরী; তাহারা নিজেরা স্বহস্তে নিজেদের কবর খনন করিয়াছে।

আমরা যখন মক্কা বিজয়কে তাবলীগী ও প্রচারনী দৃষ্টিতে দেখি তখন আমরা এই বিজয়ের অবস্থানকে অতি উচ্চ, মহিমান্বিত ও সুমহান দেখিতে পাই। আর পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই যে, ইসলাম প্রচারের দিক হইতে মক্কা বিজয় ছিল একটি রুদ্ধ দ্বার যাহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাঁহার দশ হাজার কদ্দুসীসহ প্রবেশে উহা চটপট উন্মুক্ত হইয়া যায়। মানুষ অতি অধিক সংখ্যায় আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে থাকে। এমন কি সমগ্র আরব আল্লাহ্‌র তাওহীদের প্রবক্তা ও মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতের সমর্থক হইয়া যায়। কাজেই, মক্কা বিজয়ের তাৎক্ষণিক পরেই আরবের প্রতিটি অংশ হইতেই বিভিন্ন কবীলা নিজেদের উদ্যোগে আগমন করিয়া অথবা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের অঙ্গীকার করে।

স্থানীয় দৃষ্টিকোণ হইতে এই فتح مبين প্রকাশ্য বিজয় যে (তাবলীগী মূল্যায়ন বিবেচনা সাপেক্ষে) দুইটি উপকার সাধিত হইয়াছে ঃ

১. প্রথমতঃ শহর বিজয়ের তাৎক্ষণিক পরেই কাফিররা দলে দলে আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। কেননা ঃ

ক. একটি দীর্ঘ সময়ের কঠোর টানাপোড়ন এবং যুদ্ধ বিগ্রহের পরে যখন তাহারা পরিপূর্ণরূপে পরাভূত হইল এবং তাহাদের মধ্যে আর মুকাবিলার কোন শক্তি রহিল না তখন তাহাদিগকে ইচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছায়ই হউক স্বীকার করিতেই হইল যে, যদি আমাদের খোদাদের মধ্যে কোন শক্তি থাকিত তবে আমাদিগকে প্রতিটি ক্ষেত্রে অবিরাম ধারায় পরাভব স্বীকার করিতে হইত না এবং সর্বক্ষেত্রে আমাদিগকে এইভাবে অপদস্ত ও অপমানিত হইতে হইত না।

খ. কোরাইশদের শক্তি, স্বকীয়তা, মর্যাদা, সম্ভ্রম, মাযহাবগত মান সম্মানের বড়ই গর্ব ছিল। এই অবস্থা যখন অবশিষ্ট রহিল না এবং সমগ্র শহরে ইলাহী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হইল তখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করিতেই হইল।

গ. অনেক মানুষ পূর্ব হইতেই গোপনভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোরাইশদের প্রতিপত্তিশালী লোকদের ভীতি, কয়েদ ও বন্দীর কষ্টের ভয়ে নিজেদের

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু এখন যেহেতু কোরাইশ সরদারদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি অবশিষ্ট রহিল না তখন তাহারা নির্ভয় হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

উপরের তিনটি কারণে মক্কাবাসীদের উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক লোক একইদিনে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মহানবী (সা)-এর বাইয়াত করিলেন। বাইয়াতের পদ্ধতি পুরুষ ও মাহিলাদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ছিল।

তাবারী উহা এইভাবে বিশ্লেষন করিয়াছেন ঃ হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর তশরীফ রাখিতেন। তাঁহার এক ধাপ নীচে হযরত উমর বিন আল খাত্তাব (রা) উপবেশন করিতেন। তিনিই বাইয়াতের জন্য প্রত্যেককে এক এক করিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পেশ করিতেন। বাইয়াত করা কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইতেন যে, সে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের (সা) অনুসরণ করিবে ও অনুগত থাকিবে। সকল বাইয়াত গ্রহণকারীদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকারই গ্রহণ করা হয়।[১] (পুরুষদের নিকট হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এমনিভাবে বাইয়াত গ্রহণ করিতেন)।

মহিলাদের নিকট হইতে বাইয়াত লইবার দুইটি পদ্ধতি ছিল। একটি এই যে, পানি ভর্তি একটি পাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে রক্ষিত হইত। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইতেন তখন নিজের হস্ত পানিতে ডুবাইয়া উঠাইয়া লইতেন। উহার পরে বাইয়াত গ্রহণ কারিনী মহিলাগণ ঐ পানিতে হাত ডুবাইতেন। ইহার পরে শুধুমাত্র এই পদ্ধতিই প্রচলিত থাকে যে, যখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের নিকট হইতে সকল কথার অঙ্গীকার লইতেন তখন বলিতেন যে, যাও বাইয়াত হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত মহিলাগণ ইহার ব্যতিক্রম যাহাদিগকে আল্লাহ্ তাহার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন অথবা যাহারা তাঁহার মুহাররম ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন গায়ের মুহাররম মহিলার সহিত না করমর্দন করিতেন, না তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেন।

২. এহেন "সম্মিলিত বাইয়াত" ছাড়া দ্বিতীয় উপকার "একাকী বাইয়াত" হইতে সাধিত হয়। উহা এইভাবে যে, কোরাইশের সমস্ত বড় বড় সরদার, আমীর ও রয়ীস, যাহারা মক্কী জীবনে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার অনুসারীগণকে অকথ্য ক্লেশ দিয়াছে। উহার পরে মদনী জীবনীতে সর্ব প্রকারের খুনী তৎপরতা ও হত্যামূলক ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহারা এখন বিগত দিনের কুকর্মের দরুন

১. তারীখু তাবারী ৩য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৪৬।

www.pathagar.com

ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতেছিল। কেননা, তাহাদের প্রত্যয় ছিল যে, আমরা অবশ্যই গ্রেফতার হইব এবং গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে হত হইব। এই জন্য ঃ

১. কোন কোন লোক তাৎক্ষণিকভাবে পলায়ন করিয়াছিল।

২. কোন কোন লোক পালাইবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিল।

৩. কোন কোন লোক যাহারা পালাইতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা নিজ নিজ গৃহে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া ছিল।

৪. কোন কোন লোক প্রভাবশালী সাহাবা (রা)-এর সুপারিশের আশ্রয়ের সন্ধানে ছিল।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এহেন খুনী ও সাংঘাতিক ধরনের অপরাধীদের, যাহাদিগকে দুনিয়ার কোন আইন ক্ষমা করিতে পারিত না নজীর বিহীন ও বিস্ময়কর সহনশীলতা ও দয়াক্রমে ক্ষমা করিয়াছেন। ঐ ক্ষমার দরুন, যাহা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের শত্রুর ধারণাতীত ছিল কোরাইশের উপর এমনই প্রভাব বিস্তারিত হয় যে, উহাতে তাহাদের কুফর ও শিরকের অপবিত্র আকায়িদ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এবং তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ইসলামের সেই রুহানী তরবারীর সম্মুখে শির অবনত করিতেই হয় যাহা পরিপূর্ণ শক্তিতে চালিত হইয়াছে ও নিজের কার্য করিয়া গিয়াছে। নিম্নে কোরাইশ সরদারদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির আলোচনা বিবৃত করা হইতেছে। ইহাতে অবহিত হওয়া যাইবে যে, কে কে কিভাবে কোন অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

১. আবূ সুফিয়ান বিন হরব ঃ মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীগণের তালিকায় সর্ব শীর্ষে আবূ সুফিয়ান বিন হরবের নাম আসে। তিনি ছিলেন কোরাইশদের সরদার মুশরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, কোরাইশের বানিজ্য কাফিলার দলপতি, মক্কার রয়ীস, মুসলিমদের বিরুদ্ধ ও রাসূল (সা)-এর জানের শত্রু। সে নিজেও কয়েকবার বিরাট বাহিনী লইয়া মদীনায় আক্রমন করিয়াছে ও আরবের সমস্ত কবীলায় ঘুরিয়া তাহাদিগকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের শত্রুতা ও বৈরীতার জন্য ওয়াক্ফ কৃত ছিল। তাহার রগে রগে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা রক্তের ন্যায় প্রবাহিত ছিল। যে প্রথম হইতে তখন পর্যন্ত ইসলামের মূলোৎপাটন, উহার বিলোপ সাধন প্রয়াসে কোন কিছুই করিতে অবশিষ্ট রাখে নাই। সে ছিল এমন একজন মানুষ যাহার অন্তরে সর্বক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্তে ইসলাম ও মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও গোস্বার অগ্নি অতি ভীষণভাবে প্রজ্জলিত থাকিত। তাহার ইসলাম গ্রহণের কথা ইব্ন হিশাম ও তাবারী এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) যখন মক্কা বিজয়ের মানসে মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া মাররায্ যাহরান পৌঁছেন তখন আমি মনে মনে বলি যে, আফসোস! কোরাইশের

ধ্বংস এবং উহাদের নির্মূল ও বিলীন হইবার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। যদি রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তরবারীর জোরে প্রবেশ করেন তবে কোরাইশ চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। আহ্! এখন যদি আমি এমন কোন লোক পাইতাম, যে কোরাইশকে গিয়া বলিবে যে, তাহারা যেন নবী করীম (সা) কর্তৃক মক্কা আক্রমন করিবার পূর্বেই নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া নিজেদের জন্য আমান চাহিয়া লয়। আমি এহেন চিন্তায় বিভোর। রাসূল (সা)-এর সাদা ঘোড়ায় আরোহন করিয়া আরাফের ময়দানে আগমন করি। চিন্তা করিতে থাকি যে, এই সময় যদি কোন কাঠুরিয়া বা এই ধরনের কোন মক্কাগামী মানুষ পাওয়া যাইত তবে আমি তাহাকে সকল ঘটনা বলিয়া দিতাম যাহাতে সে ত্বরিতে গমন করিয়া কোরাইশকে সাবধান করিয়া দিতে পারিত। মোট কথা আমি সেই চিন্তা লইয়াই ঘুরিতেছিলাম, অকস্মাৎ আমি হাকিম বিন হায়যাম, আবূ সুফিয়ান বিন হরব ও বুদাইল বিন ওয়াকাফার আওয়াজ শুনিতে পাই। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ অবগত হইবার মানসে মক্কা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহিনীর লোকেরা নিজ নিজ তাবুর বাহিরে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রশস্ত ময়দানের সর্বক্ষেত্রে এই শিখা প্রজ্জলিত ছিল। আবূ সুফিয়ানকে আমি ইহা বলিতে শুনিতে পাই যে, "আল্লাহ্র কসম! আমি আজ পর্যন্ত কোন ময়দানে অত অধিকসংখ্যক শিখা জ্বলিতে দেখি নাই।" আমি আবূ সুফিয়ানের স্বর চিনিতে পারিয়া তাহাকে আওয়াজ দেই। "আবূ হানযালা!" সে জিজ্ঞাসা করিল আবুল ফযল? আমি বলিলাম হ্যাঁ, আবূ সুফিয়ান বলিলেন, "উত্তম হইল যে, এই অন্ধকার নিশিথে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হউক! বল খবর কি?"

আমি তাহার জবাবে বলিলাম "তুমি আগুনের এই স্তূপ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ যাহা প্রতিটি তাবুর সম্মুখে জ্বলিতেছে। ইহা মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনী, যাহা সারা ময়দানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এইবার রাসূল (সা) এমনই বিরাট প্রস্তুতি ও এমনই বিশাল বাহিনী লইয়া চড়াও হইয়াছেন যে, তোমরা কোনক্রমেই তাঁহার মুকাবিলা করিতে পারিবে না এবং নিশ্চিতই অকৃতকার্য হইবে। মুসলিমগণ সংখ্যায় হইলেন দশ হাজার। ইহাদের প্রত্যেকেই পরিপূর্ণরূপে অস্ত্রে সজ্জিত।"

আমার এই বর্ণনায় সন্ত্রস্ত হইয়া আবূ সুফিয়ান বলিলেন, ওহে আবুল ফযল! তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত। আমাকে যুক্তিপূর্ণ কোন বুদ্ধি দাও। এই বিপদ তো আকস্মিকভাবে আমাদের উপর আপতিত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম "আমি কি বলিব? আমি তো শুধুমাত্র ইহাই জানি যে যদি কোন মুসলিমদের হস্তগত হও তবে তাৎক্ষণিকভাবে নির্দ্বিধায় তোমার শিরচ্ছেদ করা হইবে। কিন্তু থাক, একবার প্রয়াস চালাতেছি, হয়তো বা তোমার শির নিরাপদ থাকিবে। অতএব তুমি আমার সঙ্গে খচ্চরে আরোহণ কর আর তোমার সঙ্গীগণকে বিদায় করিয়া দাও। আমি তোমাকে রাসূল (সা)-এর খিদমতে লইয়া চলিতেছি ও রাসূল

www.pathagar.com

(সা)-এর নিকট তোমার জন্য শান্তির আবেদন পেশ করিতেছি। যদি তুমি রাসূল (সা) পর্যন্ত নিরাপদে পৌছিতে পার আর পথিমধ্যে হত না হও তবে হয়তো আমার আবেদন ক্রমে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

ইহা শ্রবণ করিয়া আবূ সুফিয়ান আশা নিরাশায় দোদুল্যমান অবস্থায় নীরবে আমার খচ্চরে আরোহণ করেন আর তাহার উভয় সঙ্গী মক্কায় ফিরিয়া যায়। আমি উহাকে লইয়া ইসলামী বাহিনীতে আগমন করি। যেই তাবুর নিকট দিয়া গমন করি সেই জিজ্ঞাসা করে যে, কে যাইতেছে? আবার নিজেরাই আমাকে দেখিয়া বলিত "আচ্ছা রাসূলুল্লাহ্র (সা) পিতৃব্য রাসূলুল্লাহ্র (রা) খচ্চরে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন। (সাদা রংয়ের এমন সুন্দর খচ্চর অন্য কাহারও নিকট ছিল না। এবং সকল মুসলিম রাসূল (সা)-এর এই খচ্চরকে চিনিতেন)। আমরা উভয়ে যখন উমর ইবনু খাত্তাব (রা)-এর তাবুর নিকট দিয়া গমন করি তখন উমর (রা) তাৎক্ষণিকভাবে তাবু হইতে বাহির হইয়া আসেন ও আবূ সুফিয়ানকে আমার পিছনে আরোহিত দেখিতে পাইয়া বলিতে থাকেন "এই আল্লাহ্র দুশমন আবূ সুফিয়ান এই স্থানে কোথায় হইতে আসিয়া মরিল। আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, সে নিজেই আমার করতলগত হইয়াছে। এখন আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশ্যই তাহার শিরশ্ছেদ করিব। আমরা তাহার জীবন রক্ষার জন্য কোন চুক্তি করি নাই। এখন সে বাঁচিয়া কোথায় যাইতে পারিবে?" ইহা বলিতে বলিতে উমর (রা) দ্রুত গতিতে রাসূল (সা)-এর দিকে দৌড়াইয়া যান। আমিও আমার খচ্চরকে তাড়া করি, যাহাতে উমর (রা)-এর পূর্বে রাসূল (সা)-এর খিদমতে পৌছিয়া যাইতে পারি এবং পৌছিয়াও যাই। উমর (রা) ও তৎক্ষণাৎই পৌছিয়া যায় ও রাসূল (সা)-এর নিকট নিবেদন করেন– আল্লাহ্ ও রাসূলের শত্রু এই আবূ সুফিয়ান অকস্মাৎ এই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার জীবন রক্ষার কোন চুক্তি নাই। কাজেই আমাকে নির্দেশ দিন এক্ষনই ইহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলি।"

আমি বলিলাম, এমনটি হইতে পারে না। আমি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছি। আমি রাত্রিতে তাহাকে আমার সঙ্গে রাখিব। সকালের সালাতের পরে মহান হযরত (সা) ইহার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিবেন সেই অনুযায়ীই কার্য হইবে।

উহাতে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আবূ সুফিয়ানের হত্যার উপর খুব জোর দেয় ও বারংবার রাসূল (সা)-কে বলে যে, ইহাকে আমার হস্তে অর্পণ করুন। যাহাতে এখনই তাহাকে জবাই করিয়া ফেলিতে পারি।

অবশেষে বিরক্ত হইয়া আমি উমরকে (রা) বলি, উমর (রা) ক্ষান্ত হও। তুমি এইজন্য আবূ সুফিয়ানকে হত্যা করিবার উপর জোর দিতেছ যে, সে বনূ আবদি মানাফ বংশোদ্ভূত। সে যদি (তোমার বংশ) আদি বিন কা'বের অন্তর্গত হইত তবে তুমি তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিতে না।" ইহা শ্রবণ করিয়া উমর (রা) বলেন যে, আবুল ফজল (রা) এমন বলিবেন না। আল্লাহ্র কসম! যে দিন আপনি ইসলাম গ্রহণ

www.pathagar.com

করিয়াছেন সেই দিন আমার এমনই খুশী হইয়াছিল যে, আমার পিতা খাত্তাব মুসলিম হইলেও আমার এমন খুশী হইত না যতটা আপনার মুসলিম হওয়ার দরুণ হইয়াছি।"

যখন আমার ও উমরের (রা) এই কথোপকথন হইতেছিল তখন রাসূল (সা) বলেন, "আচ্ছা যাও। আমি তাহাকে রাত্রির জন্য আমান দিলাম। আর তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। সকালে পেশ করিও।"

দ্বিতীয় দিন সকালেই যখন আমি আবূ সুফিয়ানকে লইয়া রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হই তখন তিনি আবূ সুফিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলেন "আবূ সুফিয়ান। তোমার অবস্থার জন্য খুবই আফসোস হইতেছে। এমন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরেও কি তোমার নিকট এই সত্য প্রতিভাত হয় নাই যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই?"

আবূ সুফিয়ান জবাব দিলেন "আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আপনার চাইতে অধিক আত্মীয় ও স্বজনদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার মত মানুষ অন্য কেহ নহে। আপনি অতিশয় সহনশীল, অতি মহা প্রকৃতি ও অতি ভদ্র প্রকৃতির আবেগ রাখেন। এখন এই কথা আমার বুঝে আসিয়াছে যে, যদি অন্য কোন খোদা থাকিত তবে কখনও না কখনও আমাদের সহায়তা করিত ও আমাদের কাজে লাগিত।"

এখন রাসূল (সা) বলেন, "আবূ সুফিয়ান? এখনও কি এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল।" উহাতে আবূ সুফিয়ান বলিতে থাকে "আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! ইহাতে তো সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, আপনার চাইতে সহনশীল, দানশীল ও ভদ্র অন্য কেহ নহে। কিন্তু এই বিষয়ে আমার এখনও দ্বিধা রহিয়াছে যে, আপনি আল্লাহ্র নবী।"

আবূ সুফিয়ানের মুখ হইতে এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম "কেন এমন বোকা হইয়াছ? তোমার বিগত কার্যাবলীর দরুণ এখনই তোমার শিরশ্ছেদ করা হইবে। যদি নিজের জীবনের কুশল কাম্য হয় তবে এই কথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও তাহার রাসূল।"[১]

---

১. ইব্ন খালদুন বলেন যে, এই সময় হযরত আব্বাস (রা) এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "দেখ, ঐ যে উমর (রা) আসিতেছেন, শীঘ্র করিয়া কালিমা পাঠ করিয়া মুসলিম হইয়া যাও। অন্যথায় সে আসিবা মাত্র তোমার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিবে। আবূ সুফিয়ান ইহা শুনিবা মাত্রই বিচলিত হইয়া কালিমা পাঠ করিয়া মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।" (তারীখু ইবন খালদূন, দ্বিতীয় কিতাব, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫) ইব্ন খালদূনের কথা মুতাবিক যদি হযরত আব্বাস (রা) এই কথা বলিয়া থাকেন তবে উহা ছিল তাঁহার নিজের কথা, এইরূপ না কুরআনের নির্দেশ রহিয়াছে, না মহান হযরত এইরূপ কোন নির্দেশ দিয়াছেন যে, তরবারীর ভীতি অথবা জীবনের আশঙ্কা প্রদর্শন করিয়া কাহাকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হউক। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ না করিত তবে রাসূল (সা) ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক তৎপরতা দরুন অবশ্যই তাহাকে খুন করা হইত। এই সময় যদি হযরত আব্বাস (রা) না হইতেন এবং কঠোর প্রচেষ্টা ও সুপারিসের দ্বারা আবূ সুফিয়ানের জীবন রক্ষা না করিতেন তবে তাহার হত হওয়া ছিল অবধারিত। আর তাহার হত্যাও যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হইত। কিন্তু ৫২ বৎসর পরে কারবালার ময়দানে তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন ও তাহার জীবন রক্ষার প্রতিদান তাহার পৌত্র হযরত আব্বাসের ভ্রাতার পৌত্রদেরকে কি উত্তম প্রতিদান দিয়াছে? (ইসমায়ীল)

www.pathagar.com

ইহাতে আবূ সুফিয়ান বিনীত হইয়া কলিমা لا اله الا الله محمد رسول الله পাঠ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে নিবেদন করি যে, "আবূ সুফিয়ান তাহার জাতির সরদার ও অতি মর্যাদাশীল ব্যক্তি। যদি এই সময় আপনি এমন কোন নির্দেশ প্রদান করেন, যাহাতে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তবে ইহা তাহার পক্ষে বড়ই গৌরবের ব্যাপার হইবে।"

রাসূল (সা) আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যখন আমাদের বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করিবে তখন যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে চলিয়া আসিবে সে নিরাপদে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সম্বোধন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহাও বলিলেন যে, যখন সেনা বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করিতে থাকিবে তখন তুমি আবূ সুফিয়ানকে ঐ পথে কোন টিলার উপর দাঁড় করাইয়া দিবে। যাহাতে ইসলামের সামরিক শক্তি সম্পর্কে তাহার কিছু ধারণা জন্মিবে।

কাজেই আমি রাসূল (সা)-এর নির্দেশক্রমে তাহাকে যেই পথ দিয়া ইসলামী বাহিনী গমন করিবে সেই পথের একটি টিলার উপর দাঁড় করাইয়া দেই। বাহিনীর গমনকালে সে তাহাদের শান শওকত ও সংখ্যাধিক্য প্রত্যক্ষ করিয়া হতচকিত হইয়া পড়ে ও বলিতে থাকে "ওহে আবূল ফজল! আচ্ছা, ইহাদের সহিত লড়িবার ক্ষমতা ও সাহস কাহার আছে? আল্লাহ্র কসম! এখন তো তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজত্ব অনেক বিরাট হইয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম ইহা রাজত্ব ও হুকুমত নহে, বরং ইহা ঐ নবূয়্যত যদ্দরুন রাসূল (সা) এই মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।" আবূ সুফিয়ান বলেন, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ইহা নবূয়্যত।" অতঃপর আমি আবূ সুফিয়ানকে বলিলাম এখন তো তুমি ইসলামী বাহিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে। কাজেই এখন দৌড়াইয়া যাও ও তোমার জাতিকে বল যে, তোমাদের সকলের মুক্তি ইহাতেই চিহ্নিত তোমার জাতিকে বল যে, নির্দ্বিধায় অস্ত্র সংবরণ কর ও তাৎক্ষণিকভাবে রাসূল (সা)-এর আনুগত্য গ্রহণ কর। যদি কেহ মুকাবিলার খেয়াল করে তবে সকলেই মারা যাইবে, কোন একজনও বাঁচিতে পারিবেনা।"

ইহা শোনা মাত্রই আবূ সুফিয়ান দিশাহারা হইয়া দৌড়াইতে থাকে ও মক্কায় পৌঁছিয়া চিৎকার করিয়া বলে ওহে মক্কাবাসী! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করিয়াছেন এবং সঙ্গে করিয়া এমনই বিরাট বাহিনী লইয়া আসিয়াছেন যে, কোন ক্রমেই উহার মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। অতএব, তোমরা সকলে শীঘ্র করিয়া আমার গৃহে আগমন কর। কেননা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে সে নিরাপত্তা পাইবে।"

আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবা তাহার স্বামীর মুখে যখন এই কথাগুলি শুনিতে পাইল, যেহেতু সে ছিল ইসলামের ঘোরতর শত্রু কাজেই তাহার অতিশয়

www.pathagar.com

ক্রোধ হয় এবং সেই ক্রোধাবস্থায় সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আবূ সুফিয়ানের গোঁফ ধরে ও চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে "এই বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন গর্দভকে মারিয়া ফেল। সে সামান্য বাহিনী দেখিয়াই দিশাহারা হইয়া গিয়াছে।" আবূ সুফিয়ান বলিতে থাকে "ভাইসব! এই নিষ্কর্মা মহিলার ফুসলামিতে ভুলিয়া নিজেদের সর্বনাশ করিও না। বরং নীরবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য গ্রহণ কর। দেখ, যে ব্যক্তি আমার গৃহে প্রবেশ করিবে সে নিরাপত্তা পাইবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তোমার গৃহে এই রকম কতজন প্রবেশ করিতে পারিবে।" তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি নিজ গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া লইবে অথবা কা'বা গৃহে চলিয়া যাইবে সেও নিরাপত্তা পাইবে।"[১]

আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অপর একটি বর্ণনা তাবারীতেই এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, "যখন মহান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় সৈন্যাভিযান করেন, ঐ সময়েই আবূ সুফিয়ান তাহার দুইজন সঙ্গী হাকীম বিন হায্যাম ও বুদাইল বিন ওরাকাকে সঙ্গে লইয়া মাররুয যাহরানে আসেন তাহারা পূর্ব হইতে ইহা অবহিত ছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। অকস্মাৎ ইহারা ইসলামী বাহিনীতে পৌছিয়া যায়। আর যখন তাহারা প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিতে পারে তখন তাহারা তিনজনই (নিজদিগকে অসহায় ও অনন্যোপায় দেখিতে পাইয়া) রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় ও ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাইয়াত করে। বাইয়াতের পরে ঐ তিনজনকেই রাসূল (সা) কোরাইশদের নিকট প্রেরণ করেন যাহাতে তাহারা তাহাদিগকে ইসলামের দিকে ডাক দিতে পারে।[২]

২. হিন্দা বিনতু উতবা বিন রবীয়া ঃ মক্কার প্রধান রয়ীস উতবা বিন রবীয়ার কন্যা, কোরাইশের সরদার আবূ সুফিয়ান বিন হারবের স্ত্রী এবং মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাদশাহ হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর জননী ছিল। তাহার পিতা উতবা মুসলিমদের ঘোরতর শত্রু ও বদরের যুদ্ধে কোরাইশের প্রধান সেনাপতি ছিল। সর্বপ্রথম সেই তাহার ভ্রাতা শায়বা ও পুত্র ওলীদকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং তিনজনই হযরত হামযা (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর হস্তে নিহত হয়। হিন্দা পূর্ব হইতেই ইসলামের শত্রু ছিল। (এই শত্রুতা সে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিল)। কিন্তু পিতা ও ভ্রাতার হত্যার পরে তাহার শত্রুতার সীমা ছিল না। সে কসম করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা ও ভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে না পারিব ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে বসিব না। উহুদের যুদ্ধে সে তাহার পিতার হন্তা হযরত হামযা (রা)-কে হত্যা করিবার জন্য ওহশী নামক দাসকে নিযুক্ত করে এবং শাহাদতের পরে তাঁহার কলিজা বাহির করিয়া চিবায় কিন্তু গিলিতে পারে নাই।

১. সীরাতু ইবন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪০১, তারীখু তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৩৫।
২. তারীখু তাবারী, ৩য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৩৯।

www.pathagar.com

এই জন্যই হিন্দা "কলিজাখোর" নামে খ্যাত হয়। সে অতি হিংস্র, যালিমা, নির্দয়া, সাহসীনী ও স্পষ্ট ভাষিনী মহিলা ছিল। যখন মক্কা বিজয় হয় এবং স্বামী ও মুসলিম হইয়া যায় তখন সে তাহার মঙ্গল ও কুশল ইহাতেই নিহিত দেখিতে পায় যে, মুসলিম হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার প্রবল আশঙ্কা ছিল যে, যদি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই কেহ আমাকে দেখিতে পায় তবে তৎক্ষণাৎই হত্যা করিয়া ফেলিবে। এই জন্য মহিলাদের ভিড়ের মধ্যে মুখে নেকাব দিয়া চলিয়া আসে, যাহাতে কেহ চিনিতে না পারে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহার মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তাবারী উহা এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

যখন (মক্কা বিজয়ের পরে) কোরাইশের মহিলাগণ বাইয়াত নেওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করে তখন উহাদের মধ্যে হিন্দা বিনতু উতবাও ছিল। সে তাহার ঐ আচরণের দরুণ যাহা সে রাসূল (সা)-এর পিতৃব্য হযরত হামযার (রা) লাশের সাথে উহুদে করিয়াছিল নিজের চেহারা একটি নেকাব দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তাহার এই বিষয়ে প্রত্যয় ছিল যে, যদি আমাকে চিনা যায় তবে নিশ্চিতই রাসূল (সা) আমাকে গ্রেফতার ও হত্যা করার নির্দেশ দিবেন। যখন সকল মহিলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে বাইয়তের উদ্দেশ্যে আগমন করে তখন তাহাদের মধ্যে হিন্দাও ছিল। রাসূল (সা) সেই মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "অঙ্গীকার সহকারে আমার বাইয়াত কর যে, আগামীতে এক আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক ও সমকক্ষ বানাইবে না। উহাতে হিন্দা সম্মুখে অগ্রসর হয় ও বলে, "আপনি আমাদের নিকট হইতে এমন কথার অঙ্গীকার লইতেছেন, যে সম্বন্ধে পুরুষদের নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার গ্রহণ করেন নাই। যাই হউক আমরা ঐরূপ অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন এই কথার অঙ্গীকার কর যে, আগামীতে কখনও চৌর্যবৃত্তি করিবে না।

হিন্দা ঃ আমি আমার স্বামীর সম্পদ হইতে কখনও কখনও কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া থাকি। (কেননা, সে অতিশয় কৃপণ ও বখীল), না জানি উহা বৈধ কিনা?

ঘটনাক্রমে সেই সময় আবূ সুফিয়ানও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "তুই এখন পর্যন্ত আমার সম্পদ হইতে যাহা কিছু চুরি করিয়াছিস উহা আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।"

আবূ সুফিয়ানের (রা) এই কথা বলায় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় ও জানা যায় যে, যে মহিলা সম্মুখবর্তী না হইয়া কথার প্যাঁচ করিতেছে ও মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত দুঃসাহসিকতার সহিত কথা বলিতেছে সে হইল আবূ সুফিয়ানের (রা) স্ত্রী। এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূল (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কি হিন্দা বিনতু উতবা?"

এখন যখন সব কিছু প্রকাশ হইয়া গিয়াছে তখন সে কি করিয়া অস্বীকৃত হইতে পারে। কাজেই বলিতে লাগিল, জী হ্যাঁ, আমি হিন্দা বিনতু উতবা। "আপনি আমার

www.pathagar.com

অপরাধ রাজী ক্ষমা করুন, আল্লাহ্ আপনার অপরাধ রাজী ক্ষমা করিবেন" (এই বারও হিন্দা তাহার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন হইতে বিরত হয় নাই)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ আচ্ছা, এই অঙ্গীকার কর যে, আগামীতে কখনও যিনা করিবে না।

যদিও রাসূল (সা)-এর সম্বোধন ছিল সার্বজনীন আর সার্বজনীন সম্বোধন সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের ক্ষেত্রে একই রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও হিন্দার মুখ নীরব থাকিতে পারে নাই। আর সে খুবই দুঃসাহসিকতার সহিত বলে "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন সম্ভ্রান্তা মহিলাও কি যিনা করিতে পারে?"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ এই কথার অঙ্গীকার কর যে, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করিবে না। যদিও রাসূল (সা)-এর ইঙ্গিত ছিল আরবের সেই লজ্জাজনক প্রচলনের দিকে, যাহা ছিল এই যে, মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে মারিয়া ফেলা হইত। কিন্তু হিন্দা উহাতেও আপত্তির দিক বাহির করিয়া ফেলিল ও অতি দুঃসাহসিকতার সহিত বলিল ঃ

ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا فانت وهم اعلم

(অর্থাৎ আমরা আমাদের শিশুদেরকে শিশুকালে প্রতিপালন করিয়াছি আর যখন তাহারা বড় হইয়াছে তখন আপনি বদরের যুদ্ধে উহাদিগকে মারিয়াছেন। এখন উহা তাহারা ও আপনি বুঝিবেন)।

যদিও এই জবাবও ছিল অতি মাত্রায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ভ্রান্ত তথাপি রাসূল (সা) অতিশয় সহনশীলতার সহিত নীরবতা অবলম্বন করেন ও তাহাকে কোন অনুযোগ করেন নাই। উহার পরে বলেন, "আর এই কথার ও অঙ্গীকার কর যে, কোন মানুষের প্রতি অযথা অভিযোগ আরোপ করিবে না।"

ইহাতেও হিন্দা বলিয়া উঠে যে, কাহারও প্রতি অযথা অভিযোগ ও মিথ্যা আরোপ করা অতিশয় হীনকার্য। কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্তা মহিলা কি কখনও এই ধরনের অশিষ্ট আচরণ করিতে পারে?"

এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাবকেও রাসূল (সা) ক্ষমা করিয়া দেন ও তাহার কথায় কান না দিয়া সর্বশেষে বলেন, এই কথার অঙ্গীকার কর যে, কোন কথায় আমার কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করিবে না এবং পরিপূর্ণ রূপে আমার আনুগত্য গ্রহণ করিবে।"

এই অতি সরল কথার মধ্যেও হিন্দা আপত্তি উত্থাপন করাকে নিজের দায়িত্ব বলিয়া মনে করে ও বলিতে থাকে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা এই সময় এই স্থানে এইজন্য আগমন করি নাই যে, কোন ভাল কথায় আপনার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করিব। আপনি যে আদেশই প্রদান করুন আমরা উহা মান্য করিব।" ইহার পরে রাসূল (সা) হযরত উমর (রা)-কে নির্দেশ দেন যে, "ইহাদের বাইয়াত গ্রহণ কর।"[১]

১. তারীখু তাবারী, ৩য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৪৫।

www.pathagar.com

৩. ইকরামা বিন আবী জাহেল ঃ আবূ জাহেল ছিল ইসলামের কুখ্যাততম ও কঠোরতম শত্রু। সে বদরের যুদ্ধে মারা যায়। ইকরামা ছিল তাহারই সন্তান। আর সেও ইসলামের প্রতি শত্রুতায় পিতার চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না। প্রতিটি সংঘর্ষ ও প্রতিটি যুদ্ধে আগ্রহ ও আবেগ সহকারে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। এবং ইসলামের প্রতি শত্রুতা সাধনে কোন কিছু করিতেই বাকী রাখে নাই। এই ব্যক্তিই ওহুদের যুদ্ধে তাহার বন্ধু খালিদ বিন ওলীদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ পরিচালনা করিয়া তাহাদের পক্ষে ভীষণ লোকসানের কারণ হইয়াছিল। সেই আবূ সুফিয়ানকে বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণে উত্তেজিত করিয়াছিল। সেই বারংবার আরবের বিভিন্ন কবীলাকে উত্তেজিত করিয়া রাসূল (সা) বিরুদ্ধে মুকাবিলায় নামাইয়া ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় যদিও মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য ছিল আর মক্কার কাফিরদের সাফল্যের কোন পথই ছিল না তাহা সত্ত্বেও সে তাহার নিজস্ব কয়েকজন লোক সঙ্গে লাইয়া মুসলিমদের মুকাবিলা করে। মোট কথা বদরের যুদ্ধ হইতে মক্কা বিজয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে এবং ইসলাম, রাসূল (সা) ও মুসলিমদের ঘোরতর শত্রু পরিণত হইয়া থাকে। তাহার বিগত আমলনামা এমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এই পরিমাণ পঙ্কিল ছিল যে, মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, ইকরামাকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেইখানেই হত্যা করিয়া ফেলিবে। কাজেই তাহার পক্ষে ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না যে, পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষার প্রয়াস পাইবে। অতএব, সেও তাহার কতিপয় বন্ধুসহকারে পালাইবার উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে রওনা হইয়া যায়।

তাহার পালাইবার পরে তদীয় পত্নী উম্মু হাকীম (রা) বিনতু হারিস যিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন রাসূল (সা)-এর খিদমতে তাহার জীবন রক্ষার সুপারিশ পেশ করেন। আর সেই রাহমাতুল লিল আলামীন (সা) উহার কঠোর ও ভীষণ কুকার্য সত্ত্বেও তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। স্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে তাহার খোঁজে বাহির হন এবং ইয়ামন হইতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া মক্কায় লইয়া আসেন। সে যখন মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয় তখন অতিশয় লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিল। তখনও তাহার প্রত্যয় হইতেছিল না যে, আমার ন্যায় বিঘোষিত অপরাধিকে নবুয়্যতের দরবার হইতে ক্ষমা প্রদর্শন করা হইতে পারে। কিন্তু রাহমাতুল লিল আলামীনের (সা) করুণা, অনুকম্পা, প্রীতি ও স্নেহের মাত্রা ছিল অপরিসীম। অকস্মাৎ যখনই ইকরামাকে সম্মুখ হইতে আগত দেখিতে পান তখন [১] مرحبا بالراكب المهاجر বলিয়া হাসিমুখে তাহার দিকে অগ্রসর হন ও সম্মানের সাথে নিজের নিকটে উপবিষ্ট করান।[২]

---

১. অর্থাৎ হে পরদেশী মুসাফির, তোমার আগমন শুভ হউক।

২. হযরত ইমাম মালিক তৎকৃত কিতাব মুয়াত্তাতে এই ঘটনা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন "উম্মু হাকীম (রা) বিনতু হারিস ইব্‌ন হিশাম ইকরামা বিন আবী জেহেলের স্ত্রী ছিলেন। তিনি মক্কা

www.pathagar.com

এখনও ইকরামার নিজের জীবন রক্ষার আশা ছিল না। সে এই ধারণাই পোষণ করেছিল যে, এই সমস্ত সাদর আপ্যায়ন সবই হত্যার ভূমিকা মাত্র। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসাই করিল উম্মু হাকীম আমাকে জোর করিয়া আপনার সমীপে লইয়া আসিয়াছে। তাহার বর্ণনা হইল যে, আপনি নিজ কৃপা ও ক্ষমা দ্বারা অনুকম্পা বশতঃ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। এই সব সত্য ও যথার্থ?" রাসূল (সা) পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততার সহিত জবাব দান করেন "হ্যাঁ, ইকরামা! নিশ্চিতই আমি তোমাকে নিরাপত্তা দান করিয়াছি। কিন্তু এখনও কি সেই সময় আগত হয় নাই যে, তুমি আল্লাহ্র একত্ব ও আমার রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

সেই উচ্চ পর্যায়ের সুন্দর আচরণ ইকরামার অন্তরে এমনই প্রভাব সৃষ্টি করে যাহার কোন মাত্রা নাই। অতিশয় লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া রাখে ও দৃষ্টি নীচে নিবদ্ধ রাখিয়া রাসূল (সা)-এর জবাবে বলিতে থাকে, আমি সাক্ষী দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই, না তাহার কোন শরীক আছে। আপনি তাহার বান্দাহ ও তাহার রাসূল। আর সকলের চাইতে অধিক নেক, সর্বাপেক্ষা সত্য, ওয়াদা পূরণকারী ও সর্বাধিক চুক্তি পালনকারী। আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি ও আপনার নবুয়্যতকে সমর্থন করিতেছি।

ইসলাম গ্রহণকালে তাহার পূর্বেকার সকল মন্দ কার্যাবলী ও সমস্ত কুকর্ম তাহার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত ছিল। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপক্ষে যত কঠিন হইতে কঠিনতর শত্রুতা করিয়াছিল সবকিছু মানস পর্বে ভাসিয়া উঠিল। তখন ইকরামা ঐ সমস্তের প্রতি ধ্যান করিয়া কাঁপিতে থাকে এবং এই ভাষায় নিজের পাপ বাণী, কুকর্মসমূহ ও বিরাট অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একাধিক সময়ে আপনার সহিত অতি মাত্রায় শত্রুতা ও বৈরীতা প্রদর্শন করিয়াছি। একাধিকবার আপনার বিরুদ্ধে সৈন্যাভিযান পরিচালনা করিয়াছি। উহুদে আপনাকে কঠিন কষ্টে আপতিত করিয়াছি। আমি একাধিকবার মুসলিমদের বিপক্ষে লড়াই করিতে ও তাহাদিগকে হত্যা করিতে আমার অশ্বকে দৌড়াইয়াছি এবং অনেকবার আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করিয়াছি। আমি এহেন তৎপরতায় লিপ্ত থাকিয়া ঘোরতর পাপ করিয়াছি। আপনি আমার কুকর্ম মার্জনার জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া প্রার্থনা করুন।" উহাতে রাসূল (সা) তাহার মার্জনার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

(পূর্ব পৃষ্ঠার চলমান টীকা) ঃ বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার স্বামী ইকরামা মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া ইয়ামন চলিয়া গিয়াছিল। উম্মু হাকীম ইয়ামন গমন করেন ও ঐ স্থানে পৌছিয়া তদীয় স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাহাকে ইসলামের তাবলীগ করেন। উহাতে সে মুসলিম হইয়া যায় ও স্ত্রীর সহিত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। যখন উম্মু হাকীম তাহাকে রাসূল (সা)-এর খিদমতে লইয়া আনে ও রাসূল (সা)-এর দৃষ্টি তাহার প্রতি আপতিত হয় তখন রাসূল (সা) আনন্দের আবেগে তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া পড়েন এবং এমনই দ্রুত ইকরামার দিকে অগ্রসর হন যে, তখন মুবারক দেহে চাদরও ছিল না। অতঃপর রাসূল (সা) তাহার বাইয়াত গ্রহণ করেন।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুন নিকাহ)।

www.pathagar.com

ইহার পরে ইকরামা নবী করীম (সা)-এর সমীপে নিবেদন করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পক্ষে যে জিনিস সর্বাপেক্ষা উত্তম, মঙ্গলজনক ও উপকারী ঐগুলি আমাকে প্রশিক্ষণ দিন।"

রাসূল (সা) উত্তরে ইরশাদ করেন ইকরামা (রা), তোমার পক্ষে সর্বাধিক উপকারী কথা এই যে, তুমি আল্লাহ্ পাকের একত্ব, নিজের দাসত্ব ও আমার রিসালতে অন্তরের অন্তস্থল হইতে বিশ্বাস স্থাপন কর ও ঐ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থাক। এই জিনিসই দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার কাজে আসিবে, যদি তুমি উহাতে সুদৃঢ় থাক।" এহেন প্রনিধানযোগ্য নসীহতে প্রভাবান্বিত হইয়া ইকরামা (রা) রাসূল (সা)-কে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আর আপনি আমার সেই অঙ্গীকারে সাক্ষী থাকুন যে, এই পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও মানুষকে সত্য পথ হইতে বিপথগামী করিবার উদ্দেশ্যে যত টাকা পয়সা খরচ করিয়াছি এখন উহার দ্বিগুণ ইসলাম প্রচার ও কালিমাতুল হক-এর দাওয়াতের নিমিত্তে খরচ করিব। অধিকন্তু এখন পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে যত লড়াই আমি করিয়াছি আগামীতে কুফরের বিরুদ্ধে উহার দ্বিগুণ লড়াই লড়িব, যতদিন পর্যন্ত সর্বত্র সত্যের জ্যোতি ছড়াইয়া না পড়ে।" ইহা যথার্থ যে, ইকরামা (রা) যাহা কিছু মুখে বলিয়াছিলেন উহা বাস্তবে করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন হৃদ্যতার সহিত সত্যের প্রচার ও সত্যের শত্রুদের মুকাবিলা করিতে থাকেন।[১]

৪. সাফওয়ান বিন উমাইয়া ঃ ইসলামের ঘোরতর শত্রুদের মধ্যে উমাইয়া বিন খালফের অবস্থান সর্বোচ্চ। রাসূল (সা)-এর মুয়ায্যিন হযরত বিলাল (রা) সেই উমাইয়ার দাস ছিলেন। তাঁহাকে ইসলাম হইতে ফিরাইবার জন্য এমনই কঠোর দণ্ড প্রদান করিত যে, উহার অবস্থা পাঠ করিলে দেহের লোম খাড়া হইয়া যায়, বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করিবার মানসে তাহার বংশের সকলকে লইয়া বাহির হয় ও মারা যায়। সাফওয়ান ছিল সেই উমাইয়ারই পুত্র। পিতার ন্যায় সেও ইসলামের বৈরীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছিল। সে তাহার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে খোদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুন করিবার উদ্দেশ্যে উমাইর বিন ওহাবকে মদীনায় প্রেরণ করে। কিন্তু সে তথায় পৌছিয়া নিজেই রাসূল (সা)-এর দয়া ও করুণার তরবারীতে হত হইয়া যায় ও ইসলামের আহ্বায়ক হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে।

এই ষড়যন্ত্র বিফল হইলে, সাফওয়ান আবূ সুফিয়ানকে বদরে নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। ইহার ফল উহুদের যুদ্ধরূপে দেখা দেয়। মোট কথা, এই ব্যক্তি ইসলামের সহিত শত্রুতা ও বৈরীতে সব সময় অগ্রপথিক ছিল। মক্কা বিজয় হইলে জিদ্দায় পালাইয়া যায়। তাহার পুরাতন বন্ধু উমাইর (রা) বিন ওহাব রাসূল (সা)-এর নিকট নিবেদন পেশ করে যে, মক্কার সরদার সাফওয়ান জীবন ভয়ে পালাইয়া গিয়াছে,

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা- ৪০৬।

www.pathagar.com

তাহার জীবন রক্ষার সুপারিশ করিতেছি। রাসূল (সা) স্বভাব অনুযায়ী অতিশয় উন্মুক্ত হৃদয়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। উমাইর (রা) জিদ্দা গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া মক্কা লইয়া আসেন ও রাসূল (সা)-এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি তাহাকে ইসলামের তাবলীগ করিলে সে বলিতে থাকে যে, রাসূল (সা) চিন্তা করিবার জন্য দুই মাসের অবকাশ দিন। রাসূল (সা) বলিলেন, "দুই মাসের নহে বরং তোমাকে চারি মাসের অবকাশ দেওয়া হইল। যাও, চিন্তা কর, বুঝ, ভাবিয়া দেখ।" কিন্তু এহেন নযীর বিহীন ক্ষমা, মার্জনা, কোমলতা ও প্রীতির পরেও সাফওয়ান তাহার নিজ মাযহাবে দৃঢ় থাকে। তবে পূর্বের ন্যায় ইসলামের প্রতি বৈরীভাব ছিল না। ক্রমান্বয়ে তাহার অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকিতে থাকে এবং তায়িফের যুদ্ধের পরে যথারীতি বাইয়াত করিয়া খাদিমদের গণ্ডিভূত হয়। রাসূল (সা) তাহার কুফরী অবস্থাতেও তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেন। কাজেই হোনাইনের গনীমতের মাল হইতে তাহাকেও একশত উষ্ট্র দান করিয়াছিলেন।[১]

৫. সুহাইল বিন আমর ঃ আবূ ইয়াযীদ সুহাইল বিন আমর মক্কার বিশিষ্ট লোকদের অন্যতম ছিল। তাবলীগের শুরুতে যখন তাহার দুইজন যুবক ও প্রাজ্ঞ সন্তান আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবূ জান্দল (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হইতেই তাহার ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। সুহাইল সেই দুই জনের উপর মাত্রাতিরিক্ত নিপীড়ন চালায়। তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত রাখে, চাবুক দ্বারা পিটায়, হাতকড়ি ও বেড়ী লাগাইয়া বন্দী করিয়া রাখে। কিন্তু কোন প্রকারের নিপীড়ন ও কঠোরতাই তাহাদিগকে ইসলাম বিমুখ করিতে পারে নাই। ইসলামের শত্রুতায় এই ব্যক্তি বদ্ধ পাগল হইয়া যায়। সব সময় এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত যে, কি করিয়া মুসলমানদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। কি প্রকারে ইসলামকে দুনিয়া হইতে বিলীন করিয়া দিব। কি করিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ করিব। যেহেতু সে ছিল উচ্চ পর্যায়ের বক্তা সেইহেতু ইসলামের বিপক্ষে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিত, মানুষ আগ্রহসহকারে উহা শ্রবণ করিত ও উহাতে প্রভাবিত হইত। তাহার বক্তৃতায় রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে অগ্নি উদ্গীরণ করিত। উহাতে মানুষের মধ্যে অতিশয় উত্তেজনার সৃষ্টি হইত। মোটকথা দিবা রাত্র ও সকাল বিকাল ইহাতেই ব্যস্ত থাকিত। ইহাতেই সে আনন্দ পাইত। সে বদরের যুদ্ধে গ্রেফতার হয়। হযরত উমর (রা) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দিলেন যে, ইহার সম্মুখের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক যাহাতে আগামীতে সে ভালভাবে বক্তৃতা করিতে না পারে। কিন্তু রহমত আলম উহা পছন্দ করেন নাই। বরং এহেন ঘোরতর কলহ সৃষ্টিকারী শত্রুকে মামুলী ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্তি দিয়া দেন। কিন্তু এহেন অনুকম্পা ও সদাচারের পরেও সে দুষ্টামী ও কদর্জতা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই বরং নিজের পূর্বাবস্থায় বহাল থাকে।

১. সীরাতুস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৬।

www.pathagar.com

হোদায়বিয়্যার চুক্তির সময় কাফিরদের পক্ষে চুক্তির কমিশনারও ছিল সে। এবং সেই মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র নামের সহিত রাসূলুল্লাহ্ শব্দ লিপিবদ্ধ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল।

মক্কা বিজয়ের সময়ে যে সমস্ত লোক মুসলিম বাহিনীর সহিত মুকাবিলা করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সে ছিল অন্যতম। কিন্তু যখন মক্কা বিজয় হইয়া যায় তখন সে খুবই বিচলিত হইয়া পড়ে যে, এখন কি করিব ও কিভাবে নিজের জীবন রক্ষা করিব। শেষ পর্যন্ত সে গৃহে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকে ও তাহার পুত্র আবূ জানদাল (রা)-কে বলিয়া পাঠায় যে, আমি তোমার পিতা, মুসলিমদের প্রতিটা শিশু পর্যন্ত আমার নামের শত্রু। যে কোন সময় একটু খানি বাহির হইলে তৎক্ষণাৎই নিহত হইব। যেইভাবেই সম্ভব হউক, মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট হইতে তুমি আমার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর।"

ইনিই সেই আবূ জানদাল (রা) যাহাকে শুধুমাত্র মুসলিম হইয়া যাওয়ার অপরাধে সে উনিশ বৎসর পর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। আর বন্দী অবস্থায় এমন কোন নির্যাতন ছিল না যাহা সে তাহাকে করে নাই। কিন্তু ইহা ছিল সবিশেষ ইসলামী শিক্ষার প্রভাব যে, পুত্র বিগত দিনের সকল উৎপীড়ন নিপীড়নের কথা ভুলিয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে নিবেদন করেন যে, "আমার পিতাকে ক্ষমা ভিক্ষা দিন।" এই স্থানে সর্বদা করুণা কৃপার সাগর ঢেউ খেলিতে থাকিত। ইরশাদ হইল, "যাও ক্ষমা করিয়া দিলাম। সে নির্ভয় হইয়া গৃহ হইতে বাহির হউক। কেহ তাহাকে কিছু বলিবে না।"

পুত্র গিয়া পিতাকে এই সুসংবাদ প্রদান করিলেন, সে হতভম্ব হইয়া পড়িল ও অবচেতনভাবেই তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল মুহাম্মদ (সা) যৌবনেও নেক ছিলেন আর এখন বার্ধক্যেও নেক আছেন।"

এতদসত্বেও অন্তরে কুফরীর ঋং এমন পুরো হইয়া লাগিয়াছিল যে, উহা বিদূরিত হইতে কিছু সময় লাগিল এবং হোনাইনের যুদ্ধের পরে ইসলামের এই ঘোরতর শত্রু ইসলামের মুসলিম খাদিমে পরিণত হইল। অতঃপর ইসলামের সাহায্য সহযোগিতা ও উহার প্রচার ও তবলীগে নিজের দেহ, মন, সম্পদ সবকিছু উৎসর্গ করিয়া ছিল।

রাসূল (সা)-এর পরে যখন আরবে ইরতিদাদের (ধর্ম ত্যাগ) ফিতনা ব্যাপকতা অর্জন করে এবং মক্কার লোক কিছুটা দুদোল্যমান হইয়া পড়ে, তখন এই সুহাইল (রা)-ই তাহাদিগকে জমায়েত করিয়া এক মহান ভাষণ দান করেন ও বলেন, "তোমরা সকলের শেষে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, কাজেই সকলের পূর্বে উহা পরিত্যাগকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। স্মরণ রাখিও ও ভালভাবে কান খুলিয়া শ্রবণ কর যে, তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ইরতিদাদ (ধর্ম ত্যাগ) করিবে আমি বিনা দ্বিধায় তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিব।" সেই ভাষণের ফলে মক্কা ইরতিদাদের প্রবল প্রবাহ হইতে মুক্ত থাকে।[১]

---

১. সিয়ারুস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৩-১০০।

www.pathagar.com

৬. আবূ সুফিয়ান বিন হারিস ঃ আবূ সুফিয়ান ছিল কুনিয়ত, নাম ছিল মুগীরা, হারিস বিন আবদিল মুত্তালিব ছিল তাহার পিতা। পিতৃব্যপুত্র হওয়ার দরুণ রাসূল (সা) ও তাহার মধ্যে খুবই ভাব ও সখ্যতা ছিল। কিন্তু রাসূল (সা)-এর নবূয়্যত সম্পদ প্রাপ্তির পর অকস্মাৎই এই সখ্যতা কঠোর শত্রুতা ও বৈরীতায় পর্যবসিত হইয়া যায়। তাহাকে অপদস্ত ও অবমাননা করিবার ক্ষেত্রে আবূ সুফিয়ান কোন কাজই করিতে ছাড়ে নাই। সে রাসূল (সা)-এর প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও ঘৃণা পোষণকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে।[১] অলিতে গলিতে ও বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার দুর্নাম করিত। মোট কথা, মক্কা জীবনের ১৩টি বৎসরের মধ্যে একটি দিনও এমন যায় নাই যে, তাহার মুখ রাসূল (সা)-কে গালি দিতে ও মন্দ বলা হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে। মদনী জীবনে এমন কোন যুদ্ধ হয় নাই যাহাতে সে কাফির বাহিনীর অগ্রভাগে না রহিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে এমন কোন ষড়যন্ত্র হয় নাই যাহাতে সে অংশগ্রহণ করিয়া তাহার ঘোরতর ইসলাম বৈরীতার প্রমাণ না দিয়াছে। মোটকথা, তাহার মুখ ২১ বৎসর পর্যন্ত মহান রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কাঁচির মত চলিয়াছে এবং যন্ত্রের ন্যায় হাত পা রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে তৎপর রহিয়াছে। কিন্তু যখন শুনিল যে, রাসূল (সা) মক্কায় আগ্রাসন করিতেছেন তখন হাত-পা ফুলিয়া যায় ও সর্বপ্রকারের বাগ্মিতা স্তব্ধ হইয়া যায়। স্ত্রীকে বলে যে, মুহাম্মদ (সা) আসিতেছেন, ইহাতে তোমার মঙ্গল যে, এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পালাইয়া চলিয়া যাই, অন্যথায় জীবননাশ অবধারিত।"

সৎ, নেক ও বুদ্ধিমতী স্ত্রী জবাব দিল "আরব ও আজম মুহাম্মদ (সা)-এর অনুগত ও অনুসারী হইতে যাইতেছে আর তুমি এখন পর্যন্ত পুরাতন ঘৃণা ও ঈর্ষায় বদ্ধপরিকর রহিয়াছে। অথচ অন্যের তুলনায় তোমার উপর মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান অধিকতর বাঞ্ছনীয়।"

কথা হইল সময় ও সুযোগের। স্ত্রী এই নসীহত এমনই হৃদ্যতা ও এমনই সুযোগমত করিয়াছে যে, ইহা আবূ সুফিয়ানের মনে ধরে ও প্রভাব সৃষ্টি করে। সে চিন্তা করে যে, স্ত্রী তো ঠিক কথাই বলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিরোধীতাই কতদিন, আর শত্রুতা কত সময় থাকিবে। আমরা সর্বপ্রকারে জোর দিয়াছি কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর কাজ ও তাঁহার তাবলীগ ক্রমে ক্রমেই উন্নতি লাভ করিয়াছে আর আমাদের সকল প্রয়াস প্রচেষ্টা তাঁহার বিপক্ষে অসফল হইয়াছে। যদি আমাদের খোদাদের কোন ক্ষমতা ও আমাদের মাবূদদের কোন শক্তি থাকিত তবে অল্প বিস্তর কৃতকার্যতাও অবশ্যই অর্জিত হইত। স্ত্রী ঠিকই বলিয়াছে যে, আরব ও আজম তাহার সত্য অনুগত হইতেছে। শেষ পর্যন্ত কোন না কোন কথা তো আছে যে জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর উন্নতি হইতেছে। তবে কেন মুহাম্মাদ (সা)-এর আনুগত্য গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করি না।

---

১. আল মুসতাদরিকু লিল হাকিম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৮।

www.pathagar.com

এইরূপ চিন্তা করিয়া আবূ সুফিয়ান ধারণা করিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় পৌঁছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে সাক্ষাত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিরাপত্তা চাহিয়া লই। সেই উদ্দেশ্যে নিজের এক অল্প বয়স্ক পুত্র জা'ফর ও বন্ধু আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া বিন মুগীরাকে সঙ্গে লইয়া রাসূল (সা)-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। রাসূল (সা) তাঁহার বাহিনী সঙ্গে করিয়া মাকানীকুল উক্কাব (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। আর ইহারা ঐ স্থানে পৌঁছিয়া যায়।

আবূ সুফিয়ান পুত্র ও বন্ধুকে এক জায়গায় বসাইয়া রাখে ও নিজে ইসলামী বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া যায় ও অকস্মাৎ সম্মুখে আগমন করে।

যখনই রাসূল (সা)-এর দৃষ্টি তাহার উপর আপতিত হয় তখন যেহেতু তাহার বিগত ২১ বৎসরের অবিরাম কুকর্ম, মন্দাচার ও গালিগালাজের দরুন রাসূল (সা)-এর অন্তর তাহার প্রতি বিরূপ ছিল এবং তিনি তাহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতেছিলেন। কাজেই তিনি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন। আর তাহার সহিত কথা বলেন নাই বা তাহার সালামের জবাব দেন নাই। আবূ সুফিয়ান অপর দিকে গেলে তিনি অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া ফেলেন ও কথা বলেন নাই।[১]

মহানবী (সা)-এর সমগ্র মক্কী ও মদনী জীবনে একমাত্র এই ঘটনার অবতারণা হয় যে, তিনি তদীয় বিরুদ্ধাচারীর সহিত এমন আচরণ করিয়াছেন। অন্যথায় সর্বদাই এমন হইয়াছে যে, কঠোর হইতে কঠোরতর হত্যাকারী ও খুনী শত্রু ও যখন তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছে ও করুণা ভিক্ষা চাহিয়াছে তখন রাসূল (সা) তাহার সহিত সখ্যতা সুলভ কোমল, বিনম্র ও মানবতা সুলভ আচরণ করিয়াছেন। আবূ সুফিয়ানের প্রতি এহেন তীব্র ঘৃণা পোষণের কারণ এই ছিল যে, ইসলামের তাবলীগ, সত্যের প্রচার ও দ্বীন প্রচলনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কষ্ট ক্লেশ ও নিপীড়ন অন্যেরা করিয়াছে উহা রাসূল (সা) হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আপন লোকদের পক্ষ হইতে যে সমস্ত ক্লেশ পাইয়াছেন প্রকৃতিগতভাবেই তিনি উহা ভুলিতে পারেন নাই। কেননা, আপনাদের দায়িত্ব ছিল যে, সেই বিরাট মহান উদ্দেশ্য সাধনে তাহারা রাসূল (সা)-কে সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা দান করা। তাঁহার হস্ত ও বাহুস্বরূপ হইয়া ইসলামকে শক্তি যোগান এবং তাঁহার সহিত মিলিতভাবে সত্যের বাণীকে সুউচ্চ করিতে প্রয়াসী ও সচেষ্ট থাকা। কিন্তু যখন ইহার বিপরীত দেখা দিল তখন স্বভাবগত ভাবেই তাঁহার খুব কষ্ট হয়। উহার দ্বিতীয় উদাহরণ হইল আবূ লাহাবের। সে ছিল রাসূল (সা)-এর আপন পিতৃব্য। তাঁহার কঠোর হইতে কঠোরতর শত্রুর দুর্নামের কথাও কুরআন করীমে নামোল্লেখ সহকারে বলা হয় নাই। কিন্তু শুধুমাত্র আবূ লাহাবই এমন একমাত্র ব্যক্তি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নামোল্লেখ করিয়া তাহার

---

১. তাবকাতু ইবানী সায়াদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪।

www.pathagar.com

প্রতি আভিসম্পাত করিয়াছেন। আবূ জেহেল কুরাইশের অপরাপর সরদারদের তুলনায় রাসূল (সা)-কে আবূ লাহাবের চাইতেও অধিক ক্লেশ দিয়াছে। কিন্তু আবূ লাহাবের বিরুদ্ধাচরণে অকস্মাৎই আল্লাহ্র ক্রোধ তেজদীপ্ত হইয়া উঠে। অন্যেরা পাথর মারিয়া মারিয়া রাসূল (সা)-এর দেহকে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দেহ হইতে রক্ত ক্ষরিত হইয়া তাঁহার পাদুকায় জমাট বাধিয়া গিয়াছে। তায়িফের বদমাইশরা তাঁহার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করিতে করিতে অনেক দূর পর্যন্ত হাকাইয়া লইয়া গিয়াছে কিন্তু কাহারও সম্পর্কে কোন কিছু নাযিল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য আবূ লাহাব কয়েকটি পাথর কণা উঠাইয়া লইয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল মাত্র আর তৎক্ষণাৎই জাব্বার (অতীব শক্তিধর) ও কাহ্হার (কঠোরতর শাস্তি প্রদানকারী) আল্লাহ্র ক্রোধ ও রাগ সহকারে আকাশ হইতে আওয়াজ আসে যে, আবূ লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস হইয়া যাউক।" ইহা শুধুমাত্র এই জন্য যে, সে ছিল তাঁহার অতি নিকটতম আত্মীয়।

নিজের প্রথম কাজে কৃতকার্য না হইতে পারিয়া আবূ সুফিয়ান সাহস হারায় নাই। আর দ্বিতীয় কাজ হিসাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গমন করিয়া তাহার উপর জোর দিতে লাগিল যে, আপনি রাসূল (সা)-এর নিকট আমার জন্য সুপারিশ করুন। আশা করা যায় যে, রাসূল (সা) আপনার সুপারিশ মানিয়া লইবেন ও আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান বিন হারিসের সারাটি জীবন ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা, শত্রুতা ও বৈরীতায় কাটিয়াছিল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপদস্ত করা, ইসলামকে নির্মূল করা ও মুসলিমগণকে ক্লেশ দিবার প্রয়াসে কোন প্রকারের প্রচেষ্টা, সাহসিকতা প্রদর্শনও কষ্ট করিতে বাকী রাখে নাই। সেই জন্য মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে তাহার জন্য কোন স্থান অবশিষ্ট ছিল না। সেই ঘৃণার ফলেই যখন হযরত উম্মু সালমা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন যে, আপনার পিতৃব্য পুত্রকে নিরাশ করিবেন না তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্টির স্বরে বলিলেন যে, "আমার এহেন পিতৃব্য পুত্রের কোন প্রয়োজন নাই। সে আমাকে বেইয্যত, অপদস্ত ও অবমাননা করিবার উদ্দেশ্যে কোন কাষ্ঠ উঠাইতে বাকি রহিয়াছে যে, আজ আমি তাহার প্রতি খেয়াল রাখিব?" নিজের দ্বিতীয় ব্যবস্থাপনায় নিরাশ হইবার পরে যখন আবূ সুফিয়ান অন্য কোন কথা চিন্তা করিতে অপারগ হইল তখন সে বলিল-আচ্ছা যদি আমি এমনই দুশ্চরিত্র হই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সহিত কথাও বলিতে চাহেন না তবে এই অপবিত্র অস্তিত্ব হইতে শীঘ্রই দুনিয়া পাক হওয়া উচিত। আমি আমার শিশু পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া জঙ্গলে চলিয়া যাইতেছি। সেইখানে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আমরা উভয়েই মারা যাইব।"

www.pathagar.com

যখন নবী (সা)-এর মনে আবূ সুফিয়ানের এই আওয়াজ পৌঁছিল তখন রহমতের নদীতে ঢেউ আন্দোলিত হইল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে হাযির হইবার অনুমতি দিলেন। তাৎক্ষণিকভাবেই উভয় পিতা-পুত্র হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করে ও নিজের বিগত অপরাধরাজীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[১]

৭. শাইবা বিন উতবা ঃ শাইবার পিতা উতবা ইসলাম বৈরীতায় সকলের অগ্রে ছিল। বদরের যুদ্ধে কাফির বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিল সেই। শাইবার ভগ্নিপতি ছিল আবূ সুফিয়ান বিন হরব। সে অবিরাম উনিশ বৎসর পর্যন্ত মুসলিমদের পক্ষে কঠিন বিপদের কারণ হইয়া রহিয়াছিল। শুধু এই দুই জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেন বরং শাইবার সমগ্র বংশই ইসলামের কঠোরতর ও ঘোরতর শত্রু ছিল। শাইবা নিজেও তাহার পিতার অনুকরণ ও ভগ্নিপতির অনুসরণ করিয়া ইসলামের শত্রুতায় কম অংশ গ্রহণ করে নাই। সর্বক্ষণ মুসলিমদের ক্ষতি সাধন ও তাহাদিগকে নির্মূল করিবার চিন্তায় ব্যস্ত থাকিত। কোরাইশ যুবকদের ইসলামের সহিত শত্রুতা সাধন ভিন্ন অন্য কোন কাজও ছিল না। এই জন্য দিবারাত্রি সেই কার্যে লিপ্ত থাকিয়া দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের মুখ কালো করিবার উপাদান সংগ্রহ করিতে থাকিত। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরে কোরাইশ ইসলামকে নির্মূল করিবার মানসে যে সমস্ত আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিল উহার সব কিছুই ধূলায় মিলাইয়া যায়। আর তাহাদিগকে অনন্যোপায় অবস্থায় নবূয়্যতের আস্তানায় শির অবনত করিতেই হয়। শাইবাও ছিল উহাদেরই অন্যতম যাহারা সেই সুযোগে মুসলিম হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।[২]

৮. উতবা বিন আবী লাহাব ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃব্যপুত্র এবং ইসলামের কুখ্যাত শত্রু আবূ লাহাবের পুত্র ছিল। ইসলাম পূর্বকালে রাসূল (সা) তদীয় কন্যা হযরত রুকিয়্যার (রা) বিবাহ তাহার সহিত ও তদীয় অপর কন্যা হযরত উম্মু কুলসূম (রা)-এর বিবাহ তাহার ভ্রাতা উতাইবার সহিত দিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূল (সা)-কে নবূয়্যতের খিলাফত দানে গৌরবান্বিত করেন তখন তিনি তাবলীগ শুরু করেন আর আবূ লাহাব বিরোধিতা করিতে শুরু করে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব অবতীর্ণ করেন। আবূ লাহাব ইহা অবহিত হইয়া রাগে উত্তেজনায় জ্বলিয়া কয়লা হইয়া যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে উতবাকে ডাকাইয়া বলে যে, راسى من راسك حرام ان لم تطلق ابنته (তোমার সহিত আমার উঠাবসা হারাম, যদি তুমি তাঁহার মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যাকে তালাক না দাও)। ঐ সময় পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়েদের বিদায় অনুষ্ঠান হয় নাই)।[৩]

১. সিয়ারুস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০।
২. সিয়ারুস্ সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯।
৩. সাহাবিয়্যাত, পৃষ্ঠা ১০৬-১১৩; তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ, ইসাবা, কিতাবুন নিকাদ ও আসাদুল গাবা এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপর কন্যা হযরত উম্মু কুলসূম (রা)-কেও এমনিভাবে আবূ লাহাব তাহার অপর পুত্র উতাইবার দ্বারা তালাক দেওয়াইয়া দেয়। তাঁহারও তখন পর্যন্ত বিদায় অনুষ্ঠান হয় নাই।[১] পরবর্তীকালে এই উভয় কন্যার বিবাহ একের পর এক হযরত উসমান (রা)-এর সঙ্গে হয়।

উত্‌বা মায়ের বারংবার বলা ও পিতা কর্তৃক বাধ্য হইয়া অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাকে (রা) তালাক দিয়াছে, কিন্তু আমরা যতটুকু অবগত হইয়াছি তাহাতে সে ইসলামের তাবলীগ ও সত্যের প্রচারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ বিরোধিতা করে নাই। যদিও পিতা ছিল ইসলামের শত্রুতায় প্রথম কাতারে এবং সেই ঘৃণ্য ও বৈরী অবস্থাতেই তাহার জীবন শেষ হইয়াছে।

সেই বিরোধিতা না করার ফল এই হয় যে, হযরত রুকিয়্যাকে (রা) তালাক দেওয়া ও ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও রাসূল (সা)-এর অন্তরে উতবার জন্য স্থান শূন্য ছিল। অতএব, মক্কা বিজয়ের পরে যখন কোরাইশের অধিকাংশ লোক রাসূল (সা)-এর হস্তে বাইয়াত করে কিন্তু তাহাদের মধ্যে উতবা ও উহার ভ্রাতা মুয়াক্‌কাবকে কোথায়ও দেখা যায় নাই তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদীয় পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় (উতবা ও মুয়াক্‌কাব)-কে দেখিতে পাইতেছি না। না জানি কোথায় আছে?"

হযরত আব্বাস (রা) নিবেদন করিলেন যে, "কোরাইশের মুশরিকদের সহিত তাহারাও মক্কা ছাড়িয়া কোথায়ও চলিয়া গিয়া থাকিবে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন "চাচা! তাহাদেরকে খোঁজ কর ও যথায় পাও লইয়া আইস।"

নির্দেশ পালনার্থে হযরত আব্বাস (রা) তাহাদের সন্ধানে বাহির হন। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তিনি তাহাদিগকে নবীর (সা) খিদমতে হাযির করেন। তিনি তাহাদের সমক্ষে ইসলাম পেশ করেন। তাহাদের পক্ষে মানিয়া লওয়া ও গ্রহণ করা ব্যতিত অন্য আর কোন পথ ছিল না। কাজেই তৎক্ষণাৎ বাইয়াত করিয়া ফেলে। ইহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব সন্তুষ্ট হন।

ইসলাম গ্রহণের পরে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে সঙ্গে লইয়া কা'বায় গমন করেন ও তথায় দীর্ঘক্ষণ তাহাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন। যখন ফিরিয়া আসেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক চেহারা আনন্দ ও খুশীতে চমকাইতে ছিল। হযরত আব্বাস (রা) ইহা দেখিতে পাইয়া বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সদা হাস্য রাখুন। আপনার

১. শিয়ারুস্ সাহাবা সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৪; তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১ এর হাওয়ালা ক্রমে। সাহাবিয়্যার, পৃষ্ঠা-১১৩।

www.pathagar.com

জ্যোতির্ময় চেহারায় আনন্দের চিহ্ন দৃশ্যমান। কি ব্যাপার?" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্‌র নিকট আমি আমার এই ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আল্লাহ্ তাহার করুণায় আমাকে দান করিয়াছেন তবে কেন আমি খুশী হইবনা?"

৯. ইয়াযীদ বিন আবী সুফিয়ান ঃ ইসলামের কুখ্যাত শত্রু আবূ সুফিয়ান বিন হরবের পুত্র এবং হযরত মু'আবিয়ার (রা) জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রীয় ভ্রাতা ছিলেন। আবূ সুফিয়ানের সমস্ত সন্তানদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা নেক ও কোমল স্বভাবের ছিলেন। এই জন্য তাহাকে ইয়াযীদুল খায়ের (ভাল ইয়াযীদ) বলা হইত। তাহার পিতা ও বংশের অপরাপর লোকের ন্যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় অগ্রে অগ্রে থাকিতেন না, মক্কা বিজয় কালে বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোনাইনের গনীমতের মাল হইতে চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ ও একশত উষ্ট্র তাহাকে দিয়াছিলেন।[১]

১০. জামীল বিন মুয়ামমার ঃ খুবই পেট পাতলা মানুষ ছিল। কোন কথা শুনিলে উহা মক্কার সমস্ত লোকের নিকট বলিয়া না বেড়ানো পর্যন্ত স্বস্তি পাইতনা। হযরত উমর (রা) ঈমান আনিবার পরে তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, আমার ইসলাম গ্রহণের কথা শহরে প্রত্যেকের গোচরে আসুক। এই কার্যের জন্য জামীলের চাইতে অধিক যোগ্য লোক আর কে হইতে পারিত। হযরত উমর (রা) তাহার নিকট গমন করেন ও বলিতে থাকেন "জামীল! আমি মুসলিম হইয়া গিয়াছি। জামীল মিয়া আর কতক্ষণ সহ্য করিবেন। অতিরিক্ত আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া যায় ও ডাক দিতে থাকে "লোক সকল! উমর (রা) বেদীন হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু মুসলিমগণকে বেদীন আখ্যাদানকারী নিজেই মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

১১. হারিস বিন হিশাম ঃ নাম হারিস, কুনিয়ত আবদুর রহমান, মক্কার প্রধান রয়ীস ও খুবই দানশীল লোক ছিল। শত শত গরীবের জন্য মাশোহারা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাহার আচার ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশঙ্কা ছিল যে, সে ইসলাম গ্রহণ করুক। একবার তাহার সম্পর্কে বলেন, "হারিস হইল জাতির সরদার তাহার পিতাও ছিল সরদার। আহ! সে যদি ইসলাম গ্রহণ করিত।"

হারিস বদরের যুদ্ধে আবূ জেহেলের সঙ্গে ছিল কিন্তু পরাজয় হইলে পালাইয়া জীবন রক্ষা করে। মক্কা বিজয়ের সময় অপরাপর সরদারদের সঙ্গে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া বাইয়াত করে।[৩]

---

১. সিয়ারুস্ সাহাবা, সপ্তম খণ্ড-পৃষ্ঠা-২৭০।

২. সিয়ারুস্ সাহাবা, সপ্তম খণ্ড-পৃষ্ঠা-৩৮।

৩. সিয়ারুস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২; ইসতীয়াব ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৭ এর হাওলাক্রমে। কিন্তু তাহার সম্পর্কে ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা এই যে, হারিস বিন হিশাম ও যোবাইর বিন

www.pathagar.com

১২. হোয়াইতাব বিন আবদিল উয্যা ঃ মক্কার বড় রয়ীসদের অন্যতম ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হন ঐ সময় তাহার বয়স ছিল ৬০ বৎসর। যদিও বদরের যুদ্ধ হইতে হোদাইবিয়্যার চুক্তি পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধে কাফিরদের সঙ্গে ছিল তবু মুখে ও কর্মে শত্রুতা প্রকাশ করে নাই। একবার রাসূল (সা) তাহার নিকট ৪০,০০০ দিরহাম কর্জ চাহেন, সে তাৎক্ষণিকভাবেই দিয়া দেয়।

ইসলামের প্রতি আহ্বানের প্রথম দিকেই ইসলামের প্রতি ঝোঁক ছিল। কয়েকবার ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু প্রতিবারেই ইসলামের কুখ্যাত শত্রু আবুল হাকাম বিন উমাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া থামাইয়া দেয়। অবশেষে মক্কা বিজয়ের পরে হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর নসীহত ও উপদেশক্রমে প্রভাবিত হইয়া নবীর (সা) খিদমতে হাযির হয় ও কালিমা পাঠ করিয়া মুসলিম হইয়া যায়।

১৩. আবদুল্লাহ্ বিন যাবারী ঃ এই ব্যক্তি রাসূলের (সা) ঘোরতর শত্রুদের অন্যতম ছিল। মুশরিক থাকা কালীন তাহার সমস্ত মালামাল, সমস্ত ধন দৌলত, সর্ব প্রকারের শক্তি ও সামর্থ ইসলামের বিরোধিতায় ওয়াক্ফ করিয়াছিল। উচ্চ পর্যায়ের কবি ও বক্তা ছিল। এই জন্য দিবারাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপক অপবিত্র কবিতা বলিত। প্রতিটি সভায় বক্তৃতায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিত। সর্বক্ষণ সেই ধরনের অসফল কার্যে লিপ্ত থাকিত। মক্কা বিজয় হইলে তাহার সকল কুকর্ম তাহার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ও সে চিন্তা করে যে, যদি আমি মক্কায় থাকি তবে অবশ্যই হত হইব। এই জন্য তাহার বন্ধু হোবাইর বিন ওহবকে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে বাহির হইয়া নজরান চলিয়া যায়। কিন্তু যখন সে শুনিতে পায় যে, যেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ (সা) তাহার পাপ ও পূর্বতন সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন তখন সে ফেরত আসে, অতিশয় লজ্জিত হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয় ও নিজের কুকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কালিমা পাঠ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। এখন সেই মুখ যাহা নিন্দা জ্ঞাপক কবিতার তীর মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিত উহা প্রশংসা সূচক কবিতায় তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিত। সকল সীরাতকারই রাসূল (সা)-এর বিশেষণে তাহার উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন।[১]

(পূর্ব পৃষ্ঠার চলমান টীকা) ঃ আবী উমাইয়া ছিল হযরত উম্মু হানী (রা) বিনতু আবী তালিবের স্বামী হোবাইর বিন আবী ওহবের আত্মীয়। মক্কা বিজয়ের পরে তাহারা পালাইয়া উম্মু হানীর (রা) গৃহে আশ্রয় লয়। উম্মু হানীর (রা) ভ্রাতা হযরত আলী (রা) সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পৌঁছেন ও তাহাদের উভয়কে হত্যা করিতে চাহেন। কিন্তু উম্মুহানী (রা) মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া তাহাদের জন্য নিরাপত্তা হাসিল করেন। এই ভাবে ইহাদের দুইজনের জীবন রক্ষা পায়। (সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪০৬)

১. সীয়ারুস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৯; ইসতীয়াব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭ ও সীরাতু ইব্ন হিশাম এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

১৪. ইতাব বিন উসাইদ ঃ অতিশয় সদাচারী ও কোমল প্রকৃতির ছিল। জাহেলিয়াত যুগেও প্রতিমা পূজা হইতে দূরে ছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছিলেন যে, কোরাইশের মধ্যে চারিজন মানুষ এমন রহিয়াছে, যাহারা কুফর হইতে দূরে ও ইসলামের কাছাকাছি, আর তাহাদের অন্তর ইসলামের দিকে ঝুকিয়া আছে। এক ইতাব বিন উসাইদ, দুই জাবীর বিন মুতয়িম, তিন হাকীম বিন হাযযাম চারি সোহাইল বিন আমর। যেমন মক্কা বিজয়ের দিনে ইতাব কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া লয় ও মহান হযরতের (সা) মুসলিম খাদিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়। নবী করীম (সা) যখন মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাহাকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া যান।[১]

১৫. ফুযালা লাইসী ঃ এই ব্যক্তির পিতার নামে মত পার্থক্য রহিয়াছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শত্রু ছিল। এমন কি সর্বক্ষণ ও প্রতি মুহূর্ত তাহাকে হত্যা করিবার চিন্তায় থাকিত। এই চিন্তা এমন পর্যায়ের ছিল যে, যেদিন নবী করীম (সা) বিজয়ীর বেশে মক্কা প্রবেশ করেন ও কা'বার তাওয়াফ করিতেছিলেন ঠিক সেই দিনও ফুযালা উত্তম সুযোগ মনে করিয়া তাহাকে খুন করিবার বাসনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। যখন তাঁহার সন্নিকটে পৌছে ও তাঁহার প্রতি খঞ্জরের আঘাত করিতে উদ্যত হয় তখন রাসূল (সা) অতিশয় শান্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন "কে ফুযালা না কি?"

ফুযালা ঃ জী-হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ফুযালা,

রাসূল (সা) ঃ কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ?

ফুযালা ঃ এমনিই হাযির হইয়াছি।

রাসূল (সা) ঃ এক্ষনেই তোমার মন তোমার সাথে কি কথা বলিতেছিল?

ফুযালা ঃ কিছুই নহে হুযূর!

তাহার এই পরিচ্ছন্ন মিথ্যায় রাসূল (সা)-এর অবচেতন ভাবেই হাসি আসিয়া যায় ও নবী করীম (সা) মুচকি হাসিতে থাকেন। অতঃপর নবী করীম (সা) তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ফুযালার বক্ষে স্থাপন করেন, তদ্দরুন ফুযালা এমন আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে যে, সর্বপ্রকারের ঘৃণা, শত্রুতা, বৈরীতা ও বিরোধীতার ধারণা অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। আর ঐ গুলির পরিবর্তে তাহার অন্তরে প্রেম, প্রীতি, হৃদ্যতা ও ভক্তির আবেগ ঢেউ খেলিতে থাকে। নিজেই বলিত যে, "হস্ত রক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমে আকণ্ঠ ভরিয়া যায় এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অন্য কেহ তাঁহার চাইতে অধিক প্রিয় নাই।"

ইহার পরে সে আল্লাহ্র একত্ব ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে স্বীকার করিয়া লয় এবং কালিমা পাঠ করিয়া মুসলিম হইয়া যায়।[২]

---

১. সিয়ারুস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬১; আসাদুল গাবা, ইতাব বিন উসাইদ আলোচনা-এর হাওয়ালাক্রমে।

২. সিয়ারুস্ সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৩।

www.pathagar.com

১৬. আবদুল্লাহ্ বিন সায়াদ বিন আবী সুরাহ্ ঃ অতিশয় খবীস ও মন্দ অন্তকরনের লোক ছিল। মক্কী জীবনে মুসলিম হইয়াছিল। যেহেতু লেখা পড়া জানা লোক ছিল সেই জন্য রাসূল (সা) তাহাকে ওহীর কাতিবদের অন্তর্ভূক্ত করিয়া লন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদ্য আগত ওহী তাহার দ্বারা লিখান, তখন সে ইচ্ছাকৃতভাবেই বিকৃত করিয়া লিখে। কিন্তু তৎক্ষণাৎই ইহা প্রকাশ হইয়া যায়। তখন সে পলায়ন করিয়া মদীনায় চলিয়া যায় ও মুরতাদ হইয়া যায়। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনা আক্রমন করেন তখন আবার পালাইয়া মক্কায় চলিয়া যায় ও সেই খানেই বসবাস করিতে থাকে। মক্কা বিজয় হইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দান করিলেন যে, তাহাকে যথায় পাইবে তথায়ই হত্যা করিয়া ফেলিবে। সে জীবনের ভয়ে কা'বার পরদার পিছনে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু যখন এই স্থানেও নিরাপত্তার নিদর্শন দেখিতে পাইতেছিল না তখন পালাইয়া গিয়া তাহার দুধ ভাই উসমান বিন আফফান (রা)-এর আশ্রয় তালাশ করে ও তাঁহাকে বলে যে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জীবন রক্ষা কর ও রাসূল (সা)-এর নিকট আমার জন্য সুপারিশ জ্ঞাপন কর। হযরত উসমান (রা) ছিলেন কোমল স্বভাব ও দয়ার্দ্র হৃদয়ের মানুষ। তিনি তাহাকে নিজের নিকট লুকাইয়া রাখেন এবং যথোপযুক্ত সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হন ও তাহার জীবন রক্ষার জন্য সুপারিশ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় নীরব থাকেন, কোন জবাব প্রদান করেন নাই। কিন্তু যখন হযরত উসমান (রা) বারংবার নিবেদন পেশ করিতে থাকেন ও উহা মাত্রাতিরিক্ত হইয়া যাইতে থাকে তখন বাধ্য হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধীরে ধীরে আদেশ করেন, "আচ্ছা যাও, আমি ক্ষমা করিলাম"। আবদুল্লাহ্ বিন সায়াদ ইরতিদাদ হইতে তওবা করে ও দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করে। ইহার পরে হযরত উসমান (রা) তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত উসমানের (রা) প্রত্যাবর্তনের পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের পক্ষে কথা অনুধাবনে এত বিলম্ব কেন হয়? আমি এতক্ষণ এই জন্য নীরব ছিলাম যে, নিরাপত্তা প্রদানের পূর্বেই হয়তো তোমাদের মধ্য হইতে কেহ উঠিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু তোমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলে।"

জনৈক সাহাবী নিবেদন করিলেন, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চক্ষুর ইঙ্গিত করিতেন তবে আমি তৎক্ষণাৎই তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, এই জিনিসিটি নবীর শানের বিপরীত যে, তিনি এই ভাবে চক্ষের ইঙ্গিত করবেন।[১]

---

১. তারীখু তাবারী, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৪২।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা) তদীয় খিলাফতকালে তাহাকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাকার লোকজনের অভিযোগ ক্রমে পদচ্যুত করিয়া দেন।

১৭. হাকাম বিন আবিল আস বিন উমাইয়া ঃ হাকাম আবূল আসের পুত্র, হযরত উসমানের (রা) পিতৃব্য ও মারওয়ানের পিতা ছিল। বনী উমাইয়ার অপরাপর লোকজনের ন্যায় সেও ইসলামের ঘোরতর শত্রু ও অতি কলহপ্রিয় মানুষ ছিল। কিন্তু অনন্যপায় হইয়া মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মনের কালিমা কোথায় যাইবে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বিশ্বস্ত মনে করিয়া কোন গোপন কথা তাহাকে বলেন, কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহাতে অতিশয় কষ্ট পান ও তাহাকে শহর হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন।

১৮. কা'ব বিন যোহাইর ঃ সে ছিল কবি। মক্কী জীবনে দিবা রাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দাবাদ ও মুসলিমদের পক্ষে অবমাননাকর কবিতা বলা ছিল তাহার প্রতীক। তদীয় কথা ও কবিতায় সে মুসলিমগণকে খুবই কষ্ট দিত। এই জন্য মক্কা বিজয়ের সময় পালাইয়া যায়। কিন্তু যখন শুনিতে পায় যে, রাহমাতুল লিল আলামীন সাধারণভাবে কাফিরদেরকে ক্ষমা করিয়া দিতেছেন তখন সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে "বানাত সুয়াদ" নামে একটি শক্তিশালী কাসীদা রচনা করে ও প্রত্যাবর্তন করিয়া নযর স্বরূপ পেশ করে ও কালিমা পাঠ করিয়া মুসলিম হইয়া যায়।

১৯. হুব্বার বিন আল আসওয়াদ ঃ সে ছিল উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা তাহিরার (রা) পিতৃব্য পুত্রের সন্তান। কিন্তু সে ছিল খুবই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ও ইসলামের শত্রু। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত যয়নব (রা) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় যাইতেছিলেন তখন সেই বর্শা মারিয়া তাহাকে উষ্ট্র হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল। উহাতে তাঁহার গর্ভপাত হইয়াছিল আর খুবই উদ্বিগ্ন ও অসুস্থ্য হইয়া মদীনায় পৌছেন। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দান করিয়াছিলেন কিন্তু সে হাযির হইয়া স্বীয় কুকর্ম ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও মুসলিম হইয়া যায়।[১]

২০ আবূ কুহাফা উসমান বিন আমের ঃ সে ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) পিতা ও মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। পুত্র আবূ বকর (রা) ও স্ত্রী [উম্মুল খাইর সালমা (রা)]-এর ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও মক্কা বিজয় পর্যন্ত যথারীতি কুফরে অবস্থান করিতেছিল। এইভাবে একুশ বৎসরের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। এই সময়ের মধ্যে সে যদিও প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করে নাই বা ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুরা

১. সাহাবিয়্যাত, পৃষ্ঠা-১০০, ইসাবা, হুব্বারের অবস্থা-এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

যে সমস্ত শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহাতেও অংশগ্রহণ করে নাই তথাপি সে এই আন্দোলনকে অনর্থক তৎপরতার ও শিশুসুলভ কার্য বলিয়া মনে করিত। যেমন একবার হযরত আলীকে (রা) সম্মুখ দিয়া গমন করিতে দেখিতে পাইয়া বলিতে থাকে "এই ছেলেরা আমার সন্তানকেও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।[১]

সে দীর্ঘ জীবন পাইয়াছিল। শেষ বয়সে চক্ষের দৃষ্টি চলিয়া যায়। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন সে অন্ধ ছিল। সীরাতের কিতাব সমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় প্রবেশ করিবার পরে হযরত আবূ বকর (রা) তাহাকে বুঝান যে, এখন তো সব কিছু হইয়া গিয়াছে। কোরাইশ পরিপূর্ণভাবে বিজিত হইয়াছে। সকল প্রতিমার শির অবনত হইয়া গিয়াছে। প্রতিমার খোদায়ীও শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনুন। মোট কথা, অনেকভাবে বুঝাইয়া তাহাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাত ধরিয়া লইয়া আসেন। তাহার বার্ধক্য ও দুর্বলতার কথা লক্ষ্য করিয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকরকে (রা) বলিলেন "তুমি তো এই বড় মিয়াকে অনর্থক কষ্ট দিয়াছো, আমি নিজেই তাহার নিকট গমন করিতাম।"

হযরত আবূ বকর (রা) নিবেদন করিলেন আপনি তাহার নিকট তশরীফ লইয়া যাওয়ার পরিবর্তে তাহাকে আপনার নিকট লইয়া আসাই আমার নিকট অধিক শ্রেয় বলিয়া মনে হইয়াছে।

ইহার পরে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ কোহাফাকে সম্মুখে উপবিষ্ট করান তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া ইসলাম গ্রহণের তানজীল দেন। ইহার জন্য তিনি প্রথম হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব, কোনরূপ বাক বিতণ্ডা না করিয়া কালেমা পাঠ করেন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্তে বাইয়াত করেন। ইহার পরে যত দিন জীবিত ছিলেন দৃঢ়তার সহিত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত উমর (রা)-এর খেলাফত সময়ে ৯৭ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।[২]

মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারী অপর কয়েকজনের নাম ঃ ইহারা হইলেন ঐ সমস্ত কতিপয় সাহাবা যাহারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ ধরনের হাজার হাজার নামের মধ্যে আরও কয়েকজনের নাম এই হযরত আসওয়াদ বিন সারী, হযরত আইমন বিন জুযাইম, হযরত বুদাইল বিন ওরাকা, হযরত হাকীম বিন হায্‌যাম, হযরত হামযা বিন আমর, হযরত খারিজা বিন

---

১. ইসাবা, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২১।

২. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪০৩, হাইকলকৃত হায়াতু মুহাম্মদ (সা) পৃষ্ঠা-৮৯৯-৯০০; খোলাফা-ই রাশেদীন, পৃষ্ঠা-১১।

www.pathagar.com

জুযামা সাহমী, হযরত সুরাকা বিন মালিক[১], হযরত সায়ীদ বিন ইয়ারবু, হযরত শায়বা বিন উসমান, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আরকাম, হযরত আবদুর রহমান বিন সুমরা, হযরত মুতী বিন আসওয়াদ, হযরত হাশিম বিন উত্বা, হযরত হিশাম বিন হাকীম, হযরত নযীর বিন হাবিস, হযরত কীস বিন আদী, হযরত সাহল আকরা বিন হাবিস, হযরত আইনিয়্যা বিন হাসীন, হযরত মালিক বিন আউফ প্রমুখ (রা আ)।[২]

মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হোনাইনের যুদ্ধের গণীমতের মাল বিতরণ ঃ মক্কা বিজয়ের পরে হোনাইনের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যাধিক পরিমাণে গণীমতের মাল প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ৬০০০ কয়েদী, ২৪০০০ উষ্ট্র, ৪০০০০ ছাগল ও ৪০০০ উকিয়া রৌপ্য (এক উকিয়ায় সোয়া তিন তোলা)।[৩]

তম্মধ্যকার ৬০০০ বন্দীকে কোন প্রকারের সদকা বা ফিদিয়া গ্রহণ ব্যতিরেকেই মুক্তি দেওয়া হয়। সমস্ত মাল রাসূল (সা) নও মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। আর যাহারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা অধিক মাল পান হযরত আবূ সুফিয়ান (রা); তাহাকে ও তাহার দুই পুত্রকে রাসূল (সা)-এর ৩০০ উষ্ট্র ও ১২০ উকিয়া রৌপ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তারীখু ইবনি খলদুন, দ্বিতীয় কিতাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠ-২০২ গ্রন্থে এই উপহারের খুবই মনোহর ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। "যে সময় আবূ সুফিয়ানকে (রা) ৪০ উকিয়া রৌপ্য ও ১০০ উষ্ট্র প্রদান করা হয় তখন তিনি বলেন যে, আমার পুত্র ইয়াযীদের অংশও প্রদান কর। তখন রাসূল (সা)-এর নির্দেশ দিলেন যে, "৪০ উকিয়া রৌপ্য ও ১০০ উষ্ট্র প্রদান কর।" ইহা গ্রহণ করিয়া তিনি বলিলেন, আমার অপর পুত্র মুয়াবিয়ার অংশও দাও" "তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪০ উকিয়া রৌপ্য ও ১০০ উষ্ট্র প্রদানের নির্দেশ দেন। (ইবনু হিশাম এই সমস্ত উপহারের নাম ধামের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা মহান হযরত কোরাইশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও সরদার গণকে তাহাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন।[৪]

---

১. একটি বর্ণনা এই যে, ইনি হোনাইনের যুদ্ধের সময় বাইয়াত করিয়াছিলেন।

২.সিয়ারুস সাহাবা, সপ্তম খণ্ড ও শিবলীর সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড, পৃষ্টা ৪৯৩।

৩. শিবলীর সীরাতুন নবী। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯২।

৪. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা- ৪২৭-৪২৯।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

আরব উপদ্বীপে প্রতিমার খোদায়ীর অবসান

(ক) কা'বা গৃহের প্রতিমাগুলির নির্মূলকরণ ঃ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বাকে শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সহিত মিলিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের বেদ্বীনী ও মাযহাবের সহিত সম্পর্কহীনতার দরুন এক আল্লাহ্‌র গৃহ প্রতিমা পূজারীদের তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। উহাতে ক্রমান্বয়ে দুই চারিটি নহে, বরং পূর্ণ ৩৬০টি মেকী খোদাকে স্থাপন করা হইয়াছিল। এবং জোরে সোরে ঐগুলির পূজা হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত খোদার খোদায়ী গর্জন করিয়া উঠে ও মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুয়ত দান করেন। তিনি একটি একটি করিয়া সকল মেকী খোদাকে ও বাতিল মা'বূদকে আল্লাহ্‌র গৃহ হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দেন এবং উহাকে পুনর্বার চিরদিনের জন্য এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত করিয়া দেন। উহার পরে শয়তান আরব উপদ্বীপে প্রতিমা পূজা সম্পর্কে নিরাশ হইয়া যায়।

মক্কা বিজয় ছিল সেই বরকতময় সময় যখন প্রতিমা গৃহ পুনর্বার মসজিদে পরিবর্তিত হয়। আল্লাহ্‌র মুকাদ্দাস নবী (সা) দশ হাজার কুদ্দুসীকে সঙ্গে লইয়া বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করেন এবং তিনি নির্দেশ দান করেন যে, তাওহীদের তাবলীগ ও আল্লাহ্‌র বাণীর প্রচার ঐ সময় পর্যন্ত যথাযথভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এহেন বাতিল মাবূদ ও মেকী খোদা আবাস ভূমিতে ও প্রতিমা গৃহে অবস্থিত থাকিবে। কাজেই কা'বার মসজিদ হইতে এবং শহরের আশেপাশের যে সমস্ত অঞ্চল মুসলিমদের অধিকারে আসিয়াছে আর যে সকল স্থানের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে ঐসব স্থান হইতে এই সকল প্রতিমাকে বহিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। এই নির্দেশে রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যেহেতু আরবের মুর্খ, বেদুইন, মনগড়া জিনিসের পূজারী মানুষের মধ্যে শত শত বৎসর হইতে এই সকল প্রতিমার প্রতি ভক্তি দানা বাধিয়া রহিয়াছে উহা পরিপূর্ণভাবে ঐ সময় পর্যন্ত দূর হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিমাগুলিকে বিলীন করিয়া উহাদের খোদায়ীকে নিঃশেষ করিয়া না দেওয়া হইবে। অধিকন্তু ইসলামের প্রচার ও একত্ববাদের তাবলীগ ও ঐ সময়ই সহজে হইতে পারিবে যখন এই সকল পথের কাঁটাকে দূর করা হইবে।

এই সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলেও মক্কার মুশরিকদের কি অধিকার ছিল যে, এক আল্লাহ্‌র গৃহে প্রতিমা স্থাপন করিয়া উহার পূজা করিবে। এই জন্য ঐ সকল আগ্রাসীদের কবল হইতে আল্লাহ্‌র নবী (সা) আল্লাহ্‌র ঘরকে ছিনাইয়া লইয়া উহা

www.pathagar.com

হইতে প্রতিমাকে বহিষ্কার করিলেন। কেননা, গৃহের অধিকর্তা ও উহার উত্তরাধিকারীর [রাসূল (সা) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশের ও তাঁহার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন] পরিপূর্ণ অধিকার ছিল যে, যখন তাহার মধ্যে এই শক্তি আসিবে অনধিকার দখলদারদেরকে নিজ গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। আর ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান ইহাই করিলেন। ইবনু হিশামের বর্ণনা মতে, মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (সা) যখন কা'বার দরজায় আগমন করিলেন তখন উসমান বিন তালহা (রা)-কে (কা'বার চাবি রক্ষক) ডাকাইয়া তাহার নিকট হইতে কা'বার চাবি লইয়া কা'বার ভিতরে প্রবেশ করেন। এখানে মাটির তৈরী একটি কবুতর রক্ষিত দেখিতে পান। রাসূল (সা) উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন।[১]

ইবনু হিশাম আরও লিখিতেছেন যে, কাবায় প্রবেশ করিবার পরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহার ভিতরে ফেরেশতাদের ছবি দেখিতে পান। ঐ গুলির মধ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামেরও একটি ছবি ছিল। উহা এমনই অবস্থায় তৈরী করা হইয়াছিল যে, যেন তিনি ইযলামের[২] সাথে লটারী করিতেছেন। এই ছবিটি দেখিতে পাইয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে ধ্বংস করুন, আমাদের বুযুর্গের কেমন আকৃতি তৈরী করিয়াছে। হযরত ইবরাহীমের (আ)-এর এই লটারী বাজীর সাথে কি সম্পর্ক ছিল ?" ইহার পরে রাসূল (সা) এই ছবিগুলিকে বিলীন করিয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করিলেন। অতএব, ঐ সময়ই সব বিলীন করিয়া দেওয়া হয়।[৩]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুরূপ হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর ছবি ও ভাস্কর্যও উহাতে রক্ষিত ছিল। কা'বার প্রাচীরেও অনেকগুলি রঙ্গিন ছবি তৈরী করা ছিল। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে ঐগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলা হইল।[৪]

সহীহ্ বোখারীতে উল্লেখ রহিয়াছে যে,

عن عبد الله ابن مسعود قال دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاث مائة نصب فجعل يطعنها بعود فى يد ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد -

[হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বিন মাসউদ হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিজয় দিবসে মক্কায় প্রবেশ করেন। ঐ সময় কা'বা গৃহের মধ্যে ৩৬০টি প্রতিমা রক্ষিত

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৪০৬।

২. ইয্লাম বলা হইত জাহিলিয়্যাকালে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য যে তীর নিক্ষেপ করা হইত উহাকে। এই শব্দের ব্যাখ্যা ও বিস্তারিতবিবরণের জন্য দেখুন কুল্লিয়াত আবিল বাকা, পৃষ্ঠা-৫৪, আখেরী ছাপা-১২৮৭ইং; আবদুর রশীদ নোমানী কৃত লোগাতুল কুরআন ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫।

৩. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৪০৭।

৪. ফতহুল বারী, মক্কা বিজয় আলোচনা।

www.pathagar.com

ছিল। রাসূল (সা) তাহার হস্তের ছড়ি দ্বারা আঘাত করিয়া ঐ গুলিকে ফেলিয়া দিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন যে, সত্য আগত হইয়াছে মিথ্যা বাতিল ও বিলীন হইয়াছে, সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, এখন আর বাতিলের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না এবং পুনর্বার আর আগমন করিবে না]।

ইবনু হিশাম বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার হারামে তশরীফ লইয়া যান তখন তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, কা'বার ছাদে আরোহন করিয়া আল্লাহ্র একত্ব ও আমার রিসালতের ঘোষণা দাও। (অর্থাৎ অতি উচ্চ রবে আযান দাও)। ঐ সময় ইতাব বিন উসাইদ, হিশাম বিন হারিস ও আবূ সুফিয়ান বিন হরব কা'বার আঙ্গিনায় উপবিষ্ট ছিলেন। যখন বিলাল (রা) আযান দেন তখন ইতাব বলেন, "আমার পিতা উমাইদের বড় সৌভাগ্য ছিল যে, সে এই সময়ের পূর্বে মারা গিয়াছে। আজ যদি সে জীবিত থাকিত আর এই আওয়াজ তাহার কর্ণে পৌঁছিত তবে সে অবশ্যই এমন কথা বলিত যে, উহা মুহাম্মদ (সা)-এর ভাল লাগিত না।"

হিশাম বিন হারিস বলেন– "যদি আমার এই কথার প্রত্যয় হয় যে, মুহাম্মদ (সা) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তবে আমি তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করিব।"

অবশিষ্ট ছিল আবূ সুফিয়ান! তিনি বলিতে লাগিলেন" ভাই সকল! আমি তো কিছুই বলিতেছি না, কেননা, যদি আমি সামান্য কিছুও বলি তবে কা'বার মেঝের এই পাথর কণাগুলি আমার সকল কথা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট বলিয়া দিবে।" রাসূল (সা) যখন বাহিরে তশরীফ আনেন তখন তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমরা তিনজনেই এখন যে কথা বলাবলি করিলে উহা জিবরীল (আ) আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি তিনজনের কথাবার্তাই অবিকল শুনাইয়া দেন। উহা শ্রবণ করিয়া তিনজনই বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং ইতাব ও হিশাম অবচেতনভাবেই বলিয়া উঠেন যে, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল। কেননা, এই সময় আমাদের আলাপে অন্য কোন এমন মানুষ অংশীদার ছিল না যাহার সম্পর্কে এমন ধারণা করা যাইতে পারে যে, সে আমাদের কথা আপনাকে বলিয়া দিয়াছে।[১]

ইবনু খালদূন কা'বার প্রতিমাগুলিকে বিলীন করা সম্পর্কে এই বর্ণনা পরিবেশন করেন, "কা'বার ভিতরে বাহিরে ও আশে পাশে যতগুলি প্রতিমা ছিল মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐগুলিকে ভাঙ্গিয়া মাটিতে মিলাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দান করিলেন। রাসূল (সা) নিজেও কয়েকটি প্রতিমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তাঁহার হস্তে একটি ছড়ি ছিল, উহা দ্বারা তিনি প্রতিমা গুলিকে মাটিতে ফেলিয়া দিতেছিলেন। এমন কোন প্রতিমা ছিলনা যাহা মুখ দুমড়াইয়া না পড়িয়াছিল।[২]

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-২০৮।
২. তারীখু ইবনি খলদূন, দ্বিতীয় কিতাব, পৃষ্ঠা-১৮৮।

www.pathagar.com

(খ) মফঃস্বলের প্রতিমাগুলি ধ্বংস ঃ কা'বা গৃহের মেকী খোদাদেরকে ধ্বংস ও নির্মূল করিবার পরে মফঃস্বলের প্রতিমা ভাঙ্গার পালা আসে এবং মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোক প্রেরণ করিয়া তথাকার কুখ্যাত প্রতিমা গুলিকে বিলীন করাইয়া দেন। এই প্রতিমাগুলির নাম ছিল লাত, মানাত, উয্যা ও সিওয়া' ইত্যাদি।

১ উয্যা ঃ প্রতিমাগুলির মধ্যে অধিক মর্যাদাবান ছিল উয্যা। এই প্রতিমা মক্কা মুয়ায্যামার এক মনযিল দূরত্বে নাখলা নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। কোরাইশ, কিনানা ও মুযির ইত্যাদি বিশিষ্ট কবীলাসমূহ ইহার পূজা করিত। বনূ সলীমের শাখা বনী শীবান ঐ প্রতিমার পূজারী ও রক্ষক ছিল। উহা নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য রাসূল (সা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওলীদকে প্রেরণ করেন। প্রতিমার পূজারী যখন শ্রবণ করিল যে, খালিদ (রা) বিন ওলীদ ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিবার মানসে আগমন করিতেছেন, তখন সে নিজের তরবারী উয্যার গলায় লটকাইয়া দিল ও উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমাদের মান্যবর মাবূদ! আমার পক্ষে তো এখন এই স্থানে থাকা সম্ভব নহে। কেননা, খালিদ (রা) আমাকে জীবিত রাখিবে না। কাজেই আমি তো যাইতেছি, আর এই তরবারী তোমার গলায় ঝুলাইয়া যাইতেছি। যখন খালিদ (রা) ও তাহার সঙ্গীগণ তোমার নিকট পৌঁছিবে তখন এই তরবারী দ্বারা তাহাদিগকে সার্বজনীনভাব খুন করিও। উহাদের মধ্যকার কেহই যেন জীবিত না থাকে।" ইহা বলিয়া সে তাৎক্ষণিকভাবে পলায়ন করে আর তাহারা খোদাকে খালিদ (রা)-এর দয়া ও অনুকম্পায় ছাড়িয়া দিয়া যায়। তাঁহারা পৌঁছিয়াই উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন আর প্রতিমা গৃহের পাকা ঘরকেও মাটিতে মিশাইয়া দিলেন।[১]

আরবের মুশরিকীনের দৃষ্টিতে উয্যা অত্যন্ত গৌরবের অধিকারী প্রতিমা ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, খোদা শীতের রাত্রির শীতের সময় লাতের নিকট আর গরমের দিনের গরমের সময় উয্যার নিকট কাটায়।[২] আচ্ছা, যেই দেবতার নিকট খোদা ৬ মাস মেহমান হিসেবে কাটায় তাহার উচ্চ মর্যাদা ও গৌরব সম্পর্কে কি বলার থাকিতে পারে? ইহাই ছিল সেই কারণ যদ্দরুন উয্যার সম্মুখে আরববাসী ঐ সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করিত যাহা কিছু কা'বা গৃহে করা হইত। অতিশয় ভক্তি ও সম্মানের সহিত উহার তাওয়াফ করিত এবং উহার সম্মুখে বলিদান করিত।[৩]

২. মানাত ঃ আরবের প্রতিমা পূজারীদের মধ্যে অপরাপর খোদাদের তুলনায় মানাতেরও বিশেষ মর্যাদা ছিল। ইহা ছিল সম্পূর্ণ একটি অসম আকৃতির পাথর। উহা মদীনা মনোওয়ারা হইতে সাত মাইল দূরে কিদিয়ার নিকটবর্তী মুশালশাল নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। আমর বিন লুহাই যে সমস্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল ঐগুলির

---

১. সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৪১০।

২. শিবলীর সীরাতুন নবী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮২।

৩. যরকানী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০০।

www.pathagar.com

মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল আযদ, গাসসান, আউস ও খাযরাজ উহার হজ্জ করিত। আউস ও খাযরাজ যখন কা'বার হজ্জ হইতে অবকাশ পাইত তখন এই স্থানে আগমন করিয়া ইহরাম খুলিত।[১]

এই "প্রধান খোদা"কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সায়াদ (রা) বিন যায়িদিল আশহালী ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

৩. সুয়া ঃ হোযাইল কবীলার প্রতিমা ছিল সুয়া'। উহার মুতাওল্লী ছিল বনী লাহইয়ান। ইহা ছিল একটি পাথর, যাহা ইয়ামবূয়ের নিকটবর্তী রিহাত নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। এই কবীলার লোকজন অতিশয় ভক্তিভরে ইহার তাওয়াফ করিত। ইহা ভাঙ্গিবার জন্য রাসূল (সা) আমর বিন আস (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি ঐ স্থানে গমন করিলে প্রতিমা গৃহের পূজারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? এবং কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমার নাম আমর বিন আস (রা) এবং আমার মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সুয়া'কে ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।"

পূজারী হযরত আমর বিন আস (রা)-এর এই কথা খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে ও পরে অতিশয় নিশ্চিন্তভাবে বলিতে থাকে যে, তোমার মধ্যে এমন শক্তি ও সাহস নাই যে, তুমি সুয়া'র ক্ষতিসাধন করিতে পার। যদি তুমি এহেন ইচ্ছা পোষণ কর তবে সুয়া' তোমাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তুমি কি অবহিত যে, ইহা অতিশয় মর্যাদাবান জালালী মাবূদ?" আমর বিন আস (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, আমি ইহার "মর্যাদা ও জালাল" এবং "জাঁকজমক" সম্বন্ধে নিরতিশয় অবহিত। আর আমি এখনই তোমাকে দেখাইব যে, ইহার কি শক্তি ও ক্ষমতা আছে?"

ইহা বলিয়া হযরত আমর বিন আস (রা) পূজারী দেখিতে দেখিতেই উহাকে ভাঙ্গিয়া অনেক টুকরা করিয়া ফেলেন। ইহার পরে প্রতিমার পূজারীকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "তুমি তো দেখিলে যে, তোমার খোদার পরিণাম?"

পূজারী তখন অতি ব্যকুলতাসহকারে এই পরিপূর্ণ নাটকটি অবলোকন করিতেছিল। সে অবচেতনভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল আমি মুহাম্মদের (সা) রিসালাত ও তাঁহার আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।[২]

পরবর্তীকালে প্রতিমা ভাঙ্গিবার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতগুলি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন ঐগুলি ঐ ধারারই অন্তর্ভুক্ত ঐগুলি আমরা বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা না করিয়া একত্রে এই স্থানেই বর্ণনা করিতেছি যাহাতে প্রতিমা ভাঙ্গিবার সমস্ত ঘটনা একস্থানে একত্রিত পাওয়া যায়।

আরবের প্রতিটি অঞ্চলের খোদা পৃথক পৃথক ছিল। প্রতিটি বংশের খোদা পৃথক ছিল। প্রতিটি কবীলার দেবতা পৃথক ছিল। মোট কথা, প্রতি গৃহে একটি করিয়া

১. শিবলীর সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৩।

২. তারীখু তাবারী, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৪৯ ।

www.pathagar.com

নিজস্ব খোদা ছিল। মক্কা বিজয়ের পরে যখন এই সকল কবীলা মুসলিম হইয়া গেল তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিমাগুলিকে ভাঙ্গিতে ও বিলীন করিতে নির্দেশ দিলেন। উহাদের মধ্যে কতক কবীলা ঐ নির্দেশকে হৃষ্টচিত্তে মানিয়া লইলেন এবং নির্দেশ পালনার্থে নিজেরাই নিজেদের হস্তে নিজেদের প্রতিমাগুলিকে ভাঙ্গিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কতক এমনও ছিলেন যে, শত শত বৎসর প্রতিমা পূজার অভিশাপে লিপ্ত থাকিবার দরুন প্রতিমার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার মূর্খতাপূর্ণ ধারণা তাৎক্ষণিকভাবে তাহাদের মন হইতে বিদূরিত হইতে পারে নাই। এই ধরনের প্রতিমা গৃহ বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় বড় সাহাবা (রা)-কে শক্তিশালী বাহিনী সহকারে ঐ সমস্ত প্রতিমা ও প্রতিমা গৃহকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিমা গৃহগুলিকে বিলীন করিয়া না দেওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলির প্রতি মর্যাদাবোধ উহাদের পূর্বতন পূজারীদের মন হইতে বিদূরিত হইতে পারিত না, আর না তাহারা ইসলামে সুদৃঢ় হইতে পারিত।

৪. **লাত** ঃ ঐ ধারায় আরবের কুখ্যাত লাত-কে ভাঙ্গিবার কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক। লাত ছিল সকীফ কবীলার প্রতিমা। আর উহারা ইহার মাত্রাতিরিক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিত। ইহারা যখন ঈমান গ্রহণ করিতেছিল তখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক তাহাদের প্রতিমা ভাঙ্গিতে বা ভাঙ্গাইতে অতিশয় দোদুল্যমান ছিল। কাজেই প্রথমে তাহারা নবূয়্যতের দরবারে এ শর্ত পেশ করে যে, ঐ গুলিকে তিন বৎসর পর্যন্ত বিলীন না করা হউক। এই নিবেদন গৃহীত না হইলে বলিতে থাকে যে, আচ্ছা তিন বৎসর থাক এক বৎসরের অবকাশ দিন। রাসূল (সা) ইরশাদ করিলেন "না এই বাড়তি কাজের জন্য অবকাশের কোন প্রয়োজন নাই। শেষ পর্যন্ত কমাইতে কমাইতে তাহারা এক মাসে নামিয়া আসিল ও বলিতে লাগিল "রাসূল (সা) কমপক্ষে এক মাসের অবকাশ তো দান করুন।"

কিন্তু রাসূল (সা) কোন অবকাশ দিতেই স্বীকৃত হইলেন না। উহারা যখন সর্বোতভাবে নিরাশ হইয়া পড়িল তখন বাধ্য হইয়া এই দরখাস্ত করে যে, যদি আপনি এই প্রতিমা গৃহকে তাৎক্ষণিকভাবেই বিলীন করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে এই দায়িত্ব আমাদিগের উপর অর্পন করিবেন না। বরং আপনার সাহাবীকে ঐ প্রতিমা গৃহ ভাঙ্গিবার ও প্রতিমাকে নিশ্চিহ্ন করিবার দায়িত্ব অর্পন করুন।"

রাসূল (সা) তাহাদের সেই দরখাস্ত মনযূর করিলেন এবং মুগীরা বিন শো'বা (রা) ও আবূ সুফিয়ান বিন হরব (রা)-কে নির্দেশ দান করিলেন যে, ইহাদের সঙ্গে গমন করিয়া প্রতিমা গৃহকে ভাঙ্গিয়া ফেল।[১]

---

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা ৪৪৭; শিবলীর সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪৭।

www.pathagar.com

৫. খালাসা ঃ ইয়ামন দেশে "যুল খালাসা" নামে একটি অতি কুখ্যাত প্রতিমা গৃহ ছিল। উহাতে যে প্রতিমা রক্ষিত ছিল উহার নাম ছিল "খালাসা"। দাউস ও খাস্‌য়াম কবীলা উহার পূজা করিত। ইয়ামনে ঐ প্রতিমা গৃহ মাহাত্ম্য ও মর্যাদায় কা'বার তুল্য ছিল। এই জন্য ইহাকে কা'বা ইয়ামনিয়্যা বলা হইত। এই স্থানে লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল সত্যি কিন্তু মনগড়া ধারণার পূজারী হওয়া ও মূর্খতার দরুন নিজেদের হস্তে খালাসাকে নিশ্চিহ্ন করন ও যূল খালাসকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রস্তুত ছিল না। এমনটি করিলে না জানি আবার কোন গযব নাযিল হইয়া পড়ে। এই জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথাকার শাহী খানদানের অন্যতম সদস্য বাজালিয়া কবীলার সরদার হযরত জুরাইর বিন আবদিল্লাহ বাজালী (রা)-কে দেড়শত সৈন্য সহকারে খালাসাকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ঐ অভিযানে অধিক সংখ্যক লোক এই জন্য প্রেরিত হইয়াছিল যে, এমনও সম্ভাবনা ছিল যে, কোন মুর্খ বেদুইন হয়তো উত্তেজিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিবে। জুরাইর (রা) ঐ স্থানে পৌঁছিয়া খালাসাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন এবং যুল খালাসাকে জ্বালাইয়া দেন। যুরাইর (রা) যখন আবূ ইরতাহের (রা) মাধ্যমে এই সংবাদ পৌঁছান তখন রাসূল (সা) অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং তিনি জুরাইর (রা)-এর জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন اللهم। ثبته واجعله هاد يامهديا (আয় আল্লাহ্! তাহাকে সুদৃঢ় রাখ এবং তাহাকে অন্যদেরকে সোজা পথে পরিচালনাকারী ও তাহার নিজেকে সিরাতুল মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত মানুষে পরিণত কর)।[১]

৬. যুল কাফফাইন ঃ যুল কাফফাইন ছিল দাউস কবীলার প্রতিমা। উহারা অতি আগ্রহ ও আবেগ সহকারে উহার পূজা করিত। যখন কবীলার বেশ সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে তখন সেই কবীলার ইসলামের প্রখ্যাত মুবাল্লিগ হযরত তোফাইল বিন আমর দাউসী (রা) মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সেই কুফর কেন্দ্রকে নিশ্চিহ্ন করিবার অনুমতি দান করেন। অতএব, তিনি কতিপয় দাউসীকে সঙ্গে লাইয়া যান ও সেই প্রতিমা গৃহে আগুন লাগাইয়া দেন।[২]

৭. ফিলস ঃ ফিলস ছিল তায়ী কবীলার প্রতীমা। ঐ কবীলার সরদার ছিলেন আদী বিন হাতিম (রা)। তিনি ইসলামী বাহিনীর আগমনে পালাইয়া সিরিয়া চলিয়া যান মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিলসকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা)-কে দেড়শত অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলেন। হাতিমের কন্যা সাফানা তথায় উপস্থিত ছিল। হযরত আলী (রা) তাহাকে লইয়া ফেরত আসেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন।

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ও সিয়ার, হারকুদ্দুয়ার ওয়াল নাথীল পর্ব, ফযলুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৮০; সিয়ারুস সাহাবা সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০-৩১।

২. সিয়ারুল মুহাজিরীন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৩।

www.pathagar.com

প্রতিমা বিলীন করিবার পরে ইসলাম প্রচারের প্রতি মনোনিবেশ ঃ বাতিল মাবূদদেরকে নির্মূল করিবার তাৎক্ষণিক পরেই তিনি সত্য মাবূদের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ইসলামের মুবাল্লিগীনকে বিভিন্ন জাতি ও কবীলার প্রতি সত্যের ডাক ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অতএব, তাবারী পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيما حول مكة السرايا تدعوا الى الله عز وجل ولم يامرهم بقتال -

(মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার মক্কা অবস্থানকালে মক্কার আশেপাশে দাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি দল প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যকার কাহাকেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার অনুমতি দান করেন নাই।)[১]

ইসলাম প্রচার কালে যুদ্ধ বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা ঃ এমনিভাবে যখনই কোন দল ইসলামের তাবলীগ করণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইত তাহাদিগকে বিশেষভাবে হিদায়াত দেওয়া হইত যে, শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারই উদ্দেশ্য, যুদ্ধ বিগ্রহের অনুমতি নাই। অতএব, ঐ ধারায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে ৩০ জনের একটি বাহিনী সহ বনী জোযাইমার দিকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দান করেন যে, তোমাদিগকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হইল ইসলামের তাবলীগ করণ, যুদ্ধ ও জিহাদ নহে। ইব্‌ন সায়াদের ভাষা এই যে,

بعث إلى بنى جذيمه داعيا الى الاسلام ولم يبعثهم مقاتلا

(অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-কে বনী জোযাইমার দিকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নহে)।[২]

---

১. তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৪৯।

২. শিবলীর সীরাতুন নবী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪৬, ইব্‌ন সায়াদের হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মক্কা বিজয়ের বিরাট উপকারিতা সমগ্র আরবে স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার

ইসলাম প্রচারে কা'বার কেন্দ্রীয় মর্যাদা ঃ যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতা ও বৈরীতার কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল সেহেতু মক্কা বিজয় কতিপয় বিরাট ফলাফলের উপকরণে পরিণত হইয়াছিল। ইসলাম প্রচারের বিপক্ষে সমস্ত ষড়যন্ত্র এই স্থান হইতে উত্থাপিত হইয়া সারা আরবে ছড়াইয়া পড়িত। তাঁহার ঘোরতর শত্রুরা এই স্থানেই বসবাস করিত এবং এই স্থানে বসিয়াই তাহারা তাঁহার বিরোধিতা ও শত্রুতার বীজ প্রতিটি আরবের অন্তরে বপন করিয়াছিলেন। আর উহা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইতে ছিল।

১. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে প্রথম হইতেই তাঁহার তাবলীগের ঘোরতর বিরোধিতা করিয়াছিল।

২. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগামীদিগকে কঠোর হইতে কঠোরতর দৈহিক নির্যাতন করিয়াছিল ও সর্বপ্রকারের ক্ষতিসাধন করিয়াছিল।

৩. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে তাঁহাকে স্বীকৃতি দানকারীগণকে ইথুপিয়া পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করিয়াছিল।

৪. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁহাকে বয়কট করিয়া রাখিয়াছিল।

৫. ইহা ছিল সেই মক্কা, যাহার নিত্যদিনের জুলুমে অতিষ্ঠ হইয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁহার প্রিয় স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

৬. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে শহর হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার পরেও বহুদূর পর্যন্ত তাঁহাকে পিছু ধাওয়া করিয়াছিল।

৭. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে আট বৎসরের দীর্ঘ সময়ের একটি মিনিটও তাঁহাকে মদীনায় স্বস্তিতে টিকিতে দেয় নাই।

৮. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে একাধিকবার বিরাট বিরাট বাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যাভিযান চালাইয়াছিল।

৯. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে বারংবার তাঁহাকে বিষদান ও হত্যা করাইবার প্রয়াস চালাইয়াছিল।

১০. ইহা ছিল সেই মক্কা, যে মদীনার ইহুদীদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়াছিল।

১১. ইহা ছিল সেই মক্কা, যাহার সন্তানেরা সমগ্র আরবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কবীলাগুলিকে রাসূল (সা)-এর মুকাবিলা করিতে সম্মত করিয়াছিল।

www.pathagar.com

এই জন্য মক্কা বিজয় ইসলামের ও সত্যের সকল শত্রুদের পক্ষে মৃত্যুর পয়গাম হিসাবে প্রতিপন্ন হইয়াছিল এবং ইহাতেই তাহাদের সকল তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের শেষ হইয়াছিল।

মক্কা বিজয়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপকার (ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতা) ঃ মক্কা বিজয়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপকার এই হয় যে, সত্যের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ছিল ঐগুলি দূর হইয়া যায়। আর পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা, একাগ্রতা ও মনোনিবেশ সহকারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহান দায়িত্ব প্রতিপালনে লিপ্ত ও ব্যস্ত হইয়া পড়েন, যে জন্য তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। কোরাইশের শত্রুতা ও আরবের কবীলাসমূহের বিরোধিতার যে বিরাট বাধা তাঁহার পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মক্কা বিজয়ের ফলে সব কিছুই বিলীন হইয়া যায়। আর সত্যতা, যথার্থতা, তাওহীদ, রিসালত ও মারিফাতের উত্তাল নদী অতি তীব্র ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে এবং দেখিতে না দেখিতেই সারা আরবকে প্লাবিত করিয়া ফেলে।

মক্কা বিজয়ের পরে দ্রুত ইসলাম প্রচারের কারণ ঃ ঐ সমস্ত কারণ ও উপকরণ যেগুলির দরুন মক্কা বিজয়ের পরে দ্রুতগতিতে ইসলাম সারা আরব উপদ্বীপে ছড়াইয়া পড়ে আর কুফর, শিরক ও প্রতিমা পূজার বুনিয়াদ সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায় উহা নিম্নরূপ ঃ

১. যেহেতু কা'বার মর্যাদা সমস্ত আরব কবীলায় স্বীকৃত ছিল, আর কোরাইশ ছিল কা'বার মুতাওয়াল্লী, উত্তরাধিকার ও দখলদার এই জন্য তাহারা সমগ্র আরবে মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইত। যখন কোরাইশ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায় তখন সমগ্র আরব অতি আকুলভাবে এই বিষয়টি লক্ষ্য করিতেছিল যে, দেখা যাক যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার জাতির মধ্যে কে বিজয় লাভ করে? যে বিজয় লাভ করিবে আর যে কা'বার দখলদারী পাইবে আর আমরা তাহার আনুগত্য গ্রহণ করিব। (কেননা, প্রত্যেকেই শক্তিমানের সঙ্গী ও তোষামোদকারী হইয়া থাকে। কেহ পরাভূতের সাহায্য সহায়তাকারী হয় না)। অতএব যখন মক্কা বিজয় হইয়া যায়, আর কোরাইশের সকল শক্তি ও ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া যায় তখন জনসাধারণ বিজয়ীর সঙ্গী হওয়ার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং দলে দলে ইসলামে দাখিল হইতে থাকে।

২. আরব পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে এইরূপ বুঝিয়া লইয়া ছিল যে, মক্কার উপর কোন তাগূতী শক্তি দখলদার হইতে পারিবে না। অন্য কথায় কোরাইশের উপর বিজয় লাভ ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার প্রমাণ আর মক্কা বিজয় ছিল ইসলামের যথার্থতার প্রমাণ। এই দুইটি জিনিষই যখন হইয়া গেল তখন আরবের কবীলাসমূহের ইসলাম গ্রহণের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট

www.pathagar.com

রহিল না। ফলে তাহারা অধিক সংখ্যায় মদীনা আগমন করিয়া মুসলিম হইতে শুরু করিল। যেমন সহীহ্ বুখারীর প্রখ্যাত বর্ণনা এই ঃ

وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فانه نبي صادق فلما كانت واقعة اهل الفتح بادر وكل قوم باسلامهم -

(অর্থাৎ আরবের কবীলাসমূহ ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তাহারা বলিত যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার জাতিতে পরস্পর বোঝাপড়া করিতে দাও। যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার জাতির উপর বিজয় লাভ করেন তবে তিনি যথার্থ নবী। অতএব যখন মক্কা বিজয় হইল তখন সকল কবীলার মানুষই ইসলাম গ্রহণ করিতে ত্বরা করে।)[১]

৩. নিকট অতীতে ৬০-৬১ বৎসর পূর্বে এই কা'বাকে কেন্দ্র করিয়াই একটি বিরাট ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল। ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষকারী মানুষ তখনও জীবিত ছিল। অর্থাৎ ইয়ামনের প্রশাসক আবরাহা কা'বাকে বিলীন করিবার মানসে মক্কায় আক্রমণ চালায়। কিন্তু আসমানী দণ্ডে নির্মমভাবে ধ্বংস হইয়া যায়। উহাতে আরবদের প্রত্যয় জন্মিয়া ছিল যে, কা'বায় আক্রমণ করিয়া কোন মানুষ ধ্বংস ও বিলীন না হইয়া পারে না। কিন্তু যখন তাহারা প্রত্যক্ষ করিল যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় আক্রমণ করিবার পরে তাহার কিছুই হইল না। বরং তিনি অতি সহজে শুধুমাত্র কা'বার দখলদার হইয়াছেন তাহাই নহে বরং তিনি ঐ সকল মাবূদদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিলীন করিয়া দিলেন যেগুলি কা'বায় বসিয়া সমগ্র আরবে খোদায়ী চালাইতেছিল আর কোরাইশের ছোট বড় প্রতিটি মানুষ যেগুলিকে পূজা করিত। তখন আরবদের মনে স্টীলের পেরেকের ন্যায় এই কথা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত, সেই জন্যই কা'বায় আক্রমণ করিয়াও ধ্বংস হন নাই। এই প্রতিমাগুলি মিথ্যা, যেগুলি সকলে মিলিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মুকাবিলা করিতে পারে নাই। যেমন মুসলিম হইবার সময় যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আবূ সুফিয়ানকে বলিলেন ঃ "এই কথার অঙ্গীকার কর যে, প্রতিমা কোন জিনিসই নহে এবং উহাতে কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই।" তখন সে এই জবাব দেয় যে, "যদি প্রতিমার মধ্যে শক্তি ও ক্ষমতা থাকিত তবে কি আজ আমাদিগকে সাহায্য করিত না? মোট কথা প্রতিমা হইতে প্রতিমা পূজারীদের ভক্তি তিরোহিত হওয়া তাহাদের ইসলামের প্রতি ঝুঁকিবার বৃহৎ কারণে পরিণত হইয়াছিল।

৪. হিজরত হইতে শুরু করিয়া মক্কা বিজয় পর্যন্ত আট বৎসরে ইসলামের বিভিন্ন মুবাল্লিগীনের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার ফলে আরবের অধিকাংশ কবীলা মনে মনে এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল যে, ইসলাম ধর্ম সত্য ও যথার্থ। কিন্তু তাহারা কোরাইশের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল। ইহারই ফলশ্রুতিতে তাহারা

১. তাজরীদুল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬২।

www.pathagar.com

কোরাইশের আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যখন কোরাইশের সকল গৌরব ও মর্যাদা নিঃশেষ হইয়া যায় এবং শক্তি ও হুকুমত সবই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্তে চলিয়া যায় তখন আরবের কবীলাসমূহ ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতেছিল না যে, ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার বিধান করিয়া লয়। কেননা ঐ সময় মুসলিমগণকে ছাড়া অন্য এমন কোন শক্তি ছিল না যাহার আশ্রয় লাভ করিয়া আরবের কতিপয় কবীলা নিরাপত্তা পাইতে পারিত। এই জন্য তাহারা ত্বরা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে।

৫. কতিপয় কবীলা যদিও ইসলামের যথার্থতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল কিন্তু তাহারা কোরাইশের ক্রোধ ও নির্যাতনকে ভয় করিত। আর কোরাইশ যখন মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপক্ষে পরাভূত হয়, যখন কা'বা বিজয় হয়, যখন কোরাইশের খোদাকে কা'বা হইতে বিতাড়িত করা হয় তখন ঐ ধরনের দুর্বল কবীলাসমূহের চলার পথে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না এবং তাহারা দলে দলে আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে।

৬. কবীলাসমূহের অধিক সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই হইয়াছিল যে, মক্কা জয় করিবার পরেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের বিভিন্ন অংশে ও বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের তাবলীগ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে মুবাল্লিগ ও ওয়ায়েয প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা প্রতিটি কবীলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আল্লাহ্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। মক্কা বিজয়ের পরে যেহেতু ইসলাম একটি স্বীকৃত মাযহাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধানতাবশতঃ মুবাল্লিগীনের সাথে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ প্রেরণ করিতেন, কাজেই কাহারও সাধ্য ছিল না যে, ওয়ায়েযীনের সাথে অশিষ্ট আচরণ করিতে সাহসী হইবে। মুবাল্লিগীন বিনা বাধা বিপত্তিতে তাবলীগ করিতেন ও শ্রোতৃমণ্ডলী স্বস্তির সাথে তাহাদের ওয়ায শ্রবণ করিত। ইসলামের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ও মুবাল্লিগীনের উন্নত চরিত্রের দরুন মানুষ ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বোধ করিয়া চলিয়া আসিত। যেহেতু এখন আর কোরাইশের কোন প্রকারের প্রভাব, চাপ অবিশষ্ট ছিল না সেইহেতু অতি সহজে সর্বপ্রকারের প্রকার ভয়ভীতির আশঙ্কা শূন্য হইয়া মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইত। মোট কথা ইসলামের তাবলীগে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল ঐ সকল তাবলীগী জমায়াত যে গুলিকে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে হিদায়াত দান করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের তাবলীগী জামাত আরবের বিভিন্ন অংশে ও কবীলায় এমন অধিক সংখ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, বনূ আসাদের একটি প্রতিনিধি দল অতি গর্বের সাথে মহানবী (সা)-এর দরবারে এই কথা বলিয়াছিল যে, যদিও আপনি তাবলীগের উদ্দেশ্যে আমাদের দিকে আপনার লোকজনকে প্রেরণ করেন নাই তথাপি আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিতেছি।"[১]

১. তাবকাতুল কবীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মক্কা বিজয়ের পরে

[يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا এর ঈমান বর্ধক দৃশ্য]

ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমন ঃ মক্কা বিজয়ের পরে সত্যের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপনকারী ও ইসলামের মুবাল্লিগীনের আরবের সমগ্র এলাকায় কার্যকর তৎপরতার ফলশ্রুতি অতিশয় সন্তোষজনক দৃশ্যমান হইয়া উঠে। সবদিক হইতে লোক ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করিতে থাকে। অধিক সংখ্যক কবীলা নিজেদের প্রতিনিধিদল মহানবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাতের অঙ্গীকার করে। এই সমস্ত প্রতিনিধিদলের আগমন ও রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক খিদমতে নীত হওয়ার যে অবস্থা সীরাত গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন উহাকে "প্রতিনিধিদল" শিরোনামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐ সকল প্রতিনিধিদলের সংখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্‌ন ইসহাক শুধু মাত্র ১৫টি প্রতিনিধিদলের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ওয়াকেদীর লিখক মুহাম্মদ বিন সায়াদ ৭০টি প্রতিনিধিদলের উল্লেখ করিয়াছেন। দামইয়াতী, মুঘলতায়ী ও যয়নুদ্দীন ইরাকীও প্রতিনিধিদলের সংখ্যা এই রূপই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সীরাতু শামীর গ্রন্থকার বিভিন্ন সীরাতের গ্রন্থ হইতে চয়ন ও সঞ্চয়ন করিয়া ১০৪টি প্রতিনিধিদলের অবস্থা পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু হাফিয ইব্‌ন কাইউম ও কুসতালানী গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা সহকারে খুবই সতর্কতা ও সাবধানতার পরে ২৪ টি প্রতিনিধিদলের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন।[১]

যে সকল প্রতিনিধিদল মক্কা বিজয়ের পরে অতি অধিক সংখ্যায় মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করিয়াছিল, সেই গুলি ছিল দুই ধরনের। প্রথম-ঐ সকল যাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শক্তি ও ক্ষমতায় ভীত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল এবং জিযিয়া প্রদান (যাহা ছিল নিরাপত্তার বিনিময়) করিয়া তাহার আনুগত্য গ্রহণ করিয়া লইয়াছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ঈমান আনে নাই। দ্বিতীয় ঐ সকল লোক যাহাদের অধিকাংশ হয় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল অথবা তাহাদের প্রতিনিধিদল অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদীনায় প্রেরণ করিয়াছিল।

---

১. শিবলীর সীরাতুন নবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪।

www.pathagar.com

যেহেতু প্রথম প্রকার হইল আমাদের বিষয় বহির্ভূত সেহেতু আমরা এই স্থানে শুধুমাত্র ঐ সকল কবীলার সংক্ষিপ্ত অবস্থা বিবৃত করিব যাহারা হয় মুসলিম হইয়া গিয়াছিলেন অথবা যাহারা ইসলামী শিক্ষা হইতে উপকৃত হইবার মানসে নিজেদের প্রতিনিধিদল মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার ফলশ্রুতিতে সমগ্র আরবে ইসলামের প্রচার হইয়া গিয়াছিল এবং দেশের এমন কোন স্থান ছিল না যেই স্থানে ইসলামের নাম পৌছে নাই আর সেই স্থানের মানুষ স্বেচ্ছায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমক্ষে শির অবনত করে নাই। এই অবস্থার নকশা কুরআন করীম এই শব্দরাশিতে আঁকিয়াছে ঃ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا -

"অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিল ও মক্কা বিজয় হইল তখন হে রাসূল! তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে দীক্ষিত হইতেছে" (সূরা আন্‌নসর)।

ইসলাম গ্রহণকারী ঐ সমস্ত প্রতিনিধিদলের অবস্থা আমরা সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ ও শিবলীর সীরাতুন নবী দ্বিতীয় খণ্ড হইতে চয়ন ও সঞ্চয়ন করিয়া খুব সংক্ষিপ্তভাবে এই স্থানে বিবৃত করিয়াছি। এই বর্ণনা ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

১. বনূ আসাদের প্রতিনিধিদল ঃ বনূ আসাদ বিন খোযাইমার দশটি শাখা হিজরী ৯ম সালের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করে। ইহারাই কোরাইশের পক্ষাবলম্বন করিয়া মুসলিমদের উপর আক্রমন করিয়াছিল। অতপর যখন কোরাইশদের যুগের অবসান হইয়া গেল তখন ঐ কবীলাগুলির পক্ষে ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। তাহাদের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য ছিল এই ঃ হাযরমী বিন আমের, যারার বিন আযওয়ার, ওয়ারিসা বিন মা'বাদ, কাতাদা বিন আয্‌যায়িফ, সালমা বিন জাইশ, নাকাদা বিন আবদিল্লাহ ও তোলাইহা বিন খোয়াইলাদ। তাহাদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে নবুয়্যতের দাবী করিয়াছিল এবং খালিদ বিন ওলীদের হস্তে পরাস্ত হইয়া সিরিয়া পালাইয়া গিয়াছিল। পরে আবার প্রত্যাবর্তন করিয়া মুসলিম হয় ও সেই অবস্থাতেই ইনতিকাল করে।[১]

ইহারাই ছিল সেই ব্যক্তিবর্গ যাহারা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া অতি গর্বের সহিত অনুকম্পা প্রদর্শন কল্পে বলিয়াছিল যে, যদিও আপনি আপনার কোন আহ্বায়ক ও মুবাল্লিগ আমাদের নিকট প্রেরণ করেন নাই তবুও আমরা অতি অন্ধকার নিশিথে দূর দূরান্ত হইতে সফর করিয়া এমন অবস্থায় আপনার নিকট ইসলাম গ্রহণের

১. তারীখু ইব্‌ন খালদূন, ২য় কিতাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি যখন আমাদের সমগ্র এলাকা কঠিন দুর্ভিক্ষ কবলিত। তাহাদের কথা আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দ হওয়ায় এরশাদ করেন ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لاَّ تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"অর্থাৎ হে নবী! ইহারা তোমার প্রতি ইসলাম গ্রহণ হেতু অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণের দরুন আমার উপর অনুকম্পা প্রদর্শন করিও না। বরং তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুকম্পা যে, তিনি তোমাদিগকে ঈমান আনিবার তওফীক দান করিয়াছেন। যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্য হইয়া থাক"[১] (সূরা হুজরাত)।

ইহার পরে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে ও তাহাদের স্বজাতির নিকট ইসলামের বাণী লইয়া প্রত্যাবর্তন করে।

২. বনূ তামীমের প্রতিনিধিদল ঃ বনূ তামীমের প্রতিনিধিদল অতি আড়ম্বরের সহিত নবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এই প্রতিনিধিদল ছিল বড় বড় আমীর ও রয়ীসগণ সম্মিলিত। এই প্রতিনিধিদলে ৮০/৯০ জন সদস্য ছিল। ইব্ন হিশাম অনেক নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেমন- আতারিদ বিন হাজিব, নায়ীম বিন ইয়াযীদ, কীস বিন হারিস, কীস বিন আসিম, আকরা বিন হাবিস, হাত্তাত বিন ইয়াযীদ, যবরকান বিন বদর ও আইনিয়া বিন হেসন ইত্যাদি।[২]

এই সকল লোক যখন মসজিদে নববী (সা) তে আগমন করে নবী করীম (সা) কেমন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কিভাবে তাহার সাথে কথাবার্তা বলিতে হইবে এই সম্বন্ধে তাহাদের সম্যক জ্ঞান ছিল না। তাই তাহারা অধীরভাবে আওয়াজ দিতে ও চিৎকার করিতে লাগিল যে-মুহাম্মদ (সা)! বাহিরে আসুন ও আমাদের কথা শ্রবণ করুন। এই সময় যদি নবী করীম (সা) না হইয়া অন্য কোন দুনিয়াদার শাসনকর্তা হইতেন তবে প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যকে কঠিন শাস্তি দিতেন ও দরবার হইতে বহিষ্কার করিতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিমাত্রায় বিনম্রতা সহকারে গৃহ হইতে বাহিরে তশরীফ লইয়া আসেন এবং তাহাদিগের সহিত কোমল ও বিনম্র ব্যবহার করেন। এই সকল নির্বোধদের দৃষ্টিতে সত্যতার মাপকাঠি ছিল কবিত্ব ও ভাষণ। ইহাই ছিল তাহাদের গর্বের বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরে আসিবা মাত্রই তাহারা বলিতে থাকে-মুহাম্মদ (সা)! আমরা এই জন্য আগমন করিয়াছি যে, তোমার সহিত মুফাখিরা (প্রাধান্য প্রমাণের জন্য পারস্পরিক বিতর্ক) করিব। যদি তোমার বক্তা ও কবি আমাদের বক্তা ও কবিদেরকে পরাভূত করিতে পারে তবে আমরা তোমার

১. শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯; তাবকাতু কবীর ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯।
২. সীরাতু ইব্ন হিশাম পৃষ্ঠা-৪৫৮।

www.pathagar.com

পেশকৃত মাযহাবকে গ্রহণ করিব, অন্যথায় নহে। যদিও মুসলিম হওয়া ও ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহা ছিল অতি নির্বোধ সুলভ শর্ত। সত্যতা, একত্ববাদ ও রিসালতের সাথে মুফাখিরত ও কবিত্বের কি সম্পর্ক? কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ব্যাপারে অতিমাত্রায় লক্ষ্য রাখিতেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক মানুষ যেন ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। কাজেই তিনি যখন তাহাদের মধ্যে এই ধরনের উদ্ভট ধারণা প্রত্যক্ষ করিলেন তখন শুধুমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, সম্ভবতঃ এই ভাবেই এই লোকগুলি ইসলাম গ্রহণ করিবে, তাহাদের নিবেদন মঞ্জুর করেন। ইহার পরে তাহাদের বিশুদ্ধভাষী বক্তা আতারিদ বিন হাজিব দণ্ডায়মান হয়[১] এবং তাহার কবীলার প্রশংসা ও গুনগান ও তাহাদের মর্যাদা বিশেষণাবলী সম্পর্কে এক বিরাট ভাষণ পরিবেশন করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হইতে হযরত সাবিত (রা) উহার জবাব দেন।

বক্তৃতার পরে কবিতার মুকাবিলা শুরু হয়। বনূ তামীমের বলিষ্ঠ ভাষী কবি যবরকান বিন বদর উঠিয়া তাহার গোত্রের গৌরব সম্পর্কে একটি অতিশয় জোরালো কাসীদা পেশ করে। উহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার দরবারী কবি হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রা)-কে ইরশাদ করিলেন যে, "হাস্সান! তুমি এই কথার উত্তর দাও।" হাস্সান (রা) অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও উন্নত মানের ভাষায় ইহার জবাব দান করেন।

উভয় পক্ষের গদ্যে ও পদ্যে বিশুদ্ধ ভাষার প্রাজ্ঞতা পরিবেশনের পরে উহা আকরা বিন হাবিসের সমক্ষে পেশ করা হইল। তাহাকে এই উদ্দেশ্যেই বনূ তামীম সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সে ছিল উচ্চ পর্যায়ের বক্তা ও প্রখ্যাত কবি। তাহার সিদ্ধান্তকে সমগ্র জাতি অবনত মস্তকে মানিয়া লইত। তাহার সিদ্ধান্তে কাহারও কোন প্রকারের সমালোচনা বা আপত্তি উত্থাপনের সাহস হইত না। তাহার বক্তৃতা ও কবিতার প্রতি তাহার নিজেরই এমন গর্ব ও অহংকার ছিল যে, মুকাবিলা শুরু হওয়ার পূর্বে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলিয়াছিলেন যে, ان حمدى لزين وان ذمى لشين (অর্থাৎ আমি যাহার প্রশংসা করি তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, আর আমি যাহার নিন্দা করি সে চিহ্নিত হইয়া পড়ে)।[২]

আকরা বিন হাবিস তাহার সিদ্ধান্ত এই ভাষায় প্রকাশ করে "আমি আমার পিতার শপথ করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেছি যে, এই মুকাবিলায় মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তা আমাদের বক্তার চাইতে উন্নত এবং মুসলিমদের কবি আমাদের কবির

১. আতারিদ বিন হাজিব এমনই বিরাট বক্তা ছিল যে, একবার ইরাকের বাদশাহ নওশের দরবারে তাহার উত্তম ভাষণের জন্য তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ কাসখাবের একটি থান প্রদান করা হইয়াছিল (ইসাবা ফী আহওয়ালিস সাহাবা)।

১. শিবলীর সীরাতুল নবী ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৩৭, ইসাবা-আকরা বিন হাবিস এর আলোচনা এর হাওলাক্রমে।

www.pathagar.com

চাইতে উত্তম প্রতিপন্ন হইয়াছেন। তাহার কালাম আমাদের কালামের চাইতে অধিক বিশুদ্ধ ও তাহাদের ভাষা আমাদের ভাষার চাইতে শ্রুতি মধুর।

ইব্‌ন হিশাম লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, ঐ মুফাখিরা ও মুশায়িরার পরে বনূ তামীমের যে সকল লোক প্রতিনিধিদলে আগমন করিয়াছিল সকলেই মুসলিম হইয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে অনেক উপঢৌকন ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া মদীনা হইতে বিদায় দেন।[১]

বনী আবসের প্রতিনিধিদল ঃ বনী আবসের ৯ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়। ইব্‌ন সায়াদ তাহাদের নাম এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ মাইসারা বিন মসরূফ, হারিস বিন রবী, কিনান বিন দারিম, বাশার বিন হারিস, হাদম বিন মাসয়াদা, সাব্বা' বিন যায়িদ, আবুল হিস্‌ন বিন নু'মান, আবদুল্লাহ্ বিন মালিক ও ফরূহ বিন আল হাসীন। ইহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদের জন্য দৃঢ়তা ও কল্যাণের দু'আ প্রার্থনা করেন।[২]

৪. বনী ফাযারার প্রতিনিধিদল ঃ হিজরী ৯ম সালে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বনূ ফাযারার ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করে ও ইসলাম গ্রহণ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদের নিকট তাহাদের শহরগুলির অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তাহারা বর্ণনা করেন যে, কঠিন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান। আর আমরা ভয়ানক বিপদাপন্ন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। উহার ফলশ্রুতিতে এমনই প্রবল বারিপাত হয় যে, ৬ দিন পর্যন্ত সূর্য দেখা যায় নাই।[৩]

মাররার প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদলও তাবূকের যুদ্ধের পরে মদীনায় আগমন করে। প্রতিনিধি দলের নেতা ছিল হারিস বিন আউফ। এই প্রতিনিধিদল ছিল ১৩ সদস্য বিশিষ্ট। ইসলাম গ্রহণের পরে ইহারাও দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেন এবং ইহাদের জন্যও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ প্রার্থনা করেন। ঐ দিনই তাহাদের দেশে বারিপাত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদলের প্রত্যেক সদস্যকে ১০ উকিয়া করিয়া রৌপ্য উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।[৪]

৬. সা'লাবার প্রতিনিধিদল ঃ বনূ সা'লাবার চারিজন লোক মক্কা বিজয়ের পরে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে মদীনায় হাযির হয় ও

১. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৬০।
২. তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ, তৃতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা-৪১।
৩. তাবকাতু কবীর ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২।
৪. তাবকাতু কবীর ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩।

www.pathagar.com

নিবেদন করে যে, আমরা আমাদের জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ আপনার খিদমতে আগমন করিয়াছি। আমরা এবং তাহারা সকলে ইসলামের ইকরার করিতেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক দিন পর্যন্ত চারিজনকেই মেহমান স্বরূপ রাখেন এবং যাত্রাকালে হযরত বিলাল (রা) প্রত্যেককে পাঁচ উকিয়া করিয়া রৌপ্য দান করেন। (হযরত বিলাল (রা) মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন)।[১]

৭. **বনী মুহারিব** ঃ এই প্রতিনিধিদল হিজরী ১০ম সালে হুজ্জাতুল বিদার সময় আগমন করে। প্রতিনিধিদলে মোট ১০ জন সদস্য ছিল। ইহাদের দলপতি ছিল সাওয়া বিন হারিস। নবী করীম (সা) অতিশয় হৃদ্যতা সহকারে ইহাদিগকে রাখেন এবং হযরত বিলাল (রা) তাহাদের আদর আপ্যায়নের জন্য নির্দেশ দান করেন। ইহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং প্রত্যাবর্তনকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেককে উপঢৌকন দান করেন।[২]

৮. **কিলাবের প্রতিনিধিদল** ঃ ইহা ছিল ১৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল, হিজরী ৯ম সালে মদীনায় আগমন করিয়াছিল। তাহারা রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করে যে, আমাদিগকে আপনার প্রেরিত মুবাল্লিগ যাহ্হাক বিন সুফিয়ান আল্লাহ্র একত্ব ও আপনার রিসালতের তাবলীগ করিয়াছেন এবং আমরা উহা গ্রহণ করিয়াছি ও মুসলিম হইয়াছি। তিনি আমাদের মধ্যকার ধনীদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিয়াছেন ও আমাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছেন।[৩] এখন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করিয়াছি যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে আপনার হাতে বাইয়াত করিতে পারি।

৯. **রুয়াস বিন কিলাবের প্রতিনিধিদল** ঃ এই কবীলার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমর বিন মালিক মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া মুসলিম হয় এবং ফিরিয়া গিয়া নিজ কবীলায় ইসলামের আহ্বান জ্ঞাপন করে।

১০. **আকীল বিন কা'বের প্রতিনিধিদল** ঃ এই কবীলার তিনজন লোক রবী, মুতরিফ ও আনাস প্রতিনিধি স্বরূপ রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের গোত্রের পক্ষ হইতে বাইয়াত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে সাকীফ নামক স্থান এই শর্তে দান করেন যে, তাহারা সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান করিবেন ও ধর্মের অনুসরণ ও আনুগত্যে দৃঢ় থাকিবে। ইহাদের ছাড়াও ঐ কবীলার অপরাপর লোকজন সময়ে সময়ে মদীনায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে। যখন সেই কবীলার জনৈক ব্যক্তি আবূ

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ ৩য় খণ্ড।
২. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩।
৩. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ. ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪।

www.pathagar.com

হরব বিন খুয়াইলাদ তাঁহার খিদমতে আগমন করে এবং তিনি তাহাকে খুবই সুন্দরভাবে এবং প্রাণ খুলিয়া তাবলীগ করেন, তাহাকে কুরআনের আয়াত পাঠ করিয়া শোনান এবং তাহার সমক্ষে ইসলামকে পেশ করেন তখন সেই সকল প্রয়াস প্রচেষ্টার ফলে সে বলে, আমি তীর নিক্ষেপের দ্বারা ফাল দেখিতেছি, যদি ফাল তোমার পক্ষে দেখা দেয় তবে আমি তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিব। অতএব, সে ফাল দেখে এবং ফাল দীন ইসলামের পক্ষে দেখা যায়, উহাতে সে মুসলিম হইয়া যায়।[১]

১১. বনূ জু'দার প্রতিনিধিদল ঃ বনূ জু'দা হইতে রিকা বিন আমর প্রতিনিধিস্বরূপ তাহার কবীলার পক্ষ হইতে আগমন করে ও মুসলিম হইয়া যায়। তৎপরে নিজ কবীলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলাম প্রচার করেন। মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিজ নামক স্থানে তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন।[২]

১২. বনূ কাশীরের প্রতিনিধিদল ঃ হুনাইনের জিহাদের পরে বনূ কাশীরের পক্ষ হইতে সওর বিন উরওয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন তৎপরে ইসলামের পয়গাম লইয়া নিজ কবীলার নিকট গমন করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ একখণ্ড ভূমি দান করেন। ঐ কবীলা হইতে কুর্‌রা বিন হুবাইরাও সওর বিন উরওয়ার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

১৩. বনূল বুকার প্রতিনিধিদল ঃ হিজরী ৯ম সালে বনূল বুকার তিন জন লোক প্রতিনিধি স্বরূপ রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন তৎপরে স্বীয় এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহাদের নাম ছিল এই ঃ মু'আবিয়া বিন সওর, তদীয় পুত্র বশর সহ, তাহার বয়স হইয়াছিল ১০০ বৎসর এবং মাহবা ও আবদু আমর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব সুন্দরভাবে তাহাদের আপ্যায়ন করেন এবং প্রত্যাবর্তন কালে তাহাদিগকে উপঢৌকনাদি প্রদান করেন।[৪]

১৪. বনূ কেনানা ঃ বনূ কেনানার পক্ষ হইতে ওয়াসিলা বিন আল আসকা আল্ লায়ীশী প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ সময় পৌঁছে যখন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কে এবং কি প্রয়োজনে আগমন করিয়াছ? সে তাহার বংশ পরিচয় বর্ণনা করে ও নিবেদন করে যে, ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছি। রাসূল (সা) তাহার বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি তাহার

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬।
২. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬।
৩. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭।
৪. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭।

www.pathagar.com

কবীলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু আবার তাৎক্ষণিকভাবেই ফিরিয়া আসেন ও তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১]

১৫. বনূ আবদের প্রতিনিধিদল ঃ বনী আব্‌দ বিন আদীর প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নাম ইব্‌ন সায়াদ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হারিস, উয়াইমর, হাবীব ও রবীয়া। ইহারা নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে ও পরে নিজেদের জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

১৬. বনূ বাহিলীর প্রতিনিধিদল ঃ বনূ বাহিলার প্রতিনিধিদল দুইবার মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়। একবার প্রতিনিধিদলের দূত ছিল মুতরিফ বিন আল কাহিন আল বাহিলী। এই দুই দলই নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে ও তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ইসলাম ও শান্তির বাণী লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন।[৩]

১৭. বনূ সলীমের প্রতিনিধিদল ঃ বনূ সলীমের এক ব্যক্তি কীস বিন নুসাইবা মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয় ও তাঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করে। তিনি অতি শিষ্টাচারের সহিত তাহাদের জবাব দান করেন। ইহার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করেন। ফলে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে। তাহারা যখন তাহাদের গোত্র সলীমের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন তখন গোত্রবাসীকে বলেন, ভাইসব! আমি রূমের কালাম, পারস্যের কথা, আরবের কবিতা, ভবিষ্যত বক্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও হামীর কবীলার প্রখ্যাত বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর কালাম তাহাদের মধ্যকার কোনটির সহিতই সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং প্রত্যেকেই সত্বর ইসলাম গ্রহন কর। কাজেই তাঁহার তাবলীগক্রমে কবীলার অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এমন কি ঐ কবীলার ৭০০ জন সাধারণও মহান হযরতের (সা) খিদমতে হাযির হইয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ তাঁহাদের সংখ্যা ১০০০ বর্ণনা করিয়াছেন। বনূ সলীমের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অপর একটি বর্ণনায় ইব্‌ন সায়াদ বলিয়াছেন ঃ বনূ সলীম তাহাদের এক ব্যক্তি কদর বিন আম্মারকে দূত হিসাবে রাসূল (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করে। সে মদীনায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ওয়াদা করে যে, আমার জাতির এক হাজার অশ্বারোহীকে জিহাদের উদ্দেশ্যে আপনার খিদমতে হাযির করিব। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্যাপকভাবে নিজ জাতির মধ্যে তাবলীগ শুরু করিয়া দেন এবং অতিসত্বর এমন এক হাজার লোক তৈরী করেন যাহারা যুদ্ধের ময়দানে শৌর্য প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি এখন পর্যন্ত এই বাহিনীকে মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

১ ও ২. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮।

৩. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯।

www.pathagar.com

সাল্লামের খিদমতে প্রেরণ করিতে পারেন নাই, তাহার মৃত্যুর পরোয়ানা হাযির হয়। ইহার পরে এই বাহিনী নবী করীম (সা)-এর খিদমতে পৌঁছে।

ঐ কবীলার প্রতিমা গৃহের প্রধান ব্যবস্থাপক রাশেদ বিন আবদারিয়া একদিন দেখিতে পায় যে, প্রতিমা গৃহের সর্ববৃহৎ প্রতিমার উপর দুইটি শিয়াল প্রস্রাব করিতেছে। সে তাৎক্ষণিকভাবে সেই প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলে ও নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে। ইহারই সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন যে, বনূ সলীমের সর্বাপেক্ষা ভাল মানুষ হইল রাশেদ।[১] (বনূ সলীমের ইসলাম গ্রহণের কতিপয় ঘটনা মক্কা বিজয়ের পূর্বের ও কতক পরের। আমরা বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সবই একইস্থানে বর্ণনা করিয়াছি।)

১৮. হিলাল বিন আমেরের প্রতিনিধিদল ঃ বনূ হিলালের একটি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে। ইহাদের সরদার ছিল আবদু আউফ বিন আহরাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুল্লাহ্ রাখিয়া দেন।

১৯. বনূ আমের বিন সা'সা'র প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলার দুইজন সরদার আমের বিন তোফাইল ও আরবাদ বিন রবীয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়। আমের বলে, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে আমার কি অধিকার বর্তাইবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দান করেন "সকল মুসলিমের ক্ষেত্রে যাহা হয়।" ইহাতে সে বলিতে থাকে "আপনার পরে কি খিলাফত আমার হইতে পারে?" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার খিলাফত না তুমি পাইতে পারিবে, না তোমার জাতি। শেষে সে দাবী করে যে, আচ্ছা শহরের হুকুমত আপনি নিন, গ্রামের হুকুমত আমাকে দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহাও মঞ্জুর করেন নাই। ইহাতে আমের এই বলিতে বলিতে চলিয়া যায় যে "আমার মধ্যে এমন ক্ষমতা রহিয়াছে যে, পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আপনার শান্তি বিঘ্নিত করিতে থাকিব।"

আমর অতি সত্বর এহেন ঔদ্ধত্যের শাস্তি ভোগ করে। তাহার জিহ্বা ফুলিয়া ছাগীর স্তনের ন্যায় লটকাইয়া পড়ে। এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আরবাদের উপর বিদ্যুত পতিত হয় ও সে মারা যায়। পরে ঐ কবীলার লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করে ও ইসলাম গ্রহণ করে।[২] (ইব্ন খালদূন লিপিবদ্ধ করেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই উভয় সরদারই মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিয়া আগমন করিয়াছিল। কিন্তু আঘাত হানিতে সক্ষম হয় নাই)।[৩]

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬।
২. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১-৫২।
৩. তারীখু ইব্ন খালদূন, দ্বিতীয় পুস্তক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৮।

www.pathagar.com

২০. বনূ সকীফের প্রতিনিধিদল ঃ সকীফ ছিল তায়িফের অতি প্রখ্যাত ও বিরাট কবীলা, তাহারা তাহাদের বিক্রম ও শৌর্যের জন্য সমগ্র আরবে খ্যাত ছিল। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন اللهم। اهد ثقيفا وات بهم।(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! সকীফকে হিদায়াত দান কর ও তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার নিকট প্রেরণ কর)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দোয়া বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছে। এই দোয়ার পরে কয়েক মাসও অতিবাহিত হইতে পারে নাই, বনী সকীফ মদীনায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। সেই ঘটনার এক মনোজ্ঞ বিবরণ এই যে, সকীফের দুইজন সরদার আবদু ইয়ালীল ও আমর বিন উমাইয়ার মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা ছিল। একজন অপরজনের মুখ দর্শনও সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু একদিন কোন এক ব্যক্তি অকস্মাৎ আবদু ইয়ালীলকে বলে যে, আমর বিন উমাইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে ডাকিতেছে। আবদু ইয়ালীল সীমাহীন বিস্ময়ে আপাতিত হয় যে, আমার এই ধরনের জীবন শত্রু আমার নিকট কেন আগমন করিল? এতদ্‌সত্ত্বেও সে বাহির হয় ও অতিশয় হাসি মুখে আমরের সাথে সাক্ষাৎ করে। আমর বলে, "আমি এই সময় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমার আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, তুমি লক্ষ্য করিতেছ যে, দিন দিন মুহাম্মদ (সা)-এর শক্তি ও ক্ষমতা উন্নত হইতেছে। কোরাইশ তাহার নিকট পরাভূত। মুহাম্মদ (সা) মক্কা জয় করিয়া ফেলিয়াছে। আরবের অধিকাংশ কবীলা তাহার অনুগত হইয়া গিয়াছে। অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে ও অবিরাম গ্রহণ করিতেছে। অবশিষ্ট রহিলাম আমরা। ইহা অতি প্রকাশ্য ব্যাপার যে, আমাদের মধ্যে তাহার মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা নাই। বা কোন ক্রমেই আমরা তাহার উপর বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হইব না। এই জন্য উত্তম এই যে, মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলি। এখন রহিল আমাদের পরস্পরের ব্যক্তিগত ঝগড়া বিবাদ। বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টতার পরিচায়ক ইহাই যে, এই সময় উহা ভুলিয়া গিয়া সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া অনাগত অসুবিধার সমাধান চিন্তা করিয়া বাহির করা। আবদু ইয়ালীল বলেন-হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ এবং আমিও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহার দীন গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব, জাতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব, উভয় সরদারই সমগ্র জাতির সমক্ষে এই ব্যাপারটি তুলিয়া ধরে। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মুহাম্মদ (সা) সকাশে গমন করিয়া আমাদের শর্তাবলী পেশ করিবে। মুহাম্মদ (সা) উহা মঞ্জুর করিলে ইসলাম গ্রহণ করিবে। ঐ প্রতিনিধিদলের সরদার মনোনীত হয় আবদু ইয়ালীল, এবং সে অন্যান্য সদস্য সঙ্গে লইয়া মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। ইহা হইল হিজরী ৯ম সালের রমযান মাসের ঘটনা।

www.pathagar.com

এই প্রতিনিধিদল যখন মদীনার উপকণ্ঠে যূহারস্ নামক স্থানে পৌঁছে তখন অকস্মাৎ ঐ প্রতিনিধিদলের সহিত হযরত মুগীরা (রা) বিন শো'বার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঐ স্থানে উষ্ট্র চরাইতেছিলেন। যখন মুগীরা (রা) অবহিত হইলেন যে, এই প্রতিনিধিদল আনুগত্য স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে তখন তাহার সীমাহীন আনন্দ হইল এবং তিনি উষ্ট্রগুলিকে প্রতিনিধিদলের নিকট ছাড়িয়া রাখিয়া দৌড়াইতে থাকেন যে, মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সংবাদ প্রদান করিবেন। পথিমধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হয় ও তাহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, এইরূপ অস্থিরভাবে দৌড়াইয়া কোথায় যাইতেছ?" হযরত মুগীরা (রা) যখন ঘটনা বিবৃত করিলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাহাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলেন যে, এই সুসংবাদ মহানবী (সা)-এর খিদমতে আমাকে পৌঁছাইতে দাও। হযরত আবূ বকরের (রা) বুযুর্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হযরত মুগীরা (রা) তাহার কথা মানিয়া লন এবং হযরত আবূ বকর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সংবাদ প্রদান করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন।[১]

ইব্ন হিশাম ও ইব্ন সায়াদের এই বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বনূ সকীফ কতদূর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই গুরুত্বেরই পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ মুসলিমদের পক্ষে কতখানি আনন্দের কারণ ছিল।

রাসূল (সা) তাহাদিগকে মসজিদে নববীর (সা) আঙ্গিনায় অবস্থান করান এবং তাহাদের জন্য তাবু খাটাইয়া দেন। কতক লোক হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা)-এর গৃহেও অবস্থান করেন।

মসজিদের আঙ্গিনায় তাহাদিগকে অবস্থান করাইবার মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহারা মুসলিমদের সালাতে একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা দর্শন করিয়া তাহাদের দীনী অবস্থা ও উন্নত চরিত্র অবলোকন করিতে পারিয়া উহাতে প্রভাবিত হইবে ও তাহাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রীতি সৃষ্টি হইবে। অধিকন্তু সময়ে সময়ে তাহাদের তাবলীগও হইতে থাকিবে।

জুমার খুৎবায় মহানবী (সা) নিজের নাম লইতেন না। তাহারা ইহা লক্ষ্য করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে থাকে যে, কেমন বিস্ময়কর কথা যে, মুহাম্মদ (সা) আমাদিগের দ্বারা তো তাঁহার রিসালতের কথা স্বীকার করাইতে চাহেন কিন্তু খুৎবায় নিজে নিজের নাম পাঠ করেন না! জনৈক ব্যক্তি মহান হযরতকে (সা) এই কথা বলিয়া দেয়, উহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি সর্বপ্রথম এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি হইলাম আল্লাহ্র নবী ও রাসূল এবং তাহার পক্ষ হইতে সৃষ্টকে হিদায়াত ও সংশোধন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।[২]

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৪৬, তাবকাতু কবীর ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩।
২. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) এশার সালাতের পরে তাহাদের নিকট গমন করিতেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন। মক্কী জীবনে নবী করীম (সা) কোরাইশদের হস্তে যে সমস্ত ক্লেশ উঠাইয়াছেন এবং মদনী জীবনে বাধ্য হইয়া যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছেন ঐ গুলির অবস্থা বর্ণনা করিতেন এবং সুযোগ মত তাবলীগী কথাবার্তাও বলিতেন।[১] তাহারা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। যেমন ঃ

১. আমাদের জন্য ব্যভিচার বৈধ করিয়া দেওয়া হউক। কেননা, আমাদের অধিকাংশ লোক একাকী বাস করে। এইভাবে নিজেদের যৌন পিপাসার নিবৃত্তি করা ছাড়া তাহাদের অন্য কোন উপায় নাই।

২. আমাদের জাতির সর্বপ্রকারের কাজকর্ম ও জীবন ধারণের উপকরণ সুদের উপর নির্ভরশীল। ইহা না হইলে আমাদের সকল কাজকর্ম ও আমদানী ধ্বংস হইয়া যাইবে। কাজেই আমাদিগকে সুদ গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করা হউক।

৩. আমরা মদ্যপানে এমনই প্রবলভাবে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, কোনক্রমেই উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিব না। আমাদের এলাকায় অধিক মাত্রায় আংগুর উৎপন্ন হয় এবং উহার বেশীর ভাগই মদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। মদ্য আমাদের জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ। মদ্যপান না করিলে আহার হযম হয় না। কাজেই করুনাবশতঃ আমাদিগকে মদ্যপানে বাধা না দেওয়া হউক।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি শর্তই নাকচ করিয়া দেন। ইহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া বলে যে, আচ্ছা! আমরা এই শর্তগুলি ফেরত লইতেছি। কিন্তু আমাদের মাবূদ (লাত) সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

নবী করীম (সা) বলেন, "উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হইবে।"

এই বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য বিস্মিত হয়। তাহাদের শিরকপূর্ণ মস্তিষ্কে কিছুতেই এই কথা বুঝে আসিতেছিল না যে মানুষের মধ্যে কি এমন সাহসিকতা আছে যে, লাতের দিকে আঙ্গুলি তুলিয়া নির্দেশ করিতে পারে। তাহারা অতি বিস্ময় সহকারে বলিল "আপনি ইহা কি বলিলেন। যদি আমাদের মাবূদ অবহিত হয় যে, উহার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা তবে সে মুহূর্তের মধ্যে আপনার সমগ্র শহরকে তছনছ করিয়া ফেলিবে।"

হযরত উমর ফারূক (রা) নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তোমরা কি পরিমান মূর্খ ও আহাম্মক। লাত পাথর বৈ আর কি। আর এক লাথিতে উহাকে মুখ থুবড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়।" তাহারা বলিতে থাকে "উমর (রা)! তুমি নীরব থাক, আমরা তোমার নিকট আগমন করি নাই।"

১. আবূ দাঊদ।

www.pathagar.com

ইহার পরে তাহারা নবী (সা) সমীপে আরয করে যে, যদি লাতকে নিশ্চিহ্ন করিতেই হয় তবে আপনি আপনার লোক প্রেরণ করিয়া নিজেই এই কার্য সমাধা করুন। আমাদের উপর কোন ক্রমেই উহার দায়িত্ব বর্তাইবে না।

নবী করীম (সা) মুচকি হাসিয়া জবাব দিলেন, "আপনাদের এই শর্ত আমি মঞ্জুর করিতেছি। আমি আমার লোক প্রেরণ করিয়া উহাকে নিশ্চিহ্ন করাইব। আপনাদিগকে ঐ কার্যের জন্য কোন কষ্ট করিতে হইবে না।"

ইহার পরে তাহারা সালাত ক্ষমা করিবার আরযও পেশ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহাও নাকচ করিয়া দেন ও বলেন, ঐ দীনে কোন প্রকারের কুশল নাই, যাহাতে সালাত নাই। ইহাতে অনন্যোপায় হইয়া বলিতে থাকে "যদিও এই কথা মানিয়া লওয়ার মধ্যে আমাদের মধ্যে বিরাট অপছন্দতা রহিয়াছে কিন্তু তবুও আমরা ইহা গ্রহণ করিয়া লইতেছি।"[১]

ইহার পরে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে। তাহাদের জাতির অপরাপর লোকজনকে ইসলাম দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দূত স্বরূপ তাহাদের সাথে মহানবী (সা) আবূ সুফিয়ান বিন হরব (রা) ও মুগীরা বিন শো'বা (রা)-কে প্রতিমা ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবূ সুফিয়ান (রা) তায়িফ পৌঁছিয়া তদীয় জায়গীর যাতুল হরমে অবস্থান করেন আর মুগীরা (রা) বিন শো'বাকে বলিয়া দেন যে, তুমি গিয়া লাতকে ভাঙ্গিয়া আইস।[২]

হযরত মুগীরা (রা) যখন শহরে প্রবেশ করেন এবং তায়িফের মহিলাগণ অবহিত হয় যে, মুগীরা (রা) এই উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন তখন তাহারা চিৎকার ও কান্নাকাটির রোল বহাইতে শুরু করিয়া দিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসে। তাহারা অতি উচ্চ স্বরে প্রতিমার জন্য শোকগাথা গাহিয়া বলিতেছিল ঃ لا ابكين دفاع اسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع (আমরা ঐ সমস্ত সাহসহীন কাপুরুষদের জন্য ক্রন্দন করিতেছি যে সমস্ত দুর্ভাগারা নিজেদের মাবূদকে অন্যের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ করিতে পারে নাই।)

হযরত মুগীরা (রা) মহিলাদের এই কান্নাকাটিকে গ্রাহ্য করিলেন না। একটি কুঠার হস্তে ধারণ করিয়া কয়েক মুহূর্তেই প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেললেন। আর আবূ সুফিয়ান (রা)-কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। এখন তো আসিয়া প্রতিমা গৃহের কোষাগার হস্তগত করুন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আগমন করেন এবং প্রতিমাগৃহে প্রাপ্ত ঐ সমস্ত মালই মুগীরা (রা) আবূ সুফিয়ানের হস্তে তুলিয়া দিলেন।

---

১. তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৮১।

২. তারীখু তাবারী ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৮২।

www.pathagar.com

২১. বকর বিন ওয়ায়িলের প্রতিনিধিদল ঃ বকর বিন ওয়ায়িলের প্রতিনিধিদলে এই সকল সদস্য অন্তর্ভূক্ত ছিলেন ঃ বশীর বিন খাসাসিয়্যা, আবদুল্লাহ্ বিন মুরসিদ ও হাস্সান বিন হুত। ইহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ কবীলায় প্রত্যাবর্তন করে।[১]

২২. বনূ তাগলিবের প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদল ছিল ১৬ সদস্য বিশিষ্ট। ইহারা নবীর (সা) খিদমতে আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

২৩. বনী হানীফার প্রতিনিধিদল ঃ হিজরী ১০ সালে এই প্রতিনিধিদল ইয়ামামা হইতে আগমন করে, ইহা ছিল ১৯ সদস্য বিশিষ্ট। তন্মধ্যকার কতিপয়ের নাম এই ঃ রিহাল বিন সাকওয়া, সালমা বিন হানযালা, তুলাক বিন আলী, হামরান বিন জাবির, আলী বিন সান্নান, আকয়াস বিন মুসলিমা ও যায়িদ বিন আমর। তাহাদিগকে খুবই সুন্দরভাবে আদর আপ্যায়ন করা হয়। তাহাদিগকে কখনও গোস্ত-রুটি, কখনও দুধ-রুটি আবার কখনও ঘি ও রুটি প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইত। তাহারা কয়েক দিন অবস্থান করে ও পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। উবাই বিন কা'ব তাহাদিগকে কুরআন প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদের প্রত্যেককেই ৫ উকিয়া করিয়া রৌপ্য দান করিয়াছিলেন। মুসাইলামা বিন হাবীব এই প্রতিনিধিদলের সাথে আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই পরে নবুয়্যত দাবী করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত মুসায়লামা কায্যাব নামে কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।[৩]

২৪. বনী শাইবানের প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ মদীনায় আগমন করিয়া নিজেদের ও সমগ্র কবীলার পক্ষ হইতে বাইয়াত করে ও পরে প্রত্যাবর্তন করে। এই প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্য হারমিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি আমাকে কি আমল করিবার নির্দেশ দান করিতেছেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই যে, "নেকীর উপর আমল কর ও মদ্যপান পরিহার কর।"[৪]

২৫. বনূ তাইয়ের প্রতিনিধিদল ঃ বনূ তায়ী ছিল ইয়ামনের খুবই প্রসিদ্ধ কবীলা। এই কবীলার রয়ীস ছিল যায়িদুল খাইল ও আদী বিন হাতিম। উভয়ের রাজ্যসীমা পৃথক পৃথক ছিল। যায়িদুল খাইল ছিল প্রখ্যাত কবি, উচ্চ পর্যায়ের বক্তা ও অতি সুশ্রী কান্তির মানুষ। হিজরী ৯ম সালে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সাথে নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১. শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৬, তারীখু তাবারী ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৮২, সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪২৭।

২. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫।

৩. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬; সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৬৩; তারীখু ইব্ন খালদূন ২য় কিতাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৩।

৪. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯।

www.pathagar.com

তাহাদিগকে ইসলামের দিকে ডাক দেন। তিনি তাহার সঙ্গীগণ সহ আন্তরিকভাবে হৃদ্যতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদলের প্রত্যেক সদস্যকে ৫ উকিয়া করে রৌপ্য দান করেন। কবীলা সরদারদের সাড়ে বারো উকিয়া দান করেন। আর তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া যায়িদুল খাইর[১] রাখিয়া দেন।

২৬. বনূ তাজীবের প্রতিনিধিদল ঃ হিজরী ৯ম সালে এই প্রতিনিধিদল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করে। প্রতিনিধিদলে মোট ১৩ জন সদস্য ছিল। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে মারহাবা বলেন, ভাল জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করেন ও হযরত বিলালকে (রা) নির্দেশ দান করেন যে, খুব যত্নের সাথে তাহাদের আতিথেয়তা করিবে। তাহাদিগকে উপঢৌকন দিবে। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন ও হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যবর্তন করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে হযরত বিলাল (রা) যখন তাহাদের মধ্যে উপঢৌকন বিতরণ করিতেছিলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদল নেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার লোকদের মধ্যে এমনতো কেহ রহিয়া যায় নাই যে উপঢৌকন পায় নাই ?" সে নিবেদন করিল, জ্বী, একটি ছেলে রহিয়া গিয়াছে তাহাকে আমরা নিজেদের মালপত্র দেখাশোনার জন্য ছাড়িয়া আসিয়াছি। (নবী করীম (সা) নির্দেশ দান করিলেন, তাহাকে ডাকিয়া আন। ঐ ছেলে যখন আসিল তখন সে বলিতে লাগিল, আপনি আমার সঙ্গীদের প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। আমার প্রয়োজনও পূর্ণ করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, মিয়া,. তোমার প্রয়োজনটা কি? ছেলে জবাব দিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার প্রয়োজন এই যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া প্রার্থনা করুন যে তিনি যেন সর্বদা আমার প্রতি রহমত নাযিল করেন, আমাকে মাগফিরাত দান করেন। ঐ ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাহার দীনদারী ও তাহার হৃদ্যতায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। তিনি তাহার জন্য দোয়া করেন।

হুজ্জাতুল বিদার সময় ঐ কবীলার ১৬ জন লোক যখন রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হন তখন তিনি তাহাদিগকে ঐ ছেলেটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা নিবেদন করে যে, "আল্লাহ্ যাহা কিছু তাহাকে দান করেন উহাতেই তুষ্ট থাকিবার মত মানুষ আমাদের মধ্যে সে ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখি নাই।

ইহা শ্রবণ করিয়া নবী করীম (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আকাংখা পোষণ করিতেছি এমনিভাবে আমাদের সকলের শেষ হউক।"[২]

১. সীরাতুন নবী , ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১; তাবকাতু কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯।

২. তাবকাতু কবীর ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১।

www.pathagar.com

২৭. বনূ খলীলের প্রতিনিধিদল ঃ তাঁহারা মহানবী (সা)-এর প্রেরিত মুবাল্লিগীনের মাধ্যমে প্রথমেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিজরী ১০ সালের শাবান মাসে আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খিদমতে আগমন করে। তাহারা মদীনায় আগমন করিয়া নবী করীম (সা) খিদমতে আরয করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও আপনার রিসালাতকে সমর্থন দানকারী এবং ঐ সমস্ত লোকের প্রতিনিধি হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি যাহারা তাহাদের বাসস্থলে রহিয়া গিয়াছেন। আমরা আমাদের সমগ্র কবীলার পক্ষ হইতে আপনার আনুগত্য স্বীকার করিতেছি।

রাসূল করীম (সা) তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া বলেন, যদি তোমরা সকলেই মুসলিম হইয়া গিয়া থাক আর তোমরা যদি তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া থাক তবে আমাকে বল যে, সাম্মু আনাস (প্রতিমা) কি অবস্থায় আছে।[১]

তাহারা জবাবে বলে যে, নবী করীম (সা)! সাম্মু আনাসের অবস্থা খুবই শোচনীয়, এখন না কেহ উহার পূজা করে, না উহার উপর ভেট চড়ায়, না তাহার নিকট দোয়া প্রার্থনা করা হয়, আর না উহার সমক্ষে কুরবানী দেওয়া হয়। সেই বেচারাতো আজকাল অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। আমরা উহাকে ঐ আল্লাহ্র সাথে বদল করিয়াছি যাহাকে আপনি পেশ করিয়াছেন। যদি নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন তবে প্রত্যাবর্তনের পরে উহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিব এবং আপনাকে উহার সংবাদ পৌঁছাইব।

তাহারা রাসূল করীম (সা)-এর নিকট দীন সম্পর্কীয় কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেন আর নবী করীম (সা) খুবই শিষ্টাচারের সহিত তাহাদের জিজ্ঞাসার জবাব দান করেন। অতঃপর নির্দেশ দান করেন যে, তাহাদিগকে আরও দীনী মাসায়িল প্রশিক্ষণ দেওয়া হউক ও কুরআনী আয়াত শিক্ষা দেওয়া হউক। যখন তাহাদের দীনী শিক্ষা বহুলাংশে পূর্ণ হইল তখন নবী করীম (সা) তাহাদের প্রত্যেককে বারো উকিয়া করিয়া রৌপ্য প্রদান করিয়া বিদায় দেন। তাহারা যখন স্ব এলাকায় পৌঁছেন তখন তাহারা নিজ নিজ মাল সামান খোলার পূর্বেই প্রতিমাগৃহে গমন করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সাম্মু আনাসকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলেন। সাথে সাথে প্রতিমা গৃহও ধুলিস্মাৎ করিয়া ফেলেন।[২]

২৮. জু'ফীর প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলার দুই ব্যক্তি প্রথমে প্রতিনিধি হিসাবে মদিনায় আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে আবার মুরতিদ হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। ইহার পরে তিন ব্যক্তি প্রতিনিধিদল স্বরূপ আগমন করে এবং মুসলিম হইয়া ঈমান ও হৃদ্যতার উন্নতি সাধন করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে একজন

১. সাম্মু আনাস ছিল সেই প্রতিমার নাম যাহাকে বনূ খাওলান পূজা করিত।

২. তাবকাতু কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১।

www.pathagar.com

ছিলেন আবূ সুবরা, যাহার নাম ছিল ইয়াযীদ বিন মালিক আর অপর দুই জন ছিলেন তাহার সন্তান। একজনের নাম ছিল সুবরা ও অপর জনের নাম ছিল আযীয। তাহাদের মধ্যে তিনি আযীযের নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুর রহমান রাখিয়া দেন। তাঁহার পুত্র খুসাইমা ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ী।

২৯. সুদার প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদল ছিল ১৫ সদস্য বিশিষ্ট। হিজরী ৮ম সালে জা'রানা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহারাই তাহাদের গোত্রীয় অপরাপর লোকদের পক্ষ হইতে বাইয়াত করেন। এই প্রতিনিধিদলের প্রত্যাবর্তনের পরে সমগ্র কবীলা ইসলাম গ্রহণ করে।

৩০. বনী মুরাদের প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলার পক্ষ হইতে ফরূহ বিন মুসাইক আল মুরাদী প্রতিনিধি স্বরূপ রাসূল করীম (সা)-এর মহান খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল করীম (সা) তাহাকে ১২ উকিয়া রৌপ্য, একটি উন্নত শ্রেনীর উষ্ট্র, আম্মানের এক প্রস্থ বস্ত্র পরিধানের জন্য দান করেন এবং মুরাদ, মুযহিজ ও যুবাইদ কবীলার সরদার মনোনীত করেন।

৩১. যুবাইদের প্রতিনিধিদল ঃ উমর বিন মা'দীকারিব যুবাইদ কবীলার দশ জন লোক সহকারে প্রতিনিধিদল স্বরূপ মদীনায় আগমন করে ও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিনিধিদলের প্রত্যেককে উপহার দ্রব্যাদি দান করেন ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের পরে উমর বিন মা'দীকারিবও বিপথগামী হইয়া যায়। কিন্তু পরে আবার ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। কাদিসিয়্যার যুদ্ধে বিশেষ খিদমত আঞ্জাম দিয়াছিলেন।

৩২. কিন্দার প্রতিনিধিদল ঃ কিন্দা হাদরা মউতের জিলা সমূহের একটি শহরের নাম ছিল। এই স্থানে কিন্দী বংশের রাজত্ব ছিল। আশয়াস বিন কীস ছিল এই স্থানের বাদশাহ। হিজরী ১০ম সালে ৮০ জন আরোহী সহ (ইব্ন সায়াদ ১৯ জন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) অতি জাঁকজমকের সাথে রেশমী কারুকার্যের পাড় যুক্ত হীরার চাদর কাঁধে লটকাইয়া নবীর (সা) দরবারে হাযির হয়। ইহারা মদীনায় আগমনের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহানবী (সা) তাহাদের বেশভূষা দেখিয়া বলেন, "তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ?" তাহারা স্বীকার করে। তখন নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করেন "তবে এই রেশমী বস্ত্র কেন?" ইহাতে তাৎক্ষণিকভাবে তাহারা রেশমী চাদর ছিড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দেন।

প্রত্যাবর্তন কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদলের প্রত্যেক সদস্যকে ১০ উকিয়া করিয়া রৌপ্য উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন। প্রতিনিধি দলপতি আশয়াসকে ১২ উকিয়া দান করেন।[১]

---

১. শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০; তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৪।

www.pathagar.com

৩৩. সদফের প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদলও ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী করীম (সা) খিদমতে হাযির হইয়াছিল। প্রতিনিধিদলে মোট ১৯ জন লোক ছিলেন। যখন মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পৌছেন তখন সালাম না করিয়াই তাঁহার সম্মুখে উপবেশ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা এখনও ইসলাম গ্রহণ কর নাই? আর এখন পর্যন্ত কি তোমাদের কাছে আমাদের কোন মুবাল্লিগ পৌছে নাই? তাহারা নিবেদন করিল যে, "আমরা মুসলিম, আমরা আপনার প্রেরিত মুবাল্লিগের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি।।" ইহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন তবে সালাম করিলে না কে?" ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই দণ্ডায়মান হন ও বলেন ঃ

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته

(সালাম আপনার প্রতি হে নবী এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকতরাজী)।

জবাবে তিনি বলেন وعليك السلام (তোমাদের উপরও সালাম) বসিয়া পড়। ইহার পরে তিনি তাহাদিগকে ইসলামের ফরয সমূহ এবং সালাতের সময় সম্পর্কে শিক্ষা দেন।[১]

(এই ঘটনায় এই শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে যে, যখন দুইজন মুসলিম একত্রে মিলিত হয় তখন অবশ্যই একজন অপর জনকে সালাম করিবে)

৩৪. বনূ সায়াদ হোযাইমের প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলার কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাবর্তন করে। মহানবী (সা) প্রতিনিধিদলকে ডাকিয়া আনান এবং বলেন, আপনারা এখন অবস্থান করুন। এত শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন কি? অতএব এই প্রতিনিধিদল তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং খুবই ভালভাবে তাহাদের আদর আপ্যায়ন করা হয়। তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়া আহার করানো হয়। তিন দিন পরে তাহারা বিদায় হইবার সময় হযরত বিলাল (রা) প্রতিনিধিদলের প্রত্যেককে কয়েক উকিয়া করিয়া রৌপ্য দান করেন।[২]

৩৫. বিল্লির প্রতিনিধিদল ঃ হিজরী ৯ম সালের রবিউল আউয়াল মাসে এই জাতির প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করে। প্রতিনিধি দলপতি ছিল আবুয যুবার। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে তাবলীগ করেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করে এবং পরে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া নবী করীম (সা)-এর বাইয়াত করে। তাহাদের আদর আপ্যায়নের প্রতি নবী করীম (সা)-এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নবী করীম (সা) নিজে খেজুরের একটি বোঝা উঠাইয়া আনেন ও ঐ লোকদেরকে বলেন, খাও, নবী করীম (সা) তাহাদিগকে

১. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪,৬৫; ইবনু খালদূন লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, প্রতিনিধিদলে আনুমানিক ১০ জন মানুষ ছিল এবং হুজ্জাতুল বিদার সময় ইহারা হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল (তারীখু ইব্ন খালদূন দ্বিতীয় কিতাব ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩১)।

২. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫।

www.pathagar.com

তিন দিন পর্যন্ত মেহমান রাখিয়াছেন, পরে প্রতিজন সদস্যকে উপঢৌকন দিয়া বিদায় করেন।[১]

৩৬. বাহরার প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদল ইয়ামন হইতে আগমন করিয়াছিল এবং তাহারা সংখ্যায় ছিলেন ১৩ জন। নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে, ফরয সমূহের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং কয়েক দিন অবস্থান করিয়া নিজেদের কবীলায় প্রত্যাবর্তন করে। মহানবী (সা)-এর নির্দেশে হযরত বিলাল (রা) তাহাদিগকে উপঢৌকন প্রদান করেন।[২]

৩৭. আযরার প্রতিনিধিদল ঃ ইহা ছিল ১২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল, হিজরী ৯ম সালের সফর মাসে মদীনায় আগমন করিয়াছিল। নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে কয়েকটি বিষয় অবগত হইতে চাহে এবং নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে সন্তোষজনক জবাব পাইয়া সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। কয়েক দিন নবী করীম (সা)-এর নিকট অবস্থান করিয়া নিজেদের কবীলায় ইসলামের বাণী পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করে। মহানবী (সা) যথারীতি তাহাদিগকে উপঢৌকন প্রদানের নির্দেশ দান করেন। এই জাতির অপর প্রতিনিধিদল যামল বিন উমর আল আযরীর নেতৃত্বে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেরত চলিয়া যায়।[৩]

৩৮. সালামানের প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদল সাত সদস্যবিশিষ্ট ছিল এবং হিজরী ১০ম সালের শাওয়াল মাসে মদীনায় আগমন করিয়াছিল। এই দলের সকলেই নবী করীম (সা)-এর নিকট বাইয়াত করিয়াছিল এবং সমগ্র জাতির পক্ষ হইতেও বাইয়াত করিয়াছিল। ইসলামের আবশ্যকীয় মাসায়িল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। নবী করীম (সা) প্রত্যেককে পাঁচ উকিয়া করিয়া রৌপ্য দান করিয়াছিলেন।[৪]

৩৯. বনূ কালবের প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলা হইতে প্রথমে আবদু আমর ও আসিম মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। নবী করীম (সা) তাহাদের সমক্ষে ইসলাম পেশ করেন এবং তাহারা উহা গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) বলেন, "আমি নবী ও পবিত্রতা সহকারে (প্রেরিত হইয়াছি) অমঙ্গল ও পরিপূর্ণ অমঙ্গল ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমাকে মিথ্যা বলিয়া অবহিত করে, আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে ও আমার সহিত যুদ্ধ করে। আর মঙ্গল ও পূর্ণতা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও আমার সহিত মিলিয়া জিহাদ করে।" উভয়েই নিবেদন করেন যে, "নিঃসন্দেহে আমরা আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি এবং আপনার প্রতি ঈমান আনিতেছি।"

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬।

২. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৬।

৩ ও ৪ . তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৭।

www.pathagar.com

পরে ঐ কবীলার আরও দুইজন রবীআ বিন ইবরাহীম আদ্দামাশকী ও হামল বিন সা'দানা প্রতিনিধিদল হিসাবে মদীনায় আগমন করে ও ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তাহাদিগকে নির্দেশ দান করেন যে, যথা সময়ে সালাত কায়েম করিবে এবং নিজের দায়িত্ব অনুসারে যাকাত আদায় করিবে। ইহার পরে তাহারা উভয়ে নিজেদের কবীলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কবীলার সকলকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

৪০. বনূ হারামের প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলার দুই ব্যক্তি প্রতিনিধি হিসাবে মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। এক জনের নাম ছিল আশজা বিন শরীহ ও অপর জন হাওদা বিন উমর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে তাবলীগ করেন এবং উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে।

৪১. বনূ আযদের প্রতিনিধিদল ঃ ইব্ন সায়াদের বর্ণনা মতে বনূ আযদের প্রতিনিধিদল ছিল ১৯ সদস্য বিশিষ্ট। ইহাদের সরদার ছিল সারদ বিন আবদিল্লাহ্ আল আযদী। (ইব্ন খলদূন প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা দশ জন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন)। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূল (সা)-এর খিদমতে দশ দিন অতিবাহিত করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

৪২. বনূ জারশের প্রতিনিধিদল ঃ এই সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে দুই ব্যক্তি অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করিয়াছিল। তাহারা যখন তাহাদের নিজেদের লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে ও মদীনায় যাহা কিছু অবলোকন করিয়াছিল উহা বিবৃত করে তখন বিশিষ্ট ব্যক্তি আরও অনুসন্ধানের নিমিত্ত দশ ব্যক্তিকে রাসূল (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করে। সেই দশ জনই রাসূল (সা) তাবলীগক্রমে ইসলাম গ্রহণ করে। নবী করীম (সা) তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন "তোমরা হইতেছ আকৃতিতে সুন্দর, সাক্ষাৎকারে হৃদ্যতাপূর্ণ, কথায় মিষ্ট ভাষী ও আমানতে দিয়ানতদার। তোমরা আমার আর আমি তোমাদের।[২]

৪৩. বনূ গাস্সানের প্রতিনিধিদল ঃ তাহারা হিজরী ১০ম সালের রমযান মাসে মদীনায় আগমন করে। সর্বমোট দশ জন ছিল (ইব্ন খলদূন শুধুমাত্র তিনজন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন)। তাহাদের নিজেদের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা যখন প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আরবের সকল কবীলা তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতেছে তখন আমরা চিন্তা করি যে, আমরাই কি সকলের চাইতে নিকৃষ্ট যে, ইসলাম গ্রহণে আমরা সকলের চাইতে পশ্চাদ্বর্তী। অতএব, আমরা রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হই। আল্লাহ্র ওয়াহদানিয়তকে স্বীকার করিয়া লই। রাসূল (সা)-এর রিসালতকে সত্য বলিয়া মানিয়া লই এবং এই কথার সাক্ষ্য দেই যে, আপনি যাহা কিছু আনিয়াছেন সবই সত্য ও যথার্থ।[৩]

১. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৮, ৬৯।

২. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১।

৩. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ , ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৭২; তারীখু ইব্ন খালদূন, দ্বিতীয় কিতাব, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৩০।

www.pathagar.com

৪৪. বনূ আমেরের প্রতিনিধিদল ঃ ঐ মাসেই দশ সদস্য বিশিষ্ট বনূ আমেরের প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া ও দীনী মাসায়িলের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজেদের জাতিতে প্রত্যাবর্তন করে।[১]

৪৫. বনূ হারিস বিন কা'বের প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলা হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর তাবলীগক্রমে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং তাহারই সহিত কবীলার কতিপয় ব্যক্তি প্রতিনিধিদল স্বরূপ হিজরী ১০ সালের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় আগমন করেন। হযরত খালিদ (রা) যখন তাহাদিগকে মহানবী (সা)-এর খিদমতে পেশ করেন তখন নবী করীম (সা) তাহাদের বেশভূষা দেখিয়া বলেন, "ইহারা কাহারা, একেবারেই ভারতীয় বলিয়া মনে হয়?" খালিদ (রা) নিবেদন করেন "হুযূর, ইহারা হইল বনূ হারিস বিন কা'ব। আর আমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি।" তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নবী করীম (সা)-কে সালাম করেন ও কালিমা لا اله الا الله محمد رسول الله পাঠ করেন। নবী করীম (সা) প্রত্যেককে দশ উকিয়া করিয়া রৌপ্য প্রদানের নির্দেশ দান করিলেন, আর কীস বিন আল হাসীনের জন্য সাড়ে বার উকিয়া এবং তাহাকেই তিনি প্রতিনিধি দলের দলপতি বানাইয়া দেন।[২]

৪৬. বনূ হামদানের প্রতিনিধিদল ঃ মক্কা বিজয়ের পরে তখন পর্যন্ত নবী করীম (সা) ঐ স্থানেই অবস্থান করছিলেন, বনী হামদানের জনৈক ব্যক্তি কীস বিন মালিক তাঁহার খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে তাহারই গোত্রীয় লোকের তাবলীগ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাহার প্রচেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যে সমগ্র কবীলা ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সা) কীসের (রা) তাবলীগী তৎপরতায় অতিশয় তুষ্ট হন। তিনি তাহাকে স্থায়ীভাবে তিনশত ফরক (ইয়ামনের এক প্রকারের পরিমাপ) দান করেন যাহা তিনি নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত হইতেন। এমন ভাবে যে একশত ফরক গম, একশত ফরক জোয়ার ও একশত ফরক কিশমিশ। পরে বনী হামদানের একটি প্রতিনিধিদলও মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করিয়াছিল। উহাদের সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছিলেন যে, হামদান কি ভাল কবীলা! তাহারা সাহয্যে অগ্রগমনকারী ও বিপদে ধৈর্য ধারণ কারী।[৩]

৪৭. সায়্যদ আল আশীরার প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলার লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন তাহারা সর্বপ্রথম তাহাদের প্রতিমাকে যাহার নাম ছিল ফার্‌রায ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ইহার পরে তাহাদের কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করিয়া মদীনায় প্রেরণ করে ও নিজেদের ইসলাম গ্রহণ ও আনুগত্যের কথা প্রকাশ করে।[৪]

---

১. তারীখু ইব্‌ন খালদূন, দ্বিতীয় কিতাব ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৩০।
২. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৭২।
৩. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৭৩।
৪. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪।

www.pathagar.com

৪৮. আনাসের প্রতিনিধিদল ঃ এই কবীলার রবীয়া নামক এক ব্যক্তি প্রতিনিধিস্বরূপ ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি লালসার বসবর্তী হইয়া আগমন করিয়াছ না ভীতির দরুন? সে নিবেদন করিল, লালসা সম্পর্কে এই কথা যে, আল্লাহ্র কসম, এই সময় আপনার করতলে এমন কোন মাল নাই যাহার প্রতি কোন মানুষের লালসা হইতে পারে। রহিল ভীতি। ঐ সম্পর্কে নিবেদন এই যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা এমন শহরে বাস করি যেখানে আপনার বাহিনী পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু হ্যাঁ, ইহা অবশ্যই সত্য যে, (আপনার মুবাল্লিগের পক্ষ হইতে) আমাকে আখিরাতের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহাতে যথার্থই আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে বলা হইয়াছে যে, ঈমান আন, উহাতে তোমার নিরাপত্তা নিহিত রহিয়াছে। অতএব, আমি ঈমান গ্রহণ করিবার মানসে আপনার খিদমতে হাযির হইয়াছি। আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই। আমি স্বীকার করিতেছি যে, সে এক এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি হইলেন আল্লাহ্র সত্য রাসূল। ইহার পরে নবী করীম (সা) তাহাকে পথখরচ প্রদান করেন এবং তিনি তদীয় কবীলাপানে হিদায়েতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু পথি মধ্যেই তাঁহার ইনতিকাল হইয়া যায়।[১]

৪৯. দীর ইয়াইনের প্রতিনিধিদল ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই প্রতিনিধিদল ঐ সময় আগমন করে যখন মহান হযরত (সা) তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই প্রতিনিধিদল ছিল ১০ সদস্য বিশিষ্ট। তাঁহাদের মধ্যস্থিত ইয়ানী বিন হাবীব নামক জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে একটি মদ্যের মোশক, কয়েকটি অশ্ব এবং সোনার পাতা জড়ানো মূলবান রেশমী আবা উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করে। নবী করীম (সা) মদ্যের মোশক ফেরত দিয়া অবশিষ্ট জিনিসপত্র গ্রহণ করেন। তন্মধ্য হইতে হযরত আব্বাস (রা)-কে রেশমী আবা প্রদান করেন, তিনি উহা জনৈক ইহুদির নিকট আট হাজার দিরহামে বিক্রয় করিয়া দেন।[২]

মহানবী (সা) তাহাদিগকে তাবলীগ করেন এবং তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাহাদিগকে একশত ওসক প্রদানে নির্দেশ দান করেন (ওসক হইল উষ্ট্রের বোঝা, ষাট সা'তে এক ওসক হয়)।

এই প্রতিনিধিদলের তামীম নামক এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে একটি অভিনব নিবেদন পেশ করেন। তিনি বলেন যে, "আল্লাহ্ তা'আলা যখন নবী করীম (সা)-কে সিরিয়া দান করিবেন তখন যেন তিনি উহার দুইটি গ্রাম জারগা ও বাইতু আইনুন আমাকে দিয়া দেন।" নবী করীম (সা) নির্দেশ করেন, "ঐ দুইটি গ্রাম তোমারই রহিল"।

১. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।

২. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে যখন হযরত আবূ বকরের (রা) সময়ে সিরিয়া বিজিত হয় তখন হযরত আবূ বকর ঐ দুইটি গ্রাম তাহাকে প্রদান করেন।[১]

৫০. আর রিহাওয়াইনের প্রতিনিধিদল ঃ হিজরী ১০ম সালে আর রিহাওয়াইনের ১৫ জন লোক রাসূল করীম (সা)-এর খিদমতে মদীনায় আগমন করিয়া রামলা বিনতু হারিসের গৃহে অবস্থান করেন। রাসূল করীম (সা) স্বয়ং তাহাদের নিকট পৌছেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সহিত আলাপরত থাকেন। তাহারা মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শ্রবণ করেন ও পরে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাহাদিগকে কুরআনের আয়াত ও ফরযসমূহের শিক্ষা দেন। যাত্রাকালে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে অনুরূপ উপঢৌকন প্রদানে নির্দেশ দান করেন যেমন অপরাপর প্রতিনিধিদলকে প্রদান করা হইত। অর্থাৎ দলপতিকে সাড়ে বারো উকিয়া ও সাধারণ সকলকে পাঁচ উকিয়া। ইহার পরে তাহারা নিজেদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

৫১. গামিদের প্রতিনিধিদল ঃ উহা ছিল ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল। তাহারা হিজরী ১০ সালের রমযান মাসে মদীনায় উপস্থিত হন এবং নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। ইহার পরে তাহারা হযরত উবাই বিন কা'বের নিকট গমন করেন। তিনি তাহাদিগকে কুরআন শিক্ষা দেন ও মাসায়িল সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রত্যাবর্তন কালে তিনি তাহাদিগকে অনুরূপ উপঢৌকন প্রদান করেন যেমন আগের লোকজনকে প্রদান করিতেন।[৩]

৫২. বাজীলার প্রতিনিধিদল ঃ দেড়শত সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধিদল হিজরী ১০ম সালে মদীনায় আগমন করে। এই প্রতিনিধিদলের দলপতি ছিলেন জুরাইর বিন আবদিল্লাহ্ বাজালী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগ ক্রমে ইহারা ইসলাম গ্রহণ করেন ও বাইয়াত করেন।

সমগ্র জাতির পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করিবার পরে রাসূল (সা) প্রতিনিধি দলপতি জুরাইরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং নিজের মুবারক হস্ত সম্প্রসারন করিয়া বলেন, 'জুরাইর''! তুমি এই বিষয়সমূহের উপর আমার বাইয়াত কর। তুমি এই বিষয়ের প্রত্যয় রাখ যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করিবে, মুসলিমদের শুভাকাঙ্খী ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে, নিজের মনিবের আনুগত্য করিবে যদি সে একজন হাবশী দাসও হয়।" জুরাইর সকল কথা স্বীকার করিলে তখন নবী করীম (সা) তাহার বাইয়াত গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুরাইরকে (রা) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যাহাদের প্রতিনিধি আর যাহারা প্রতিমা পূজা ছাড়িয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা প্রতিমার সহিত কিরূপ আচরণ করিয়াছে?" তিনি নিবেদন করেন যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মসজিদসমূহ ও উপত্যকাসমূহে আযানকে প্রাধান্য দিয়াছেন তখন কবীলাগুলিও তাহাদের পূজিত প্রতিমাগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬।

২. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬।

৩. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা তন্মধ্যকার সর্ববৃহৎ প্রতিমা যুল খালাসার কি পরিণতি হইয়াছে?" তিনি বলেন, আপাততঃ তো উহা বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করিব তখন উহাকেও নির্মূল করিব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ করিলেন, "হ্যাঁ, যাও, উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ও তৎপরে আমাকে উহা অবহিত করিবে।"

অতএব, জুরাইর (রা) তাহার স্বজাতিদের সঙ্গে যাত্রা করেন এবং অল্পদিন পরেই ফেরত আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে নিবেদন করেন যে, আপনার নির্দেশ পালনক্রমে আমরা প্রতিমা ভাঙ্গিয়া আগুনে জ্বালাইয়া দিয়াছি। আর কোন লোকই আমাদের এই কার্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই। রাসূল করীম (সা) তাহাদের জন্য নেক দোয়া প্রার্থনা করেন।[১]

৫৩. আহমাসের প্রতিনিধিদল ঃ কীস বিন উররাতুল আহমাসী আহমাস কবীলার আড়াইশত লোকজন সহকারে রাসূল করীম (সা)-এর খিদমতে আগমন করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোন কবীলার লোক? তাহারা জবাবে বলেন, আমরা "আহমাসুল্লাহ" (আল্লাহ্‌র বীর)।[২] নবী করীম (সা) ইহা শ্রবণ করিলেন। না, আজ হইতে তোমরা হইলে "আহমাসু লিল্লাহ্" (আল্লাহ্‌র পক্ষে বীর)। উহার পরে হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, যথারীতি ইহাদিগকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিদায় দাও।[৩]

৫৪,৫৫. খাসয়াম ও আস-আসের প্রতিনিধিদল ঃ খাসয়াম কবীলার কতিপয় লোকের সহিত প্রতিনিধিদল স্বরূপ আসয়াস বিন যাহ্‌র ও আনাস বিন মুদরিক মহানবী (সা)-এর খিদমতে আগমন করিয়া নিবেদন করেন যে, আল্লাহ্‌র উপর, তাহার রাসূলের উপর এবং তিনি যাহা কিছু তাহার আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আনিয়াছেন উহার উপর ঈমান আনিতেছি। আপনি আমাদিগকে একটি নিরাপত্তার ফরমান লিখিয়া দেন। তিনি নিরাপত্তা নামা লিখিয়া দেন।[৪]

৫৬. হাযরা মউতের প্রতিনিধিদল ঃ ইহা ছিল হাযরা মউতের বাদশাহদের প্রতিনিধিদল, যাহা বনূ ওলীয়ার সহিত সম্পৃক্ত ছিল। তাহাদের নাম ছিল এই হামদা, মখূস, মুশরিহ ও আবযায়া। ইহারা সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে।[৫]

ঐ সময় হাযরা মউতের অপর একজন প্রখ্যাত সরদার ও বাদশাহ ওয়ায়িল বিন হাযর মদীনায় আগমন করেন ও মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া বলিতে থাকেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইসলাম গ্রহণের

১. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৮।
২. জাহিলিয়্যাকালে উহারা ঐ নামেই অভিহিত হইত।
৩. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮।.
৪. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮।
৫. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, হাযর মউতের প্রতিনিধিদলের আলোচনা।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে আপনার খিদমতে হাযির হইয়াছি। আমার আগমনের উদ্দেশ্য ইহাও যে, আপনি আমাকে আমার দেশ হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় আগমনের অনুমতি দান করুন।" নবী করী (সা) তাহার ইসলাম গ্রহণকে মঞ্জুর করেন ও উহাতে দৃঢ়তা প্রদানের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। কিন্তু হিজরত সম্পর্কে কোন নির্দেশ দান করেন নাই। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান (রা)-কে নির্দেশ দেন যে, তাহাকে হারাতে অবস্থান করাও। হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান। ঘটনাক্রমে হযরত মুয়াবিয়া তখন নগ্নপদে ছিলেন আর ওয়ায়িল উষ্ট্রে আরোহিত ছিলেন। সূর্যের প্রখর তাপে বালুকারাশি ভীষণ গরম হইয়া উঠল। অল্প দূর যাওয়ার পরে হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পদদ্বয় জ্বালা করিতে থাকে। তিনি ওয়ায়িলকে বলেন যে, আপনি তো আরোহী আর আমি পদ ব্রজে চলিয়াছি। দয়া করিয়া আপনার পাদুকা আমাকে দান করুন তাহাতে আমার পদদ্বয় জ্বালা হইতে রক্ষা পাইবে। ওয়ায়িল (রা) জবাব দেন, তোমার পরিধানের পরে ইহা আর আমার পরিধানের যোগ্য থাকিবে না। যদি আমার প্রজাবর্গ অবহিত হইতে পারে যে, একজন নিম্ন স্তরের মানুষ আমার পাদুকা পরিধান করিয়াছে তবে তাহারা খুবই মনঃক্ষুন্ন হইবে।

মুয়াবিয়া (রা) বলিলেন, আচ্ছা, তবে এইরূপ কর যে, তোমার সঙ্গে আমাকে উষ্ট্রে আরোহন করাও, অন্যথায় তপ্ত বালি আমার পদদ্বয়কে ঝলসাইয়া ফেলিবে। উহাতে ওয়ায়িল (রা) বলিলেন, "তোর সেই যোগ্যতা নাই যে, বাদশাহদের সহিত একত্রে উষ্ট্রে আরোহণ করিবে। আমি আমার এহেন অপদস্ততা কক্ষনও সহ্য করিব না। অবশ্য তোর সাথে এতটুকু খাতির করিতে পারি যে, امش فى ظل ناقتى كفاك به شرفا (আমার উষ্ট্রীর ছায়ায় চল, এই মর্যাদা তোর জন্য যথেষ্ট)।[১] আমি তোর সুবিধার্থে আমার উষ্ট্রীর গতি শ্লথ করিয়া দিব।

হযরত মুয়াবিয়া যখন প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী করীম (সা)-কে ওয়াইলের আচরনের কথা বলিলেন, তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, সবই জাহিলিয়্যার, সহ্য কর, আর সে এখন পর্যন্ত উহাতেই মত্ত আছে।[২]

কালের পট পরিবর্তন কতই না বিস্ময়কর যে, এক সময় এমনও আসিল যখন এই নগ্ন পদ মুয়াবিয়াই (রা) সমগ্র মুসলিম জাহানের স্বেচ্ছাচারী সম্রাটে পরিবর্তিত হইয়া ছিল আর এই ওয়ায়িলই (রা) তাহার কবীলার পক্ষ হইতে আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে দরবারে উপস্থিত হইয়া ছিল। তখন মুয়াবিয়া (রা) অতিশয় সম্মানের সাথে তাহাকে পার্শ্বে উপবেশন করাইয়াছিলেন আর বিগত দিনে তাঁহার সহিত আচরনের প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিত প্রদান করেন নাই।[৩]

---

১. তারীখু ইব্‌ন খালদূন, ২য় কিতাব, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৫।

২. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, হাযরা মউতের প্রতিনিধিদলের আলোচনা।

৩. তারীখু ইব্‌ন খালদূন, ২য় কিতাব, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৩৫।

www.pathagar.com

৫৭. আশয়ারিয়্যীনের প্রতিনিধিদল ঃ আশয়ারিয়্যীনের প্রতিনিধিদলে ৫০ জন সদস্য ছিল। তন্মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ মূসা আশয়ারীও (রা) ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ইক কবীলারও দুইজন লোক প্রতিনিধি হিসাবে ছিল। রাসূল করীম (সা) ঐ সময় খায়বরের সফরে ছিলেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া কদম বুসী করেন, বাইয়াত করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫৮. আম্মানের প্রতিনিধিদল ঃ ইসলামের মুবাল্লিগীনের তাবলীগের ফলশ্রুতিতে আম্মানবাসীও ইসলাম গ্রহণ করে এবং কয়েকজন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় ও আরয করে যে, ইসলামী মাসায়িল বুঝাইতে, কুরআন করীম পাঠ দিতে এবং সার্বজনীন ভাবে সেই এলাকায় তাবলীগ করিবার উদ্দেশ্যে আপনার কোন সাহাবী (রা)-কে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিন। তিনি মুদরিক বিন খাউত (রা)-কে যিনি মুখরিবাতুল আবদী নামে খ্যাত ছিলেন তাহাদের সঙ্গে মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ করেন।[১]

৫৯. আউর মুযৃহিজ ঃ ঐ সময়ই মুয্হিজ কবীলার ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খিদমতে আগমন করে এবং মসজিদ নববীতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করে।[২]

৬০. গাফিকের প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদল জুলাইহা বিন শাজ্জারের নেতৃত্বাধীনে মদীনায় আগমন করে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া আন্তরিকভাবেই ইসলাম গ্রহণ করে।[৩]

৬১. বারিকের প্রতিনিধিদল ঃ বারিক কবীলার প্রতিনিধিদল যখন নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় তখন তিনি তাহাদিগকে ইসলামের দিকে ডাক দেন। উহাতে সকলে নিঃসঙ্কোচে বাইয়াত করিয়া মুসলিম হইয়া যায়। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে নিরাপত্তা ও শান্তির ফরমান লিখাইয়া দেন।[৪]

৬২. দাউসের প্রতিনিধিদল ঃ দাউস কবীলার ৭০ অথবা ৮০ জন লোক হযরত তোফাইল বিন আমর আদ দাউসী (রা)-এর তাবলীগক্রমে ইসলাম গ্রহণ করিয়া খায়বরের গাযওয়ার সময় মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হন। মহানবী (সা)-এর অতিশয় প্রখ্যাত সাহাবী ও নবী করীম (সা) হইতে অত্যাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রাও ঐ প্রতিনিধিদলে শামিল ছিলেন। নবী করীম (সা) খায়বরের গনীমতের মাল হইতে তাহাদিগকেও অংশ প্রদান করিয়াছিলেন।[৫]

৬৩,৬৪. সুমালা ও লাহদানের প্রতিনিধিদল ঃ আবদুল্লাহ্ বিন আনাস সুমালী ও মুসীলাতু লাহদানী নিজ নিজ গোত্রের সঙ্গে মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে। তাহারা তাহাদের জাতির পক্ষ হইতেও বাইয়াত করেন।[৬]

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, আম্মানের প্রতিনিধিদলের আলোচনা।

২. তারীখু ইব্ন খালদূন, ২য় কিতাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৫।

৩. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১।

৪-৬. তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১-২-৩।

www.pathagar.com

৬৫. আসলামের প্রতিনিধিদল ঃ আসলাম কবীলার একটি জামাতের সহিত উমাইয়া বিন আফসা মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিবেদন করেন যে, আপনি আমাদের জন্য এমন কোন মান নির্ণয় করিয়া দিন যাহার মর্যাদা আরবও অনুধাবন করিতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া প্রার্থনা করেন, "ইয়া আল্লাহ্! আসলামকে নিরাপদে রাখ ও গিফারকে মাগফিরাত দান কর"। উহার পরে তিনি উহাদের জন্য এবং সমস্ত মুসলিম কবীলার জন্য একটি ফরমান লিখাইয়া দেন।[১]

৬৬. জুযামের প্রতিনিধিদল ঃ রিফায়া বিন যায়িদুল জুযামী নিজ জাতির পক্ষ হইতে খায়বরের যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। একজন দাস নবী করীম (সা)-কে উপঢৌকন প্রদান করে এবং নবী করীম (সা)-এর মুবারক হস্তে বাইয়াত করিয়া মুসলিম হইয়া যায়। প্রত্যাবর্তনের পরে সমগ্র জাতি সত্যের আহবানকে গ্রহণ করে ও ইসলামে দীক্ষিত হয়। ঐ কবীলারই বনূ নুফাসার এক ব্যক্তি ফরূহ বিন আমর যে কোন প্রকারে নবী করীম (সা)-এর দাবীর কথা অবহিত হইয়া তাৎক্ষণিকভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বুযুর্গ রোমানদের পক্ষ হইতে মায়ান এলাকার (শামের অন্তর্ভূক্ত) প্রশাসক ছিলেন। কিন্তু কায়সার উহা অবহিত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া হত্যা করিয়া ফেলে।[২]

৬৭. মুহারার প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদলের প্রধান ছিল মুহরবী বিন আল আবইয়ায। ইহারা যখন রাসূল করীম (সা)-এর নিকট আগমন করে এবং তিনি তাহাদের সমক্ষে ইসলাম পেশ করেন তখন প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যই উহা গ্রহণ করে ও নবী করীম (সা)-এর নিকট বাইয়াত করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে উপঢৌকনাদিও প্রদান করেন তৎসহ দল প্রধানকে নিরাপত্তা ও শান্তির ফরমান লিখাইয়া দেন।

এই প্রতিনিধিদল ছাড়াও যোহাইর বিন কারযম নামের অপর এক ব্যক্তি পৃথকভাবে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইয়াত করে। প্রত্যাবর্তনকালে তাহাকে পথ খরচও দেওয়া হয় এবং আরোহনের জন্য পশুও দান করা হয়।[৩]

৬৮. হামীরের প্রতিনিধিদল ঃ হিজরী ৯ম সালের রজব মাসে মহানবী (সা) তাবূকের গাযওয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ঠিক তখনই নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হামীরের বাদশাহদের দূত আসিয়া হাযির হয় এবং সে হারিস বিন আবদিল কিলাল, নায়ীম বিন আবদিল কিলাল ও নু'মান যথাক্রমে যূরায়ীন, মুয়াফির ও

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১-২-৩।

২. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১, ৮২, ৮৩।

৩. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৩।

www.pathagar.com

হামদানের সরদারবৃন্দের পত্রাবলী মহান খিদমতে পেশ করে। তৎসহ যারয়া যূ ইয়নের পত্রও প্রদান করে। ঐ সকল পত্রে তাহারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ এবং তাহাদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করিয়াছিল ও লিখিয়া ছিল যে, আমরা শিরক ও মুশরিকীন হইতে একেবারেই পৃথক হইয়া গিয়াছি। এবং তাহাদের সহিত কোন প্রকারের সম্পর্ক রক্ষা করিব না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামীরের বাদশাহদের ইসলাম গ্রহণে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সকলের নামে সংযুক্তভাবে একদিন বিস্তারিত মুবারক পত্র লিখাইয়া দেন। উহাতে তাহাদিগকে উপকারী কথার হিদায়াত দান করেন। আমরা সেই নযীরবিহীন ঐতিহাসিক তাবলীগী পত্রের সংক্ষিপ্তসার ইব্‌ন হিশামের নিকট হইতে চয়ন করিয়া এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও তাহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে হারিস বিন আবদি কিলাল, নায়ীম বিন আবদি কিলাল, নু'মান-যী রায়ীন, মুয়াফির ও হামদানের (হামীরের রাজন্যবর্গ) রাজন্যবর্গের নামে। আমি সর্ব প্রথমে সেই আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা করিতেছি যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই। অতঃপর তোমরা অবহিত হও যে, তোমাদের দূত আমার নিকট সেই সময় পৌঁছিয়াছে যখন আমরা রোমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছি, আর তখনই মদীনায় তোমাদের দূতের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং আমি তোমাদের পত্রাবলি পাঠ করি। উহাতে তোমাদের ইসলাম গ্রহণ ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অবস্থা অবহিত হই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তদীয় হিদায়াত তোমাদের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। এখন তোমাদের জন্য ভাল কাজের প্রচেষ্টা চালানো ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্যে সচেষ্ট থাকা আবশ্যকীয়। নিবিষ্টচিত্তে সালাত কায়েম করিবে, নিয়মিতভাবে যাকাত প্রদান করিবে আর যে গনীমতের মাল তোমরা লাভ করিবে উহা হইতে এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের জন্য পৃথক করিয়া রাখিবে। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নির্ধারিত, যাহা তিনি মুসলিমদের জন্য নির্ধারণ কিরিয়া দিয়াছেন। যে সমস্ত ইহুদী ও খৃষ্টান মুসলিম হইবে তাহাদের জন্যও ঐ নির্দেশাবলী সমভাবে প্রযোজ্য যাহা মুসলিমদের জন্য রহিয়াছে। কিন্তু যে সকল ইহুদী বা খৃষ্টান তাহাদের নিজ নিজ ধর্মে অবিচল থাকিবে তাহাদের উপর জিযিয়া প্রযোজ্য হইবে। প্রত্যেক বালিগ পুরুষ মহিলা ও মুক্ত বা দাসের প্রতি এক দীনার হারে অথবা ইহার সম মূল্যের বস্ত্র বা অন্য কিছু যাহা সে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হয়। যে এই জিযিয়া প্রদান করিবে তাহার সম্পর্কীয় দায় দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তার রাসূলের উপর বর্তাইবে। আর যারয়া যূ ইয়নের অবগতির জন্য যে, যখন আমার প্রেরিত লোক তোমার নিকট পৌঁছিবে তখন তুমি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। তাহারা হইলেন, মুয়ায বিন জাবাল, আবদুল্লাহ্

www.pathagar.com

বিন যায়িদ, মালিক বিন উবাদা, উতবা বিন নিমার ও মালিক বিন মার্‌রা ও তাহাদের সঙ্গীগণ। আমি মাআয বিন জাবালকে তাহাদের দলপতি নিযুক্ত করিলাম। তাহারা তোমার নিকট পৌছিলে তুমি যাকাত ও জিযিয়া উসুল করিয়া তাহাদের সঙ্গে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। তুমি তাহাদের সাথে শিষ্ট আচরণ করিবে ও তাহাদিগকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট হইবে।

মালিক বিন মুররা রিহাবী (রা)-এর অবগতির জন্য, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তুমি হামীর কবীলা হইতে সর্ব প্রথম মুসলিম হইয়াছ এবং যুদ্ধে তুমি মুশরিকীনকে হত্যা করিয়াছ। অতএব, তোমার জন্য রহিল কুশল ও মঙ্গলের সুসংবাদ। আমি তোমাকে তোমার জাতি হামীরের সহিত মঙ্গলজনক আচরন করিবার নির্দেশ দিতেছি। তোমরা পরস্পর একজন আরেক জনের খিয়ানত করিবে না একজন অপরজনকে সাহায্য সহযোগিতা দানে অনীহ হইবে না। আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালী ও সম্পদহীন সকলের মাওলা। তোমরা ইহাও জানিয়া রাখ যে, যাকাতের মাল মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য ও মুহাম্মদ (সা)-এর আহলে বাইতের জন্য হারাম। ইহা শুধুমাত্র দরিদ্র মুসলিম ও মুসাফিরদের জন্য। আমি তোমাদের নিকট যে সকল লোককে প্রেরণ করিলাম ইহারা নেক দ্বীনদার ও বিদ্বান ব্যক্তি। তুমি তাহাদের সহিত সুন্দর ও সদাচারন করিবে। ওয়াস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওবারাকতুহু।

ইব্‌ন হিশাম লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, তিনি যখন মায়ায বিন জাবাল (রা) ও তাঁহার সঙ্গীগণকে ইয়ামনে প্রেরণ করেন তখন তাহাদিগকেও তাবলীগী প্রেক্ষাপটে অতি মূল্যবান উপদেশ দান করেন। নবী করীম (সা) নির্দেশ করেন ঃ "তোমরা ঐ স্থানে পৌছিয়া লোকের সহিত কোমল ও প্রীতিমূলক ব্যবহার করিবে। তাহাদের সহিত কঠোর ও রুষ্ট আচরণ করিবে না। তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করিবে, তাহাদের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করিবে না। তোমরা তথায় এমন আহ্‌লু কিতাবের সাক্ষাৎ পাইবে যাহারা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, "জান্নাতের চাবি কি?" তোমরা তাহাদিগকে এইরূপ উত্তর দিবে যে, জান্নাতের চাবি হইল ঃ

لا اله الا الله وحده لاشريك له এর সাক্ষ্য প্রদান করা।[১]

৬৯. জীশানের প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদলের দলপতি ছিলেন আবূ ওহাব আল জীশানী। তিনি তাহার গোত্রের কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আগমন করেন ও নবী করীম (সা)-কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ ওহাব ইয়ামনের বিশেষ ধরনের মদ্য তুব্বা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, ইহাও কি হারাম? নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করেন, উহা

১. সীরাতু ইব্‌ন হিমাম, পৃষ্ঠা-৪৬৯।

www.pathagar.com

পান করিলে কি নেশা হয়? তিনি জবাব দেন যে, অতিরিক্ত পান করিলে হয় অল্পতে হয় না। নবী করীম (সা) নির্দেশ করেন, যে জিনিসের অধিক পান করিলে নেশা হয় উহার অল্পও হারাম।[১]

৭০. আবদুল কীসের প্রতিনিধিদল ঃ এই প্রতিনিধিদলে ২০ জন লোক আগমন করিয়াছিল তাহাদের দলপতি ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন আউফ আল আশাজ। তাহারা দশ দিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করিয়া কুরআন করীম ও ইসলামী মাসায়িল শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। প্রত্যাবর্তনকালে নবী করীম (সা) সকলকে উপঢৌকন প্রদানের নির্দেশ দান করেন। সকলের চাইতে অধিক উপঢৌকন লাভ করেন আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ সাড়ে বার উকিয়া রৌপ্য।[২]

৭১. আল নাখা'র প্রতিনিধিদল ঃ ইহা ছিল সর্বশেষ প্রতিনিধিদল। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হিজরী ১১শ সালের মুহার্‌রম মাসের মাঝামাঝি সময়ে আগমন করিয়াছিল। এই প্রতিনিধিদল ছিল ২০০ সদস্য বিশিষ্ট এবং ইয়ামন হইতে আগমন করিয়াছিল। ইয়ামনে তাহাদিগকে মহান হযরতের মুবাল্লিগ মায়ায বিন জাবাল (রা) ইসলামে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে নাখা' কবীলার দুই ব্যক্তি ইরতাহ ও আরকামও তাহাদের জাতির মুসলিম হইবার সংবাদ লইয়া মহান রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়াছিল। এই প্রতিনিধিদলের আগমনের দুই মাস পরে নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল হয়।[৩]

---

১. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ. ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬।

২. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ- ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪।

৩. তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার (নবীযুগে)

ইসলাম সারা দুনিয়ার জন্য ঃ ইসলামের আগমন হইয়াছিল সর্বজাতি ও কওম, সর্বদেশ ও রাজ্য, সর্ব ধর্ম ও মাযহাব এবং সাদা কালো সকল মানুষের জন্য। কাজেই ইহার বাণী সর্ব আকীদার প্রতিটি মানুষের মধ্যে পৌঁছাইবার প্রয়োজন ছিল। আরবে প্রতিমা পূজারীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ইহাদের পরেই ছিল ইহুদী ও খৃষ্টানের স্থান। এই জন্যই প্রথমে প্রতিমা পূজার অবসান ঘটাইবার প্রয়োজন ছিল। ইহার পরে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টানবাদের।

মহানবী (সা)-এর ডাক প্রতিমা পূজারী ও তৎপরে ইহুদী ও খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে ঃ নবী করীম (সা) যে ভাবে প্রতিমা পূজারীদের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছাইয়াছেন উহার অবস্থা আপনারা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে পাঠ করিলেন। অবশিষ্ট রহিল ইহুদী ও খৃষ্টান। তাহাদের নিকটও আল্লাহ্র নবী (সা) আল্লাহ্র বাণী পূর্ণ আবেগের সাথে পরিপূর্ণ হৃদ্যতার সহিত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যকার যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তির ভাগ্যে ইসলামের সম্পদ ছিল, তাহারা মুসলিম হইয়াছে এবং তাহারা সেই রূহানী সম্পদকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইয়াছেন যাহা রাসূল করীম (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে নাযিল করিয়াছিলেন।

মহানবী (সা)-কে সর্বপ্রথম সমর্থনদানকারী ছিল একজন খৃষ্টান আলিমঃ যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে নিয়মিত তাবলীগ শুরু করেন মদনী জীবনীতে তথাপি উহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল ঐ সময় যখন হেরা গুহাতে তিনি প্রথম ওহীপ্রাপ্ত হন। এই পবিত্র ওহীর কথা যখন ওরাকা বিন নওফিল শ্রবণ করেন (তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর পিতৃব্যপুত্র, তিনি প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইয়াছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষা জানিতেনএবং তাওরাত ও ইনজীলের আলিম ছিলেন) তখনই তিনি অবচেতন ভাবেই চিৎকার করিয়া উঠেন, ইহা সেই পবিত্র বাণী যাহা মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল হইয়াছিল। ইহা সেই কালাম যাহা ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতারিত হইয়াছিল। তুমি হইলে আল্লাহ্র রাসূল। আর তুমি সত্যসহ প্রেরিত হইয়াছ। আহ! যদি আমি সেই সময় জীবিত থাকিতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে এই স্থান হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে। যদি আমার জীবদ্দশায় সেই সময় উপস্থিত হয় তবে আমি নিশ্চিতই তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করিব। কিন্তু ওরাকা বিন নওফিলের জীবদ্দশায় সেই সময় আসে নাই। ইহার পূর্বেই তিনি মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়াছেন।

www.pathagar.com

এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে (যাহার সর্বসম্মত হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই) অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্ব প্রথম সমর্থনকারী ছিলেন একজন খৃষ্টান আলিম।

ইথুপিয়ায় ইসলাম প্রচার ঃ আহ্বান জ্ঞাপনের প্রথম দিকে মক্কায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে না ইহুদী ছিল, না খৃষ্টান। সারা মক্কা ছিল প্রতিমা পূজারীতে ভর্তি, আর সারা কা'বা পাথরের খোদায়। এই জন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রতিমা পূজা বিরোধী তাবলীগের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। উহার পরিণামে তাৎক্ষণিকভাবে শহরের প্রতিটি মানুষ তাঁহার বিরুদ্ধাচারনে দণ্ডায়মান হয়।

পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অতিশয় নীরবতা সহকারে যুলুম সহ্য করার পরেও যখন কোরাইশের শত্রুতায় ভাটা পড়িল না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকিল তখন অতি অনন্যোপায় অবস্থায় মহানবী (সা) তাঁহার অনুসারীগণকে ইথুপিয়ায় হিজরত করিবার নির্দেশ দিলেন। ইহা ছিল খৃষ্টরাজ্য, ইহার বাদশাহ আসহামা ছিলেন অতি সুহৃদয় জাগ্রত মস্তিষ্ক ও ইনসাফ প্রিয় মানুষ। তিনি মুসলিমগণকে নিজের দেশে আশ্রয় প্রদান করেন ও তাহাদিগকে সর্বোতভাবে তুষ্ট রাখিতে প্রয়াস পান।

যে সকল মুসলিম নাজ্জাশীর রাজধানী আকসূমে হিজরত করিয়া আগমন করিয়াছিলেন তাহারা এই স্থানে নিরাপত্তা লাভ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিলেন না। বরং তাহারা তাৎক্ষণিকভাবেই তথায় সত্যের ডাক, দীনের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারকার্যে শুরু করিয়া দেন এবং অবিরামভাবে উহা করিতে থাকেন। স্বয়ং নাজ্জাশীর দরবারে সমস্ত পাদরী ও রাজ্যের আমীরদের সমক্ষে হযরত আলীর (রা) ভ্রাতা হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা) একটি অতি জাঁকালো, মাহাত্ম্যপূর্ণ, প্রভাবশালী ও মনোজ্ঞ তাবলীগী ভাষণ করেন। ইহা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

মুসলিমদের সেই তাবলীগী প্রয়াসের ফল এই হয় যে, যদিও নাজ্জাশী নিজে তখনও মুসলিম হন নাই কিন্তু তাহার প্রজাদের মধ্য হইতে কতিপয় ব্যক্তি এমনকি কতিপয় পাদরীও ইসলাম গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে চল্লিশজন খৃষ্টান মুসলিম হইয়া যায়।[১]

ইথুপিয়ার বাদশাহের ইসলাম গ্রহণ ঃ হিজরী ৭ম সালে যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে তাবলীগী পত্র প্রেরণ করেন তখন আসহামাকেও একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি তাহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। নাজ্জাশী পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞাপন সহকারে নবী করীম (সা)-এর ফরমানকে স্বাগত জানান। পত্র পাঠ করিবার পরে অতিশয় শিষ্টতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চিতই মুহাম্মদ (সা) হইলেন আল্লাহ্‌র রাসূল।" ইহার পরে তিনি হযরত জাফর তাইয়ারের

১. আহলু কিতাব সাহাবা ও তাবিয়্যীন, পৃষ্ঠা-২; ইসাবা ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭ এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

(রা) হস্তে বাইয়াত করেন।[১] নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ আমরা সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি।

ইথুপিয়ার বাদশাহের ইনতিকাল ঃ ইথুপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ছিলেন ইসলামের প্রথম বাদশাহ, যিনি মুসলিম হইয়াছিলেন। হিজরী ৯ম সালে যখন তাঁহার ইনতিকালের সংবাদ পৌঁছে তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাকে মসজিদ নববীতে জমায়েত করিয়া বলেন, "মুসলিমগণ! আজ ইথুপিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তোমাদের সুশীল ভ্রাতা আসহামা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর।" ইহার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাশীর গায়েবী জানাযার সালাত আদায় করেন।[২]

ইথুপিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ঃ যে সমস্ত নির্যাতিত মুসলিম নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে ইথুপিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন তাঁহারা হযরত জাফর তাইয়ারের (হযরত আলী (রা) ভ্রাতা) নেতৃত্বে হিজরী ৭ম সালের সফর মাসে খয়বর জয়ের পরে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহাদের সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের উৎসাহে তথাকার নও মুসলিমগণও আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনে মহানবী (সা) অতিশয় আনন্দিত হন এবং তিনি তাহাদের সকলকে খয়বরের গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন। ইহারা ছিলেন সর্বমোট ৩৪ জন।

ইহুদীদের মধ্যকার প্রথম মুসলিম ঃ মহানবী (সা) যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনা আগমন করেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে ইহুদীদের একজন বড় আলিম হাসীন বিন সালাম মহান খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা) তাহার হাসীন নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুল্লাহ্ বিন সালাম রাখেন। ইহুদীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (সহীহ্ বুখারী)

ইহুদীদের মধ্যকার খুব অল্প সংখ্যক মানুষই ইসলাম গ্রহণ করে ঃ যদিও মদীনায় পৌঁছিয়া নবী করীম (সা) ইহুদীদের সহিত সদাচরণ করেন, তাহাদিগকে অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন, তাহাদিগকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেন তথাপি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ব্যক্তিগত পর্যায়ের এমনই শত্রুতা ও আক্রোশ তাহাদের মধ্যে ছিল যে, তাহাদের মধ্যকার খুব কম সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। যেমন সহীহ্ বুখারীর হাদীসে উল্লেখিত রহিয়াছে যে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

لو امن بى عشرة من اليهود لامن بى اليهود

(অর্থাৎ আমার প্রতি যদি ১০ জন ইহুদীও ঈমান আনে তবে যেন সকল ইহুদীই মুসলিম হইয়া গেল।)[৩]

১. যরকানী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৬।
২. শিবলীর সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৮।
৩. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৩৯১।

www.pathagar.com

হযরত সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রা)-এর তাৎক্ষণিক পরেই যে ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনেন। তিনি ছিলেন হযরত সালমান ফারেসী। তিনি মজূসিয়্যত (অগ্নি উপাসনা) ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইয়া ছিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনা পৌঁছিবার পরেই খৃষ্টবাদ ত্যাগ করিয়া মুসলিম হইয়া যান। তিনি যদিও জনৈক ইহুদীর দাস ছিলেন তবুও তাঁহার মর্যাদা ইসলামে এতই উচ্চে ছিল যে, নবী করীম (সা) পরিখার যুদ্ধের সময় বলিয়াছিলেন ঃ

سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلِ الْبَيْتِ

(অর্থাৎ সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত)। তিনিই সেই উচ্চ মর্যাদার সাহাবী যাহার ইনতিকালের পরে হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন, "সালমানের (রা) ইলমু-আউয়াল ও ইলমু-আখির অর্জিত ছিল অর্থাৎ তিনি ইহুদী শরীয়ত সম্পর্কেও সম্যক অবহিত ছিলেন এবং ইসলামী মাসায়িলের উপরও তাঁহার পরিপূর্ণ দখল ছিল। আর তিনি নিজে ইলমের এক এমনই সাগর ছিলেন যাহার কূল কিনারা ছিল না। তিনি আমাদের আহলু বাইতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।"[১]

আদী বিন হাতিমের বাইয়াত ঃ খ্রিস্টানদের মধ্যকার তৃতীয় যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল সে ছিল আরবের প্রখ্যাত দানবীর হাতিম তায়ীর সন্তান আদী। তাহার ইসলাম গ্রহণ ও মহান হযরতের বাইয়ত গ্রহণের কথা আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিয়াছি।

ইহুদীদের তুলনায় অধিক সংখ্যক খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে ঃ যদিও ইহুদীদের তুলনায় আরবের খৃষ্টানদের মধ্যে ইসলাম অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহা সত্য যে, নবীযুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। বরং প্রতিমা পূজারীদের ইসলাম গ্রহণের তুলনায় উহা নগণ্য। নবী করীম (সা) রূমের কায়সার হিরাকিলকে, মিশরের প্রশাসক মকূকাস ও ইথুপিয়ার বাদশাহ আসহামা প্রমুখ যে সকল খৃষ্টান এলাকায় তাঁহার মুবাল্লিগ প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ইহুদী ও খৃষ্টানদের সহিত বারংবার তাবলীগী আলোচনা করিয়াছেন এবং এই ধারায় এমনই নিবিষ্টতার সহিত কাজ করিয়াছেন যেমন নিবিষ্টতার সাথে প্রতিমা পূজার অবসান ঘটাইয়াছেন। কিন্তু সর্ব প্রকারের প্রয়াস প্রচেষ্টার পরেও খৃষ্টান কবীলাগুলি এই দিকে খুব কমই দৃষ্টিপাত করিয়াছে।

মহানবী (সা) সকাশে নজরানের খৃষ্টানদের দূত ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন খৃষ্টান রাজন্যবর্গ ও কবীলা সরদারদের নিকট যে সমস্ত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন ঐ গুলির অবস্থা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি, ঐ পত্রে যে ফলাফল দেখা দিয়েছে উহাও বিবৃত করিয়াছি। কাজেই এইস্থানে ঐ বিবরণের

১. তাজরীদু বুখারী, পৃষ্ঠা-৭২০।

www.pathagar.com

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তবে নজরানের যে খৃষ্টান প্রতিনিধিদল মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করে এবং নবী করীম (সা) যেভাবে তাহাদিগকে সত্য ও সত্যতার দিকে আহবান জ্ঞাপন করেন উহার অবস্থা এখন পর্যন্ত বিবৃত হয় নাই। উহা এই স্থানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করিতেছি ঃ

নজরান ছিল ইয়ামন দেশের একটি ছোট রাজ্য। উহা উর্বরা, সবুজলিমা, শিল্প ও কারিগরি এবং ব্যবসায়ের জন্য। শুধুমাত্র সমগ্র ইয়ামনেই নহে বরং সমগ্র আরবে খ্যাত ছিল। আরবের এই স্থানটি ছিল খৃষ্টবাদের কেন্দ্র। সেই খৃষ্ট রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা তিন জন সরদারের অধীনে ছিল, উহাদের বিভিন্ন উপাধি ছিল ঃ

১. বহির্বিষয় ও সমর বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ককে সৈয়দ বলা হইত।

২. আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়কের উপাধি ছিল আকিব।

৩. দীনী বিষয়ের সামগ্রিক তত্ত্বাবধায়ককে উসকফ বলা হইত।

নজরানে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ গির্জা তৈরী করা হইয়াছিল, উহাকে কা'বার হারামের প্রত্যোত্তর মনে করা হইত। উহার প্রতিষ্ঠাতা ছিল আবদুল মাদান নামক জনৈক খৃষ্টান, সে গির্জার নাম রাখিয়াছিল "কাবাতু নজরান"।

যেহেতু নজরান ছিল আরবের খৃষ্টবাদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র, সেইহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথাকার সরদারকে একটি তাবলীগী পত্র লিখেন। উহাতে এই স্থানের বড় বড় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একটি দল সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করে। ইহা ছিল হিজরী ৯ম বা ১০ম সালের ঘটনা। সম্পূর্ণ প্রতিনিধি দলটি ছিল ৬০ সদস্যবিশিষ্ট। তন্মধ্যে ১৪ জন বড় বড় সরদার ছিল। নজরানের প্রশাসকত্রয় সাইয়েদ, সাকিব ও উসকফও সঙ্গে ছিল। ইব্ন সায়াদ প্রতিনিধিদলের কতিপয় সদস্যের নাম নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আবদুল মসীহ্, আবূ হারিসা বিন আল কামা, কুর্য বিন আলকামা, হারিস তনয় সাইয়েদ ও উস, যায়িদ বিন কীস, শাইবা, খুয়াইলাদ, খালিদ, আমর ও উবাইদুল্লাহ।

উহাদের জন্য মসজিদ নববীর আঙ্গিনায় তাবু খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা ঐ স্থানে অবস্থান করে। সালাতের সময় হইলে তাহারা নিজেদের পদ্ধতি অনুসারে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিতে চাহে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত হৃদয় ও শিষ্টাচার বশতঃ তাহাদিগকে মসজিদেই ইবাদাত করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল এবং হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া মনে করিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইলেন ও ইসলামের তাবলীগ করিলেন। কখনও বলিলেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ "ঈসা (আ)-এর অবস্থা আল্লাহ্র নিকট আদম (আ)-এর অনুরূপ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর বলিয়াছেন হইয়া যাও, কাজেই হইয়া গিয়াছে" (আল ইমরান ঃ ৮৫)। উদ্দেশ্য হইল এই যে, হযরত ঈসার (আ) মধ্যে যে মানবিক গুণাগুণ ছিল, উহা আদমের (আ) মধ্যেও ছিল। তবে ঈসা (আ) কি করিয়া খোদা হইলেন। পরে ইহাওতো আছে যে, যদি ঈসা (আ) পিতা ছাড়া জন্ম নেওয়ার ফলেই খোদা হইলেন তবে আদম সম্পর্কে কি বলিবে, তাহার তো পিতা-মাতা উভয়ই ছিল না। কখনও বলিয়াছেন ঃ

وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না" (আল ইমরান ঃ ৫৭)। উদ্দেশ্য হইল ঈসা (আ)-কে খোদা অভিহিত করা হইল তাহাকে সীমা বহির্ভূত করা। আর আল্লাহ্ তা'আলা সীমা বহির্ভূতকরণকে পছন্দ করেন না। সর্বশেষে অতি জোরালোভাবে এবং বিস্তারিত বিবরণসহ এইভাবে তাবলীগ করেন ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَنُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি ঐ আহলু কিতাবদেরকে এই কথা বলিয়া দাও যে, কমপক্ষে তোমরা এমন একটি কথার মধ্যে তো একমত হও, যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সংযুক্ত, আর উহা এই যে, আইস আর এই কথার অঙ্গীকার কর যে, আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করিব না, অন্য কাহাকেও তাহার শরীক বানাইব না, আর না আল্লাহ্কে ছাড়িয়া পরস্পর পরস্পরকে রব বানাইব। যদি ইহারা এই সত্যকে অস্বীকার করে, তবে হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি এই কথা বলিয়া দাও যে, আমরা তো আল্লাহ্রই অনুগত বান্দা।

এই আয়াত পেশ করিবার পরেও যখন খৃষ্টানরা মানিল না ও অনর্থক বিতর্ক অব্যাহত রাখিল তখন শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে সর্বশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ হইতে সিদ্ধান্ত হিসাবে বলেন ঃ

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ـ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যদি তোমরা কোনক্রমেই সত্যকে গ্রহণ করিতে না পার ও সত্য কথাকে স্বীকার করিয়া না যাও তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শেষ আকৃতি এই হইবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে

www.pathagar.com

লইয়া আসি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে লইয়া আইস, আমরা আমাদের মহিলাদেরকে লইয়া আসি তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে লইয়া আইস, আমরা আমাদের জীবনকে পেশ করিতেছি তোমরা তোমাদের জীবনকে পেশ কর। উহার পরে কাঁন্নাকাটি করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি যে, ইহা ইলাহী! যাহারা ভ্রান্ত আকীদা গ্রহণ করিতেছে ও সত্যকে গ্রহণ করিতে অনীহা হইতেছে ইহাদের প্রতি তোমার অভিসম্পাত হউক।

ইহা ছিল এই ব্যাপারে একটি চ্যালেঞ্জ, যাহা হযরত নবী করীম (সা) ইলাহী ফরমান মুতাবিক নজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল সমক্ষে পেশ করিয়াছিলেন। যদি তাহারা এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করিত এবং তাহাদের সন্তান, তাহাদের মহিলা ও তাহাদের নিজেদের জীবনকে মুবাহিলার ময়দানে লইয়া আসিত এবং উভয় গ্রুপ শেষবারের মত যুক্তি পেশ করিবার পরে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিত যে, ইলাহী! যেই গ্রুপ তোমার দৃষ্টিতে সত্যকে গ্রহণ করিতে অনীহ হইতেছে উহাকে ধ্বংস করিয়া দাও। তাহা হইলে দুনিয়া দেখিতে পাইত যে, নজরানবাসীদের কি অবস্থা হইত। কিন্তু এ বিষয়ে তাহারা খুবই সতর্ক প্রতিপন্ন হইল। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে নাই, বরং পরস্পর বলাবলি করে لاتفعل فوالله لئن كان نبيا ملا من نفع نحن ولا عقبنا من بعدنا (صحيح بخارى كتاب المغازى قصة اهل نجران)। অর্থাৎ মুবাহিলা করিও না, কেননা, যদি মুহাম্মদ (সা) নবী হন আর আমরা মুবাহিলা করি, তবে আমাদের ও আমাদের অনাগত বংশধরদের আর কুশল নাই।

এই সিদ্ধান্ত করিবার পরে যে, মুবাহিলা করা হইবে না, তাহাদের দুইজন সরদার আবদুল মসীহ (আকিব) ও আবহাম (সাইয়েদ) মহানবী (সা)-এর খিদমতে আগমন করিয়া কাকুতি মিনতি করে যে, আপনি আমাদের উপর যে জিযিয়া নির্ধারণ করিবেন আমরা উহাই মানিয়া লইব। আপনি একজন নির্ভরযোগ্য লোক আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন। আমরা উহার হস্তে জিযিয়া পরিশোধ করিয়া দিব। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ উবাইদা (রা)-কে তাহাদের সঙ্গে দেন ও বলিয়া দেন যে, هذا امين هذه الامة (সে হইল আমার উম্মতের আমীন)।[১]

অপরাপর কতিপয় খৃষ্টান প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-এর খিদমতে আগমন করে ঃ নজরানবাসীগণ ছাড়াও কতিপয় খৃষ্টান প্রতিনিধিদল সময়ে সময়ে মহানবী (সা)-এর খিদমতে আগমন করে ও ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করে। যেমন আগলব, তায়ী বংশ, আন-নাখা বংশ ইত্যাদি। ইহাদের নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার অবস্থা আমরা পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি।

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, আহলু নজরানের কাহিনী পর্ব।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাহারা মহানবী (সা) প্রতি ঈমান আনিয়াছেন

আসমাউর রিজাল বিষয় ভুক্ত গ্রন্থরাজীর মধ্যে তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা, ইসতীয়াবু ফী মা'রিফাতিল আসহাব, আসাদুল গাবা, ইসাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা ও তাবকাতু কবীর ইবনি সায়াদ হইল অতি প্রখ্যাত ও সমন্বিত গ্রন্থাবলী। এই গুলিতে রাসূলে করীম (সা)-এর সাহাবার অবস্থা গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার পরে মুহাদ্দিসীন ও ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থাবলীতে ঐ সমস্ত সাহাবার আলোচনা অনেকই পাওয়া যায় যাহারা নবীযুগে প্রতিমা পূজারী হইতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা ইহুদী ও খৃষ্টান হইতে মুসলিম হইয়াছেন তাহাদের আলোচনা খুব কমই পাওয়া যায়।

উপরোল্লিখিত গ্রন্থরাজীর ভিত্তিতে আমরা এই স্থানে পাঠকবর্গের খিদমতে ঐ সমস্ত সাহাবার তালিকা পেশ করিতেছি যাহারা মহান হযরতের (সা) যুগে খৃষ্টান ও ইহুদী হইতে মুসলিম হইয়াছেন। এই ধরনের সাহাবার সংখ্যা অবশ্যই অনেক সঠিক হইবে। কিন্তু আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে এত জনেরই নাম পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১. ঐ সমস্ত সাহাবা যাহারা ইহুদী হইতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন ঃ (১) হযরত উসাইদ বিন সায়ীদ (রা), (২) হযরত আসাদ বিন উবাইদ (রা), (৩) হযরত আসাদ বিন কা'ব আল কারযী (রা), (৪) হযরত উসাইদ বিন কা'ব আল কারযী (রা), (৫) হযরত সা'লাবা বিন সায়ীদ (রা), (৬) হযরত সা'লাবা বিন সালাম (রা), (৭) হযরত সা'লাবা বিন কীস (রা), (৮) হযরত সালাবা আবূ মালিক (রা), (৯) হযরত জাবার (রা), (১০) হযরত জাবাল (রা), (১১) হীরান জাবা (রা), (১২) হযরত রাফি আল কারযী (রা), (১৩) হযরত রিফায়া বিন আস সামাওয়াল (রা), (১৪) হযরত রিকায়া আল কারযী (রা), (১৫) হযরত যায়িদ বিন সা'না (রা), (১৬) হযরত সায়াদ বিন ওহব (রা), (১৭) হযরত সা'না বিন আরীয (রা), (১৮) হযরত সায়ীদ বিন আমের (রা), (১৯) হযরত সালাম (রা) (হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালামের ভাগিনেয়) (২০) হযরত সালমা বিন সালাম (রা) (হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালামের ভ্রাতা) (২১) হযরত সাময়ান বিন খালিদ (রা), (২২) হযরত শামযুন বিন ইয়াযীদ (রা), (২৩) হযরত সালিহ আল কারযী (রা), (২৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা), (২৫) হযরত আবদুর রহমান বিন যোবাইর (রা), (২৬) হযরত আতিয়া আল কারযী (রা), (২৭) হযরত আলী বিন রিফায়া (রা), (২৮) হযরত আমর বিন সা'দী (রা), (২৯) হযরত উমাইর বিন উমাইয়া (রা), (৩০) হযরত কাসীর বিন আসসায়িব (রা), (৩১) হযরত কা'ব বিন সলীম (রা), (৩২) হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ্ বিন সালাম (রা), (৩৩) হযরত মুখিরলাক (রা), (৩৪) হযরত মাইমুন বিন ইয়ামীন (রা), (৩৫) হযরত ইয়ামীন বিন উমাইর (রা), (৩৬) হযরত ইউসুফ বিন আবদিল্লাহ বিন সালাম (রা), (৩৭) হযরত আবূ সায়ীদ বিন ওহব (রা), (৩৮) হযরত আবূ মালিক (রা) (৩৯) রাসূল (সা)-এর একজন ইহুদী দাস।

২. ইহুদীদের মধ্য হইতে আগত সাহাবিয়্যাত ঃ (১) হযরত তামীমা বিনতু ওহাব (রা), (২) হযরত খালিদা বিনতু হারিস (রা), (৩) হযরত রাইহানা বিনতু শাময়ূন (রা), (৪) উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যা বিনতু হুয়াই বিন আখতাব (রা)।

৩. খৃষ্টানদের মধ্য হইতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা ঃ (১) হযরত আবরাহা হাবশী (রা) (২) হযরত ইদরীস (রা) (৩) হযরত আশরাফ হাবশী (রা) (৪) হযরত আসহামা (রা) হাবশের বাদশাহ (৫) হযরত বহীরা আল হাবশী (রা) (৬) হযরত বশীর বিন মুয়াবিয়া (রা) (৭) হযরত তাম্মাম হাবশী (রা) (৮) হযরত তামীম হাবশী (রা) (৯) হযরত তামীম দারী (রা) (১০) হযরত জারূদ বিন আমর (রা) (১১) হযরত ওরীদুর রাহিব (রা) আল হাবশী (১২) হযরত যুদূন (রা) (১৩) হযরত যূ মুখাম্মার (রা) (বাদশা নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র) (১৪) হযরত নু মানাহিব (রা) হাবশী (১৫) হযরত সাহদাম (রা) (১৬) হযরত সালমান ফারসী বিন বুযশাঁ (রা) (১৭) হযরত আমের আশশামী (রা) (১৮) হযরত সাইমুনা বিলকাদী (রা) (১৯) হযরত আবদুল হারিস বিন আস্সুন্নী (রা) (২০) হযরত সালাম (রা) (২১) হযরত আদী বিল হাতিম তায়ী (রা) (২২) হযরত কুর্য বিন আলকামা (রা) (২৩) হযরত মুহরিব বিন আররুবার সুন্নী (রা) (২৪) হযরত মাবুর (রা) (হযরত মারিয়া কিবতিয়ার পিতৃব্য (রা) (২৫) হযরত নাফি, হাবশী (রা)।

৪. খৃষ্টানদের মধ্য হইতে ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাগণ ঃ (১) হযরত সাফ্ফানা (রা) (আদী বিন হাতিম তায়ী (রা)-এর ভগিনী) (২) হযরত সীরীন (রা) (মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর ভগিনী) (৩) হযরত আবূ হোরাইরার (রা) মাতা।

৫. ঐ সমস্ত বুযুর্গ যাহাদের আহলু কিতাব হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে ঃ (১) হযরত আবূ হিন্দ আদ্ফারী (রা) (২) হযরত আহমাদ বিন আবদিল্লাহ বিন সালাম (রা) (৩) হযরত তুব্বা বিন ইমরায়াতু কা'ব আস সাহবার (রা) (৪) হযরত যাকওয়ান বিন ইয়ামীন (রা) (৫) হযরত সালমা বিন সায়াদ (রা) (৬) হযরত সালমা বিন আইয়াম (রা) (৭) হযরত ফীরুযুদ দাইলামী (রা) (৮) হযরত ইব্ন রাইহান (রা) (৯) হযরত উম্মুল মুহাজির (রা) সার রুমিয়া (রা) (১০) হযরত ইব্নাতু আম্মি সুফিয়্যা (রা)।

ইথুপিয়ার প্রতিনিধি দলে খৃষ্টানদের এক বিরাট সংখ্যক দল মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নায়ীমুল বাহ্রের হস্তে চল্লিশ জনের মত ইহুদী ঈমান আনিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অবস্থা তো দূরের কথা তাহাদের পূর্ণ নাম ও চরিত্র ও রিজালের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না।[১]

১. আহলু কিতাব সাহাবা ও তাবিয়ীন, পৃষ্ঠা ৮।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

মজূসীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যুগে মজূসীদের আকিদা ঃ এমনিতে আরবে সকল মাযহাবেরই অস্তিত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় প্রতিমা পূজারীদের আবাদীই বেশী ছিল। দ্বিতীয় স্থানে ছিল ইহুদী ও খৃষ্টান এবং সর্বাপেক্ষা কম ছিল অগ্নি উপাসক, উহাদিগকেই মজুসী বলা হইত। উহারা অগ্নির উপাসনা করিত ও দুই খোদাকে মানিত। এক হইল মঙ্গল কল্যাণের খোদা, উহাকে ইয়াযদান বলা হইত। অপরটি মন্দ ও দুষ্কর্মের স্রষ্টা উহাকে আহরমন নামে নামকরণ করিয়াছিল। ইয়াযদানকে জ্যোতি এবং আহরমনকে অন্ধকার নামেও আখ্যায়িত করা হইত।

কুরআন করীমে ঐ আকীদার প্রত্যুত্তর ঃ যেই যেই মাযহাবে যে সমস্ত ভ্রান্ত আকীদার প্রচলন ছিল কুরআন করীম ঐগুলির প্রত্যেকটির প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছে। কাজেই মজূসদের বিপক্ষে ও কুরআন করীমের কয়েক স্থানে আলোচনা রহিয়াছে। যেমন قَالَ اللّٰهُ لَاتَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন যে, হে লোক সকল! দুই খোদা বানাইওনা। মাবূদ তো একজনই (আর একজনই হওয়াই বাঞ্ছনীয়)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ـ

(অর্থাৎ সকল প্রশংসা ও বিশেষণের অধিকারী একমাত্র সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জ্যোতি ও অন্ধকার তৈরী করিয়াছেন) এর মধ্যেও এই ইরশাদ রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ দুই বা তিন নহেন বরং একজনই। আর সে সকল কিছু হইতে অমুখাপেক্ষী। ইহার পর আরও জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ কেহই তাহার সমকক্ষ ও সমতুল্য নহে, যেমন মজূসীদের আকীদা অনুযায়ী ভাল খোদার মুকাবিলায় মন্দ খোদাও রহিয়াছে।

মজূসীদের মধ্য হইতে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় আসহাব

আরবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে প্রতিমা পূজারীদের প্রতিপক্ষ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ যথেষ্ট উন্নতি ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মজূসীবাদ আরব জাতিসমূহের উপর খুব কমই প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। অথচ প্রতিমা পূজার সহিত মজূসীবাদের যে প্রীতি, সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রহিয়াছে, ঐদিক

www.pathagar.com

হইতে বিচার করিলে মজূসীবাদ তুলনামূলকভাবে প্রতিমা পূজার অনেকটা নিকটবর্তী ছিল। মজূসীরা অগ্নিকে উপাসনা করিত আর মুশরিকরা প্রতিমাকে। কথা তো একই। আরবের উপর ইরানের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ও চাপ ছিল। বরং ইয়ামন, আম্মান ও আরবের আরও কতিপয় উপকূলীয় এলাকা মজূসী সরকারের করতলগত ছিল। ঐ সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও আরব উপদ্বীপে মজূসীবাদ সার্বজনীনভাবে বিস্তার লাভ করে নাই অথবা খুবই কম বিস্তৃত হইয়াছে। কেননা, মজূসীদের মধ্যে না ছিল খৃষ্টানদের অনুরূপ আবেগ প্রবন মুবাল্লিগ, আর না ছিল মজূসীবাদের মধ্যে কোন প্রকারের তাবলীগী প্রবণতা ছিল। এই জন্য আরবে অতি নগণ্য সংখ্যক ও বিশেষ বিশেষ মানুষ মজূসীবাদের অনুসারী ছিল। উহাদের মধ্যকার যাহারা নিজেদের পিতা পিতামহের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মহান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহাদের সংখ্যা তো অতি নগণ্য ছিল।

অনেক অনুসন্ধান ও খোঁজাখুজির পরেও এই বিষয়ে আমি খুব অল্প নামই পাইয়াছি যাহাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা আসমাউর রিজালের গ্রন্থাবলী হইতে চয়ন ও সংকলন করিয়া এই স্থানে বিবৃত করিতেছি।

ইয়ামনের প্রশাসক বাযান, তাহার সন্তানসহ তাহার পরিষদের অন্যতম সদস্য বাবূয়া, ওমর খসরূ এবং আমীর যাদাদের ইসলাম গ্রহণের অবস্থা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। তাহারা ব্যতীত মজূসীদের মধ্যকার অন্যান্য যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যকার যে কয়জনের নাম জানা গিয়াছে উহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

১. আকরা বিন হাবিস (রা) ঃ তাহার পূর্ণ বংশ পরিচয় এই, আকরা বিন হাবিস বিন আক্কাল বিন মুহাম্মদ বিন সুফিয়ান বিন মাজাশিউত তামিমী আল মাজাশিয়ীউদ দারিমী (রা)। ইনি মুয়াল্লিফাতুল কুলুব (যে সকল নওমুসলিমকে অধিক আকৃষ্ট করিবার জন্য অধিক পরিমাণ গনীমত প্রদান করা হইত) এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মক্কা বিজয়, হোনাইনের যুদ্ধ ও তায়িফের সংঘর্ষে রাসূল (সা) সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তীকালে বনূ তামীমের প্রতিনিধি দলের সহিত ও আগমন করিয়াছিলেন। ইরাকের যুদ্ধসমূহে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। জুযজান নামক স্থানে ওফাত পাইয়াছেন। ইব্ন ওরীদের বর্ণনা এই যে, তাঁহার নাম ছিল ফাররাস ও উপাধি ছিল আকরা। তাঁহার আকরা শব্দের অর্থ মাথায় টাক।

২. আতারিদ বিন হাজিব (রা) ঃ ইসাবাতে তাহার সম্পূর্ণ বংশনামা এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঃ আতারিদ (রা) বিন হাজিব বিন যরারাহ বিন আদস বিন যায়িদ বিন আবদিল্লাহ্ বিন দারিম বিন মালিক বিন হানযালা বিন মালিক বিন যায়িদ মানাত বিন তামীমুত্, তামীমী। তাহার কুনিয়ত ছিল আবু ইকরামা। ইসাবাতে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এইভাবে লিখিত আছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বশর বিন সুফিয়ান আদভী (রা)-কে বনূ খাযায়ার সদকা ও যাকাত আদায় করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ইহাতে বনূ তামীম তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেয় যে,

www.pathagar.com

এই স্থানে সদকাও দিওনা যাকাত ও আদায় করিও না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা অবহিত হওয়ার পরে তিনি আইনিয়া বিন হিস্ন (রা)-কে ৫০ জন আরোহীর একটি দলের সহিত উহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। তিনি ঐ স্থানে পৌছিয়া ১১ জন পুরুষ, ১১ জন মহিলা ও ৩০ জন শিশুকে গ্রেফতার করিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট লইয়া আসেন। ইহাদেরকে আনিবার পরে বনূ তামীম নিজেদের আচরণে অনুতপ্ত হয় এবং তাহারা তাহাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল, যাহাতে ৭০/৮০ জন লোক ছিল মা'যিরাত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করে।

তাহাদের মধ্যকার আতারিদ বিন হাজিব খুবই বিশুদ্ধভাষী বক্তা ছিলেন, তিনি মহানবী (সা)-এর সমক্ষে তাহার জাতির প্রশংসা ও বিশেষণ সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভাষণ পরিবেশন করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কিসরা কর্তৃক তাহাকে পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত একটি মূল্যবান রেশমের আবা মহান হযরতের খিদমতে হাদিয়াস্বরূপ পেশ করিয়াছিলেন।[১]

মহানবী (সা)-এর তিরোধানের পরে ধর্মভ্রষ্ট ফিত্নাকালে ইনিও বিভ্রান্ত হইয়া যান, কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং মুসলিম অবস্থাতেই তাহার ওফাত হইয়াছে।[২] বনী তামীমের এই প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত অবস্থা যাহাতে আতারিদও ছিলেন, আমরা প্রতিনিধিদলের আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি।

৩. হাজিব বিন যরারাহ (রা) ঃ আতারিদ ছিলেন হাজিবের সন্তান। তিনিও ঐ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩]

৪. আসওয়াদ (রা) ঃ ইনিও অগ্নিপূজারী ছিলেন এবং বনূ তামীমের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। তাজরীদু আসমায়িস সাহাবাতে তাহার বংশধারা এইরকম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আল আসওয়াদ বিন আবস বিন আসমা বিন ওহাব আত তামীমী। ইনিও তাহার অপরাপর সঙ্গীগণের সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪]

তামীমের মধ্যে যাহারা নজূসী ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা উহাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা। আল্লামা সৈয়দ সোলাইমান নদভী তৎকৃত বহু অনুসন্ধান লব্ধ রচনা আরদুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮তে পরিস্কার ভাবে লিখিয়াছেন যে, তামীম কবীলাতে যরারা বিন আদস ও তাহার সন্তান হাযিব ও আকরা বিন হাবিস এবং আস ওয়াদ মাজূসীদের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (আতারিদও হাজিবের সন্তান ছিলেন এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন)।

---

১. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা, আতারিদের (রা) আলোচনা ।

২. ইব্নু হাযর আসকালানীকৃত ইসাবা ফী তমীযিস্ সাহাবা।

৩. ইসাবা, হাজিব বিন যরারাহ আলোচনা।

৪. তাজরীদু আসমায়িস, সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০।

www.pathagar.com

৫. মানযার বিন সাওয়া (রা) ঃ ঐ সময়ে বাহরাইন অঞ্চল ও ইরানের মজূসী সরকারের করতলগত ছিল এবং এই স্থানে কিসরার পক্ষ হইতে গভর্নর নিযুক্ত করা হইত। ঐ সময়ে মানযার বিন সাওয়া (রা) ইরানের দরবারের পক্ষ হইতে এই স্থানে গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদীয় সাহাবী হযরত আলা বিন আবদিল্লাহ্ হাযরমী (রা)-এর হস্তে মানযারকে একটি তাবলীগী পত্র প্রদান করেন। মক্কা বিজয়ের পর হিজরী ৮ সালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মানযারের উপর মহান হযরতের পবিত্র পত্র সুন্দর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে। ঐ স্থানে যতজন আরব বসবাস করিত এবং তৎসহ কতিপয় মজূসীও মুসলিম হইয়া যায়।[১]

৬. সীবখত (রা) ঃ বাহরাইনের অঞ্চলে ইরানের মজুসী সরকারের অধীনে "হিজর" একটি পৃথক রাজ্য ছিল। ইরানের দরবারের নেতৃত্ব হইতে এইস্থানে যে প্রশাসক ছিলেন তাহার নাম ছিল "সীবখ্ত"। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকেও একটি তাবলীগী পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন যাহার ফলশ্রুতিতে সীবখতও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।[২]

৭. আবনাউ ফারিস ঃ ইরানের অনেক সম্ভ্রান্ত রয়ীস সন্তান ইয়ামান গিয়া অধিবাস গ্রহণ করিয়াছিল, যাহা ঐ সময় ইরান সরকারের অধীনস্থ ছিল। আরবী ঐতিহাসিকগণ ঐ সমস্ত রয়ীস সন্তানগণকে "আবনাউ ফারিস" (পারস্য সন্তান) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। হিজরী ১০ সালে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুবর বিন ইয়াখান্না কে ঐ সমস্ত আমীর যাদাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি দুবর (রা) ইয়ামনে পৌছিয়া নু'মান বিন বযরজের গৃহে তাহার সন্তানদের মেহমান হন। তিনি প্রথমে তাহাদিগকে মুসলিম করেন পরে তথায় বসিয়া ফীরূয দায়লমী, মারকাবূদ ও ওহাব বিন মাম্বা প্রমুখ আবনাউ ফারিসের নিকট ইসলামের আহ্বান জ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করেন। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। সনিয়াতে সর্বপ্রথম যাহারা কুরআন করীম হিফ্য করিয়াছিলেন তাহারা ছিলেন আতা বিন মারকাবূদ (রা) ও ওহাব বিন মাম্বা (রা)।[৩]

অপরাপর আকায়িদের মানুষের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ ঃ প্রতিমা পূজারী, ইহুদী, খৃষ্টান ও মজূসীদের ছাড়া যে সকল অপরাপর আকায়িদের অনুসারী আরবে পাওয়া যাইত উহারা এতই অল্প সংখ্যক ছিল যে, উহা কোন গণনার মধ্যেই আসিত না। আবার তাহারা সাধারণতঃ কোন প্রতিমা পূজারীদের কোন শাখা ছিল অথবা উহাদের সঙ্গে এমনইভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের পৃথক কোন সত্ত্বাই

১. শিবলীর সীরাতুননবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২, ফতূহুল বুলদানের হাওয়ালাক্রমে।
২. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২, ফতূহুল বুলদানের হাওয়ালাক্রমে।
৩. শিবলীর সীরাতুননবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮, তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৫৪১

www.pathagar.com

ছিল না। ঐতিহাসিকগণও আসমায়ির রিজালের প্রণেতাগণ তাহাদের গ্রন্থাবলীতে সাধারণভাবে ঐ বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই যে, উপরোল্লিখিত চার আকীদার লোকজন ছাড়া কোন্ কোন্ আকীদাও কোন্ কোন্ খেয়ালের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে? এই জন্য বিস্তারিত বিবরণসহ বলা যাইবে না অপরাপর মাযহাব ও আকায়িদের কোন্ কোন্ মানুষ ইসলামের গণ্ডীভূত হইয়াছে। অন্যথায় আমরা আপনাদের সমক্ষে তাহাদেরও একটি বিস্তারিত তালিকা পরিবেশন করিতাম। অবশ্য ইহা জ্ঞাত রহিয়াছে যে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আরবের সকল অধিবাসী প্রতিমা পূজা ও দেহ পূজা পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং অপরাপর মাযহাবের লোকজন হয়তো বা মুসলিম হইয়াছিল নয়তো বা ইসলামী নেতৃত্ব ও সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

মহানবী (সা) ২২ বৎসরের তাবলীগের বিস্ময়কর ফলাফল ঃ ইসলামের এই প্রচার মাত্র ২৩ বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময়ে হইয়াছিল এবং একটি নতুন মাযহাব প্রচারিত হওয়ার পক্ষে এই সময় এতই সংক্ষিপ্ত যে, বিশ্ব মাযহাবের ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় কোন নযীর বা উদাহরণ পাওয়া যায় না। আবার কৃতিত্বের কথা এই যে, তাবলীগ ও প্রচারের পথে এহেন বিরাট ও নযীর বিহীন সাফল্য ও কৃতকার্যতা শুধুমাত্র একজন মানুষের অবিরাম চেষ্টা প্রয়াসের ফলশ্রুতি, যিনি আল্লাহ্র পথভ্রষ্ট বান্দাহদের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাইয়াছেন বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ২৩ বৎসরের স্বল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়ার আকৃতিই পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি জংলী পশু ও হিংস্র নেকড়েগুলিকে মানুষে পরিণত করিয়াছেন। নিজের দায়িত্বকে অতিশয় সুন্দর ও শোভনভাবে সম্পাদন করিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মা সুউচ্চ ফিরদাউসে উড়িয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র হাজার হাজার দরুদ ও সালাম তাহার প্রতি ও তাঁহার পরিজনের প্রতি।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

মহানবী (সা)-এর মদীনা জীবনে ইসলামের মুবাল্লিগীন

ইসলামের মুবাল্লিগীনের চারি শ্রেণী ঃ রাসূল (সা)-এর মক্কী জীবনে যে সমস্ত সাহাবা তাবলীগের খিদমত আঞ্জাম দিয়াছেন, আমরা প্রথম পর্বে তাহাদের আলোচনা করিয়াছি। মদনী যুগে যে সকল বুযুর্গ সেই সুকর্মে অংশগ্রহণ করিয়াছেন, উহারা ছিলেন চারি শ্রেণীর।

প্রথম ঃ ঐ সকল সাহাবা, যাহাদিগকে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন কবীলায় বিভিন্ন সময়ে দ্বীনের তাবলীগ ও সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয় ঃ ঐ সকল মহান ব্যক্তি যাহারা স্বেচ্ছা প্রনোদিত হইয়া তাবলীগী দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছেন এবং অতিশয় হৃদ্যতা সহকারে ইসলামের খিদমত করিয়াছেন।

তৃতীয় ঃ কবীলাগুলির ঐ সকল কতিপয় সরদার ও রয়ীস, যাহারা আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করতঃ কয়েকদিন নবীর (সা) খিদমতে অতিবাহিত করিয়া দ্বীনের শিক্ষা, দ্বীনী মাসায়িল সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও তাবলীগের পদ্ধতি শিক্ষা করিতেন। অতঃপর নিজ নিজ কবীলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তাবলীগী খিদমত আঞ্জাম দিতেন। অধিকাংশ সময় এমনও হইত যে, কবীলার সকলকে মুসলিম বানাইতে সফল হইতেন।

চতুর্থ ঃ ঐ সকল বিজ্ঞ যোগ্য বুযুর্গ, যাহারা কবীলাসমূহ ও এলাকাসমূহ হইতে সদকা, যাকাত ও জিযিয়া আদায় করিবার জন্য প্রেরিত হইতেন। সাধারণতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পদের জন্য এমন সাহাবাকে মনোনীত করিতেন যাহারা তাকওয়া, নিষ্কলুষতা, আমানত ও দিয়ানতের সাথে সাথে তাবলীগ প্রচার, পথ প্রদর্শন ও হিদায়েতেরও যোগ্য হইতেন। এবং তাহারা যেইস্থানে আদায়কারীর দায়িত্ব পালন করিতেন সেই স্থানে ইসলামের তাবলীগের দায়িত্ব পালনও করিতেন।

রাসূল (সা)-এর সবটুকু সময়ই ঐ চারি শ্রেণীর মুবাল্লিগীনকে ওয়ায নসীহত করিতে। হিদায়াত দান করিতে কাটিয়া যাইত। এই মুবাল্লিগীন আরবের প্রতি অংশে পৌছিয়া স্বস্তি ও শান্তির সহিত সত্যের প্রচার চালাইতেন। যদিও এখন সমগ্র আরবে মহানবী (সা)-এর প্রশাসনিক প্রভাব অর্জিত হইয়াছিল তবুও কখনও কখনও মুবাল্লিগীন সাহাবাকে কঠিন অসুবিধার ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত। অধিকন্তু কখনও কখনও জীবন সংহারও হইত। কিন্তু এই সকল আদেশের দাস ও ইসলামের

www.pathagar.com

জন্য উৎসর্গিত প্রাণ ব্যক্তিগণ ঐ সকল কষ্ট ও ক্লেশকে হাসিখুশিতে সহ্য করিতেন এবং অবিরাম নিজের কার্যে নিয়োজিত থাকিতেন। নিম্নের লাইনগুলিতে আমরা ঐ সকল মহান আত্মার তাবলীগী প্রয়াসের অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠকবর্গের খিদমতে পরিবেশন করিতেছি যাহারা নিজের মহান মনিবের নির্দেশের আলোকে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে পবিত্র আল্লাহ্র আস্তানায় ঝুকাইয়া দিয়াছিলেন।

صلى الله عليه واله وسلم

ঐ সকল মুবাল্লিগ যাহাদিগকে রাসূল (সা) নিজে তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেন ঃ এই ধারায় আমরা সর্বপ্রথম ঐ সকল ভাগ্যবান আসহাবের আলোচনা করিব যাহাদিগকে রাসূল (সা) বিভিন্ন কবীলায় ও অঞ্চলে হিদায়াত প্রদান করিয়া নিজেই তাবলীগের জন্য প্রেরণ করিতেন। উহারা হইলেন নিম্নেবর্ণিত আসহাব।

১. হযরত আলী (রা) ঃ খায়বরের যুদ্ধে হযরত আলী (রা) যে নযীর বিহীন শৌর্য বীর্যের সহিত বিরুদ্ধবাদীদের সফল মুকাবিলা করেন ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্র ঐ সম্বন্ধে অবহিত রহিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণকালে রাসূল (সা) হযরত আলী (রা)-কে যে নসীহত করিয়াছেন উহাতে ওয়ায, নসীহত, উপদেশ ও তাবলীগের দাওয়াতের গুরুত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায় এবং অবশ্যই উহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ওহে আলী (রা)! সংঘর্ষ বাধিবার পূর্বে তাহাদিগকে সত্য ও সততার দিকে ডাক দাও এবং তাহাদিগকে তাওহীদ ও রিসালাতের তাবলীগ কর। আল্লাহ্র কসম! তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হিদায়াত প্রাপ্ত হয় তবে উহা তোমার পক্ষে একশত লাল উষ্ট্রের অধিকারী হওয়ার চাইতেও উত্তম।"

মক্কা বিজয়ের পরে হিজরী ১০ সালে নবী করীম (সা) তাবলীগের উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামনের হামদান কবীলা পানে একটি তাবলীগী পত্র সহ প্রেরণ করেন। ঐ সময়েই নবী করীম (সা) ঐ এলাকায় হযরত খালিদ (রা)-কেও সত্যের তাবলীগ এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, যদি পথিমধ্যে কোথায়ও আলী (রা) সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়া যায় তবে সেই সময় আলী (রা) তোমার নেতা ও দলপতি হইবে। সে যেমন বলিবে তেমনই করিবে।[১] ঐ স্থানে পৌছিয়া হযরত আলী (রা) সকল কবীলাকে জমায়েত করিলেন এবং তাহাদের নামে নবী করীম (সা) যে পত্রাবলী প্রদান করিয়াছিলেন ঐগুলি তাহাদেরকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উহাতে তাৎক্ষনিকভাবেই সকল কবীলা মুসলিম হইয়া যায়। হযরত আলী (রা) যখন রিসালতের দরবারে ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলেন তখন মহানবী (সা) কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করিলেন এবং রাসূল (সা) বলিলেন ঃ السلام على همدان। (হামদানের প্রতি সালাম)।[২]

১. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-২৯৬।

২. শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭, যরকানীর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

ইয়ামানবাসী হযরত আলীর (রা) প্রতি অনুরক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য হিজরী ১০ম সালের রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে পুনরায় ইয়ামনের মুযহিজ কবীলায় ইসলামের তাবলীগ করিতে এবং তাহাদিগকে সত্যের বাণী পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন।[১]

নবী করীম(সা)-এর নিয়ম এই ছিল যে, মক্কার বাহিরে দাওয়াত দান কারীগণ ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ কালে আত্মরক্ষার জন্য কিছু পরিমান সেনানী ও মুবাল্লিগীনের সাথে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, কাহারও সহিত যেন জবরদস্তি না করেন এবং অতি প্রয়োজন বা উপায়ান্তরহীন না হইলে কক্ষনও তরবারী হস্তে ধারন না করেন। অতএব, হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গেও ৩০০ আরোহী প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে বারংবার করিয়া নির্দেশ দিয়া দেন যে, উহারা তোমাদের প্রতি আক্রমনোদ্দত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আক্রমন করিবে না। হযরত আলী (রা) ঐ এলাকায় পৌঁছিয়া তথায় মুযহিজ কবীলার একটি জমায়েত দেখিতে পান। হযরত আলী (রা) তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাহারা কোমলভাবে কথা শ্রবণ করিবার পরিবর্তে তাৎক্ষণিকভাবেই মুকাবিলার জন্য তৈরী হইয়া যায়। এবং ধারণা করিতে থাকে যে, ৩০০ মানুষকে হত্যা করা আর বড় কথা কি? কিন্তু তাহারা এই কথা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, মুকাবিলা কোন্ ব্যক্তির সহিত। ফল এই হয় যে, অল্পক্ষণের যুদ্ধে ৩০ জন সঙ্গীকে রক্তেস্নাত রাখিয়া পালাতে শুরু করে। হযরত আলী (রা) তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন নাই। কেননা, তিনি শুধুমাত্র আত্মরক্ষাকল্পে তরবারী ধারণ করেছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। পরে কবীলাবাসীগণ তাহাদের ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতা অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়। কাজেই তাহাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেরাই হযরত আলী (রা) সকাশে আগমন করেন। নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সকল কবীলাবাসীদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিস্বরূপ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।[২]

ইয়ামনের মুবাল্লিগীনের মধ্য হইতে হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা) বিদায় হজ্জের সময়ে ইয়ামন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত হজ্জে শরীক হন। তাহাদের সাথে ইয়ামন হইতে অনেক নও মুসলিমও হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[৩]

২. হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) ঃ সাড়ে তিন শত লোকসহ হযরত খালিদ ইব্‌ন ওলীদকে (উহাদের মধ্যে মুহাজির, আনসার, বনূ সলীম ও বনূ মুদলিজের মানুষ শামিল ছিলেন) ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আরবের কবীলাসমূহের প্রতি প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাদিগকে যুদ্ধ বিগ্রহের নির্দেশ দান করেন নাই।

---

১. শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১।

২. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮, ইব্‌ন সায়াদ ২য় খণ্ডের হাওয়ালাক্রমে।

৩. শিবলীর সীরাতুন নবী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০।

www.pathagar.com

হযরত খালিদ সৈন্যসহ বনী জোযাইমার[১] ঝরনা "গামীসা"তে পৌঁছিলে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অস্ত্রধারণ করে ও মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়। হযরত খালিদ (রা) এতদ্দর্শনে তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন অস্ত্র ধারণে কোন লাভ নাই, কেননা, কোরাইশ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে ও তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।[২] ইহার পরবর্তী সকল ঘটনা আমরা এই পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি। কাজেই এই স্থানে উহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় বার মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদকে (রা) বনূ হারিস বিন কা'বের পানে ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে ইব্‌ন আসীরের বর্ণনা মতে হিজরী ১০ম সালের রবিউল আউয়াল মাসে চারিশত লোক সহকারে নজরান প্রেরণ করেন। ঐ কবীলার ইসলাম গ্রহণের অবস্থাও আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি। ঐখানে দেখুন ।

৩. হযরত আমর বিন হোযম আনসারী (রা) ঃ হযত আমর বিন হোযম (রা) বনূ নাজ্জারের একজন আনসারী ছিলেন। তাঁহাকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনূ হারিসের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তাহাদের ধর্মীয় সংশোধন ও হিদায়াতের উদ্দেশ্যে একটি হিদায়াতনামা সহকারে তাহাদের প্রতিনিধিদেলের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এই তাবলীগী হিদায়াতনামা সম্পর্কে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরিপূর্ণ বিবরণ বিবৃত করিয়াছি। কাজেই উহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। মহানবী (সা) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত এই আমর বিন হাযম (রা) বনূ হারিসকে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়াছেন।[৩]

৪. হযরত আমর বিন আল আস (রা) এবং

৫. হযরত আবূ যায়িদ আনসারী (রা) ঃ মক্কা বিজয়ের পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে হযরত আমর বিন আল আস (রা)-কে হোযাইল কবীলার প্রতিমা সাওয়া'কে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য নিয়োজিত করেন। ঐ কার্য সম্পাদনের পরে তিনি আমর বিন আল আস (রা) ও আবূ যায়িদ আনসারী (রা)-কে হিজরী ৮ সালের যুল হুজ্জা মাসে আম্মানের দুই জন রয়ীস জা'ফর (অথবা জীফর) ও উবায়দের নিকট তাবলীগী পত্র সহ প্রেরণ করেন। উভয় রয়ীসই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে আম্মানবাসী অনেক মানুষ আমর বিন আল আস (রা)-এর হস্তে ঈমান আনে। ইহার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে আম্মানের যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত করেন। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাহারা ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

---

১. বনূ জোযাইমা বনূ কিনানার একটি শাখা ছিল, মক্কা মুয়ায্‌যামা হইতে এক রাত্রির পথ দূরত্বে ইয়ালামলাম পাহাড়ের নিকটবর্তী গামীসা ঝরনার সাথে আবাদ ছিল (তাবাকাতু কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৬) ইহারা ছিল জোযাইমা বিন আমর বিন আবদি মানাত বিন কিনানার বংশ (সীরাত ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা ৪১০।

২. আবূ যায়িদ শিবলীকৃত খালিদ সাইফুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১০৪ এবং সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা ৪১০।

৩. তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৫১৩।

www.pathagar.com

তাহাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন ছাড়াও তাহারা অবিরাম ভাবে ইসলামের তাবলীগও করিতে থাকেন। তাহার চেষ্টা প্রয়াসে ঐ এলাকার সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ এলাকার অধিকাংশ মানুষ মজুসী মাযহাবের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। হযরত আমর বিন আল আস (রা) তাহাদিগকেই দুই বৎসর পর্যন্ত তাবলীগ করিয়াছিলেন।[১]

৬. হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা) ঃ হযরত মুগীরা (রা) হিজরী ৫ম সালে ঈমান আনিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে নজরানের এলাকায় ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ঐ স্থানে খৃষ্টানদের সহিত তাঁহার একাধিকবার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। উহার পরেই নজরানের প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করিয়াছিল।[২]

৭. হযরত ওবর বিন ইহান্নাস (রা) ঃ তাঁহাকে মহানবী (সা) ইয়ামনে আবনাউ কারিমের মধ্যে ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মজুসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ধারায় আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি।

৮. হযরত মায়ায বিন জাবাল (রা) এবং

৯. হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা) ঃ এই দুইজন সাহাবীকে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামনের এক একটি জিলায় সত্যের বাণী পৌঁছাইবার ও ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং যাত্রাকালে তাহাদিগকে অতিশয় প্রণিধানযোগ্য ও খুবই উপকারী ও কার্যকর তাবলীগী নসীহত করেন। এই অমূল্য উপদেশাবলী প্রকৃতই ইসলামী তাবলীগের মূল ও ভিত্তি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় সাহাবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "দেখ, মানুষকে কোমল ও বিনম্রভাবে বুঝাইবে। কঠোরতা ও বল প্রয়োগে কার্যোদ্ধার করিবে না। মানুষের সাথে প্রীতিমূলক আচরণ করিবে। নিজেদের পক্ষ হইতে মানুষের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করিবে না। উভয়ে মিলিতভাবে কাজ করিবে এবং তাবলীগী কার্যে একজন অপরজনকে সাহায্য করিবে। ঐ স্থানে যাওয়ার পরে তোমাদিগকে এমন মানুষের সাথে মিলিত হইতে হইবে যাহারা পূর্ব হইতেই কোন একটি মাযহাবের সহিত সম্পৃক্ত। কাজেই তোমরা সেই স্থানে ধীরে ধীরে সহজভাবে নিজেদের তাবলীগী তৎপরতা শুরু করিবে। যখন উহাদের মধ্যে পৌঁছিবে তখন প্রথমে তাহাদিগকে তাওহীদের আহ্বান জানাইবে, পরে রিসালতের তাবলীগ করিবে। তাহারা এই দুইটি জিনিসকে গ্রহণ করিলে তবে তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দিবা রাত্রিতে পাঁচ বার সালাত ফরয করিয়াছেন। ইহাও যখন মানিয়া লইবে তখন তাহাদিগকে কোমলভাবে বুঝাইবে যে, তোমাদের উপর যাকাতও ফরয করা হইয়াছে, যাহা তোমাদের মধ্যকার ধনীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দরিদ্রদের

---

১. ডঃ হাসান ইব্রাহীম হাসান কৃত আমর বিন আল আস।

২. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯।

www.pathagar.com

মধ্যে বন্টন করা হইবে। দেখ তাহারা যখন যাকাতকে মানিয়া লইবেন তখন তোমরা বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের ভাল ভাল জিনিসই গ্রহণ করিবে না। নির্যাতিতদের বদ দোয়াকে ভয় করিতে থাকিবে। কেননা, তাহাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন পরদার আবরণ থাকেনা।"

হযরত আবূ মূসা (রা) ইয়ামনেরই অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের দেশে যব ও মধুর মদ্য তৈরী হয়, উহাও কি হারাম? নবী করীম (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি বস্তুকে ইসলাম হারাম হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়াছে।[১]

১০. হযরত মুনকিয বিন হাব্বান (রা) ঃ ঐ সময় বাহরাইন ছিল ইরানের করতলগত। ঐ স্থানে আরবের কবীলাগুলি উপত্যকায় আবাদ ছিল। উহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী কবীলা ছিল আবদুল কীস, বকর বিন ওয়ায়িল ও তামীম। উহাদের মধ্যকার আবদুল কীস কবীলার মুনকিয বিন হাব্বান (রা) বানিজ্যোপলক্ষে বাহির হন। মদীনা রাস্তায় পড়িত। তিনি ঐ স্থানে দুই চারি দিনের জন্য থামিয়া যান। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার আগমনের সংবাদ অবহিত হন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাহার নিকট তশরীফ লইয়া যান ও তাহাকে ইসলামের তাবলীগ করেন। উহার ফলে তিনি মুসলিম হইয়া যান ও মদীনায় থাকিয়া কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। যাত্রাকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে তাহার জাতির নামে একটি তাবলীগী পত্র প্রদান করেন ও বলেন যে, নিজের কবীলায় পৌঁছিয়া ইসলামের দাওয়াত দিবে। অতএব, তিনি নিজ কবীলায় পৌঁছিয়া কিছু দিন নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। তার তদীয় শ্বশুর মুনযির বিন আয়িযকে অনেক তর্ক বিতর্কের পরে ইসলামে দীক্ষিত করেন। উহার পরে সমগ্র জাতিকে জমায়েত করিয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক পত্র পাঠ করিয়া শোনান। উহা শ্রবণ করিয়া কবীলার অনেক লোক প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

১১. হযরত আলা হাযরমী (রা) ঃ মহান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে হিজরী ৮ম সালে বাহরাইনের ইরানী গভর্নর মুনযির বিন সাওয়ার নিকট ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়ছিলেন। উহার অবস্থা আমরা মজূসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি।

১২. হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা) ঃ ইনি একজন প্রখ্যাত সাহাবী এবং হোদাইবিয়ার চুক্তির সময়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে তাঁহার নিজের কবীলায় ইসলামের

---

১. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮, সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযীর হাওয়ালাক্রমে। তাবারীতেও এই বর্ণনা বিদ্যমান রহিয়াছে।

২. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১।

www.pathagar.com

আহ্বান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কবীলা তাহাদের সরদারকে জাঁকালো অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। কিন্তু হযরত আবূ উমামা (রা) তখন বলেন, আমি মুসলিম হইয়া গিয়াছি এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের নিকট এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে ইসলামের তাবলীগ করিব। কাজেই আমার উপদেশ মান ও মুসলিম হইয়া যাও। অন্যথায় জাহান্নামের অগ্নি তোমাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ইহা শ্রবণ মাত্র কবীলার সমস্ত লোকের মাথা ঘুরিয়া যায়, তিনি পান করিবার জন্য পানি চাহিলে জাতির পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হয় যে, যদি পিপাসায় কাতর হইয়া দাপাইয়া মরিয়াও যাও তবু এক ফোটা পানিও তুমি পাইবে না।

জাতির এহেন কঠোর জবাব শ্রবণ করিয়া ও হযরত আবূ উমামা (রা) সাহস হারান নাই এবং নিরলসভাবে জাতিকে তাবলীগ করিতে থাকেন। এমন কি অবশেষে তাহার প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়। জাতির সাম্প্রদায়িক মনোভাব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে এবং কিছুকাল পরেই তাঁহার সমগ্র কবীলা তাঁহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

১৩. হযরত রিফায়া বিন যায়িদ (রা) ঃ হযরত রিফায়া বিন যায়িদ আল জুযামী আল্ নসীবী (রা) কোন মুবাল্লিগের আন্দোলন ছাড়াই নিজে নিজে হোদায়বিয়্যার চুক্তির সময় নবী (সা)-এর খিদমতে হাজির হন ও একজন দাস হাদিয়া হিসাবে পেশ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া একজন খাঁটি মুসলিম সাহাবী প্রমাণিত হন। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে ইসলামের আরকানের কিছু শিক্ষা প্রদান করিয়া নির্দেশ দান করিলেন যে, নিজের কবীলায় গমন করিয়া তৌহিদের রিসালত ও সত্য দীনের তাবলীগ কর। তিনি নির্দেশ পালনার্থে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত হন। যাত্রাকালে তাঁহাকে মহানবী (সা) এই পত্র লিখিয়া দেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم এই পত্র আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে রিফায়া (রা) বিন যায়িদের জন্য লিপিবদ্ধ হইতেছে, আমি তাহাকে তাহার সমগ্র জাতির প্রতি প্রেরণ করিলাম। যাহাতে সে তাহার স্বগোত্রীয় লোকদিগকে তাওহীদ ও রিসালাতের তাবলীগ করে এবং আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের দিকে ডাক দেয়। অতএব, যে এই দাওয়াতকে গ্রহণ করিবে সে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের পৃষ্ঠপোষকতার অন্তর্ভূক্ত হইবে। আর যে কেহ অস্বীকার করিবে তাহাকে চিন্তা ভাবনা করিয়া অনুধাবনের জন্য দুই মাসের সময় দেওয়া যাইতেছে।

এই পত্র লইয়া রিফায়া (রা) নিজের জাতির নিকট আগমন করত নবী করীম (সা)-এর পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলে সমগ্র কবীলা ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

১৪. হযরত মুহাইসা বিন মসউদ (রা) ঃ আউস কবীলার লোক ও মসঊদ বিন কা'বের পুত্র ছিলেন। হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেন, পরে

---

১. সিয়ারুস্ সাহাবা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৪; ইসাবা ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪১-এর হাওয়ালাক্রমে।

২. সীরাতু ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৭৩, তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৫২২।

www.pathagar.com

তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হুয়াইসা (রা)-কেও ইসলামে দীক্ষা দেন। হুকুমতের ভিত্তি স্থাপনের পরে মহানবী (সা) তাহাকে ফিদাকে ইসলামের মুয়াল্লিম করিয়া প্রেরণ করেন।[১]

১৫. হযরত আমর বিন কা'ব (রা) ঃ মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরী ৮ম সালে আমর বিন কা'ব আল গিফারী (রা)-কে ১৫ জন মানুষ সহ বনূ কাযায়াতে ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌছিয়া লোকদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন, কিন্তু উহারা অতি কঠোরভাবে তাঁহার আহ্বানকে নাকচ করিয়া দেয় ও সকল লোককে ধরিয়া শহীদ করিয়া ফেলে। অতিকষ্টে আমর বিন কা'ব (রা) প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন।[২]

১৬. হযরত মুহাজির বিন আবদি কিলাল (রা) ঃ ইনি ইয়ামনের শাহযাদা হারিস বিন আবদি কিলালের নিকট ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়া ছিলেন।[৩]

২. ঐ সকল সাহাবা যাহারা নিজে নিজে ইসলামের তাবলীগে খিদমতের আঞ্জাম দিয়াছেন ঃ এমনিতে প্রায় সকল সাহাবা নিজেদের সহিত মেলামেশাকারী, নিজেদের বন্ধু বান্ধব ও নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের তাবলীগ করিতেন। এবং তাহাদের বেশীর ভাগ সময় এই কার্যেই ব্যয় হইত। কিন্তু তাহাদের মধ্যকার যে সকল সাহাবীর নাম পরিচয় পরিষ্কারভাবে রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাইতেছে উহাদের কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবীর আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. হযরত উমাইর বিন ওহাব (রা) ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পরে হযরত উমাইর (রা)-এর অন্তর এজন্য আকূল ছিল যে, যে সত্য আমি লাভ করিয়াছি আমার দেশবাসীর মধ্যেও উহা পরিচিত করাইব। কিছুদিন তো তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সহচার্যে কাটাইলেন। পরে নবী (সা)-এর খিদমতে আরয করিলেন যে, আমার প্রবল আকাংখা যে, এই নিয়ামত দ্বারা আমার ভ্রাতৃবৃন্দকেও উপকৃত করাইব এবং মক্কা পৌছিয়া ইসলামের প্রচার করিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন এবং উমাইর (রা) মক্কা আগমন করিয়া নির্ভিকভাবে সাহসিকতার সহিত ইসলামের তাবলীগ করিতে শুরু করিয়া দেন। ইহাতে সন্তোষজনক ফলোদয় হয়। এবার তাঁহার প্রয়াস প্রচেষ্টায় মক্কার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে।[৪]

২. হযরত আমর বিন মার্‌রাহ (রা) ঃ হযরত আমর বিন মার্‌রাহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিবার পরে হযরত মায়ায বিন জাবাল (রা)-এর নিকট হইতে কুরআনের

---

১. সিয়ারুল আনসার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮, আসাদুল গাবা ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৫।

২. তারীখুর তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪১৩।

৩. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪।

৪. সিয়ারুল মুহাজিরীন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৯, ইসাবা ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৬ এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ ও ইসলামের আরকানের জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর ইসলাম প্রচারের মানসে নিজের কবীলায় চলিয়া যান। তাঁহার একাগ্র প্রচেষ্টায় কয়েক দিনের মধ্যেই সমগ্র কবীলা ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করে।[১]

৩. **হযরত ফরূহ (রা) বিন মোসাইক** ঃ ইনি ছিলেন ইয়ামনের বাসিন্দা ও মুরাদ কবীলার বিশিষ্ট ব্যক্তি। হিজরী ১০ম সালে কিন্দার বাদশাহদের দরবার পরিত্যাগ করিয়া কাওনাইনের শাহানশাহের আস্তানায় হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) তাহাকে মুরাদ ও মুযহিজ কবীলার সরদার করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দেন। তিনি তাঁহার গোত্রকে তাবলীগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিঃসন্দেহে তোমার গোত্রকে ইসলামের দিকে ডাক দিও, যাহারা আগ্রহান্বিত হয় তাহাদিগকে ইসলামে দীক্ষিত কর। যাহারা অস্বীকার করিবে তাহাদের সম্পর্কে আমার অপর নির্দেশের অপেক্ষা করিও।" তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ কবীলায় হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।[২]

৪. **হযরত আসাদ বিন যরারাহ (রা)** ঃ ইনি ছিলেন মদীনার খাযরজ কবীলার আনসারী। মক্কা গমন করিয়া ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরে ঈমান ও হৃদ্যতার আবেগে অন্তর পরিপূর্ণ ছিল। অতএব, মদীনায় আগমন করিয়াই ইসলামের তাবলীগ শুরু করিয়া দেন। সর্ব প্রথমে আবুল হাইসমের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও নিজের ঈমান আনয়নের আলোচনা শুরু করেন। আবুল হাইসম বলে যে, তোমার সাথে আমিও রাসূল (সা)-এর রিসালাত ও আল্লাহ্‌র একাত্মকে স্বীকার করিতেছি। অতএব সে মুসলিম হইয়া যায়। আসাদ বিন যরারাহ (রা)-ই এই গৌরবের অধিকারী যে, তিনি আনসারদের মধ্যে প্রথম মুসলিম। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার ঈমানী আবেগ ও দীনী হৃদ্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে বনূ নজ্জারের নকীব নিয়োগ করিয়াছিলেন।[৩]

এই তালিকা হইল সমুদ্রে বারিবিন্দুসম। আস্‌মাউর রিজালের গ্রন্থাবলীতে অনুসন্ধান করিলে এই ধরনের হাজার হাজার নাম পাওয়া যাইতে পারে।

৩. **ঐ সকল কবীলা রয়ীস যাহারা আবেগ ও উত্তেজনা সহকারে ইসলামের তাবলীগ করিয়াছেন** ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনা জীবনে এই ধরনের গোত্র প্রধান ও আমীর যথেষ্ট ছিল। যাহারা ইসলামের মুবাল্লিগীনের তাবলীগক্রমে অথবা নিজে নিজেই নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর নিজের কবীলা বা জাতিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই বিষয়ে

---

১. সিয়ারুস সাহাবা ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭; ইসাবা ৫ম খণ্ড, আমর বিন মাররাহ এর আলোচনার হাওয়ালাক্রমে।

২. সিয়ারুল আনসার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০; তাবকাত ও আসাদুল গাবার হাওয়ালাক্রমে।

৩. সিয়ারুস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০২।

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ প্রয়াস প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন যাহাতে জাতিও ইসলাম গ্রহণ করিয়া ঐ সম্পদ হইতে উপকৃত হউক যাহা হইতে সে নিজে উপকৃত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের হৃদ্যতাপূর্ণ তাবলীগী প্রয়াস ফলপ্রসূ হইয়াছে এবং তাহাদের সমগ্র জাতি তাহাদের তাবলীগক্রমে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি এই ধরনের হৃদয় বিদারক ঘটনারও অবতারণা হইয়াছে যে, তাবলীগের পথে ঐ সকল পবিত্র আত্মাকে জীবনও উৎসর্গ করিতে হইয়াছে। এই ধারার উভয় প্রকারের কাবায়িলী সরদারদের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই স্থানে উদাহরণ স্বরূপ বিবৃত করিতেছি। যদিও অনুসন্ধান ও গবেষণায় ইহার তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ হইতে পারে ঃ

১. হযরত সায়াদ বিন মায়ায (রা) ঃ ইনি ছিলেন কবীলা আবদিল আশ হালের রয়ীস ও সাইয়েদুল আউস উপাধিতে ভূষিত। মদীনার বিশিষ্ট বড়দের মধ্যে গণ্য হইতেন। শহরে তাহার বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ছিল। নিজের গোত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সকলে তাহাকে অতি সম্ভ্রম ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিত। হযরত মাসয়াব বিন উমাইর (রা)-এর তাবলীগক্রমে ইসলাম গ্রহণের তাৎক্ষণিক পরেই হিদায়াতপূর্ণ দীনের তাবলীগের জন্য অন্তরে সীমাহীন আবেগ উদ্বেলিত হয়। মাসয়াবের (রা) নিকটে কালিমা শাহাদাত পাঠ করিয়া সোজা নিজ কবীলায় চলিয়া যান এবং সকলকে একস্থানে সমবেত হইতে নির্দেশ দেন। নিজেদের সরদারের কথা শ্রবণের উদ্দেশ্যে সকল মানুষ দৌড়াইয়া চলিয়া আসে। সমগ্র কবীলা তাহার চারিপার্শ্বে সমবেত হইলে তিনি দণ্ডায়মান হন ও বলেন, "লোকসকল! বল, আমি তোমাদের মধ্যকার কোন পর্যায়ের মানুষ ও তোমাদের হৃদয়ে আমার মর্যাদা কতখানি?"

সমবেত সকলে জবাব দেয়, আপনি হইলেন আমাদের সরদার ও রয়ীস, আপনার বিরাট যোগ্যতার দরুণ আমরা মনে প্রাণে আপনাকে ভালবাসি আর আমাদের অন্তরে রহিয়াছে আপনার জন্য সীমাহীন সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ।

সকলের নিকট হইতে ইহা শ্রবণের পরে সরদার বলেন যদি তোমাদের হৃদয়ে আমার প্রকৃত সম্ভ্রম থাকিয়া থাকে আর যদি যথার্থই তোমরা আমাকে সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য মনে কর তবে আমি যাহা বলিব তাহা মানিবে কি?

সমগ্র জনতার গর্দান ঝুকিয়া যায় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হয় যে, "মনে প্রাণে" উহাতে হযরত সায়াদ (রা) বলেন "যদি এই কথাই হয় তবে আমি তোমাদিগকে অবহিত করিতেছি যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ মনযূর ও কবূল করিয়া লইয়াছি। তোমাদের পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের সহিত ঐ সময় পর্যন্ত আমার পক্ষে কথা বলা হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও আমার অনুরূপ আল্লাহ্‌র একত্ব ও মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাতকে স্বীকার না কর।

এহেন অপ্রত্যাশিত, অভিনব ও বিস্ময়কর সংবাদ অবহিত হইয়া সমগ্র কবীলা বিস্ময়াভিভূত ও হতভম্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে সায়াদ (রা)-এর এমনই

www.pathagar.com

ইজ্জত ও সম্ভ্রম ছিল যে, কোন একজনেরও মুখ হইতে একটি শব্দও নিঃসৃত হইল না। সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই সকলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।[১]

২. হযরত উরওয়া বিন মাসউদ (রা) ঃ ইনি সকীফের রয়ীস ও নিজ জাতির মধ্যে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। প্রথম দিকে ইসলামের ঘোরতর শত্রু এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রবল বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যবোধ দূর হইয়া যায় এবং এমন সময়ও আসে যখন ইসলামের কঠোরতর শত্রু মহানবী (সা) মুখলিস খাদিমে পরিণত হয়। মুসলিম হইয়া যাওয়ার পরে নবী (সা)-এর খিদমতে নিবেদন করিলেন যে, "আমার জাতির প্রতি আমার খুব ভালবাসা রহিয়াছে। আমি চাই যে, ইসলামের যে মহা মূল্যবান নিয়ামত আপনার মাধ্যমে আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, আমার সমগ্র জাতিও উহার অংশ প্রাপ্ত হউক। এবং আমার কবীলার প্রতিটি ব্যক্তি অন্তরের অন্তস্থল হইতে এক আল্লাহ্‌র পূজারীতে পরিণত হউক। আমাকে অনুমতি দিন যে, আমি গিয়া তাহাদিগকে তাবলীগ করি ও তাহাদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দেই।"

নবী করীম (সা) বলেন, "আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশের পর উত্তেজিত হইয়া তোমার জাতি তোমাকে হত্যা না করিয়া ফেলে।"

উরওয়া (রা) হাসেন ও বলেন, নবী করীম (সা)! তাহারা তাহাদের যৌবনবতী ও সুন্দরী স্ত্রীদের চাইতেও আমাকে অধিক ভালবাসে। তবে আর কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।" প্রকৃত পক্ষেও তিনি তাহার জাতির নিকট খুবই প্রিয় ছিল।

কিন্তু সকল আশা প্রত্যাশার বিপরীত এই হয় যে, সকীফে পৌঁছিয়া উরওয়া (রা) যখন তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা বলেন ও তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করেন তখনই সমগ্র জাতি অকস্মাৎই উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সর্বদিক হইতে তাঁহার প্রতি তীর বৃষ্টি হইতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হইয়া যান।

৩. হযরত যাম্মাম বিন সা'লাবা (রা) ঃ ইনি বনূ সায়াদ বিন বকরের রয়ীস ছিলেন এবং তাহার জাতির পক্ষ হইতে উকিল হইয়া হিজরী ৯ সালে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে মদীনায় আগমন করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর জবানীতে তাহার তাবলীগের অতিশয় মনোজ্ঞ বিবরণ শ্রবণ করুন। তিনি বলেন ঃ মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া যাম্মাম (রা) যখন স্বগোত্রের নিকট আগমন করে তখন সমগ্র কবীলাবাসী খুবই আগ্রহ ভরে তাহার চতুপার্শ্বে জমায়েত হয় ও জিজ্ঞাসা করিতে থাকে যে, "বলুন! মুহাম্মদের (সা) সহিত কি কথাবার্তা হইল?" তিনি তাহার গোত্রকে প্রথমে বলেন যে, ওহে আমার স্বগোত্র! সতর্ক হইয়া যাও, লাত ও উয্‌যার খোদায়ী শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা সম্পর্কে

১. তারীখু তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৭৮।

www.pathagar.com

এহেন বিস্ময়কর কথা শ্রবণ করিয়া সমগ্র জাতি কাঁপিয়া উঠে। তাহারা ধারনাও করিতে পারে নাই যে, যাম্মামের (রা) ন্যায় বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ লোক নিজের খোদাদের সম্পর্কে এই ধরনের অপমান ও অবমাননাকর কথা বলিতে পারে। তাহারা খুবই আশ্চর্যান্বিত হয় ও অতিশয় বিস্ময়ের সহিত তাহারা বলে যে, "যাম্মাম! নিজের মুখ বন্ধ কর। কি রকম আবোল তাবোল বকাবকি করিতেছ? লাত ও উয্যা তাহাদের এই অবমাননা কি করিয়া বরদাস্ত করিবে। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যের খেসারত স্বরূপ সে তোমাকে কুষ্ঠি, শ্বেতী বা মস্তিষ্ক বিকৃতিতে নিক্ষিপ্ত না করে অথবা তোমার উপর এমন কোন বিপদ নাযিল না করে যাহা না ধরা যাইবে, না দূর করা যাইবে। ত্বরিতে তওবা কর যাহাতে প্রতিমার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইতে পার।

যাম্মাম (রা) তখন তাওহীদের নেশায় মত্ত। তিনি সেই প্রতিমাকে কেন পরোয়া করিবেন বা উহার পূজারীদের কথায় কি গুরুত্ব প্রদান করিবেন। হাসিয়া বলিতে লাগিলেন "এই প্রতিমা কি? নিরেটই পাথর, না কাহারও এরা কোন উপকার করিতে পারে, না অপকার। এই কথা আমাকে সেই রাসূল বলিয়া দিয়াছেন যাহাকে আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ সেই রাসূল (সা)-এর নিকট তাহার কিতাব নাযিল করিয়াছেন, যাহা হইল হিদায়াতের উৎস ও নির্মল চরিত্রের সমাহার। তিনি মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা হইতে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিষ্কার নির্দেশাবলী দান করিয়াছেন। অতএব, ওহে জাতি! আমাদের মঙ্গল ও কুশল উহাতেই নিহত যে, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে রাসূলের আনুগত্য করি ও ঐ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি যাহা সেই রাসূল পেশ করিতেছেন। ভাইসব! আমি সত্যকে জানিতে পারিয়াছি ও ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله কাজেই আমার কথা মান, নির্দ্বিধায় সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তাহাতে শান্তিতে ও নিরাপদে থাকিবে। অন্যথায় ধ্বংস ও বিলীন হওয়া অবধারিত। আমি সেই রাসূলের নিকট হইতে তোমাদের সকল কথা জানিয়া আসিয়াছি, ঐগুলিও যাহা হইতে তোমাদের আত্মরক্ষা করা উচিত, ঐগুলিও যাহা তোমাদের পালন করা উচিৎ।"

যাম্মামের ঐ সকল উপদেশ, নসীহত এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী দাওয়াত ও তাবলীগের ফল এই হয় যে, সমগ্র জাতি সন্ধ্যা ঘনীভূত হইবার পূর্বেই শিরক হইতে তওবাহ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। সমগ্র গোত্রে এমন কোন লোক অবশিষ্ট ছিল না, যে মুসলিম হয় নাই।

উপরোল্লিখিত ঐ সকল রয়ীস ছাড়াও তোফাইল বিন আমর দৌসী (রা) মুনকিয বিন হাব্বান (রা) ও সামামা বিন উসাল (রা) প্রমুখ নেতার অবস্থা আমরা পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি। এবং অনেক এমন আমীরের অবস্থাও লিপিবদ্ধ করিয়াছি যাহারা

www.pathagar.com

নিজ নিজ কবীলার প্রতিনিধি হইয়া নবীর (সা) খিদমতে আগমন করিয়াছেন এবং নিজ নিজ গোত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজেদের লোকজনকে তাবলীগ করিয়াছেন।

৪. ঐ সকল যাকাত আদায় কারী যাহারা তাবলীগী দায়িত্ব ও আঞ্জাম দিয়াছেন ঃ যখন আরবের বিভিন্ন অংশ ও জিলাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশাসনিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ সকল এলাকার মানুষ হয় মুসলিম হইয়া গিয়াছে অথবা তাহারা রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া জিযিয়া প্রদানে সম্মত হইয়াছে তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের নিকট হইতে যাকাত ও সদকা এবং অমুসলিমদের নিকট হইতে জিযিয়া আদায় করিবার জন্য আরবের সমগ্র এলাকায় তাহার নিযুক্ত গভর্নর প্রেরণ করেন। সাধারণতঃ এই সকল গভর্নর এমন যোগ্যতার অধিকারী হইতেন যে, তাহারা অর্থ আদায় করা ছাড়াও তাবলীগী দায়িত্বাবলীও আঞ্জাম দিতে সমর্থ ছিলেন ও দিতেন। এই ধরণের সাহাবার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

খালিদ বিন সায়াদ (রা) ও মুহাজির বিন মুগীরা (রা)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সানয়া শহরে (ইয়ামন) প্রেরণ করেন। যিয়াদ বিন লুবাইদ (রা)-কে হাযর মউতের সদকা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আদী বিন হাতিম তায়ী (রা)-কে বনী তায়ী ও বনী আসাদের গভর্নর নিয়োগ করেন। মালিক বিন নুওয়াইরা (রা)-কে বনী হানযালার তহসীলের দায়িত্বে প্রেরণ করেন। বনূ সায়াদের তহসীলের জন্য দুইজন প্রেরণ করেন। একদিকে যবরকান বিন বদর (রা)-কে ও অপরদিকে কীস বিন আসেম (রা)-কে প্রেরণ করেন। আলা হাযরমীকে (রা) বাহরাইন প্রেরণ করেন এবং আলী মুরতাজা (রা)-কে নজরানবাসীদের যাকাত ও জিযিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।[১]

ইহাদের ছাড়াও নবী করীম (সা) আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে যুবাইদ ও আদলে, মায়ায বিন জাবাল (রা)-কে ইনাদে এবং জরীর বিন আবদিল্লাহ বাজালা (রা)-কে যুল কিলা' হামীরীর দিকে প্রেরণ করেন।[২]

---

১. ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৪৭৪, তারীখু তাবারী ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ পৃষ্ঠা-৫২৯।

২. শিবলীর সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

আল্লাহ্‌র রাসূল دَاعِى اِلَى الله (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জ্ঞাপনকারী) স্বরূপ

সম্পূর্ণ পুস্তকটি পাঠ করিয়া আপনারা এই বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা করিতে পারিয়া থাকিবেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি মূল্যবান জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই বিষয়ের জন্য পরিপূর্ণরূপে ওয়াক্‌ফকৃত ছিল যে, আল্লাহ্‌র নাম সুউচ্চ হউক এবং তাহার তাওহীদ ও তমজীদ (মর্যাদা) দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়ুক। দীনের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের যে দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন উহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একাগ্রতা, নিবিষ্টতা ও একনিষ্ঠভাবে জীবনপাত ও মেহনত সহকারে আঞ্জাম দিয়াছেন যে, দায়িত্ব সম্পাদনের অন্য কোন উদাহরণ ইহার চাইতে অধিক সমুজ্জ্বল, উহার চাইতে অধিক জ্যোতির্ময় আমরা বিশ্ব ইতিহাসে আর দেখিতে পাইতেছি না। শয়নে জাগরনে, উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে আল্লাহ্‌র নাম তাবলীগ করা ও তাহার কার্য প্রচার করাকে তিনি নিজের জীবনের অতি বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য করিয়া লইয়া ছিলেন। কোন একটি মুহূর্তও তিনি আল্লাহ্‌র যিকির ও তাওহীদের অবসান হইতে পৃথক ছিলেন না। তাবলীগের প্রথম নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই তিনি জাতির বিরোধিতাকে পরোয়া না করিয়া সমগ্র মক্কা বাসীকে পাহাড়ে সমাবেশিত করেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র বাণী শোনান। ইহার তাৎক্ষণিক পরেই তাঁহার আশীরাভূক্তদেরকে নিমন্ত্রন করেন ও তাহাদের সমক্ষে সত্যকে পেশ করেন। সমগ্র মক্কা বিরোধিতায় দণ্ডায়মান হয়। আপনজন পর হইয়া যায়। পরম আত্মীয় জীবনের শত্রুতে পরিণত হয়। মানুষ তাঁহাকে সর্বপ্রকারের ক্লেশ ও সর্বপ্রকারের কষ্ট দিতে থাকে। তাঁহার উপর ময়লার টুকড়ি ছুড়িয়া মারিত। তাঁহার চলার পথে কাঁটা ছড়ানো হইত। তাঁহার গলা টিপা হয়। তাঁহাকে গালি দেওয়া হইল। তাঁহাকে উপহাস করা হইল। তাঁহাকে মস্তিষ্ক বিকৃত, পাগল, কবি ও কাহিন নামে আখ্যায়িত করা হইত। তাঁহার অনুসারীগণকে গলায় রজ্জু বাঁধিয়া বাজারে হেচড়ানো হইত। তপ্ত বালুতে শয়ন করানো হইত। বক্ষোপরি তপ্ত পাথর রক্ষিত হইল। তপ্ত লৌহ দ্বারা দেহে দাগ দেওয়া হইল। যষ্টি দ্বারা ভীষণভাবে প্রহার করা হইল। তথাপি না নবী করীম (সা) তাবলীগ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, না তাঁহার অনুসারীগণ সিরাতুল মুসতাকীম হইতে বিচ্যুত হইলেন। তাঁহাকে বয়কট করা হইল এবং তিন বৎসর পর্যন্ত

www.pathagar.com

তাঁহার জন্য আহার্য পানীয় নিষিদ্ধ করা হইল। তথাপি আল্লাহ্‌র রাসূল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রহিলেন। ঐ ধরনের বিপদসঙ্কুল অবস্থাতেও অবিরত আশ্রয়স্থল হইতে বাহির হইয়া হজ্জে আগত কবীলা সমূহকে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইতে থাকেন এবং একটি মুহূর্তের জন্যও মনঃক্ষুন্ন হন নাই। না নিরাশ হইয়াছেন, না সাহস হারাইয়াছেন। বরং যখন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে, তাঁহার শহরবাসী ইলাহী বাণীকে গ্রহণ করিতেছে না তখন তায়িফ চলিয়া গেলেন এবং প্রতিটি গৃহের দ্বারে করাঘাত করিয়া তাহাদিগকে তাওহীদের তাবলীগ করিলেন। শহরের "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ" শহরের গুণ্ডাদেরকে তাঁহার পিছু লাগাইয়া দেন। তাহারা এত পাথর নিক্ষেপ করিল যে দেহ হইতে রক্ত প্রবাহিত হইল। কিন্তু কোন ক্লেশই তাঁহাকে আল্লাহ্‌র বান্দাহদের নিকটে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানো হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইল না। মক্কার কাফিররা তাহাদের সকল প্রয়াস প্রচেষ্টার পরেও যখন তাঁহাকে তাবলীগ প্রচারের দায়িত্ব হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না তখন তাহারা এই আহ্বান জ্ঞাপনকারীকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া দিবার পরিকল্পনা করিল। কোরাইশের বাছাই করা বীরেরা তরবারী হস্তে ধারণ করিয়া আগমন করিল ও তাঁহার গৃহকে অবরোধ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক একজন উৎসর্গিত প্রাণ ব্যক্তিকে নিজের শয্যায় শয়নের নির্দেশ দান করিয়া মদীনার পথে যাত্রা করিলেন। সেই আল্লাহ্‌ই তাঁহাকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করিলেন যিনি তাঁহাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন বিপর্যস্ত ও বিপদজনক অবস্থাতেও তাঁহার পথ সঙ্গীকে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত অন্তকরণে বুঝাইতে থাকেন যে, বিচলিত হইও না ان الله معنا (নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথী) মক্কা হইতে মদীনার পথ অতিশয় দুর্গম ও বিপদসংকুল ছিল। এবং প্রতি পদে গ্রেফতার ও খুন হওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সেই সময়েও আল্লাহ্‌র অসম সাহসী রাসূল (সা) তাবলীগের দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। উম্মু মা'বাদ (রা) ও বুরাইদা (রা) বিন হাসীবকে তাহাদের সঙ্গী সাথী সহ সেই সফরেই ঈমানের সম্পদ দান করিয়া সম্পদশালী করিলেন। মদীনায় পৌঁছিয়া তিনি সর্বপ্রথম এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে একটি আল্লাহ্‌র গৃহ নির্মাণ করিলেন। এই মহিমান্বিত গৃহ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং এখন পর্যন্ত কোন কোন মানুষ উহাতে এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে শির সিজদাবনত করিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত করিতে থাকিবে।

মদীনায় পৌঁছিবার পরেও মক্কার কাফিরদের অত্যাচার উৎপীড়নের হাত হইতে নিস্তার পান নাই। তাহারা মদীনার লোক জনকে তাহাকে বহিষ্কার করিবার জন্য উস্কানী দেয়। তাঁহাকে বিষ প্রদানের জন্য মদীনার ইহুদীদেরকে প্রলুব্ধ করে। আরবের সকল কবীলাকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং বিরাট বাহিনী সহকারে তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে চাহে। কিন্তু দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত ব্যক্তি এই ধরনের

www.pathagar.com

বিচলিত করিয়া দেওয়ার মত অবস্থাতেও এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার প্রভূকে ও তাহার নাম প্রচারকে বিস্মৃত করেন নাই। যখন ৩১৩ জন নিরস্ত্র মানুষের বিপক্ষে ১০০০ সশস্ত্র বীর তরবারী উঁচাইয়া দণ্ডায়মান ছিল, আত্মরক্ষা ও সাফল্যের কোন পথ পরিদৃষ্ট হইতে ছিল না ঐ সময়ও এই পরিপূর্ণ মানবের মুখ হইতে ইহাই নিঃসৃত হয় যে, "ইয়া ইলাহী! যদি আজ এই মুষ্টিমেয় মুসলিমের পরাজয় হয় তবে এই ভূতলে তোমার ইবাদত করিবার মত কোন মানুষ আর অবশিষ্ট থাকিবে না।" এই দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ আকাশ হইতে ফেরেশতাগণকে নাযিল করেন, আর কোরাইশের সকল জবরদস্ত লোকের শির আমিনার ইয়াতীমের পদতলে লুন্ঠিত ছিল।

ইহা একটি স্বীকৃত সত্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অতি অনিচ্ছা ও অনীহা সত্বেও যুদ্ধের ময়দানে অবতরনে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যদি মক্কার কাফির, আরবের কবীলাসমূহ ও মদীনার ইহুদীরা জবরদস্তি তাঁহাকে যুদ্ধে ঠেলিয়া না দিত তবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার জীবনকে অতিশয় শান্তিতে স্বস্তিতে ও নিশ্চিন্তে ইসলামের একজন মুবাল্লিগ হিসাবে কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের রেশ কাটিয়া যায় কতক বিরুদ্ধবাদী নির্মূল হইয়া যায়, কতক শত্রু সন্ধি করিয়া লয়, কতিপয় বৈরী অস্ত্র সংবরন করে আর এমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা শান্তি পান তখন পুনরায় তিনি অতিশয় নিবিষ্ট চিত্তে দীনের তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের কার্যে মনোনিবেশ করেন। যেমন-হোদায়বিয়্যার চুক্তি হইতে অবকাশ পাইয়া তিনি অতি দ্রুত রাজন্যবর্গ, গোত্র সরদারগণ, আঞ্চলিক গভর্নরগণ ও রাজ্য প্রশাসক বৃন্দের নামে তাবলীগী পত্রাবলী লিখেন ও তাহাদিগকে আল্লাহ্র দিকে ডাক দেন। মক্কা বিজয়ের পরে তিনি সেই ধারাকে আরও প্রশস্ত করেন এবং এমন কোন কবীলাকে বাদ দেন নাই যেখানে এক আল্লাহ্র তাবলীগের উদ্দেশ্যে লোক প্রেরণ করেন নাই। ইত্যবসরে ইসলাম গ্রহণ করা অথবা ইসলাম সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য অথবা পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক লোক প্রতিনিধিদলের আকৃতিতে অথবা পৃথক পৃথক ভাবেও তাঁহার নিকট আগমন করে। তিনি শুধুমাত্র তাহাদের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাইবার জন্য এবং তাহাদিগকে সত্যের তাবলীগ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল লোকের সাথে অতিশয় শিষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য ভালভাবে আপ্যায়ন করেন। তাহাদের অবস্থান, আহার ও আরামের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং প্রত্যাবর্তনকালে প্রত্যেককে উপঢৌকন প্রদান করেন। এহেন সবকিছুই তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ্র নামকে সুউচ্চ করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছেন। অন্যথায় উহাতে কখনও তাঁহার কোন প্রকারের ব্যক্তিগত লাভালাভ ছিল না। আল্লাহ্র নবী তাঁহার খাদিমদের মধ্যে সারা দিন ধরিয়া হাজার হাজার দিরহাম বন্টন করিবার পরে নিশিথে নিজের পরিবার পরিজনসহ অনাহারে শুইয়া পড়িতেন। গৃহের চুলা সপ্তাহব্যাপী অগ্নির মুখ দেখিত না। নবী করীম

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদ্য ছিল হয় আল্লাহ্‌র যিকির না হয় দীনের তাবলীগ। উহাতেই তিনি স্বস্তি পাইতেন এবং উহাতেই তিনি প্রশান্তি লাভ করিতেন।

আল্লাহ্‌র নাম প্রচার তাঁহার পবিত্র জীবনের এমনই অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি উহা যে কোন সময়ে যে কোন মুহূর্তে বিস্মৃত হইতেন না। আর আল্লাহ্‌র নাম না লইয়া তিনি স্বস্তি পাইতেন। আল্লাহ্‌র যিকিরের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। আল্লাহ্‌র নামে মগ্ন হইয়া তিনি দুনিয়ার সকল কিছু হইতে বেনিয়ায হইয়া যাইতেন। তাঁহার কোন কাজ আল্লাহ্‌র নাম না লইয়া ও তাহার সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া করা হইত না। সর্ব কার্যে ও সর্ব কথায় তিনি আল্লাহ্‌র নামকে অগ্রাধিকার দিতেন। প্রত্যুষে নিদ্রা ত্যাগ করা হইতে নিশিথে নিদ্রামগ্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছোট বড় সাধারণ অসাধারণ যে কাজই করিতেন আল্লাহ্‌র নাম লইয়া করিতেন। প্রতিটি কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করিতেন। প্রতিক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া প্রার্থনা করিতেন। এমন কি পানি পান করা, আহার শুরু করা, গৃহে প্রবেশ করা, মসজিদে গমন করা, মসজিদ হইতে বাহির হওয়া, অযু করা, আযান শ্রবণ করা, সফরে যাওয়া, সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করা, একজন অপরজনের সহিত সাক্ষাৎ করা, একজন অপরজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করা, ভাল জিনিস দর্শন করা, মন্দ জিনিস হইতে আত্মরক্ষা করা, সর্বপ্রকারের মন্দ ও অনিষ্টকর জিনিস হইতে নিরাপদে থাকা, বিদ্যা অর্জন করা, হাট বাজার করা, সন্তোষজনক খবর প্রাপ্ত হওয়া, মন খারাপ খবর শ্রবণ করা, ঋণ হইতে বাচিয়া থাকা, অসুস্থ্যতা হইতে নিরাপদ থাকা, গোসল করা, পাদুকা পরিধান করা, নতুন বস্ত্র পরিধান করা, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গমন করা কালের দোয়াও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মোট কথা, মহানবী (সা) মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এমন কোন মুহূর্তকে বাদ দেন নাই যাহার জন্য দোয়া শিক্ষা দেন নাই। এই জন্যই কাফিররা বলিত যে, "মুহাম্মদ (সা) তো তদীয় রবের প্রতি আশেক হইয়া গিয়াছে" আর নিঃসন্দেহে তাহাদের এই কথা শতকরা একশত ভাগই সঠিক ছিল। এমন কি মৃত্যুর সময়েও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে ও রাসূল (সা)-এর মুখে আল্লাহ্‌রই নাম ছিল। এবং اللهم بالرفيق الاعلى। বলিতে বলিতে তাঁহার পবিত্র মহিমান্বিত রূহ তদীয় মাহবূবের দরবারে হাযির হইয়া যায়। আল্লাহ্‌র হাজার হাজার দরূদ ও সালাম সেই মহিমান্বিত ও সুউচ্চ অস্তিত্বের প্রতি যিনি তাহার নবুয়্যত হইতে ওফাত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র স্মরণ, তাহার নামের প্রচার ও তাহার দীনের তাবলীগে আলস্য করেন নাই। আর যিনি তাহার সর্বপ্রকারের আরাম সর্বপ্রকারের উপভোগ, তাহার সর্বপ্রকারে সম্মান ও জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাওহীদ প্রচার ও সত্য কালিমাকে সুউচ্চ করণের জন্য ওয়াক্‌ফ করিয়া দিয়াছেন।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আল্লাহ্র হাজার হাজার শোকর ও অনুকম্পা যে, তিনি আমাকে রিসালাতকালের ইসলাম প্রচারের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিবার তওফীক দান করিয়াছেন। আমার অসম্পূর্ণ বিদ্যা ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যতদূর সম্ভব তাহাতে বলিতে পারি যে, দুনিয়ার যে কোন ভাষায় নবুয়্যত যুগে ইসলাম প্রচারের কোন ইতিহাসে এই ধরনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ সহকারে এখন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। আল্লাহ্ আমার দ্বারা এই খিদমত লইয়াছেন, ইহা তাহার অনুকম্পা। অন্যথায় আল্লাহ্ জানেন এবং আমার বন্ধুগণও এই সত্য সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন যে, না আমার এতখানি বিদ্যা ছিল, না আমার এতখানি জ্ঞান ছিল যে, এই বিরাট মহৎ কার্য আঞ্জাম দিবার ধারণা পর্যন্ত পোষণ করিতে পারি। কিন্তু কোন কোন সময় আল্লাহ্ তদীয় কৃপাক্রমে তদীয় অযোগ্য বান্দাহদের দ্বারাও এমন কার্য সম্পাদন করেন যাহা বিরাট বিরাট যোগ্য ব্যক্তিরাও করিতে পারেন না।

আমি যদি আমার ৬৮ বৎসরের জীবনে কোন কাজ করিয়া থাকি তবে উহা হইল এই মহিমান্বিত ইতিহাস সংকলন। অন্যথায় অবশিষ্ট সারাটি জীবনই অনর্থক কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমার এই নগণ্য খিদমতকে কবুল করুন এবং এই ইতিহাসের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জীবনীর একটি সীমাহীন উজ্জ্বল দিক অতি পরিচ্ছন্ন ভাবে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে আসুক।

আমি এই কিতাবে আমার প্রিয় মনিব রাসূল শ্রেষ্ঠ খাতামুন্ নাবীয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর চেহারাকে এক নতুন আঙ্গিকে ও নতুন ধরনের প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছি। এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ মর্যাদা আপনাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছি যাহা সর্ব বৃহৎ ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং যাহার জন্য মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে তশরীফ আনিয়াছিলেন। আল্লাহ্ করুন যেন আমি আমার প্রয়াস প্রচেষ্টা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সফল হইতে পারি। আর আমি দাওয়াত ও তাবলীগের এই মুজাহিদ আযমের মহান তাবলীগী কর্ম তৎপরতার অতি সঠিক চিত্র এই পৃষ্ঠা সমূহে চিত্রিত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি।

www.pathagar.com

উপসংহার- ১

ইসলাম প্রচার ও জিহাদ প্রসঙ্গ

এই পুস্তকটি আপনারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আপনি কি কোথায়ও এমন কোন বর্ণনা বা ঘটনা পাইয়াছেন যে,

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন ব্যক্তিকে বল প্রয়োগে মুসলিম হইতে বাধ্য করিয়াছেন?

২. অথবা তিনি এই উদ্দেশ্যে কখনও জোর জরবদস্তি কিংবা নেযা ও তরবারী দ্বারা কার্যোদ্ধার করিয়াছেন?

৩. অথবা আল্লাহ্ তাঁহাকে এইরূপ নির্দেশ দান করিয়াছেন?

৪. অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তাঁহার মুবাল্লিগীনকে ঐ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন?

৫. অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও এমন কার্য পছন্দ করিয়াছেন?

রাসূল করীম (সা)-এর পবিত্র ও পূত জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমাদের সম্মুখে আয়নার ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে। গৃহের অভ্যন্তরে বা গৃহের বাহিরের কোন মুহূর্ত আমাদের নিকট লুক্কায়িত নহে। কিন্তু অনুসন্ধানের পরেও কোন মানুষ এমন কোন কথা পাইতে পারে না যে, ইসলামের আহ্বান ও তাবলীগের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কাহারও উপর সামান্যতম বল প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার পরে না জানি কিসের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ, খৃষ্টান মুবাল্লিগীন ও ভারতীয় গ্রন্থকারগণ তাঁহার পবিত্র ব্যক্তিত্বে এই অপবাদ আরোপ করিতে শ্রান্ত হন না যে, রাসূল (সা) তরবারীর বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন, জোর জবরদস্তিতে মানুষকে মুসলিম হইতে বাধ্য করিয়াছেন, তরবারীর ভয় প্রদর্শন করিয়া মানুষকে কালিমা পাঠ করাইয়াছেন, গনীমতের মালের লোভ দেখাইয়া আরবের বেদুইনদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়াছেন।

তরবারী হস্তে ধারণ করিয়া জিহাদের পতাকা এই জন্য উচু করিয়াছেন যে, মানুষকে এই দীনে ভর্তি হইবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিবেন। সাধারণভাবে অমুসলিমগণ এই মিথ্যা আপত্তিকে এমনই উস্কাইয়াছেন, এমনই প্রচার দিয়াছেন যে, কোন কোন গম্ভীর মানুষও এহেন ভ্রান্ত প্রচারণাকে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, "যথার্থই ইসলাম তরবারীর বলে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।" যেমন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার সময়ে ১৯২৬ ইং সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে গান্ধিজীর ন্যায় দায়িত্বশীল নেতাও

www.pathagar.com

বারংবার বলিয়াছেন যে, ইসলাম এমন পরিবেশে জন্ম লাভ করিয়াছে যাহার মীমাংসাকারী শক্তি পূর্বেও ছিল তরবারী আজও তরবারীই রহিয়াছে।[১]

হিন্দুদের বিরাট মাযহাবী নেতা ও আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিল পন্ডিত দয়ানন্দ। সে অতি নির্লজ্জভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছে "কুরআনের আল্লাহ্ ও রাসূল উভয়ই ছিল যুদ্ধবাজ।"[২]

আর্য সমাজের স্বীকৃত প্রচারক ও প্রখ্যাত উপদেশক পণ্ডিত লীখরামের বিরাট পুস্তক "কুল্লিয়াত-ই আর্য মুসাফির" প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্, রাসূল (সা) কুরআন ও ইসলামের উপর এই ধরনের অপবাদে পরিপূর্ণ।

শুধুমাত্র ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ভারতের দেশী খৃষ্টান ও আর্য সমাজীদের লেকচারার, পাদরী, বক্তাও গ্রন্থকারগণ হাজার হাজার পুস্তক মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ ও ইসলামের বিপক্ষে রচনা ও প্রকাশ করিয়াছে। ঐ গুলিতে ভিত্তিহীন অপবাদকে পুনঃ পুনঃ জোর দিয়া পুনরাবৃত্ত করা হইয়াছে যে, "ইসলাম তরবারীর বলে বিস্তৃত হইয়াছে। জিহাদের নির্দেশ শুধুমাত্র ইসলামের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।"

ভারতের কথা বাদ দিয়েও ইউরোপের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকারগণও জোর দিয়া লিখিতেছে যে, ইসলামের প্রচার হইয়াছে তরবারীর ছায়াতলে, আর জিহাদের নির্দেশ শুধুমাত্র এই জন্য প্রদত্ত হইয়াছে যাহাতে জন সাধারণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যাইতে পারে। যেমন হল্যাণ্ডের অতি প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর রাইন হার্ট ডোজী তৎকৃত পুস্তক Spanish Islam-এ লিখিতেছে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর যুগে মুসলিমদের তরবারীর ভীতি দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছিল আর ঐ ভীতিরই ফলশ্রুতিতে মানুষ বাধ্য হইয়া নতুন দীন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।[৩]

ঐ পুস্তকে পরবর্তীতে আরও লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঃ "আরবের মানুষ হয় এই আশঙ্কায় যে, সম্পদ লুণ্ঠিত হইবে অথবা এই আগ্রহে যে, অন্যের ধনসম্পদ লুট করা যাইবে ইসলামের পতাকাতলে দৌড়াইয়া আসিয়াছে।[৪] অথচ এই সমস্ত কিছুই তাহাদের কুযুক্তি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিষদোগার।

১. না ইসলাম বল প্রয়োগে কাহাকেও মুসলিম বানাইবার নির্দেশ দিয়াছে,

২. না জিহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইহার মাধ্যমে বল প্রয়োগ করিয়া ইসলাম প্রচার করা যাইবে,

---

১. মাওলানা আবুল আলা মওদূদীকৃত আল জিহাদু ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪।

২. সত্যার্থ প্রকাশের গ্রন্থকার পণ্ডিত দয়ানন্দ, ১৮৯৯ ইং সালে প্রকাশিত, অধ্যায় ১৪, দফা-৫৪, পৃষ্ঠা-২৯১।

৩. Spanish Islam ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭২।

৪. Spanish Islam ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১।

www.pathagar.com

৩. না নিজের মাল লুণ্ঠিত হইবার আশঙ্কায় বা অন্যের মাল লুট করিবার বাসনায় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

ইহাও ডোজীরই কথা যে, "মক্কা বিজয়ের পরেও যে সমস্ত কবীলা প্রতিমা পূজারী ছিল তাহারা সত্বরই অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় যে, এখন আর বিরোধিতা করা অনর্থক এবং ধ্বংসকারী একটি যুদ্ধের ধমকই উহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করাইয়াছে। উহার শিক্ষা দিয়াছিলেন মুহাম্মদ (সা)-এর জেনারেলগণ এক হস্তে কুরআন ও অপর হস্তে তরবারী ধারণ করিয়া।[১]

উইলিয়াম মূর বলেন "তখন মুহাম্মদ (সা)-এর অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছিল যে, যে সকল মানুষ তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইতেছিল তাহাদের উপর সাফল্যের সাথে উহা মানিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেন।[২]

আমি উল্লেখিত অপবাদগুলির উপর একটি অনুসন্ধানী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি বুলাইয়া ইনশাআল্লাহ্ প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইব যে, এই সকল আপত্তি ও অপবাদ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। এইগুলির সাথে ইসলাম প্রচার ও ইহার দাওয়াতের সহিত কোন দুরের সম্পর্ক নাই। এই সকল আপত্তি হয় ভূল বুঝাবুঝির দরুন সৃষ্ট অথবা ঐ শত্রুতা ও বৈরীতার ফলশ্রুতি যাহা শত শত বৎসর ব্যাপী অপরাপর মাযহাবের বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের প্রতি পোষন করিয়া আসিতেছে। তাহার উপস্থিতির দরুনই উহারা সত্যতা ও যথার্থতার উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় চেহারা দেখিতে পারিতেছে না। কেননা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাহাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহাদের চক্ষে পরদা ফেলিয়া দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমতা দিন যেন আমি এই বিষয়টি মনোজ্ঞ ও সন্তোষজনক পদ্ধতিতে উজ্জ্বল ও মজবুত প্রমাণাদির মাধ্যমে বর্ণনা করিতে সক্ষম হই। وما توفيقى الا بالله (আল্লাহ্ ছাড়া আমার অন্য কোন ক্ষমতা নাই)।

দীনের তাবলিগ ও ইসলাম প্রচারের ধারায় বিরুদ্ধবাদী বৈরীদের পক্ষ হইতে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং যে সকল অপবাদ আরোপ করা হয় ঐগুলি নিরীক্ষণ করিলে উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. ইসলাম বল প্রয়োগে বিস্তৃত করা হইয়াছে

২. লোভ দেখাইয়া মানুষকে মুসলিম বানানো হইয়াছে,

৩. জিহাদের মাধ্যমে কবীলাগুলিকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

নিম্নে আমরা ঐ তিন ধরনের আপত্তি ও অপবাদগুলিকে বর্ণনা ও অনুধাবনের কষ্ঠি পাথরে ঘষিয়া মহান পাঠকবর্গকে বলিব যে, এই মিথ্যার মধ্যে এতটুকুও সত্যতা নাই।

---

১. তাহকীকুল জিহাদ, পৃষ্ঠা-১।

২. স্যার উইলিয়াম মূরকৃত লাইফ অব মুহাম্মদ (সা), লণ্ডন হইতে ১৮৮৭ ইং সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-২১১।

www.pathagar.com

ক. ইসলামের প্রচার কি শক্তি প্রয়োগে ও কঠোরতায় সাধিত হইয়াছে ?

এই আলোচনায় আমাদিগকে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইসলামের আল্লাহ্ কি তদীয় দীনের প্রচার ও প্রবর্তনের জন্য বল প্রয়োগ ও ক্ষমতা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিয়াছে? সমগ্র কুরআন করীম পাঠ করিবার পরে আমরা একটিও এমন আয়াত পাইতেছি না যা দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ পায় যে, যে কোন অবস্থাতেই কাহাকেও বল প্রয়োগ করিয়া মুসলিম বানানো হউক। বল প্রয়োগের ইসলাম না আল্লাহ্র নিকট কোন মর্যাদা ও যোগ্যতা রাখে, না রাসূলের নিকট উহার কোন সম্মান রহিয়াছে না এই ভাবে ইসলাম গ্রহণকারী আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট কোন সওয়াব বা প্রতিদান পাওয়ার অধিকারী। বিরুদ্ধবাদীদের এই দাবীর বিপক্ষে কুরআন করীমের অনেক আয়াতই জোরের সাথে উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ইসলামে বল প্রয়োগ ও ক্ষমতার ব্যবহার বৈধ। এই ধরনের সকল আয়াত আমরা পুস্তকের ভূমিকায় এই বিষয়ের আলোচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কাজেই এই স্থানে উহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। এই স্থানে আমরা শুধু ইহাই প্রত্যক্ষ করাইব যে, মহানবী (সা) মহিমান্বিত আল্লাহ্র এই সব নির্দেশনা নিজে কঠোরভাবে মানিয়া চলিতেন ঃ

১. মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকার থাকে চাকর ও দাসের উপর। কেননা, তাহারা পরিপূর্ণভাবে তাহাদের করতলগত ও আয়ত্তাধীন থাকে। লোক তাহার চাকর ও দাসের দ্বারা যেভাবে খুশী, যতটুকু ইচ্ছা খিদমত লইতে পারে এবং যেমন ইচ্ছা তাহাদের সহিত আচরণ করিতে পারে।

২. উহার পরেই আসে স্ত্রীর নম্বর। সেও পুরুষের আজ্ঞাবহ ও অনুগত হইয়া থাকে এবং যে কোন অবস্থায় স্বামীর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি তাদের প্রথম কাম্য হয়।

৩. ইহার পরে আত্মীয় স্বজন। উহাদের উপরও মানুষ বল প্রয়োগ করিয়া নিজের কথা মানাইতে পারে। অধিকাংশ সময় এমনও হয় যে, মানুষ তদীয় আত্মীয়ের কথা মানিতে বাধ্য হয়। উহাতে তাহার হৃদয় সায় দিক বা না দিক এবং উহাতে সে ঐক্যমত পোষণ করুক বা না করুক।

৪. উহার পরে বন্ধুর পর্যায়। তাহার উপরও মানুষ তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের দরুন বল প্রয়োগ করিতে পারে। এবং উহা মানিতে তাহাকে কতকটা বাধ্যও করা যাইতে পারে।

নবী করীম (সা)-এর এই ধরনের সব লোকের পাল্লায় আসিয়াছেন। হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন তাঁহার দাস, হযরত খাদীজা তাহিরা (রা) ছিলেন তাঁহার স্ত্রী, হযরত আলী (রা) তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ছিলেন, ইঁহারা তাঁহারই সঙ্গে বসবাস করিতেন এবং তিনিই তাহাদিগকে প্রশিক্ষণ দিয়াছেন ও প্রতিপালন করিয়াছেন। আবার হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন তাহার বন্ধু। ইহাদের মধ্যকার কাহাকেও তিনি তাঁহার সহিত বিদ্যমান সম্পর্কের দরুন বল প্রয়োগ করিয়া আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁহার রিসালাতকে স্বীকার করিতে বাধ্য করেন নাই। বরং ইহাদের প্রত্যেকেই তাৎক্ষণিকভাবে নির্দ্বিধায়

www.pathagar.com

ও নিঃসঙ্কোচে অত্যন্ত সন্তুষ্টি ও আগ্রহ সহকারে নবী করীম (সা)-এর দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রহণের মধ্যে বল প্রয়োগ ও ক্ষমতা ব্যবহারের সামান্যতম নিদর্শনও ছিল না।

মক্কী জীবনের ১৩ বৎসর প্রতিমা পূজারীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক নবী করীম (সা)-এর হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। উহাদের উপর বল প্রয়োগ ও চাপ সৃষ্টি করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। কেননা, ঐ সময় নবী করীম (সা)-এর নিজের অবস্থাই অতিমাত্রায় অসহায় ও অনন্যোপায় ছিল। প্রকাশ্যেই বুঝা যায় যে, এমতাবস্থায় কোন মানুষ কি করিয়া অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারিত।

মদীনা জীবনে নিঃসন্দেহে তিনি নেতৃত্ব ও হুকুমত অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দশ বৎসরের জীবনে এমন একজন মানুষকেও কি পেশ করা যাইতে পারে, যাহার উপর ইসলাম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ করা হইয়াছে অথবা কাহাকেও বল প্রয়োগ করিবার নির্দেশ দান করা হইয়াছে? উহার বিপরীতে এমন সুযোগ আসিয়াছে যে, তিনি অতি সহজে বল প্রয়োগে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করিবার ধারণাও করেন নাই।

এই ধরনের সর্বপ্রথম সুযোগ ছিল বদরের যুদ্ধে। মক্কার কাফিররা যখন অত্যাধিক সাজ সরঞ্জাম ও ভীষণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের পরে তাঁহার উপর আক্রমন করিয়াছিল কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে কোরাইশের সত্তরজন বন্দী হইয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে মুসলিম হইতে বাধ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহাদের ৭০ জন বন্দীর মধ্যে কোন একজনকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নাই। কতককে, যাহারা সম্পদশালী ছিল, জিযিয়ার পরিবর্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কতককে এই ওয়াদায় মুক্তি দিয়াছেন যে, আগামীতে তাহারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফিত্নার সৃষ্টি করিবে না। কতককে এই খিদমতের পরিবর্তে দাসত্ব হইতে মুক্তি মিলিয়াছে যে, আনসারদের ১০ জন শিশুকে লিখাপড়া শিখাইবে। কতককে যাহারা ছিল দরিদ্র, এমনিতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমনিভাবে বনী কোরাইযার গাযওয়াতে কম বেশী ২০০ জন ইহুদী বন্দী হইয়াছিল। উহাদের মধ্য হইতেও কতককে জিযিয়া গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। অবশিষ্টদেরকে অনুকম্পাবশতঃ মুক্তি দিয়াছেন। কোন একজনকেও ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন নাই।

উপরোল্লিখিত দু'টি গাযওয়া ছাড়াও গাযওয়া মুসতালিকে ১৯০, জমূমের সিরিয়্যায় ১০, আইসের সিরিয়্যায় ৯, হিসমার সিরিয়্যায় ১০০, হোনাইনের গাযওয়াতে ৬০০০, আইনিয়া বিন হাসীনের সিরিয়্যায় ৬২ এবং কাতাবা বিন আমেরের সিরিয়ায় অনেক লোক বন্দী হইয়াছিল। কিন্তু সকলকে কোন প্রতিদান গ্রহণ করা ছাড়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাহাকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় নাই।[১]

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, রাহমাতুল লিল আলামীন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪-২৬৪।

www.pathagar.com

বল প্রয়োগে মুসলিম বানাইবার সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা উত্তম সুযোগ ছিল মক্কা বিজয়ের দিন, যখন তিনি সেই কঠোর শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করেন যাহারা অবিরাম ২১ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার মূলোৎপাটনের জন্য লিপ্ত ছিল। কিন্তু মহান হযরত মুহাম্মদ (সা) সকলকে ক্ষমা করিয়া ছিলেন যে, "যাও, তোমরা মুক্ত"। কাহারও নিকট হইতে না একটি কপর্দক যুদ্ধের ক্ষতি বাবদ আদায় করিলেন, না কাহাকেও ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন।

রাসূল (সা)-এর সেই উন্নত চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া মক্কার কতিপয় কোরাইশ অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তথাপিও হাজার হাজার মানুষ প্রতিমা পূজায় রহিয়া গিয়াছে ইসলাম গ্রহণ করে নাই। রাসূল (সা) উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। উহার পরে যে, যে সকল ব্যক্তির সামনে ইসলামের যথাযথ উদ্ভাসিত হইয়াছে উহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এমন কি সকল মানুষই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিজের খুশিতে, বল প্রয়োগে নহে।

নওয়াব আযম ইয়ার খান মৌলভী চেরাগ আলী তৎকৃত প্রখ্যাত পুস্তক "তাহকীকুল জিহাদ" তে লিখিতেছেন "ইসলামকে অস্বীকারকারীগণকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার যে অপবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করা হয় উহা কোনক্রমেই ঠিক নহে। ইউরোপের ঐতিহাসিকদের ইহা মিথ্যা দাবী যে, কুরআন মজীদ অমুসলিমদিগকে বল প্রয়োগে ইসলাম গ্রহণ করিতে তাগিদ দেয়, আর মহান হযরত (সা) মানুষকে বল প্রয়োগে মুসলিম বানাইয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, অস্বীকারকারীকেও তাঁহার শত্রুকে, কোন ব্যক্তি বিশেষই হইক বা কোন দল বিশেষই হউক বা সম্পূর্ণ কবীলাই হউক মহানবী (সা) ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন নাই। কুরআন মজীদ ও ইতিহাস ঐ অভিযোগকে খণ্ডন করে। এবং আমরা ইতিহাসে ঐ ধরনের একটি উদাহরণও পাইতেছিনা যে, মহানবী (সা) কখনও কোন একজনকে তরবারীর ভয় প্রদর্শন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। মহান হযরত মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে হিজরতের পূর্বে ও হিজরতের পরে শুধুমাত্র উৎসাহ প্রদান, ও নসীহতের মাধ্যমে দ্বীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীতেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"[১]

পুস্তকের ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন আয়াতের উপস্থিতিতে এবং আমাদের পেশকৃত এই সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের বর্তমানে অবিরামভাবে ইহাই বলিতে থাকা "না, অবশ্যই ইসলাম তরবারীর ক্ষমায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও মানুষকে বল প্রয়োগে মুসলিম বানানো হইয়াছে" যদি প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামী না হয় তবে আর কি হইবে?

১. তাহকীকুল জিহাদ, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪।

www.pathagar.com

যাহারা মহানবী (সা)-এর প্রতি এই অপবাদ আরোপ করে যে, রাসূল (সা) বল প্রয়োগে ক্ষমতার ব্যবহার করিয়া মানুষকে মুসলিম বানাইয়াছেন তাহারা আজ পর্যন্ত কোন একজন এমন মুসলিম পেশ করিতে পারে নাই যাহার সম্পর্কে এই বিষয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য সমুপস্থিত রহিয়াছে যে, উহাকে বলপ্রয়োগে মুসলিম বানানো হইয়াছে। চরিত্র রিজাল, হাদীস ও ইতিহাসের পুস্তকসমূহে হাজার হাজার পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর নহে। সাহাবার নাম ও তাহাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহাদের মধ্য হইতে আমরা এমন নামই পাইতাম যাহাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে যে, উহারাই তাহারা যাহাদিগকে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল প্রয়োগ করিয়া মুসলিম বানাইয়াছেন। এ সকল মোটা মোটা ইতিহাস গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনায় আপনারা কি এমন একটি নামও দেখাইতে পারিতেছেন না? কখনও নহে, কিয়ামত পর্যন্ত নহে। উহার বিপরীতে হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এসব কতিপয় বর্ণনা রহিয়াছে, যাহাতে আমরা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইতেছি যে, অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তিকে অমুক সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে ঐ সময় খুন করিয়া ফেলিয়াছেন যে সময় সাহাবীর উন্মুক্ত তরবারী দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাতই বলিয়াছিল যে, আমি মুসলিম হইতেছি এ সাহাবী এ সময় ঐ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণকে স্বীকৃতি দেন নাই এবং বলিয়াছেন তুই সত্যের খাতিরে নহে বরং তরবারীর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিতেছিস, কাজেই তরবারীর দ্বারাই তোকে শেষ করিতেছি।"

এই ধরনের ২টি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বর্ণনা আমরা আমাদের দাবীর সপক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি। একটি উদাহরণ স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপরটি তাঁহার অতি আদরের দাস হযরত উসামা বিন যায়িদ (রা)-এর। সহীহ মুসলিমে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, একবার যুদ্ধে এক ব্যক্তি ধৃত হয় ও তাহাকে কয়েদ করা হয়। ঘটনাক্রমে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, যদি আমি ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করি তবে কয়েদ হইতে ছাড়া পাইব। তাই সে রাসূল (সা)-কে দেখিবা মাত্রই বলিল, "আমাকে কেন কয়েদ করিল, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করিতেছি।" উহাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে সেই উত্তর দিলেন "ফিরআউনও নীল নদে ডুবিয়া মরার পূর্বে নিঃসহায় অবস্থায় বলিয়াছিল আমি মূসার আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিতেছি। আল্লাহ্ বললেন, এখন ঈমান আনিতেছ অথচ ইতিপূর্বে অতি বিদ্রোহী ও অবাধ্য ছিলে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঐ কয়েদীকে বলিলেন" তোমার এই সময়ের ঈমান গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার পূর্বে যদি ঈমান আনিতে তবে ঠিক ছিল।" এতদসত্ত্বেও রাসূল (সা) তাহাকে খুন করিবার নির্দেশ দেন নাই বরং শত্রুর কয়েদকৃত নিজের দুইজন মানুষের পরিবর্তে উহাকে মুক্তি দেন।[১]

১. মুসলিম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই যে, ঠিক যুদ্ধের চলাকালে হযরত উসামা (রা) শত্রুর জনৈক সিপাহীর উপর আক্রমণ করেন। সে যখন শিরোপরি তরবারী চমকিত দেখিতে পায় তখন বলিতে থাকে "আমি মুহাম্মদ (সা)-এর রবের প্রতি ঈমান আনিতেছি।" কিন্তু হযরত উসামা (রা) তাহার সেই সময়কার ইসলাম গ্রহণকে স্বীকার করেন নাই বরং তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলেন এবং বলেন যে, তুই তরবারীর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিতেছিস কাজেই তোর এই সময়কার ঈমানকে স্বীকৃতি দেয়া যায় নাই[১] যদিও পরে মহানবী (সা) হযরত উসামা (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন যে, সে যখন ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিতেছিল তখন তুমি তাহাকে হত্যা করিলে কেন?

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নবুয়্যত যুগে ও খিলাফতকালে শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিবা মাত্র যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইত না। বরং এই পর্যন্ত ছিল যে, যখন আরবের কোন কবীলা মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইত ও মুসলিমদের হুকমতকে স্বীকার করিয়া লইত তবে এই ধরনের মানুষ বা কবীলা যদিও কুফরও শিরকের উপর অবস্থিত থাকিত তাহার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

ইহা যথার্থ যে, অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশের উপর যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা কোন কয়েদীর মুসলিম হওয়ার পরে মুক্ত করিয়া দেওয়ার মধ্যে বল প্রয়োগের কোন দূর সম্পর্কও বিদ্যমান নাই। বরং ইহা উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও গতিময় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। খোদ কুরআন করীমে অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে এই বিষয়ের শিক্ষা দেয় যে, যদি কাফিররা অত্যাচার করা হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং দেশে কলহ সৃষ্টি ও শান্তি ভঙ্গের কারণ হইয়া না দাড়ায় তবে তাৎক্ষণিকভাবেই মুসলিমগণকে তাহার বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা থামাইয়া দিতে হইবে। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ

(আর তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত কলহ শেষ না হয় আর দ্বীন আল্লাহ্রই হইয়া যায়। যদি তাহারা বিরত হয় তবে কোন শত্রুতা নাই সীমালংঘনকারীদের ছাড়া)।

এই বিষয়ে মহান পাঠক এই দিকটিও চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, ঐ বিশ্বাস যাহারা বল ক্ষমতা কঠোরতা ও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বীকার করানো হয় উহাতে প্রেম, আবেগ, হৃদ্যতা ও উৎসর্গকরণের আগ্রহ কোথা হইতে সৃষ্টি হইবে? কিন্তু আমরা সাহাবাদের জীবন ঐ সমস্ত সদগুণাবলী সম্মিলিত দেখিতে পাই। এবং তাহারা অতি আবেগ ও আগ্রহ সহকারে যে সমস্ত বিস্ময়কর ধরনের কার্য ইসলামী আহকাম

১. এই ঘটনা হিজরী ৭ বা ৮ সালে সংঘটিত হারকা সারিয়ায় ঘটিয়াছিল। ঐ সময় হযরত উসামার বয়স হয়েছিল ১৪/১৫ বছর। সিয়ারুল মোহাজেরীন, ২য় খণ্ড, ১০০।

www.pathagar.com

পালনার্থে রাসূল করীম (সা)-এর আনুগত্য ও ইসলাম প্রচারে সম্পাদন করিয়াছেন উহা এমন কোন মানুষের দ্বারা কখনও সম্পাদিত হইতে পারে না যাহাকে বল প্রয়োগ করিয়া মুসলিম বানানো হইয়াছে। অথচ তাহার অন্তর উহাকে পছন্দ করে না।

এই বর্ণনার শেষে আমরা ইটালীর প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর ডঃ উইগ্লীরীর পুস্তক An Interpresion of Islam-এর একটি ক্ষুদ্রাকৃতির সংক্ষিপ্তসার এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। সে তাহার অপরাপর প্রাচ্যবিদ ভ্রাতৃবৃন্দের রচনার বিপরীতে অতি জোরের সাথে ও পরিষ্কার ভাষায় এই বিষয়কে অস্বীকার করিয়াছে যে, ইসলাম বল প্রয়োগ, ক্ষমতার ব্যবহার ও তরবারীর জোরে প্রচারিত হইয়াছে। এই মনোজ্ঞ ও গবেষণালব্ধ পুস্তকটির উর্দু অনুবাদও হইয়াছে, উহা শেখ মুহাম্মদ আহমাদ সাহেব মাযহার, এডভোকেট লয়ালপুর অনুবাদ করিয়াছে। উহার নাম হইল "ইসলাম আর এক নযর"। উহার ১১ পৃষ্ঠায় ডঃ উইগ্লীরী বলেন ঃ "যে সকল মানুষ এইরূপ বলে এবং স্থানে স্থানে উহা প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, ইসলাম হইল বল প্রয়োগ ও জবরদস্তির মাযহাব এবং ইহা তরবারীর জোরে বিস্তৃত হইয়াছে উহারা হয় অন্ধ না হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই দেখিতে চাহে না। এই অপবাদ আরোপে যদি তাহাদের উদ্দেশ্য এই হয় যে, অপরাপর মাযহাব প্রবর্তনকারীদের বিপরীতে মুহাম্মদ (সা) তরবারী পরিচালনা করিয়াছেন ও সৈন্যাভিযান পরিচালিত করিয়াছেন যাহাতে অধিক সাফল্য ও বিজয় লাভ হইয়াছে এবং মুহাম্মদের (সা) অনুসারীগণও তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন, তবে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ইহা যথার্থ। সাথে সাথে আমাদিগকে উন্মুক্ত মস্তিষ্কে ইহা চিন্তা করিতে হইবে যে, ঐ সকল আগ্রাসন ও সৈন্যাভিযানের কারণ কি ছিল? আর যদি সেই অপবাদের লক্ষ্য এই হয় যে, ধর্মকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্বীকৃত করাইবার উদ্দেশ্যে একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধকে আবশ্যিক মনে করা হইয়াছে এবং ইসলামের প্রকৃতিতে ইহা প্রবিষ্ট ছিল যে, অন্যের উপর জবরদস্তি করিয়া নিজের প্রাধান্য স্বীকৃত করাইতে হইবে, তবে আমরা সেই অপবাদের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইব। কেননা, কুরআনের শিক্ষা ও মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র উভয়ই এই বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, এই অপবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন।

ইহার পরে পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় এই প্রফেসরই লিখিতেছে- "আমরা যদি মুহাম্মদের (সা) প্রাথমিক বিজয়গুলি প্রত্যক্ষ করি তবে অতি সহজেই এই কথা অনুধাবন করিতে পারা যায় যে, ইসলামকে তরবারীর জোরে স্বীকৃত করানো হইয়াছে আর ইসলাম দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তরবারীর মাধ্যমে, এই সব অপবাদ অনর্থক ও মিথ্যা। কুরআন পরিষ্কারভাবে বলিতেছে ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ[১]

১. সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৫৫।

www.pathagar.com

"অর্থাৎ দীন ও মাযহাবের ব্যাপারে কোন প্রকারের বলপ্রয়োগের অনুমতি নাই। কেননা, হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা একেবারেই পরিষ্কারভাবে উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি তাগূতকে[১] পরিহার করিবে ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিবে, মনে করিবে যে, সে অতি মজবুত ও নির্ভরযোগ্য জিনিসকে খুব দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।"

এমনিভাবে অপর এক জায়গায় কুরআনের বক্তব্য ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۔[২]

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি মানুষকে বলিয়া দাও যে, এই সত্য (ইসলাম) হইল তোমার রবের পক্ষ হইতে অতএব যে ইচ্ছা সে গ্রহণ করিবে আর যাহার ইচ্ছা সে প্রত্যাখ্যান করিবে"।

(খ) ধন সম্পদের প্রলোভন দেখাইয়া কি ইসলামে দীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল?

ইসলাম বিরোধীদের অপর বিরাট আপত্তি এই যে, যখন মদীনায় বিজয়সমূহের ফলশ্রুতিতে অধিক হারে সম্পদ আসিতে শুরু করিল তখন রাসূল করীম (সা) (নাউযু বিল্লাহ) অধিক পরিমাণে ছাগল, ভেড়া, উট ও নগদ টাকা পয়সা প্রদান করিয়া ঐ লোকদেরকে মুসলিম বানাইয়াছেন এবং এমনিভাবে ইসলাম প্রচারের প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকল প্রাচ্যবিদেরা ইহার উদাহরণস্বরূপ ইসলামে নব দীক্ষিত ঐ সকল কোরাইশ সরদারকে উপস্থাপন করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হোনাইনের যুদ্ধের পরে যাহাদিগকে হাজার হাজার উষ্ট্র ও ছাগল পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।[৩] এবং মক্কা বিজয়ের পরে যখন আরবের কবীলাসমূহ প্রতিনিধি দলের আকারে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁহার সকাশে আগমন করিতে ছিল তখন তিনি তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে উপঢৌকন দিয়াছিলেন।[৪]

এই সকল অপবাদের উত্তর এই যে, নিঃসন্দেহে হোনাইনের যুদ্ধের গনীমতের মাল হইতে কোরাইশ সরদার সম্পর্কে উষ্ট্র ও ছাগল পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হইয়াছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণকেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে অনেক মাল সরঞ্জাম প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু এইসব মাল সরঞ্জাম তাহাদের ইসলাম গ্রহণের অনেক পরে শুধুমাত্র তাহাদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত তাহাদের অন্তরে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের সহিত অতি কোমল, প্রীতি ও সদাচারণ করার আবশ্যক ছিল, যাহাতে তাহাদের অমনোযোগিতা দূর হয় এবং অতিশয় হৃদ্রতা ও যথার্থতার সহিত ইসলামে সুদৃঢ় হইতে পারে। এমনটি কখনও হয় নাই যে,

১. তাগূত হইল আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাহাকে পূজা করা হয়।
২. সূরা কাহাফ, আয়াত ৩।
৩. ঐ পুরস্কারসমূহের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সীরাতু ইবনি হিশাম, পৃষ্ঠা-৪২৫-৪৩০।
৪. এই সকল উপঢৌকনের বিবরণ আমরা প্রতিনিধি দলের বর্ণনায় বিবৃত করিয়াছি।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই কাহাকেও বলা হইল যে, এই নাও, স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপ ও উষ্ট্র ছাগলের পাল, আর ইসলাম গ্রহণ কর।" হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আপনি এই ধরনের একটি উদাহরণও পাইবেন না। তবে হ্যাঁ, যদি কোন শর্ত ব্যতিরেকে, আর্থিক সাহায্য ও উপঢৌকনের প্রলোভন ছাড়া যখন কোন কবীলা বা কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তখন অবশ্যই কোন কোন লোককে অন্তরের তা'লীফের জন্য তিনি পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ইহা কোন প্রকারের আপত্তিকর ব্যাপারও নহে। সেনা বাহিনীর লোকজন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে উপঢৌকন খেতাব, জমীন, জায়গীর, পুরস্কার ইত্যাদি প্রদানের প্রচলন এখনও রহিয়াছে। সীমান্তের জাতিগুলিকে ইংরেজ সরকার অগণিত মাল সম্পদ পুরস্কার ও সম্মান হিসাবে প্রদান করিত, তাহাতে তাহারা শান্তিতে বসবাস করে ও অশান্তির সৃষ্টি না করে। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আরবের বিদ্রোহী কবীলাসমূহে সম্পদ বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে শান্তিতে বসবাস করিবার দিকে আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা কি মন্দ কাজ করিয়াছেন? ইহার পরে আমার ধারণামতে কোরাইশ সরদারগণকে ঐ সব উপঢৌকন, উপহার ও অনুদান ও অনুকম্পার বারি বর্ষণের মাধ্যমে দুনিয়ার সমক্ষে ইহা তুলিয়া ধরার ইচ্ছা ছিল যে, আবূ সুফিয়ান বিন হরব (রা), সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রা), সোহাইল বিন আমর (রা) ন্যায় ইসলামের ঘোরতর শত্রু, যাহারা মহানবী (সা)-এর জান ও মালের উপর বারংবার অবিরাম হামলা চালাইয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা ও প্রয়াসে কি করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছে? কিন্তু উহারাই যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, অনন্যোপায়, মজবূর, বিজিত ও আজ্ঞাবহ হইয়া নবীর (সা) আস্তানায় হাযির হইয়াছেন ও ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাৎক্ষণিকভাবে তাহাদের সকল শত্রুতা বৈরীতা ও ষড়যন্ত্রকে দৃষ্টি বহির্ভূত করিয়া তাহাদিগের প্রতি উপঢৌকন ও পুরস্কারের বারিবর্ষণ করিতে শুরু করিয়া ছিলেন। পাঠক রাসূল (সা)-এর এহেন উন্নত চরিত্র দর্শন করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেছেন যে, ইসলামের ও তাঁহার ব্যক্তিগত কঠোরতম শত্রু আবূ সুফিয়ান ও তাহার সন্তানদেরকে তো ৩০০ উষ্ট্র দান করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নিজের প্রিয়া ও আদরনীয়া কন্যাকে একজন দাসীও দান করিলেন না তাঁহার খিদমত করিবার জন্য আরও লক্ষ্য করুন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সময় আবূ সুফিয়ান, হাকীম বিন হায়যাম, হারিস বিন হারাস, সুহাইল বিন আমর, হুয়াইতাব বিন আবদিল উয্যা, আলা বিন জারীদ, আকরা বিন হাবিস, মালিক বিন আউফ, সাফওয়ান বিন উমাইয়া, উমাইর বিন ওহ্ব, হিশাম বিন আমর, সায়ীদ বিন ইয়ারবূ ও সাদী বিন কীস প্রমুখ (রা আ)-কে হাজার হাজার উষ্ট্র দান করিয়াছেন কিন্তু নিজের পিতৃব্য পুত্র ও জামাতা আলী (রা), জামাতা উসমান (রা), নিজের শ্বশুর আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে একটি ছাগী শাবকও দান করেন নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয়

www.pathagar.com

যে, এই সম্পদ তাহাদিগকে অন্তরে আগ্রহ বর্ধনের উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছে। আর আবূ বকর (রা) উমর (রা), উসমান (রা) ও হাইদরের (রা) আগ্রহ বর্ধনের প্রয়োজনই ছিল না কাজেই তাহারা কিছুই পান নাই। না রাসূল (সা) সেই সময় তাহাদেরকে কিছু প্রদান করিয়াছেন, না সেই পবিত্র আত্মারা কিছু অনুযোগ করিয়াছেন। ইহাই ছিল উভয় পক্ষের ঈমানের মধ্যস্থিত তারতম্যের বহিঃপ্রকাশ।

গ. জিহাদের মাধ্যমে কি ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল?

ইসলাম প্রচার সম্পর্কে ইসলাম বৈরীদের শেষ অপবাদ এই যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদীয় ধর্ম সত্যকে জিহাদের মাধ্যমে প্রসার করিয়াছেন এবং মানুষের গলায় তরবারী ধারণ করিয়া তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। যেমন আমেরিকার প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক ওয়াশিংটন আরভিং মহানবী (সা)-এর যে জীবনী রচনা করিয়াছে উহার প্রারম্ভে রাসূল আকরাম (সা)-এর একটি কাল্পনিক ছবি দেওয়া হইয়াছে উহাতে এক হস্তে তরবারী ও অপর হস্তে কুরআন প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষ করুন যে, ঐ দাবীতে সত্যতা ও যথার্থতা কতটুকু? আর সাম্প্রদায়িক মনোভাব, বৈরীভাব, ঘৃণা ও শত্রুতা কতটুকু?

প্রকৃত সত্য ইহাই যে, না মহানবী (সা) কখনও কোন অবস্থাতেই হস্তে তরবারী ধারণ করিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছেন, না কুরআন কখনও তাঁহাকে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছে না ইসলামী যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, গলায় তরবারী ঠেকাইয়া ইসলামের অঙ্গীকার লওয়া হইবে।

এই স্থানে স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, যদি কোন মানুষকে ইসলামে দীক্ষা দেওয়ার জন্য বল প্রয়োগ ও চাপ সৃষ্টির অনুমতি না থাকে তবে 'জিহাদের' উদ্দেশ্য কি এবং কেন মুসলিমদের উপর ইহা ফরয করা হইল? এবং কোন অবস্থায় ও কোন মানুষের বিরুদ্ধে ইহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল? নিম্নে আমরা এই প্রশ্নেরই জবাব প্রদানের প্রয়াস পাইব ঃ

'জিহাদ' শব্দের সার্বজনীন অর্থ ঃ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য আমরা দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিতে চাহি না। যাহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে উৎসুক তাহারা নিম্নে বর্ণিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন।

১. দাওয়াত-ই- ইসলাম, মৌলভী ইনায়াতুল্লাহ্ দেহলভীকৃত প্রিচিং অব ইসলামের অনুবাদ।

২. তাহকীকুল জিহাদ, মৌলভী খাজা গোলামুল মুহসিনীন পানীপতীকৃত ক্রিটিকাল এক্সপোজিশন অব দি পপুলার জিহাদ। আমরা সাইয়েদ সোলাইমান নদভীর প্রখ্যাত রচনা সীরাতুন নবী হইতে চয়ন করিয়া এই স্থানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি, এই সংক্ষিপ্ত করণে বিশেষভাবে এই দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে, জিহাদের সর্বদিকেই যেন আলোকপাত করা হয়।

মাওলানা সৈয়দ সোলাইমান নদভী সীরাতুন নবীতে জিহাদ ও উহার উপরোল্লিখিত প্রকারভেদের উপর অতি সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন,

www.pathagar.com

মাননীয় পাঠকবর্গের উৎসুক্য ও সাধারণ জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে অল্প কথায় ও সংক্ষেপে এই স্থানে বর্ণিত হইতেছে।

সাধারণভাবে জিহাদ অর্থে বুঝা যায় যুদ্ধ ও সংঘর্ষ কিন্তু এই অর্থের সংকীর্ণতা একেবারেই ভ্রান্ত। জিহাদ শব্দটির উৎপত্তি জুহ্দ হইতে ইহার অর্থ মেহনত প্রচেষ্টা ও প্রয়াস। ইহার প্রচলিত অর্থও ইহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ সত্যের সুউচ্চতা, সাফল্য প্রচার ও প্রবর্তন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকারের প্রয়াস প্রচেষ্টা ত্যাগ তিতিক্ষাকে হাসিমুখে সন্তুষ্টির সহিত হৃষ্টচিত্তে সহ্য করা এবং পরিপূর্ণ ত্যাগ, হৃদ্যতা ও নিবিষ্টতার সাথে দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক শক্তিকে এই জন্য ব্যয় করা। এমনকি নিজের পরিবার পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করা, সত্যের বিরোধী ও বাস্তবতার শক্রর প্রয়াসকে ছিন্ন ভিন্ন করা, তাহাদের তদবীরকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়া ও তাহাদের আক্রমণকে প্রতিহত করাই জিহাদ। ইহা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

পরিতাপের বিষয় যে, বিরুদ্ধবাদীরা, এহেন গুরুত্ববহ, এহেন আবশ্যিক ও এমন প্রশস্ত অর্থকে শুধুমাত্র দীনের শক্রর বিপক্ষে যুদ্ধ করণ এর সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এই স্থানে একটি সন্দেহকে তিরোহিত করা প্রয়োজন। উহা এই যে, অনেক মানুষই মনে করে যে, জিহাদ ও কিতাল উভয়ই সমার্থবোধক শব্দ। অথচ এমনটি কখনই নহে। কুরআন করীমে এই দুইটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এই জন্য جهاد فى سبيل الله (আল্লাহ্‌র পথে প্রয়াস প্রচেষ্টা) এবং قتال فى سبيل الله। (আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা) এই উভয় শব্দের অর্থ এক নহে। বরং ইহাদের মধ্যে আম (সার্বজনীনতা) ও খাসের (সীমাবদ্ধতা) সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ সব জিহাদই কিতাল নহে বরং কিতাল হইল জিহাদের বিভিন্ন ও অগণিত শ্রেণীর অন্যতম। এই জন্যই কুরআন এই দুইটি শব্দের ব্যবহারে পার্থক্য করিয়াছে, একটিকে অপরটির সহিত মিশ্রিত করে নাই।

জিহাদের প্রকার ভেদ ঃ যখন ইহা প্রমাণ হইল যে, জিহাদের অর্থ পরিপূর্ণ প্রয়াস ও চেষ্টা প্রচেষ্টা তখন ইহার পরে প্রতিটি কল্যাণকর কার্যই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

১. আত্মার জিহাদ ঃ উলামা বাতেনের দৃষ্টিতে জিহাদের সর্বোচ্চ প্রকার হইল নিজের প্রবৃত্তির সহিত জিহাদ করা এবং ইহারই নাম হইল 'জিহাদ আকবর।' যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ঃ সর্বোত্তম জিহাদ এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য নিজের প্রবৃত্তির ও নিজের আকাংখার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ - ২

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল জিহাদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৫।

২. সূরা হুজরাত ১৫।

www.pathagar.com

(প্রকৃত মু'মিন সেই যে আল্লাহ্‌র ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনে পরে সেই ঈমান ও ইয়াকীনে দৃঢ় থাকে। আল্লাহ্‌র পথে নিজের জান ও মাল সহকারে জিহাদ করে, উহারাই সত্যতায় উত্তীর্ণ হইবে) আত্মার জিহাদ হইল এই যে, সত্যের পক্ষাবলম্বন, সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সর্বপ্রকারের কষ্ট ও বিপদ আপদকে হাসিমুখে হৃষ্ট চিত্তে সহ্য করা, এমনকি নিজের জীবনকে পর্যন্ত বিপন্ন করা, দেহকে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করা, শরীরকে শূলে চড়ানো, তীর ও নেজায় জর্জরিত হওয়া ও তরবারীতে খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত প্রয়াসী থাকা। মোট কথা, সত্যের পথে সর্বপ্রকারের আরাম আয়েশ, সমগ্র পরিবার পরিজন, সমস্ত ধন সম্পদ এবং নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করার নাম হইল আত্মার জিহাদ। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, المجاهد من جاهد نفسه (প্রকৃত মুজাহিদ সেই যে, নিজের প্রবৃত্তির সহিত জিহাদ করে)।

সম্পদের জিহাদ ঃ সম্পদ দ্বারা জিহাদের অর্থ এই যে, সত্যকে সফল করা, সত্যতাকে সুউচ্চ করার উদ্দেশ্যে নিজের সর্বপ্রকারের সম্পদ উৎসর্গ করা, নিজের সমস্ত সম্পদকে ত্যাগ এবং নিজের সমস্ত মূলধনকে ওয়াকফ করিবার উদ্দেশ্যে মু'মিন সর্বক্ষণ প্রফুল্ল চিত্তে প্রস্তুত থাকিবে। কেননা জাতির উন্নতি ও মিল্লাতের স্থায়িত্ব এই সম্পদের জিহাদের উপরই নির্ভরশীল। ঐ জাতি কখনও উন্নতি করিতে পারে না যে জাতি সম্পদের জিহাদকে পাশ কাটাইয়া চলে ও উহাতে আলস্য করে। কুরআন করীমও বিশেষভাবে এই জিহাদের উপর গুরুত্ব দিয়াছে। এবং কুরআন মজীদে এমন আয়াত খুব কমই আছে যাহাতে জিহাদের কথা উল্লেখিত নাই এবং সেই সাথে সম্পদের জিহাদের কথা উল্লেখ নাই। বরং কালামুল্লাহ্‌তে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সম্পদের জিহাদকে অন্যান্য প্রকারের জিহাদের উপর প্রাধান্য দান করা হইয়াছে।

৩. বিদ্যার জিহাদ ঃ দুনিয়ার সমস্ত মন্দ ও কলহের সৃষ্টি হয় মুর্খতার পরিণতিতে, আর মু'মিনের দায়িত্ব হইল উহা দূর করিবার প্রচেষ্টা করা। সেই চেষ্টা তখনই সফল হইতে পারে যখন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচক্ষণতার অস্ত্রের সাথে মূর্খতার মুকাবিলা করা হয় ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যায়। তথ্য প্রমাণ, উপদেশ ও ওয়াযের তরবারী, পরিপূর্ণ কঠোরতা প্রবলতার সহিত সত্যের বিপক্ষীয়দের অজ্ঞতার সন্তানদের উপর পরিচালিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই জিহাদের তাকিদ এহেন বলিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

"মানুষকে খুবই হিকমতপূর্ণ কথায় ও চিত্তাকর্ষক উপদেশের সাথে সত্যের পথ দেখাও এবং তাহাদের সহিত উত্তম ভাষায় আলাপ কর" (নহল ঃ ১৬)।

কুরআনের জিহাদ ঃ মানুষ যদি কুরআনকে নিজের জীবন বিধান বানায় এবং প্রতি কথায় উহা হইতে পথ নির্দেশ গ্রহণ করে তবে তাবলীগের ময়দানে তাহার অন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ইহাই হইল সেই অদ্বিতীয় ও নযীরবিহীন তরবারী যাহা রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আত্মিক অসুস্থতার বাহিনীকে

www.pathagar.com

পরাস্ত করিবার জন্য প্রদান করা হইয়াছে এবং নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এই ধারালো তরবারী দ্বারাই বিরুদ্ধবাদীদের সন্দেহের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও, আর ইহাই "জিহাদ আকবর"। যেমন বলিয়াছেন فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا "কাফিরদের পরোয়া করিও না, আর ঐ কুরআন দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যাহা বড় যুদ্ধ" (ফুরকান ঃ ৫)। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআনী সত্যতা ও জ্ঞানসমূহ এবং কুরআনী তথ্য ও প্রমাণাদিকে উহার বিরুদ্ধবাদী, শত্রু, মুশরিক ও কাফিরদের সমক্ষে উপস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে নির্বাক করিয়া দাও ও মানিয়া লইতে বাধ্য কর।

৫. প্রতিটি শুভ কাজই জিহাদ ঃ জিহাদের উপরোল্লিখিত শ্রেণীসমূহ ছাড়াও ইসলামের প্রতিটি শুভ কর্ম ও দীনী দায়িত্ব সম্পাদনে নিজের জান, মাল এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তি ব্যয় করার নাম হইল জিহাদ। মহিলাগণ গাযওয়াসমূহে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাসূল (সা) বলেন, তোমাদের জিহাদ হইল হজ্জ।[১] এক ব্যক্তি ইয়ামন হইতে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করে। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন "তোমার জিহাদ হইল মাতা পিতার খিদমত।"[২] এমনিভাবে মহানবী (সা) বলিয়াছেন "অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারী বাদশাহের সম্মুখে স্বাধীনভাবে সাহসিকতার সহিত সত্য ও ইনসাফপূর্ণ কথা বলা বিরাট বিরাট জিহাদসমূহের অন্যতম জিহাদ। নবী করীম (সা)-এর মূল শব্দগুলি এই ঃ

ان من اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر [৩]

৬. তরবারীর জিহাদ ঃ প্রবৃত্তির জিহাদ (অর্থাৎ নিজের দেহ ও জীবনের সাথে জিহাদ করা) জিহাদের ঐ সকল শ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী যাহাতে মানুষকে কোন প্রকারের দৈহিক ও শারীরিক মেহনত করিতে হয়। এই ধারায় যদি কখনও এমন সময় আসে যে, আল্লাহ্র শত্রু ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্যে এবং মুসলিমগণকে আল্লাহ্র ইবাদতে বাধা প্রদানের জন্য তরবারী হস্তে ধারন করিয়া মুকাবিলা করিতে উদ্যত হয় এবং মুসলিমদের অধিকার, সম্পদ ও জানের উপর আক্রমণ করে, তবে সেই অবস্থায় বাধ্য হইয়া মু'মিনের জন্যও অনুমতি রহিয়াছে যে, শক্তির মুকাবিলায় শক্তি ও তরবারীর মুকাবিলায় তরবারী দ্বারা মুকাবিলা করিবে। ইহা হইল প্রবৃত্তির জিহাদের সর্বশেষ পর্যায়। বিরাট বাহিনী ও সশস্ত্র সেনানী সহ বিরুদ্ধবাদী ও বৈরীরা তীর, তরবারী লইয়া ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে ও ইহার অনুসারীদেরকে ধ্বংস করিতে যে সমস্ত আক্রমন করিয়াছে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ গুলিকে ঐ ধরনের জিহাদের মাধ্যমেই প্রতিহত করিয়াছেন।

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ।
২. আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ।
৩. তিরমিযী।

www.pathagar.com

ইউরোপবাসী ও রাসূল (সা)-এর জঙ্গী অভিযানসমূহ ঃ যে সমস্ত লড়াই ও যুদ্ধ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় অনন্যোপায় অবস্থায় কাফির ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ইউরোপের কতিপয় সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন গ্রন্থকার ঐগুলিকে লুটতরাজ, খুন খারাবী, ডাকাতি, ইসলামের প্রচার ও তাবলীগের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের প্রয়াস ও ইলাহী দীনকে জোর পূর্বক বিস্তৃত করণের মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে। অতি ভয়ঙ্করভাবে ঐ বিভ্রান্তির নকশা তাহাদের পুস্তক সমূহে অংকন করিয়াছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যতা ও যথার্থতাকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যকার কতিপয় মতামতের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে যে, ইসলামের মহান প্রতিষ্ঠাতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সকল তাবলীগী প্রয়াসকে সর্বোতভাবে ইউরোপবাসী কোন্ দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। যদিও ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইউরোপের কতিপয় বিবেকবান গ্রন্থকার ইনসাফ ও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ না করিয়া ইনাসাফ ও সত্যতার সহিত মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিরক্ষা অভিযান সমূহকে ন্যায় ভিত্তিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছে ও পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করিয়াছে যে, ইসলামের নবী (সা) ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারে না ক্ষমতার ব্যবহার ও বল প্রয়োগের আশ্রয় লইয়াছেন, না এই উদ্দেশ্যে লড়াই করিয়াছেন যে, জোর পূর্বক মানুষকে মুসলিম হইতে বাধ্য করা হইবে (যেমন মিঃ আরনল্ড প্রমুখ)। কিন্তু পরিচ্ছন্ন সংখ্যাধিক্য ঐ সকল সংকীর্ণমনা ঐতিহাসিকদের যাহারা সেই শান্তির নবী (সা)-এর সুন্দর প্রয়াসকে সাম্প্রদায়িক ও বৈরীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছে এবং কঠোর ও অবৈধভাবে তাঁহার সমালোচনা করিয়াছে। কয়েকটি নমূনা প্রত্যক্ষ করুন ঃ

লণ্ডনের পাদরী স্টীফেন্স লিখিতেছেন ঃ "কুরআনে মুসলিমদের প্রতি ঐ লোকদের সহিত যাহারা ইসলামের নবীর নবুয়্যতকে স্বীকার করে নাই যুদ্ধ করিবার নিশ্চিত ও নিঃশর্ত নির্দেশ রহিয়াছে। ...... একজন মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য হইল যেমন কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে সরাসরি অস্ত্রের মুকাবিলা করা ও যুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করা। আমরা বলিতে পারি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার শিষ্যগণকে অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, যেই স্থানে প্রলোভনে কার্যোদ্ধার না হইবে ঐ সকল স্থানে তোমরা দীনের প্রচারের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার কর, আর এমনিভাবে দুনিয়ায় লুট তরাজ ও খুনাখুনি করিতে থাক।"[১]

"....... এখন আর সেই দিন নাই যখন মুহাম্মদ (সা)-কে কষ্ট দেওয়া হইত। বরং এখন সেই সময় যে, মুহাম্মদ (সা)-কে কেউ ক্লেশ দিতে পারেনা বরং সে নিজেই অন্যকে দেয়। সে তাঁহার এক হাতে কুরআন ও অপর হাতে তরবারী লইয়া জাতিসমূহের সমক্ষে এই তিনটি কথা উত্থাপন করিয়া বলে যে, এই গুলির যে কোন

১. রেভারেণ্ড আর.এম. স্টীফেন্সকৃত মসীহিয়্যত আওর ইসলাম-বাইবেল আওর কুরআন, –লণ্ডন হইতে ১৮৭৭ ইং সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯।

www.pathagar.com

একটিকে মানিয়া লও; হয় ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় জিযিয়া প্রদান কর, না হয় মৃত্যুকে বরণ কর।[১] মিঃ জর্জ মেইল তৎকৃত প্রখ্যাত কুরআনের অনুবাদের ভূমিকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগ, দাওয়াত ও প্রতিরক্ষা যুদ্ধ সমুহ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত ধারণা প্রকাশ করিয়াছে ঃ

"হিজরতের পূর্বে মুহাম্মদ (সা) তাঁহার দীনের প্রচার করিয়াছেন ন্যায় ভিত্তিক পদ্ধতিতে। ঐ সময়কার বিরাট উদ্দেশ্যে সাফল্য অর্জনকে না প্রলুব্ধকরণ ও প্রলোভনের সহিত সম্পৃক্ত করা যায়, না ক্ষমতার ব্যবহার ও বল প্রয়োগের সহিত, কেননা, আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের পূর্বে মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষে মাযহাবের ব্যাপারে বল প্রয়োগে কার্যোদ্ধার করিবার একেবারেই অনুমতি ছিল না এবং কুরআনের একাধিক আয়াতে তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমার কাজ হইল শুধুমাত্র তাবলীগ, ওয়ায ও উপদেশ দেওয়া। আমার জন্য কোন মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে বা বল প্রয়োগের কোন নির্দেশ নাই। মুহাম্মদ (সা) তাঁহার মাযহাবকে এই নির্দেশ দিয়া রাখিয়া ছিলেন যে, দীনের ব্যাপারে তোমাদিগকে যে সকল ক্লেশ দেওয়া হইতেছে উহা ধৈর্যের সহিত সহ্য কর। মুহাম্মদ (সা) নিজেও সেই নির্দেশকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করিয়াছেন। তাঁহাকে যখন কাফিরদের পক্ষ হইতে কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তখন তিনি উহা কোন প্রকারেই প্রতিহত করেন নাই বরং নীরবে নিজের দেশ পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ধারণা হইতেছে যে, এহেন বিরাট ধৈর্য ও তুলনাহীন সহ্য সম্পূর্ণই এই জন্য ছিল যে, নবুয়্যতের প্রথম বার বৎসর পর্যন্ত তিনি কোনরূপ ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হইতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার উৎপীড়নকারী শত্রুর বিরাট প্রাধান্য ও শক্তি ছিল। কেননা, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের সহায়তার এই যোগ্যতা অর্জন করিলেন যে, শত্রুর মুকাবিলা করিতে সক্ষম, তখনই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আল্লাহ্ আমাকে ও আমার অনুসারীগণকে কাফিরদের সাথে প্রতিরোধ সমরের অনুমতি দান করিয়াছেন। যখন তাঁহার দল শক্তিশালী হয় তখন তিনি এই দাবী করেন যে, আমাকে উহাদের উপর আক্রমন পরিচালনা ও তরবারীর জোরে প্রতিমা পূজা বিলীন করিয়া সত্য ও দীন প্রতিষ্ঠার অনুমতি ও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এই কথা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি বলপ্রয়োগ ও ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার না করা হয় তবে আমার উদ্দেশ্য হাসিলের গতি অতিমাত্রায় শ্লথ হইয়া যাইবে। তিনি ইহাও অনুধাবন করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি কোন আন্দোলনের প্রবর্তক শুধুমাত্র নিজের শক্তির উপর ভরসা করিয়া এবং নিজের মতামত মানিয়া লইতে অন্যকে বাধ্য করিতে সমর্থ হয় তবে কদাচিৎ কখনও তাহার পক্ষে বিপদের কারণ ঘটে।

---

১. "মুহাম্মদ আওর দীন-ই-মুহাম্মদী" অর্থাৎ ঐ সকল বক্তৃতামালা যাহা আর.বসওয়ার্থ এস.এ. ১৮৭৬ ইং সালে রয়েল ইনস্টিটিউট অব গ্রেট বৃটেনে দিয়াছিল, ২য় মুদ্রণ পৃষ্ঠা-১৩৭, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ১৮৭২ ইং।

www.pathagar.com

এই জন্যই জনৈক রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, "যে সকল রাসূল অস্ত্রধারণ করিয়াছেন তাঁহারা সফল হইয়াছেন, আর যাহারা তাহা করেন নাই তাহারা অকৃতকার্য রহিয়াছেন।[১]

মি ঃ অসবার্ন তদীয় পুস্তক ইসলাম যীরে হুকুমতে আরব"এর ৪৬-৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিতেছে ঃ "মুহাম্মদ (সা)-এর এই সকল লড়াই ছিল প্রকৃতপক্ষে জীবিকার একটি মাধ্যম, যাহা ছিল আরববাসীদের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর ঐ ধরনের যুদ্ধে তাহাদের প্রতি কোনরূপ অবমাননা ও কলুষ চরিত্রতা আরোপিত হইত না। ইহা ছিল ডাকাতির পেশা, আর ইহা প্রতিটি এমন ব্যক্তির জন্য, যাহার হস্তে তরবারী উন্মুক্ত ছিল। ঐ সকল কাফিরদেরকে লুণ্ঠন করা নিশ্চিত রূপেই এমন কার্য ছিল যাহা তাহাদের ধারণা মতে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতি পছন্দনীয় ছিল। দীন ইসলামকে তরবারীর মাযহাবে পরিণত করিবার ইহা ছিল প্রথম পদক্ষেপ।"

..... পবিত্র যুদ্ধ, মুসলিমগণকে যাহার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল, উহার আকার এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছিল মুহাম্মদের (সা) সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় কুকার্য (نعوذ بالله من هذه الهفوات) ..... ঐ বয়োবৃদ্ধ নবী, যে কবরে পা লটকাইয়া বসিয়াছিল, শেষ উত্তরাধিকার ইহাই ছাড়িয়া যায় যে, যুদ্ধের একটি সার্বজনীন ফরমান জারী করে ..... আরববাসী এক হস্তে কুরআন ও অপর হস্তে তরবারী ধারণ করিয়া শহরের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বংশগুলির চিৎকার ও হাহাকারের মধ্যে নিজের দীন প্রচার করেন।"

পাদরী এ.এম. ভেরী এম.এ-এর একটি রচনার সংক্ষিপ্তসার এই ঃ[২]

"যদিও মুহাম্মদ (সা) যখন কাফিরদের সহিত যুদ্ধের নির্দেশ দেন তখন তিনি নিজেকে মূসা (আ)-এর অনুসারী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করিবার সম্পর্ক ছাড়া উভয়ের মধ্যে অন্য কোন সামঞ্জস্য নাই। বনী ইসরাইলকে বনী কিনয়ানের হত্যার নির্দেশ ঐ অবস্থায় প্রদত্ত হইয়াছিল যে, উহারা বনী কিনয়ানকে খুন করিবার জন্য একটি ইলাহী হাতিয়ার হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (সা) যুদ্ধকে জন সাধারণকে বল প্রয়োগে মুসলিম বানাইবার মাধ্যমে পরিণত করিয়াছিল। তৎপরে ইহাও আছে যে, বনী কিনয়ানকে বল পূর্বক নিজেদের মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত করিবার অনুমতি বনী ইসরায়ীলের ছিল না। কিন্তু মুসলিমগণকে ঐ বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, উহারা তরবারী বলে অন্যকে মুসলিম বানাইবে।"

---

১. জজ মেইলের কুরআনের অনুবাদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৩৭

২. কুরআন কী এক মযমূত তাফসীর জও সেইল অনুবাদের ভূমিকা, টিকা ও সংশোধনী সহ আরও পাদরী এ.এম. ভেরী এম.এ কৃত, পৃষ্ঠা-২৩০, লণ্ডনের ক্রয়েজ এণ্ড কোং কর্তৃক ১৮৮২ সালে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

পাদরী টি. পি হিউজ তদীয় পুস্তক "নোট্স অন মুহাম্মাদানিজম"-এ লিখিতেছে ঃ জিহাদ হইল কাফিরদের বিরুদ্ধে এক প্রকারের মাযহাবী যুদ্ধ, মুহাম্মদ (সা)-কে যেই জন্য কুরআনে তাকিদ করিয়াছেন।"১

হেনরী কোপীর বর্ণনা দ্বারা আমরা এই জাতীয় বর্ণনা শেষ করিতেছি। সে তারীখ-ই-স্পেনে লিখিতেছে ঃ "তদীয় নবুয়্যতের ত্রয়োদশ বর্ষে মুহাম্মদ (সা) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ্ শুধুমাত্র আমাকে প্রতিরোধ করারই অনুমতি দান করেন নাই বরং আমার দীন তরবারীর জোরে বিস্তৃত করিবারও অনুমতি দিয়াছেন।" হাওয়ালার জন্য দেখুন হেনরী কোপীকৃত "আহল-ই আরব কী ফত্হ্ স্পেন কি তারীখ" ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯।

যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের যুক্তি ভিত্তিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও ঐতিহাসিক দিক ঃ এই বিষয়ের প্রমাণিক দিক লইয়া আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে আলাচনা করিয়াছি ও প্রমান করিয়াছি যে, তরবারীর জোরে ইসলাম বিস্তৃত করণের ও তলোয়ারের শক্তিতে মানুষকে মুসলিম হইবার জন্য বাধ্য করিবার নির্দেশ ও অনুমতি না কুরআনের কোথায়ও রহিয়াছে, না হাদীসে। ইহার পরে আমরা এই স্থানে ইহার যুক্তি ভিত্তিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করিব এবং মহান পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইব যে, ঐ সময় কোরাইশদের কাফিররা এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া ছিল যে, ইহা সম্ভবই ছিল না যে, মুহাম্মদ (সা) মানুষকে জোর জবরদস্তিতে ও সৈন্যাভিযানে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিতে পারিতেন। কেননা, কোরাইশের কাফিররা নিজেরাই মুসলিমগণকে এমন ভীষণভাবে যুদ্ধে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহাদের পক্ষে এদিক ওদিক তাকাইবার অবকাশ ও ফুরসতই হয় নাই। এই আলোচনায় ইহা আপনা আপনিই উদ্ভাসিত হইবে না, তরবারীর জিহাদে কোন্ অবস্থা ও সময়ে করা হইয়াছে।

মক্কাতে যখন নবী (সা)-এর জীবন ভীষণভাবে বিপন্ন ছিল এবং কোরাইশের বিভিন্ন বীরেরা তরবারী উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে নিঃশেষ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার গৃহ অবরোধ করিয়া ফেলে সেই সময় তিনি বাধ্য হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন ও তিন দিন গুহায় কাটাইয়া অতি গোপনভাবে বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া ইয়াসরাবের পানে যাত্রা করেন। কোরাইশ তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার জন্য ১০০ উষ্ট্রের পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহাকে শত্রুর কবল হইতে নিরাপদে রাখেন এবং তিনি সুস্থ দেহে শান্তির সাথে ইয়াসরাব পৌঁছিয়া যান।

মক্কাবাসী যখন উহা অবহিত হইল তখন তাহারা মদীনাবাসীর নামে এই বিষয়ের একটি সতর্কীকরণ পত্র প্রেরণ করে ঃ

انكم اويتم صاحبنا وانا نقسم بالله تقاتلنه او تخرجنه او لنسيرن
اليكم فاجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبلح نسائكم -

১. পাদরী টি.পি. হিউজ এম.আর এ.এম.সি এম.এস. আফগান মিশনারী কৃত "নোটস্ অন মোহাম্মাদানিদুম" অর্থাৎ ইসলামের মাযহাবী পদ্ধতির অবস্থা পুস্তক পৃষ্ঠা-২০৬, ২য় সংস্করন ১৮৭৭ ইং।

www.pathagar.com

(অর্থাৎ তোমরা আমাদের দেশীয় লোককে আশ্রয় প্রদান করিয়াছ। অতএব, হয় এখন তোমরা তাহার পক্ষ পরিত্যাগ কর, না হয় তাঁহার উপর আক্রমন পরিচালিত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেল, না হয় তাহাকে তোমাদের শহর হইতে বহিষ্কার করিয়া অন্যত্র নির্বাসনে প্রেরণ কর। অন্যথায় আমরা আল্লাহ্‌র কসম করিয়া লিখিতেছি যে, আমরা আমাদের সমগ্র বাহিনী লইয়া তোমাদের উপর চড়াও হইব, তোমাদের পুরুষগণকে হত্যা করিয়া ফেলিব আর তোমাদের মহিলাগণকে দাসী বানাইব)।

এই পত্র খাযরাজের রয়ীস আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের নামে প্রেরণ করিয়াছিল। পত্র পাঠ করিয়া এবং কোরাইশদের ভয়ের দরুন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই ও তাহার সঙ্গীরা মহানবী (সা) ও মুসলিমদের সহিত লড়িতে প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে মুসলিমদের মধ্যে বড়ই বিচলিতাবস্থা দেখা দেয়। মহানবী (সা) আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকে বলিলেন, "যদি তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর তবে উহাতে সর্বোতভাবে তোমারই ক্ষতি হইবে। কেননা, খাযরাজের অনেক লোকই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। সেই অবস্থাতে আমাদের প্রতি আক্রমন চালাইবার অর্থ এই হইবে যে, তুমি নিজেদেরই পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করিবে ও তাহাদিগকে হত্যা করিবে। একটু চিন্তা করিয়া দেখ যে, এই সওদায় তোমাকে কত মূল্য দিতে হইবে। ইহার পরেও পরিণাম কি হইবে তাহা অজানা। খাযরাজের রয়ীসের মস্তিষ্কে এই সুবুদ্ধি হওয়ায় সে যুদ্ধ করা হইতে নিবৃত্ত থাকে।

এতদ্‌সত্বেও কোরাইশ তাহাদের কলহ সৃষ্টি হইতে নিবৃত হয় নাই। এই দিক হইতে নিরাশ হইয়া তাহারা মদীনাবাসীদের নামে পত্র প্রেরণ করে। উহাতেও তাহারা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এহেন গোপন পত্রালাপের ফল এই দাড়ায় যে, মুসলিমগণ অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইয়া যায়। একদিকে তাহাদের সর্বক্ষণ বহিরাক্রমনের আশঙ্কা ছিল অপরদিকে আভ্যন্তরীণ কলহও তাহাদের জন্য কম বিপদজনক ছিল না, কেননা, মদীনার ইহুদীরা (তাহাদের সহিত আউস ও খাযরাজের মুনাফিকরাও শামিল ছিল) মুসলিমদের কঠোর ও প্রবল শত্রু ছিল এবং সর্বক্ষণ মুসলিমগণকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াসে তদবীর উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিল। এই জন্য প্রতিদিন কোন না কোন কলহের সৃষ্টি করিতে তৎপর থাকিত। বাহিরাক্রমণের আশঙ্কা এবং আভ্যন্তরীণ ফিতনার ভয়াবহতা ছিল বিরাট। ঐ দিনগুলিতে মুসলিমদের এই চিন্তায় নিদ্রা আসিত না যে, না জানি কখন কোন সময় মদীনা আক্রান্ত হয় অথবা কখন মদীনার ইহুদীরা কোন কলহের সৃষ্টি করিয়া বসে।

বহিরাক্রমণ এই জন্যও ভীষণ ও ভয়ঙ্কর আকার ধারন করিয়াছিল যে, মক্কার কোরাইশরা তাহাদের বানিজ্য কাফিলার মাধ্যমে এবং তাহাদের কবি ও বক্তাদেরকে প্রেরণ করিয়া আরবের সকল কবীলায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। ইহা কোন ক্রমেই জানা ছিল না যে, কোন্ কবীলা কোন সময় মদীনায় আক্রমণ করিয়া বসে ও মুসলিমদের ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে মুসলিমগণকে অতিশয় কঠিন ও ভীষণ বিপদের দিনগুলিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ـ

"আর সেই সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরা মদীনার ভূমিতে অল্প সংখ্যক ছিলে এবং অতিশয় দুর্বল বলিয়া গণ্য হইতে আর সর্বক্ষণ তোমাদের এই আশঙ্কা লাগিয়াই থাকিত যে না জানি কেহ আবার আমাদিগকে বল পূর্বক ধরিয়া লইয়া না যায়" (আনফাল ঃ ২৬)। হাদীসসমূহে মুসলিমদের সেই সময়কার দুর্বলাবস্থার নকশা এইরূপ ভাষায় অঙ্কন করা হইয়াছে ঃ

لما قدم رسول الله الى الله عليه وسلم واصحابه المدينة واوتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحده وكانوا لايبتون الا بالسلاح ولايصبحون الا فيه وقالوا اترون انا نعيش حتى نبيت امنين مطمئنين لاتخاف الا الله ـ

যখন মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা হিজরত করিয়া মদীনায় পৌছেন এবং মদীনার আনসারগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দেন তখন সমগ্র আরব একমত ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। সেই সময় তাহাদের ভীতির এমনই অবস্থা ছিল যে, তাহারা রাত্রিতেও অস্ত্র সঙ্গে লইয়া শয়ন করিতেন এবং দিবসেও সর্বক্ষণ অস্ত্রসজ্জিত থাকিত। যাহাতে কোন কবীলা অসাবধানাবস্থায় তাহাদের উপর আক্রমন না করিয়া বসে। ঐ সময়ে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত, দেখ, ঐ সময় পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকিতে পারিব কি না যখন আমরা শান্তি ও স্বস্তির সাথে ঘুমাইতে পারিব আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্র ওয়াস্তে কেহ ইনসাফ করিয়া বলুক যে, এহেন আশা নিরাশার মধ্যে এমনই বিচলিতাবস্থা ও এমনই জীবন মরণের দোদুল্যমান অবস্থায় মুসলিমদের মধ্যে কি করিয়া এই ধারণা জন্মিতে পারে যে, সে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইয়া ইসলাম প্রচার করে। তাহাদের তো নিজেদেরই মাথা গুঁজিবার স্থান ছিল না, তাহাদের অবস্থা ছিল দুই দন্তের মধ্যখানে জিহ্বার ন্যায়। তাহারা এমন শক্তি ও ক্ষমতা কোথা হইতে লাভ করিত যে, সৈন্য বাহিনী লইয়া বিরুদ্ধবাদীদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে মুসলিম হইতে বাধ্য করিবে। যাহারা নিজেরাই ছিল অতি মাত্রায় দুর্বল তাহারা কি করিয়া অন্যদের উপর আক্রমন করিতে সাহসী হইতে পারে? কিন্তু ইউরোপ খেয়ালখুশী মত যে কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করিতে পারে। কে তাহাদের কি ক্ষতি করিতে পারে।

www.pathagar.com

মুসলিমদের পরবর্তী সময়গুলিও বিপদ-আপদ ও সঙ্কটে পূর্ণ ছিল। হোদাইবিয়্যার চুক্তি পর্যন্ত ৬ বৎসর কালের মধ্যে শত্রুরা তাহাদিগকে মাথা চুলকাইবার অবকাশও দেয় নাই। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

কোরাইশ যখন মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে আউস ও খাযরাজকে বিগড়াইতে ও ইহুদীদেরকে উত্তেজিত করিতে (আপাততঃ) বিফল হইল তখন তাহারা নিজেরাই তাহাদের বাছাই করা বীরদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ করিয়া বসে। বদরের ময়দানে সেই রক্তবহ সংঘর্ষ সংঘটিত হয়, উহাতে কোরাইশের সকল বড় বড় সরদার নিহত হয় ও সমগ্র মক্কায় কান্নার রোল পড়িয়া যায়। কেননা, সেদিন মক্কা তদীয় উত্তম সন্তানদের হারাইয়াছে।

কিন্তু সেই বিরাট ক্ষতি সত্ত্বেও মক্কাবাসীরা সাহস হারায় নাই, দ্বিতীয় বার সেনানী যোগাড় করিয়া মদীনায় আক্রমণ করে এবং উহুদের ময়দানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি নির্দেশ অমান্য করিবার দরুন ঐ যুদ্ধে মুসলিমদের ভীষণ ক্ষতি হয়। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন এবং হযরত (সা) সহ অনেকে আহত হন।

এখন পর্যন্ত মুসলিমগণকে তাহাদের উহুদের ক্ষতস্থানের চিকিৎসাও করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহারা এই ভয়ঙ্কর সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হন যে, আসাদ কবীলার রয়ীস তোলাইহা[১] বিন খোয়াইলাদ নিজ এলাকার সকল আরব কবীলাকে একত্রিত করিয়া এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। বাধ্য হইয়া মহানবী (সা)-কে একটি সেনা বাহিনী প্রেরণ করিয়া ঐ ফ়িতনাকে প্রতিহত করিতে হয়।[২]

ঐ দিনগুলিতেই যখন বনূ আসাদ অতর্কিতে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল তখন রাসূল (সা) অবহিত হইলেন যে, বনূ লাহইয়ানের জনগণ তাহাদের সরদার সুফিয়ান বিন খালিদের উস্কানিতে উত্তেজিত হইয়া বিরাট এক বাহিনী সংঘটিত করিয়া মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছে। বাধ্য হইয়া রাসূল করীম (সা)-কে ইহাও প্রতিহত করিতে হয়।[৩]

ঐ বৎসর এই শোকাবহ ঘটনার অবতারণা হয় যে, আযল ও কারা কবীলার দশজন ধোকাবাজ ও বেঈমান যুবক মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয় ও অতি মিনতি সহকারে নিবেদন করে যে, আমাদের কবীলার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। আপনি কয়েকজন আলিম ও

---

১. এই তোলাইহাই মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবী করিয়া বিরাট ফিতনার কারণ হইয়াছিল।

২. ইব্ন সায়াদ ও যরকানীর হাওয়ালাক্রমে।

৩. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল মাগাযী।

www.pathagar.com

বিজ্ঞ আসহাবকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন, ইহারা তাহাদিগকে প্রশিক্ষণ দিবেন ও ইসলাম দীক্ষা দিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ জন মুসলিম ও দীনদার সাহাবাকে তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। ঐ স্থানে পৌঁছিয়া ২০০ কাফিরের একটি দল তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসে। দশজন মানুষ ২০০ জনের বিরুদ্ধে কি মুকাবিলা করিবেন, লড়িতে লড়িতে শাহাদত বরণ করেন।

এই শোকাবহ ঘটনার সংবাদ মদীনায় পৌঁছিবার পূর্বেই ইহার চাইতেও ভয়াবহ অপর একটি ঘটনার অবতারণা হয়। অর্থাৎ বনূ আমরের রয়ীস আবূ বারা আমেরী মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয় ও দরখাস্ত করে যে, আমার সঙ্গে আপনার কয়েকজন মুবাল্লিগ ও ওয়ায়িয কে প্রেরণ করিলে আশা করা যায় যে, নজদ এলাকার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিবে। নজদবাসীদের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেমন আস্থাবান ছিলেন না, এই জন্য তিনি দ্বিধান্বিত হন কিন্তু আবূ বারা কর্তৃক বারংবার আশ্বাস ও যামানত প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাহার সঙ্গে ৭০ জন ওয়ায়িয ও কারীর একটি দল ঐ এলাকায় তাবলীগ করিবার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দেন। এই দল ঐ স্থানে পৌঁছিলে আবুল বারার ভ্রাতুষ্পুত্র আমের বিন তোফাইল অতিশয় বিশ্বাস ঘাতকতার সহিত তাহাদের উপর আক্রমন করিয়া সকলকে শহীদ করে। এহেন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বীরু মায়ূনার ঘটনা নামে কুখ্যাত। ইহা ইসলামের ইতিহাসের একটি অতি ভয়াবহ ঘটনার অন্যতম।[১]

উপরোল্লিখিত উভয় ঘটনা হইতে এই বিষয়ে সম্যক ধারণা হয় যে, আরবের কবীলাগুলি মহানবী (সা) ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কি ধরনের বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করিত এবং কি ধরনের হৃদয়হীনতা ও নির্দয়তার সাথে নিষ্পাপ মুবাল্লিগীন ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপনকারীগণকে শহীদ করিত। এই ব্যাপারে তাহারা সর্ব প্রকারের ধোকা প্রতারণা, মিথ্যা ও অসত্যের পথ গ্রহণ করিতে কোনরূপ দ্বিধাগ্রস্থ হইত না। বরং উহাকে দেশ, জাতি ও মাযহাবের বিরাট খিদমত বলিয়া মনে করিত।

এই দুইটি দুর্ঘটনার পরে ইহুদীদের কবীলা বনূ নযীরের ঘটনা সমক্ষে আসে। তাহাদের ধারাবাহিকতা ও অবিরাম ষড়যন্ত্র, কুকর্ম, দুষ্টামী ও বজ্জাতীতে অতিষ্ট হইয়া মহানবী (সা) তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিতে বাধ্য হন। প্রথম দিকে তিনি ক্ষমা, মার্জনা ও পাশ কাটাইয়া যাইতে থাকেন। কিন্তু পানী সাতারে পৌঁছিলে এবং উহারা তাঁহাকে নিজেদের মহল্লায় ডাকাইয়া নিয়া ধোকা দিয়া হত্যা করিতে চাহিলে এই ব্যাপারে তাহাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হইতে এই ষড়যন্ত্রের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। ইহাতে তিনি ঐ সকল কলহ প্রিয় ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হন।[২]

১. ইহার পূর্ব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বুখারী , ইব্নু হিশাম ও ইব্নু সায়াদে বিদ্যমান রহিয়াছে।

২. আবূ দাঊদ, কিতাবুল খিরাজ, খবরুন্নযীর ও ইব্ন মারদূনা পর্ব, যরকানীর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

বনূ নযীরের বহিষ্কারের পরে তাঁহাকে কোরাইশের আহ্বান এ-যে বদরুল মাওয়াদের যুদ্ধের জন্য বাহির হইতে হয়। ইহার পরেই সাফওয়া বনী মুসতালিকের ঘটনার অবতারণা হয়।[১]

ইহা হইতে অবকাশ পাইতে না পাইতেই আনসার ও সা'লাবা কবীলার মদীনা আক্রমনের সংবাদ পৌঁছে। বাধ্য হইয়া উহা প্রতিহত করিতে যাত্রা করেন। এই অভিযানের নামই হইল গাযওয়া[২] যাতুর রিকা।

ইহার পরেই সন্ধান পাওয়া যায় যে, মদীনা আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট দল দুওমাতুল জন্দল নামক স্থানে সমাবেশিত হইতেছে। ইহারা যুদ্ধের মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অত্র এলাকার সর্বত্র লুট তরাজের বাজার গরম করিয়া রাখিয়াছিল। না কাফিলাকে ছাড়া হইতেছে, না মুসাফিরকে। এই ফিতনা প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাহির হইতে হয়।

দূমাতুল জন্দলির যুদ্ধের পরে কোরাইশের বিরুদ্ধাচারণ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইহারা এখন পর্যন্ত অবিরাম আরবের বিভিন্ন কবীলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া মদীনা আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। এই বার তাহাদের শিকারে পরিণত হইল বনূ খাযায়ার একটি শাখা বনূ মুসতালিক। ইহারা কোরাইশ কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছিল এবং কবীলার সরদার হারাম বিন আবী যাব্‌রার অত্র এলাকার অপরাপর অংশে ঘুরিয়া আরও কয়েকটি কবীলাকে তাহার সঙ্গে শামিল করিয়া লয়। এই জন্য রাসূল (সা)-কে এই সমস্যা প্রতিহত করিবার জন্য সেনানী সহ বাহির হইতে হয়। তিনি আকস্মিকভাবে তাহাদের শিরোপরি পৌঁছিয়া যান। উহাতে তাহারা বিচলিত হইয়া পড়ে এবং হামলা মুকাবিলার পরে অস্ত্র সংবরণ করে। ইহার পরেই সেই বিরাট যুদ্ধ পেশ হয় যাহার নাম গাযওয়া খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ। আরবের অনেকগুলি কবীলা সম্মিলিতভাবে বিরাট বাহিনী লইয়া, যাহার সৈন্য সংখ্যা ২৪,০০০ বলিয়া বর্ণনা করা হয় এই উদ্দেশ্যে মদীনা আক্রমণ করিয়া বসে যে,শহরকে ধুলিস্যাত করিয়া ফেলিবে। কোন মুসলিমকেই ভূমিতে চলমান অবস্থায় অবশিষ্ট রাখিবে না। ইতিপূর্বে মুসলিমদের উপর ইহার চাইতে কঠিন সময় আর কখনও আসে নাই। ইহার পরেও আর কখনও কাফিররা এই রকম বিরাট বাহিনী মুসলিমদের বিপক্ষে আনিতে পারে নাই। কাফিররা যদি এই যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইত তবে মাটির উপরে মুসলিমদের আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকিত না। একমাস পর্যন্ত তাহারা অবরোধের কঠোরতা সহ্য করেন। অবশেষে শত্রু সেনা বিপর্যস্ত হইয়া নিজেরাই পালাইয়া যায়।[৩]

---

১ ও ২. এই সমস্ত ঘটনা তাবকাতু ইবনি সায়াদ হইতে চয়ন করা হইয়াছে।

৩. ইব্‌ন হিশাম ও ইব্‌ন সায়াদে এই ভীষণ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করুন।

www.pathagar.com

আহযাবের যুদ্ধের পরে পরেই ইলাহী নির্দেশ মুতাবিক ইহুদীদের অপর কবীলা বনূ কোরাইযার সহিত বুঝাপড়া করিতে হয়। ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতা, ওয়াদা ভঙ্গ, অঙ্গীকার বিচ্যুতি ও ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা সীমা ছাড়াইয়া গিয়া ছিল। উহারা প্রকাশ্যে নবী করীম (সা)-কে গালাগাল দিত এবং তাঁহার পবিত্র সহধর্মিনীগণের সম্পর্কে অসহনীয় দুর্মুখতা করিত। মহানবী (সা) ৩০০০ জনের এক বাহিনী লইয়া তাহাদিগকে অবরোধ করেন। ঐ দুর্ভাগাগণ যদি সেই সময়ও ক্ষমা প্রার্থনা করিত ও নিজেদের কৃতকর্মে লজ্জিত হইত তবে মহিমান্বিত নবী করীম (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহারা অতিমাত্রায় বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে এবং জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইব্‌ন সায়াদে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বনূ কোরাইযার যুদ্ধের পরে আড়াই মাসও অতিবাহিত হইতে পারে নাই মদীনা হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী যারিয়্যা নামক স্থানের কবীলা কুরতার পক্ষ হইতে বিপদাশঙ্কার সংবাদ পৌছে। যদি তাৎক্ষণিকভাবে উহার প্রতিহত করা না হইত তবে উহা ভীষণ ক্ষতির কারণে পরিণত হইত। এই জন্য নবী করীম (সা) মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা)-কে কিছু লোকজন সহ সেই ফিতনা প্রতিহত করিতে প্রেরণ করেন।

এই ঘটনার দুই মাস পরে তিনি বনূ আসাদ কবীলার দুষ্কর্মের দরুণ তাহাদিগকে দুস্কৃতি, ফিতনা ও কলহ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য হন। অতএব, তিনি উক্কাশা বিন মিহসান (রা)-কে কতিপয় লোক সহ ঐ অভিযানে প্রেরণ করেন। ঐ দিন গুলিতে অবস্থা ও ঘটনা পরম্পরায় বাধ্য হইয়া মহানবী (সা) মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা)-কে ও হযরত আবূ উবাইদা বিন আল জার্‌রাহ (রা)-কে যার্‌রুল কাস্‌সার দিকে এবং হযরত যায়িদ বিন হারিস (রা)-কে জমূম ও আইসের দিকে ছোট দল সহকারে প্রেরণ করেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বয়ং বনূ লাহ্‌ইয়ানের দিকে তাহাদের শত্রুতা, দুষ্টামী, ফিতনা ভিত্তিক তৎপরতা প্রতিহত করা ও তাহাদের ফিতনা হইতে মুসলিমদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিতে হয়।

এমন একটি কঠিন অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন এই জন্য হইতে হয় যে, নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তিগত তাবলীগ ও তাঁহার প্রেরিত মুবাল্লিগানের প্রয়াস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অনেক মানুষ ইসলামের দিকে ঝুকিয়া ছিল, কিন্তু নিজেদের কবীলার সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন লোকজনের দ্বারা নিগৃহিত হইবার আশঙ্কায় উহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না ও ইসলাম গ্রহণে বিরত ছিল। এই জন্য এই ধরনের লোকদিগকে উৎসাহিতকরণ, উহাদিগকে স্বস্তি দান ও আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে কতিপয় সশস্ত্র দলকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবীলার দিকে প্রেরণ করিতে হয়। ঐ গুলির মধ্যে দুওমাতুল জন্দলের যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, উহা হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আউফের নেতৃত্বে দুমাতুল জন্দলি পানে প্রেরণ করা হইয়াছিল।[১]

১. ইব্‌নু সায়াদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫।

www.pathagar.com

এই সময় মহানবী (সা)-এর পুরাতন শত্রু ও মক্কার কোরাইশদের সরদার আবূ সুফিয়ান নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিবার প্রচেষ্টা চালায়। সে জনৈক বীর ও নওজোয়ান বেদুইনকে মোটা রকমের পুরষ্কার ও সম্মান প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া এই উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রেরণ করেন যে, সে সুযোগ মত খঞ্জরের আঘাতে মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু মদীনা পৌঁছিবার পর এই ব্যক্তি ধরা পড়ে ও তাহার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্য হইতে সেই খঞ্জরও বাহির করিয়া আনা হয়। যদি ও পরিষ্কারভাবে এই অপরাধের শাস্তি ছিল হত্যা, কিন্তু যেহেতু ইহা ছিল নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তিগত ব্যাপার, কাজেই রাসূল (সা) করুণা ও অনুগ্রহবশত তাহাকে মার্জনা করিয়া দেন। এহেন উন্নত চরিত্রের নমূনা দর্শন করিয়া সেই ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে মহানবী (সা)-এর একান্ত বিশ্বাসী খাদিম বলিয়া পরিগণিত হয়।[১]

এই সমন্ধে আমি অতি সংক্ষিপ্তভাবে যাহা লিপিবদ্ধ করিলাম, উহাতে জানা যায় যে, ঐ সময় পরিস্থিতি এমনই নাজুক, কঠোর ও কঠিন ছিল যে, মহানবী (সা) নিজ গৃহের মধ্যেও শান্তিতে নিরাপদে ও সুখে বসিতে পারিতেন না। চতুর্দিকে তাঁহার শত্রু ছড়াইয়া রহিয়াছিল এবং শত্রু পক্ষ সুযোগ সন্ধানে থাকিত যে, কখন সুযোগ পাইব আর আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে নিঃশেষ করিয়া ফেলিব।

মুসলিমদের পক্ষে এই দিনগুলি ভয়ঙ্কর ছিল। এবং তাহারা ঐ দিন গুলিতে অতিশয় বিপদ ও ক্লেশের জীবন কাটাইতেছিল। ভিতরে ভিতরে ইহুদী ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র আর বাহিরে কোরাইশ ও আরব কবীলাগুলির বিরুদ্ধাচারন প্রকৃতই মুসলিমদেরকে অতিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা শান্তি ও স্বস্তির একটি মুহূর্তও পাইতেছিলেন না। সর্বদিকেই তাহাদের বিপক্ষে শত্রুতা ও বিরোধিতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেখিতে পাইতেছিলেন। শত্রুরা এই বিষয়ে বদ্ধ পরিকর ছিল যে, যে কোন সুযোগে মুসলিমগণকে কষ্ট ও ক্লেশ দিতে হইবে, এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেয়ার পথে যে কোন কিছু করিতেই বাকী রাখিবে না। উহারা বারংবার অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সেনাবাহিনী ও সেনাদল লইয়া মদীনা আক্রমন করার মধ্যে কোন উপকার নিহিত নাই। যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা ব্যতীত জয়ী হওয়ার আশা আমাদের নাই। এই জন্য মুসলিমগণকে বিহ্বল ও বিচলিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এই নতুন পন্থা অবলম্বন করিয়া ছিল যে, ধোকা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে তাহাদিগকে অবিরাম ভাবে দুর্বল ও বিচলিত করিতে হইবে। যাহাতে ধীরে ধীরে তাহারা সংঘর্ষের শক্তি হারাইয়া ফেলে ও অবশেষে পরাভূত হয়। এই ভাবে মুসলিমগণকে অবিরাম ক্লেশ ও কষ্টে লিপ্ত রাখিবার মধ্যে কাফিরদের অপর একটি বিরাট উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এমতাবস্থায় মুসলিমগণ ইসলামের তাবলীগের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিবে না। ইহাতেই কাফিরদের অধিকতর জ্বালা ছিল। ইহাকেই তাহারা নিজেদের পক্ষে এক বিপজ্জনক

১. তাবকাতু কবীর ইবনু সায়াদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৮।

www.pathagar.com

আন্দোলন বলিয়া গণ্য করিত। নিজেদের সেই জঘন্য মনোবৃত্তিকে বাস্তবায়ন করিতে সর্বপ্রথম তাহারা এই কার্য করিল যে, হিজরী ৬ সালের শাওয়াল মাসে উকাস ও উবাইনা কবীলার ৮ জন লোক মদীনায় আগমন করিল ও ইসলামের প্রতি তাহাদের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল[১] এবং মদীনায় বসবাস করিতে শুরু করিয়া দিল। তাহারা সালাতে শামিল হইত এবং মহানবী (সা)-এর মজলিসেও শরীক হইত।

সেই অবস্থাতেই তাহাদের কয়েক মাস কাটিয়া যায় এবং তাহাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতি হৃদ্যতা সম্পর্কে সাহাবাদের পরিপূর্ণ প্রত্যয় জন্মিয়া যায় তখন সুযোগ বুঝিয়া একদা নিশিথে তাহারা নিবৃত্তে মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করে যে, মদীনার আবহাওয়া আমাদের অনুকূল হইতেছে না। পায়খানার কষ্ট হইতেছে, আমাশয় হইয়া গিয়াছে। আমাদের পেটে ব্যথা হইতেছে এবং আমাদের অনেকেরই লিভার বাড়িয়া গিয়াছে। আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন তবে মদীনার বাহিরে আপনার যে চারণভূমি আছে, যেই স্থানে আপনার উট, ছাগল থাকে আমরা কয়েকদিন সেইস্থানে কাটাইতে চাই। কেননা, আমরা জংলী মানুষ, উন্মুক্ত ময়দানে বসবাস ও উটের সাথে জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। ঐ স্থানে উন্মুক্ত ময়দানে থাকা ও বেশী পরিমানে উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিবার দরুন আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যাইবে।[২]

নবী করীম (সা)-এর এই চারণভূমি ছিল মদীনা হইতে ৬ মাইল দূরে কোবা অঞ্চলের গাইরের নিকটবর্তী যুল জাদরে। মহানবী (সা) তাহাদের নিবেদনক্রমে তাহাদিগকে তাঁহার চারণ ভূমিতে গমন করিতে ও ঐ স্থানে থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন। তাহারা ঐ স্থানে নিশ্চিন্ত মনে উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিয়া উন্মুক্ত আবহাওয়ায় থাকিয়া খুবই মোটা তাজা হইয়া গেল। তখন তাহারা নবী করীম (সা)-এর সেই অনুকম্পা ও স্নেহের প্রতিদান এইভাবে প্রদান করে যে, একদিন সকাল বেলা যখন উষ্ট্র চরিতেছিল এবং রাখালরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল তখন তাহারা অতর্কিতে তাহাদের উপর আক্রমন করিয়া সকলকে হত্যা করে। তাহাদের হত্যার ব্যাপারে সীমাহীন নিপীড়ন মূলক পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমে তাহাদিগকে মাটিতে শোয়াইয়া পশুর ন্যায় জবাই করে, বরং সম্পূর্ণ জবাই না করিয়া দাপাইবার জন্য ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের চক্ষে তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে এবং তাহাদের জিহ্বা বাহির করিয়া উহাতে জংলী কাঁটা জোর করিয়া বিদ্ধ করিয়া রাখে। যাহাতে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ধুকিয়া ধুকিয়া জান দেয়। মোট কথা, সকল রাখালকে এমনিভাবে উৎপীড়নের সাথে পাশবিক অবস্থায় হত্যা করে।[৩]

---

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।
২. যরকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৩।
৩. তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠ-৬৭।

www.pathagar.com

এই রাখালদের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর মুক্ত করা দাস ইয়াসার (রা) ও ছিলেন। সেই নির্দয়েরা তাঁহাকেও তেমনি ক্লেশ দিয়া জীবনে মারিয়া ফেলে।[১]

নবী করীম (সা) এহেন শোকাবহ ঘটনার খবর পাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে হযরত কুর্‌য বিন জাবির আল ফাহ্‌রী (রা)-কে তাহাদের পশ্চাদ্‌ধাবনের নির্দেশ দান করেন। পাপিষ্টদের সকলেই ধৃত হয় ও নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে।[২]

এমনিভাবে আল ফাবাতে মহান রাসূল আলাইহিস সালামের ২০টি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী চরিত। একদিন অসতর্কতাবস্থায় আইনিয়া বিন হিসনের জনৈক কাফির ৪০ জন দুর্বৃত্ত সাথে লইয়া তাহাদের উপর আক্রমন করে, রাখালকে মারিয়া ফেলে ও উষ্ট্রীগুলি লইয়া যায়। নবী করীম (সা) সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং তাহাদের পশ্চাদ্‌ধাবনে বাহির হন ও তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করেন।[৩]

এই অধ্যায়ের সর্বশেষে আমরা আবূ রাফের অবস্থা বিবৃত করিয়া এই পর্ব শেষ করিতেছি। তাহার নাম ছিল সাল্লাম বিন আবুল হাকীক নযরী। সে ছিল বনূ নযীরের সরদার, সে যখন মদীনায় ছিল তখন মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করিয়াছিল ও খায়বরে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে সে বিভিন্ন বেদুইন কবীলাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফুসলাইয়া যুদ্ধের জন্য একত্রিত করিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ও ভীষণ ভাবে মদীনা অবরোধ করিয়াছিল। ইহার পরে সে বনূ ফযারা ও অপরাপর আরব কবীলাকে মুসলিমদের উপর অতর্কিতে আক্রমন করিতে, তাহাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিতে ও তাহাদিগকে হত্যা করিতে উত্তেজিত করে। সে সর্বদাই এহেন কলহ সৃষ্টি ও অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত থাকিত এবং সর্বক্ষণ মুসলিমগণকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করণের ব্যবস্থাপনাকে বাস্তবায়িত করিতে সচেষ্ট থাকিত। শেষ পর্যন্ত তাহার দ্বারা অতিমাত্রায় অতিষ্ট হইয়া অনন্যোপায় অবস্থায় মুসলিমদের একটি দলকে তাহার যথাযোগ্য শাস্তি বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনীর হস্তে সে নিহত হয়।[৪]

দুর্ঘটনা ও বিপদের বিবরণ আর কত লিপিবদ্ধ করা যায়। সেই ক্লেশের এক অতি দীর্ঘ ধারা প্রথমে ১৩ বৎসর পর্যন্ত এবং হিজরতের পরে ৬ বৎসর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিতেছিল। আর এই দীর্ঘ সময়টিতে মক্কার কোরাইশ, আরবের কবীলাসমূহ, ইহুদী ও মদীনার মুনাফিকদের শত্রুতা ও বৈরীতা মুসলিম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অবিরামভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তাহারা সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে তাঁহাকে কষ্ট দিতে ও ক্লেশ পৌঁছাইতে কোন প্রকারের চেষ্টা প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিরেট দীনী ও মাযহাবী উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া হিজরী ৬ সালের যূলকাদা

১. মুসলিম, কিতাবুল কাসামা।

২ ও ৩. তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮।

৪. নওয়াব আযম ইয়ার জন্দ মৌলভী চেরাগ আলী কৃত তাহকীকুল জিহাদ, পৃষ্ঠা-৮৪।

www.pathagar.com

মাসে তাঁহার সঙ্গী সাথীদের লইয়া উমরা পালনের মানসে মক্কা মুয়ায্যামা অভিমুখে তশরীফ লইয়া যান তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারনা ছিল যে, কোরাইশ এই কাজে প্রতিবন্ধক হইবে না। কিন্তু সেই শত্রুতা ও বৈরীতার পরিপ্রেক্ষিতে যাহা নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তির প্রতি তাহাদের ছিল তাঁহাকে মক্কা প্রবেশ করিয়া উমরা করিতে বাধা দিল। সাথে সাথেই ৬ বৎসরের অবিরাম যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দশ বৎসরের জন্য সন্ধি চুক্তি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহা মঞ্জুর করিলেন। আপাততঃ কোরাইশদের যুদ্ধক্ষেত্রে নীরবতা বিরাজিত হইল। মাওলানা গোলাম রাসূল মেহেরের কথা অনুযায়ী হোদাইবিয়্যার চুক্তির প্রকৃত গুরুত্ব এই যে, মক্কাবাসী ইসলামের তাবলীগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইতে হাত গুটাইয়া লইল, এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই যুদ্ধের আকার ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল।[১]

ইহাই হইল মহানবী (সা)-এর মদীনার ৬ বৎসরের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার। আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন যে, সমগ্র সময়টিই মুসলিমদের জন্য কিরূপ বিপদ আপদে পরিপূর্ণ ছিল আর মদীনার অবস্থা সেই সময় কেমন নাজুক ছিল। মুসলিমদিগকে সেই সময় অবিরাম বহিরাক্রমণ, আগ্রাসন, নিশিথাক্রমন এবং ধ্বংস বিধ্বস্থতার বিরাট আশঙ্কা সর্বক্ষণ লাগিয়াই থাকিত। কয়েকবার ভয়বহভাবে উহার বহিঃপ্রকাশও হইয়াছে। ইহাতেই শেষ নহে উপরন্তু মদীনার ভিতর হইতে মুনাফিকীন সর্বক্ষণ ছোবল মারিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। তাহাদের দক্ষিণ হস্ত ও অগ্রজ প্রতীম ইহুদীরা সর্বদা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কলহ, ফাসাদ, ধোকা, প্রতারনা, প্রবঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় লিপ্ত থাকিয়া মুসলিমদের ক্ষতি সাধন ও তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। এবং মুসলিমদের এই আশঙ্কা লাগিয়াই থাকিত যে, না জানি কোন্ সময় কোন্ বিরাট ফিতনার শিখা মদীনার ভিতর হইতে উত্থিত হয় ও মুহূর্তের মধ্যে সব শান্তি ভণ্ডুল করিয়া রাখিয়া দেয়। ঐ সময় হয় মুসলিমদেরকে শত্রুদের বিরাট বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করিতে হইত অথবা যাহারা যুদ্ধ ও সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে জমায়েত হইত তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করিতে হইত। অথবা কখনও কখনও লুটতরাজকারী উপদলের ও ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত কবীলাসমূহের শয়তানি ও অশুভ তৎপরতাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করিতে হইত। মোট কথা, মদনী যুগের প্রথম দিকে মহানবী (সা)-এর জীবনে না ছিল শান্তি, না ছিল স্বস্তির সহিত নিঃশ্বাস ফেলিবার ভাগ্য। সেমতাবস্থায় তিনি এমন সময় কি করিয়া ও কোথা হইতে বাহির করিতে পারিতেন যে, কোরাইশ ও অপরাপর কবীলার হস্তে যে কঠিন ও কষ্টকর ক্লেশ তাঁহাকে ও তাহার অনুসারীগণকে ভোগ করিতে হইয়াছে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ, নিজেদের বিরাট ক্ষতি পূরণ করা, নিজেদের দেশগত, সমাজগত ও মাযহাবগত অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ ও মানুষকে তরবারীর জোরে মুসলিম বানাইতে

১. ইনসাইক্লোপিডিয়া-ই-তারীখ-ই-আযম-ই-ইসলাম পৃষ্ঠা-৩।

www.pathagar.com

বাধ্য করিতে হামলা পরিচালনা করিতেন ও নিজের কথা তাহাদিগকে মানিয়া লইতে বাধ্য করিতেন? বিরুদ্ধবাদী, বৈরী কাফির ও মিথ্যাশ্রয়ীরা ঐ ৬ বৎসরের সময়ের মধ্যে তাঁহাকে এতখানি অবকাশই কখন দিল যে তিনি অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন। তাঁহার সারাটি জীবন শত্রুদের শত্রুতা ও অশুভ তৎপরতা নির্বাপিতকরণ ও ঐগুলি প্রতিহত করিবার মধ্যেই কাটিয়া যায়। যখনই তিনি সামান্যতম অবকাশ ও অবসর পাইয়াছেন তখনই তিনি সেই সুযোগকে শান্তির সাথে ইসলামের তাবলীগ করা ও সত্যের দাওয়াতে ব্যবহার করিয়াছেন। না কখনও কাহারও উপর ইসলাম গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে হামলা পরিচালনা করিয়াছেন, না কখনও কোন কবীলার উপর শুধুমাত্র এই জন্য সৈন্যাভিযান পরিচালনা করিয়াছেন যে ঐ কবীলা কেন ইসলাম গ্রহণ করিতেছে না। কুরআন করীমও পরিষ্কারভাবে বলিয়াছে ঃ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ (كافرون) لاَ اِكْرَاهَ فِىْ الدِّيْنِ (البقرة٢٥٧) فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (كهف ٣٠)

অন্য এক স্থানে এইরূপ বলিয়াছে ঃ

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا

এইভাবে একেবারেই মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। কুরআন না বল প্রয়োগের ইসলামকে পছন্দ করে, না প্রদর্শনবাদী ইসলামকে স্বীকার করে। লক্ষ্য করুন কেমন কঠোর ও কেমন কঠিন ভাবে কুরআন করীম প্রদর্শনার্থে ইসলাম গ্রহণকারীদের সম্পর্কে অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (توبه ٦٨)

ইহার চাইতেও কঠোর ভাষা এই আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার এই ধরনের পরিষ্কার ইরশাদের উপস্থিতিতে এই কথা কি করিয়া সম্ভব ছিল যে, মহানবী (সা) কোন মানুষকে এমন কোন আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাস মানিয়া লইতে বাধ্য করিতেন যাহা সে নিজের অন্তর হইতে গ্রহণ করে নাই।

মহানবী (সা) জঙ্গী অভিযানের কারণসমূহ ঃ জিহাদের মাসয়ালার যথার্থতা উদ্‌ঘাটনের পরে এবং ইহা প্রত্যক্ষ করাইবার পরে যে, মহানবী (সা) না তাবলীগের জন্য তরবারী চালনা করিয়াছেন, না কাহাকেও বল প্রয়োগ করিয়া ইসলামের দীক্ষা দিয়াছেন, না তাওহীদ ও রিসালাত স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য কোন জাতি বা

www.pathagar.com

কবীলার দিকে সৈন্যাভিযান পরিচালনা করিয়াছেন, না উহার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, না ঐ কার্যকে পছন্দ করিয়াছেন। এখন এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, তবে তিনি কেন তরবারী পরিচালনা করিলেন? যুদ্ধ কেন করিলেন? সৈন্যদল কেন প্রেরণ করিলেন? এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবীলার বিরুদ্ধে সৈন্যাভিযান কেন করিয়াছিলেন?

এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, নবীযুগে ইসলামী যুদ্ধের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র লক্ষ্যই ছিল না, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে তাঁহাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে ঃ

১. কোন কোন যুদ্ধে নবী করীম (সা)-কে অনন্যোপায় হইয়া ঐ সময় অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছে যখন শত্রুরা শুধুমাত্র শত্রুতা ও বৈরীতার খাতিরে এবং ইসলামের প্রচার ও উন্নয়নকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের শক্তি ও বলের গর্বে মহানবী (সা)-এর প্রতি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নূরকে ফুৎকারে নির্বাপিত করিতে চাহিয়াছে। বদর. উহুদ ও আহযাবের যুদ্ধ ছিল উহার পরিচ্ছন্ন উদাহরণ।

২. কোন কোন সময় কাফিরদের অত্যাচার, তাহাদের বাড়াবাড়ি ও উৎপীড়নকে প্রতিহত করিবার জন্য অতিমাত্রায় অনন্যোপায় অবস্থায় তাঁহাকে তরবারী ধারণ করিতে হইয়াছে ঃ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

৩. কতিপয় কবীলাকে তাহাদের অব্যাহত বিশ্বাস ঘাতকতা, বেঈমানী, চুক্তি ভঙ্গ ও কলহ সৃষ্টির জন্য শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা) উহাদের বিরুদ্ধে সৈন্যাভিযান পরিচালনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বনূ কায়নুকা, বনূ নযীর, বনূ কোরাইযা ও খায়বরবাসী ইত্যাদির সহিত উহারই ভিত্তিতে যুদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে নওয়াব আযম ইয়ারজঙ্গ মৌলভী চেরাগ আলী তৎকৃত প্রখ্যাত পুস্তক ক্রিটিক্যাল কম্পজিশন অব দি পপুলার জিহাদে খুবই গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।

৪. যখনই মহানবী (সা) শ্রবণ করিয়াছেন, কোন কবীলা বা আরবের কোন এলাকা ইসলামের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে অথবা মদীনা আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশিত করিতেছে অথবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কবীলাগুলির মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে তখন তিনি ঐগুলির প্রতিহত করণকে আবশ্যিক মনে করিয়াছেন এবং শত্রুর পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া মদীনা আক্রমণ করিবার পূর্বেই তিনি অতিশয় ক্ষিপ্রতার সাথে সেই স্থানে পৌঁছিয়া ফিতনাকে প্রতিহত করিয়াছেন অথবা কোন শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ঐ ফিতনাকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। সারিয়্যা গাফতান, সারিয়্যা আবী সালমা, সারিয়্যা আবদিল্লাহ বিন আনীস, সারিয়্যা যাতির রিকাহ, গাযওয়া দুওমাতুল জন্দল, গাযওয়া মারইয়াসবু, সারিয়্যা ফিদক, সারিয়্যা বশীর (রা) বিন সায়াদ, সারিয়্যা আমর (রা) ইবনিল আস ও গাযওয়া তাবূক ইত্যাদি ছিল এই জাতীয় অভিযান।[১]

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শিবলীর সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩২-৫৩৪।

www.pathagar.com

৫. কোন কোন সময় মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জন্যও যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কবীলাগুলি ইসলামের দাওয়াত ও তাওহীদের প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে। যাহারা মুসলিম হইতে চাহিয়াছে বা মুসলিম হইয়াছে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন ও ইসলামের তাবলীগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। তাবকাতু কবীর ইব্‌ন সায়াদে এই জাতীয় কতিপয় অভিযানের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।[১]

৬. কোন কোন সময় এমনও হইয়াছে যে, যে সকল মানুষকে তিনি ইসলামের তাবলীগ ও সত্যের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন সংশ্লিষ্ট কবীলা ঐ সকল ইসলামের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপনকারী ও মুবাল্লিগীনকে ধরিয়া হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্য ঐ সকল অত্যাচারী ও হিংস্র কবীলার বিরুদ্ধে মহানবী (সা)-কে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে। যেমন, সারিয়্যা রজী, গাযওয়া বনী লাহ্‌ইয়ান, সারিয়্যা বীর মাউনা, সারিয়্যা ইব্‌ন রবী আল আওজা ও সারিয়্যা কা'ব বিন উমাইর (রা) ইত্যাদি।

৭. কোন কোন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই জন্যও সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে যে, তাঁহার দূত ও বাণীবাহকগণকে কতিপয় প্রশাসক ও কবীলা সরদার ধরিয়া হত্যা করিয়াছে। দূত ও বাণীবাহকের হত্যাকে কোন ক্রমেই সহ্য করা যাইতে পারে না, আর না কোন সুলতান বা হুকুমত উহা সহ্য করিয়াছে। এই জাতীয় যুদ্ধ ছিল মূতার যুদ্ধ।[২]

৮. কোন কোন যুদ্ধ উভয় পক্ষে ভুল বুঝাবুঝির দরুনও সংঘটিত হইয়াছে। যাহা ছিল নিছকই দুর্ঘটনা প্রসূত। এই ধরণের দুর্ঘটনা প্রতিটি জাতি ও সরকারের প্রতি যুগেই হইয়া আসিয়াছে ও হইতেছে। ইহার ভিত্তিতে কোন পক্ষকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। সারিয়্যা আবদিল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা), সারিয়্যা খালিদ বিন ওলীদ (রা) বনূ জোযাইমা সম্পর্কিত, সারিয়্যা খার্‌বা ও সারিয়্যা আমর বিন উমাইয়া যামারী (রা) ইত্যাদি ঐ ধরনের সারিয়্যা ছিল।[৩]

৯. লুটতরাজ, হত্যা, বিধ্বস্থতা ও ডাকাতির শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-কে কতিপয় যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। যেমন, গাযওয়া সাফ্‌য়ান, সারিয়্যা আরনিয়্যীন, গাযওয়া গাবা ও সারিয়্যা উম্মি খারাফা ও সারিয়্যা কুতন ইত্যাদি।[৪]

১০. শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করণের জন্য কোন কোন সময় মহানবী (সা)-কে তরবারী ব্যবহার করিতে হইয়াছে। কেননা, উহা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। যেমন, সারিয়্যা ওয়াদিল কুরা, সারিয়্যা হিসমা, সারিয়্যা দুওমাতুল-জন্দল ইত্যাদি।

---

১. আলোচ্য পুস্তকের ২য় খণ্ড, আল্লামা মুহাম্মদ আল হাযারীও তৎকৃত পুস্তক আত্‌তাশরীদু ইসলামীতে এই বিষয়কে কুরআনী আয়াতসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন- শিবলীর সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬২।

৩ ও ৪. ইব্‌ন হিশাম ও ইব্‌ন সায়াদে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন।

www.pathagar.com

১১. কতিপয় সশস্ত্র দল এই জন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে যে, যে সকল কবীলা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা পূর্বতন জাহিলিয়্যার প্রভাব বশতঃ নিজেদের পূর্বতন উপাস্যগুলিকে নিজেদের হস্তে বিলীন করিতে চাহিতেছিল না, তাহাদের প্রতিমা ভাঙ্গা ও প্রতিমাগৃহ বিলীন করিবার উদ্দেশ্যেও অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। যেমন ঃ

১. হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে উয্যা প্রতিমা গৃহ বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে,
২. হযরত আমর বিন আস (রা)-কে মানাত প্রতিমা গৃহ বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে,
৩. হযরত সায়াদ বিন যায়িদ আশ্হালী (রা)-কে মানাত প্রতিমা গৃহ বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে,
৪. হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা) ও হযরত আবূ সুফিয়ান বিন হরব (রা)-কে লাত প্রতিমা গৃহ বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে,
৫. হযরত জারীর বিন আবদিল্লাহ (রা)-কে যুল খালাসা প্রতিমা গৃহ বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে,
৬. হযরত তোফাইল বিন দওসী (রা)-কে যুল কিফ্ফীন প্রতিমা গৃহ বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে,
৭. হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা)-কে ফিলিস প্রতিমা গৃহকে বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাবকাতু কবীর, ২য় খণ্ড; সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী এবং শিবলীর সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড দেখুন।

১২. যুদ্ধপ্রিয় ও আক্রমণকারী শত্রুদের তৎপরতা, তাহাদের চলাচল, তাহাদের উদ্দেশ্যাবলী এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাহাদের কর্মচাঞ্চল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) কতিপয় সামরিক বাহিনী বিভিন্ন কবীলা ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন। যেমন, সারিয়্যা সাইফিল জয, সারিয়্যা রাবিগ, সাররিয়্যা দিরার, সারিয়্যা নখলা ও সারিয়্যা মুহারিব ইত্যাদি। এইগুলির বিস্তারিত অবস্থা তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদের ২য় খণ্ডে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

১৩. কোন মিত্র কবীলাকে কোন প্রকারের বৈধ সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি ও ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই সামরিক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। যেমন-যখন তাঁহার মিত্র কবীলা বনূ খাযায়ার উপর বনূ বকর আক্রমণ করিল এবং ঐ হামলায় গোপনভাবে কোরাইশরা সাহায্য করিল তখন সেই অত্যাচারের ফরিয়াদ লইয়া বনূ খাযায়া মহানবী (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল, উহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করিবেন না যদি আমি তোমাদিগকে সাহায্য না করি। ইহা বলিয়া সেনা বাহিনীকে প্রস্তুত হইবার নির্দেশ দিলেন। ঐ ঘটনার পরিণতিই ছিল মক্কা বিজয়।[১]

১. বিস্তারিত অবস্থা তাবকাতু কবীর ইব্ন সায়াদের ২য় খণ্ডের পৃষ্ঠা- ৯৭-১০৫তে দেখুন।

www.pathagar.com

১৪. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় অভিযান এমনও ছিল যাহা সম্মিলিত উদ্দেশ্যাবলীর নিমিত্ত প্রেরণ করা হইয়াছিল। যেমন-উহা ছিল প্রতিরক্ষা মূলক ও শাস্তি বিধানমূলক অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রেরিত হইয়াছিল আবার চুক্তিকৃত কবীলার সাহায্যকল্পেও।

মহানবী (সা) তরবারী ধারণের ন্যায়ভিত্তিক অধিকারী ছিলেন ঃ ঐ সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নিমিত্ত যাহা উপরে বর্ণিত হইল, তরবারী ধারণ করা, সৈন্যাভিযান পরিচালনা করা ও সামরিক বাহিনী প্রেরণ করার ক্ষেত্রে কোন বিবেকবান সংস্কৃতিবান ও সত্যাশ্রয়ী মানুষ অনাবশ্যক ও অনুচিত বলিবে না। সত্যের পক্ষাবলম্বন, মযলূমের সাহায্য , যুলুম প্রতিরোধ, স্বাধীনতা অর্জন এবং জান ও মালের হিফাযতের জন্য শক্তি ব্যবহার করা ও তরবারী হস্তে ধারণ করা জাতীয় উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র আবশ্যিকই নহে বরং অপরিহার্য। আর ইহাই হইল তরবারীর জিহাদ, যাহা নবী করীম (সা) করিয়াছেন।

মহানবী (সা)-এর সকল যুদ্ধই ছিল প্রতিরক্ষামূলক ঃ মহানবী (সা)-এর সকল যুদ্ধই ছিল প্রতিরোধ ধরনের। একটিও আগ্রাসনী ছিল না। মক্কী জীবনে তাঁহাকে অমানবিক নির্যাতন করা হইয়াছে। তাঁহার অনুসারীগণকে মারিতে মারিতে অর্ধমৃত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে গরমের মধ্যে তপ্ত বালুতে শোয়াইয়া বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়া হইয়াছিল আবার শীতের মধ্যে সারা রাত্রি আঙ্গিনায় দণ্ডায়মান রাখা হইয়াছে এবং ভীষণ শীতল পানির মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। এই অবস্থায় যখন কতিপয় সাহাবা (রা) মাত্রাতিরিক্ত উৎপীড়নে অতিষ্ট হইয়া ইথুপিয়ার দিকে হিজরত করিল তখন কোরাইশগণ ঐ স্থান পর্যন্ত তাহাদের পিছু ধাওয়া করিয়াছে। তাহারা রাসূল (সা) ও তদীয় সঙ্গীগণকে বয়কট করিয়া রাখিয়াছে এবং তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁহাকে ও সমগ্র বনূ হাশিমকে শেয়াবে আবি তালিবে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থানে রাসূল (সা) ও তাঁহার সঙ্গীগণ ক্ষুৎ পিপাসার অবর্ণনীয় দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে প্রকাশ্যে গালাগাল দিয়াছে। তাঁহাকে ভীষণভাবে দুর্নাম করিয়াছে। তাঁহাকে অবমাননাকর নামে আখ্যায়িত করিয়াছে। তাঁহার উপর ময়লা ফেলিয়াছে। তাঁহার চলার পথে কাঁটা বিছাইয়া রাখিয়াছে। পাথর মারিয়া মারিয়া তাঁহার সমগ্র দেহ রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অবশেষে তরবারী উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গৃহ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাকে নিশিথের অন্ধকারে মক্কা হইতে বাহির হইয়া গুহায় আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

মক্কা হইতে বাহির হইয়া যাইবার পরেও মক্কাবাসী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হয় নাই। অতি কঠোরভাবে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। তাঁহার গ্রেফতারীর জন্য ১০০ উষ্ট্র পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে। মদীনার আউস, খাযরাজ ও ইহুদীদেরকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। সমগ্র আরবকে ফুসলাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মুকাবিলায় দাড় করাইয়াছে। তাঁহাকে বিষ প্রদানের ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। অবশেষে তাঁহাকে খুন

www.pathagar.com

করিবার জন্যে, তাঁহার বংশধারাকে বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার নাম মুছিয়া ফেলিবার জন্যে, তাঁহার অনুসারীগণকে বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্তে বাছাই করা বীরদের একটি বাহিনী সংগঠন করিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছে। দুর্বল হইতে দুর্বলতর মানুষও কি এহেন কঠোর হইতে কঠোরতর অবস্থায় বাধ্য হইয়া নিজের জীবনের শত্রুদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইত না?

অবস্থা যখন এমনই নাজুক হইয়া পড়িল যে, এই সময় নীরব থাকার অর্থ হইল আত্মহত্যার শামিল এবং চুপ থাকিলে ইসলাম ও তাওহীদের নাম দুনিয়া হইতে মুছিয়া যাইত, যাহা প্রচার করিবার জন্যে ও যাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হইয়াছেন। আর যাহা ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ঐ সময় অনন্যোপায় হইয়া আশজাউল আরব আল্লাহ্‌র নাম লইয়া তরবারী উত্তোলন করেন, আর এমনইভাবে উত্তোলন করেন যে, সকল বাতিল মাবূদের পূজারীদের মধ্য হইতে একজনও ময়দানে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ

যাহার মনের মধ্যে সরিষার দানা পরিমান ইনসাফও থাকিবে সে এক মুহূর্তের জন্যও ঐ সকল লোকের সমতে আসিতে পারে না যাহারা বলে যে (نعوذ بالله) "মুহাম্মদ (সা) তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন এবং বল প্রয়োগ করিয়া মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছেন।" প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের প্রচারকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে তরবারী ব্যবহার করিয়াছে এবং বল প্রয়োগ করিয়া মানুষকে ইসলাম হইতে ফিরাইয়া রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের সাধ্যে যতদূর কুলাইয়াছে উহাতে কোন কিছু করিতেই অবশিষ্ট রাখে নাই। কিন্তু তকদীরের লিখা পূর্ণ হইয়াছে- আল্লাহ্‌র নূর সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا [১]

১. জিহাদের বিষয়ে আরও গবেষণা করিতে ও নবীযুগে যুদ্ধের কারণ ও উপাদানের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার জন্য নিম্নে বর্ণিত পুস্তকগুলি দেখুন ১. কুরআন করীম ২. সিহাহ সিত্তাহ ৩. সীরাতু ইব্‌ন হিশাম ৪. তাবকাতু কবীর ২য় খণ্ড ৫. তারীখু তাবারী ৬. শিবলীর সীরাতুন নবী ১ম ও ২য় খণ্ড ৭. সুলাইমান নদভীর সীরাতুন নবী, ৫ম খণ্ড ৮. রাহমাতুল লিল আলামীন ২য় খণ্ড (কাযী সুলায়মান মনসূরপূরী কৃত) ৯. তাহকীকুল জিহাদ (মৌলভী চেরাগ আলী কৃত) ১০. আল জিহাদু ফিল ইসলাম (মাওলানা মওদূদীকৃত) ১১. আরনল্ডের দাওয়াত ইসলাম ১২. ইসলাম আউর তলওয়ার (মৌলভী মাহবুব আলম কৃত) ১৩. তারীখ ফিকাহ ইসলামী (আল্লামা মুহাম্মদ আল খাযারীকৃত) ১৪. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং ১৫. হাকীকত-ই-জিহাদ (মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীকৃত) ১৬. যিরআতুল জিহাদ (সৈয়দ ওয়ারিস হোসাইন) ১৭. ইসলাম কা নাযরিয়্যা-ই-জিহাদ (হায়দর যমা সিদ্দীকীকৃত) এতদ্‌ভিন্ন ১৮. ফতাওয়া ইব্‌ন তাইমিয়া ১৯. রদ্দুল মুখতার ২০. ফতহুল কাদীর ও ২০. আইনী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার

মহানবী (সা)-এর ওফাত ও ইরতিদাদের ফিতনা ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের তাৎক্ষণিক পরে পরেই আরবে ইরতিদাদের এমন ভীষণ ও প্রবল তুফান প্রবাহিত হয় যে উহাতে ঈমান তাওহীদের চারা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ্ হয়, যদি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ইসলামের উন্নতি সুউচ্চ করণের ওয়াদা না থাকিত তবে এই নবজাতক চারা ঐ সময় ঢলিয়া পড়িত এবং আরব দেশ পুনর্বার জাহিলিয়্যা যুগের দিকে প্রত্যাবর্তন করিত। কিন্তু আল্লাহ্ তাহার রোপিত চারাকে নিজেই রক্ষা করিয়াছেন এবং এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও নিবিষ্ট মানুষকে দাড়া করাইয়াছেন যাহারা অতিশয় বীরত্ব ও অতিশয় দৃঢ়তা সহকারে সেই ধ্বংসাত্মক তুফানের বিরুদ্ধ পরিবেশে সফল মুকাবিলা করিয়াছেন। এবং সেই তীব্র ও ধ্বংসাত্মক ঝড়কে, যাহা পরিপূর্ণ ক্ষীপ্রতার সাথে সমগ্র আরবকে উহার আওতায় লইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা নিজেদের শক্তিশালী বাহু দ্বারা মুহূর্ত মধ্যে উহাকে প্রতিহত করিয়া ফেলিলেন এবং আরবরা সেই ভয়ঙ্কর গুহায় নিক্ষিপ্ত হওয়া হইতে রক্ষা করিলেন, যাহার তলা হইতে উপর পর্যন্ত আগুনই আগুন শিখায়িত ছিল।

সেই ফিতনা সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা)-এর অভিমত ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) যিনি এই সম্পূর্ণ ফিতনাকে স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন, বলেন ঃ "যখন হযরত নবী করীম (সা) ওফাত প্রাপ্ত হন তখন চতুর্দিকে নিফাক মাথা চাড়া দিয়া উঠে ও অনেক কবীলা মুরতাদ হইয়া যায়। আনসারও পৃথক হইয়া যান। সেই সময় আমার পিতার [আবূ বকর (রা)] উপর এমনই সংকটাবস্থা বিরাজমান হয় যে, যদি উহা উচ্চ ও মজবুত পাহাড়ের উপরও বিরাজমান হইত তবে উহাকেও টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিত।"[১]

১. তারীখুল খোলাফা জালাল উদ্দীন সুয়ূতীকৃত পৃষ্ঠা-৮৬

www.pathagar.com

ঐ ফিতনা সম্পর্কে সাহাবা (রা)-এর অনুভূতি ঃ ঐ ফিতনার ধ্বংসকরণ সম্পর্কে সাহাবা (রা) ভীষণভাবে অনুভূতিশীল ছিলেন, হযরত আবূ হোরাইরার (রা) এই বর্ণনা হইতে উহা প্রকাশ পায় ঃ "বাইহাকী ও ইব্‌ন আসাকির হযরত আবূ হোরাইরা (রা) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ সেই সত্য আল্লাহ্‌র কসম, যাহাকে ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই, যদি আবূ বকর (রা) খলীফা না হইতেন তবে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদত করিত না।" তিনি এই বাক্যকে তিন বার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইহাতে সাহাবা (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বাক্যের বিস্তারিত বিবরণ কি? উহাতে হযরত আবূ হোরাইরা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত শত আরোহী সহ হযরত উসামা বিন যায়িদ (রা)-কে সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বাহিনী যখন যূ খাশাব পর্যন্ত পৌঁছিল তখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতপ্রাপ্ত হইলেন ও মদীনার আশে পাশের সকল কবীলা মুরতাদ হইয়া গেল। ইহাতে সাহাবা (রা) হযরত আবূ বকরের (রা) নিকট জমায়েত হইলেন ও বলিলেন যে, ঐ বাহিনীকে ফেরত লইয়া আসুন। এই কথা খুবই বিস্ময়কর মনে হয় যে, মদীনার আশে পাশের মানুষ মুরতাদ হইয়া যাইতেছে আর ইসলামী বাহিনী রোম প্রেরিত হইতেছে। সাহাবার (রা) এহেন কথা শ্রবণ করিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যাহাকে ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই, যদি উপত্যকার কুকুরগুলিও শহরে প্রবেশ করিতে থাকে এবং মহান নবী সহধর্মিনীগণের পদ পর্যন্তও পৌঁছিয়া যায় তবুও আমি ঐ বাহিনী ফেরত আনিব না যাহাকে রাসুল (সা) প্রেরণ করিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন। যখন এই বাহিনী এমন কোন কবীলার নিকট দিয়া গমন করিত যাহারা মুরতাদ হইতে চাহিত, উহারা পরস্পর বলাবলি করিত যে, "যদি মদীনাবাসীদের নিকট শক্তি ও ক্ষমতা না থাকিত তবে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে উহারা এই বাহিনীকে কক্ষনও নিজেদের কাছ হইতে পৃথক করিত না। কাজেই রোমের সাথে যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মুসলিমগণকে কিছুই বলিও না, পরে দেখা যাইবে।" মুসলিমগণ যখন রোমানদেরকে পরাভূত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন ইহা দর্শন করিয়া উহারা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন।"[১]

ঐ ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) আসহাবের (রা) অবস্থা ঃ রাসূল (সা)-এর আসহাবের যে ধরনের অসুস্থ্য অবস্থা তখন ছিল এবং সেই সময় তাহারা যেমন নির্বান্ধব হইয়া পড়িয়াছিলেন উহার শোকাবহ নকশা মিশরের শিক্ষা মন্ত্রী ও আরবী ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল তৎকৃত গবেষণা প্রসূত পুস্তক "আবূ বকর সিদ্দীকে আকবর"-এ এই ভাষায় আঁকিয়াছেন ঃ এই দিকে মদীনায় আবূ বকর (রা)-এর বাইয়াত হইতেছিল, ঐ দিকে আরবের কবীলাগুলিতে মহানবী (সা)-এর মৃত্যুর খবর আগুনের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। প্রকৃত ঘটনা এই

১. জালালুদ্দীন সুয়ূতীর তারীখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা-৮৭।

www.pathagar.com

যে, আরবে কোন খবর এমন ক্ষীপ্র গতিতে ছড়ায় নাই। যেমন ক্ষীপ্র গতিতে মহানবী (সা)-এর মৃত্যুর খবর ছড়াইয়াছে। যখনই এই দুর্ঘটনার প্রচার হইল আরবরা তাৎক্ষণিকভাবে মদীনার শাসনের জোয়াল নিজেদের কাঁধ হইতে ছুড়িয়া ফেলিতে ও নবুয়্যত পূর্বকালীন বেদুইনী ও দায়িত্ববিহীন জীবন যাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে শুরু করিয়া দিল। দেখিতে না দেখিতেই আরবের প্রতিটি কবীলায় ইরতিদাদের ঢেউ খেলিয়া গেল। নিফাকের তারকা সুউচ্চ উঠিয়া গেল। ইহুদী ও খৃষ্টানদের সুযোগ মিলিল এবং চতুর্দিকে মুসলিমদের শত্রুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহানবী (সা)-এর ওফাতের দরুন মুসলিমদের অবস্থা সেই ছাগলের ন্যায় হইয়া গেল যে শীতের অতিশয় শীতল ও বর্ষণসিক্ত রাত্রিতে এক উন্মুক্ত উপত্যকায় রাখাল হীন ভাবে থাকিয়া যায়, উহার মাথা গুঁজিবার মত কোন স্থান পাওয়া যাইতেছে না।"[১]

মদীনা ছাড়া প্রায় সমগ্র আরবই মুরতাদ হইয়া যায় ঃ ইরতিদাদের তুফান ঐ সময় তীব্রগতিতে প্রবাহিত হয়, কুফর ও বিদ্রোহীতার বাদল এমন ভাবে ছাইয়া আসে এবং পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার ঝড় এমন প্রবলভাবে দেখা দেয় যে, সমগ্র আরব অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। কোথায়ও ইসলামের আলো অবশিষ্ট রহিল না। শুধু মাত্র মদীনার মানুষ ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রহিল। ইহা ছাড়া প্রতিটি গ্রাম, কসবা ও শহর এই তুফানের আওতাভূক্ত হইয়া গেল। যেমন, সৈয়দ আমীর আলী তৎকৃত তারীখ-ই-ইসলামে লিখিতেছেন ঃ "যখনই মহানবী (সা)-এর তিরোধানের খবর দূর দূরান্তের এলাকায় পৌঁছিল বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম মদীনায় সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। আরেকবার একটি শহরকে সমগ্র আরব উপদ্বীপের বিরুদ্ধে লড়িতে হইল।"[২]

মক্কা ও তায়িফের অবস্থা ঃ মহানবী (সা)-এর ওফাতের খবর শ্রবণ করিয়া অপরাপর শহরের অনুরূপ মক্কাও ইরতিদাদের প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়াছিল এবং শহরের সর্বত্র এই চর্চাই হইতেছিল। শহরবাসীদের ক্রমবর্ধমান আবেগ লক্ষ্য করিয়া ও সঙ্কটের তীব্রতা অনুভব করিয়া এবং বিদ্রোহ ও ফিতনা প্রতিহত করিবার যোগ্য মনে না করিয়া মক্কার গভর্নর ইতাব বিন আমের (রা) আত্মগোপন করিয়া গিয়াছিলেন। সরকারের অসহায়তা ও শহরবাসীর অবাধ্যতার অবস্থা অনুভব করিয়া কোরাইশদের একজন বিশিষ্ট ও মর্যাদাবান সরদার সোহাইল বিন আমর (রা) অতিশয় সাহসিকতার সহিত সম্মুখে অগ্রসর হন ও বিদ্রোহীদের জমায়েতকে সম্বোধন করে এক মহান ভাষণ পেশ করেন, উহাতে তিনি খুবই জোর দিয়া বলেন, "মহানবী (সা)-এর ওফাত অবশ্যই একটি ভীষণ দুর্ঘটনা। কিন্তু মহানবী (সা)-এর ইনতিকালে ইসলামের শক্তি ও আড়ম্বর প্রকৃতই হ্রাস পায় নাই এবং আগামীতেও অবশ্যই কোন শক্তি ইহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব, যে ব্যক্তিই

১. আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা-১৩৭।
২. সৈয়দ আমীর আলী কৃত তারীখ-ই-ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৩।

www.pathagar.com

জামাতের ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবার চেষ্টা করিবে, মানুষকে উস্কানী দিবে, কলহ সৃষ্টি করিবে আমরা নির্দ্বিধায় উহার গর্দান উড়াইয়া দিব এবং এই বিষয়ে কোন ক্রমেই কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাইবে না।" সুহাইল (রা) বিন আমরের এই ধমকানীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারিত হইল এবং উত্থিত ফিত্‌না দমিয়া গেল।

ইনিই সেই সোহাইল বিন আমর (রা) যিনি হোদায়বিয়্যার চুক্তি সম্পাদন কালে কাফিরদের পক্ষ হইতে চুক্তির কমিশনার ছিলেন এবং ইসলামের এমন প্রবল শত্রু ছিলেন যে, তাহার পুত্র আবূ জন্দল (রা) মুসলিম হইয়া গেলে তাঁহাকে লাঠি দ্বারা নির্দয়ভাবে পিটাইতে পিটাইতে দুরবস্থার একশেষ করিয়াছিলেন। ইহার পরে লৌহের ভারী ভারী হাতকড়া ও বেড়ী পরাইয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হোদাইবিয়্যার চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করাইবার কালে এই সোহাইল বিন আমরাই পবিত্র নাম মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে "রাসূলুল্লাহ্" শব্দ লিখিতে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত উহা কাটাইয়া দিয়াছিলেন।[১]

তায়িফের প্রখ্যাত কবীলা সকীফও এই সুযোগে মুরতাদ হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। সারা শহরে ইরতিদাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিতে যাইতেছিল, তথাকার গভর্নর উসমান বিন আবিল আস (রা) তাঁহার দূরদৃষ্টি ও বীরত্বের দরুন উহাদিগকে ধ্বংসের গর্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্কট আন্দাজ করিয়াই শহরের বিশিষ্ট লোকদেরকে জমায়েত করিলেন ও তাহাদিগকে বলিলেন, "ওহে সকীফ সন্তানগণ! ইহা সত্য যে, তোমরা সর্বশেষে ঈমান আনিয়াছ, অতএব, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সর্বপ্রথম ইহা হইতে প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হইও না। অন্যথায় দীন ও দুনিয়ায় অসফল ও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।" তায়িফের গভর্নরের এহেন প্রভাব সৃষ্টিকারী ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকীফের সকল কলহ সৃষ্টিকারী ইচ্ছা স্তিমিত হইয়া যায় এবং তাঁহারা ইরতিদাদের ইচ্ছা ত্যাগ করেন।[২]

অপরাপর কবীলা যাহারা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ঃ যেমন করিয়া মক্কা, মদীনা ও তায়িফের মানুষ সেই বদ্‌তমিযীর তুফান হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তেমনিভাবে মুযাইনা, গিফার, জোহাইনা, বিলা, আশজা, আসলাম ও খাযায়ার কবীলা গুলিও ইসলাম ছাড়েন নাই।[৩] বাহরাইনের জাওয়াসা শহরও সেই বিশ্বব্যাপী ফিত্‌না হইতে মাহফূয ছিল।[৪] অবশিষ্ট সমগ্র আরবই মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং ইসলামের কেন্দ্রে পদস্খলনের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল।[৫] ঐ সময় আরবের যে অবস্থা ছিল, উহার সঠিক নকশা ইব্‌ন আসীর এই ভাষায় আঁকিয়াছেন, تفرمت الارض نارا। (যেন মাটিতে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল)।

১. শিবলীর সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৮-৪১৯।
২. আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা-১৩৯।
৩. আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা- ১৩৯।
৪. তোহফাতুল আহবাব ফী তারীখিল আসহাব, পৃষ্ঠা-৩১।
৫. আমর ইবনুল আস, ডঃ হাসান ইবরাহীম হাসান কৃত, পৃষ্ঠা-৫৩।

www.pathagar.com

ইরতিদাদের ফিত্‌নার কারণসমূহ ঃ এই সময় প্রকৃতিগতভাবেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কি কারণ ছিল যদ্দরুন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই সর্বদিকে ইরতিদাদের ঝড় বহিতে শুরু করিল আর মানুষ ইসলাম ও ইহার আরকান প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হইতে লাগিল। আমরা যতদূর চিন্তা করিয়াছি তাহাতে বিভিন্ন কারণ ছাড়াও (পরে আমরা যেইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিব) উহার মৌলিক কারণ ছিল দুইটি ঃ

১. যে সকল মানুষ ও কবীলা মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, উহারা গড্ডালিকা প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ অপর মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। নিজেরা কোনরূপ অনুসন্ধানও করে নাই, বা ঐ সম্পর্কে কোনরূপ চিন্তা ভাবনাও করে নাই।

২. মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান আড়ম্বর, শক্তি ও ক্ষমতা দর্শন করিয়া আরবরা বুঝিয়া লইয়াছিল যে, যেহেতু আমরা তাহাদের মুকাবিলা করিতে সমর্থ নহি, কাজেই তাহাদের আনুগত্য ও আজ্ঞাবহতার মধ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত।

এই সকল নও মুসলিমদের অন্তরে না ঈমানের নূর প্রবেশ করিয়াছিল, না তাহারা ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী উসূল ও আরকান সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত ছিল, না দীর্ঘদিন পূর্বে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্য ইহারা সহজেই ইরতিদাদের ঢেউয়ে ভাসিয়া যায় এবং দল ও বাহিনীর আকারে জমায়েত হইয়া উহারা ইসলামের বিরুদ্ধে মোর্চা সামলাইয়া লয়। উহারা যদি শুধুমাত্র ইরতিদাদই করিত এবং দীন ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়া গৃহেই অবস্থান করিত তবুও হযরত আবূ বকর (রা) তাহদিগকে কিছুই বলিতেন না। কেননা, لا اكراه فى الدين এর মূলনীতি তাঁহার সম্মুখে ছিল। কিন্তু উহারা ইরতিদাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গামা , কলহ সৃষ্টি, হত্যা, বিধ্বস্ততা, লুটতরাজও করিতে লাগিল এবং তাহারা তরবারী ধারণ করিয়া অতিশয় স্বাধীনভাবে ইসলামী হুকুমতের মুকাবিল করিল। এই জন্য হযরত আবূ বকরকেও (রা) তরবারী ব্যবহার করিতে হইল। যদি উহারা অগ্রবর্তী হইয়া তরবারী ব্যবহার না করিত তবে হযরত আবূ বকর (রা) উহাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করিতেন না।

হাঙ্গামা সৃষ্টি কারীদের প্রকারভেদ ঃ এই সকল হাঙ্গামা ও ফিতনা সৃষ্টিকারীরা ছিল ৩ প্রকারের মানুষ ঃ

১. **খিলাফতকে অস্বীকারকারী ঃ** অর্থাৎ কতিপয় বেদুইন কবীলা এমন ছিল যাহারা নবী করীম (সা)-এর শাসনকে তো কোনক্রমে মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর পরে অন্য কাহারও প্রভাব প্রতিপত্তিকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা মদীনার বর্তমান সরকারকে ইহার অধিকারীই মনে করিত না যে, তাহারা উহাদের শাসন ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। উহারা পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন জীবন যাপনকে পছন্দ করিত, উহাতেই উহারা শত শত বৎসর যাবত অভ্যস্ত ছিল।

www.pathagar.com

২. যাকাত অস্বীকারকারীগণ ঃ যাকাতকে কতিপয় কবীলা অতি অসহ্য বোঝা এবং অতিমাত্রায় অন্যায় কর বলিয়া মনে করিত, আর কোন ক্রমেই উহা প্রদান করিতে সম্মত ছিল না। তাহারা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক নবী করীম (সা)-কে তো আদায় করিয়া দিত কিন্তু নবী করীম (সা)-এর স্থলাভিষিক্তকে উহারা কোন ক্রমেই ইহার অধিকারী মনে করিত না যে, উহারা ইহাদের নিকট যাকাতের দাবী করিবে।

৩. মিথ্যা নবী ঃ কয়েকজন মিথ্যা নবী পয়দা হইয়া মুসলিমদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পড়ে। বিজয় লাভ ও গনীমতের মাল অর্জন করিবার আগ্রহে হাজার হাজার আরব মুরতাদ হইয়া তাহাদের সঙ্গে শামিল হইয়া যায় এবং দেশব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের বাজার শরগরম হইয়া পড়ে। এই সকল নবুয়্যতের দাবীদারদের নাম ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. তোলাইহা, যে বনূ আসাদের মধ্যে নবুয়্যতের দাবী করিয়াছিল।

২. আসওয়াদ আনাসী, যে ইয়ামনে এক বিরাট দল ইসলামের বিরুদ্ধে জমায়েত করিয়াছিল।

৩. মুসাইলামা, সে ছিল মিথ্যা নবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং ইসলামের ইতিহাসে "মুসাইলামা কায্যাব" নামে কুখ্যাত হইয়াছে। সে ইয়ামামাতে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল।

৪. সাজ্জাহ, ঐ সময় নবুয়্যত এমনই সস্তা হইয়া গিয়াছিল যে, মহিলারাও "নবী" হইয়া গিয়াছিল। যেমন-সাজ্জাহ, বনূ তামীমে নবুয়্যতের দাবী করে ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে।

৫. যুত্ তাজ লুকাইত বিন মালিক, সে আম্মান দেশে নবী বনিয়া বসিয়াছিল।[১]

মিথ্যা নবীদের শক্তি, ক্ষমতা ও তাহাদের পরিণাম ঃ সেই সকল নবুয়্যতের দাবীদারেরা অল্পদিনের মধ্যেই অনেক শক্তি অর্জন করিয়া অনেক এলাকা দখল করিয়া ফেলিয়াছিল, হাজার হাজার সৈন্য যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছিল এবং মুসলিমদের পক্ষে একটি বিরাট ফিতনায় পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের শক্তি এতই প্রবল হইয়াছিল যে, যদি আল্লাহ্র তওফীক শামিল না থাকিত তবে আবূ বকর (রা) কোন ক্রমেই উহাদের মুকাবিলায় সফল হইতে পারিতেন না। উহাদের মধ্যকার আসওয়াদ আনাসী, মুসাইলামা কায্যাব ও যুত্তাজ নিহত হয়। তোলাইহা পরাস্ত হইয়া পালাইয়া যায় ও পরে মুসলিম হইয়া যায়। সাজ্জাহও পরে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইরতিদাদের কারণ- মিশরের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ঃ মিশরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আব্বাস মাহমূদ আল আক্কাদ তাঁহার গভীর গবেষণালব্ধ পুস্তক "আবকারিয়্যাতু খালিদ" য়ে ইরতিদাদের কারণ সম্পর্কে আলোচনাকালে লিখিয়াছেন ঃ

১. ইরতিদাদের সবচাইতে বড় কারণ এই ছিল যে, আরবের কতিপয় বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য কবীলা কোরাইশদের প্রাধান্য এবং নিজেদের উপর তাহাদের প্রশাসনকে

---

১. আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা-১৪০।

www.pathagar.com

সহ্য করিতে পারিতেছিল না। যেমন রবীয়ার কবীলাগুলি, উহারা নিজেদের বংশ পরিচয়ে অতিমাত্রায় গর্বিত ছিল এবং তাহারা অপরাপর কবীলার উপর কোরাইশের প্রতিপত্তি ও মর্যাদাকে অতিশয় অসহনীয় দৃষ্টিতে দেখিত।

২. এত ক্ষীপ্র গতিতে ইরতিদাদ ছড়াইয়া পড়া ও উহাদের শক্তি সঞ্চয়ের দ্বিতীয় কারণ অপরাপর কতিপয় কবীলা কর্তৃক কোরাইশের প্রাধান্য অসহনীয় হওয়া ছাড়াও বেদুইন কবীলাগুলির উপর শহুরে কবীলাগুলির প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অতিমাত্রায় অসহনীয় ছিল এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাহাদের এই প্রয়াস প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হইত যে, কি করিয়া শহুরে কবীলাগুলির প্রতিপত্তি হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

৩. ঐ ফিত্না ছড়াইয়া পড়া ও বিস্তৃতি লাভ করিবার আক্কাদ বর্ণিত তৃতীয় কারণ খুবই অভিনব। তিনি লিখিতেছেন, "কতিপয় কবীলা সরদারের ইরতিদাদ গ্রহণ করিবার সাহস ও হিম্মত এই জন্য হয় যে, উহারা মহানবী (সা)-এর নযীর বিহীন সাফল্য ও অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া নিজেদের খেয়াল মুতাবিক এই ধারণা করে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় গরীব ও অসহায় মানুষ যদি এই ধরনের বিরাট মর্যাদার অধিকারী ও সাফল্য লাভ করিয়া একটি বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন এবং আরবের বিদ্রোহী কবীলা গুলির শির নিজের সম্মুখে নত করাইতে পারেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাঁহার অনুগত ও আজ্ঞাবহ পরিণত করিতে পারেন তবে কি কারণ রহিয়াছে যে, আমরা প্রভাব প্রতিপত্তি, শক্তি, ক্ষমতা, বল , সাহস থাকা সত্ত্বেও সেই মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করিতে পারিব না যাহা মুহাম্মদ (সা) অর্জন করিয়াছেন এবং সাফল্যের সেই উচ্চাসনে পৌছিতে পারিব না যেই স্থানে মুহাম্মদ (সা) পৌছিয়াছেন।"

৪. সেই বিরাট ফিতনা বিস্তৃত হইবার চতুর্থ কারণ মাহ্মূদের দৃষ্টিতে এই যে, "যাকাত আদায়ের দাবী কতিপয় কবীলাকে হাঙ্গামা, গোলমাল ও কলহ সৃষ্টিতে আগ্রহান্বিত করিয়াছে। উহারা মনে করিত যে, যাকাত হইল প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের জরিমানা ও জিযিয়া, যাহা বলপূর্বক তাহাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে।

৫. শুধুমাত্র যাকাতেই সীমাবদ্ধ নহে, উহারা ইসলামের আরও কতিপয় ফরয ও আরকান পালনকেও এমন বিরাট বোঝা বলিয়া মনে করিত যাহা উত্তোলন করা তাহাদের পক্ষে অসহ্য ছিল। যেমন-সালাতে সিজদা করা ও নিজেদের কপাল মাটিতে ঠেকাইতে তাহাদের অহংকার ও গর্বে আঘাত লাগিত।[১] এই জন্য ফিতনা উদ্ভাবন

১. আব্বাস মাহমূদ লিখিত এই কথাটি অদ্ভূত মনে হয়। আরবের প্রতিমা পূজারীরা তাহাদের গড়া পাথরকে নির্দ্বিধায় সিজদা করিত। ইরানের কিসরা, রোমের কায়সার ও হাবশের নাজ্জাশীর দরবারে গমন করিলে বিনা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভূমিতে কপাল রক্ষা করিত। সেই সময় তাহাদের আত্মমর্যাদা, তাহাদের অহংকার, গর্ব ও আত্ম সম্ভ্রম বোধ কোথায় চলিয়া যাইত ? ঐ সময় তাহাদের এহেন আচরণ কেন অসহ্য হইত না? শুধুমাত্র আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদা করাতেই তাহাদের এত অসহ্য কেন হইত ?

www.pathagar.com

কারীগণ তাহাদের ঐ মনস্তত্ত অনুধাবন করিতে পারিয়া তাহাদিগকে ঐ জাতীয় সকল ফরয আদায় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। যেমন, মিথ্যানবী তোলাইহা আসাদী সিজদাকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া তাহার অনুগামীদেরকে বলিয়াছিল "আল্লাহ্‌র মোটেও এই জিনিসের কোন প্রয়োজন নাই যে, তোমরা নিজেদের মাথা তাহার দরবারে রগড়াইয়া তাহার সম্মুখে নিজের কপাল ধুলি ধুসরিত কর। তোমরা শুধুমাত্র দণ্ডায়মান থাকিয়াই আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।"

৬. ইরতিদাদের অন্য একটি কারণ আব্বাস মাহমূদ আক্কাদ ইহাও লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল বেদুইন কবীলাগুলির অন্তরে ইসলাম পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই এবং ইসলাম গ্রহণ করিবার পরেও তাহাদের জাহেলী অভ্যাস ও আচরণে কোন বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। এই কারণেই যখনই ঐ সকল বেদুইন কবীলা মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের খবর শুনিতে পায় তাৎক্ষণিকভাবেই তাহারা ইরতিদাদ গ্রহণ করে। দৃঢ় আকীদার মুসলিমগণও এই সত্যটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যে, ঐ সকল বেদুইন ও নব দীক্ষীত কবীলাগুলির ইসলাম গ্রহণের উপর কোন আস্থা নাই। ইহারা যে কোন সময় সামান্যতম কারণেও ইসলাম হইতে ফিরিয়া যাইতে পারে।

কুরআন করীমও ঐ সকল বেদুইন কবীলার ঈমানের ভিতরগত খবর এই ভাষায় প্রকাশ করে ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ -

"হে নবী (সা)! বেদুইন কবীলাগুলি আপনাকে বলে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, উহাদিগকে বলিয়া দিন যে, তোমরা ঈমান আন নাই। বরং তোমরা এমন বলিতে পার যে, "আমরা আনুগত্য ও আজ্ঞাবহতা গ্রহণ করিয়াছি। যথার্থ কথা এই যে, এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রোথিত হয় নাই"।

৭. ইরতিদাদের কারণ গণনা করিতে যাইয়া আব্বাস মাহমূদ সপ্তম কারণ এই লিখিয়াছেন যে, "আমাদের ধারণা মতে ইরতিদাদের ফিতনার আরও কারণ ছিল, ঐগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টিসীমায় রাখা প্রয়োজন। আর উহা হইল বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের বৈরী তৎপরতা। ঐ সময়কার বহিঃ শক্তির রাজনীতির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করিলে এই সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন পথ থাকে না যে, ঐ ফিতনার পিছনে অবশ্যই বৈদেশিক ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল ছিল।[১]

১. খালিদ আওর উনকী শখসিয়্যত" পৃষ্ঠা-১৬৯, আব্বাস মাহমূদ আল আক্কাদ কৃত।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ হোসাইন হাইকলও ফিতনার এই কারণকে সমর্থন করিয়াছেন। যেমন তিনি তৎকৃত পুস্তক "আবূ বকর সিদ্দীক আকবার"-এ বলেন, " এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আরব কবীলাসমূহের সেই বিদ্রোহ এবং ইরতিদাদের সেই বিরাট ফিতনায় বৈদেশিক হস্ত অবশ্য কাজ করিতেছিল। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে ইরানী ও রোমান শক্তিকে ইসলামের দিকে ডাক দেওয়া হইয়াছিল তখন তাহারা নিজেদের চক্ষেই ইসলামের প্রভাব ও বিস্তৃতি তীব্র ও প্রবল গতিতে বৃদ্ধি পাইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, উহাতে তাহারা নিজেদের মঙ্গল ও নিরাপত্তা উহাতেই নিহিত বলিয়া মনে করে যে, ইসলামের প্রবল বান তাহাদের দিকে প্রবাহিত হইবার পূর্বেই আবরদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষের আবেগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হউক। অতএব সেই ফিতনার প্রবক্তাগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই সেই উদ্দেশ্য সাধনের মানসে অনুপ্রবেশ ও ষড়যন্ত্র শুরু করিয়া দিয়াছিল। নবী করীম (সা)-এর পরে হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের সাহস আরও বৃদ্ধি পায় এবং উহারা পরিপূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া বিদ্রোহ, ইরতিদাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টির শিখা উঁচাইয়া সকল মুসলিমকে অতিশয় নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন করিয়া ফেলে।[১]

ইউরোপের প্রাচ্যবিদদের ধারণা মতে ইরতিদাদের কারণ ঃ মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল লিখিতেছেন যে, ইউরোপের প্রাচ্যবিদদের ধারণা এই যে, ইরতিদাদের প্রকৃত কারণ হইল সেই বিরাট অসাম্য যাহা আরবের বিভিন্ন শ্রেণী ও অঞ্চলে সেই জীবন ধারা সম্পর্কে বিরাজমান ছিল। বেদুইন ও শহুরে জীবন ধারাতে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান ছিল এবং সেই পার্থক্যের বিদ্যমানাবস্থায় আরবকে বেদুইনই হউক বা শহুরে, একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা সহজ কর্ম ছিল না। সমগ্র বেদুইন কবীলার জন্য, উহারা আরবের যে কোন অঞ্চলেই বসবাস করুক না কেন, প্রশাসকের প্রতি আনুগত্য ও আজ্ঞাবহতার সেই ধারণা অসম্ভব ছিল যাহা শহরবাসীদের মস্তিষ্কে ছিল। বেদুইনরা ব্যক্তিগত ও আত্মস্বাধীনতার সম্মুখে অন্য সব কিছুকেই নগণ্য মনে করিত। স্বাধীনতা তাহাদের দৃষ্টিতে এমন দুর্মূল্য ও অতি মূল্যবান নিয়ামত ছিল যে, যদি তাহারা কখনও উহাকে সংকটাপন্ন দেখিতে পাইত তবে বিরাট বিরাট ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়েও উহার সংরক্ষণ ও নির্বিঘ্নতার নিশ্চয়তা বিধানে সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইত। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ইয়ামন ও কতিপয় অপরাপর এলাকা মুসলিমদের বিরুদ্ধে শির উত্তোলন করিয়াছিল এবং তাহারা শহরবাসীদের কবল হইতে তাহাদের স্বাধীনতাকে মুক্ত রাখিবার প্রয়াস প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছিল।[২]

১. আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা-১৬৭।

২. আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা-১৬৬।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা) ইরতিদাদের ফিতনার মুকাবিলা কি করিয়া করিলেন ঃ এই বিরাট ফিতনা প্রকাশ হইবার পরে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখে দুইটি কাজ ছিল যাহা তাহাকে আঞ্জাম দিতে হইত।

প্রথম ঃ বিদ্রোহী, অবাধ্য ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের মূলোৎপাটন।

দ্বিতীয় ঃ যে সকল মানুষ বিভিন্ন কারণে ইসলাম ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহাদিগকে পুনর্বার মুসলিম বানাইবার প্রয়াস। তিনি যদি ঐ সকল বিদ্রোহী ও অবাধ্য কবীলাকে যাহারা ইরতিদাদ গ্রহণ করিয়া ফিত্না ও কলহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল এবং মুসলিমদের সহিত লড়িবার উদ্দেশ্যে সৈন্য যোগাড় করিয়াছিল, পরাভূত করিতে পারিতেন তবে উহাদিগকে অতি সহজেই পুনর্বার ইসলামে ভর্তি করা যাইত, যাহারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার দরুন ইসলাম ছাড়িয়া গিয়াছিল এবং বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইয়া ফিতনা ও কলহের অগ্নি শিখায়িত করিতে ব্যস্ত ছিল।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর একাদশ বাহিনী ঃ এই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে হযরত আবূ বকর (রা) উসামার (রা) বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পরে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়িবার উদ্দেশ্যে এবং ফিতনা ও কলহের শিখায়িত অগ্নি নির্বাপনের লক্ষ্যে বাছাই করা বীরদের সমন্বয়ে ১১টি বাহিনী গঠন করিলেন। প্রতিটি বাহিনীতে একজন যোগ্য বীর ও সাহসী ব্যক্তিকে অফিসার নিযুক্ত করিলেন। পরে ঐ সকল বাহিনীকে আরবের ঐ সকল এলাকায় প্রেরণ করিয়া দিলেন যেইসব এলাকায় বিদ্রোহ ও ইরতিদাদের অগ্নি শিখায়িত ছিল।

এই একাদশ বাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিবার পূর্বে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক যে, হযরত আবূ বকর (রা) মুরতাদ, শত্রু ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ও নবুয়্যতের দাবীদারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের পূর্বে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন যেন মুরতাদদের সংখ্যা এবং তাহাদের বল ও শক্তির কথা বিবেচনার প্রেক্ষিতে উহাদের পানে সৈন্য প্রেরিত হয়। যাহাতে সংখ্যা স্বল্পতার দরুন কোন বাহিনীকে অকৃতকার্য ও পরাভবের মুখ দর্শন না করিতে হয়।

১. প্রথম বাহিনী ঃ সর্বপ্রথম হযরত সাইফুল্লাহ্ খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-কে এক বিরাট বাহিনী সহকারে নবুয্যতের দাবীদার তোলাইহা বিন খুয়াইলাদের সহিত লড়িবার জন্য বনূ আসাদের দিকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দান করেন যে, তোলাইহাকে নির্মূল করিবার পরে বিতাহে গমন করিয়া বনূ তামীমের সরদার মালিক বিন নুওয়াইরার উপর আক্রমণ করিবে। এই উভয় অর্থাৎ বনূ আসাদ ও বনূ তামীম ছিল মদীনার নিকটবর্তী মুরতাদ কবীলা। কাজেই উহাদের সহিতই সর্বপ্রথম যুদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল। উহাতে এই কবীলাদ্বয়ের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দূরবর্তী কবীলাগুলিতে তাৎক্ষণিকভাবে পড়িবে। আর উহারা নিরাশ হইয়া সহজেই পরাভূত হইবে। এই উভয়ই ছিল বিরাট ও শক্তিশালী কবীলা। ইহাদের বিরুদ্ধে খালিদের (রা) ন্যায় নযীরবিহীন বীরের নির্বাচন ছিল হযরত আবূ বকরের (রা) প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির উত্তম প্রমাণ।

www.pathagar.com

২. দ্বিতীয় বাহিনী ঃ হযরত ইকরামা বিন আবী জাহেল (রা)-কে দ্বিতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করা হইল এবং তাঁহাকে ইয়ামামা গমন করিয়া বনূ হানীফার সরদার সর্বাপেক্ষা বড় ও কুখ্যাত নবুয়্যতের দাবীদার মুসাইলামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব অর্পন করা হইল।

৩. তৃতীয় বাহিনী ঃ তৃতীয় পতাকা প্রদান করা হইল শারজীল বিন হাসানা (রা)-কে, তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন প্রথমে মুসাইলামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইকরামা (রা) বিন আবী জেহেলকে সাহায্য করিবে, ঐ স্থান হইতে অবসর হইয়া হাযরামাউত গমন করিয়া বনূ কিন্দাকে নির্মূল করিবে।

ইকরামা বিন আবী জেহেল ও শারজীল বিন হাসান মুসাইলামা (রা)-এর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভে সমর্থ হন নাই। উহাতে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে উহাকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুসাইলামা চল্লিশ হাজারের বিরাট বাহিনী হযরত খালিদের (রা) বিপক্ষে উপস্থিত করে। কিন্তু খালিদ (রা) ছিলেন লৌহের তৈরী মানুষ। তিনি মোটেই পরোয়া করিলেন না এবং নযীর বিহীন বীরত্বসহকারে লড়িয়া মুসাইলামার বাহিনীকে পরাস্ত করেন। ইয়ামামার এই মিথ্যা নবী ঠিক যুদ্ধ চলাকালে ওহশীর (হযরত হামযার (রা) হত্যাকরী) হস্তে নিহত হয়। খালিদ (রা) ও বনূ হানীফার এই যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে বিরাট এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মীমাংসামূলক যুদ্ধ আকরাবা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল, উহা ছিল ইয়ামামার সীমান্তবর্তী আল আরযের জিলার কারকারীর নিকটবর্তী।[১]

৪. চতুর্থ বাহিনী ঃ হযরত আবূ বকর (রা) চতুর্থ পতাকা মুহাজির বিন সাবী উমাইয়া (রা)-কে প্রদান করেন ও তাঁহাকে বলেন, ইয়ামন গমন করিয়া নবুয়্যতের দাবীদার আসওয়াদ আনাসী, আমর মা'দী কারিব যুবাইদী, কীস বিন মশকূহ মুরাদী ইত্যাদি হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। উহাদিগকে ও উহাদের সাহায্যকারীদের নির্মূল করিয়া অবকাশ পাইবার পরে কিন্দা ও হাযরমউত গমন করিয়া আসয়াস্ বিন কীস ও তাহার মুরতাদ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়িবে।

৫. পঞ্চম বাহিনী ঃ পঞ্চম বাহিনীকে ইয়ামনের মুরতাদদের নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সুয়াইদ বিন মুকরিন (রা)।

৬. ষষ্ঠ বাহিনী ঃ হযরত আবূ বকর (রা) ষষ্ঠ পতাকা আলা বিন হাযরমী (রা)-কে প্রদান করিয়া তাঁহাকে নির্দেশ দান করেন যে, বাহরাইন গমন করিয়া হাতাম বিন যাবীয়া ও বনূকীস বিন সা'লাবার মুরতাদদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে।

৭. সপ্তম বাহিনী ঃ সপ্তম বাহিনীর নেতৃত্ব হোযাইফা বিন মুহসিন গালফানী (রা)-কে প্রদান করা হয় এবং তাঁহাকে নির্দেশ দেন যে, আম্মান গমন করিয়া তথাকার নবুয়্যতের দাবীদার যুত্তাজ লুকাইত বিন মালিক আযদীর সহিত যুদ্ধ করিবে।

---

১. আকরাবার জন্য দেখুন মু'জিমুল বুলদান ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪ (আবূ যায়িদ শালবীকৃত খালিদ সাইফুল্লাহ্ পৃষ্ঠা-১৭১)।

www.pathagar.com

৮. অষ্টম বাহিনী ঃ হযরত আবূ বকর (রা) অষ্টম বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য আরফাজা বিন হিরসামা (রা)-কে মনোনীত করিলেন এবং তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন যে, মুহরার হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ও মুরতাদদিগকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিবে ও তাহাদিগকে বলিবে যে, শান্তিপূর্ণভাবে শৃংখলার সহিত বসবাস কর। তাহারা যদি তোমার প্রস্তাবকে গ্রহণ না করে তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে।

এই সকল সেনানী ও বাহিনী হযরত আবূ বকর (রা) দক্ষিণ আরবের বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। ইহার কারণ এই ছিল যে, ঐ এলাকাতেই ইরতিদাদের ফিতনা ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের আধিক্য ছিল। এবং ঐ ঐলাকাতেই নবুয়্যতের দাবীদারেরা খুব জোরে শোরে নবুয়্যতের ঘোষণা করিতেছিল এবং দেখিতে দেখিতেই উহারা বিরাট বিরাট বিক্রমশালী বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য তৈরী করিয়া ফেলিয়াছিল। এই জন্যই আবশ্যিকভাবে ঐ এলাকায় অধিক সেনানী প্রেরণের প্রয়োজন ছিল। উত্তর দিকে শুধুমাত্র ৩টি বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। কেননা ঐদিকে প্রয়োজন কম ছিল।

৯. নবম বাহিনী ঃ হযরত আমর বিন আস (রা)-এর নেতৃত্বাধীন হযরত সিদ্দীক (রা) নবম বাহিনী কাকায়া কবীলাকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। উহারা তাহাদের এলাকায় ভীষণ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল।

১০. দশম বাহিনী ঃ দশম বাহিনী মুয়ীন বিন হাজিয সালমী (রা)-এর নেতৃত্বাধীন বনূ সলীম ও বনূ হাওয়াযিলের হাঙ্গামা প্রিয় কবীলাগুলিকে নির্মূল করিবার জন্য প্রেরণ করেন।

১১. একাদশ বাহিনী ঃ একাদশ ও শেষ বাহিনীকে হযরত আবূ বকর (রা) খালিদ বিন সায়ীদ বিন আমের (রা)-এর নেতৃত্বে সিরিয়া সীমান্তে ঐ এলাকার বিদ্রোহী ও অবাধ্য কবীলাগুলিকে আজ্ঞাবহ করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

সৈন্যাভিযানের পূর্বে মুরতাদ্‌দের নামে হযরত আবূ বকর (রা)-এর তাবলীগী পত্র ঃ উপরোল্লিখিত বাহিনী প্রেরণ করিবার পূর্বে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) শেষবারের মত সতর্কীকরণ হিসাবে মুরতাদদেরকে সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে উহাদিগকে পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ ও শান্তিতে বসবাস করিবার আহ্বান জ্ঞাপন করেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি তাবলীগী পত্র লিখান এবং তাঁহার কাসেদদের হস্তে ঐ সকল এলাকায় প্রেরণ করেন যেই স্থানসমূহে ইরতিদাদ এবং হাঙ্গামা কলহের শিখা জোরে শোরে জ্বলিতে ছিল। ঐ তৎপরতা ছাড়াও তিনি ঐ পত্রের একটি করিয়া অনুলিপি ঐ সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষদের নিকট প্রেরণ করেন ও উহাদিগকে বলিয়া দেন যে, যখন তোমাদের বাহিনী শত্রুর সম্মুখে গিয়া তাবূ গাড়িয়া অবস্থান করিবে তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে এই পত্র মুরতাদদের বাহিনীর সম্মুখে উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া শুনাইবে। যাহাতে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে শেষবারের মত সতর্কীকরণের দায়িত্ব সম্পাদিত হইয়া যায় এবং কোন ব্যক্তি যেন এই ওযর পেশ করিতে না পারে

www.pathagar.com

যে, আমার নিকট ইসলামের তাবলীগ পৌঁছে নাই। এই পত্রাবলিতে আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ ও সানার পরে মহানবী (সা)-এর রিসালাত ও তাঁহার বশীর (সুসংবাদ জ্ঞাপক) ও নযীর (সতর্ককারী) হওয়ার কথা উল্লেখিত ছিল অতঃপর ইহা লিপিবদ্ধ ছিল যে, যখন সেই দায়িত্ব সম্পাদিত হইয়া গেল যেই জন্য রাসূল (সা) দুনিয়ায় তশরীফ লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ওফাত দান করিলেন।

ইহার পরে হযরত সিদ্দীক (রা) ঐ পত্রাবলীতে পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াত উদ্ধৃত করিলেন যাহাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের উল্লেখ ছিল। ঐ আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদানে তাঁহার উদ্দেশ্য মানুষকে ইহা জ্ঞাত করানো ছিল যে, যে সকল মানুষ এইরূপ বলিত যে, মুহাম্মদ (সা) যদি সত্য নবী হইতেন তবে কখনই মৃত্যুবরণ করিতেন না। উহারা বিভ্রান্ত।[১] ঐ পত্রাবলীর শেষে তিনি লিখিয়া ছিলেন।

"আমি অবগত আছি যে, তোমাদের মধ্যকার কতক মানুষ, যাহারা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল ও উহার আহকামে আমল করিতেছিল। এখন সেই দীনকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারা নিজেদের অজ্ঞতা ও মুর্খতা বশতঃ আল্লাহ্‌কে চিনে নাই এবং শয়তানের ধোকায় পড়িয়া গিয়াছে। আমি মুহাজিরীন, আনসার ও তাবিয়ীনের সম্মিলিত বাহিনীকে অমুকের'নেতৃত্বাধীনে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি ও নির্দেশ দান করিয়াছি যে, ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ পরিহার করিবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদিগকে ইসলামের দাওয়াত না দিবে। যেই ব্যক্তি উহার কথা মানিয়া লইবে ও পুনর্বার নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করিবে এবং হাঙ্গামাকলহ সৃষ্টি ও বিদ্রোহ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে ও ভাল কাজ করিবে উহার সহিত কোন বিরোধ নাই, তাহাকে সাহায্য সহযোগিতা দান করা হইবে। কিন্তু যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইবে এবং ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করিতে থাকিবে, আমি আমার সেনাপতিগণকে নির্দেশ দান করিয়াছি যে, এই ধরনের মানুষের সাথে যুদ্ধ করিবে ও তাহাদিগকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবে। তাহাদের স্ত্রী ও শিশুগণকে বন্দী করিবে এবং কাহারও নিকট হইতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছু গ্রহণ করিবে না। যেই ব্যক্তি এই কথা মানিয়া লইবে ও পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং হাঙ্গামা কলহ পরিত্যাগ করিবে, উহা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। কিন্তু যে এইরূপ করিবে না সে জানিয়া রাখুক যে, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে অপারগ করিতে পারিবে না। আমি আমার কাসিদকে নির্দেশ দান করিয়াছি যে, সে আমার এই পত্রকে তোমাদের জমায়েতের মধ্যে শ্রবণ করাইবে এবং প্রতীক এই নির্ধারণ করিয়াছি যে, ইহা শ্রবণের পরে তোমাদের মধ্যকার যে আযান দিবে তাহার প্রতি হস্ত রুদ্ধ করা হইবে, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহার ইসলাম গ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে।"[২]

১. আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা ২১০।
২. উমর আবূন্ নসর কৃত সীরাতু আবী বকর সিদ্দীক, পৃষ্ঠা ৪৮।

www.pathagar.com

সেনাপতিদের জন্য তাবলীগী উপদেশাবলী ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তো এই তাবলীগী পত্রাবলী মুরতাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। ইহাদের ছাড়া তিনি আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঐ সকল বাহিনীর সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে একটি উপদেশনামা লিপিবদ্ধ করান এবং উহার একটি করিয়া অনুলিপি প্রত্যেক সেনাপতিকে প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে তাকিদ করিয়া দেন যে, ঐ উপদেশের উপর কঠোরভাবে আমল করিবে। সেই অঙ্গীকারনামার ভাষা ছিল এই ঃ "ইহা খলীফাতুর রাসূল আবূ বকর (রা) পক্ষ হইতে অঙ্গীকার এবং অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ ব্যক্তি যখন ঐ সকল লোকদের সহিত লড়িতে যাইতেছে যাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিয়াছে। অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইতেছে যে, যতদূর পর্যন্ত তাহারা সম্ভাব্যতার সীমায় থাকিবে সে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্ তা'আলার তাকওয়া গ্রহণ করিবে, সে আল্লাহ্র পথে সর্ব যত্নে সচেষ্ট থাকিবে, ঐ সকল লোকের সাথে আল্লাহ্র জন্যে লড়িবে যাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া শয়তানের অনুগামী হইয়া গিয়াছে। অবশ্য শেষবারের মত সতর্কীকরণ হিসাবে তাহাদিগকে প্রথমে ইসলামের দিকে ডাক দিবে। যদি তাহারা ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করে তবে তাহাদের সহিত কোনরূপ বিরোধ করিবে না। কিন্তু যদি অস্বীকার করে তবে তাহাদের সহিত ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা না করে। মুরতাদরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহাদিগকে ঐ সকল অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হইবে যাহা তাহাদের জন্য পালনীয় এবং খিলাফতের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর ধার্যকৃত। উহার পরে উহাদের উপর যে সমস্ত দায়িত্ব পালন আবশ্যকীয় হইবে উহা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের যে সমস্ত অধিকার বর্তাইবে উহা প্রদান করিবে। কিন্তু ইরতিদাদ বিদ্যমান থাকাকালে তাহাদের সহিত কোনরূপ রেয়ায়েত করা হইবে না বা তাহাদের সহিত লড়াইয়ে পশ্চাতে থাকিবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন করিবার অঙ্গীকার করিবে ইহারা তাহাদের অঙ্গীকারকে মানিয়া লইবে এবং প্রতিটি সৎকর্মে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমানের পরে আবার আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করিতে মনস্থ করিবে তাহার সহিত ইহারা যুদ্ধ করিবে, অবশ্য যদি সে পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহাকে কোন প্রকারের জবাবদিহী করিতে হইবে না। ইহার পরে যদি সে তাহার অন্তরে কোন কথা গোপন করিয়া রাখে তবে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাহার সহিত বুঝাপড়া করিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দাওয়াতে কর্ণপাত করিবে না ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবে ইহারা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবে এবং তাহার নিকট হইতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছু গ্রহণ করিবে না। যে ব্যক্তি ইসলামের দাওয়াতক্রমে ঈমান আনিবে উহার এই স্বীকৃতি ইহারা গ্রহণ করিবে। কিন্তু যে অস্বীকার করিবে উহার সহিত ইহারা লড়িবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদিগকে মুরতাদদের উপর বিজয় দান করিবেন, তখন উহাকে তরবারী দ্বারা নিহত করা হইবে। উহারা যে গনীমতের মাল

www.pathagar.com

লাভ করিবে তন্মধ্য হইতে এক পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে আর পৃথককৃত পঞ্চমাংশ আমার নিকট প্রেরণ করিবে। এই ব্যক্তির নিকট হইতে এই কথারও অঙ্গীকার লওয়া হইতেছে যে, তাহার সঙ্গীগণকে তাড়াহুড়া ও ফাসাদ সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত রাখিবে এবং কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিজের বাহিনীতে প্রবেশ করিতে দিবে না, যদি সে ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে না চিনে। এই ধরনের সাবধানতার দরুন সে গুপ্তচরদের ফিতনা হইতে রক্ষা পাইবে। সে সফরে ও হিযরে (এতটা সময় অবস্থান যাহাতে কসরের সালাত প্রযোজ্য না হয়) মুসলিমদের সহিত কোমল ও প্রীতিমূলক আচরণ করিবে, উহাদের প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, যে মুসলিমগণকেও তাকিদ করিয়া দিবে যেন তাহারা সৎসঙ্গ গ্রহণ করে এবং নিজেদের সঙ্গীদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করে।[১]

হযরত সিদ্দীকের প্রেরিত সকল বাহিনী বিরাট সাফল্য অর্জন করে ঃ ঐ সকল বাহিনী যেইগুলি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইরতিদাদ ও হাঙ্গামা কলহ বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যা স্বল্পতা সত্ত্বেও বিরাট সাফল্য অর্জন করে। সেই বাহিনীগুলি সমগ্র আরবকে মথিত করিয়া ফেলে এবং প্রতিটি মুরতাদকে, ইসলামের প্রতিটি শত্রুকে, প্রতিটি বৈরী ও নবুয়্যতের দাবীদারকে ধ্বংস ও নির্মূল করিয়া ফেলে। কোন একজন শত্রুও মুকাবিলায় টিকিতে পারে নাই এবং কোন একজন হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীও বিলুপ্তি হইতে রক্ষা পায় নাই। এই বাহনীগুলি যেই যেই স্থানে গমন করিয়াছে সেই স্থানেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হাজার হাজার মুরতাদ অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে ও ফিতনা ফাসাদ হইতে বিরত হইয়াছে। হযরত আবূ বকর (সা) অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অতি বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া পুনর্বার মুসলিম বানান এবং এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ফিতনা ফাসাদের যে ঢেউ বিরাজিত ছিল উহা অতি বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সাথে শুধুমাত্র এক বৎসরের মধ্যে বিলীন ও বিলুপ্ত করিয়া ফেলেন।

হযরত সিদ্দীক (রা) কর্তৃক প্রেরিত এই বাহিনী যে সামরিক সাফল্য অর্জন করেন এবং যেমন করিয়া প্রতিটি কবীলায় গমন করিয়া উহাদিগকে তাবলীগ করেন ও পুনর্বার উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন, যদি উহার পূর্ণ বিবরণ বিবৃত করা হয় তবে অবশ্যই উহা একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করিবে। কাজেই দীর্ঘতা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে আমরা উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতেছি। যাহারা ঐ বিষয়ে উৎসুক এবং যাহারা ঐ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক তাহারা আরবীতে তাবারী ও ইব্‌নু আসীর এবং উর্দুতে খোলাফা-ই- মুহাম্মদ ও সীরাত-ই-আবূ বকর সিদ্দীক আকবর (রা) পাঠ করুন।

সিদ্দীকী যুগের বিজয়সমূহ ঃ মুরতাদদের ব্যাপার হইতে অবসর হইয়া, হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদেরকে নির্মূল করিয়া, নবুয়্যতের দাবীদারদেরকে নিঃশেষ করিয়া হযরত আবূ

১. উমর আবূন্ নসরকৃত সীরাতু আবী বকর সিদ্দীক (রা) পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।

www.pathagar.com

বকর (রা) ইরানের আড়ম্বরপূর্ণ এবং রোমের ভীতিপ্রদ সাম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টিদান করেন। এই উভয় বিরাট সাম্রাজ্য তদানীন্তন সভ্য দুনিয়ার মালিক বনিয়া বসিয়াছিল। যেহেতু এই উভয়ের সীমান্তই আরবের সহিত একদম মিলিত ছিল কাজেই সর্বক্ষণ উহাদের পক্ষ হইতে এই আশঙ্কা লাগিয়াই থাকিত যে, না জানি কখন আক্রমণ করিয়া বসে। এইজন্য রাজনৈতিক দিক হইতে ঐ দুইটিকে নিঃশেষ করিবার প্রয়োজন ছিল অথবা অন্তত এতখানি দুর্বল করিয়া দেওয়ার যাহাতে মুসলিমদের জন্য বিপদের কারণ না হইতে পারে।

ইরানের উপর আক্রমণ পরিচালনার একটি কারণ ইহাও ছিল যে, ইরানের সম্রাট নিজের শক্তি ও ক্ষমতার গর্বে আল্লাহ্‌র মহিমান্বিত রাসূল (সা)-এর তাবলীগী পত্র অতিশয় তাচ্ছিল্য ভরে টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল সেই জন্য আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে পরিপূর্ণভাবে ইহারই যোগ্য ছিল যে, তেমনিভাবে তাহার সাম্রাজ্যকেও টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হইবে।

ইহা ছাড়াও ইরানের কিসরা একটি আচরণ এইরূপও করিয়াছিল যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রেফতার করিবার নির্দেশ দিয়াছিল। সেই মতে তাহার প্রেরিত লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রেফতার করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা আগমন করিয়াছিল। কাজেই তাহার দুষ্কৃতি, বিদ্রোহ, অহংকার, গর্ব, অশিষ্টাচার ও ঔদ্ধত্যের দরুন যথার্থ শাস্তি বিধান করিবার প্রয়োজন ছিল। কেননা, তাহার এহেন আচরণ ছিল সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। মুসলিমগণ সব কিছুই সহ্য করিতে পারিলেও না তাহাদের প্রিয় নেতা নবী আলাইহিস সালামের অবমাননাকে সহ্য করিতে পারিত, না সেই অবমাননাকারীকে ক্ষমা করিতে পারিত।

রোমের সম্রাটও মুসলিমদের কম শত্রু ছিল না। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাসেদ হারিস বিন উমাইর (রা)-কে বলকারের গভর্নর শারজীল বিন আমর পথিমধ্যে ধরিয়া হত্যা করিয়া ফেলে তখন সেই অন্যায় হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়িদ বিন হারিসা (রা)-কে তিন হাজার সৈন্যসহ শারজীলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উহাতে রোমের কায়সার অগণিত সৈন্য সহকারে শারজীলের সাহায্য কল্পে মুসলিমদের মুকাবিলা করে।[১]

ইহার পরে রোমের কায়সার বিরাট প্রস্তুতির পরে আরবের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করে এবং সৈন্যদের উৎসাহ বর্ধনকল্পে প্রত্যেককে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম প্রদান করে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া যে, মুসলিমগণ অতি সাবধান ও সতর্ক তাহাকে সেই ইচ্ছা স্থগিত রাখিতে হয়।[২]

১. শিবলীর সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৩-৪৬৪।
২. শিবলীর সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৯।

www.pathagar.com

আরবে যখন ইরতিদাদের তুফান প্রবাহিত হয় তখন রোমের কায়সার সীমান্তে াবাদ আরব কবীলাগুলিকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয় ও ফিতনা সৃষ্টি করিতে ম্মত করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় কারে সাহায্য প্রদান করে। যেমন খিলাফত-ই- রাশেদার ইতিহাস প্রণেতা রিষ্কারভাবে লিখিতেছেন ঃ "ঐ ধরনের সরাসরি সাহায্য ছাড়াও যাহা আরবের দ্রোহীদেরকে প্রদত্ত হইয়াছিল ইরানী ও খৃষ্টানদের গোপন উস্কানি আরব ভূমিতে দ্রোহ ছড়াইতে বিরাট ভূমিকা পালন করিয়াছে। বিশেষতঃ কায়সারের খৃষ্টান াম্রাজ্য এই ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী ছিল।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা যখন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণকে বিজয় দান করেন খন রোমের কায়সার এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, এখন মুসলিমগণ আমার পর আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রয়াসী না হয় সে নিজেই এক বিরাট বাহিনী ংগঠন করিতে শুরু করিয়া দেয়। কাজেই কায়সারের সেই সামরিক প্রস্তুতির সংবাদ খন মদীনায় পৌঁছে, তখন হযরত আবূ বকর (রা) আকাবির সাহাবা (রা)-কে মায়েত করিয়া উহাদের সম্মুখে যে ভাষণ দান করেন উহাতে বলেন, "আপনারা বণ করিয়াছেন যে, হিরাকিল আমাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনী সংগঠিত রিতেছে। আমার ধারণা মতে আমাদিগকে সেই সংকটের মুকাবিলার জন্য পরিপূর্ণ াক্তি ও সাহসের সহিত কাজ করিতে হইবে এবং রোমানদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ইবার জন্য অধিক হইতে অধিক সংখ্যক সৈন্য সিরিয়ায় প্রেরণ করিতে হইবে।[২]

এইগুলিই ছিল সেই কারণ যদ্দরুন মুসলিমগণ ইরান ও রোমের উপর আক্রমণ রিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইরাক রাজ্য ইরান সাম্রাজ্যের সহিত সম্পৃক্ত ছিল আর িরিয়া ছিল রোমের কায়সারের অধীনস্ত। এই উভয় রাজ্যের সীমান্ত আরবের সহিত মলিত ছিল। এই জন্য মুসলিমগণ হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশক্রমে এই ভয় রাজ্য হইতেই আক্রমণের প্রারম্ভ করেন। সাথে সাথে বিশেষভাবে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল যে, যেই শহরেই আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছে প্রথম সেই হরের বাসিন্দাগণকে পরিষ্কারভাবে ইসলামের তাবলীগ করা হইয়াছে। যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সহিত কোন বিরোধ রাখা হয় নাই। অতএব, যরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশ পালনার্থে যখন ইরাকের উপর আক্রমণ করেন তখন সর্বপ্রথম ইরানী সীমান্তের প্রধান সেনাপতি হরমুযকে যে তাবলীগী পত্র প্রেরণ করেন উহাতে বলেন ঃ "তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকিবে। কিন্তু যদি তোমার এই কথা মনপূত না হয় তবে যিম্মী হিসাবে

১. মুহাম্মদ আলী এম এ প্রণীত তারীখ-ই-খিলাফত-ই-রাশেদা পৃষ্ঠা ২৫।
২. আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা-৪৫৭।

www.pathagar.com

আমাদের খিলাফতের সহিত মিলিত হইয়া যাও এবং আমাদের সংরক্ষণাধীনে নিজে জীবন কাটাইয়া দাও। এমতাবস্থায় তোমাকে হালকা কর দিতে হইবে। যাহা হইে সেই সংরক্ষণ দায়িত্বের প্রতিদান। যদি তুমি এই প্রস্তাব গ্রহণ না কর তবে পে পরিতাপ করিলে কোন ফায়দা হইবে না। সেমতাবস্থায় তুমি নিজেকে ছাড়া অন কাহাকেও দোষারূপ করিও না। কেননা, আমরা আমাদের সঙ্গে এমন এক বাহিি লইয়া আসিতেছি, যাহারা মৃত্যুর জন্য এমনই উদগ্রীব, যেমন তোমরা জীবনে জন্য।"[১]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইরাকের নিম্নে বর্ণিত শহর ' কসবাগুলি বিজিত হয় ঃ হাইফার আবেলা, হরমুয, কাযেমা, হিসনুল মিরআহ, মুযার দজলা, ইল্লীস, আমগীশিয়া, হীরা, বানকিয়া, বিসমা, আম্বার, আইনুত্তিমার হাসীদ, খানাফিস, মুযীহ, সানা, যমীল, রেযাফা,রেযাব এবং ফার্‌বায ইত্যাদি।

সিরিয়া রাজ্যে বুহ্‌রা,আরাক, তুদাম্মির, কারইয়াতাইন, হূরান, কারাকার, সাওয় কাসাম, সানিয়্যাতুল উক্‌কাব, মারাজুর রাহিত, মায়ান, আযরুয়াত, দওমাতু জন্দল, বুসরা, ইয়ারমূক, উরদন, দামাস্ক ও ইজনাদাইন ইত্যাদি বিজিত হইয়া মাত্র,তখনই হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইনতিকাল হয়।[২]

ইসলামী বিজয়সমূহ এবং ইসলামের তাবলীগের পারস্পরিক সম্পর্ক

বাহ্যতঃ বিজয়সমূহ ও রাজ্য বিস্তারের সহিত ইসলামের তাবলীগ ও উহার প্রচারে কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু খোলাফা-ই- রাশেদীন (রা)-এর যুগ পর্যন্ত উভয় বিষয়ে মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। মুসলিম মুজাহিদীন যে সকল দেশে, অঞ্চলে, শহরে ' গ্রামে আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছেন ঐগুলিকে বিজিত ও করতলগত করিবার পূে ঐ সকল লোককে যাহাদের উপর আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছে অবশ্যই ইসলামে তাবলীগ করিয়াছেন ও উহাদিগকে মুসলিম হইতে বলিয়াছেন। যদি তাহারা ইসলা গ্রহণ করিত তবে তাহারা তাহাদের ভাই ও বন্ধু হিসাবে গণ্য হইত। তাহাদিগে সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের সম অধিকার প্রদান করা হইত। এবং আরবী ইরানী ' রোমানদের মধ্যে কোন প্রকারের পার্থক্য করা হইত না।

বিজয়ের সাথে সাথে ইসলামের প্রচার এই ভাবেও অনেক হইয়াছে যে, ইরাক ' সিরিয়ার যে সকল শহর সাহাবাগণ জয় করিয়াছেন ঐ সকল স্থানে তাঁহারা শহরে বাসিন্দাদের সম্মুখে নির্মল চরিত্র ও মানবতার এমনই সুন্দর উদাহরণ পেশ করিয়াছে যাহাতে ইরানী ও রোমানরা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। উহার ফলশ্রুতিতে উহারা অতিশয় হৃষ্ট চিত্তে এবং কোন প্রকারের চাপ সৃষ্টি বা আন্দোলন ছাড়াই ইসলা

১. খোলাফা-ই- মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা-৮৯; আবূ বকর সিদ্দীক আকবর, পৃষ্ঠা-৪০২।

২. এই বিষয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য রহিয়াছে যে, ইজনাদাইন হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে জ হইয়াছে না হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে।

www.pathagar.com

গ্রহণ করিয়াছে এবং অবিরামভাবে করিতে থাকিয়াছে। এমন কি ক্রমান্বয়ে সমগ্র দেশই মুসলিম হইয়া গিয়াছে। সেই দেশে খৃষ্টান ও মজূসী আটার মধ্যে লবনের হারে বাকী রহিয়াছে। নিজেদের উত্তম চরিত্রের নমুনা পেশ করিয়া মুসলিমগণ এই সত্যকে অতিশয় পরিচ্ছন্নভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আমল ও চরিত্র, ওয়ায ও উপদেশ তাবলীগের চাইতে অধিকতর কার্যকর অস্ত্র। শুধু সাহাবাদেরই যমানায়ই নহে বরং পরবর্তীকালেও যখনই মুসলিম মুবাল্লিগীন ঐ নুসখাকে ব্যবহার করিয়াছেন উহা সর্বত্রই শতকরা একশত ভাগই কার্যকর প্রমাণিত হইয়াছে। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক ও ইরানের যে সকল শহর হযরত আবূ বকর (রা)-এর যমানায় সাহাবাগণ জয় করিয়াছেন ঐ গুলির মধ্যে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে এবং তথাকার বাসিন্দাগণ অতিশয় অধিক সংখ্যায় মুসলিম হইয়াছেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত সমগ্র শহরই মুসলিম হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্য করুন যে, পারস্যের সমগ্র দেশই ছিল মজূসীদের । একদিন এমন আসিল যে, সমগ্র দেশই ইসলাম গ্রহণ করিল। আর মজূসীরা তথায় নগণ্য সংখ্যায় রহিয়া গেল। আজ সমগ্র ইরানই মুসলিম। সিরিয়ারও এই অবস্থাই হয়।

ইহা হইল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালের ইসলাম প্রচারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত উমর (রা)এর খিলাফতকালে ইসলাম

হযরত উমর (রা) ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগ ও চাপ সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন ঃ হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগ বিজয়ের দিক হইতে যেমন গৌরবের অধিকারী ছিল, ইসলাম প্রচারের দিক হইতেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁহার যমানায় যেই যেই দেশ বিজিত হইতেছিল ঐ স্থানে ক্ষীপ্রগতিতে ইসলাম প্রচারিত হইতে থাকে। ইহার অর্থ কোন ক্রমেই ইহা নহে যে, শক্তি ও ক্ষমতার অহংকার এবং রাজ্য ও শাসনের চাপে ইসলামী সেনানী বিজিত ভূমিতে বল প্রয়োগ ও ক্ষমতার ব্যবহার করিয়া মানুষকে মুসলিম হইতে বাধ্য করিয়াছে। খোদ হযরত উমর (রা)-এর এমন কোন ধারণা ছিল না তিনি তাঁহার সেনাপতিগণকে এমন কোন নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাবকাতু ইব্‌ন সায়াদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, হযরত উমর (রা) এই কথার কঠোর বিরোধী ছিলেন যে, কাহারও উপর ইসলাম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ করা হউক। তাঁহার একজন অমুসলিম দাস ছিল। তিনি উহাকে সব সময় ইসলামের তাবলীগ করিতেন ও মুসলিম হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু সে সর্বদাই অস্বীকার করিত, ইহাতে হযরত উমর (রা) এই বলিয়া চুপ করিয়া যাইতেন যে, لا اكراه فى الدين ইহা হইল ব্যক্তিগত ব্যাপার। খিলাফত ও ইমারাতের ব্যাপারে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সহিত যখন তাহাদের আনুগত্য ও সন্ধির চুক্তি হযরত উমর (রা) সম্পাদন করিতেন উহাতে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ থাকিত যে, "প্রজাবর্গের মধ্য হইতে কাহাকেও বল প্রয়োগে মুসলিম বানানো যাইবে না।" যেমন আল কুদসের বাসিন্দাদের সহিত হযরত উমর (রা) সন্ধির যে চুক্তিপত্র তিনি স্বয়ং সেই স্থানে গমন করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন, আমি আমার দাবীর সমর্থনে উহার প্রথম অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ[১]

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما اخطى عبد الله عمر امير المؤمنين اهل ايليا من الامان اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم لكناسهم وصلبالهم وسقيمها وبريّها وسائر ملتها انه لايسكن كنائسهم ولاتهدم ولا ينتقض منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من شئ من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولايضار احد منهم......

১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯, দাক্ষিনাত্তের হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমি উমর (রা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও মুসলিমদের আমীর এই সন্ধিপত্র ঈলিয়াবাসীদের (বাইতুল মুকাদ্দাস) জন্য অনুমোদন করিতেছি। আমি নিরাপত্তা প্রদান করিতেছি তাহাদের জানের ও মালের। আমি নিরাপত্তা প্রদান করিতেছি তাহাদের গীর্জা ও তাহাদের সিলীবগুলিকে, তাহাদের মধ্যকার সুস্থ ও অসুস্থদেরকে। আমি এই কথার যামানত প্রদান করিতেছি যে, মুসলিমগণ না তাহাদের গীর্জাগুলিতে অবস্থান করিবেন, না ঐগুলিকে বিলীন করিবেন, না ঐগুলির আয়তন, ঐগুলির জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ভূমির কোন প্রকারের অনিষ্ট সাধন করিবেন। গীর্জার মধ্যে যে সমস্ত মাল পত্র থাকিবে ঐগুলি না তাহাদের ব্যবহারে আনিবেন, না কোন মানুষের কোন জিনিস ছিনাইয়া নিতে পারিবেন, না কোন মানুষের উপর মাযহাবের বিষয়ে কোন প্রকারের বল প্রয়োগ করা হইবে, না উহাদের মধ্যকার কোন মানুষকে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্থ করা হইবে।

شهد على ذالك خالد بن الوليد عمرو بن العاص عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن ابى سفيان وكتب وحضر سنة ١٥ هـ -

(অর্থাৎ এই সন্ধিপত্রের সাক্ষী হইলেন খালিদ ইব্‌নু ওলীদ (রা), আমর ইবনুল আস (রা), আবদুর রহমান ইব্‌নু আউফ (রা) ও মুয়াবিয়া ইব্‌নু আবী সুফিয়ান (রা) এবং হিজরী ১৫ সালে ইহা লিপিবদ্ধ হইল।[২]

ফারূকী বিজয়সমূহের বিস্তৃতি ঃ হযরত উমর (রা)-এর যুগে যে সমস্ত বিজয়লাভ হয় উহার চতুঃসীমা মিশরের শিক্ষা মন্ত্রী মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল তৎপ্রণীত কিতাব উমর ফারূক আযময়ে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ "হযরত আবূ বকর (রা) তৎকালে ইসলামী খিলাফতের যেই ছক বিছাইয়াছিলেন উহা হযরত ফারূক (রা)-এর যুগে পূর্বে চীন সীমান্ত, পশ্চিমে বারকারও পরে পর্যন্ত, উত্তরে কাযইয়াইন মহাসাগর হইতে দক্ষিণে নওবা শহর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সেই খিলাফত ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও মিশরকে উহার গণ্ডীভূত করিয়াছিল এবং সমগ্র আরব ভূমি উহাতে একীভূত হইয়া গিয়াছিল।[৩]

শামসুল উলামা শিবলী নুমানী ফারূকী বিজয় সমূহের বিস্তৃতির আলোচনাকালে উহার বিবরণ এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন ঃ "হযরত ফারূক (রা)-এর অধিকৃত রাজ্যের মোট আয়তন ছিল ২২ লক্ষ, ৫১ হাজার ৩০ বর্গমাইল। উহাতে সিরিয়া, মিশর, আরবী ইরাক, আলজিরিয়া, খুজিস্তান, আযমী ইরাক, আরমিনিয়া, আযারবাইজান, কায়েস, কুরমান, খোরাসান ও মকরানের এলাকা ও শামিল হইয়া যায়। বেলুচিস্তানের কিছু এলাকা শামিল ছিল। এশিয়া কোচকে, যাহাকে আরববাসী

১. তারীখু তাবারী, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় আলোচনা।

২. আল ফারূক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১-১২২; দাওয়াত-ই-ইসলাম, আরনল্ডকৃত, পৃষ্ঠা-৭১; মুহাম্মদ হোসাইন হাইকলকৃত উমর ফারূক আযম, পৃষ্ঠা-২৯৯।

৩. উমর ফারূক আযম, পৃষ্ঠা-৭৪৯।

www.pathagar.com

"রোম" বলিত হিজরী ২০ সালে আক্রমণ হইয়াছিল। এই সমস্ত বিজয় লাভ হইয়াছে হযরত উমর (রা)-এর যুগে। উহার সময়কাল ছিল ১০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক।"[১]

বিভিন্ন দেশের ঐ সকল শহরের সংখ্যা যেইগুলি হযরত উমর (রা)-এর যুগে বিজিত হইয়াছে ঐতিহাসিকগণ কম বেশীর সম্ভাবনা সাপেক্ষে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার যুগে বিভিন্ন দেশের বড় বড় শহরগুলিতে ৪ হাজার মসজিদ নির্মিত হইয়াছে।[২]

বিজিত রাজ্য সমূহে ইসলাম প্রচার ঃ ফারূকী বিজয় সমূহ বর্ণনা করিবার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল শহর ও দেশ হযরত উমর (রা)-এর যুগে বিজিত হইয়াছে তথায় অধিক হারে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা যেইগুলি উল্লেখ করিলাম, হযরত উমরের সময়ে ঐ সমস্ত এলাকা ও দেশে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

হযরত উমর (রা)-এর যুগে ইসলাম প্রচারের কারণ ঃ হযরত উমর (রা) -এর যুগে যে সকল দেশ বিজিত হইয়াছে ঐগুলিতে ইসলাম প্রচারিত হইবার কি কারণ ঘটিয়াছিল? আর ঐ কারণগুলি কি, যদ্দরুন ঐ দেশগুলির মজূসী, খৃষ্টান, ইহুদী ও প্রতিমা পূজারীরা শীঘ্র মুসলিম হইয়াছে? ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিশরের বিজ্ঞ ঐতিহাসিক মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল তৎপ্রণীত পুস্তক "উমর ফারূক আযম"য়ে যে প্রণিধানযোগ্য ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন উহার অতি সংক্ষিপ্ত নিম্নে বিবৃত হইল ঃ

হযরত উমর (রা)-এর যুগে মুসলিম বাহিনী যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছে ঐগুলিতে ইসলামের নব বাণী চিন্তা ভাবনার বিষয়ে পরিণত হইয়াছে এবং সেই বাণীতে প্রথম ঈমান আনয়নকারী আরবদের সাফল্য এই বিষয়ের প্রমাণে পরিগণিত হইয়াছে যে, রূহানী ও সমষ্টিগত জীবন বিধান স্বরূপ এই বাণী হইল একটি গঠনমূলক বাণী।

ঐ সময় মুসলিমগণ যে সকল দেশে আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছেন তথাকার পরিস্থিতি ইসলামী ভাবনাকে প্রতিটি মুখের ও প্রতিটি মজলিসের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করিয়াছে। উহার কারণ এই ছিল যে, যে রূহানী ভিত্তির উপর এই চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত ছিল উহা ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও যে কোন প্রকারের ঘোরপ্যাঁচ বর্জিত। আর এই ভিত্তির উপর যে চারিত্রিক বিধানকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল উহা এমনই আড়ম্বরপূর্ণ ছিল যে, উহার জৌলুস দৃষ্টি ও অন্তরকে অবচেতন ভাবেই নিজের দিকে আকর্ষণ করিত। এতদ্ভিন্ন ইসলামের সমাজ বিধান ও উহার সারল্য ও উৎকৃষ্টতার দিক হইতে উহার চারিত্রিক বিধান ও রূহানী ভিত্তির চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না। মুসলিমগণ যখন ইরান ও ইরাক অধিকার করিলেন এবং যখন তাঁহারা সিরিয়া ও মিসর জয় করিলেন তখন ঐ সময় দেশের বাসিন্দাগণকে

১. আল ফারূক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২ ও ৩।

২. উমদাতুল কালাম ফী সালাতীনি ইসলাম, পৃষ্ঠা-২৪; রওযাতুল আহবারের হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঐ রূহানী বাণী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতে হইল যাহা মুসলিম মুজাহিদীন প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি দেশের সম্মুখে বিস্তারিত বিশ্লেষন সহ উপস্থাপন করিতেছিলেন।

মুসলিমদের সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় খৃষ্টান ও মজূসীদের বিরোধ চরমে পৌঁছিয়াছিল, উহার পরিণতিতে অধিকাংশ স্থানেই মানুষ নানা অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হইতেছিল। এই উৎপীড়ন এক পক্ষের মাযহাবী আকীদা সমূহকে টলটলায়মান করিয়া উহাকে উহার পথ হইতে বিচ্যুত করিতেছিল এবং অপর পক্ষের মাযহাব ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে উসকাইয়া দিয়া উহাতে নিজেদের আকীদার জন্য অধিক ত্যাগ ও অধিক তিতিক্ষার আবেগ তীব্রতর করিতেছিল। এই দ্বিতীয়টিই ঐ সমস্ত মানুষকে নতুন দীন ও উহার নতুন শিক্ষা সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করিবার কারণ হইয়াছিল।

মুসলিম সেনানী অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ সাফল্যের পতাকা উড়াইয়া যেই দেশেই গমন করিতেন তথাকার কোন মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন না বরং তাহারা আকীদার স্বাধীনতাকে নিজেদের দাওয়াতের ভিত্তি বানাইয়াছিলেন। এই কথার আবশ্যিক প্রভাবও ঐ সকল মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয় যাহারা তাহাদের মাযহাবকে আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। আর ঐ সকল মানুষও মুসলিমদের এই কার্যপদ্ধতিতে পরিপূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল যাহারা তাহাদের আকীদায় টলটলায়মান অবস্থায় ছিল। ইহার ফল এই হয় যে, উপরোল্লিখিত উভয় পক্ষের মানুষ ঐ নতুন দীন ও উহার পূজারীগণকে এমন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল যাহাতে না ছিল ঘৃণা, না ছিল বৈরীতা।

ঐ সকল চুক্তি ও সন্ধিপত্র যাহা মুসলিমগণ ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের অধিবাসীদের সহিত সম্পাদিত করিয়াছিলেন উহাতে বিশেষভাবে এই শর্তগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল যে, না কোন মানুষকে তাহার পূর্বতন পৈতৃক ধর্ম হইতে ধর্মান্তরিত করণে বাধ্য করা হইবে, না কোন জাতি ও মাযহাবের পূজাগৃহের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা হইবে। এমতাবস্থায় ইহা অতিশয় প্রাকৃতিক বিষয় ছিল যে, বিজিত এলাকার মানুষ এই নতুন ধর্মকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিত এবং অন্তর হইতে ঐ সকল বিজয়ীগণকে সম্মান ও ইয্যত করিত। যাহারা তাহাদের খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল ন্যায় ও ইনসাফের উপর, আর বল প্রয়োগ ও ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের মাযহাবকে বিস্তৃতি করিতে চাহে নাই।

বিজিত দেশের অধিবাসীগণ নতুন দীন ও উহার শিক্ষা সম্পর্কে অধিক চিন্তা ভাবনা এই জন্যও করিয়াছে যে, মাযহাবী স্বাধীনতা বিধানকারী চুক্তিগুলিতে ইসলাম গ্রহণকারী ও গ্রহণকারী নয় এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত ছিল। অর্থাৎ নিজেদের পৈতৃক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত লোকদের জন্য ইহা আবশ্যিক করা হইয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের জান মাল এবং তাহাদের নিজেদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও

www.pathagar.com

সমর্থনের বিনিময়ে বিজয়ীদের জিযিয়া[১] প্রদান করিবে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করা অবস্থায় উহারা জিযিয়া পরিশোধ হইতে বাদ হইয়া যাইত এবং শ্রেণী, মর্যাদা ও সম্মানে উহারা বিজয়ী মুসলিমদের একেবারেই সমান হইয়া যাইত। মুসলিমের যেই অধিকার তাহাদেরও সেই অধিকার, যাহা মুসলিমদের দায়িত্ব উহা তাহাদেরও দায়িত্ব হইত। মুসলিমদের সহিত তাহাদের আত্মীয়তা হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা যুদ্ধে মুসলিমদের সঙ্গে থাকিয়া গনীমতের মাল অর্জন করিতেছিল। নও মুসলিমদের আধিক্য ও বিজয়ীদের ঐ জাতীয় সাম্য আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া অপরাপর মানুষের মধ্যেও নতুন দীন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার আকাংখা সৃষ্টি হয়। যেমন, উহাদের মধ্যকার যাহারা উহার মূলনীতি ও বিধানকে অনুধাবন করিতে পারিয়াছে উহারা স্বতঃস্ফুর্তভাবেই ঈমান ও আনুগত্যের গন্ডীভুক্ত হইয়াছে।

ইসলাম আকীদার স্বাধীনতা ও দ্বীন সম্পর্কে বল প্রয়োগ না করিবার যে নীতি তৈরী করিয়া ছিল উহার দরুন ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও মিশরের অধিকাংশ মানুষ

১. জিহাদের অনুরূপ জিযিয়াকেও ইসলাম বিরোধীরা একটি আতঙ্কে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল এবং উহারা উহাকে এমন ভয়াবহ আকারে উপস্থাপিত করিতেছে যেন জিযিয়া হইল অমুসলিমদের পক্ষে অসহনীয় বোঝা, বিরাট উৎপীড়ন ও এমন ভারী ট্যাক্স, যাহা অমুসলিম প্রজাবর্গ অতিশয় আপদ ও ক্লেশের সাথে আদায় করিত এবং এই ট্যাক্স অমুসলিমদের নিকট হইতে খুবই অপমানজনক ও কঠোরভাবে আদায়করা হইত, কোন অবস্থাতেই উহার কোন ক্ষমা ছিল না। অথচ প্রকৃত ঘটনা উহার বিপরীত। প্রমাণ স্বরূপ আমি একজন ন্যায় প্রকৃতির ইংরেজ লিখকের যিনি অতি পরিষ্কার ভাষায় স্বাধীনভাবে জিযিয়ার পরিমাণ ও উহার বিবরণ এই ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জিযিয়ার হার ছিল জনসাধারণের জন্য বাৎসরিক ২৪ দিরহাম (এক দিরহাম হইল তিন আনা চারি পাই) এই হিসাবে ২৪ দিরহামে হয় বাৎসরিক পাঁচ টাকা। যাহাদের আমদানী কম হইত যেমন, মজদুর, কিষাণ ইত্যাদি উহাদের জন্য ছিল ১২ দিরহাম (অর্থাৎ আড়াই টাকা) বাৎসরিক। মানুষের জন্য জিযিয়ার টাকা অথবা জিনিস যে কোন প্রকারে পরিশোধের সুযোগ ছিল। জিযিয়া শুধুমাত্র সুস্থ্য মানুষের নিকট হইতে আদায় করা হইত। মহিলা, শিশু, অতিবৃদ্ধ, অতি গরীব, অন্ধ, লেংড়া, লুলা, পাগল ও চিকিৎসা বহির্ভূত অসুস্থরা পরিশোধ হইতে বাদ ছিল। পাদরী, রাহেব, পূজাগৃহের খাদিম ও দারওয়ানের নিকট হইতেও জিযিয়া আদায় করা হইত না। জিযিয়া আদায়কারীগণের উপর বিশেষভাবে নির্দেশ ছিল যে জিযিয়া আদায় না হওয়ার ক্ষেত্রে কাহারও উপর কঠোরতা বা বল প্রয়োগ করিবে না, না তাহাকে এই অপরাধে কোন প্রকারের দৈহিক শাস্তি প্রদান করিবে না। জিযিয়া ছিল নিরাপত্তার প্রতিদান। যদি কোন ক্ষেত্রে মুসলিম তাহাদের অমুসলিম প্রজাবর্গের নিরাপত্তা বিধানে অপারগ হইত তবে নির্দ্বিধায় জিযিয়া বাবদ আদায়কৃত অর্থ ফেরত দেওয়া হইত। (আরনল্ডের দাওয়াত-ই-ইসলাম-পৃষ্ঠা-৭২)।

আরনল্ড ইহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছে যে, "কতিপয় মানুষ আমাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পায় যে, জিযিয়া খৃষ্টানদের উপর এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আরোপ করা হইয়াছিল যে, উহারা কেন ইসলাম গ্রহণ করে নাই? অথচ ইহা একেবারেই মিথ্যা, জিযিয়া ছিল সেই নিরাপত্তার প্রতিদান যাহা মুসলিম খৃষ্টানের জন্য বিধান করিত। যেমন, হীরার অধিবাসীগণ যখন তাহাদের জিযিয়ার অর্থ পরিশোধ করিল তখন পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিল যে, এই অর্থ আমরা এই শর্তে পরিশোধ করিতেছি যে, মুসলিম আমাদের জন্য উহাদের কবল হইতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন যাহারা আমাদিগকে নিগৃহীত করিবে। সে মুসলিম হউক বা অন্য কেহ। (আরনল্ডের দাওয়াত-ই-ইসলাম, পৃষ্ঠা-৭৭)।

www.pathagar.com

নতুন দীন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়াছে এবং শেষ স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টমনে দলে দলে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে।

যদি মুসলিমগণ বিজিত জাতিগুলিকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিতেন তবে উহাতে উহারা কোন উপকার পাইতেন না বরং বিজিত দেশগুলির মাটি তাহাদের অস্তিত্বকে সহ্য করিত না এবং তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। সেমতাবস্থায় মুসলিমগণকে তাহাদের হুকুমতের জন্য বল প্রয়োগ ও ক্ষমতার ব্যবহার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকিত না, আর যে হুকুমত বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণতঃ উহার অতি শীঘ্র পতন ঘটে।

ইহার বিপরীতে যদি মানুষ কোন আকীদাকে স্বাধীন ও স্বতস্ফুর্তভাবে গ্রহণ করে ও উহার প্রভাবগণ্ডিতে প্রবেশ করে তবে সেই আকীদা তাহাদের জীবনের অংশে পরিণত হইয়া যায় এবং উহা তাহাদের মনে মর্যাদার এমন এক আসন গাড়িয়া বসে যে, উহারা উহার জন্য বুক ফুলাইয়া দাড়াইয়া যায় এবং জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পিছপা হয় না। যেমন-প্রথম শতাব্দীতে মুসলিমগণ যখন ইসলাম প্রচারকালে এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ আকীদায় স্বাধীনে থাকিবে এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকারের বল প্রয়োগ নাই। উহা পরিপূর্ণরূপে অতিশয় বিজ্ঞতা প্রসূত ছিল এই এই নীতির দরুনই ইসলামী খিলাফত বিস্তৃতি ও গৌরব দান করিয়াছে।

মুসলিমগণ বিজিত দেশ সমূহের অধিবাসীগণকে মাযহাবী ব্যাপারে স্বাধীনতার যে যামানত প্রদান করিয়া ছিলেন উহাও ঐ বিষয়ের একটি কারণ ছিল যদ্দরুণ ইরান ও রোম প্রভৃতি ইসলাম ও আরবী ভাষা গ্রহণ করিতে সম্মত করাইয়াছে। কিন্তু অমুসলিমদের মুসলিম হইবার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কারণ এই ছিল যে, ইসলাম রং ও বংশ, এবং ভাষা ও আচরণে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের মধ্যে সাম্যের যে নীতি কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং এই নীতি নির্ধারন করিয়া দিয়াছিল যে, "তাকওয়া ছাড়া কোন আরবীর জন্য আযমীর উপর কোনরূপ প্রাধান্য নাই।" এবং ইহাও যে, "মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই, উহাদের মধ্যকার কাহারও ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার ভাইয়ের জন্য ঐ সকল জিনিসই পছন্দ করিবে না যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" এই ভ্রাতৃত্ব এই স্বাধীনতা ও এই সাম্য সম্মিলিতভাবে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে যাহা খিলাফতের ঐক্যের শক্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়াছে এবং উহার ছায়াতলে খিলাফতের প্রতিটি অংশের তৎপরতা তীব্রতর হইয়া গিয়াছে।[১]

ফারূকী যুগে ইসলাম প্রচারের ঘটনাবলী ঃ হযরত উমর (রা)-এর যুগে ইসলামের অধিক প্রচারের কারণগুলি বিস্তারিত আলোচনার পরে আমরা এই স্থানে কতিপয় ঐ সকল ঘটনা বিবৃত করিব যাহা বিশেষ ভাবে ফারূকী যুগের সাথেই সম্পৃক্ত

১. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকলের "উমর ফারূক আযম" বিবৃতির সংক্ষিপ্ত সার পৃষ্ঠা- ৭৪৯-৭৬৪।

www.pathagar.com

এবং উহার দ্বারা এই সত্যের উপর আলোকপাত হয় যে, হযরত উমরের যুগ ইসলামের প্রচার ও প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ঘটনাগুলি আমি বিভিন্ন ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থ হইতে চয়ন করিয়া একত্রিত করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন আরবী ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টাই চালান নাই যে, প্রতিজন খলীফা ও প্রতিজন মুসলিম প্রশাসকের আমলে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী যে প্রয়াস প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে উহার অবস্থা বর্ণনা করা হউক। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না যে, বিভিন্ন ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থের পাতা উল্টাইয়া ইসলাম প্রচার সম্পর্কে যেইস্থান হইতে যতটুকু মাল মসলা পাওয়া যায় ঐগুলিকে একত্রিত করা হউক। আর আমরা ইহাই করিয়াছি।

এই প্রয়াসে অবশ্য কোন ঘটনা বাদ পড়িয়া যাইবে, তবে ইহা নিশ্চিত যে, তাবলীগের বড় বড় ঘটনা সমস্তই এই বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

হযরত উমর (রা)-এর তাবলীগী নির্দেশাবলী ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন বিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করিতেন তখন উহার অধিনায়ককে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিতেন যে, লড়িবার পূর্বে তাহাদের সম্মুখে ইসলামকে পেশ করিবে। হযরত উমর (রা) তাহার খিলাফতের সারাটি জীবন এই সুন্নতে সুদৃঢ় ছিলেন। কাজেই তিনি যখনই কোন দেশে বাহিনী প্রেরণ করিতেন তখন শুধুমাত্র যাত্রা কালেই নহে বরং যুদ্ধ চলাকালেও বারংবার বাহিনীর অধিনায়কের নিকট লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করিতেন যে,সাবধান! শেষ বারের মত সতর্কীকরণ ছাড়া উহাদের উপর তরবারী চালাইবে না। প্রথমে উহাদিগকে উত্তম রূপে তাবলীগ করিবে। ইসলামী আকায়িদ ও উহার নীতিগুলিকে উহাদের নিকট বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিবে এবং উহাদিগকে তৌহিদ ও রিসালাতের দিকে ডাক দিবে। তাহারা যদি কোন ক্রমেই না মানে ও ইলাহী বাণীকে কোন ক্রমেই গ্রহণ না করে তবে বাধ্য হইয়া উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। এই ধরনের নির্দেশাবলী হযরত উমর (রা) প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিজন অধিনায়ককে দান করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অধিনায়ক পরিপূর্ণরূপে ঐ নির্দেশাবলী মানিয়া চলিয়াছেন এবং সম্ভাব্য সর্ব প্রকার বিপক্ষীয়গণকে ইসলামের তাবলীগ করিয়াছেন।

ইরানের শাহান শাহের দরবারে ইসলামের তাবলীগ ঃ হযরত উমরের (রা) সেই তাবলীগী নির্দেশাবলীর অতি আড়ম্বরপূর্ণ প্রকাশ ঐ সময় হইয়াছে যখন ইরানের শাহান শাহ ইয়াযদজর্‌দ বিশাল ইরানের প্রখ্যাত বীর রুস্তমের নেতৃত্বাধীনে এক লক্ষ বিশ হাজার সেনানীর বিরাট বাহিনীকে মুসলিমগণকে ধ্বংস ও বিলীন করিবার উদ্দেশ্যে কাদিসিয়্যাতে প্রেরণ করে। এই স্থানে ইসলামী বাহিনীর অধিনায়ক হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্‌কাস (রা)-এর নিকট মাত্র ত্রিশ হাজার সেনানী ছিল। সাধারণভাবেই অনুধাবন করা যায় যে, এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের বিপক্ষে ত্রিশ হাজার সৈন্য কি যুদ্ধ করিবে? তিনি হযরত উমর (রা)-এর খিদমতে পত্র লিখিয়া পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। হযরত উমর (রা) উত্তর দিলেন, “বিচলিত হইবার কারণ

www.pathagar.com

নাই, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর এবং বীরত্বের সহিত শত্রুর মুকাবিলা কর। প্রথমে নিজের বাহিনীর কতিপয় প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধিদল স্বরূপ বাদশাহের নিকট প্রেরণ কর। উহারা গিয়া উহাকে ইসলামের তাবলীগ করিবে এবং সম্ভাব্য সর্ব প্রকারে উহাকে সত্যতা ও যথার্থতার দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করিবে। যদি সে কোনক্রমেই না মানে তবে বাধ্য হইয়া তরবারী উত্তোলন করিবে, কিন্তু প্রারম্ভ করিবে না।"

এই পত্র হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্‌কাস (রা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি নির্দেশ পালনার্থে তাঁহার বাহিনী হইতে ১৪ জন প্রখ্যাত সরদারকে ঐ কার্যের জন্য মনোনীত করেন । উহারা বিভিন্ন বিশেষণের ভিত্তিতে সমগ্র আরবে অদ্বিতীয় ছিলেন। আল্লামা শিবলী নু'মানী আল ফারূকের ২য় খণ্ডে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণের বিবরণ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

১. আতারিত বিন হাজিব (রা), ২. আশয়াস বিন কীস (রা), ৩. হারিস বিন হাস্‌সান (রা), ৪. আসিম বিন উমর (রা), ৫. আমর বিন মাদীকারিব (রা), ৬. মুগীরা বিন শো'বা (রা), ৭. মুয়ান্না বিন হারিসা (রা), ৮. নু'মান বিন মুকরিন (রা), ৯. বসর বিন আবী রিহম (রা), ১০. হামালা বিন জুয়াইবা (রা), ১১. হিনযালা বিন আররবী আল তামীমী (রা), ১২. ফুরাত বিন হাইয়ান আল আজালী (রা), ১৩. আদী বিন সুহাইল (রা), ১৪. মুগীরা বিন যরারাহ (রা) । ইহারা সকলেই গাম্ভীর্য, তদবীর , সহনশীলতা, সতর্কতা, ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতিশয় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের এই সকল মুবাল্লিগ কাদিসিয়্যা হইতে যাত্রা করিয়া মাদায়িন পৌঁছেন, উহা ছিল তদানীন্তন ইরানের রাজধানী। ইহারা যেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন সেই পথেই দর্শকের ভীড় জমিয়া যাইত। যদিও ইহাদের বাহ্য দৃশ্য এমন ছিল যে, ঘোড়ায় জ্বীন এবং হস্তে অস্ত্র পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু তাহাদের চেহারা হইতে অসাধারণ নির্ভিকতা ও সাহসিকতা প্রকাশ পাইতেছিল। উহা দর্শকদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।

ইরানের শাহানশাহ ইয়াযদজরদ যখন ঐ সকল ইসলামের মুবাল্লিগের আগমনের সংবাদ পাইল ও তাহাকে বলা হইল যে, ইসলামী বাহিনীর এই সমস্ত বাছাই করা বীরগণ আপনার নিকট আরবের খলীফার বাণী লইয়া আসিয়াছেন তখন সে অতিশয় আড়ম্বরের সাথে তাহার দরবারকে সজ্জিত করে ও উহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়।

এই সকল বিশিষ্ট ও বাছাইকরা কবীলা সরদার জুব্বা পরিধান করেন, ইয়ামনী চাদর কাঁধে ফেলেন, মজবুত চাবুক হস্তে ধারণ করেন ও চামড়ার মৌজা পায়ে পরিধান করিয়া এমন গম্ভীরভাবে দরবারে প্রবেশ করেন যে, উহাতে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের আমীরদের মনেই ভীতির সঞ্চার হয় নাই বরং ইয়ায্‌দজর্‌দও ভীত হইয়া পড়ে। অথচ দরবারের শান শওকত আরব সরদারদের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করে

www.pathagar.com

নাই, বরং তাহাদের চেহারায় পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পাইতেছিল যে, তাহারা সেই শান শওকতকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন।

বাদশাহ্ প্রতিনিধিদলের সদস্যগণকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিল, অপঃপর ইয়াযদজরদ প্রতিনিধি দলপতি হযরত নু'মান বিন মুকরিন (রা)-এর দিকে দৃষ্টি দেয় ও দোভাষীর মাধ্যমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনারা নিজেদের রাজ্য ছাড়িয়া কেন আমার দেশে আগমন করিলেন? এবং আমার নিকট আপনাদের আগমনের হেতু কি?

ইয়ায্‌জরদের এই প্রশ্নে হযরত নু'মান বিন মুকরিন (রা) দণ্ডায়মান হইলেন ও বলিলেন ঃ "ওহে বাদশাহ! অধিক দিন অতীত হয় নাই যে, আমরা অতিশয় মূর্খ ও জংলী ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুকম্পা করিলেন ও আমাদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য আমাদের মধ্যে তাহার একজন নবী প্রেরণ করিলেন। তিনি আমাদিগকে সরল পথ দেখাইলেন, মঙ্গলজনক কার্যের দিকে ডাক দিলেন ও মন্দের পথ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শিক্ষা দিলেন। সেই রাসূল (সা) আমাদিগকে এই বিষয়ের নিশ্চয়তা দান করিলেন যে, যদি আমরা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করি তবে আমাদের দ্বীনও সুশোভিত হইবে দুনিয়াও ঠিক হইয়া যাইবে। আর আমরা উভয় জগতে সফল ও কৃতকার্য হইব।

আমরা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিলাম ও তাঁহার দরবারে আনুগত্যে শির নত করিলাম। উহাতে সেই সত্য নবী (সা) আমাদিগকে নির্দেশ দান করিলেন যে, তোমরা এই দাওয়াতকে তোমাদের প্রতিবেশী দেশে পৌঁছাও এবং তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, ইসলামে সর্ব প্রকারের সৌন্দর্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা সত্যকে সত্যের আকারে এবং বাতিলকে বাতিলের আকারে পরিবেশন করে। এই জন্য আমাদের রাসূলের (সা) নির্দেশ পালনার্থে, আমাদের বর্তমান খলীফার (রা) নির্দেশ মুতাবিক আমরা আপনার খিদমতে এই উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি যে, আপনাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিবার দাওয়াত দিব। আপনি যদি আমাদের দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়া লন এবং আল্লাহ্‌র একত্ব ও এবং আমাদের রাসূলের রিসালতে ঈমান আনেন তবে আমরা আপনার সহিত কোনরূপ বিরোধিতা করিব না। আল্লাহ্‌র কিতাব আপনার হাওয়ালা করিয়া দিব ও এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। উহার পরে আপনার উপর দায়িত্ব বর্তাইবে যে, কুরআনী নির্দেশাবলী পালন করিবেন ও তাওহীদের প্রচারে সচেষ্ট হইবেন।

কিন্তু যদি আপনি আমাদের দাওয়াতকে গ্রহণ না করেন ও ইসলাম গ্রহণ না করেন তবে আমরা আপনার সমক্ষে একটি আকৃতি এই পেশ করিতেছি যে, আপনি আমাদের নিরাপত্তায় চলিয়া আসুন, আমাদের শত্রুর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করুন, আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন প্রকারের বৈরী তৎপরতা হইতে বিরত থাকুন, এমতাবস্থাতেও আপনার সহিত আমাদের কোন প্রকারের বিরোধ থাকিবে না। কিন্তু

www.pathagar.com

আপনি যদি ইহাও পছন্দ না করেন তবে দুনিয়া হইতে হাঙ্গামা কলহ বিলোপকরণ ও দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে ইহা আবশ্যকীয় হইয়া পড়িবে যে, আমাদের মধ্যে তরবারীই সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।"

নু'মান বিন মুকরিন (রা)-এর এই ভাষণে ইয়াযদজরদ দোভাষীর মাধ্যমে শ্রবণ করে, তাহার ভীষণ ক্রোধ হয় ও সে জবাব দেয় ঃ

ওহে আরব জাতি! ইতিপূর্বে সমগ্র দুনিয়ায় তোমাদের চাইতে নিকৃষ্ট কোন জাতি ছিল না। আমরা যদি একটি উষ্ট্র জবাই করিয়া তোমাদিগকে খাওয়াইয়া দিতাম তবে উহাতেই তোমরা তুষ্ট হইতে এবং উহাতেই তোমাদের সব চেঁচামেচি বন্ধ হইয়া যাইত। তোমাদের জাতি যদি কখনও আমাদের সহিত বিদ্রোহ করিত তখন আমরা সীমান্তের সরদারগণকে লিখিয়া পাঠাইতাম, উহারা ভালভাবে তোমাদের কান মলিয়া দিত আর তোমরা একেবারেই ঠিক হইয়া যাইতে। ইহাই ছিল তোমাদের পূর্বেকার অবস্থা। কিন্তু এখন তোমাদের এমন দিন হইয়াছে যে, তোমরা জোট বাধিয়া আমাদের দেশে আক্রমণোদ্দত হইয়াছ। আমি তোমাদিগকে সুপরামর্শ দিতেছি যে, রাজ্যবৃদ্ধির লোভ পরিত্যাগ কর ও নিজেদের গৃহে গমন করিয়া শান্তিতে থাক। স্বপ্নেও তোমাদের এমন ধারণা করা উচিত হইবে না যে, তোমরা আমাদের উপর জয়ী হইতে পারিবে। যদি দেশের দুই একটি দুর্বল স্থান তোমাদের দখলে গিয়া থাকে তবে তোমরা উহাতে ধোকা খাইওনা যে, বাকী দেশও ঐ ভাবেই তোমরা জয় করিয়া লইবে। যদি তোমাদের নিত্য দিনের প্রয়োজন তোমাদিগকে লুটতরাজ করিতে বাধ্য করিয়া থাকে তবে আমাদিগকে তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিতে থাকিও, আমরা তোমাদের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিব এবং তোমাদের উপর এমন গভর্নর নিযুক্ত করিব যে তোমাদের প্রতি কোমল আচরণ করিবে।"

বাদশাহের এই ভাষণ শ্রবণ করিয়া মুগীরা বিন যরারাহ (রা) দণ্ডায়মান হন ও তিনি বলেন ঃ ওহে বাদশাহ! যথার্থ আমরা এমনই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ছিলাম যেমন আপনি বলিয়াছেন বরং উহার চাইতেও অধিক। আমরা এমন হিংস্র ছিলাম যে, কীট পতঙ্গ পর্যন্ত আমরা খাইয়া ফেলিতাম ও সর্বপ্রকারের মুর্দা ভক্ষণ করিতাম। উল ও চামড়া ছিল আমাদের পোষাক আর ভূপৃষ্ঠ আমাদের বিছানা। আমরা সর্বক্ষণ পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিতাম ও লড়িতে লড়িতে শেষ হইয়া-যাইতাম। আমরা আমাদের কন্যাদেরকে মাটিতে জীবন্ত পুতিয়া ফেলিতাম। আমাদের সেই অকথ্য অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ আমাদের দেশে একজন মহিমান্বিত রাসূল জন্ম দিলেন তিনি বংশ পরিচয় ও আচার আচরণে আমাদের মধ্যে বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। প্রথম দিকে আমরা তাহাকে অস্বীকার করি ও তাঁহার কঠোর বিরোধিতা করি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাঁহার কথা আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এবং অবশেষে আমরা তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লই। তিনি আমাদের আকৃতি বদলাইয়া ফেলেন। কেননা, তিনি যাহা কিছু বলিতেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ ক্রমেই বলিতেন আর যাহা কিছু করিতেন

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নির্দেশ ক্রমেই করিতেন। তিনি আমাদিগকে নির্দেশ দান করিলেন যেন আমরা সেই দীনকে দুনিয়ার সকল জাতির সমক্ষে পেশ করি। যে ইহা গ্রহণ করিবে তাহার অধিকার উহাই হইবে যাহা আমাদের রহিয়াছে। যে গ্রহণ করিবে না অথচ আমাদের নিরাপত্তায় আগমন করিবে তবে তাহার নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের দায়িত্ব হইবে। কিন্তু যে উভয় কথায় অস্বীকৃত হইবে ও যথাপূর্ব বিরোধিতায় অটল থাকিবে উহার মীমাংসা তরবারী দ্বারা হইবে। অতএব, আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা এই হইবে যে, ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিম হইয়া যান এবং নিজের জানকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা করুন। যদি ইহা মনঃপুত না হয় তবে আমাদের নিরাপত্তা ও আমাদের সহযোগিতার আওতাভুক্ত হইয়া যান এবং আমাদের সরকার ও আমাদের নেতৃত্বকে মানিয়া লন।আর যদি ইহাও মঞ্জুর না হয় তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন।"

মুগীরা বিন যরারা (রা)-এর এই কথা তীক্ষ্ণ ছুরি হইয়া ইয়াযজরদের অন্তরে বিদ্ধ হয়, সে ক্রোধে অধীর হইয়া বলে ঃ যদি দূত ও বাণী বাহকের হত্যা বৈধ হইত তবে তোমাদের মধ্যকার একজনও জীবন লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিত না। যাও, তোমাদের পেশকৃত কোন কথাই আমার মনপুত নহে। তোমরা তোমাদের খলীফার বাণী আমাকে প্রদান করিয়াছ, উহার জবাবে আমার এই বাণী তোমাদের প্রধান সেনাপতির নিকট পৌঁছাইয়া দিয়ো যে, তোমাকে নির্মূল করিবার মানসে আমি অতি শীঘ্র আমার প্রধান সেনাপতি রুস্তমকে প্রেরণ করিতেছি। সে তোমাকে ও তোমার সমস্ত সেনাবাহিনীকে কাদিসিয়্যার গর্তে দাফন করিয়া ফেলিবে।"

এখন পর্যন্ত ইয়ায্‌জরদের ক্রোধ স্তিমিত হয় নাই সেমতাবস্থাতেই সে মাটির একটি টুকরি আনিতে নির্দেশ দিল, আর উহা আনা হইলে সে মুসলিম সরদারদের জিজ্ঞাসা করে যে, "তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে মর্যাদাবান কোন ব্যক্তি ? ইহা দর্শন করিয়া আসিম বিন আমর (রা) দণ্ডায়মান হন ও বলিতে লাগিলেন "আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান।"

ইয়ায্‌জরদ সেই ক্রোধাবস্থাতেই নির্দেশ দিল যে, এই মাটির টুকরি এই ব্যক্তির শিরোপরি রক্ষা করা হউক, যে নিজেকে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান বলিয়া দাবী করিতেছে। ইহার পরে আসিম বিন আমর (রা)-এর প্রতি সম্বোধন করিয়া বলে "লও এই উপঢৌকন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের প্রধান সেনাপতির নিকট পৌঁছাইয়া দিও। আসিম বিন আমর (রা) হৃষ্ট চিত্তে সেই টুকরি উঠাইয়া লন এবং ইহা বলিতে বলিতে সঙ্গীসাথীগণ সহকারে দরবার হইতে বাহির হইয়া আসেন যে, "ইরানের শাহ নিজেই তাহার ভূমি আমাদের হাওয়ালা করিয়া দিল। এবং এই কথাই তিনি কাদিসিয়্যাহ পৌঁছিয়া নিজেদের প্রধান সেনাপতিকে বলিলেন যে, "ইরান বিজয় মুবারক হউক। শত্রু নিজেই নিজের হাতে তাহার ভূমি আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছে।"

আরবদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে ইরানের শাহের নির্দেশ তাহার প্রধান সেনাপতির নামে ঃ হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্‌কাস (রা)-ও ইহাকে শুভ লক্ষণ

www.pathagar.com

মনে করিলেন ও খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। উহার পরে ইয়াযদজরদ তাহার প্রধান সেনাপতি রুস্তমকে নির্দেশ প্রেরণ করে যে, আরবদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে তোমার বিশাল বাহিনী সহকারে গমন কর ও তাহাদিগকে পিষিয়া ফেল, উহাদের মধ্যকার কোন মানুষই যেন প্রাণ লইয়া যাইতে না পারে।[১]

রুস্তমের লড়াই এড়াইয়া যাওয়ার প্রয়াস ঃ ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন যে, ইরানের প্রধান সেনাপতি রুস্তম যদিও একজন অতিশয় বীর ও সাহসী ব্যক্তি ছিল, তবুও ইয়াযদজরদের নির্দেশ পাইয়াও সে মুসলিমদের সহিত যুদ্ধকে এড়াইয়া চলিতে থাকে। সে ছিল গণনা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ এবং সে তারকার প্রভাবকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিয়াছিল যে, ইরানানের তারকা আবর্তে রহিয়াছে।[২] সেই জন্য সে ইচ্ছাকৃত ভাবে যুদ্ধকে বিলম্বিত করিতেছিল, যাহাতে আরবরা বিরক্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া চলিয়া যায়। প্রকৃত কথা এই যে, মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব ও ক্রিয়া কলাপের যে সব কথা সে শ্রবণ করিয়াছিল উহাতে তাহার অন্তরে এমনই ভীতির সৃষ্টি হইয়াছিল যে, সে মুসলিমদের সহিত লড়িয়া নিজের জীবনকে সংকটাপূর্ণ করিতে চাহিতে ছিল না। এই জন্যই ইয়াযদজরদের কঠোর তাগিদ সত্বেও সে যুদ্ধ পরিহার করিয়া চলিত এবং বিভিন্ন বাহানার আশ্রয় লইয়া যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। কিন্তু তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শেষ পর্যন্ত তাহাকে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হইতে হইল। সেখান হইতে সে আর জীবিত ফিরিয়া যাইতে পারে নাই।

তোলাইহা (রা)-এর অভিনব তৎপরতা ও একজন বীর পুরুষের ইসলাম গ্রহণ ঃ ঐ সময়েই একটি ভীষণ বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা হয়। উহার ফলশ্রুতিতে একজন বীর পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে। উহার বিবরণ এই যে, হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) আমর বিন মাদীকারিব (রা), তোলাইহা বিন খুয়াইলাদ আসাদী (রা) এবং অপর দুই ব্যক্তিকে শত্রুর গতিবিধি ও উহাদের ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হইবার মানসে গুপ্তচর স্বরূপ প্রেরণ করেন। ইহারা রুস্তমের বাহিনীর নিকট গমন করিয়া শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া নিজেদের জীবন বিপন্ন করিতে চাহেন নাই। বরং বাহির হইতে বাহিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ফেরত আসিতে চাহিতেছিলেন। দলের সকলেই প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন কেননা, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু তোলাইহা বিন খুয়াইলাদ আসাদী (রা)

---

১. আল ফারূক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮,৭৯ আবুন্ নসরকৃত উমর ফারূক পৃষ্ঠা-৩১,৩২; মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল কৃত উমর ফারূক আযম, পৃষ্ঠা-১৮৮-১৯০; মৌলভী হাবীবুর রহমানের ইশায়াত-ই-ইসলাম, পৃষ্ঠা-১৩৩-১৩৫।

২. ইরানের প্রধান সেনাপতি রুস্তমের জ্যোতিষ শাস্ত্র জ্ঞান সম্পর্কে মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন ও তাহাকে জ্যোতির্বিদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এবং তখনকার ইরানীদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, "উহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি অতি আস্থাবান ছিল। দেখুন "উমর ফারূক আযম" পৃষ্ঠা-১৯১-১৯৩।

www.pathagar.com

বলিলেন, "আমি তো বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বচক্ষে উহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিব।"

সঙ্গীগণ অনেক করিয়া নিষেধ করিলেন ও বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিলেন, কিন্তু তোলাইহা (রা) মানিলেন না এবং নির্দ্বিধায় সেই বিশাল বাহিনীর অভ্যন্তরে একাকী ঢুকিয়া পড়িলেন।

তোলাইহা (রা) সারারাত্রি রুস্তমের বাহিনীর মধ্যে ঘোরাফিরা করিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। প্রভাত নিকটবর্তী হইলে তিনি প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু চিন্তা করিলেন একেবারেই রিক্ত হস্তে ফিরিব, দুই একটি অশ্ব লইয়া যাইনা কেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ও সুযোগ বুঝিয়া দুই জায়গা হইতে দুইটি উত্তম মানের অশ্বকে বাধন মুক্ত করিলেন ও সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাৎক্ষণিকভাবেই বাহিনী উহা টের পাইয়া যায় ও একজন বীরপুরুষ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু তোলাইহার (রা) তরবারী তাহাকে চিরদিনের জন্য নীরব করিয়া দেয়। নিজের মর্যাদাবান সরদারকে পতিত হইতে দেখিতে পাইয়া অপর একজন বীর জওয়ান সম্মুখে অগ্রসর হয় কিন্তু তোলাইহা (রা) উহাকেও মৃত্যুনিদ্রায় শায়িত করেন। এখন তৃতীয় আর একজন মুকাবিলায় অগ্রসর হয়, কিন্তু অতি শীঘ্রই সে বুঝিতে পারে যে, শত্রু তাহার চাইতে অনেক শক্তিশালী এবং সে তাহার উপর বিজয়ী হইবার প্রয়াসে নিজের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না। এই জন্য পলায়ন পথ না ধরিয়া সে তোলাইহা (রা)-এর নিকট নিরাপত্তা প্রদানের নিবেদন জানায়, তোলাইহা (রা) উহা মঞ্জুর করেন। উহাকে একটি অশ্বে আরোহণ করান ও নিজে অপর অশ্বে আরোহণ করেন এবং লড়িতে লড়িতে বাহিনীর মধ্য হইতে কুশলে বাহির হইয়া আসেন।

হযরত সায়াদের (রা) খিদমতে পৌঁছিয়া তোলাইহা (রা) অশ্ব ও কয়েদী তাঁহার খিদমতে পেশ করেন এবং সারা রাত্রি বাহিনীর প্রস্তুতির যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন উহা বিবৃত করেন।

হযরত সায়াদ (রা) বন্দীকে ঐ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, সে বলে "আমি শিশুকাল হইতে সামরিক জীবন যাপন করিতেছি। বড় বড় বীরদেরকে লড়িতে দেখিয়াছি। মানুষের নিকট হইতে অনেক বড় বড় বীরদের বীরত্বগাথা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তোলাইহার (রা) ন্যায় বীরপুরুষ আমি আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করি নাই বা শ্রবণও করি নাই। ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এমন এক বিশাল বাহিনী যাহার নেতৃত্বে রহিয়াছে রুস্তমের ন্যায় বিরাট সেনাধ্যক্ষের হস্তে, একাকী অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ও তথা হইতে গনীমতের মাল লইয়া লড়িতে লড়িতে কুশলে প্রত্যাবর্তন করা সাধারণ মানুষের কার্য নহে। মানুষ বিশেষভাবে বীরত্ব ও শৌর্যের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত এমন বীরত্ব প্রদর্শনের সাহস করিতে পারে না। তিনি আমাদের যে লোকদের মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন উহাদের প্রত্যেকেই আমাদের মধ্যকার এক হাজার জনের তুল্য বলিয়া গণ্য হইতেন। আমি যদি তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ না করিতাম তবে

www.pathagar.com

আমারও সেই পরিণামই হইত।" ইহার পরে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন প্রকারের চাপ সৃষ্টি ছাড়াই মুসলিম হইয়া যায় এবং হযরত সায়াদ (রা) ঐ ব্যক্তির নাম রাখেন মুসলিম। পরবর্তীকালের সকল সময়েই এই ব্যক্তি হযরত তোলাইহার (রা) সঙ্গে সঙ্গে ছিল এবং অতিশয় বীরত্ব সহকারে লড়িতে থাকে।[১]

(পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই তোলাইহা বিন খুয়াইলাদ আসাদী-ই-সেই ব্যক্তি যে সিদ্দীকী যুগে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবী করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে তওবা করিয়া পুনর্বার মুসলিম হইয়া ছিল)।

রুস্তমের তাবলীগী আলোচনা মুসলিমদের সহিত ঃ যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, রুস্তম মুসলিমদের সহিত লড়িতে চাহিতেছিল না এবং নানা প্রকারের টাল বাহানায় যুদ্ধকে পরিহার করিবার প্রয়াসী ছিল। এই জন্য সে যখন ইয়ায্দজর্দের তাকিদক্রমে বিশাল বাহিনী লইয়া রাজধানী মাদায়িন হইতে বাহির হয় তখন স্থানে স্থানে থামিয়া থামিয়া অতি ধীরে ধীরে কাদিসিয়্যার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ঐ স্থানে তখন মুসলিমদের বাহিনী অবস্থান করিতেছিল। সে এই ত্রিশ চল্লিশ মাইলের দুরত্ব একশত বিশ দিনে অতিক্রম করে। মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল লিখিতেছেন ঃ "রুস্তম মাদায়িন হইতে বিদায় হইবার চারি মাস পরে কাদিসিয়্যায় পৌছে। এই মন্থর গতি সে এই জন্য গ্রহণ করিয়াছিল যেন মুসলিমগণ নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও আহার্যের স্বল্পতায় অতিষ্ট হইয়া ফেরত চলিয়া যান। অথবা বিদেশে নিজেদের দীর্ঘদিন অবস্থানে বিচলিত হইয়া ফেরত চলিয়া যান। সে এই জন্যও মুসলিমদের মুকাবিলায় দ্বিধা করিতে ছিল যে, সে তাহার দেশের পরিণাম তারকার আলোকে আকাশের লিখন হইতে পাঠ করিয়াছিল, সেই জন্য কোন ক্রমেই তাহার মন চাহিতেছিল না যে, যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের মুকাবিলায় বাহির হয়। তাহার ধারণা ছিল যে, যদি মাদায়িনে বসিয়া অল্প অল্প সৈন্য অল্প সময়ের ব্যবধানে কাদিসিয়্যায় প্রেরিত হইতে থাকে তবে এমনিভাবে ধীরে ধীরে তাহাদের শক্তি দুর্বল ও সাহস স্তিমিত হইয়া যাইবে এবং উহারা এই দেশ ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। কিন্তু ইয়ায্দজরদের অবিরাম ও তাগিদপূর্ণ নির্দেশ পালনার্থে তাহাকে মাদায়িন হইতে বাহির হইয়া কাদিসিয়্যা গমন করিতে হইয়াছিল।[২] (ইত্যবসরে হযরত সায়াদ (রা) এই জন্য অগ্রগমন করেন নাই যে, তাঁহার পক্ষ হইতে যুদ্ধের প্রারম্ভ করিবার অনুমতি ছিল না। এই বিষয়ে তাঁহার প্রতি হযরত উমর (রা)-এর বিশেষ নির্দেশ ছিল)।[৩]

সেনাপতি যোহরা (রা) কর্তৃক রুস্তমকে তাবলীগ করন ঃ মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তীদলের অধিনায়ক হিসাবে হযরত সায়াদ (রা) হযরত যোহরাকে (রা) নিযুক্ত করেন। রুস্তম কাদিসিয়্যা পৌছিয়া যোহরাকে (রা) ডাকায় ও তাঁহাকে বলে

---

১. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকলকৃত উমর ফারুক আযম পৃষ্ঠা-১৯৪; ইশায়াত-ই-ইসলাম, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক হাবীবুর রহমান কৃত পৃষ্ঠা-১৩৮।

২. হাইকলের "উমর ফারুক আযম" পৃষ্ঠা-১৯৪।

৩. দেখুন, মৌলভী হাবীবুর রহামান কৃত ইশায়াত-ই-ইসলাম পৃষ্ঠা-১৩৮।

www.pathagar.com

"আমাদের ও আরবদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা সর্বদা তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছি এবং তোমাদিগকে আহার্য কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছি। সেই অনুকম্পা ও মানবতার প্রতিদান কি ইহাই যে, তোমরা কতিপয় বেদুইনকে সঙ্গে লইয়া আমাদের দেশে চড়াও হইয়াছ আর আমাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছ?"

যোহ্‌রা (রা) রুস্তমের এই কথার জবাব দেন ও বলেন, "ওহে পারস্য বাহিনীর অধিনায়ক! নিঃসন্দেহে আমরা গরীব, কপর্দকহীন, মূর্খ ও হিংস্র ছিলাম, এবং নিজেদের সেই নীচ অবস্থার দরুন তোমাদের দাসে পরিণত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে হিংস্রতা ও মূর্খতা হইতে মুক্ত করিয়া সংস্কৃতি ও কৃষ্টির দিকে ফিরাইয়াছেন। আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে যে রাসূল (সা) প্রেরণ করিয়াছেন তিনি আমাদিগকে নীচ হইতে বাহির করিয়া উন্নতির শিখরে পৌঁছাইয়াছেন। দীন ইসলাম, যাহা সেই নবী (সা) আমাদের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন, উহার সম্পর্কে তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, যে যথার্থভাবে ইহার আনুগত্য করিবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হইবে, আর যে ইহাকে পরিহার করিবে সে দুনিয়াতেও অসফল থাকিবে দীনেও।

রুস্তম ঃ ত্বরা করিয়া আমাকে ইসলামের যথার্থতা ও মূলকথা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত কর। যোহ্‌রা (রা)-শুধুমাত্র দুইটি কথায় ইসলামের যথার্থতা ব্যক্ত করা যায়। উহা শুধু দুইটি বাক্য সম্মিলিত, এক হইল, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, দ্বিতীয় হইল, মুহাম্মদ (সা) তাহার রাসূল।

রুস্তম ঃ উহার পরে আর কি নির্দেশ আছে ? যোহরা (রা) কোন লম্বা চওড়া নির্দেশ নাই। আল্লাহ্‌কে এক, অনন্য ও লা শরীক জ্ঞান কর, কোন প্রাণী বা প্রাণহীন বস্তুকে তাহার শরীক বা সমকক্ষ বানাইও না। হৃদ্যতার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, পাঁচ ওয়াক্তের সালাত, রমযানের সাওম, বিত্তশালী হইলে হজ্জ এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) পরিপূর্ণ আনুগত্য। বেশ্ এই সাধারণ নির্দেশাবলী।

রুস্তম ঃ আমরা যদি তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করি তবে কি তোমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ?

যোহরা (রা)-নিশ্চয়।

এই পর্যায়ে আলাপ শেষ হয় ও যোহরা (রা) ফেরত চলিয়া আসেন।

২. রবী বিন আমের (রা)-এর তাবলীগী আলাপ রুস্তমের দরবার ঃ উহার পরে রুস্তম আবার সমঝোতার প্রচেষ্টা চালায় এবং হযরত সায়াদ (রা)-কে বলিয়া পাঠায় যে, আপনার কোন একজন যোগ্য ব্যক্তিকে আমার সহিত আলাপের জন্য প্রেরণ করুন। হযরত সায়াদ রবয়ী বিন আমের (রা)-কে প্রেরণ করেন। রুস্তম তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা এই দেশে কেন আগমন করিলেন? এমন কি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যদ্দরুন আপনারা এই পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হইলেন ?"

www.pathagar.com

রবয়ী (রা) ঃ ওহে পারস্যের বাহিনীর অধিনায়ক! এই স্থানে আগমনে আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য হইল ইসলাম প্রচার ও মাযহাবের তাবলীগ। আপনারা আল্লাহ্‌র একত্ব ও মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতকে মানিয়া লউন, তাহা হইলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই প্রত্যাবর্তন করিব। ইসলাম গ্রহণ না করিলে জিযিয়া প্রদান করিয়া আমাদের নিরাপত্তা ও আমাদের সংরক্ষণাধীনে চলিয়া আসুন। সমস্ত উৎপীড়নমূলক আইন বিলোপ করিয়া ফেলুন। প্রজাবর্গের সহিত ইনসাফ, সমতা ও কোমল আচরণ করুন। আপনাদের দেশে তাবলীগের অবাধ নির্দেশ দিন, আমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকারে ষড়যন্ত্রে শরীক হইবেন না আর আমাদের সরকারকে স্বীকার করিয়া লউন। এই কথাগুলি মঞ্জুর না হইলে তবে শুধু এই পথ থাকিয়া যায় যে, উন্মুক্ত ময়দানে বাহির হইয়া আমাদের মুকাবিলা করুন।

এই বাণী পৌঁছাইয়া রবয়ী বিন আমের (রা) তো বাহির হইয়া আসিলেন, কিন্তু রুস্তম অভিনব বিপদে পতিত হইল। তাহার নিজের ইচ্ছা এই ছিল যে, যেমন করিয়াই হউক মুসলিমদের শর্তাবলী মঞ্জুর করিয়া ইহাদের সহিত সন্ধি করা হউক। কিন্তু তাহার বাহিনীর অধিনায়কদের পক্ষে কোন ক্রমেই এই সকল শর্ত গ্রহণযোগ্য ছিল না। না তাহারা মুসলিম হইতে সম্মত ছিল, না জিযিয়া প্রদান করিয়া মুসলিমদের অধীন হইতে ইচ্ছুক ছিল। অপর পক্ষে রুস্তম চাহিতেছিল না যে, মুসলিমদের সহিত যুদ্ধ বা সংঘর্ষের পর্যায় আসে। কেননা, সেমতাবস্থায় সে পরিষ্কারভাবে পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস দেখিতে পাইতেছিল।

৩. হোযাইফা বিন মুহসিন (রা)-এর তাবলীগী ভাষণ ঃ দুইবার অসফল হইবার পরেও রুস্তম নিরুৎসাহ হইল না এবং তৃতীয় বারের ন্যায় হযরত সায়াদ (রা)-কে বলিয়া পাঠাইল যে, আর একবার সমঝোতার জন্য কোন মানুষকে প্রেরণ করুন। এই বার হযরত সায়াদ (রা) হোযাইফা বিন মুহসিন (রা)-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ সহকারে প্রেরণ করেন। তিনিও রুস্তমের দরবারে গমন করিয়া সেই কথাই বলেন যাহা ইতিপূর্বে রবয়ী বিন আমের (রা) বলিয়া গিয়াছিলেন। কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল না আর ইনি ফেরত চলিয়া আসিলেন।

৪. মুগীরা বিন শো'বা (রা)-এর সত্য ধ্বনি রুস্তমের দরবারে ঃ তৃতীয় প্রতিনিধির অসাফল্যের পরে রুস্তম এই তদবীর করিল যে, তাহার এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যকে অতি সুন্দর ভাবে মুসলিমদের মুকবিলায় সজ্জিত করিয়া দাড়া করাইয়া দেয়। তাহার বাহিনীতে ৩৩ টি হিংস্র হস্তি ছিল। ঐ গুলিকে বাহিনীর অগ্রে রাখিল, উহাতে তাহার বিশাল বাহিনী অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। ইহা প্রদর্শনে তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এমন বিশাল বাহিনী আর এমন হিংস্র যোদ্ধা হস্তি দর্শন করিয়া মুসলিমেরা হতচকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং সহজ শর্তে সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে।

www.pathagar.com

বাহিনী ও হস্তি এমনভাবে বিন্যাস করিয়া মুসলিমদের মুকাবিলায় দাড়া করাইয়া সে হযরত সায়াদের (রা) নিকট পুনরায় সংবাদ প্রেরণ করিল যে, আর একবার আপনার কোন প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, যে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি অতিশয় পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের সমক্ষে উপস্থাপন করিতে সক্ষম হইবে।

এইবার হযরত সায়াদ (রা) রুস্তমের সহিত আলাপ করিবার উদ্দেশ্যে মুগীরা বিন শোবা (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি দরবারে পৌছিয়া অতি নিঃশঙ্কভাবে রুস্তমের বরাবরে আসনে উপবেশন করিলেন। এহেন বেয়াদবীতে সারা দরবার বিগড়াইয়া যায় এবং প্রহরীগণ বাহু ধরিয়া তাহাকে আসন হইতে নামাইয়া দেয়। ইহাতে মুগীরা (রা) দরবারের অফিসারবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, "আমি নিজে নিজে আগমন করি নাই, তোমরা ডাকিয়া আনিয়াছ, আর মেহমানের সহিত তোমরা এমন আচরণ কোন ক্রমেই করিতে পার না। তোমাদের ন্যায় আমাদের মধ্যে এই রীতি নাই যে, একজন খোদা বনিয়া বসিয়া থাকিবে আর অবশিষ্ট সকলে বান্দাহ বলিয়া তাহার সমক্ষে শিরনত করিয়া বসিয়া থাকিবে।" "অমূদ নামক দোভাষী এই ভাষণ অনুবাদ করিয়া শুনাইলে তাহারা লজ্জিত হয় ও বলিতে থাকে "ইহা যথার্থই আমাদের ভুল ছিল যে, আমরা এমন আচরণ করিয়া ফেলিয়াছি।" রুস্তমও লজ্জিত হয় এবং নিজের লজ্জা ঢাকিবার জন্য বলে "ইহা ছিল প্রহরীদের ভুল, আমি তাহাদেরকে এমন নির্দেশ দেই নাই।" ইহার পরে মূল বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা শুরু হয়। মুগীরা বিন শোবা (রা)-এর প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা করেন। পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী রূপে প্রেরিত হইবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেন। উহার পরে ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করেন যাহা ইতিপূর্বে তাঁহার সঙ্গীগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সর্বশেষে উপহাস স্বরূপ এই কথাও বলেন যে, এখন তো আমাদের সেনানীগণ তোমাদের এই স্থানের উত্তম আহার্য, মজাদার ফল এবং প্রশান্তিদায়ক পানীয় বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করিয়াছেন। এখন কি আর তাহারা এই স্থান ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে?" সর্বশেষে মুগীরা (রা) বলেন, যদি তোমরা সকলে অগ্নি উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে লাগিয়া যাও, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়্যত ও রিসালাতের প্রতি অন্তরের অন্তস্থল হইতে ঈমান আন তবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।

রুস্তম হযরত মুগীরা বিন শোবা (রা)-এর এই ভাষণের জবাব এই দেয় যে, "তোমরা কি অবগত আছ যে, আমাদের মুকাবিলায় কল্য পর্যন্ত তোমাদের অবস্থা কতদূর নিম্ন ও হীন ছিল। তোমরা ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে বাধ্য হইয়া আমাদের নিকট ভিক্ষা যাঞ্চা করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিবে আর আমরা তোমাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুকম্পাবশত ভিক্ষার কিছু টুকরা তোমাদেরকে দান করিতাম, তোমরা হৃষ্ট চিত্তে ও গর্ব সহকারে উহা লইয়া যাইতে। হয়তো বা এখনও তোমরা সেই রকম বিপদে

www.pathagar.com

আপতিত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়া থাকিবে। আমাদের এখনও তোমাদের সহিত সদাচার ও মানবিক আচরণ করিতে কোন দ্বিধা নাই। এখনও যদি তোমরা নীরবে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাও এবং আর কখনও এই দিক পানে ধাওয়া না কর তবে আমি তোমাকে ও তোমার অধিনায়ককে অনেক মাল সম্পদ প্রদানে প্রস্তুত রহিয়াছি। উহা গ্রহণ কর ও প্রত্যাবর্তন করিয়া চলিয়া যাও।"

মুগীরা বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন আমি তাহা শ্রবণ করিলাম। পূর্বে আমাদের অবস্থা ঐ রূপই ছিল যেইরূপ আপনি বিবৃত করিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল। কপর্দকহীনরাও আশা পোষণ করে যে, কখনও না কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হইবে। সম্পদশালীদেরও এমন আশঙ্কা লাগিয়াই থাকে যে, আমরা বিপ্লবের চাক্কায় পিষ্ট হইয়া কড়ির জন্য মুখাপেক্ষী না হইয়া পড়ি। আপনারা যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হইতেন এবং ধন সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করিতেন তবে সেই সম্পদ বজায় থাকিত, উপরন্তু উন্নীত হইত। কিন্তু আপনারা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকিয়া আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাও করিয়াছেন অকৃতজ্ঞতাও। এই জন্য আল্লাহ্‌ আপনাদের উপর আমাদিগকে আধিপত্য দান করিয়াছেন যাহাতে আপনাদের কুকর্মের ফল ভোগ করাইতে পারি। নিঃসন্দেহে আমরা হীন ও অপমানিত ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে একজন নবী (সা) প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে উন্নতি, মর্যাদা ও শক্তিদান করিয়াছেন। আর এখন দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদের মুকাবিলা করিতে সমর্থ নহে। যে শক্তি মুকাবিলায় আসিবে পরাভূত হইবে। এই জন্য আমার উপদেশ এই যে, আপনারা গর্ব, অহংকার ও বিদ্রোহ পরিহার করুণ এবং বিনম্রতা কোমলতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র আস্তানায় পড়িয়া যান ও সেই নবীকে স্বীকার করিয়া লউন। তখন আপনারা হইবেন আমাদের সহোদর।

রুস্তম মুগীরা (রা)-এর ভাষণ শ্রবণ করিয়া বলে, "যদি তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া না যাও তবে ফল এই হইবে যে, সকলেই হত হইবে আর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের ভাগ্য হইবে না।"

মুগীরা (রা) জবাব দিলেন, উহারা অন্য ধরনের মানুষ যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে। আমরা যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণকে নিজের পক্ষে সৌভাগ্য মনে করি। দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি আমাদের মধ্যকার কতিপয় লোক হত হয় তাহাতে আপনাদের কি লাভ হইবে। আমাদের মধ্যে যাহারা বাচিয়া যাইবে তাহারা অবশ্যই আপনাদের উপর বিজয় লাভ করিবে।

মুগীরা বিন শোবা (রা)-এর শেষ কথায় উত্তেজিত হইয়া অতিশয় ক্রোধ ও গোস্বাভরে রুস্তম বলে "সূর্যের কসম! কল্য সকল আরবকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।"

৫. রুস্তমকে শেষ তাবলীগ ঃ মুগীরা বিন শোবা (রা) হযরত সায়াদের (রা) নিকট আগমন করিয়া ঐ আলোচনার কথা সবিস্তারে বিবৃত করিলেন যাহা রুস্তমের সাথে হইয়াছিল এবং ইহাও বলিলেন যে, উহারা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। উহাতে হযরত সায়াদ (রা) শেষ বারের মত সতর্কীকরণ স্বরূপ তাহাকে আর একবার

www.pathagar.com

ইসলামের দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করা উচিত মনে করিলেন। হয়তোবা সে মানিয়া যাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তিন জন অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতি ও প্রাজ্ঞ হযরতকে রুস্তমের নিকট প্রেরণ করিলেন যে, ইহারা যথাসম্ভব বিনম্র ও প্রীতির সাথে তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করিবেন।

এই সকল ইসলামের মুবাল্লিগ যখন রুস্তমের দরবারে পৌছিলেন তখন প্রাথমিক সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পরে তাঁহারা তাহাকে বলিলেন, আমরা আপনাকে, আপনার সকল সামরিক অফিসারকে এবং আপনার সকল সেনানীকে এমন কথার প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি যাহাতে নিহিত রহিয়াছে আপনাদের সকলের মঙ্গল কুশল ও নিরাপত্তা। আপনারা যদি আমাদের দাওয়াতকে গ্রহণ করেন ও ইসলামকে স্বীকার করিয়া লন তবে আপনারা হইবেন আমাদের সহোদর। আমরা আপনাদের সহিত কোন বিরোধ রাখিব না এবং এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। আপনাদের দেশ আপনাদের নিকটই থাকিবে। আর যদি দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাদের উপর আক্রমনোদ্দাত হয় তবে আমরা আপনাদের পক্ষ হইতে উহাদের মুকাবিলা করিব এবং সর্ব প্রকারে আপনাদের রক্ষা ও সাহায্য করিব। অতএব, আপনারা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন। সত্যকে গ্রহণ না করিবার দরুন যেন পরে আপনাদিগকে অনুতাপ করিতে না হয় এবং হয়তো বা পারস্যের সাম্রাজ্যের শেষ আপনাদের ভাগ্যেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আপনারা যদি ইসলামের নিয়ামতের যথেষ্ট অংশ প্রাপ্ত হন তবে আপনাদের দুনিয়ার সাম্রাজ্য ও মর্যাদাও অবশিষ্ট থাকিবে আর দুনিয়া আপনাদেরকে দেখিয়া উৎসাহিত হইবে।

রুস্তম যদিও মুসলিমদের সাথে লড়িতে চাহিতে ছিল না এবং অন্তর হইতে সন্ধির জন্য আকাঙ্খিত ছিল কিন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যের বাহ্যিক আড়ম্বরও পরিপূর্ণরূপে বজায় রাখিতে চাহিতেছিল যাহাতে কোন মানুষ এইরূপ বলিতে না পারে যে, মুসলিমদের বীরত্ব ও শৌর্যে সে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, সে অতিমাত্রায় বাহ্যিক ঠাটা বজায় রাখিয়া জোরের সাথে বলিল " এই সকল কথা, যাহা তোমরা বলিলে, আমি কয়েকবারই শ্রবণ করিয়াছি। এই ধরণের কথার মাধ্যমে তোমরা আমাকে নিজ আকীদা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। আর না আমি তোমাদের ধমকানীতে ভীত হইতে পারি। কথা হইল এই যে, আমাদের ও তোমাদের উদাহরণ হইল সেই শৃগালের অনুরূপ, একটি বাগানে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। বাগানের মালিক মনে করিল যে, একটি শৃগালের সাধ্যই বা কি, আর ইহা আমার কি অনিষ্ট করিতে পারিবে। কিন্তু সেই শৃগাল ইহা লক্ষ্য করিয়া যে, আমাকে কেহ কিছু বলিতেছে না, ক্রমে ক্রমে আরও অনেক শৃগালকে ডাকিয়া আনে এবং সকলে মিলিয়া বাগানকে উজাড় করিতে থাকে। মালিক ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বাহির হইবার সকল পথ রুদ্ধ করিয়া শৃগালগুলিকে মারিয়া ফেলে, একটি শৃগালও জীবিত রহে নাই। এমনিভাবে প্রথমদিকে আমরা তোমাদের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করি নাই, এবং তোমরা আমাদের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে এমন আশংকাও করি নাই। তোমরা এই

www.pathagar.com

স্থানে আগমন করিয়া হাত পা ছড়াইয়াছ। এখন আর এই স্থান ত্যাগ করিতে চাহিতেছ না। ইহা সাধারণ কথা যে, তোমরা এই স্থান হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না। তোমাদের ধ্বংস ও বিলুপ্তির সময় আসিয়া গিয়াছে। এখনও যদি তোমরা প্রজ্ঞা ও দুরদৃষ্টিকে ব্যবহার কর ও ফিরিয়া যাও তবে আমরা খাওয়া দাওয়ার জন্য তোমাদিগকে কিছু দিয়া দিব।"

ইসলামের মুবাল্লিগগণ রুস্তমের এই বক্তব্য নীরবে শ্রবণ করিলেন ও পরে জবাব দিলেন, "ইরানের প্রধান সেনাপতি! আমাদের মুখাপেক্ষিতা অভাব ও দারিদ্রের যে অবস্থা আপনি বিবৃত করিলেন আমরা উহার চাইতেও অধিক হীনতা নীচতা ও অপদস্ত অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অসুস্থাবস্থায় করুণা বশতঃ আমাদের মধ্যে একজন রাসূল (সা) প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের সকল মন্দ স্বভাব দূর করিয়া দিয়াছেন এবং আমাদিগকে অপদস্ততার পরে মর্যাদা দান করিয়াছেন। অবিশ্বস্থতা ও অনৈক্যের স্থলে ঐক্য ও সম্প্রীতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং আমাদিগকে সুসংবাদ দান করিয়াছেন যে, তোমরাই দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভ করিবে, যদি তোমরা স্রষ্টার আনুগত্য ও রাসূলের অনুসরণ কর। আমরা সেই নবী (সা)-এর কথা মানিয়া লইয়াছি ও উহাকে গ্রহণ করিয়াছি। অতএব, আজ আমাদের সেই মর্যাদায় আমাদের সহিত শামিল হইতে পারেন যদি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত না করেন। আর যে উদাহরণ আপনি উপস্থাপন করিলেন উহা সঠিক নহে। সঠিক উদাহরণ হইল এই যে, একজন মানুষ অতি উচ্চ পর্যায়ের একটি সবুজ ও সতেজ বাগান লাগাইয়াছে উহাতে নহর প্রবাহিত করাইয়াছেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদরাজী নির্মান করাইয়াছেন। প্রাসাদরাজীর সংরক্ষণ, চারাগাছে পানি সিঞ্চন ও ফল ফলাদির দেখাশুনার জন্য তিনি কয়েকজন চাকর নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু চাকর বাকরগুলি ছিল অতিমাত্রায় অলস, আরাম প্রিয়, হতোদ্দম ও দুর্বল। আয়েশপূর্ণ প্রাসাদে থাকিয়া, চর্বিযুক্ত খাদ্য আহার করিয়া এবং বাগানের ফলমূল নিশ্চিন্ত মনে ভক্ষণ করিয়া আরও অলস বেপরোয়া ও কুঅভ্যাসে আসক্ত হইয়া গিয়াছে এবং দিবারাত্র আরাম আয়েশে কাটাইতেছে।

বাগানের মালিক যখন সেই হারামখোর চাকরদের অবস্থা এমন দেখিলেন তখন তিনি তাহাদিগকে অনেক ভাবে বুঝাইলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্ত হইল না। উহাতে বাধ্য হইয়া তাহাদের উপর এমন কতিপয় লোককে ক্ষমতা প্রদান করিলেন যাহারা সেই চাকরগুলিকে বাগান হইতে বহিষ্কার করিয়া দিল এবং নতুন ভাবে বাগান পরিচালনার ব্যবস্থা করিল।

এই অবস্থা একেবারেই তোমাদের অবস্থার প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে দুনিয়ার হুকুমত, মর্যাদা ও সাম্রাজ্য, শক্তি, রাষ্ট্র ও গৌরব দান করিয়াছিলেন তোমরা উহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছ। ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কাজ করিবার পরিবর্তে আরাম আয়েশে লিপ্ত হইয়াছ আর তোমাদিগকে যে নির্দেশাবলী দেওয়া হইয়াছিল ঐ গুলির কোনটিকেই আমল কর নাই। অবস্থা যখন এমনই

www.pathagar.com

বিগড়াইয়া গিয়াছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সেই খিদমতে নিযুক্ত করিয়াছেন যে, তোমাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিব, আর যদি তোমরা ইলাহী বাণী গ্রহণ না কর তবে তোমাদের হুকুমত ছিনাইয়া লইব।"

এই ভাষণেও কোন ফলোদয় হইল না, সেই প্রতিনিধি দল প্রত্যাবর্তন করিল। এখন লড়াই ভিন্ন অন্য কোন উপায় রহিল না। অতএব, তিন দিন পর্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উহাতে ইরানী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হইল ও প্রধান সেনাপতি রুস্তম নিহত হইল।[১]

ইয়ারমূকের যুদ্ধে ইসলামের তাবলীগ ও উহার প্রচার ঃ কাদিসিয়্যার যুদ্ধ হইয়াছিল মুসলিম ও ইরানীদের মধ্যে। কিন্তু ইহার চাইতে ভীষণ যুদ্ধ লড়িতে হইয়াছে রোমানদের সঙ্গে। উহাতে ইহাদের নিজেদের সংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার আর বিপক্ষে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার রোমান কাতারবন্দী ছিল। ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঘোরতর মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ কেহ উহাকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সময়কার ঘটনা বলিয়া বিবৃত করেন আবার কেহ কেহ উমর (রা)-এর যুগের। বর্তমান যুগের প্রায় সকল আরবী ও ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক এই বিষয়ে একমত যে, ইহা হযরত উমর (রা)-এর সময়কার ঘটনা। যেমন লেবাননের প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক উমর আবুন নসর জার্মানীর প্রাচ্যবিদ নওলডেকে-এর হাওয়ালাক্রমে লিখিতেছেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধ হযরত উমর (রা)-এর সময়ে হিজরী ১৫ সালের ১লা রজব সংঘটিত হইয়াছে।[২]

মিশরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাইকল এবং শিবলীও তাহাদের প্রণীত "আবূ বকর সিদ্দীক আকবর" এবং "খালিদ সাইফুল্লাহ"-তে ঐ অভিমতকেই সমর্থন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থকারগণ তাহাদের দাবীর সপক্ষে যে সব প্রমাণাদি উপস্থাপন করিয়াছেন ঐগুলি পাকা ও দৃঢ় আর ঐ গুলি দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া মানিতে বাধ্য হইতে হয় যে, ইয়ারমূকের যুদ্ধ হযরত উমরেরই (রা) সময়কার ঘটনা।

এই স্থানে আমাদের সেই প্রখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করা উদ্দেশ্য নহে, কেননা উহা হইল পৃথক বিষয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ইসলামের তাবলীগ ও উহার প্রচার সম্পর্কিত যে সকল ঘটনার অবতারণা হইয়াছে ঐগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে রোমানদের প্রধান সেনাপতি বাহান ইসলামী বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ হযরত আবূ উবায়দার (রা) নিকট একজন কাসেদের হস্তে বাণী প্রেরণ করিল যে, আপনার কোন বিশিষ্ট অফিসারকে আমার নিকট প্রেরণ করুণ, আমরা সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহি।

---

১. মৌলভী হাবীবুর রহমান প্রণীত "ইশায়াত-ই-ইসলাম" পৃষ্ঠা-১৩৮-১৩৯।

২. "উমর ফারূক আযম" পৃষ্ঠা ১৮৬-১৯৬; আল্লামা শিবলী নুমানীর আল ফারূক, পৃষ্ঠা-৭৭-৮২; খোলাফা-ই-মুহাম্মদ (সা) (হালাত হযরত উমর) পৃষ্ঠা-৩০-৩৬।

www.pathagar.com

এই রোমান কাসেদ যে সময় ইসলামী বাহিনীতে আগমন করে তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই মাগরিবের সালাত শুরু হয়। সকল মুসলিম যে আবেগ ও আগ্রহ লইয়া তকবীর বলিয়া যথারীতি কাতারে দাড়াইয়া গেলেন আর যেমন একাগ্রতা যেমন নির্বিঘ্নতায় ও তেমন বিনম্রতা সহকারে তাহারা পূর্ণ সালাত আদায় করিলেন উহা খৃষ্টান কাসেদের অন্তরে এমনই প্রভাব সৃষ্টি করে এবং সে এমনই বিস্ময়াভিভূত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া সেই দৃশ্য অবলোকন করে, যাহা তাহার পক্ষে একেবারেই অভিনব ছিল।

সালাত শেষে সে হযরত আবূ উবায়দাকে (রা) মাযহাব সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তন্মধ্যকার একটি ছিল এই যে, আপনারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করেন?

হযরত আবূ উবায়দা (রা) উহার জবাবে কুরআন করীমের এই আয়াতসমূহ তাহাকে শোনান ঃ

يَـا أَهْلَ الْكِتٰبِ لاَ تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَتَقُـوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ ط اِنَّمَا
الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ط اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
ط سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ
وَكِيْلاً - لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلاَ الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ط

(অর্থাৎ ওহে খৃষ্টানগণ! তোমরা তোমাদের দীনে (দীনের ব্যাপারে) মিথ্যাচার করিও না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি শুধুমাত্র ঐ কথাকে সম্পৃক্ত করিবে যাহা সত্য। নিশ্চয় মসীহ্ ঈসা বিন মরিয়ম আল্লাহ্‌র একজন রাসূল ছিলেন, যিনি ঐ সুসংবাদের দরুন জন্ম নিয়াছিলেন যাহা তিনি মরিয়মের প্রতি নাযিল করিয়াছিলেন, আর উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি রহমত ছিল। অতএব, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং এইরূপ বলিও না যে আল্লাহ্ তিনজন। ঐ বিষয়ে বিরত থাক, উহা তোমাদের পক্ষে উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাস্য। তিনি এই জিনিস হইতে পবিত্র যে, তাহার কোন সন্তান হইবে। আকাশ ও ভূমিতে যাহা কিছু আছে সব তাহারই। সে সকলেরই নির্বাহী। মসীহের আল্লাহ্‌র বান্দাহ হওয়ার মধ্যে (কোন প্রকারের) দোষ নাই, না ঐ ফেরেশতাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ কারী।[১]

দোভাষী যখন এই আয়াতের অনুবাদ করিল তখন কাসেদ অবচেতনভাবেই চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল যে, "নিঃসন্দেহে হযরত ঈসার (আ) বিশেষণ এই গুলিই, আর আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি যে, তোমাদের নবী করীম (সা) তদীয় দাবীতে অতি সত্যপরায়ন ছিলেন।"

এই বলিয়া কাসেদ কালিমা তাওহীদ পাঠ করে ও মুসলিম হইয়া যায়।

---

১. সূরাহ নিসা-আয়াত ১৭২-১৭৩।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ করিবার পরে কাসেদ নিজেদের বাহিনীর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিতেছিল না কিন্তু আবূ উবায়দা (রা) এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, রোমানরা আবার মন্দ ধারণা পোষণ না করে, তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করেন। তিনি তাহাকে বলেন, যদি তোমার সেইখানে থাকিতে মনে না চায়, তবে কল্য এই স্থান হইতে যে দূত তোমাদের প্রধান সেনাপতির নিকট গমন করিবে তাহার সঙ্গে এই স্থানে চলিয়া আসিও। কিন্তু এখন চলিয়া যাও। কেননা, আমরা চাই না যে, যেই সময় আমরা আমাদের শত্রুর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত আছি তখন কোন মানুষ আমাদের উপর ওয়াদা ভঙ্গ অথবা দুশ্চরিত্রের অভিযোগ আরোপ করুক।"

দ্বিতীয় দিন হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে খৃষ্টানদের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে তাহাদের বাহিনীতে প্রেরণ করেন। রোমানরা তাহাদের জাঁকজমক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতেই এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল যে, পথের দুই পার্শ্বে দূর পর্যন্ত প্রথমে আরোহীদের লাইন লাগাইয়া রাখিয়াছিল। এই সকল আরোহীরা পা হইতে শির পর্যন্ত লৌহাবরণ ঢাকা ছিল। কিন্তু খালিদ বিন ওলীদ (রা) এমনই তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য ভরে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গমন করিতেছিলেন যেমন রাম ছাগলের প্রতি পাল ভেদ করিয়া চলিয়া যায়।

খালিদ বিন ওলীদ (রা) রোমান সৈন্যাধ্যক্ষ বাহানের তাবুর নিকট গমন করেন তখন বাহান খুবই সম্মান ভরে তাহাকে স্বাগত জানায় এবং সঙ্গে করিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে আসনে উপবেশন করায়।

উহার পরে দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়। বাহান সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পরে লেকচারের ধরনে তাহার বক্তব্য শুরু করে। প্রথমে ঈসার (আ) অনেক প্রশংসা করে, পরে কায়সার সম্পর্কে অতি গর্বভরে বলে, "আমাদের বাদশাহ আজ সারা দুনিয়ায় জাঁকজমক ও শক্তির দিক হইতে অদ্বিতীয় এবং দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় বাদশাহ।"

দোভাষী এখনও এই বাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ শেষ করিতে পারে নাই, হযরত খালিদ (রা) অতি তাচ্ছিল্যভরে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলেন, "আপনাদের বাদশাহ এমনই হইয়া থাকিবেন, কিন্তু আমরা যাহাকে নিজেদের নেতা বা সরদার বানাইয়াছি, তিনি যদি এক মুহূর্তের জন্যও বাদশাহীর ধারণা পোষণ করেন তবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া ফেলিব।"

ইহার পরে বাহান পুনরায় তাহার বক্তব্য শুরু করে এবং নিজের মান, মর্যাদা ও ধন সম্পদের বর্ণনা প্রদান করিয়া বলে "তোমাদের জাতির যে সকল মানুষ ইতিপূর্বে কখনও কখনও আমাদের দেশে আগমন করিয়া অধিবাস গ্রহণ করিয়াছে, আমরা তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বড় বড় জায়গীর দান করিয়াছি। তাহারা এখন পর্যন্ত এই স্থানে অতি আরাম আয়েশে বসবাস করিতেছে এবং তাহারা তাহাদের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, এই

www.pathagar.com

সকল সুযোগ সুবিধা ও ভাল ব্যবহারের দরুন সমগ্র আরব আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু উহার বিপরীতে তোমরা আমাদের করুণা স্বীকার না করিয়া আমাদের দেশে চড়াও হইয়াছ এবং ইচ্ছা পোষণ করিতেছ যে, বল প্রয়োগে আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে। তোমাদের যদি জানা না থাকিয়া থাকে তবে আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি যে, আজিকার পূর্বে কয়েকজন শাসক ইরানের উপর আক্রমণ পরিচালনা করিয়া উহাতে পরাভূত ও আজ্ঞাবহ রাখিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের সেই প্রয়াসে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। আবার এখন তোমরা যাহাদের চাইতে হীন, মুর্খ, জংলী ও সম্পদহীন সারা দুনিয়ার আর কেহ নহে, এই সাহস করিতেছ যে, আমাদের প্রতি সৈন্যাভিযান পরিচালনা করিতেছ। কিন্তু যাক আমরা তোমাদিগকে মার্জনা করিতেছি এবং তোমাদিগকে নিরাপত্তার জন্য আর একটি সুযোগ প্রদান করিতেছি। উহা এই যে, যদি তোমরা নীরবে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও তবে আমরা তোমাদের প্রধান সেনাপতিকে দশ হাজার, তোমাদের অফিসারবৃন্দকে এক হাজার এবং প্রত্যেক সেনানীকে এক হাজার দীনার করিয়া প্রদান করিব।

প্রধান সেনাপতি বাহান তাহার বক্তব্য শেষ করিয়াছে, উহার অনুবাদ দোভাষীর মাধ্যমে শ্রবণ করিয়া খালিদ বিন ওলীদ (রা) উঠেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র হামদ বর্ণনা করেন, উহার পরে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করেন। অতঃপর বলেন, "আমি আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম, ইহাতে সন্দেহের কি অবকাশ রহিয়াছে যে, আপনারা সম্পদশালী, ধনবান, হুকুমতের অধিকারী। আপনাদের সরকার সীমান্তের আরবদের সাথে যেইরূপ আচরণ করিয়াছে, আমরা উহাও অবহিত রহিয়াছি। কিন্তু উহা আপনাদের সরকারের পক্ষ হইতে ঐ আরবদের প্রতি কোন রূপ অনুকম্পা ছিল না, বরং উহা একটি উদ্দেশ্যের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। আর উহা ছিল উহার আড়ালে খৃষ্টবাদের প্রচার। উহাতে আপনারা পরিপূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছেন আর ঐ সকল সীমান্তবর্তী আরব কবীলা সমূহ খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। আর আজ আপনাদের পক্ষ হইয়া আমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই জন্য যদি আপনি সেই "অনুকম্পার" উল্লেখ না করিতেন তবে ভাল ছিল। হ্যাঁ, আপনার এই কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, সাধারণভাবে আমরা অতিশয় অভাবগ্রস্থ, পর মুখাপেক্ষী ও স্থায়ী গৃহহারা ছিলাম। নিঃসন্দেহে আমাদের মূর্খতা শেষ সীমায় পৌছিয়াছিল। আমাদের মধ্যকার সবলেরা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদেরকে পিষিয়া ফেলিত, আর উহার আর্তনাদ কেহ শ্রবণ করিত না। আমাদের বিভিন্ন কবীলা পরস্পর লড়িয়া ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। আমরা নিজেদের জন্য অনেক খোদা বানাইয়া রাখিয়াছিলাম, ঐ গুলিকে আমরা দিবা রাত্র পূজা করিতাম। আমরা এমন নির্বোধ ছিলাম যে, নিজেদের হাতে পাথর কাটিয়া উহাকে প্রতিমার আকার দিতাম আবার নিজেরাই উহার পূজা করিতে শুরু করিতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে দয়াপরবশ হইয়া আমাদের মধ্যে একজন নবী (সা) প্রেরণ করিলেন, তিনি ছিলেন আমাদেরই

www.pathagar.com

জাতিরই একজন, কিন্তু আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভদ্র, সর্বাপেক্ষা দানশীল, সর্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র। তিনি আগমন করিয়া আমাদিগকে বলিলেন যে, এই প্রতিমাগুলি মিথ্যা উপাস্য, ইবাদতের যোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব। তিনি এক, লা শরীক, না তাহার কোন স্ত্রী আছে না কোন পুত্র। এই শিক্ষা দিয়া সেই নবী (সা) আমাদিগকে নির্দেশ দান করিলেন যে, তোমরা এই কথাগুলি দুনিয়ার সব জাতিতে পৌঁছাইয়া দাও, সারা দুনিয়ার ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার কর। যে সকল ব্যক্তি, কবীলা, জাতি ও দেশ তোমাদের দাওয়াত কবুল করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবে সে হইবে মুসলিম ও তোমাদের ভাই। উহারও সেই অধিকারই হইবে যাহা তোমাদের। তোমাদের ও উহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু যাহারা তোমাদের পেশকৃত দীনকে কবুল করিতে চাহিবে না তাহারা জিযিয়া প্রদান করিয়া তোমাদের নিরাপত্তায় চলিয়া আসিবে, তোমাদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতায় লিপ্ত হইবে না, নিজেদের দেশে তোমাদের তাবলীগকে বাধা দিবেনা ও তোমাদের শত্রুদের সহিত তোমাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিবে না। সেমতাবস্থায় তোমাদের দায়িত্ব হইবে তাহাদের নিরাপত্তা বিধান ও পক্ষ সমর্থন করা। আর যদি কেহ এই উভয়ের কোনটিই গ্রহণ না করে তবে তরবারীই শেষ সিদ্ধান্ত করিবে। অতএব, আমরা আমাদের মহিমান্বিত নবীর (সা) নির্দেশ পালনার্থে আপনার সমক্ষেও এই তিনটি জিনিস উপস্থাপন করিতেছি। তন্মধ্যে যাহা আপনার অভিপ্রেত উহা গ্রহণ করুন।"

রোমান সৈন্যাধ্যক্ষ এইরূপ চিন্তা করিয়া মুসলিমগণকে সন্ধির জন্য আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছিল যে, তাহাদিগকে সামান্য কিছু দিয়া বিদায় করা যাইবে। কিন্তু সে যখন খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর মুখে মুসলিমদের লক্ষ্য ও উহাদের শর্তের অবস্থা জ্ঞাত হইল তখন সে এক দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিয়া তাহার সৈন্যদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল "ইহারা মরিয়াও জিযিয়া প্রদান করিবে না। আমরা জিযিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, প্রদান করি না।" মোট কথা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ হইল না, খালিদ বিন ওলীদ (রা) উঠিয়া চলিয়া আসিলেন।[১]

দ্বিতীয় দিবস প্রত্যুষে রোমানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাতারবন্দী করে এবং তাহাদের বিশাল সামরিক শক্তি এমন প্রবল ভাবে প্রকাশ করে যে, মুসলিমগণও তাহাদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তি দর্শন করিয়া হতভম্ব হইয়া যান। যখন যুদ্ধের বাজার তপ্ত হয়, যুদ্ধের অগ্নি ভীষণভাবে শিখায়িত হইয়া উঠে তখন অকস্মাৎ রোমান বাহিনীর মধ্যভাগের (কলব) সেনাপতি জর্জ বিন টিউডোস নিজ বাহিনী হইতে বাহির হয় এবং মুসলিম ও রোমান বাহিনীর কাতারের মধ্যবর্তী দাড়াইয়া ডাক দেয় "খালিদ বিন ওলীদ (রা) আমার নিকট আসুন।"

ইহা শ্রবণ করিয়াই হযরত খালিদ (রা) অশ্ব সম্মুখে চালনা করেন ও রোমান সেনাপতির নিকট পৌঁছিয়া যান। এমনকি উভয়ে একজন অপরজনের এতখানি

১. আল ফারূক, প্রথম খণ্ড, "মারিকা-ই-ইয়ারমূক" পর্ব।

www.pathagar.com

নিকটবর্তী হইয়া যান যে, তাহাদের অশ্বের গর্দান পরস্পর মিলিয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, এই রোমান সেনাপতি আরবী জানিত এবং সে দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই হযরত খালিদ (রা)-এর সহিত কথাবার্তা বলে।[১]

জর্জ– হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকে, "ওহে খালিদ (রা)! আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এই জন্যই আমি আপনাকে ডাকিয়াছি। এখন আমি আপনাকে যে সকল প্রশ্ন করিব, আপনি ঐগুলির সঠিক জবাব দান করিবেন, একেবারেই মিথ্যা বলিবেন না। কেননা, সম্ভ্রান্ত লোকেরা কখনও মিথ্যা বলেন না। বা আমাকে অনবহিত মনে করিয়া ধোকা দিবেন না, কেননা, সু-আত্মার মানুষ কখনও কাহাকেও ধোকা দেয় না। এই ব্যাপারে প্রথম কথা আপনাকে এই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, আল্লাহ্ কি আপনাদের রাসূল (সা)-এর নিকট আকাশ হইতে কোন তরবারী অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, যাহা তিনি আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। আর ইহা সেই তরবারীরই বরকত যে, আপনি আপনার বিপক্ষের যাহারই উপর এই তরবারী উত্তোলন করিতেছেন সে-ই পরাভূত হইতেছে? এই অভিনব প্রশ্নের জবাবে অতিশয় বিনম্রভাবে হযরত খালিদ (রা) বলিলেন, "না"।

জর্জ– যদি এই কথাই হয় তবে আপনি মুসলিমদের মধ্যে "সাইফুল্লাহ্" নামে খ্যাত কেন?

খালিদ বিন ওলীদ (রা) কথা হইল এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তদীয় বান্দাহগণকে সংশোধনের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিলেন, আর তিনি আমাদিগকে এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করিলেন তখন প্রথম দিকে আমরা আল্লাহ্র সেই নবীকে মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানাই, এবং আমাদের অস্বীকৃতির প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকি। কিন্তু পরে আমাদের মধ্যকার কেহ কেহ তাঁহাকে মানিয়া লয় আর অনেকেই যথাপূর্ব তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে, অপদস্ত করিতে ও ক্লেশ দিতে থাকে। ঐ সকল অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে একজন আমিও ছিলাম। আমি শুধুমাত্র তাঁহাকে অস্বীকারই করি তাহা নহে বরং কুফরের পক্ষ হইয়া তাঁহার বিপক্ষে লড়াই করিয়াছি। ইহার পরে একদিন এমন আসিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি করুণা পরবশ হইয়া আমাকে তওফীক দান করিলেন, আর আমি মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া মদীনায় গমন করি ও মহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করি। ইহার পরে কোন এক সময় তিনি আমার সম্পর্কে বলেন যে, তুমি হইলে আল্লাহ্র তরবারী, যাহা তিনি মুশরিকীনের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন।" এই কারণেই মুসলিমদের মধ্যে আমার নাম "খালিদ সাইফুল্লাহ্" (রা) হিসাবে খ্যাত হইয়া যায়।

১. তাবারী এই সেনাপতির নাম "জারজা বিন তূযর" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সাধারণভাবেই বুঝা যায় যে, ইহা জর্জ বিন টিওডোর্স-এর আরবীকৃত। প্রকৃত রোমান নামের জন্য দেখুন শেইখ আবদুল ওহ্হাব নাজ্জার প্রণীত তারীখ-ই-ইসলাম, পৃষ্ঠা-৯৯।

www.pathagar.com

জর্জ– নিঃসন্দেহে আপনি নিজের মাহাত্ম প্রকাশ না করিয়া যাহা বর্ণনা করিলেন, উহা সত্য। দ্বিতীয় কথা, যাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই উহা এই যে, আপনারা আমাদিগকে কোন কথার দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছেন?

খালিদ বিন ওলীদ (রা)– আমরা আপনাদিগকে এই কথার দিকে আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনারা এই বিষয়ের সাক্ষী প্রদান করুন যে, "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র বান্দাহ ও রাসূল, এবং তাহার প্রতি যে কালাম নাযিল হইয়াছে, নিঃসন্দেহে উহা ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে।

জর্জ– আচ্ছা, যদি কোন মানুষ তাওহীদ ও রিসালাতকে স্বীকার না করে আর তাহার পূর্বতন দীনেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহে তবে তাহার সম্পর্কে আপনাদের আচরণ কি হইবে?

খালিদ বিন ওলীদ (রা)– উহার সম্পর্কে এই কথা যে, যে সকল মানুষ আমাদের মাযহাব গ্রহণে ইচ্ছুক নহে তাহারা আমাদের সংরক্ষণাধীনে আসিয়া পড়িবে ও জিযিয়া প্রদান করিবে। আমরা তাহার জান মালের সংরক্ষক হইব।

জর্জ– যদি কোন মানুষ না আপনাদের দীন গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, না আপনাদের নিরাপত্তায় আগমনে, না আপনাদিগকে জিযিয়া প্রদান করিতে সম্মত। তখন আপনারা তাহার সম্পর্কে কোন পথ অবলম্বন করিবেন?

খালিদ বিন ওলীদ (রা)– এমন ব্যক্তি আমাদের শত্রু ও বিপক্ষই হইতে পারে, অন্য কেহ নহে, যখনই সে সুযোগ পাইবে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করিবে। এই জন্য আমরা তাহাকে তরবারীর সাহায্যে মীমাংসা করিবার জন্য আহ্বান জ্ঞাপন করিব।

জর্জ– আচ্ছা, ইহা বলুন তো, যে ব্যক্তি আপনাদের দীন গ্রহণ করিবে ও আপনাদের নবী (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিবে আপনাদের মধ্যে তাহার কি মান ও মর্যাদা হইবে?

খালিদ বিন ওলীদ (রা)– সর্ব দিক হইতে আমাদের ভাই ও সম মর্যাদার অধিকারী হইবে। উহার ও আমাদের মধ্যে কোন প্রকারের পার্থক্য বিদ্যমান থাকিবে না, আমাদের যে সকল অধিকার আছে তাহারও তাহাই হইবে, আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত দায়িত্ব বর্তাইয়াছেন সেই প্রেক্ষাপটে ছোট-বড়, কালো-সাদা সকলেই সমান। কাহারও উপর কাহারও কোনরূপ প্রাধান্য থাকিবে না, তাকওয়া ও পরহিযগারী ছাড়া।

জর্জ– যে ব্যক্তি আপনাদের দীনে ভর্তি হইয়া যাইবে ও আপনাদের নবী (সা)-এর রিসালাতে ঈমান আনিবে সে-ও কি সেই প্রতিদান ও সওয়াব পাইবে যাহা আপনারা পাইবেন ?

www.pathagar.com

খালিদ বিন ওলীদ (রা)– সে-ও ঐ সওয়াব ও প্রতিদান পাইবে যাহা আমরা পাইব, বরং আমাদের চাইতেও অধিক।

জর্জ– ঐ ব্যক্তি যে পরে ঈমান আনিল সে কি করিয়া প্রতিদান ও সওয়াবে আপনাদের সমান হইতে পারে যখন আপনারা অনেক পূর্বে ঈমান আনয়ন করিয়াছেন ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করিয়াছেন?

খালিদ বিন ওলীদ (রা)– কথা হইল এই যে, আমরা যখন দ্বীন ইসলামে ভর্তি হইয়াছি তখন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবিরাম ওহী নাযিল হইতেছিল। তিনি আমাদিগকে গায়েবের সংবাদ শুনাইতে থাকিতেন। আমরা প্রতিদিন তাঁহার মুজিযা ও অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতাম। যদ্দরুন আমাদের ঈমান সতেজ থাকিত বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। উহার বিপরীতে আপনারা না সে সব ঈমান বর্ধক দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন, না রাসূল (সা)-এর মুখ হইতে সেই সব বিস্ময়কর ও অভিনব কথা শ্রবণ করিয়াছেন, না ঐ সব মুজিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, উহা সত্বেও যদি আপনারা যথার্থ আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন ও আল্লাহ্‌র দীনকে গ্রহণ করেন তবে নিঃসন্দেহে আমাদের চাইতে উত্তম প্রতিপন্ন হইবেন।

জর্জ– আমার সর্বশেষে আপনার নিকট ইহাই জিজ্ঞাসা যে, আপনার আল্লাহ্‌র কসম করিয়া আমার নিকট বিবৃত করুন যে, আপনি এই সময় যাহা কিছু বলিলেন ঐগুলি সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর আপনি ঐ সকল কথা বলার মাধ্যমে আমাকে কোন প্রকারের ধোকা তো দেন নাই?

খালিদ বিন ওলীদ (রা)– আমি আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি এখন আপনাকে যাহা কিছু বলিয়াছি সবই সত্য বলিয়াছি। আমার মধ্যে আপনার বা অন্য কাহারও পক্ষ হইতে সামান্যতম ভয়ও নাই। আমার আল্লাহ্ এই বিষয়ে সাক্ষী রহিয়াছেন যে, আপনি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি আমার আকীদা অনুযায়ী উহার সঠিক জবাব দান করিয়াছি, না মিথ্যা বলিয়াছি, না বাড়াইয়া বলিয়াছি, না আপনাকে ধোকা দিয়াছি।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জর্জ তাহার ঢাল উল্টাইয়া ফেলে এবং তাহার তরবারী কোষে আবদ্ধ করিয়া হযরত খালিদ (রা)-কে বলিতে থাকে যে, এখন আমাকে এই কথা শিক্ষা দিন যে, আমি কেমন করিয়া আপনার দীনে ভর্তি হইতে পারি?

জর্জের এই কথা শ্রবণ করিয়া খুশিতে খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর চেহারা চমকিত হইয়া উঠে। তিনি তাহাকে নিজের তাবুতে লইয়া যান। তাহাকে কালিমা পাঠ করাইয়া মুসলিম বানান। অতঃপর গোসল ও অযুর পরে তাহাকে দুই রাকাত সালাত আদায় করান।

www.pathagar.com

মুসলিম হইয়া ও সালাত আদায় করিবার পরে জর্জ ও খালিদ বিন ওলীদ (রা) তাবু হইতে বাহির হইয়া আসেন। ইত্যবসরে যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া জর্জ রোমানদের উপর ঝাপাইয়া পড়েন এবং অতি নির্দয়ভাবে লড়িতে থাকেন, এমন কি শাহাদাতবরণ করেন।[১]

ইয়ারমূকের যুদ্ধের পরিণাম ঃ রোমান ও মুসলিমদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে, শির, ধর, হস্ত, পদ খণ্ডিত হইয়া পড়িতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যে লাশের টেকি লাগিয়া যায়। এমনকি ঐতিহাসিক তাবারীর কথা অনুযায়ী এক লক্ষেরও অধিক রোমান নিহত হয়, তিন হাজার মুসলিমও শাহাদাতবরণ করেন এবং পরিণাম রোমানদের শোচনীয় পরাজয়রূপে দেখা দেয়। এই সময় রোমের কায়সার দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের একটি বীর বাহিনী মুসলিমদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। ইহার পূর্বে কখন কোন্ সাম্রাজ্য শত্রুর মুকাবিলার জন্য এমন বিশাল বাহিনী সংঘটিত করিয়াছিল? আর কবে মানুষ যুদ্ধক্ষম মানুষের এত অধিক সংখ্যা দুই চক্ষে অবলোকন করিয়াছিল? কায়সারের নিকট যখন ইনতাকিয়াতে এই শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পৌছিল তখন তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান রহিল না। কেননা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুনর্বার এমন বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা তাহার ক্ষমতা বহির্ভূত ছিল। তাহার প্রত্যয় হইয়াছিল যে, অতি শীঘ্র মুসলিমগণ এই শহরও (ইনতাকিয়া) করতলগত করিয়া লইবে, এই জন্য অতিশয় বেদনা, অনুতাপ, ক্লেশ ও দুঃখভারাক্রান্ত মনে এই কথা বলিতে বলিতে কস্‌তনতিনায় যাত্রা করে যে, "ওহে সিরিয়া! বিদায়ী সম্রাটের শেষ সালাম গ্রহণ কর, ইহা এমনই বিদায় যে, ইহার পরে পুনরায় আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না।[২]

কনসিরীন ও হলব কবীলার ইসলাম গ্রহণ ঃ ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দা (রা) ইয়ারমূক বিজয়ের পরে হলব প্রত্যাবর্তন করেন এবং হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে কনসিরীন বিজয়ে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রা) কনসিরীন পৌছিয়া উহা অবরোধ করেন। শহরবাসী প্রথমে মুকাবিলা করে, পরে যখন নিজেদের মধ্যে আর লড়াই করিবার ক্ষমতা দেখিতে পাইল না তখন জিযিয়া প্রদানের ওয়াদা করিয়া আনুগত্য গ্রহণ করিল। এই স্থানে আরবের তানূখ কবীলা বহুদিন পূর্বে আগমন করিয়া আবাদ হইয়া গিয়াছিল এবং বিরাট বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ নিজেদের বসবাসের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করিয়াছিল। হযরত আবূ উবায়দা স্ব-জাতির প্রতি লেহায করিয়া উহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান জ্ঞাপন করেন। অতএব, তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। শুধুমাত্র বনূ সুলাইহ্ বংশ খৃষ্টানধর্মে থাকিয়া যায়। কিন্তু কিছু দিন পরে উহারাও ইসলাম গ্রহণ করে।

১. আবূ যায়িদ শা'লবী প্রণীত খালিদ সাইফুল্লাহ, পৃষ্ঠা-২৫৩-২৫৭; তারীখু তাবারী, হাল-মা'রাকা ইয়ারমূক; মৌলভী হাবীবুর রহমান প্রণীত ইশায়াত-ই-ইসলাম, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৭।

২. আল ফারূক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৪; খালিদ সাইফুল্লাহ, পৃষ্ঠা-২৭৯।

www.pathagar.com

তায়ী কবীলারও অনেক মানুষ এই স্থানে আবাদ হইয়া গিয়াছিল। উহারাও হযরত আবূ উবায়দার (রা) বুঝাইবার দরুন ইসলাম গ্রহণ করে।

কনসিরীন জয় করিবার পরে হযরত আবূ উবায়দা (রা) হলবের দিকে দৃষ্টি দেন। এই স্থানে শহরের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে আরবের অনেক কবীলা আবাদ ছিল। উহারা জিযিয়া প্রদানের ভিত্তিতে সন্ধি করিয়া লয়। অল্প কিছুদিন পরেই তাহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

খূযিস্তানের প্রশাসক হরমুযানের ইসলাম গ্রহণ ঃ হলবের পর মুসলিমগণ ইনতাকিয়্যা, কীসারিয়্যা ও আলজিরিয়া জয় করিবার পরে খূযিস্তান আক্রমণ করেন। উহার কেন্দ্রীয় শহর ছিল শূস্তর। এই স্থানে শীরওঁয়ার খুল্লতাত হরমুযান ইয়ায্দজরদের পক্ষ হইতে গভর্নর নিযুক্ত ছিল, সে অতিশয় প্রতিপত্তিশালী সরদার ছিল। সে বিরাটভাবে প্রস্তুতির পরে মুসলিমদের মুকাবিলা করে। কিন্তু পরাভূত হয় এবং এই শর্তে আত্মসমর্পন করিতে সম্মত হয় যে, আমাকে মদীনায় পৌঁছাইয়া দাও। ঐ স্থানে পৌঁছিবার পরে আমার সম্পর্কে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যে মীমাংসা করিবেন তাহা আমি মানিয়া লইব।

হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাহার এই শর্ত মানিয়া নেন এবং হযরত আনাস (রা)-এর সঙ্গে একটি শক্তিশালী ফৌজী দস্তার গ্রেফতারীতে তাহাকে মদীনা প্রেরণ করিয়া দেন।

হরমুযানের যাত্রা ছিল খুবই আড়ম্বরপূর্ণ। রাজধানী শূস্তরের সকল বড় বড় রয়ীসও তাহার বংশের অনেক মানুষ তাহার সঙ্গে ছিল। মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া খুবই শাহানা জাঁকজমকের সাথে নিজেকে সজ্জিত করে। কারুকার্য খচিত তাজ শিরে পরিধান করে। রেশমের কাবা অঙ্গে ধারণ করে। কোমরে কারুকার্যখচিত তরবারী বাঁধে। শাহী পদ্ধতিতে অলঙ্কার পরিধান করে এবং আযমী শাহ্দের জাঁকজমকের সাথে মদীনা প্রবেশ করে।

উহার মুকাবিলায় তদানীন্তন দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শাসক, মহান বিজয়ী নিজের খিলাফত প্রাসাদে (মসজিদ নববী) মাটির বিছানায় শায়িত ছিলেন। ঐ সময় তাঁহার চক্ষু লাগিয়া আসিয়াছিল। হরমুযান মসজিদে প্রবেশকালে হাজার হাজার দর্শক সঙ্গে ছিল এবং তাহার চাকচিক্যময় পোষাক দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেছিল। শোরগোলে হযরত আমীরুল মু'মিনীনের (রা) চক্ষু খুলিয়া যায়, চক্ষু উন্মোচন করিয়া তাকাইলেন, দেখিলেন, আযমী জাঁকজমকের প্রতিমূর্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান। উঠিয়া বসিলেন ও সমাগতদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছ এই দুনিয়াদারদের আত্ম প্রবঞ্চনা ও কালের এই বিবর্তন! আযমের শক্তি ও ক্ষমতা ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে কিন্তু বাহ্যিক ঠাটবাট ও প্রদর্শনী টিপটাপ যায় নাই।"

---

১. আল ফারূক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫।

www.pathagar.com

ইহার পরে হযরত মুগীরা বিন শোবা (রা)-এর মাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়, ইনি অল্প বিস্তর ফারসী জানিতেন। হরমুযানের অপরাধ তালিকা অতি দীর্ঘ ছিল। সে ইসলামী প্রধান সেনাপতির সহিত কয়েকবার চুক্তি করিয়াছে ও উহা ভঙ্গ করিয়াছে। বারে বারে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে এবং প্রতিবারেই ফেরেববাজী, টালবাহানা, ধোকাবাজী ও চাতুর্যের আশ্রয় লইয়াছে এবং ইসলামী বাহিনীর জন্য প্রায়শঃই বড় বড় বিপদের কারণ হইয়াছে।[১] শূস্তারের সংঘর্ষে সে দুইজন মুসলিম সরদারকে শহীদ করিয়াছিল।[২] এই সমস্ত কারণে তাহার প্রতি হযরত উমর (রা)-এর ভীষণ ক্রোধ ছিল এবং তিনি দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন যে, যদি হরমুযান গ্রেফতার হয় তবে অবশ্যই তরবারী দ্বারা তাহার শির উড়াইয়া দিব। তিনি যখন তাঁহার সেই ভীষণ ও ঘোরতর শত্রুকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন তখন তাহাকে হত্যা করিবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিলেন। কিন্তু হত্যা করিবার পূর্বে তাহাকে তাহার ওযর পেশ করিতে অনুমতি দান করিলেন ও বলিলেন, "হরমুযান! তুমি সেই ব্যক্তি যে বারংবার চুক্তিভঙ্গ করিয়াছ। বারবার সন্ধি ও চুক্তির খেলাপ করিয়াছ। তুমি পরিষ্কারভাবে আমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ও বেঈমানী আচরণ করিয়াছ।[৩] তবে কেন ঐ সকল অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তোমাকে মৃত্যুর ফেরেশতার হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইবে না?

হরমুযান ইহার জবাবে শুধুমাত্র এই বলিল যে, "আমি আমার সাফাই পেশ করিবার পূর্বে আমাকে হত্যা করিবার আশঙ্কা করিতেছি।"

হযরত উমর (রা) বলিলেন, "এই কথা নহে, তুমি তোমার সাফাইয়ে যাহা বলিতে চাহিতেছ তাহা স্বাধীনভাবে বলিতে পার, বল, যাহা বলিতে চাহিতেছ।"

উহাতে হরমুযান বলে, "প্রথমে আমাকে পান করিবার জন্য সামান্য পানি প্রদান করা হউক।"

পানি লইয়া হরমুযান পান করিল না বরং ভীষণ ভয়ের সাথে হাতে লইয়া হযরত উমর (রা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিতে থাকে, "আমার আশঙ্কা হইল, একদিকে আমি পেয়ালা ওষ্ঠে ধরিব অপরদিকে জল্লাদ আমার শির উড়াইয়া দিবে।"

হযরত উমর (রা) মুচকিয়া হাসেন ও বলেন এমনটি হইবে না

لا باس عليك حتى تخبرنى ولا باس عليك حتى تشربه

(যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সাফাই পেশ না করিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পানি পান না করিবে ঐ সময় পর্যন্ত তোমার কোন ভয় নাই)।

---

১. তাবারী এই ঘটনাকে অতি বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২. ঐ দুইজন মুসলিমের নাম বারা বিন আযিব আনসারী (রা) ও মুজাওয়ারা বিন সওর (রা) ছিল। ইহারা দুইজন শুস্তরে ইসলামী বাহিনীর উত্তর বাহুর ও দক্ষিণ বাহুর সরদার ছিলেন।

৩. হরমুযানের বারংবার চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার বিস্তারিত বিবরণ তাবারীতে দেখুন। সংক্ষিপ্তভাবে মৌলভী হাবিবুর রহমান প্রণীত কিতাব "ইয়াশাত-ই-ইসলাম"-য়ে উহার আলোচনা রহিয়াছে।

www.pathagar.com

হযরত উমরের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ মাত্রই চতুর হরমুযান উহার হস্তে রক্ষিত পানির পেয়ালা মাটিতে নিক্ষেপ করে ও বসিয়া পড়ে।

হযরত উমর (রা) মনে করিলেন যে, পানিতে কিছু পড়িয়া গিয়া থাকিবে এই জন্য সে পানি ফেলিয়া দিয়াছে। ইহাতে তিনি মানুষকে বলেন,

اعيدوا عليه ولا مجمعوا عليه بين القتل والعطش

(ইহাকে পানি দাও, পিপাসা ও হত্যা উভয়কে ইহার জন্য একত্রিত করিও না)।

হরমুযান বলিল, "আমি ইচ্ছাকৃতভাবে পানি ফেলিয়া দিয়াছি। আপনি এক্ষণই বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সাফাই পেশ না করিবে ও যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পানি পান না করিবে ঐ সময় পর্যন্ত তোমার ভয় করা উচিৎ হইবেনা। কাজেই, না আমি আমার সাফাই পেশ করিব, না পানি পান করিব। আর আপনি আমাকে কক্ষনও হত্যা করিতে পারিবেন না।"

হরমুযানের এহেন অভিনব চতুরতায় হযরত উমর (রা)-এর অতিশয় ক্রোধ হয় এবং তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র দুশমন! তুই এখানেও ধোকা ও প্রবঞ্চনা হইতে বিরত হস নাই। আমি তোকে অবশ্যই খুন করিব।

হরমুযান পরিপূর্ণ স্বস্তির সাথে উত্তর দিল "আমীরুল মু'মিনীন (রা) ! আপনার ধারণা সঠিক নহে, এখন ভূপৃষ্ঠে এমন কোন শক্তি নাই যে আমাকে হত্যা করিতে পারে। মুসলিমদের খলীফা কি নিজের কথা ও স্বীয় ওয়াদা বিরুদ্ধ কাজ করিতে পারেন? আপনি পরিষ্কারভাবে আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেন। এখন কি করিয়া আমাকে হত্যা করিতে পারেন।"

হযরত আনাস (রা) ও অপরাপর সাহাবা (রা) তাহাকে সমর্থন করেন ও বলেন, আপনি যখন তাহার ধোকায় আসিয়া নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেন তখন কি করিয়া নিজের কথা হইতে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিতে পারেন?

হযরত উমর (রা) বিস্মিত হইয়া হরমুযানের দিকে তাকাইয়া থাকেন। অকস্মাৎ হরমুযান সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কালিমা শাহাদাত পাঠ করিয়া ইসলামকে স্বীকার করিয়া লয় ও বলে "আমি পূর্বেই ইসলামের সত্যতায় প্রত্যয়ী হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি এই জন্য তদবীর গ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ এই কথা বলিতে না পারে যে, আমি তরবারীর ভয়ে মুসলিম হইয়া গিয়াছি।" ইহাতে হযরত উমর (রা) তাহার জন্য বাৎসরীক ২০০০ করিয়া ওযীফা নির্দিষ্ট করিয়া দেন ও তাহাকে মদীনায় অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেন।[১]

---

১. আল ফারূক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪২-১৪৩; ইব্‌ন আবদি রাব্বিহির আবদুল ফরীদ, কাইদাতুন ফিল হরব পর্বের হাওয়ালাক্রমে; মৌলভী হাবীবুর রহমান প্রণীত "ইশায়াত-ই-ইসলাম", পৃষ্ঠা-১০৮।

www.pathagar.com

জিবিল্যা আল আইহামের ইসলাম গ্রহণ ও ইরতিদাদ ঃ হযরত উমর (রা)-এর যুগে গাস্সানের বাদশাহ জিবিল্যা আল আইহামের ইসলাম গ্রহণ ও পরে মুরতাদ হইয়া যাওয়ার ঘটনা সবিশেষ কুখ্যাত। আমরা এই স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে উহার আলোচনা করিতেছি ঃ

সীমান্ত রিয়াসত গাস্সাণের শেষ তাজদার হূরান ও বলকার প্রশাসক জিবিল্যা আল আইহাম মুসলিমদের ঘোরতর ও বিরাট বিরুদ্ধ ছিল। মদীনায় গাস্সানের আক্রমণের উপর মুসলিমদের এমনই প্রত্যয় হইয়াছিল যে, ঐ আশঙ্কায় অধিকাংশ সময় সাহাবা (রা) রাত্রিতে ঘুমাইতেন না। কেননা, আশঙ্কা লাগিয়াই থাকিত যে, না জানি গাস্সান আক্রমণ করিয়া বসে, আর আমরা তখন ঘুমন্ত থাকি। মহানবী (সা)-এর যমানায় জিবিল্যার এই অবস্থাই ছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর যমানায়ও সে ঈমান আনে নাই। কিন্তু সে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সারা দুনিয়া ইসলামের দিকে আকর্ষিত হইতেছে, রোম ও ইরানের শক্তি উহার শক্তি ও আড়ম্বরের কাছে অনন্যোপায় হইয়া গিয়াছে, সে ইহাই উচিৎ বিবেচনা করে যে, আমি মুসলিম হইয়া যাই। অন্যথায় আশঙ্কা রহিয়াছে যে, আমার রাজত্ব ও শাসনের সাথে সাথে জীবনও যাইতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সে হযরত উমর (রা)-কে পত্র লিখে যে, আমি ইসলাম গ্রহণের মানসে আপনার খিদমতে হাযির হইতে চাহিতেছি। মুসলিম হইবার পরে ইসলামে আমার অধিকার ও মর্যাদা কি হইবে?

হযরত উমর (রা) উত্তরে লিখেন যে, لك ما لنا وعليك ما علينا (ইসলাম গ্রহণের পরে তুমি সর্বাবস্থায় আমাদের সমমানে আসিবে, আমাদের যেই অধিকার তোমারও সেই অধিকার হইবে।) এই উত্তর পাইয়া জিবিল্যা অতি আড়ম্বরপূর্ণ ও শাহানা ঠাটবাটের সাথে নিজ অধিবাস স্থল হইতে যাত্রা করে। দুই শত আরোহী রেশম ও জরীর লাল ও যরদ রংয়ের উর্দি পরিধান করিয়া অশ্বপরি রেশমের ঝোলা লইয়া সঙ্গে চলিল। ইহা ছাড়াও তাহার অঙ্গে তিন শত মানুষ আরও ছিল। জিবিল্যা নিজে অতি মূল্যবান শাহানা পোষাক অঙ্গে সজ্জিত করিয়া কারুকার্য খচিত তাজ শিরে স্থাপন করিয়া কর্ণে স্বর্ণের বালি পরিধান করিয়া সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া তাহাদের মধ্যস্থলে চলিতেছিল। এই মিছিল যখন শাহানা জাঁকজমকের সাথে মদীনায় প্রবেশ করে, সারা শহরের লোক এই দৃশ্য দর্শনার্থে নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং গাস্সানের শাহের ইসলাম গ্রহণে সমগ্র শহরে অতিশয় সন্তুষ্টি ও উচ্ছাস প্রকাশ করা হয়।

হজ্জের মৌসুম নিকটবর্তী ছিল। হযরত উমর (রা) হজ্জে গমনকালে জিবিল্যাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ স্থানে এই ঘটনার অবতারণা হয় যে, তাওয়াফকালে জিবিল্যার চাদরের কোনায় (উহা আমীরী ঠাটে মাটি হেচড়াই যাইতেছিল) বনূ ফিযারার সাথে সম্পৃক্ত জনৈক বেদুইনের পা পড়িয়া যায়। গাস্সানের

www.pathagar.com

শাহের শানে উহার চাইতে বড় বেয়াদবী আর কি হইতে পারিত? ক্রোধে জিবিল্যার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে আর সে সজোরে বেদুইনকে চপেটাঘাত করে।

বেদুইন হযরত উমরের (রা) আদালতে অভিযোগ দায়ের করে। হযরত উমর জিবিল্যাকে নির্দেশ দিলেন যে, হয় বেদুইনকে সন্তুষ্ট কর, না হয় ইহার বিনিময়ে একটি চপেটাঘাত খাইতে প্রস্তুত হও।

এই অভিনব নির্দেশে জিবিল্যা হতভম্ব হইয়া পড়ে ও অতি বিস্ময়ের সহিত সে জিজ্ঞাসা করে "আমার ও একজন নগণ্য মানুষের মর্যাদা কি সমান? একটি চপেটাঘাতের জন্য কি একজন বেদুইনের মুকাবিলায় গাস্‌সানের শাহ্‌কে শাস্তি দেওয়া হইবে?"

হযরত উমর (রা) বলিলেন, "নিশ্চয় তোমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইসলামে সকলেই সমান। কাহারও উপর কাহার মর্যাদা ও প্রাধান্য বর্তায় না, একমাত্র তাকওয়া ও পরহিযগারী ছাড়া।"

জিবিল্যা বলিল, "আমি এই ভাবিয়া মুসলিম হইয়াছিলাম যে, ইসলাম গ্রহণের পরে আমার সম্ভ্রম, আমার মর্যাদা ও আমার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। আর এইখানে তো পূর্বেকার মর্যাদাও বজায় থাকিতেছে না। তবে ইসলাম গ্রহণের উপকার কি হইল?"

হযরত উমর জবাব দিলেন, "ইসলামী আইন ইহাই আর ইহাই বাস্তবায়িত হইবে। হয় অভিযোগকারীকে সন্তুষ্ট কর, না হয় কিসাস প্রদান কর, তৃতীয় কোন পন্থা সম্ভব নহে। আইনের দৃষ্টিতে বাদশাহ ও একজন সাধারণ মানুষ দুই-ই সমান। অপরাধীকে অপরাধের শাস্তি অবশ্যই পাইতে হইবে, সে যে পর্যায়ের মানুষই হউক না কেন এবং অত্যাচারীর বিপরীতে উৎপীড়িতকে অবশ্যই সহায়তা প্রদান করা হইবে। উৎপীড়িত যত কম মর্যাদারই হউক না কেন।"

জিবিল্যা অনেক চিন্তা করিয়া বলিল, "এই ব্যাপারটি আমার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য এই বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য এক রাত্রির অবকাশ দিন যাহাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।"

হযরত উমর (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে এই অবকাশ দেওয়া যাইতে পারে। চিন্তা করিয়া আমাকে তোমার সিদ্ধান্ত জানাইবে।"

জিবিল্যা তাহার অধিবাসস্থলে পৌছিয়া অতিদ্রুত যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং রাত্রির মধ্যে তাহার সঙ্গী সাথী সহকারে মদীনা হইতে অনেক দূরে চলিয়া যায়। পথিমধ্যে কোথায়ও থামে নাই, সোজা কায়সারের নিকট পৌছিয়া খৃষ্টান হইয়া যায়।

কায়সার তাহাকে খুবই সমাদরে গ্রহণ করে এবং অতিশয় জাঁকজমকের সাথে তাহার অতিথী করিয়া রাখে। তাহার থাকিবার জন্য একটি উচ্চ মানের প্রাসাদ ও খিদমতের অনেক বাঁদী ও দাস নিয়োগ করে এবং উচ্চহারে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে তাহাকে আর্থিক সাহায্য করে। এমন কি সেমতাবস্থাতেই সে মারা যায়। অনেক দিন

www.pathagar.com

পরে মদীনা হইতে একজন কাসেদ যখন কায়সারের নিকটে কুসতানিয়া গমন করে তখন সে জিবিল্যার সহিতও সাক্ষাৎ করে। জিবিল্যা যদিও খুবই শান শওকতের জীবন কাটাইতেছিল তবুও নিজের বিগত ক্রিয়াকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত ও চিন্তিত ছিল। কাসেদের সাথে খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও সম্ভ্রমমূলক আচরণ করে তাহাকে খুবই আদর যত্ন করে। মদীনার পরিস্থিতি ও হযরত উমরের (রা) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আর কাসেদ যখন চলিয়া আসিতেছিল তখন অতিশয় অনুতাপ ও আফসোসের সাথে কয়েকটি কবিতা পাঠ করে। তন্মধ্যকার দুইটি কবিতা ছিল এই ঃ

تنصرت الا شراف من حار نطمة * وما كان فيها لو صبرت لها ضرر

فيا ليت اى لم تلد فى وبيثنى * رجعت الى الام الذى قال لى عمر

(অর্থাৎ খান্দানী শরাফত চপেটাঘাতের ভয়ে খৃষ্টান হইয়া গেল। আমি যদি ধৈর্য্য সহকারে সেই নির্দেশ পালন করিতাম তবে ক্ষতি ছিল না, আহ! আমার জননী যদি আমাকে প্রসব না করিত, আর আহ! যদি আমি উমরের (রা) নির্দেশ মানিয়া লইতাম)।[১]

কাদিসিয়্যার সংঘর্ষকালে উইলিয়ামের বাহিনীর ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত উমর (রা)-এর সময়ে হিজরী ১৪ সালে কাদিসিয়্যার বিরাট সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। তখন খসরু পারভীযের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চারি হাজার উইলিয়াম সেনানী, যাহাদিগকে শাহী বিসালা (ইম্পিরিয়্যাল গার্ড) বলা হইত সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

জলূলার যুদ্ধের সময় ইসলাম প্রচার ঃ হিজরী ১৬ সালের শেষ ভাগে জলূলা নামক স্থানে (বাগদাদের নিকটবর্তী একটি ছোট শহর) ইরানী ও মুসলিমদের মধ্যে এক বিরাট রকমের যুদ্ধ হয়। উহাতে ইরানীদের আনুমানিক এক লক্ষ মানুষ মারা যায়। এবং গনীমতের মাল স্বরূপ তিন লক্ষ দীনার অর্জিত হয়। ইহাই ছিল ইরাকের শেষ শহর, ইহা জয় করিবার পরে সমগ্র ইরাক মুসলিমদের দখলে আসে। এই স্থানটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ইহাকে দখল করিবার জন্য মুসলিমগণকে ৮০ বার আক্রমণ করিতে হয়। শহর জয় হইবার পরে ইহার বড় বড় রয়ীস ও নওয়াবগন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। উহাদের মধ্যে যে কয়জন প্রভাবশালী ও প্রখ্যাত ছিল তাহাদের নাম এই-জামীল বিন বসবহরী, বিস্তাম বিন নরসে, রফীল ও ফীরূয। এই সকল রয়ীসের মুসলিম হইয়া যাওয়ার দরুণ ইহাদের প্রজাবর্গের মধ্যে আপনা আপনিই ইসলামের প্রচার হইয়া যায়।[৩]

একজন ইরানী সরদারের তাহার সেনানী সহকারে ইসলাম গ্রহণ ঃ মুসলিমগণ যখন পারস্যের রাজধানী মাদায়িন জয় করেন এবং কিসরাকে তথা হইতে পলায়ন করিতে হয় তখন সে তাহার অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাকে, যাহার নাম

১. মৌলভী হাবীবুর রহমান প্রণীত ইশায়াত-ই-ইসলাম- পৃষ্ঠা- ২২০-২২৪।

২. ফতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-২৮০।

৩. আল ফারূক ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০।

www.pathagar.com

ছিল সিয়াহ, নির্দেশ দেয় যে, একটি বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া উসতখরকে রক্ষা কর। তাহার বাহিনীর মধ্যে তিন শত বড় বড় রয়ীস, যাহারা ছিল যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং অতিশয় বীর ও শৌর্যবান পুরুষ ছিল। কিসরার নির্দেশ ছিল যে, তুমি যে শহর দিয়া গমন করিবে তথায় যতজন যুদ্ধোপযোগী বীর পুরুষ পাইবে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। এই ভাবে এক বিশাল বাহিনী সহকারে মুসলিমদের মুকাবিলা করিবে। এই বাহিনী ছিল পারস্যের অতি প্রখ্যাত অশ্বারোহী ও বীরদের নির্বাচন। উহারা বিরাট যুদ্ধ সামগ্রীসহ মুসলিমগণকে পরাভূত করিবার উদ্দেশ্যে মাদায়িন হইতে যাত্রা করে। তিসতর নামক স্থানে ইসলামী ও ইরানী বাহিনী মুখামুখি হয়। উভয় বাহিনী পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ তাবু গড়ে ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করিয়া দেয়। এই সময় এমন একটি বিরাট ঘটনার অবতারণা হয়, যে সম্পর্কে কোনরূপ চিন্তা ভাবনাই হয় নাই। এই সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন কয়েক দিন উভয় বাহিনীকে মুখোমুখি অবস্থানাবস্থায় কাটিয়া যায় তখন অকস্মাৎ ইরানের প্রধান সেনাপতি সিয়াহের মনে বিদ্যুৎগতির এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, কেন আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিম হইয়া যাই না, তাহাতে আমরা সর্ব প্রকারের নিয়ামতের যথেষ্ট পরিমান অংশ লাভ করিতে পারিব।

এই ধারণার উদ্রেক হইতেই সে বাহিনীর সকল বাছাই করা বীর ও সরদারগণকে পরামর্শের জন্য নিজের তাবুতে ডাকাইয়া আনে। সকলে উপস্থিত হইলে সে দণ্ডায়মান হইয়া বলে যে, আমি আপনাদিগকে এইজন্য কষ্ট দিয়াছি যে, আমাকে আপনাদের সহিত একটি বিশেষ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ করিতে হইবে। সেই বিষয়টি এই যে, আমরা প্রথম হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, একদিন এমন আসিবে যখন আরব এই দেশে আক্রমণ করিবে এবং সফল হইয়া সমগ্র দেশ দখল করিয়া লইবে এবং উসতখরের শাহী প্রাসাদে তাহাদের অশ্ব বাঁধা হইবে। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সেই সময় আসিয়া গিয়াছে এবং বর্তমানের আরবদের বিজয় সমূহ এই বিষয়েরই প্রমাণ। তাহাদের বিরুদ্ধে আমরা কোন স্থানেই জয় লাভ করিতে পারি নাই। প্রতিটি স্থানেই আমাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এমতাবস্থায় ইহা প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির চাহিদা , সুযোগ সুবিধার চাহিদাও ইহাই এবং কুশল ও নিরাপত্তাও এই কথায় নিহিত যে, যুদ্ধ বিগ্রহের ধারণা ত্যাগ করিয়া আমরা আরবদের সাথে মিলিয়া যাই এবং তাহাদের দীন গ্রহণ করিয়া তাহাদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাই।

ইহা ইতিহাসের একটি অভিনব ঘটনা যে, প্রধান সেনাপতির মতামতের বিপক্ষে বাহিনীর মধ্যকার একজন সদস্যও মত দেয় নাই, না কোন অফিসার না কোন সেনানী। অতএব, প্রধান সেনাপতি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে বড় বড় অফিসারদের সহকারে শেরওয়াকে ইসলামী বাহিনীর সৈন্যাধক্ষ হযরত আবূ মূসা (রা)-এর নিকট এই বাণী সহকারে প্রেরণ করে যে, "আমাদের সমগ্র বাহিনী ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহিতেছে। আমাদেরও কি সেই অধিকার হইবে যাহা তোমাদের রহিয়াছে এবং

www.pathagar.com

আমাদিগকে কি গনীমাতের মাল হইতে ঐ পরিমান অংশ প্রদান করা হইবে যেই পরিমানে তোমরা পাইতেছ?"

হযরত আবূ মূসা (রা) উত্তর দিলেন, "নিঃসন্দেহে আপনারা অতিশয় আনন্দ সহকারে মুসলিম হইতে পারেন। অবশ্যই আপনাদের সেই অধিকারই বর্তাইবে যাহা আমাদের রহিয়াছে। আর আপনারাও সেই সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন যাহা আমরা পাইতেছি এবং আপনাদের দায়িত্বও উহাই হইবে যাহা আমাদের রহিয়াছে।"

এই পত্রালাপের পরে সিয়াহ ও তাহার বাহিনীর মানুষ পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয় এবং তাহাদের বাহিনীসহ মুসলিম হইয়া যায়। পরবর্তী কালের সমস্ত সংঘর্ষে এই বাহিনী মুসলিমদের কাঁধে কাধ মিলাইয়া লড়িয়াছে।

এই সকল লোককে যাহারা তাহাদের প্রধান সেনাপতির কথায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে আসউরা বলা হইত। কুফায় তাহাদের নামানুসারে নুহর আসউরা খুবই প্রখ্যাত। ইহাদের মুসলিম হইবার দরুন সিয়াবজাতাহ, যত্ব ও অপরাপর কবীলা সমূহ ইসলামের গণ্ডীভূত হয়। এই তিনটি জাতিই ছিল সিন্ধুর অধিবাসী। খসরূ পারভীয ইহাদিগকে ইরান হইতে গ্রেফতার করিয়া আনিয়াছিল এবং তাহার বাহিনীতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল।[১]

মিশরে ইসলামের তাবলীগ ও উহার প্রচার ঃ হযরত উমর (রা)-এর যুগে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) মাত্র ৪০০০ সৈন্য সহকারে মিশর আক্রমণ করেন। এবং মিসরের প্রথম শহর আল আরীশ হিজরী ১৮ সালে যুল হুজ্জা মাস মুতাবিক ঈসায়ী ৬২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বরে জয় করেন।[২]

উহার পরে ফরমা, উম্মু দনীস, ফায়ূম ও আইনুশশাম জয় করিতে করিতে বাবলিয়্যুন কিল্লায় পৌছেন ও উহা অবরোধ করেন। নীল নদীর তীরে অবস্থিত ইহা একটি বিরাট কিল্লা ছিল। এই কিল্লার প্রাচীর অতি মজবুত ও ইহার বুরুজগুলি খুবই সংরক্ষিত ছিল। রোমের কায়সার হিরাকিলের পক্ষ হইতে মিশরের গভর্নর মকূকাস তখন এই কিল্লায় উপস্থিত ছিল। সে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে বলিয়া পাঠায় যে, তোমরা আমাদের দেশে কেন প্রবেশ করিয়াছে? আর আমাদের সহিত কেন লড়িতে চাহিতেছ? তোমাদের যে মান তাহা তোমরা ভালভাবেই জ্ঞাত রহিয়াছ। তোমাদের মুকাবিলার জন্য যে রোমান বাহিনী প্রস্তুত হইতেছে উহা অতি উচ্চ মানের যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত।[৩] নীল নদ তোমাদিগকে সর্বদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এখন তোমরা হইলে আমাদের কয়েদী। রোমানদের বিশাল বাহিনী তোমাদিগকে ঘেরাওয়ে

১. ইশায়াত-ই-ইসলাম, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০; আল ফারূক ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০; ফতূহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-৩৭৪-এর হাওয়ালাক্রমে।

২. ডঃ হাসান ইবরাহীম হাসান প্রণীত "আমর ইবনুল আস" পৃষ্ঠা-১০৭।

৩. মুসলিমগণ মিশর প্রবেশ করিবা মাত্রই মকূকাস হিরাকিলকে সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণের জন পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। ইহা ছিল সেই বাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত।

www.pathagar.com

লইয়া পিষিয়া ফেলিবার পূর্বেই যদি তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন সমঝোতা হইয়া গেলে ভাল হইত। স্মরণ রাখিও, যদি রোমান বাহিনী তোমাদের মুকবিলায় আসিয়া পড়ে তবে তোমাদের পক্ষে জীবন লইয়া প্রত্যাবর্তন করা কঠিন হইয়া পড়িবে আর সেই সময়ে আলোচনায় কোন কাজ হইবে না। এই জন্য তুমি তোমার লোকজনদের মধ্য হইতে কোন একজন অতি যোগ্য ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রেরণ কর যাহাতে আমি তাহার সহিত আলোচনা করিয়া এমন কোন সমঝোতায় পৌছিতে পারি যাহা আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয়।

মকূকাসের বার্তাবাহক যখন হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট পৌছে তখন তিনি তাহাকে খুবই আদর আপ্যায়ন করেন এবং তাহাকে দুইদিন পর্যন্ত নিজের মেহমান হিসাবে রাখেন। অপরদিকে তাৎক্ষণিকভাবে কাসেদ প্রত্যাবর্তন না করায় মকূকাস চিন্তিত হইয়া পড়েন। এবং সে তাহার সঙ্গীদেরকে বলে "এমনতো নয় যে তাহারা দূতকে হত্যা করিয়া থাকে এবং তাহাদের মাযহাবে ইহা বৈধ।"

প্রকৃতপক্ষে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) দুইদিন পর্যন্ত দূতকে এই জন্য থামাইয়া রাখেন যে, সে বাহিনীর মধ্যে থাকিয়া মুসলিমদের ধরন ধারন এবং আচার অভ্যাস, তাহাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালভাবে আন্দাজ করিতে পারিবে এবং মুসলিমদের মনোভাবে প্রভাবিত হইয়া ইসলামের নিকটতর আগমন করিবে।

দুই দিবস পরে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) মকূকাসের দূতগণকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করিলেন এবং তাহাদের মাধ্যমে মকূকাসকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শুধুমাত্র এই তিনটি শর্তে সন্ধি হইতে পারে ঃ

১. হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ্‌র একত্ব এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে স্বীকার কর। এমনিভাবে তোমরা আমাদের সহোদরে পরিণত হইবে এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন প্রকারের পার্থক্য থাকিবে না। আমাদের যে সকল অধিকার রহিয়াছে ঐ সকলই তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে এবং যে সকল দায়িত্ব প্রতিপালন করা আমাদের উপর ফরয তাহাই তোমাদের উপর বর্তাইবে।

২. আর যদি ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা এখনও তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হইয়া থাকে এবং তোমরা মুসলিম হইতে ইচ্ছা না কর তবে পরিষ্কার ভাবে এই বিষয়ে অঙ্গীকার কর যে, আমাদের শত্রু ও বিপক্ষয়ীদের সহিত যোগ সাহস করিবে না, না আমাদের বিপক্ষে শত্রুতামূলক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবে এবং আমাদের নেতৃত্বকে মানিয়া লইবে। সেমতাবস্থায় আমরা তোমাদিগকে পরিপূর্ণরূপে রক্ষা করিব তোমাদিগকে যে কোন শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইব। উহার প্রতিদান স্বরূপ তোমাদিগকে অতি নগণ্য পরিমানের অর্থ আদায় করিতে হইবে। উহা দ্বারা হেফাযতী বাহিনীর খরচ বহন করা হইবে।

www.pathagar.com

৩. এই দুইটি অবস্থার মধ্যে তোমাদের কোনটিই মনপুত না হয় তবে শেষ পথ হইল যুদ্ধ ও বিগ্রহ। এবং আমরা অতিশয় ধৈর্য ও দৃঢ়তার সহিত লড়িব। এমন কি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত দিবেন।

এই দূত যখন মকূকাসের নিকট পৌঁছে এবং আমর ইবনুল আস (রা)-এর বাণী পৌঁছে তখন প্রথমে ইহা জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি দুইদিন পর্যন্ত কোথায় ছিলে এবং কেন আস নাই? দূতগণ জবাব দেয় যে, ইসলামী প্রধান সেনাপতি আমাদের অনেক সম্মান করিয়াছেন এবং খুব সুন্দরভাবে রাখেন অতি উত্তম রূপে আতিথেয়তা করিয়াছেন। আমাদিগের থাকিবার জন্য একটি তাবু খালি করাইয়া দেন। আমাদিগের সহিত খুবই সহানুভূতি ও প্রীতিমূলক আচরণ করেন। ইহার পরে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমন করাইয়াছেন। ঐ কথার জন্য বিলম্ব হইয়া যায়। কিন্তু ইত্যবসরে আমরা তাহাদের ভিতরগত অবস্থা অবহিত হইবার সুন্দর সুযোগ লাভ করিয়াছি।

মকূকাস খুবই আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা তাহাদের যে অবস্থা দেখিয়াছ তাহা আমাকে শোনাও।" দূতগণ বলে, "আমরা এমন একটি জাতিকে দেখিয়াছি যাহারা জীবনের চাইতে মৃত্যুকে অধিক পছন্দ করে। বিনয় ও নম্রতাকে তাহারা জাঁকজমক, গর্ব ও অহংকারের চাইতে অধিক প্রিয় বলিয়া মনে করে। উহাদের মধ্যকার কোন মানুষই দুনিয়া ও ইহার সাজ সরঞ্জামের প্রতি আগ্রহান্বিত ও উৎসাহিত নহে। উহারা মাটিতে আসন গ্রহণ করে ও অশ্বপৃষ্ঠ উপবেশনাবস্থায় আহার করে। তাহাদের ও তাহাদের সরদারের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট বিদ্যমান নাই। সে তাহাদের মধ্যকার একজন নগণ্য মানুষ বলিয়া মনে হয়। তাহাদের আমীরও গরীব, তাহাদের মনিব ও তাহাদের দাস সকলেই সম মর্যাদার অধিকারী। কাহারও উপর কাহারও কোনরূপ প্রাধান্য বা মর্যাদা নাই। যখন সালাতের সময় আসে তখনকার দৃশ্য খুবই অভিনব। ছোট, বড়, গণ্য নগণ্য, আমীর, গরীব, মনিব, দাস, অফিসার ও অধীনস্থ সকলে মিলিয়া একই কাতারে দাড়াইয়া পড়ে। তাহারা নিজেদের সালাত হাত পা ধুইয়া আদায় করে আর যখন সালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন অতি বিনয় নম্রতা নিবিষ্টতা ও একাগ্রতার সহিত আদায় করে।"[১]

মকূকাস যখন দূতদের মুখে মুসলিমদের এই অবস্থার কথা শ্রবণ করিল তখন তাহার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইল এবং অবচেতনভাবেই তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল যে, "যে জাতির অবস্থা এইরূপ উহারা অবশ্যই সফল হইবে। আর আমরা উহাদের মুকাবিলায় অবশ্যই অসফল হইব।" উহার পরে সে তাহার লোকজনকে বলে যে, "মুসলিমদের বিজয় সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নাই। উহারা নিশ্চিতই অতি শীঘ্র নিশ্চিতই এই সমগ্র দেশ করতলগল করিবে। এই জন্য সুযোগ

১. নিজেদের এই আভ্যন্তরীন অবস্থা প্রদর্শনের জন্য হযরত আমর ইবনুল আস (রা) মকূকাসের দূতগণকে থামাইয়া ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল তাহাদের জন্য নীরব তাবলীগ। ইহার প্রতিক্রিয়া খুবই গভীর হইয়াছিল।

www.pathagar.com

হাতছাড়া হইবার পূর্বেই আমাদিগকে যে কোন মূল্যে উহাদের সহিত সন্ধি করিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় পরে শুধুমাত্র অনুতাপ ও আফসোস করা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকিবে না। উহাতে সকল মানুষই বলে, হ্যাঁ, ইহা যথার্থ। নিঃসন্দেহে আমাদিগকে উহাদের সহিত সন্ধি করিয়া নিজেদেরকে রক্ষা করা উচিত।

শহরবাসী ও সামরিক কর্মকর্তাদের এই ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তক্রমে মকৃকাস হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে বলিয়া পাঠায় যে, "আপনার কোন একজন মানুষকে আমাদের নিকট প্রেরণ করুন যাহাতে আপনাদের ও আমাদের মধ্যে এমন কোন কথার সিদ্ধান্ত হইতে পারে যাহাতে উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে।"

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ দশ জনের মানুষের একটি প্রতিনিধিদল একজন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উবাদা বিন সামিত (রা)-এর নেতৃত্বাধীনে মকৃকাসের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

হযরত উবাদা বিন সামিত (রা) যখন তাহার প্রতিনিধিদল সহ মকৃকাসের দরবারে পৌছেন তখন সে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ও অস্বাভাবিক গঠন দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে এবং ধারণা করে যে, ইসলামী প্রধান সেনাপতি আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার মানসে উবাদা (রা)-এর ন্যায় হাবশীকে নিজের দূত বানাইয়া আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। ইহাতে সে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণকে ঘৃণাভরে বলে "ঐ কাল কুচকুচে মানুষটিকে আমার সম্মুখ হইতে হটাও আর এমন কোন মানুষকে সম্মুখে উপস্থাপন কর, যে আলোচনার যথাযর্থ আচার সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছে।"

মুসলিমগণ মকৃকাসের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, এই ব্যক্তিই আমাদের মধ্যে জ্ঞান, মর্যাদা , তাকওয়া, পরহিযগারী, বুদ্ধি, অনুভূতি ও সুদৃঢ় ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সকলের চাইতে মর্যাদাবান ও উত্তম। ইনিই আমাদের সকলের চাইতে শীর্ষে। আমাদের নেতা তাঁহাকেই আমাদের পক্ষ হইতে বলিবার অধিকার দিয়াছেন, আর ইনিই আমাদের নেতৃত্ব করিবেন। ইহাতে বাধ্য হইয়া মকৃকাসকে হযরত উবাদা (রা)-এর সহিত আলাপ করিতে হয়।

আলাপের সূত্রপাত হযরত উবাদা (রা)-এর পক্ষ হইতেই হয়। তিনি দোভাষীর মাধ্যমে মকৃকাসকে বলেন ঃ "ইসলাম বিরোধীদের সহিত আমাদের যুদ্ধ জাগতিক আড়ম্বর অথবা ধন সম্পদ অথবা রাজ্য বা হুকুমত অর্জন করিবার জন্য নহে বরং আমাদের সব প্রয়াস প্রচেষ্টা এবং সাহস ও শক্তির উৎস হইল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ও সত্যের বাণী সুউচ্চ করণার্থে। দীনের তাবলীগ ও উহার প্রচার কল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল আমাদের সব চাইতে আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আমাদের নিকট যদি ধন দৌলত ও স্বর্ণ-রৌপ্যের টেকিও হয় অথবা একটি দিরহামও না থাকে তাহাতে আমাদের না উহার জন্য আশঙ্কা হয়, না ভ্রুক্ষেপ হয়। কেননা, রুটির একটি টুকরা যদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করা যায় আর সামান্য বস্ত্র যদ্বারা গতর ঢাকা যায়, আমাদের খুবই

www.pathagar.com

যথেষ্ট। আমাদের নিকট যদি অঢেল স্বর্ণ থাকে তবে আমরা উহা অতি সহজেই আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিয়া আনন্দ অনুভব করি। আমরা না জাগতিক আরাম আয়েশে অভ্যস্ত, না আমরা উহার জন্য লালায়িত। আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে শুধুমাত্র আখিরাতের তৃপ্তি কুশল। আমার আল্লাহ্ ও আমাদের রাসূল আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন আর এই বিষয়ের উপরই আমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সকল প্রয়াস আল্লাহ্ তা'আলার তুষ্টি ও সত্যবাণী সুউচ্চকরণেই সীমাবদ্ধ।"

যদিও মকৃকাস হযরত উবায়দা (রা)-এর কথায় খুবই প্রভাবান্বিত হয় এবং এই প্রভাবের কথা চারিপার্শ্বে উপবিষ্ট অফিসারদেরকে বলে তবুও উপদেশমূলক পদ্ধতিতে হযরত উবাদা (রা)-কে বলে ঃ "এই মানুষ! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই কথা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অতি সত্বর রোমানদের বীর বাহিনী তোমাদের সহিত মুকাবিলা করিতে আসিবে। উহাদের সংখ্যা, শক্তি ও বল সম্পর্কে অনুমানও করা যায় না। উহারা ইহার ভ্রুক্ষেপও করেনা যে, কাহার সহিত লড়িতেছে? আর কে তাহাদের বিপক্ষে রহিয়াছে? তোমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও সংখ্যা স্বল্পতার দরুন কক্ষণও সেই বিরাট বাহিনীর সহিত লড়িবার ক্ষমতা হইবে না। তোমরা এক মাস যাবৎ এই স্থানে পড়িয়া থাকিয়া কষ্ট ও ক্লেশের শিকার হইয়াছ। না তোমরা এই মজবুত কিল্লাকে জয় করিতে পারিবে, না অনাগত বিরাট বাহিনীর সহিত লড়িতে পারিবে। আমরা তোমাদের সাজ সরঞ্জাম হীনতার দরুন তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনাকাংখী, আর তোমাদের সমক্ষে এই প্রস্তাব পেশ করিতেছি যে, যদি তোমরা সত্বর এই স্থান ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কর তবে আমরা তোমাদের প্রত্যেক সিপাহীকে দুই দীনার করিয়া, তোমাদের সেনাপতিকে একশত দীনার ও তোমাদের খলীফাকে এক হাজার দীনার দিয়া দিব। কিন্তু এই প্রস্তাবের সহিত শর্ত এই রহিল যে, তোমরা সত্বর এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবে। যদি সেই বাহিনী আসিয়া পড়ে যাহার সহিত মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা তোমাদের কক্ষণও নাই তবে তোমাদিগকে এক দিরহামও দেওয়া হইবে না আর তোমাদিগকে সেই শক্তিশালী বাহিনীর সম্মুখে নিজেদের গর্দান রক্ষা করিতে হইবে আর তোমাদের নাম নিশানাও অবশিষ্ট থাকিবে না।"

মকৃকাসের এই কথার মধ্যে ওয়াদাও ছিল ধমকানীও ছিল। প্রলোভনও ছিল ভীতি প্রদর্শনও ছিল। হযরত উবাদার সম্মুখে একটি যুক্তিযুক্ত অঙ্ক রাখা হইয়াছিল, যাহা ছিল মুসলিমদের মিশর ত্যাগের মূল্য। যদি তিনি সেই প্রস্তাবনাকে গ্রহণ না করেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিরাট রোমান বাহিনীর ধমকি দেওয়া হইতেছে যাহা মকৃকাসের কথা অনুযায়ী অতি সত্বর অনাগত ছিল। কিন্তু হযরত উবাদা (রা) ছিলেন অতিশয় সাহসী ও শক্ত মানুষ। তিনি সেই ধমকানী বা প্রলোভনের ফাঁদে পা দিবার মানুষ ছিলেন না, যাহা তাহাকে দেওয়া হইতেছিল।

www.pathagar.com

তিনি তাঁহার পরিপূর্ণ সম্ভ্রম ও আত্ম নির্ভরতা সহকারে মকূকাসকে বলেন, "তুমি নিজেকে, তোমার বাহিনীর অফিসারদেরকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে এই ধোকায় ফেলিও না যে, আমরা অনাগত রোমান বাহিনীর শক্তি ক্ষমতা ও সংখ্যাধিক্যতার ভয় পাইয়া সাহস হারাইয়া ফেলিব ও এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। ভালভাবে জানিয়া রাখ যে, এমনটি কখনও হইবে না, আর আমাদের মনোভাবে কোনরূপ পরিবর্তন আসিবে না। যদি আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র পথে মারাও যাই তবে উহাতে আমাদের সামান্যতম ভ্রুক্ষেপও হইবে না, আর সেমতাবস্থায় আমাদের চাইতে ভাগ্যবান আর কেহ হইবে না। কেননা, এই ভাবে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করিতে পারিব, যাহা আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় উদ্দেশ্য। অবশিষ্ট রহিল সংখ্যাস্বল্পতা ও আধিক্যতার প্রশ্ন, সেই সম্পর্কে আমাদের আল্লাহ্ আমাদের রাসূলকে বলিয়া দিয়াছেন যে,

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

(অর্থাৎ অনেক ছোট দল আল্লাহ্‌র নির্দেশে বড় বড় দলের উপর বিজয়ী হয়, আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকে)। আমাদের মধ্যকার প্রতিটি মানুষ সকাল সন্ধ্যায় নিজ প্রভুর নিকট দোয়া প্রার্থনা করে যেন তিনি তাহাকে শাহাদাতের নিয়ামতে গৌরবান্বিত করেন। আমাদের মধ্যে একজনও নাই যে, তাহার দেশ ও পরিবার পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে চাহে। তুমি ঐ সকল বিষয়ে যাহা আমি উপস্থাপন করিয়াছি, ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখ, আর অনাবশ্যক কথা ছাড়িয়া আমাদের দলপতি পূর্বেই তোমাকে যে তিনটি কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, উহার যে কোন একটিকে মানিয়া লও। এই নির্দেশ আমাকে আমার আমীর ও তাহাকে আমাদের আমীরুল মু'মিনীন দিয়াছেন। আর ইহাই ইতিপূর্বে আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম পদ্ধতি ছিল।"

তাঁহার ভাষণ শেষ করিতে করিতে হযরত উবাদা (রা) মকূকাসকে বলেন. "যদি তোমরা আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগকে গ্রহণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া লও তবে আমরা ফেরত চলিয়া যাইব আর সর্বদা তোমাদের সাহায্যকারী, সহায়তাকারী ও সমর্থক থাকিব। তোমরা যদি আমাদের পক্ষাবলম্বন কর তবে আমরা সব সময় তোমাদিগকে রক্ষা করিব। আর যদি তুমি দুইটি কথাকেই অস্বীকার কর তবে আমাদের ও তোমাদের মীমাংসা করিবে তরবারী।"

ইহাতে মকূকাস জোর দিয়া বলিল, মুসলিমগণ ঐ তিনটি শর্ত বাদ দিয়া অন্য কোন শর্ত উপস্থাপন করুক। কিন্তু উবাদা (রা) ঐরূপ করিতে অস্বীকৃত হন। তিনি হস্ত উত্তোলন করেন ও বলেন ঃ "এই আকাশের প্রভু, এই ভূমির প্রতিপালক ও সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টার শপথ! এই তিনটি শর্ত ছাড়া আমরা অন্য কোন শর্ত মানিয়া লইতে কোনক্রমেই প্রস্তুত নাই তোমাদিগকে ইহা হইতে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

www.pathagar.com

এহেন খাড়া ও শেষ জবাব শ্রবণ করিয়া মকৃকাস নিজের লোকদেরকে বলিল, "বল এখন কি করিতে হইবে? যদি আমার কথা মানো, তবে সবচাইতে ভাল বিষয় এই হইবে যে, সকলেই মুসলিম হইয়া যাও সর্বপ্রকারে শান্তিতে থাকিবে। যদি ইহা না হয়, তবে জিযিয়া মানিয়া লও, কেননা, তোমাদের মধ্যে ইহাদের সহিত লড়িবার ক্ষমতা নাই। আজ যদি তোমরা মুসলিমগণের উপস্থাপিত শর্ত মানিয়া না লও, তবে স্মরণ রাখিও যে, কল্য ইহার চাইতেও অধিক মন্দ শর্ত মঞ্জুর করিতে হইবে।"

কিন্তু মকৃকাসের সঙ্গীরা এই শর্তাবলী মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইল এবং হযরত উবাদা (রা) তাঁহার বাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু ৬ মাসের দীর্ঘ অবরোধে বাবলিয়্যূন কিল্লার অধিবাসীরা অতিষ্ট হইয়া যায় এবং তাহারা জিযিয়ার উপর সন্ধি করিয়া ফেলে।[১]

গভর্নর দামিয়াতের পুত্র ইসলামের আশ্রয়ে ঃ মিশরের প্রখ্যাত শহর দামিয়াত বিজয় করিবার উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা), মিকদাদ (রা) আসওয়াদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। সেই শহরের গভর্নর ছিল মকৃকাসের খুল্লতাত হামূক। সে মুসলিমদের আনুগত্য গ্রহণ করে নাই। বরং ইসলামী বাহিনীর মুকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে জোরে শোরে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে। মুসলিমগণ শহর অবরোধ করিয়া রাখে আর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। বিজয়ের কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া হামূক শহরবাসীকে জমায়েত করে ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, এমতাবস্থায় কি কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। উহাতে উহাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি উঠিয়া দাড়ায় ও বলে, "ওহে বাদশাহ! প্রজ্ঞার যেই গুলি শা'দেয় উহার কোন মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানের নিয়ামত প্রাপ্ত হয় উহার সাফল্য অর্জনে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, আর তাহার প্রতি ধ্বংসের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আরবরা প্রথম হইতে অকৃতকার্যতার মুখ দর্শন করে নাই আর তাহাদের পতাকা অতি গৌরবজনক ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে উড্ডীন হইয়াছে। কখনও কোন সময়ের জন্য অবনত হয় নাই। যে দেশে বা যে এলাকার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে উহাকে তাহারা জয় না করিয়া ছাড়ে নাই। বিরাট বিরাট বীর বাহিনী ও তাহাদের মুকাবিলায় টিকিতে পারে নাই। আমাদের বাহিনী সিরিয়ার বিরাট বাহিনীর চাইতে অধিক শক্তিশালী নহে। উহারাও যখন তাহাদের সম্মুখে টিকিতে পারে নাই তখন আমরা কতদূর। নগণ্যর মধ্যে সকল ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মত এই যে, তাহাদের সহিত সন্ধি করা ও তাহাদের আনুগত্য গ্রহণ করাই শ্রেয়। এই ভাবে আমরা নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিব। অনর্থক আমাদের মানুষদের শোনিত প্রবাহিত হইবে না, আর আমাদের ভূমি বিনষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে।"

১. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকলকৃত উমর ফারূক আযম, পৃষ্ঠা-৪৭৪-৪৭৯; ডঃ হাসান ইবরাহীম হাসানের আমর ইবনুল আস, পৃষ্ঠা-১৩৩-১৩৯; আবদুল হাকীমের ফতূহু মিশর ও মাকরীযীর আল মাওয়াযিয ওয়াল ইতিবার-এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

এই ভাষণ শ্রবণ করিয়া হামূকের এমনই ক্রোধ হয় যে, সে সেই সময়ই সেই লোককে হত্যা করিয়া ফেলে। নিহত ব্যক্তির পুত্রের তাহার পিতার এহেন বিনা অপরাধে হত হওয়ায় খুবই দুঃখ হয়। তাহার বক্ষে প্রতিশোধের বহ্নি শিখা জ্বলিতে থাকে। ঘটনাক্রমে তাহার গৃহ ছিল শহর প্রাচীর সংলগ্ন। নিশিথে সে তাহার গৃহের বাহিরের খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া ইসলামী ক্যাম্পে পৌছে ও মুসলিমগণকে শহরে প্রবেশ করিবার গোপন পথ বলিয়া দেয়। মুসলিমগণ সেই গোপন পথে শহরে প্রবেশ করিয়া প্রাচীরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আর ইসলামী বাহিনী পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল, তাহারা শহর আক্রমণ করে।

হামূরের পুত্র শাত্তা যখন দেখিতে পাইল যে, মুসলিমগণ যে কোন সময় শহর দখল করিয়া ফেলিবে আর কোন শক্তিই তাহাদিগকে শহর জয় করিতে বাধা দিতে পারিবে না তখন সে অতি দ্রুত কতিপয় সঙ্গীসহ মিকদাদ বিন আসওয়াদের নিকট গমন করে ও তৎক্ষণাৎ কালিমা পাঠ করিয়া মুসলিম হইয়া যায়।

শাত্তা ছিল সুঅন্তকরণ, কর্তব্যপরায়ন ও বীর যুবক। পিতার সহিত তাহার খুবই ভালবাসা ছিল। সে যখন তাহার পুত্রের মুসলিম হইবার সংবাদ অবগত হইল তখন তাহার সাহস ভাঙ্গিয়া গেল আর সে ইসলামী বাহিনীর সম্মুখে অস্ত্র ফেলিয়া দিল। শহর মুসলিমদের দখলে আসিয়া গেল। শাত্তা তাহার পিতার জন্য মিকদাদ (রা)-এর নিকট হইতে নিরাপত্তা অর্জন করিয়াছিল।

মাকরীযী লিখিতেছেন যে, দামিয়াত জয় হইবার পরে শাত্তা ইসলামী বাহিনীতে ভর্তি হইয়া খুবই বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। সে ইসলামী বাহিনীর সাথে বার বাস উমাইর ও আশমূম তাফ্ফাহ ইত্যাদি স্থানে গমন করে ও প্রতি ক্ষেত্রে অতিশয় বীরত্ব ও বিক্রমের সহিত লড়াই করে। এই স্থান হইতে অবকাশ পাইয়া সে তীনস বিজয়ে যাত্রা করে, সেই স্থানেই বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করে। মুসলিমগণ তাহার লাশ দামিয়াতে আনিয়া শহরের বাহিরে দাফন করেন।[১]

মিশরের বিস্তৃত এলাকায় ইসলামের প্রচার ঃ দামিয়াত জয়ের পরে যখন ইসলামী বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয় তখন বাকারা ও উরদা হইতে আসকালান পর্যন্ত (সিরিয়ার অন্তর্ভূক্ত) প্রতিটি স্থানে ইসলাম ছড়াইয়া পড়ে।[২] যেমন মাকরীযী লিখিতেছেন ঃ

ولما افتتح المسلمون الفرس بعد ما افتتحوا الدمياط وتينس ساوى الى بقارة فاسلم من بها دساروا منها الى الواردة فدخل اهلها فى الاسلام وما حولها الى العسقلان -

১. ডঃ হাসান ইবরাহীম হাসানের আমর ইবনুল আস, পৃষ্ঠা-১৮৩-১৮৫; মাকরীযী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩ এর হাওয়ালাক্রমে।

২. আল ফারূক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১

www.pathagar.com

অর্থাৎ মুসলিমগণ যখন দামিয়াত ও তীনিস জয় করেন তখন তাহারা বাকারার দিকে অগ্রসর হন। তথাকার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। উহার পরে তাহারা ওয়ারিদার দিকে রুখ করেন। ঐ স্থানের মানুষও ইসলাম গ্রহণ করে এবং আসকালান পর্যন্ত ইসলাম ছড়াইয়া পড়ে।[১]

বালহীবের মানুষের ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) যখন বালহীব, খারস, সামাকারতায়া ও সালতীস ইত্যাদি বস্তী দখল করেন তখন শহরবাসীগণ রোমানদের সাহায্য ও মুসলিমদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণের অপরাধে বন্দী হয় ও তাহাদিগকে মদীনায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইয়াছেন ও হযরত আমর ইবনুল আস (রা-কে লিখেন, আমি ঐ লোকদিগকে যাহাদিগকে তুমি দাস দাসী বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছিলে ফেরত পাঠাইয়া দিতেছি। উহাদিগকে বন্দী রাখিও না ও উহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিও। মাযহাবের ব্যাপারে তাহাদের স্বাধীনতা রহিয়াছে, হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে, না হয় তাহাদের আগের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এই অনুকম্পার ফল এই হয় যে, বালহীব বস্তীর অধিবাসীগণ প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া কোন প্রকারের চাপ প্রয়োগ ছাড়াই মুসলিম হইয়া যায়।[২]

শাত্তার রয়ীসের ইসলাম গ্রহণ ঃ শাত্তা মিশরের একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ শহর। ইহা উন্নতমানের কাপড় তৈরীর জন্য প্রখ্যাত (ঐ শহর হইতেই কা'বা গৃহের গিলাফ তৈরী হইয়া আসিত) ছিল। ইসলামী বাহিনী যখন দামিয়াতে পৌছে তখন শাত্তার রয়ীস যে পূর্ব হইতেই মুসলিমদের অবস্থা শ্রবণ করিয়া অনেকাংশে ইসলামের প্রতি আগ্রহান্বিত ছিল, দুই হাজার মানুষকে সঙ্গে লইয়া শহর হইতে বহির হয় ও ইসলামী ক্যাম্পে পৌছিয়া ইসলাম গ্রহণ করে।[৩]

ফুসতাতে মুসলিমদের আধিক্য ঃ ফুসতাতের ঐতিহাসিক শহর, যাহা হযরত আমর ইবনুল আস (রা) আবাদ করিয়া ছিলেন, এখন যেই স্থানে কায়রো আবাদ রহিয়াছে, এই স্থানে তিনটি বিরাট বিরাট মহল্লা ছিল। ঐ স্থানে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বেশীরভাগ নও মুসলিমকে আবাদ করাইয়াছিলেন। বনূ নুব্বা নামে একটি মহল্লা ছিল যাহা ছিল একটি গ্রীক পরিবার পরে মুসলিম হইয়া গিয়াছিল। মিশরের সংঘর্ষে সেই বংশের একশত জন মানুষ ইসলামী বাহিনীতে শামিল ছিল। ফুসতাতের অপর বস্তী ছিল বনূ আল আরযাক নামে। ইহাও ছিল একটি গ্রীক বংশ, আর ইহারা এমনই অধিক সন্তানধারী বংশ ছিল যে, মিশরের যুদ্ধে সেই বংশের ৪০০ বীর শরীক ছিল।

---

১. মাকবীযা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৪

২. ডঃ হাসান ইবারাহীম হাসানের আমর ইবনুল আস, পৃষ্ঠা- ১৮৯; মু'জিমুল বুলদান, আল ফারূক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১-এর হাওয়ালাক্রমে।

৩. আল ফারূক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১; মাকরীযীর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

ফুসতাতের চতুর্থ মহল্লা পারসীদের মহল্লা বলিয়া অভিহিত ছিল। উহাতে শুধুমাত্র নও মুসলিম মজূসী আবাদ হইয়াছিলেন। ইহারা প্রকৃতপক্ষে বাযানের বাহিনীর মানুষ ছিলেন, যে ছিল নওশেরওয়ানের পক্ষ হইতে নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর। যখন সিরিয়ায় ইসলামের পদচারণা হয় তখন ইহারা মুসলিম হইয়া যান ও হযরত আমর ইবনুল আস (রা) সহিত মিশরে চলিয়া আসেন।[১]

হাজার হাজার কিবতীর ইসলাম গ্রহণের অভিনব দৃশ্য ঃ ইসকান্দারিয়া ও ফুসতাতের পরে যদিও মুসলিমদের কোন প্রতিপক্ষ অবশিষ্ট ছিল না তবুও হযরত আমর ইবনুল আস (রা) কতিপয় বীর জেনারেলকে বাহিনী প্রদান করিয়া সমগ্র সংশ্লিষ্ট জিলায় প্রেরণ করেন। খারিজা বিন হুযাফা আল আদভীকে ফাউম, আশমূনাইন, উমমাইম, বাশার উদ্দাত ও মা'বাদ ইত্যাদি স্থান নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রেরণ করেন। উমাইর বিন ওহব আল জাময়ী তুয়াইনা, দুমাইরা, দাকহিলা, বিনা ও বুহাইর ইত্যাদি জয় করেন। উকবা বিন আমের আল জুহানী মিশরের নিম্ন এলাকাগুলি নিয়ন্ত্রন করেন। এই সকল এলাকায় অতি অধিক সংখ্যক কিবতী বন্দী হয়। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হযরত উমর (রা)-এর খিদমতে লিখিয়া পাঠান যে, এই সকল বন্দী সম্পর্কে কি করা যাইবে? উত্তরে হযরত উমর (রা) লিখিয়া পাঠান যে, উহাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হউক। তাহাদের অধিকার রহিয়াছে, হয় পূর্বতন মাযহাবে থাকিয়া যাইবে, না হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে। তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহারা সমস্ত অধিকার অর্জন করিবে যাহা মুসলিমদের রহিয়াছে। সর্বাবস্থায় তাহারা হইবে আমাদের সহোদর, আর তাহাদের ও আরবদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বা বৈশিষ্ট অবশিষ্ট থাকিবে না।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) খিলাফতের নির্দেশ এই ভাবে বাস্তবায়ন করেন যে, সকল বন্দীকে যাহাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার, একস্থানে জমায়েত করেন। শহরের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান খৃষ্টান ও পাদরীদেরকেও ডাকাইয়া লন। নিজের বাহিনীর অফিসার ও সরদারগণকেও তলব করেন। এই ভাবে এক বিরাট জলসা অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে খৃষ্টানরা পৃথক আসন গ্রহণ করে আর মুসলিমগণ পৃথক আসন গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যবর্তী ছিল কিবতী কয়েদীগণ। যখন সকল মানুষ নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করে তখন হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর খিলাফতের ফরমান পাঠ করিয়া শোনান এবং উহার পরে বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামী প্রধান সেনাপতি এক একজন করিয়া কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তুমি কি মুসলিম হইতে চাহিতেছ না যথারীতি খ্রিস্টান হইয়া থাকিতে চাহিতেছ? উহাদের মধ্যকার অধিকাংশ কয়েদী, যাহারা মুসলিমদের সঙ্গে থাকিয়া অনেকাংশে ইসলামের প্রতি আসক্ত হইয়া

১. আল ফারূক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১; বালাযুরী, পৃষ্ঠা-৫০-এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

গিয়াছিল, তাহারা মুসলিম হইয়া যায়। অনেকে, যাহারা এখন পর্যন্ত ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে নাই নিজেদের পূর্বতন মাযহাবে থাকিয়া যায়। কাহারও উপর কোন প্রকারের চাপ বা বল প্রয়োগ করা হয় নাই। আর মাযহাব গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কয়েদীকেই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কয়েদীদের সেই দল হইতে যখনই কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিমদের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত তখন মুসলিমগণ অতি উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করিতেন ও খুবই উল্লাস প্রকাশ করিতেন। আবার যখন কোন কয়েদী খ্রিস্টান থাকিয়া যাইতে চাহিত ও খ্রিস্টানদের দিকে চলিয়া যাইত তখন খ্রিস্টানদের মধ্যেও আনন্দের লহর খেলিয়া যাইত। এমনিভাবে সকল কয়েদীর মীমাংসা হয় আর সকলকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহে নাই ও খ্রিস্টানদের সহিত গিয়া বসিয়াছে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) তাহাতে কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। আবার যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে খুবই আদর যত্ন করিয়াছেন।[১] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন তারীখু তাবারী, মিশর বিজয়ের বর্ণনা।

আমর ইবনুল আস (রা)-এর ভাল আচরণ মিশরবাসীদের ইসলাম গ্রহণের কারণে পরিণত হইয়াছে ঃ মাওলানা হাফিয আসলাম জয়রাজ পূরী জামিয়া মিল্লিয়া, দিল্লীর ইসহামের শিক্ষক, তদীয় প্রখ্যাত পুস্তক "তারীখুল উম্মতে" বলেন যে, মিশরে বিভিন্ন মাযহাব ও বিভিন্ন জাতির মানুষ আবাদ ছিল। গ্রীকও ছিল আবার রোমানও। কিবতী ছিল আবার শামীও। এমনিভাবে খ্রিস্টানদেরও বিভিন্ন ফিরকা তথায় বাস করিত। আবার ইয়াহূদী মুশরিক ও নক্ষত্র পূজারীও ছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) তাহাদের সকলের সহিত এমন সুন্দর আচরণ ও ভাল ব্যবহার করিলেন যদ্দরুন সমগ্র দেশের অধিবাসীগণ তাহার গুণগ্রাহী হইয়া যায়। তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী শাসকদের বিপরীতে নতুন আক্রমণকারীগণকে বহুলাংশে দয়ার্দ্র, দয়াবান ও প্রজাবর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল পাইল। এই জন্য তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে স্বেচ্ছাগ্রহে দলে দলে ইসলামে ভর্তি হইতে লাগিল। তাহারা শুধুমাত্র আক্রমণকারীদের ধর্মই গ্রহণ করে নাই বরং আরবী আদব কায়দা, পোশাক, আরবী জীবনধারা এবং আরবী ভাষাকেও সম্পূর্ণরূপ আপন করিয়া লয়, এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র দেশ এক রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়। উহার ফল এই হয় যে, পরবর্তীকালে মিশর ইসলামী বিদ্যায় ও আরবী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়া যায়। আর বাগদাদের পতনের পরে তো উহাই ইসলামী কৃষ্টির একমাত্র ঝাণ্ডাবাহীতে পরিণত হইয়া যায়।[২]

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, মুহাম্মদ হোসাইন হাইকলের বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামের বিজয় যে পরিমাণে বর্ধিত হইতে থাকে সেই পরিমাণে ইসলামের গণ্ডি বিস্তৃতি হইতে

১. আল ফারূক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৮।

২. তারীখুল উম্মত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪-৫৭ এবং তারিখ-ই- মিল্লাত, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭।

www.pathagar.com

থাকে। বিজিত এলাকায় অধিবাসীগণ দীন কাইয়িমের নীতি প্রত্যক্ষ করিল, উহাকে নীরিক্ষণ করিল এবং ইসলামের মাহাত্মে প্রভাবিত হইয়া উহাতে ঈমান আনিল। আবার কখনও এমনও হইয়াছে যে, মুসলিমদের চরিত্র, যুদ্ধ, ও আজ্ঞাবহতায় বিস্ময়কর ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া অমুসলিমরা প্রভাবিত হয় ও তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে।

এই হিসাবে বলা যায় যে, আর ইহা সত্যও হইবে যে, ইসলামী বিজয় সমূহের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রভাবের গণ্ডিও বর্ধিত ও বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত হইবে যে, ইসলামকে তরবারীর জোরে বিস্তৃত করার আকাংখা বিজয়ের কারণে পরিণত হইয়াছিল।[১]

ফারূকী যুগে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে শামসুল উলামা মাওলানা শিবলীর ধারণা ঃ সর্বশেষে আমরা ফারূকে আযম (রা)-এর আমলের ইসলাম প্রচার সম্পর্কে শামসুল উলামা মাওলানা শিবলী নুমানীর ধারণা পাঠকবর্গের খিদমতে পেশ করিয়া হযরত উমর (রা)-এর আলোচনা হইতে বিদায় নিতেছি। এই মূল্যবান ধারণা এই দিক হইতে খুবই গুরুত্ববহ ও পাঠযোগ্য যে, উহাতে মাওলানা শিবলী অতি সুন্দর ও পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে ইতিহাস ও প্রমাণাদির আলোকে ঐ সকল কারণ ও উপকরণের সঠিক ও প্রকৃত ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা হযরত উমর (রা)-এর আমলে ইসলাম প্রচারের কারণ হইয়াছিল। প্রকৃত সত্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সকল কারণ ও উপকরণকে সম্মুখে না রাখা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফারূকী যুগে ইসলাম প্রচার ও সত্য কালিমাকে সুউচ্চ করণের যথার্থ মান ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ হইবে না। জনাব মাওলানা বলেন ঃ

"ইসলাম প্রচারের সর্বাপেক্ষা বড় তদবীর হইল এই যে, অপর সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের যে নমুনা পেশ করা যাইবে উহা চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর হইয়া মানুষের অন্তরকে আপনা আপনিই টানিয়া আনিবে। হযরত উমর (রা)-এর যামানায় অতি অধিক হারে ইসলাম বিস্তৃত হইয়াছে আর উহার বড় কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁহার শিক্ষা ও কথায় সমস্ত মুসলিমকে ইসলামের প্রকৃত ও যথার্থ নমূনায় পরিণত করিয়াছিলেন। ইসলামী বাহিনী যে দেশেই গমন করিত তথাকার মানুষের মধ্যে আপনা আপনিই তাহাদিগকে দেখিবার ও তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিবার আগ্রহ জন্মিত। কেননা, কতিপয় বেদুইনের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে উদ্ধত হওয়া (আবার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা) বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় বটে। এমনিভাবে যখন মানুষ তাহাদের সহিত মেলামেশা করা ও তাহাদিগকে দেখিবার সুযোগ পাইল তখন প্রতিজন মুসলিমের সত্যতা, সরলতা, পবিত্রতা, পরহিযগারী, ইবাদত, সহানুভূতি, আপনত্ব, আবেগ ও

১. হাইকলের উমর ফারূক আযম, পৃষ্ঠা-১৫২।

www.pathagar.com

চরিত্রের ছবি দেখিতে পাইল। স্বভাবতঃই এই সকল পবিত্র গুণাবলী আপনা আপনিই মানুষের আত্মা ও অন্তরকে তাহাদের দিকে আকর্ষণ করিত আর অতি দ্রুত তাহাদের মধ্যে ইসলাম বিস্তৃত হইত। সিরিয়ার বিজয়সমূহের প্রখ্যাত ঘটনা এই যে, যখন রোমানদের দূত যাহার নাম ছিল জর্জ, হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর বাহিনীতে গমন করিল আর সে তথায় মানুষকে সালাত আদায় করিতে দেখিতে পাইল তখন তার সেই দৃশ্যে এমনভাবে প্রভাবিত হইল যে, তাৎক্ষণিকভাবে জাতি ও বংশ হইতে পৃথক হইয়া মুসলিম হইয়া গেল। এমনি ঘটনা শাত্তা সম্পর্কেও, সে ছিল মিশরের একজন বড় রয়ীস। মাকরীযী লিখিতেছেন

فخرج شطا فى الفين من أصحابه ولحق بالمسلمين وقد كان قبل ذلك يحب الخير ويميل الى ماسمعه من سيرة اهل الاسلام ـ[১]

(অর্থাৎ শাত্তা তাহার দুই হাজার সঙ্গী সহকারে আগমন করিয়া মুসলিম হইয়া যায়। ইতিপূর্বে সে মুসলিমদের পূত চরিত্রের ঘটনা মানুষের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আসক্ত হইয়া গিয়াছিল)।

ইসলামী বিজয় সমূহের অভিনবত্বও এই ধারণাকে পোক্ত করিয়াছে। এই ঘটনা যে, কতিপয় বেদুইনের সম্মুখে বিরাট বিরাট বাহিনী কদম জমাইতে পারিতেছেনা, ঐ সময়কার জাতিসমূহের অন্তরে আপনা আপনিই এই ধারণার সৃষ্টি করিতেছিল যে, সেই দলের সাথে নিশ্চিতই আসমানী সমর্থন রহিয়াছে। যেমন পারস্যের সম্রাট ইয়াযদজরদ যখন চীনের মাকানের নিকট সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করিল তখন মাকান ইসলামী বাহিনীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল ও অবস্থা শ্রবণ করিয়া বলিল "এই ধরনের জাতির সহিত মুকাবিলা করা অনর্থক"। পারস্যের সংঘর্ষে যখন পারস্যের একজন প্রখ্যাত বীর পালাইয়া গেল এবং বাহিনী প্রধান তাহাকে গ্রেফতার করিয়া পালাইবার জন্য শাস্তি দিতে চাহিল তখন সে নিজের তীর দ্বারা একটি বিরাট পাথরকে ভাঙ্গিয়া বলিল, এই তীরও যাহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া করে না, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে, আর তাহাদের সহিত লড়াই করা অনর্থক।[২] আবূ রিজা ফারেসী পিতামহের বর্ণনা যে, আমি কাদিসিয়্যার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় আমি মজূসী ছিলাম। আরবরা যখন তীর নিক্ষেপ করিতে শুরু করে তখন আমরা তাহাদের তীরগুলো দেখিয়া বলিলাম যে, এইগুলো তো "তিকলা"। কিন্তু সেই তিকলা গুলিই আমাদের সাম্রাজ্য বিলোপ করিয়া ফেলে। যখন মিসরে আক্রমণ হয় তখন ইসকান্দারিয়ার বিশপ কিবতীগণকে লিখিয়া পাঠায় যে, "রোমানদের সাম্রাজ্য হইয়া গিয়াছে, এখন তোমরা মুসলিমদের সহিত মিলিয়া যাও।"[৩]

---

১. মাকরীযী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৪।
২. তাবারী, পারস্যের যুদ্ধের ঘটনাবলী।
৩. মাকরীযী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৯।

www.pathagar.com

এই সকল কথা ছাড়াও হযরত উমর (রা)-এর সময়ে আরও কতিপয় কারণ ইসলাম বিস্তৃতির কারণ ছিল। আরবের যে সকল কবীলা ইরাক ও সিরিয়ায় আবাদ ছিল এবং খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল, প্রকৃতিগতভাবে একজন আরবী নবীর প্রতি তাহাদের যতটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক ছিল। অন্য জাতির পক্ষে তাহা হইতে পারিত না। কাজেই যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই কারণেই ঐ সময়কার নও মুসলিমের সংখ্যা যত আরবের ছিল তাহা অন্য জাতির ছিল না।

হযরত উমর (রা)-এর সময়ে অধিকহারে ইসলাম বিস্তৃত হইবার একটি কারণ ইহাও ছিল যে, কতিপয় বড় বড় মাযহাবী নেতা মুসলিম হইয়া গিয়াছিলেন। যেমন যখন দামাস্ক জয় হয় তখন সেইস্থানে বিশপ, যাহার নাম ছিল আওরকোন, হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর হস্তে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] স্বভাবতঃই একজন মাযহাবী নেতার ইসলাম গ্রহণের দরুন তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে আপনা আপনিই ইসলামের প্রতি আগ্রহ হইয়া থাকিবে।

এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে (হযরত উমর (রা)-এর সময়ে) অতিশয় অধিকহারে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। পরিতাপের কথা যে, আমাদের ঐতিহাসিকগণ কোন ক্ষেত্রে তাহাদের ইতিহাসে এই প্রয়োজনীয় বিষয় কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ শিরোনামের অধীনে বিবৃত করেন নাই। এইজন্য আমরা (ঐ সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের) সংখ্যার সঠিক পরিমাণ বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, হযরত উমর (রা)-এর বরকতময় যুগে অধিকহারে ইসলাম বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু তলোয়ারে নহে বরং তাহার ফয়েয ও বরকতে।[২]

ইসলাম প্রচার ছাড়াও মাযহাবের নীতি প্রবর্তন ও কুরআন করীম প্রশিক্ষণকে মুসলিমদের মধ্যে বিস্তৃত করিবার যে প্রচেষ্টা হযরত উমর (রা) চালাইয়াছেন, যেহেতু উহা আমাদের বিষয়বস্তু বহির্ভূত সেই জন্য ঐগুলির উল্লেখ এইস্থানে আবশ্যকীয় নহে।

---

১. মু'জিমুল বুলদান।

২. আল ফারূক, ২য় খণ্ড, ৩৮, ১০০, ১০৩।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার

উসমানী বিজয়সমূহ ঃ তৃতীয় খলীফা জামিউল কুরআন (কুরআন একত্রকারী) হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা) যমানা ১লা মুহাররম, ২৪ হিঃ হইতে ১৮ই যিলহজ্জ, ৩৫ হিঃ পর্যন্ত বার বৎসর পর্যন্ত ছিল। ঐ সময়ে যে সকল বিজয় লাভ হইয়াছে ঐগুলির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

সায়ীদ বিন আস (রা) একটি সাহাবী বাহিনী লইয়া তাবারিস্থান আক্রমণ করেন। উহাতে হযরত ইমাম হাসান (রা), হযরত ইমাম হোসাইন (রা), হযরত হোযাইফা বিন ইয়ামান (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) এবং আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল আস (রা) প্রমুখ বিরাট বিরাট সাহাবী শামিল ছিলেন। কঠিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে জুরজান, খোরাসানও তাবারিস্তান জয় হয়।[১]

আবদুর রহমান বিন রবীয়া বুহাইয়া খাযারের উপকূলীয় এলাকা জয় করিতে করিতে দরবন্দ নামক স্থান পর্যন্ত পৌছিয়া ছিলেন।[২] আহনাফ বিন কীস তাযাকিস্তানের দিকে রওয়ানা হন এবং মরূব্দয পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। উহার পরে বলখ দখল করেন এবং যাওয়ারিযিম পর্যন্ত এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩]

মুজাশি বিন মসঊদ কুরমানে পৌছিয়া হুমাইদ শহর জয় করেন। উহার পরে সীমান্তের রাজধানী শীরজাল দখল করেন। উহার পরে জীরফতকে বিজিত রাজ্যভুক্ত করেন। পরে কুফসের পাহাড়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং বিজয়ের পরে কয়েকটি আরব বংশকে এই স্থানে আবাদ করা হয়।[৪]

রবী বিন যিয়াদ সর্বপ্রথম হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন। প্রথমে যালক কিল্লায় পরে কারকূশয়, পরে রাশ শহরে ঘোরতর যুদ্ধের পরে বিজয় হয়। আরও অগ্রসর হইয়া নাশরূর ও শিরওয়াব ইসলামী বিজিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়। উহার পরে যবন্জ অবরোধ করেন। এই স্থানের শাসক দীর্ঘদিন ভীষণভাবে মুকাবিলা করে। কিন্তু সাফল্যের কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া সন্ধির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এইরূপ বলে যে,

১. তারীখুল উম্মত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪; খোলাফাই-ই-রাশেদীন, পৃষ্ঠা-২০১।

২. তারীখুল উম্মত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫।

৩. তারীখুল উম্মত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৫।

৪. তারীখ-ই-সিন্ধ।

www.pathagar.com

আমি নিজে ইসলামী বাহিনীতে আগমন করিয়া সন্ধি ও আনুগত্যের অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করিব। রবী এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ইসলামী সিপাহসালার খুবই অভিনবভাবে রাজাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, সম্ভবতঃ উহাই ইসলামী ইতিহাসে একক দৃষ্টান্ত। তিনি রাজাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি তরকীব এই করেন যে, সমস্ত সৈন্যকে এমন পোশাক পরিধান করিবার নির্দেশ দেন যাহা ছিল খুবই ভয়াবহ। আর যাহা দর্শন করিয়া আপনা আপনিই ভীতির সঞ্চার হইত। তিনি শত্রুর জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ করিবার জন্য অপর তদবীর এই করেন যে, মুকাবিলায় যে সকল হিন্দু নিহত হইয়াছিল তন্মধ্য হইতে দু'টি লাশ আনান। একটি লাশের উপর তিনি নিজে অতি নিশ্চিন্ততার সহিত উপবেশন করেন আর অপর লাশটিকে আড়াআড়ি রাখিয়া উহাতে ঢেলান দেন। পরে নির্দেশ দিলেন যে, রাজাকে এই স্থানে আমার নিকট লইয়া আইস। যাহাতে সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা যায়। স্বভাবতঃই এমনই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ছিল যে, উহা দর্শন করিয়া রাজার আত্মা উড়িয়া যায় ও সে রবীর ইচ্ছানুযায়ী সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করে ও তাহার নিকট হস্তান্তর করে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে সত্বর তথা হইয়া চলিয়া যায়।[১]

আবদুর রহমান বিন যুমবা "যরলজ" ও "কুশ" এর মধ্যবর্তী যত শহর ছিল সব জয় করেন। উহার পরে 'যজ" ও "দাদন" দখল করেন। পরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া "কোহ্ যূর"-এর সমগ্র এলাকা অধীনস্থ করেন। এই স্থানের প্রতিমা গৃহে একটি অতি মূল্যবান প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা ছিল গা হইতে মাথা পর্যন্ত খাটি স্বর্ণের তৈরী, উহার চক্ষে দুইটি মূল্যবান ইয়াকুত লাগানো ছিল। বিজয়ের পরে আবদুর রহমান বিন সুমরা এই স্থানে রাজাকে সঙ্গে নেন ও প্রতিমা গৃহে পৌছিয়া প্রথমে একটি ধারালো খ র (ছোরা) দ্বারা ইয়াকূত দুইটি বাহির করেন। পরে একটি হাতুড়ীর আঘাতে উহার একটি হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। পরে রাজাকে সম্বোধন করেন। সে তখন বিস্ময়াভিভূত হইয়া সেই তামাশা দেখিতেছিল। বলিতে লাগিলেন, তুমি নিজের এই উপাস্যকে দেখিলে? আমি তাহার চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিলাম, কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিল না। আমি ইহার হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। এখন বল, যদি এই প্রতিমার মধ্যে কোন প্রকারের শক্তি থাকিত তবে কি করিয়া ইহা সম্ভব হইত যে, আমি ইহার চক্ষু উপড়াইতে ও হাত ভাঙ্গিতে সক্ষম হইতে পারিতাম? অতএব, প্রমাণিত হইল যে, এই প্রতিমা অনর্থক জিনিস। না কাহারও উপকার করিতে পারে, না লোকসান। ইবাদাতের যোগ্য হইল শুধুমাত্র আল্লাহ্র অস্তিত্ব। প্রতিমা সম্পর্কে এই তামাশা দেখাইয়া আমি তোমাকে আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি যে, ইসলাম গ্রহণ কর আর লক্ষ লক্ষ খোদাকে ছাড়িয়া শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত

১. ইবনু আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০।

www.pathagar.com

কর। এই ইয়াকুতও উঠাইয়া লও, আর এই স্বর্ণের হাতও। এই জিনিসের আমার কোন প্রয়োজন নাই। আর প্রকৃত পক্ষে তোমার প্রতিমার সহিতও আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি তো শুধুমাত্র এই জন্য এই কার্য করিলাম যে, তোমার নিকট প্রতিমার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করিলাম। এখন তুমি জান, আর তোমার কাজ। এই তাবলীগী বক্তৃতায় রাজার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই, সে পূর্বের ন্যায় নিজের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।[১]

উহার পরে আবদুর রহমান কাবুল, যাবিলিস্তান (গযনী) ও কান্দাহার জয় করেন।[২]

অপরদিকে আবদুর রহমান বিন আমের বিনত, আশবন্দ রূখ, খাফ, আসবারাইন ও আরগিয়াল ইত্যাদি জয় করিয়া নীশাপুর দখল করেন। উহার সঙ্গে সঙ্গেই আবদুর রহমান বিন হাযিম সারখায ও মা ওয়ারা উন নহরের সমগ্র এলাকা জয় করেন।[৩] এতদ্ভিন্ন বাহরাইনের অনেক এলাকা এবং গাযরূন ও আশ শ্যয়ূখ কিল্লাও জয় হয়।

মুসলিমগণ ফারূকী যুগেই সিরিয়া জয় করিয়া লইয়াছিলেন। অল্প কিছু যাহা অবশিষ্ট ছিল উহা উসমানী যুগে জয় করিবার পরে মুসলিমগণ আনাতূলিয়া (তুরস্ক) ও আরমিনিয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। উত্তর আরমিনিয়ার কূকার পর্যন্ত, এলাকা জয় হয় এবং পূর্ব আরমিনিয়ায় বাহীরা খাযার[৪] পর্যন্ত। বিলাদুজিবাল (টারমিনিস ককেশিয়া) জুযরান (জর্জিয়া) ও তাফাল্লুস ইত্যাদি জয় হয়। উমূরিয়্যাতে ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া এশিয়া কূচকের কিনারায় কিনারায় লড়িতে লড়িতে কুসতানতানিয়ার উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যান।[৫]

মুসলিমদের সামুদ্রিক বিজয়ের ধারা হযরত উসমান (রা)-এর যুগেই শুরু হয়। হযরত উমর (রা) উহার অনুমতি প্রদান করেন নাই। সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া হযরত উসমান (রা)-এর অনুমতিক্রমে বিরাট যুদ্ধ বহর তৈরী করিয়া কবরসে আক্রমণ পরিচালনা করেন। কবরসবাসী অতিশয় বীরত্বের সহিত মুকাবিলা করে। রোমের কায়সারও তাহার যুদ্ধ জাহাজ সহকারে তাহাদিগকে ভীষণভাবে সাহায্য করে। ইহার ফল এই হয় যে, পঞ্চাশটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে কবরস দখলে আসে। আট হাজার বন্দী হস্তগত হয়।[৬]

আয়রঙ্গ লিখিতেছেন যে, মুয়াবিয়া (রা) কবরস জয় করিবার পরে কোরাইতাশ ও মাল্টায় চড়াও হন। রোড্সকে জয় করেন। রোড্সে একটি প্রসিদ্ধ প্রতিমা ছিল।

---

১ ও ২. তারীখ-ই-সিন্দ, পৃষ্ঠা-৩২।
৩. খোলাফা-ই-রাশেদীন, পৃষ্ঠা-২০১।
৪. খোলাফা-ই-রাশেদীন, পৃষ্ঠা-২০১।
৫. খোলাফা-ই-রাশেদীন, পৃষ্ঠা-২০২।
৬. তুহফাতুল আহবাব, পৃষ্ঠা-১২৮।

www.pathagar.com

উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং উহার টুকরাগুলিকে ৯টি উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া ইসকান্দরিয়া লইয়া আসেন ও ঐগুলিকে জনৈক ইহুদীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেন।[১]

এশিয়া ছাড়া আফ্রিকাতেও হযরত উসমান (রা)-এর যমানায় অনেক বিজয় লাভ হয়। হযরত উমর (রা)-এর যমানাতেই মিসর অধিকৃত হইয়াছিল। তারা বিলিস, তিউনিস, আলজিরিয়া এবং মাবাকাশের এলাকা তুনজা উকিয়ানূস সাগর পর্যন্ত হযরত উসমান (রা)-এর যমানায় ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। নওবার এলাকাও জয় হয়।[২] বারকা ও পেন্টাপুলিমও দখল হয়।[৩]

আফ্রিকাতে সবচাইতে ঘোরতর যুদ্ধ হয় জরজীর (গ্রেগোরাস)-এর সহিত, সে ছিল তারাবিলিস হইতে তুনজা পর্যন্ত এলাকার শাসক এবং মুসলিমদের মুকাবিলার জন্য এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য লইয়া আসিয়াছিল। ইসলামী সৈন্যাধক্ষ প্রথমে তাহাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জ্ঞাপন করেন ও লিখিয়া পাঠান যে, তুমি যদি আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের কথা মানিয়া লও তবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই এইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিব। শুধু প্রত্যাবর্তনই করিব না বরং সর্বদা তোমার সমর্থন ও সহায়তাকারী থাকিব এবং আমাদের ও তোমার লাভ লোকসান এক বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু জরজীর কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করিল না এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রা)-এর হস্তে নিহত হয়।[৪]

বিজিত দেশসমূহে ইসলাম প্রচার ঃ হযরত উসমান (রা)-এর সময়ে যে সমস্ত শহর, এলাকা ও দেশ জয় হইয়াছে ঐগুলিতে অতি সঠিকহারে ইসলামের প্রচার হয় এবং কাবুল হইতে স্পেন পর্যন্ত ইসলাম ছড়াইয়া পড়ে। যেমন লেবাননের প্রখ্যাত বিজ্ঞ ঐতিহাসিক উমর আবুন নসর লিখিতেছেন ঃ

উহার পরে খোলাফা-ই-রাশেদীনের যমানায় ইসলামী বাহিনী ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হয়। এই সকল যুদ্ধে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল হইতে জিবাল তূরোস হইতে তুনজা পর্যন্ত সমগ্র এলাকা রোমানদের আওতার বাহিরে চলিয়া যায়। সেই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে নিম্নেবর্ণিত জেলাগুলি শামিল ছিল। কাবলিকিয়া, সিরিয়া, লেবানন, পূর্ব উরদন, ফিলিস্তীন, মিশর, বারকা, পশ্চিম তারাবিলিস, তিউনিস, আলজিরিয়া ও পশ্চিম আল আকসা। মুসলিমগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ সমগ্র এলাকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে আরবী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছাঁচে

১. তুহফাতুল আহবাব ফী তারীখিল আসহাব, পৃষ্ঠা-১৩৭ (ফুটনোট)।
২. খোলাফা-ই-রাশেদীন, ফতূহাত-ই-উসমানী আলোচনা।
৩. ইনসাইক্লোপিদিয়া তারীখ-ই-আলম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০।
৪. তুহফাতুল আহবাব ফী তারীখিল আসহাব, পৃষ্ঠা-১২৭।

www.pathagar.com

ঢালিয়া ফেলেন। উপরোল্লিখিত সকল দেশে আরবী ভাষার প্রচলন করেন। প্রতিটি স্থানে ইসলামের তাবলীগ করেন এবং প্রবল প্রচেষ্টায় ইসলামকে এক কোন হইতে অপর কোন পর্যন্ত ছড়াইয়াছেন।[১]

হযরত উসমান (রা)-এর যমানায় ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার সম্পর্কে উমর আবুন নসরের সেই পুস্তকের অপর এক স্থানে লিখিতেছেন ঃ

আরবী বিজয়সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, আরবের অগণিত কবীলা ও ব্যক্তি বাহির হইয়া বিজিত এলাকায় বসবাস গ্রহণ করেন। কতক সিরিয়ায় বসবাস গ্রহণ করেন। কতক মিশরে আবাদ হইয়া যান, কতক উত্তর আফ্রিকায় গিয়া বসবাস করেন এবং যেমন ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আরবের কবীলাগুলি ফোরাতের উপকূল হইতে আতলাসের কিনারা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়েন। ঐ সকল আরবের ঐ স্থানের মূল ও পুরাতন অধিবাসীদের মেলামেশা হয় এবং তাহারা ঐ সমস্ত এলাকায় নিজেদের দ্বীনের তাবলীগ ও অধিকহারে উহার প্রচার করিয়া সব দেশে ইসলাম ছড়াইয়া দিয়া সকল স্থানে আরবী ভাষাকে প্রচলিত করিয়া পরস্পর বিবাহ শাদীর প্রচলন করিয়া এমন কি সামাজিক ও কৃষি কর্মে তাহাদের সহিত সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়া তাহাদের প্রকৃতিকেও পরিপূর্ণরূপে আরবী প্রকৃতির রংগে রাঙ্গাইয়া দেন। ইহার ফল এই হয় যে, ঐ সমগ্র এলাকায় রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক মোট কথা সর্বদিক হইতে আরব সুলভতার প্রাধান্য বিরাজিত হয়। আর এমনিভাবে আরবদের হুকুমত, তাহাদের মাযহাব ও তাহাদের ভাষা ঐ সমস্ত এলাকায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। প্রথম হইতে এখন পর্যন্তের ইতিহাস এমন অন্য কোন জাতির উদাহরণ পেশ করিতে পারে নাই যে, যাহারা অতিমাত্রায় স্বল্পসংখ্যক, কপর্দকহীন, গরীব ও পুরাতন মান্দাতার আমলের অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও অতি বিরাট এলাকায় এবং এমন বিস্তৃত প্রশস্ত শহরগুলিতে আক্রমণ করিয়া বসে যাহা শহর প্রাচীরের মাধ্যমে অতিমাত্রায় পোক্ত ও মজবুত বানানো হইয়াছে, উহাতে সমরাস্ত্রের কোনরূপ স্বল্পতা নাই এবং তাহাদের মধ্যে এমন বিরাট ও শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত রহিয়াছে যে, বিজয়ী জাতির সৈন্য সংখ্যা তাহাদের এক দশমাংশও নহে। কিন্তু এই সব সরঞ্জাম সত্ত্বেও সেই জাতি তাহাদের সকল প্রতিপক্ষ জাতির উপর বিজয় লাভ করিয়া উহাদিগকে পরাজিত করিয়া এক কিল্লার পরে অপর কিল্লা, দ্বিতীয় কিল্লার পরে তৃতীয় কিল্লা দখল করিতে থাকে। ইহারা এলাকার পরে এলাকা জয় করিয়া প্রথমে উহাতে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথমে উহাতে নিজেদের জাতির মধ্যে মিলাইয়া ফেলে। নিজেদের দ্বীন, নিজেদের মাযহাব ও

১. উমর আবুন নসরের সীরাতু উসমান বিন আফফান, পৃষ্ঠা-৭৪।

www.pathagar.com

নিজেদের ভাষাকে উহাতে পরিপূর্ণরূপে প্রচলিত করিয়া অপরত্বের কোন সূত্রই নিজেদের ও তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকিতে দেয় নাই।[১]

তুহফাতুল আহবাব ফী তারিখিল আসহাব গ্রন্থের প্রণেতা লিখিতেছেন যে, হোবাইব বিন মুসলিমা ফাহ্‌রী অবিরাম এক বৎসর পর্যন্ত আযারবাইজানের বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া ইসলামের তাবলীগ করিতে থাকেন।[২] তারীখুল আসহাবে ইহাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, যখন হযরত উসমান (রা)-এর প্রধান সেনাপতি কাবুল আক্রমণ করেন তখন এই স্থানের রাজা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

ইসলাম প্রচারের ধারায় হযরত উসমান (রা)-এর ব্যক্তিগত প্রয়াস ঃ মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্তের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব হইল দীনের তাবলীগ ও ইসলামের প্রচার। হযরত উসমান (রা)-এর সেই দায়িত্ব পালনের প্রতি সময়ই খেয়াল থাকিত। কাজেই যে সকল মানুষ যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিত হযরত উসমান (রা) নিজে তাহাদের সম্মুখে ইসলামের গুণাবলী ও উহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিয়া উহাদিগকে সত্য দীনের আকর্ষণ করিতে এবং ইসলাম কবুল করিতে উৎসাহিত করিতেন ও আহ্বান জানাইতেন। একবার অনেক রোমান দাসী ধৃত হইয়া মদীনায় আসে। হযরত উসমান সেই সংবাদ অবগত হইয়া নিজে সেই সকল দাসীর নিকট তশরীফ লইয়া যান এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত খুবই কোমল ও প্রীতির সহিত উহাদিগকে ইসলামের তাবলীগ করিতে থাকেন। অতএব, তাঁহার তাবলীগে প্রভাবিত হইয়া ঐ দল হইতে সেই সময়ই দুইজন মহিলা দণ্ডায়মান হয় ও বলিতে থাকে যে, আমরা নিজেদের খুশিমতো ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহি। আমাদেরকে বলুন যে, ইসলাম গ্রহণের জন্য আমাদিগকে কি করিতে হইবে। হযরত উসমান (রা) কালিমা শাহাদাত পাঠ করাইয়া উহাদিগকে মুসলিম করিয়া নেন।[৪]

---

১. উমর আবুন্নসরের সীরাতু উসমান বিন আফফান, পৃষ্ঠা-৭৮।

২. তুহফাতুল আহবাব ফী তারীখিল আসহাব, পৃষ্ঠা-১২৫।

৩. তুহফাতুল আহবাব ফী তারীখিল আসহাব, পৃষ্ঠা-১৩৬।

৪. খোলাফা-ই-রাশেদীন, পৃষ্ঠা-২৪৬; আদাবুল মুফরিদ-এর হাওয়ালাক্রমে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার

শিশুকাল হইতে হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা)-এর জীবন ছিল একটি আবেগ প্রবণ ইসলামী মুজাহিদের জীবন। তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন সত্য কালিমা সুউচ্চকরণ, ইসলামী আহকাম প্রচলিত করণ এবং মানুষকে নেকী ও হিদায়েতের পথে পরিচালিত করণে কাটাইয়া দেন। তাঁহার সবচাইতে বড় লক্ষ্য ছিল ইসলামের খিদমত করা। আর ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, তিনি সারা জীবন এই খিদমত অতিশয় হৃদ্যতা ও আগ্রহ সহকারে আদায় করিয়াছেন। ইসলামের প্রচার ও সত্য দীনের তাবলীগ সম্পর্কে হযরত আলী (রা) যে কীর্তি আঞ্জাম দিয়াছেন উহার বিবরণ আমরা মহান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনায় বর্ণনা করিয়াছি। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরে হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা) চাহিয়াছিলেন যে, হযরত আলী (রা) যেন এক মিনিটের জন্যও তাঁহাদের (রা) নিকট হইতে দূরে না থাকেন। কেননা তিনি ছিলেন তাঁহাদের উত্তম পরামর্শদাতা ও উচ্চ পর্যায়ের সংশোধনকারী। তিন খলীফারই তাঁহার প্রয়োজন ছিল অত্যাধিক। হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদতো পরিষ্কারভাবেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, لَوْلَا عَلِىٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ (অর্থাৎ আলী (রা) না থাকিলে উমর (রা) ধ্বংস হইয়া যাইত)। খলীফাত্রয়ের সময়ে হযরত আলী (রা) এক দিনের জন্যও তাবলীগ বা জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনার বাহিরে গমন করেন নাই। আর খোলাফার সময়ে মদীনায় না ছিল খৃষ্টান, না ইহুদী, আর না তথায় কোন মজূসী ছিল। তবে হযরত আলী (রা) তথায় কি করিয়া ইসলামের তাবলীগ করিতেন?

হযরত উসমান যুননূরাইন (রা)-এর শোকাবহ শাহাদাতের পরে হযরত আলী (রা) খুবই গোলযোগপূর্ণ ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে খলীফা হন। তাঁহার খিলাফতকাল ২৬ই যুল হুজ্জা, ৩৫ হি. হইতে ১৭ ই রমযান, ৪০ হি, পর্যন্ত ছিল। এই পূর্ণ পাঁচ বৎসরে প্রকৃতপক্ষে তিনি একদিনও শান্তি পান নাই। আভ্যন্তরীণ বিবাদ, ব্যক্তিগত ঝামেলা, পারস্পরিক ঝগড়া তাঁহার সমগ্র খিলাফতকালে একের পর এক এমনি ধারাবাহিকভাবে উত্থিত হইতে থাকে যে, ঐগুলি সমগ্র মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়। যে ঝগড়াই উত্থিত হইত উহা হইতো পূর্বের চাইতে কঠোর ও কঠিন।

www.pathagar.com

এই সমস্ত সময়কালে হযরত আলী (রা) সাধ্যপরিমাণে প্রয়াস চালাইলেন যে, কোন প্রকার ঝগড়ার অবসান হউক ও বিবাদ নিঃশেষিত হউক যাহাতে তিনি উহার পরে আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও বাহিরের স্থিরতার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন এবং উহার ফলশ্রুতিতে একটি দৃষ্টান্তমূলক হুকুমত দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিতে পারেন। কিন্তু না ঝগড়া মিটিল, না বিবাদের অবসান হইল, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রকাশ্যেই বুঝা যায় যে, কোন প্রশাসক বা কোন সরকার পরিচালক ঐ সময়ই সংস্কারমূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন যখন তাহার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা জন্মে, প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহার সহিত পরিপূর্ণরূপে সহযোগিতা করে এবং বিনা দ্বিধায় তাহার প্রতিটি নির্দেশ পালন করে। কিন্তু হযরত আলী (রা) তাঁহার খিলাফতকালে না এক নিঃশ্বাসের শান্তি মিলিয়াছে, না আর তাহার অনুসারীগণ তাঁহার নির্দেশাবলীকে যথাযথভাবে পালন করিয়াছে। বরং উহাদের মধ্যকার একটি গ্রুপ খোদ তাঁহারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উহা দমন করিতে হইয়াছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় সংস্কার, রাষ্ট্রব্যবস্থা নবরূপ দান এবং ইসলামের প্রচার ও প্রচলন করা সম্পর্কে কি কাজ হইতে পারিত? এই সমস্ত কারণে হযরত আলীর যুগে না বিজয়ের গণ্ডি বিস্তৃত হইতে পারিয়াছে, যাহার মাধ্যমে দূরে ও কাছে ইসলাম প্রচার লাভ করিতে পারিত, না ইসলামের প্রচারের জন্য কোন যথারীতি কার্যপদ্ধতি প্রস্তাবিত হইতে পারিয়াছে, যাহার দরুন ইসলামের অনুসারীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারিত। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়া অতিশয় বিস্ময়ের সঞ্চার হয় যে, চতুর্দিক হইতে অসুবিধায় ঘিরিয়া থাকা সত্ত্বেও তিনি আমানত, দিয়ানত, ন্যায় ও ইনসাফ বিরুদ্ধ কোন কার্য করিতে চাহেন নাই। তিনি ইসলামী আহকাম অনুসরণে না কাহাকেও রেয়ায়েত করিতেন, না ঐ ব্যাপারে কাহারও নিকট দমিয়া যাইতেন। বাইতুল মালে একটি দিরহামও না তিনি নিজের জন্য অবৈধভাবে ব্যয় করিতেন, না কাহাকেও করিতে দিতেন। আর যদি কখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া যাইত তবে অতি কঠোরভাবে উহার হিসাব লইতেন। অতি নিবিষ্টতার সহিত সরকারী কর্মচারীদের দেখাশোনা করিতেন এবং হক ও ইনসাফের ব্যাপারে কাহাকেও খাতির করিতেন না, যে কোন পর্যায়ের ও যে কোন পদের মানুষই হউক না কেন। যেমন একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ও বসরার গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা)-কে লিখিতেছেন ঃ

قد بلغني عنك امر ان كنت نحلته فقد اسخطت ربك وعصيت امامك واخزيت امانتك ـ بلغني انك مردت الارض فاخذت ما تحت يديك نارفع الى حسابك واعلم ان حساب الله اغظم من حساب الناس ـ

www.pathagar.com

(অর্থাৎ আমি একটি এমন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছি, যদি তুমি সেই কাজ করিয়া থাক তবে আপন প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করিয়াছ, নিজেরই ঈমানের অবাধ্যতা করিয়াছ ও নিজের আমানতকে অপদস্ত করিয়াছ। আমি অবহিত হইয়া যে, তুমি জমীন বিনষ্ট করিয়াছ, তোমার পায়ের নীচে যাহা কিছু ছিল উহা গ্রহণ করিয়াছ, যাহা কিছু তোমার হস্তে ছিল উহা ভক্ষণ করিয়াছ। অতএব, তুমি আমার নিকট তোমার হিসাব পেশ করবে এবং ইহা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্‌র হিসাব গ্রহণ বান্দার হিসাব গ্রহণের চাইতে কঠোরতর হইবে)। তাঁহার যুগে বাইতুল মালের দ্বার গরীব, মিসকীন, ইয়াতীম ও বিধবাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু অনধিকারী তাঁহার দরবার হইতে এক দিরহামও লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার আপন সহোদর আকীল চাহিলেও না। তিনি অতি কঠোরভাবে প্রজাবর্গের চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ ও মাযহাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। এবং বিপথগামীতার জন্য কঠিন শাস্তিও প্রদান করিতেন। যেই ন্যায় ও ইনসাফ, যেই দয়া ও মানবতা, যেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা আর যেই তাকওয়া ও পরহিযগারীর দিকে তিনি দুনিয়াকে পরিচালিত করিতে চাহিতেন, পরিতাপের বিষয় যে, দুনিয়া সেই দিকে যাইতে চাহে নাই, আর ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছে যাহা, অন্যায়, অবাধ্যতা, পাপ, বেঈমানী, ধোকাবাজী ও বিদ্রোহের গর্তের দিকে যাইতে ছিল। এহেন দুর্যোগপূর্ণ যমানায় রুহানিয়্যতের সাম্রাজ্যের শিরস্থানের অধিকারী এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই মানুষটি যদি সামান্যতম ও দুনিয়াদারীর দিকে নযর দিতেন তবে তাঁহার যুগ নিঃসন্দেহে দুনিয়াদারীর দিক হইতে অতিশয় আড়ম্বরপূর্ণ, সফল ও কৃতকার্য হইত। কিন্তু আলী (রা) এক মিনিটের জন্যও রাজনীতির ধাঁধায় পড়িয়া ঈমান, ইনসাফ, তাকওয়া, ও পরহিযগারীর নীতি হস্তচ্যুত হইতে দেন নাই। আর উহার বিনিময়ে দুনিয়ার সর্ব প্রকারের কষ্ট ও বিপদকে হসিমুখে সহ্য করিয়াছেন।

যেহেতু রাসূল করীম (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ও খলীফার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দীনের তাবলীগ, মাযহাবের প্রচার, ও সত্য কালিমা সুউচ্চকরণ, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই জন্যই দুনিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌র ঐ সব অমনোযোগী বান্দাহগণের নিকট তাহাদের প্রতি পালকের বাণী পৌঁছাইবেন এবং দুনিয়াকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করিবেন। এই জন্য বিরাট প্রতিবন্ধকতা ও কঠিন বিপদে ঘেরা থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা) ইসলাম প্রচারের কার্য হইতে অমনোযোগী থাকেন নাই, আর সেই ধারায় তাঁহার যুগেও কিছু না কিছু কাজ অবশ্যই হইয়াছে।

সেই কাজ ছিল উহাই, হযরত আবূ বকর (রা)-কে যাহার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অর্থাৎ মুরতাদদের বিলোপ সাধন। এবং ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা সত্যপথ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস

শাইখ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী